মাইকেল-রচনাসম্ভার

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সূচী

মধুসূদনের জীবন ও কাব্য

॥ ১ ॥

মাইকেল মধুসূদন দত্তের অনতিদীর্ঘ জীবনটি অদৃষ্ট যেন স্বহস্তে সযত্নে একটি নাটকের ছাঁচে ঢালাই করিয়াছিল। সে নাটকটিও আবার গ্রীক ট্রাজেডি। জীবননাট্য কথাটা আমরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু মানুষ মাত্রেরই জীবন যে নাটক এমন বলা চলে না। অনেকের জীবনেই হয়তো নাটকীয় উপাদান থাকে, কিন্তু সমস্তটা মিলিয়া রীতিমতো নাটক গড়িয়া ওঠে না, কেমন যেন সব আলগা করিয়া বাঁধা। এমন কি যাঁহারা মহাপুরুষ তাঁহাদেরও সকলের জীবন সার্থক নাটক নয়। দু-একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হইবে আশা করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের দিব্য জীবনে বিদ্যুতের গতি আছে সত্য, কিন্তু সে গতি নাটকীয় বিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট নিয়মিত নয়। স্বামীজি বাংলার চিত্তাকাশে বিদ্যুতের কশা হানিয়া চলিয়া গেলেন, ভালো করিয়া চোখে পড়িবার আগেই মিলাইয়া গেলেন। এমন জীবন লইয়া নাটক গড়া চলে না। রবীন্দ্রনাথের জীবন দীর্ঘ, ব্যাপক ও বহু শাখা-প্রশাখায় জটিল। তাছাড়া এমন একটি ভারসাম্য ছিল তাঁহার জীবনে যে তাহাতে নাটকীয় গতি আরোপ সম্ভব নয়; তাঁহার জীবন একটা মহাকাব্য। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। বিদ্যাসাগরের জীবন ট্রাজিক, কিন্তু তাহাকে ট্রাজেডি বলা চলে না। আমি যতদূর বুঝি আর যতদূর জানি, এ বিষয়ে মাইকেল একক গৌরবের অধিকারী। তাঁহার জীবন শুধু ট্রাজিক নয়, একটি সুগঠিত ট্রাজেডি, তাহাও আবার গ্রীক ট্রাজেডি—একথা আগেই বলিয়াছি। কেন, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব, আর আশা করিতেছি সেই সূত্রে তাঁহার কাব্যের অর্থও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। জীবনে ও কাব্যে এমন সঙ্গতি অল্প ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মাইকেলের জীবন-কথা সুবিদিত, বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক—যদিচ তাঁহার জীবনের কোন কোন ঘটনা সম্বন্ধে অধ্যাপক ডাঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত প্রাসঙ্গিক তর্ক তুলিয়াছেন।*

আমরা এখানে তাঁহার জীবননাট্যের সুনির্দিষ্ট অঙ্কগুলির খসড়া দিতে চেষ্টা করিব, তথ্যের অভাব পাঠক অনায়াসে পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন।

---

*মধুসূদনের প্রথম পত্নীর সহিত বিবাহবিচ্ছেদ ও দ্বিতীয় পত্নীর সহিত আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবু তর্ক তুলিয়াছেন। আমরা এতদিন ব্যাপারটা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম, প্রয়োজন হইলে মত পরিবর্তন করিতে হইবে বই কি।

জন্মকাল হইতে ধর্মান্তরগ্রহণ, বিশপ্‌স্‌ কলেজে অধ্যয়ন ও সকলের অজ্ঞাতসারে মাদ্রাজে গমন তাঁহার জীবনের প্রথম অঙ্ক। প্রথম অঙ্কের প্রধান ঘটনা ধর্মান্তর-গ্রহণ। শিক্ষা ও কালের হাওয়া তাঁহাকে ধর্মান্তরের দিকে ঠেলিয়াছে, আবার এই ধর্মান্তরগ্রহণ তাঁহার জীবনকে দ্বিতীয় অঙ্ক ও শেষ পর্যন্ত চরম পরিণামের দিকে ঠেলিয়াছে। তার পরে সকলের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে হঠাৎ মাদ্রাজে টানিয়া লইয়া গিয়া অদৃশ্য প্রযোজক তাঁহার জীবননাট্যের প্রথম অঙ্কে কালো যবনিকাপাত ঘটাইয়াছে।

মাদ্রাজে কয়েক বছর অবস্থান মধুসূদনের জীবননাট্যের দ্বিতীয়াঙ্ক। ট্রাজেডির পাঁচটি অঙ্কের মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্ক নানা কারণে গৌণ, তাহার জলুস কম, তৃতীয় অঙ্কের দিকে ঘটনাবলীকে ঠেলিয়া দেওয়াই তাহার কাজ, নিজস্ব মহিমা তাহার অল্পই। এ সমস্ত লক্ষণই আছে তাঁহার মাদ্রাজ অবস্থান পর্বে। রীতিমতো ইংরেজী কাব্য রচনা ও প্রকাশ, শ্বেতাঙ্গিনী বিবাহ, দারিদ্র্য, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা ও বাংলা ভাষায় নূতন আগ্রহ প্রভৃতি উপাদান নাটকে তীব্রতর বেগ সঞ্চার করিয়াছে। এমন সময়ে অদৃশ্য প্রযোজক আবার হস্তক্ষেপ করিল। রাজনারায়ণ দত্তের মৃত্যু ঘটিল, পৈতৃক সম্পত্তি জ্ঞাতিদের হাত হইতে উদ্ধারের আশায় হঠাৎ তাঁহাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল। যেমন অতর্কিতে তিনি মাদ্রাজ চলিয়া গিয়াছিলেন, তেমনি অতর্কিতে তিনি মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিলে দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকাপাত ঘটিল।

বিলাত-যাত্রাকাল পর্যন্ত কলিকাতায় অবস্থান তাঁহার জীবননাট্যের তৃতীয় অঙ্ক। নাটকীয় ঘটনাক্রম তৃতীয় অঙ্কে তুঙ্গস্পর্শ করে, তার পরেই পশ্চিম দিগন্তের আকর্ষণ প্রবলতর হইয়া ওঠে। এই সময়টা মধুসূদনের জীবনের তথা বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি বৎসর। খ্যাতি, অর্থ (বাৎসরিক অভীষ্ট চল্লিশ হাজার নয়!), সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—সমস্ত তাঁহার করায়ত্ত। কিন্তু, হইলে কি হয়, প্রযোজক-যে ট্রাজেডি গড়িতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, কাজেই মাইকেলের মনে শান্তি নাই। কাজেই নাটকীয় ঘটনা চতুর্থ অঙ্কের দিকে গড়াইতে শুরু করিল।

এইবার তাঁহার জীবনকে কেন গ্রীক ট্রাজেডি বলিয়াছি তাহা এখানে বলিয়া লই। গ্রীক ট্রাজেডির মূল কথা হইতেছে দুটি ভালোর বা দুটি আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত নায়কের পতন। মধুসূদনের জীবনের দুটি আদর্শ হইতেছে—"মহাকাব্য কতদূর? ইংলণ্ড কতদূর?" মহাকাব্য-রচনা ও ইংলণ্ড হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসিয়া সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ—এই দুটি তাঁহার জীবনের আদর্শ। এককভাবে দুটিই কাম্য, দুটিই বরণীয়, কিন্তু কোনক্ষেত্রে দুটি পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। মধুসূদনের

জীবন এমন একটি দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র, মধুসূদনের জীবন এমন একটি দ্বন্দ্বের পরিণাম। তাই তাঁহার জীবননাট্যকে গ্রীক ট্রাজেডি বলিয়াছি।

মহাকাব্য-রচনার তাগিদ সোনার ফসল ফলাইয়াছে তৃতীয় অঙ্কে, এবারে সময় বুঝিয়া দ্বিতীয় আদর্শটি—বিলাত-যাত্রার আকাঙ্ক্ষা—প্রবল হইয়া উঠিল। মধুসূদন ইংলণ্ডের দিকে ও শেষ পর্যন্ত চরম পরিণামের দিকে যাত্রা করিলেন।

ইউরোপে অবস্থান তাঁহার জীবনের চতুর্থ অঙ্ক। বিলাত-যাত্রার ও ব্যারিস্টার হইবার মোহ সপরিবার মধুসূদনের নিকট হইতে দাবি আদায় করিতে শুরু করিয়াছে—দারিদ্র্য, অন্নাভাব, মানসিক যন্ত্রণা, কারাগারের আশঙ্কা। এমন সময়ে হঠাৎ "দেবযন্ত্রে"র (God in the machine) মতো আবির্ভূত হইলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের করুণা মাইকেলকে উদ্ধার করিয়া দেশে ফিরাইয়া আনিল।

এবারে পঞ্চম অঙ্ক। মধুসূদনের অনায়ত্ত তো কিছুই নাই। মহাকাব্যও রচিত হইয়াছে, ব্যারিস্টারও তিনি হইয়াছেন। তবে কেন এমন ট্রাজেডি? এ দুটি কাম্যবস্তু আয়ত্ত করিতে যে ঋণ (একাধিক অর্থে, আর্থিক ঋণ তন্মধ্যে মুখ্য নয়) তাঁহাকে করিতে হইয়াছে এবারে তাহা শুধিবার পালা। সেই ঋণের দায়ে সর্বস্ব (আর্থিক অর্থে শুধু নয়, এমন কি অর্থটা মুখ্যও নয়) বিকাইয়া গিয়া ট্রাজেডির নায়কের পতন ঘটিল। সাফল্যের এমন নিষ্ফলতা একান্ত দুর্লভ। অদৃষ্টের কি নিদারুণ Irony! মানুষের জীবন যে এমন ভাবে গ্রীক ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারে, না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে জানাইয়াছিলেন যে একজন গ্রীক কবি যে-ভাবে লিখিত তিনিও সেইভাবে লিখিতে চেষ্টা করিবেন। মধুসূদনের দাবি কতদূর সার্থক হইয়াছে তাহার আলোচনা যথাস্থানে করিব। কিন্তু একথা সত্য যে অদৃষ্ট তাঁহার জীবন লইয়া একটি গ্রীক ট্রাজেডি রচনা করিয়াছে। এই জন্যই বলিয়াছি যে তাঁহার জীবন ও কার্য-অভীপ্সা বড় ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ। একটিকে বুঝিতে হইলে অপরটি বোঝা আবশ্যক। সেইজন্যই কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে জীবননাট্যের খসড়া আঁকিলাম।

॥ ২ ॥

একদিন মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের প্রুফ সংশোধন করিতেছিলেন এমন সময়ে রাজনারায়ণ বসু আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'My dear Raj, this will surely make me immortal!' রাজনারায়ণ বসু বলিলেন, 'তাহাতে আর সন্দেহ কি।' মধুসূদন ও রাজনারায়ণ দুজনের কথাই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে, পরবর্তী একশত বৎসর তাহার সমর্থন করিয়াছে।

মধুসূদন প্রধানত মেঘনাদবধ কাব্যের কবি বলিয়া পরিচিত। আর মেঘনাদবধ কাব্য নব্য বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক দীর্ঘ narrative poem বা আখ্যান-কাব্য। মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টের মতো এই কাব্যখানিও অদ্বিতীয়—যদিচ ইহার অনুকরণে অনেক কাব্য লিখিত হইয়াছে। বস্তুত মেঘনাদবধ কাব্যের নিঃসঙ্গ মহিমাই তাহার বিরুদ্ধে একটা মস্ত যুক্তিরূপে অনেকে ব্যবহার করিয়াছেন। সংসারে যে-বস্তুর জুড়ি নাই তাহার অস্তিত্বের দলিল যেন যথেষ্ট প্রশস্ত নয়, যেন সে বস্তু একটা accident মাত্র। সেদিন কোন কৃতবিদ্য গবেষক আমার কাছে আসিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা উনবিংশ শতাব্দীর লিরিক লইয়া আলোচনা করেন। কেবল ইচ্ছা নয়, ইতিমধ্যেই ঐ বিষয়ে তিনি একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার সিদ্ধান্ত, যুগটা লিরিকের। আমি বলিলাম, মেঘনাদবধ কাব্য? তিনি বলিলেন, ওটা লিরিকের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়; কথাটা বলিয়া তিনি যেন কিছু অপ্রস্তুত হইলেন, তখন বলিলেন, ওটা একটা accident। বুঝিলাম যে এ যুক্তির মূলে বস্তু না থাকুক অন্তত বস্তুর ছায়া আছে; দোসরহীনকে অবাস্তব বা accident মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যকে যতটা দোসরহীন মনে করিতেছি বাস্তবিক তাহা ততটা দোসরহীন নয়। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন; সে-সব কাব্য সার্থক বা রসোত্তীর্ণ নয় সত্য, কিন্তু ঐ প্রচেষ্টার মূল্য দিতে হইবে; ঐ ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্যেই মেঘনাদবধ কাব্যের উত্তরপুরুষের সমাধি। এই অমরকাব্যের অমরত্বের নিশ্চিততম প্রমাণ, জন্মকাল হইতে অদ্যাবধি তাহার উপরে যে আক্রমণ চলিতেছে তাহাতে তাহার মহিমার এতটুকু হ্রাস হয় নাই; হ্রাস হইয়া থাকিলে নিত্য নূতন আক্রমণের প্রয়োজন হইত না। মেঘনাদবধ কাব্য লিরিকের সমষ্টি নয়, accident নয়, এমন কি happy accidentও নয়, মেঘনাদবধ কাব্য তৎকালীন ঘটনা-

প্রবাহজাত চিত্তসংঘর্ষের একমাত্র অনিবার্য পরিণাম। তৎকালীন ইতিহাসের গতিবিচার করিলে দেখা যাইবে এরূপ না হইয়া অন্যরকম হওয়াটাই অসম্ভব ছিল। কেন, তাহা বলিতে চেষ্টা করি।

যুগসন্ধিক্ষণ ছাড়া যথার্থ মহাকাব্য লিখিত হয় না। এই জন্যই যথার্থ মহাকাব্যের সংখ্যা এত অল্প। আরও একটি কথা। যুগসন্ধিক্ষণের গুরুত্বের উপরেই মহাকাব্যের গৌরব নির্ভর করে। বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমার ইতিহাসের ঠিক কোন্ পর্বে মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন জানা না গেলেও পরবর্তী মহাকাব্যগুলির পর্বেতিহাস বেশ স্পষ্ট। ভার্জিলের ঈনিড মহাকাব্য সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—"The Aeneid itself is a tribute to Rome, not as a destructive, but as a civilising power." রোমক সাধারণতন্ত্রের লোপ ও রোমক সাম্রাজ্যের উত্থানকালে লিখিত এই মহাকাব্য যুদ্ধখিন্ন জগতে রোমের 'মিশন'কে উপজীব্য করিয়া লইয়াছে। আবার কোন কোন অন্তর্দর্শী পাঠক ঈনিড মহাকাব্যে খ্রীষ্টের আসন্ন মহা-আবির্ভাবের সূচনা দেখিতে পাইয়াছেন—এ যেন অনেকটা রাম-জন্মের পূর্বে রামায়ণ-রচনার অনুরূপ। আবার মধ্যযুগের নিশাবসান ও রেনেসাঁসের ব্রাহ্মমুহূর্তের মহাকাব্য দান্তের ডিভাইন কমেডি। এই দুটি পর্ব মানবেতিহাসে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কাল—সেই গুরুতর সম্ভাবনাজাত বলিয়াই মহাকাব্য দুখানিরও এমন গৌরব। মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট কাব্যও ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণে লিখিত। তখন ক্যাথলিক ইংলণ্ড নিঃসংশয়রূপে প্রোটেস্টাণ্ট-রূপ গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছে, রাজকীয় শাসনের স্থলে পার্লামেণ্টের অধিকার স্থাপিত হইতেছে; প্যারাডাইস লস্ট মূলত সেই ইতিহাসের বাণীবাহন। এ তো গেল বিদেশের নজির। এখন দেখা যাক, মেঘনাদবধ কাব্যের যুগসন্ধিই বা কি, তাহার বাণীরূপই বা কি। তখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে ভিন্ন জীবনাদর্শের সহিত বাঙালীর চিত্তসংঘর্ষ চলিতেছে। এই চিত্তসংঘর্ষের প্রমাণ তখনকার ও তৎপূর্ববর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিরল। রামমোহনের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্মে'র প্রতিষ্ঠা, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন, বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্য ও বিধবাবিবাহ আন্দোলন—সমস্তই এই চিত্তসংঘর্ষের ফল। কিন্তু ইহার শ্রেষ্ঠ ফল মেঘনাদবধ কাব্য। তখন শিক্ষিত বাঙালীর যে মানস বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহার ফলে গঙ্গাজল তাহার অনাদিকালের পবিত্রতা হারাইল: "I do not believe in the sacredness of the Ganges" (রসিককৃষ্ণ

মল্লিক); "I hate Rama and his rabbles" (মাইকেল); "If there is anything we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism" (ডিরোজিও-র ছাত্রগণ পরিচালিত Athenaeum পত্রিকা)। ইন্দ্রজিৎ হইল the glorious son of Ravana ......a noble fellow (মাইকেল), আর রাম-লক্ষ্মণ ও রাবণ-ইন্দ্রজিৎ সমভূমে আসিয়া দাঁড়াইল। এসব কেবল ব্যক্তি-বিশেষের মন্তব্য নয়, তৎকালীন ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীর ধারণা। মেঘনাদবধ কাব্য এই সমাজের মুখপাত্র। এখানেই মেঘনাদবধ কাব্যের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য। বাঙালীর সেই যুগসন্ধিক্ষণের বাণীরূপ এই অমর কাব্য। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যে মহাকাব্য-রচনায় ব্যর্থ হইয়াছিলেন তাহার কারণ তৎকালীন চিত্তবিক্ষোভের সবটুকু সম্ভাবনা মেঘনাদবধ কাব্যে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের জন্য কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না। মধুসূদনের নিজের জন্যও আর অবশিষ্ট ছিল না। সেইজন্য পরবর্তী জীবনে বারংবার নূতন মহাকাব্য রচনা করিতে গিয়া তাঁহার কলম কুণ্ঠিত হইয়াছে, অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই অসাফল্যের কারণ মুখে তিনি যাহাই নির্দেশ করুন না কেন, আসল কারণ নূতন সম্ভাবনার পুঁজি আর তাঁহার হাতে ছিল না।

আগেই বলিয়াছি যুগসন্ধির গুরুত্বের উপরে মহাকাব্যের গুরুত্ব নির্ভর করে। এই কথাটি মনে রাখিলে বুঝিতে পারা যাইবে কেন মেঘনাদবধ কাব্য ঈনিড ও ডিভাইন কমেডির সহিত যুগসন্ধি-প্রসঙ্গে স্মরণীয় হইয়াও তাহাদের সমকক্ষ নয়। রোমক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও রেনেসাঁসের সূচনা পৃথিবীর ইতিহাসে মহাসন্ধিক্ষণের নির্দেশ করে, নব্য বাংলার চিত্তসংঘর্ষকে তাহার সহিত সমাসন দেওয়া যায় না। এ একটা নিতান্ত স্থানীয় ব্যাপার, খুব সম্ভব নব্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপরেও ইহার প্রভাব আছে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পূর্বোক্ত দুটি ঘটনার মতো শেষোক্তটি পৃথিবীর ইতিহাসকে সঞ্চালিত করিতে পারে নাই। ইহার মূল পুঁজি খুব সামান্য ছিল। সেই মূল পুঁজির উপাদানে মেঘনাদবধ কাব্য গড়া সম্ভব, ঈনিড বা ডিভাইন কমেডি গড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এই পুঁজিটুকু একখানি কাব্যরচনাতেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, তাই পরবর্তী সমস্ত (মহা-)কাব্যই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় পর্যবসিত।

বাংলাদেশে সত্যই যদি কোন চিন্তা-বিপ্লব ঘটিয়া থাকে তবে এই সময়ে ঘটিয়াছিল, যাহার ফলে ইংরেজি-শিক্ষিতের কাছে হিন্দুধর্ম ঘৃণার্হ

হইল, রাম ও তদীয় সহচরগণ ঘৃণার্হ হইল, গঙ্গাবারি পবিত্রতা হারাইল, ইংরেজি ভাষায় স্বপ্নদেখা বাঙালীর আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইল। বাঙালীর স্বভাব এই যে সে হিসাব করিয়া কাজ করিতে পারে না। একদিন যেমন সে বেহিসাবী ভাবে গৌরাঙ্গের প্রেরণা স্বীকার করিয়াছিল, এবারে তেমনি বেহিসাবী ভাবে শ্বেতাঙ্গের প্রেরণা স্বীকার করিয়া লইল। (এই দুটিই বাঙালী-জীবনের মহাবিপ্লব যাহার ফলাফল এখনও ছায়াতপ রচনা করিয়া চলিয়াছে তাহার ইতিহাসে।) কিন্তু ইদানীং আমরা এই চিত্তসংঘর্ষের প্রকৃতি ভুল বুঝিতে শুরু করিয়াছি। আজকার দিনের মনোভাবকে সেদিনের উপরে আরোপ করিয়া ইতিহাসের 'শুদ্ধি' সাধন করিতেছি। সেদিনের মনোভাবের একটি উদাহরণ লওয়া যাক। মধুসূদন ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, আর ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন ১৮৬২ সালে। এই কয় বৎসরে তিনি বন্ধুবান্ধবকে বহু পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু ১৮৫৭-৫৮ সালে যে সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটিয়া গেল কোথাও তাহার উল্লেখ নাই।* আজ আমরা ঘটনাটির উপরে যে রঙ চড়াই না কেন, তৎকালীন ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীর চোখে উহার একমাত্র রঙ ছিল রক্তিম, তাহাও আবার অবাঞ্ছিত। মধুসূদনের চিঠিগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে তিনি ইতিহাস-সচেতন (আজকার ভাষায় সমাজ-সচেতন) মনীষী ছিলেন, তাঁহার প্রধান প্রধান রচনাগুলির তলে ইতিহাসচৈতন্যের অন্তঃসলিলা ধারা প্রবাহিত ছিল। তৎসত্ত্বেও যে তিনি এতবড় ঘটনাটাকে দেখিতে পান নাই, তার কারণ তাঁহাদের কাছে ঘটনাটা এত বড় ছিল না। খুব সম্ভব তাঁহাদের কাছে ইহা ইতিহাসের সাময়িক পিছন-ফেরা মনে হইয়াছিল। যাঁহারা Rama and his rabblesকে ঘৃণা করিতেন, তাঁহারা Nana and his rabblesকে নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য মনে করিতে

* বস্তুত তৎকালে ইংরেজি-শিক্ষিত কোন বাঙালী এই ঘটনাকে মহত্ত্বদান দূরে থাকুক গুরুত্বদান অবধি করে নাই। অনেকে ইহার উল্লেখ পর্যন্ত করে নাই, এমনি নগণ্য ছিল ঘটনাটা তাহাদের কাছে। বাংলার বাহিরের শিক্ষিত বাঙালীও ব্যাপারটাকে অবাঞ্ছিত মনে করিয়াছিল, তাহারা প্রায় সকলেই সক্রিয় ভাবে ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিল (বঙ্গের বাহিরে বাঙালী)। ইংরেজি-শিক্ষিত অবাঙালীর মনোভাবও প্রায় এইরূপ ছিল (সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাসে জেমি গ্রীন নামে খ্যাত ব্যক্তির আত্মকথা)।

পারেন না; যাঁহাদের কাছে অনার্য Ravana ও Indrajit হইতেছে 'glorious' ও 'noble'—Nicholson, Havelock ও Outram তাঁহাদের কাছে অবরেণ্য হইবে না ইহাই তো স্বাভাবিক। সেকালের তরুণবঙ্গ বজ্রাহত অন্তঃসারশূন্য মুঘল সম্রাটের বা বর্গীর হাঙ্গামা দ্বারা স্মরণীয় পেশবার শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ মনে করিতে পারে নাই। তাহারা কায়মনোবাক্যে ইংরেজের শিক্ষা, সভ্যতা ও শাসনকে গ্রহণ করিয়াছিল। আর এই নূতনের সংঘর্ষে বাঙালীর চিত্তে যে অগ্নি জ্বলিয়াছিল তাহারই উজ্জ্বলতম শিখা মেঘনাদবধ কাব্য। মাইকেল আশা করিয়াছিলেন যে এই কাব্য তাঁহাকে অমরত্বদান করিবে, তাঁহার আশা ব্যর্থ হয় নাই। আর যেহেতু সেই চিত্তসংঘর্ষের ফলাফল আজও আমরা ভোগ করিতেছি, যেহেতু ভাবীকালের ইতিহাসেও তাহার প্রভাব কাজ করিতে থাকিবে,—সেই জন্যই নিঃসংশয়ে বলা চলে যে মেঘনাদবধ কাব্যের অমরত্ব কোন যুগবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ নয়।

॥ ৩ ॥

মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেন—"I shall not borrow Greek stories, but write, rather try to write, as a Greek would have done." মধুসূদন নিজের রচনা প্রসঙ্গে যতগুলি মন্তব্য করিয়াছেন তন্মধ্যে এই মন্তব্যটির গুরুত্ব সবচেয়ে অধিক। মধুসূদন প্রতিভাবান বহুভাষাবিদ পণ্ডিত না হইলে, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত না হইলে মন্তব্যটিকে অলঙ্কার অপবাদে উড়াইয়া দেওয়া চলিত। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা জানিবার পরে আর মন্তব্যটিকে লঘু ভাবে গ্রহণ করা চলে না, ধীর ভাবে বিচার করিতে হয়।

'একজন গ্রীক কবি যে-ভাবে লিখিত সেই ভাবে লিখিতে চেষ্টা করিব' বলিতে তিনি কী বুঝিয়াছেন, কী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন? উনবিংশ শতকের বাঙালী কবির পক্ষে প্রাচীন গ্রীক কবির মতো লেখা কি সম্ভব,—কি ভাবে সম্ভব, কতদূর সম্ভব? সে কাল, সে সভ্যতা, সে ভাষা কিছুই তো আমাদের নয়। ইউরোপীয় হইলেও বা পরোক্ষ সম্বন্ধের কথা পাড়া যাইত। এ যে অসম্ভব ব্যাপার। তবে কেন মধুসূদন এমন সঙ্কল্প করিতে গেলেন? তাঁহার ইংরেজী সভ্যতা, শিক্ষা ও সাহিত্য প্রীতির অর্থ বুঝি, স্কট বায়রন মুরের কাব্যের আদর্শ অনুসরণ চেষ্টার অর্থ বুঝি, এমন

কি মিল্টনকে পৃথিবীর কবিকুলের শীর্ষে প্রতিষ্ঠার অর্থ বোঝাও অসম্ভব নয়। কেননা, ওসব অভিপ্রায় ও আদর্শের বীজ তৎকালীন হাওয়ায় ভাসমান ছিল, মাইকেল স্ব-কালের হাত হইতে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীক কবির আদর্শ তিনি কোথায় পাইলেন? আবার সেই আদর্শের Pegasus-এর সহিত ভারতীয় পুষ্পক রথ জুড়িয়া দিবার দুঃসাহস কে জোগাইল তাঁহার মনে? স্বীকার করিতে হয় যে নিজস্ব শিক্ষাদীক্ষা (গ্রীক ভাষা ও কাব্য প্রীতি, বিশেষত হোমারের কাব্য), কবিচিত্তের প্রবণতা তাঁহাকে এই দুরূহ সঙ্কল্পের দিকে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই প্রেরণার উৎসানুসন্ধান বর্তমান অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য তাঁহার এই দাবির সার্থকতা বিচার। 'গ্রীক কবি যে-ভাবে লিখিত' বলিতে তিনি কী বুঝিয়াছেন, কী সেই গ্রীক কবিগণের কাব্যরচনার আদর্শ, আর সেই আদর্শ আত্মসাৎ কার্যে কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছেন মধুসূদন—মেঘনাদবধ কাব্যকে অবলম্বন করিয়া তাহারই যথাসাধ্য বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

প্রাচীন গ্রীকজাতি বিচিত্র ভাবে পুষ্ট একটি অসাধারণ সমাজ ছিল, তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। প্রাচীন গ্রীকগণ একাধারে সূক্ষ্ম হিসাবী ও উচ্চাঙ্গের কবি। একদেহে এ হেন বাস্তবনিষ্ঠা ও কবিকল্পনা-প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে এমন বিরল যে অনেক সময়ে অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতে পারে। এ বিষয়ে বিদেশী লেখকদের কিছু কিছু মন্তব্য উদ্ধার করিয়া দিতেছি।—

"It is clear that in Greece the values were different from our own to-day. Indeed we are not able really to bring into one consistent whole their outlook upon life; from our point of view it seems to involve a self-contradiction. People so devoted to poetry as to make it a matter of practical importance must have been, we feel, deficient in the sense for what is practically important, dreamers not alive to life's hard facts. Nothing could be farther from the truth. The Greeks were pre-eminently realists. The temper of mind that made them carve their statues and paint their pictures from the living human beings around them, that kept their poetry within the sober limits of the possible, made them hard-headed men in the world of every-day affairs. They were not tempted to evade facts. It is we ourselves who are the sentimentalists. We, to whom poetry, all art, is only a superficial decoration of life, make a refuge from a world that is too hard for us to face by

sentimentalizing it. The Greeks looked straight at it. They were completely unsentimental. It was a Roman who said it was sweet to die for one's country. The Greeks never said it was sweet to die for anything. They had no vital lies."

(The Greek Way : Edith Hamilton)

এ বিষয়ে আরও একটা অংশ উদ্ধার করিতেছি।—

"The Greeks had both eyes open, and did not overlook good and beauty because they were able to see evil. They knew that life, like light, can be decomposed into many colours, and is neither dark nor bright. So they never fell into sordid realism...'Rejoice', writes Archilochus, 'in what is delightful and be not overvexed at ill and recognise what a balance our life maintains.' Light balanced against darkness, darkness balanced against light. That is the Greek attitude, and it is the truest realism."

(Greek Genius and Its Meaning to Us : Livingstone)

"What a balance our life maintains !" আমাদের জীবন কী সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে! পৃথিবীর আর কোন জাতির জীবন এমন ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিয়াছে কিনা জানি না, পৃথিবীর আর কোন জাতির সাহিত্য এমন ভারসাম্যবোধ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না জানি না।

"Practical" ও "Dreamer", বাস্তবনিষ্ঠার ও কল্পনাপ্রতিষ্ঠার মধ্যে দুর্লভ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রাচীন গ্রীকগণ যে Realism-এর সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নব্যসাহিত্যের Realism হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। বস্তুত গ্রীক Realism আমরা সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারি না বলিয়াই গ্রীক সাহিত্য অনেক সময়েই আমাদের কাছে রুচিকর মনে হয় না, নব্য সাহিত্যের তুলনায় নিতান্ত নিরলঙ্কার, ন্যাড়া বলিয়া বোধ হয়। মেঘনাদবধ কাব্যও এই একই কারণে অনেকের কাছে রুচিকর নয়। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের প্রসঙ্গ তুলিয়া অনেকটা আগাইয়া গেলাম—তৎপূর্বে আরও কিছু বলা আবশ্যক।

এ হেন গ্রীক জাতি যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার প্রধান লক্ষণ চারটি :

১। অখণ্ড সৌন্দর্যবোধ। ২। পূর্বসংস্কারমুক্তি। ৩। মানবরস বা Humanism. ৪। ঋজু দৃষ্টি।—এই চারিটিকে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিলে অন্যায় হইবে না।

সৌন্দর্যবোধ নব্যসাহিত্যে অবশ্যই আছে, কিন্তু গ্রীক সাহিত্যের অখণ্ড সৌন্দর্যবোধ নব্য সাহিত্য কোথায় পাইবে? সৌন্দর্য আমাদের জীবনে খণ্ডিত। আমাদের শহরগুলা কুৎসিত, আমাদের কর্মস্থান ধূলি তৃণ ও আবর্জনায় বীভৎস। এ হেন কুশ্রীতার পারিপার্শ্বিকে আমাদের বাসগৃহটি হয়তো সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছি—এ যেন কুশ্রীতার সমুদ্রে সৌন্দর্যের ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ। আমাদের ললিতকলা মিরান্দার মতো সৌন্দর্যের ক্ষুদ্র দ্বীপে লালিতপালিত। প্রাচীন গ্রীকগণ সৌন্দর্যের যে নিরবচ্ছিন্ন আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছে, তাহা আমরা কোথায় পাইব? নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য যে সাহিত্য সৃষ্টি করে—আমাদের সাহিত্য সে সৌন্দর্য কোথায় পাইবে? আমাদের জীবনের মতো আমাদের সাহিত্যেও সৌন্দর্য খণ্ডিত।

প্রাচীন গ্রীকগণ সম্পূর্ণরূপে পূর্বসংস্কারমুক্ত ছিল। হোমারের আগে আর কোন কবি নাই। বেদ পুরাণ বাইবেল প্রভৃতির মতো ধর্মগ্রন্থ প্রাচীন গ্রীকদের চিন্তার পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান নাই। যাহা খুশি চিন্তা করিবার যাহা খুশি কল্পনা করিবার অবাধ অধিকার তাহাদের ছিল। এ অধিকার হইতে গ্রীক-পরবর্তী সাহিত্য বঞ্চিত। ক্লাসিক্‌স ও ধর্মগ্রন্থ পরবর্তী সাহিত্যের সম্মুখে দুই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। পূর্বসংস্কার দ্বারা পদে পদে আমরা প্রতিহত। আর পূর্বসংস্কারমুক্ত বলিয়া গ্রীকগণ চিন্তা ও কল্পনার রাজ্যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গ ছিল। তাহাদের তুলনায় আমাদের স্বাধীনতম Free thinker নিতান্তই পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ, তবে আর-দশজনের তুলনায় তাহার পিঞ্জরটা হয়তো আকারে একটু বড়।

॥ ৪ ॥

প্রাচীন গ্রীকগণ নরকেন্দ্রিক বিশ্বের অধিবাসী ছিল। তাহাদের দেবতাও মানুষ, মানুষও মানুষ, ষোলআনা মানুষ। তাহাদের কাছে "Man is the measure of all things." সে মানুষও আবার প্রাকৃত মানুষ। তাহাদের পরিকল্পিত মনুষ্যচরিত্র অসীম গুণপনার অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও তাহা দেবত্বের সীমা স্পর্শ করিতে পারে নাই। "তুলিব দেবতা করি মানুষেরে মোর ছন্দে গানে"—ইহা গ্রীক আদর্শ নয়; পরবর্তীকালের খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র প্রভাবিত মানুষ, ভাগবত মানুষ। সে মানুষ দেবতার বিশেষ সৃষ্টি, দেবতার ছায়া; যখন সে অপরাধের ফলে দেবলোক হইতে নির্বাসিত—তখনও সে ভাগবত মানুষ। সাধনার বলে আবার সে দেবত্বে

উপনীত হইতে পারে—এই ভরসা তাহার আছে। গ্রীক মানুষ সে রকম কিছু নয়। পৃথিবীতেই তাহার আদি ও অন্ত; পৃথিবীতেই তাহার জীবনের চরম সার্থকতা। এই চরিতার্থতার অর্থ হইতেছে Individuality লাভ। দেবত্বে আপনাকে বিলীন করিয়া দেওয়া তাহার আদর্শ নয়, Individual রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাহার একমাত্র কাম্য। সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে এই Individual রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাহার একমাত্র কাম্য। সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে এই Individualএর আবিষ্কার গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য এই প্রাকৃত ব্যক্তিমানুষের সাহিত্য।

ঋজু দৃষ্টি বলিতে বুঝি বস্তুকে বস্তুস্বরূপে দেখিবার চেষ্টা। বস্তুকে বস্তুস্বরূপে রক্ষা করিয়া শিল্পের পদবীতে উন্নীত করিবার অসাধ্যসাধন ছিল তাহাদের শিল্পসাধনা। জীবন তাহাদের কাছে আলোছায়ার দোরোখা বসন, মৃত্যু তাহাদের কাছে জীবনের অনিবার্য পরিণাম। ইহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ অলঙ্করিত মোহ গ্রীকদের ছিল না।

তাহারা যখন nightingale সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছে—তখনও nightingale বস্তুস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হয় নাই।

"The messenger of Spring, the lovely-voiced nightingale" (Sappho).

"The warbling nightingales with olive necks, the birds of Spring" (Simonides)

পাখী পাখীই, তবু তাহার কাব্যপদবীতে উন্নীত হইতে বাধা নাই। তুলনায় শেলীর 'Unbodied Joy', 'Bird thou never wert', ওয়ার্ডস্বার্থের 'but a wandering voice', কীট্‌সের 'light-winged Dryad of the trees' বা রবীন্দ্রনাথের 'সঙ্গীতের সরস্বতী'—সমস্তই বস্তুস্বরূপচ্যুত, যদিচ উচ্চাঙ্গের কাব্য। বস্তুকে বস্তুরূপে দেখিবার এই ক্ষমতাই ঋজু দৃষ্টি, জগৎ ও জীবনের সহিত সত্যসন্ধ সম্পর্কের উপরে ইহার প্রতিষ্ঠা। গ্রীকগণের এই দৃষ্টি কেবল কাব্যলোকে আবদ্ধ ছিল না—বাস্তব জীবনকেও চালিত করিত। একটি উদাহরণ লওয়া যাক।

"The great funeral oration of Pericles, delivered over those fallen in the war, stands out as unlike all other commemoration speeches ever spoken. There is not a trace of exaltation in it, not a word of heroic declamation. It is a piece of clear thinking and straight talking. The

orator tells his audience to pray that they never have to die in battle as these did. He does not suggest or imply to the mourning parents before him that they are to be accounted happy because their sons died for Athens. He knows they are not and it does not occur to him to say anything but the truth. His words to them are :

"Some of you are of an age at which they may hope to have other children, and they ought to bear their sorrow better. To those of you who have passed their prime, I say : Congratulate yourselves that you have been happy during the greater part of your days ; remember that your life of sorrow will not last long, and take comfort in the glory of those who are gone.

Cold comfort, we say. Yes, but people so stricken cannot be comforted, and Pericles knew his audience. They had faced the facts as well as he had. To read the quiet, grave, matter-of-fact words is to be reminded by the force of opposites of all the speeches everywhere over the tombs of the Unknown Soldier."

(The Greek Way : Edith Hamilton)

গ্রীকদের তুলনায় আমরা শিশু ; শিশু অন্ধকারে ভয় পাইয়া চোখ বন্ধ করে, আমরাও মৃত্যুর অন্ধকার গুহাটার স্মৃতি যথাসাধ্য এড়াইয়া চলি, নতুবা তাহার মধ্যে আলোর সন্ধান করি ; আমাদের কবি অভয় দান করিয়া বলেন, "অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো।" গ্রীকগণ মৃত্যুকে এড়াইবার চেষ্টা করে নাই বা তাহাকে আনন্দময় ও আলোকময় বলিয়াও আত্মপ্রতারণা করে নাই, মৃত্যু তাহাদের কাছে অনিবার্য পরিণাম, জীবনের necessary evil। পেরিক্লিসের মতো আজকার দিনের কোন রাষ্ট্রনায়ক অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ বক্তৃতা করিতে উদ্যত হইলে কি দুর্দশায় পড়িত সহজেই অনুমেয়। আর শুধু একালেই বা কেন, সেকালে এদেশেও যোদ্ধাকে উৎকোচিত করিবার রীতি ছিল।

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয়
যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়।"

গ্রীকদের মনে এ জাতীয় কোন সান্ত্বনা বা মোহ ছিল না।

"Completely in line with this sprit is the often quoted epitaph on the Lacedemonians who fell at Thermopylae. Every one of them felt, as they knew beforehand they would.

"They fought their battle to the death with no hope to help them and by so dying they saved Greece, but all the great poet, who wrote their epitaph, found it fitting to say for them was :

O passer-by, tell the Lacedemonians that we lie here in obedience to their laws."

এপার বা ওপারের কোন ভরসা হাতে না রাখিয়া ধীরভাবে নিশ্চিত মৃত্যুকে স্বীকার যে কি দুর্জয় সাহস তাহা কল্পনা করা সহজ নহে, আচরণ করা বোধ করি অসম্ভব।

কি বাস্তবে কি কাব্যে নিরলঙ্কার জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াইবার সাহস ও অভ্যাস প্রাচীন গ্রীকসমাজের একটি অচ্ছেদ্য লক্ষণ

অখণ্ড সৌন্দর্যবোধ, পূর্বসংস্কারমুক্তি, মানবরস ও ঋজুদৃষ্টি—এই চারটি লক্ষণের মধ্যে শেষোক্তটিই মুখ্যতম—কারণ ইহার মধ্যেই বীজাকারে বা আভাসে অন্য তিনটি বর্তমান।

মধুসূদনের সঙ্কল্প গ্রীক কবির মতো লিখিবেন। স্থূল বিচারে এই সঙ্কল্প অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাইবে যে বিষয়টা তত অসম্ভব নয়। মধুসূদন ভিন্ন দেশ-কাল-সভ্যতায় জন্মগ্রহণ করিয়াও গ্রীক কাব্য-ধর্ম বহুল পরিমাণে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছেন, যে পরিমাণে পারিয়াছেন সেই পরিমাণে তাঁহার কাব্য (মেঘনাদবধ কাব্য) গ্রীক-কাব্যধর্মী, সেই পরিমাণে তাঁহার সঙ্কল্প সার্থক।

এতক্ষণ গ্রীক কাব্যের চতুর্বিধ লক্ষণের আলোচনা করিলাম, এবারে দেখা যাক মধুসূদনের কাব্যে (মেঘনাদবধ কাব্যে) সেগুলি কী পরিমাণে পাওয়া যায়।

মধুসূদন প্রাচীন গ্রীসের অখণ্ড সৌন্দর্যবোধের জগতে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তিনি নিতান্তই ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্তান, ইউরোপীয় সাহিত্যের রসে তাঁহার কল্পনা লালিত ও পুষ্ট। আধুনিক মানুষের রাজ্যে সুন্দরের একচ্ছত্র অধিকার সঙ্কুচিত। এই সঙ্কুচিত সুন্দরের রাজত্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া অখণ্ড সৌন্দর্যবোধ লাভ আদৌ সম্ভব নয়। গ্রীসের অখণ্ড সৌন্দর্যদৃষ্টিকে পুনরায়ত্ত করিতে বহু শক্তিধর কবি চেষ্টা করিয়াছেন (যথা, গ্যেটের গ্রীক কাহিনী অবলম্বনে রচিত গ্রীক-ধর্মী নাটক Iphigenie), কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নাই। মাইকেলও করেন নাই। দেশ কাল সভ্যতা সমস্তই অন্তরায়। কিন্তু এই সৌন্দর্যবোধ অংশত তাঁহার শিল্পকলায় সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল। মেঘনাদবধ কাব্যের ছয় হাজারের অধিক ছত্রের মধ্যে

খুঁত ধরা পড়ে এমন ছত্রের সংখ্যা অঙ্গুলীতে গণনীয়। বাংলা ভাষার আর কোন বৃহৎ কাব্য নিছক শিল্পকৃতিত্বে এমন নিখুঁত নয়। কবি মধুসূদন গ্রীক সৌন্দর্যবোধ হইতে বঞ্চিত হইলেও শিল্পী মধুসূদন সুন্দরের আশীর্বাদ লাভে বঞ্চিত হন নাই।

অতঃপর পূর্বসংস্কারমুক্তি। মধুসূদনের পক্ষে সম্পূর্ণ পূর্বসংস্কারমুক্ত মানসিক দিগন্ত লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে এমন একটা যুগসন্ধিক্ষণে জন্মিয়াছিলেন যখন পূর্বসংস্কারের দুর্ভেদ্য দেয়ালে ছোটবড় ফাটল দেখা দিয়াছিল—আর সেইসব ফাটলের অবকাশে নূতন দিগন্ত, নূতন আকাশ, নূতন সুদূর (যেমন প্রাচীন গ্রীক কাব্য) তাঁহার চোখে পড়িয়াছে; নূতন আশার রশ্মি তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, প্রাণে তিনি নূতন ভরসা পাইয়াছেন। এমন ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি রামায়ণের কাহিনীকে সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালাই করিতে সাহসী হইয়াছেন; বিদেশী কাব্য-রীতিকে (ট্রাজেডি, এপিক, সনেট প্রভৃতি) বাংলা ভাষায় প্রবর্তন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই; এবং পৌরাণিক অঙ্গনাকে বীরাঙ্গনা পদবী দান করিয়া নায়কের উপরে নায়িকার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

মানুষ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকগণের যে বিশেষ ধারণা ছিল তাহা পরবর্তী কবিগণের পক্ষে লাভ সহজ নয়, কখনও কখনও কেহ দৃষ্টি আংশিকমাত্র লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মধুসূদন তাঁহার প্রথম কাব্য তিলোত্তমা-সম্ভবে তাহা লাভ করেন নাই। তিলোত্তমা-সম্ভবের নায়ক নায়িকা কেহই মনুষ্যরসে জীবিত নয়, সকলেই দেবতা ও দৈত্য। মধুসূদন নিজেও ইহা জানিতেন। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেন—"The want of what is called 'human interest' will no doubt strike you at once, but you must remember that it is a story of Gods and Titans. I could not by any means shove in men and women." এই কাব্যে কেবল যে নরনারীর প্রবেশাধিকার নাই তাহাই নয়; দেব-দৈত্যের উপরেও মনুষ্যস্বভাব আরোপ সম্ভব হয় নাই। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে মধুসূদন রোমান্টিক রীতির জের টানিয়া চলিতেছিলেন।

মানুষ সম্বন্ধে গ্রীকদৃষ্টি প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে মেঘনাদবধ কাব্যে। মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্র-পাত্রীগণ নাম পরিচয়ে যাহাই হোক না কেন, প্রকৃত পরিচয়ে মানুষ। ইহার কারণ ইন্দ্রজিৎ বিভীষণ প্রভৃতি নরমাংস-ভোজী রাক্ষস নয়—পুরাপুরি মানুষ; আবার রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য

দেবতারাও নামত যাহাই হোক বস্তুত আমাদের মতো মানুষ। রাম ও লক্ষ্মণ মনুষ্যোচিত ভয় ক্রোধ দয়া মায়া প্রভৃতি গুণের অধিকারী। রামচন্দ্রের উপরে এইসব গুণের আরোপের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া অনেক সমালোচক মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু আসল কারণ মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণ নয়—কবির গ্রীক কাব্য-ধর্ম গ্রহণ। এই গ্রীক কাব্য-ধর্ম মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যেও প্রকাশমান—কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে ইহার যেমন উজ্জ্বল স্ফূর্তি এমন অন্যত্র নয়।

এবারে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ঋজু দৃষ্টির আলোচনা করা যাইতে পারে। ঋজু দৃষ্টি বলিতে কি বুঝায় আগেই বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। গ্রীকগণ এই গুণের বিশেষ অধিকারী ছিলেন। পরবর্তীগণের পক্ষে ইহা সম্যক লাভ প্রায় অসম্ভব। আমরা বস্তুকে নানা অবান্তর ও গৌণ গুণের সহিত মিশাইয়া দেখিতে অভ্যস্ত—বস্তুস্বরূপ আর আমাদের চোখে পড়িতে চায় না। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে এ দৃষ্টি আংশিক লাভ করিয়াছেন। একটি উদাহরণ লওয়া যাক। মেঘনাদের দেহ চিতাশয্যায় শায়িত, পার্শ্বে সহমরণ-সঙ্কল্পিতা প্রমীলা উপবিষ্টা। তখন রাবণ বলিতেছেন—

"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে ;—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা ?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে !
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ ! বৃথা আশা ! পূর্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে !
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে !
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল ? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর ? কি সান্ত্বনাছলে

সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে ?
'কোথা পুত্র, পুত্রবধূ আমার !' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি ?'—
কি কয়ে বুঝাব তারে ? হায় রে, কি কয়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষস-লক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"

এখানে মৃত্যু সম্বন্ধে, প্রিয়তম পুত্র মেঘনাদের মৃত্যু সম্বন্ধে, পুত্রবধূ প্রমীলার আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে রাবণের মনে কোন মোহ নাই,—তাই অনাবশ্যক হা-হুতাশ নাই—সমস্তই business-like ! এ খেদ এমন নিরলঙ্কার, মনে হয় যেন যথেষ্ট বলা হয় নাই। কিন্তু রাবণ জানে, মধুসূদন জানেন, প্রাচীন গ্রীকগণ জানিত, মৃত্যুকে অলঙ্কার পরাইয়া সুসহ করা যায় না— তাহার স্বভাবচ্যুত করা যায় না। খেদ করিলে যেখানে দুর্বহতা কমিবে না— সেখানে ধীর ভাবে ভার বহন করাই মনুষ্যোচিত। প্রভেদটা কোথায়—আর একটা মৃত্যুর দৃশ্য উদ্ধার করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

জয়সিংহের আত্মনাশের পরে রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"জয়সিংহ ! জয়সিংহ ! নির্দয়, নিষ্ঠুর !
এ কী সর্বনাশ করিলি রে ? জয়সিংহ,
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী ! জয়সিংহ, কুলিশ-কঠিন !
ওরে জয়সিহ মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন মন্থন করা ধন !
জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল !
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি ; অহঙ্কার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক। তুই আয় !"

রাবণের তুষারধৈর্য আর রঘুপতির গলিত তুষারঅশ্রু—এ দুই ভিন্ন-জগতের বস্তু। সর্বনাশ কাহারও কম হয় নাই। কিন্তু রাবণ জানে মৃত্যু কী ; রঘুপতি আগে জানে নাই—এখনও জানে না, তাই করুণার দ্বারা মৃত্যুর মন কোমল করিয়া ফেলিয়া জয়সিংহকে ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা

করিতেছে। আমার কেমন যেন ধারণা, এই জাতীয় মৃত্যুখেদের অন্তরালে শোকার্তের অগোচরে একটি পৌরাণিক মনোভাব বিদ্যমান। প্রাচীন যুগের মানুষ বিশ্বাস করিত যে মৃত্যুর একজন অধিদেবতা আছেন—তাঁহার মন নরম করিয়া আনিতে পারিলে প্রিয়জনকে ফিরাইয়া পাওয়া সম্ভব। (সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী খুব সম্ভব এইরূপ বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত একটি উদাহরণ।) সেই প্রাচীন বিশ্বাস অদ্যাবধি মানুষের মগ্নচৈতন্যে বিরাজমান—শোকের মুহূর্তে তাহা বিলাপোক্তিতে সক্রিয় হইয়া উঠে। রাবণ ও রঘুপতির দৃষ্টিই ভিন্ন। রাবণের ঋজু দৃষ্টি মৃত্যুর স্বরূপকে দেখিতে পাইয়াছে, রঘুপতির তির্যক দৃষ্টি লক্ষ্যভেদ করিয়া স্বরূপ দেখিতে পায় নাই—এদিক ওদিক স্পর্শ করিয়া গিয়াছে মাত্র। রাবণ স্বনামের আড়ালে প্রাচীন গ্রীক, রঘুপতি আধুনিক মানব।*

আমাদের এই আলোচনার মধ্যে কিছু সার যদি থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে মধুসূদনের প্রাচীন গ্রীক কবির মতো লিখিবার সঙ্কল্প নিতান্ত অসার নয়।

ভিন্ন দেশ কাল ও সভ্যতায় জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাচীন গ্রীক-দৃষ্টি যে পরিমাণে লাভ সম্ভব, কবি মধুসূদনের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছিল।

॥ ৪ ॥

প্রাচীন গ্রীক কাব্যের চারটি প্রধান লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছি আর বলিয়াছি যে এই চারটি লক্ষণই আংশিক দেখা যায় মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যে। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহার রচনার মধ্যে একমাত্র মেঘনাদবধ কাব্যেই এই লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোনও কাব্যে নয়, মেঘনাদবধের আগে বা পরে লিখিত কোন কাব্যে এ লক্ষণগুলি তেমন প্রকট নয়। তিলোত্তমা-সম্ভব ও বীরাঙ্গনার জাত আলাদা, এ দুটির কোনটি মেঘনাদবধ কাব্যের মতো গ্রীককাব্যধর্মাক্রান্ত নহে। তিনি যখন স্কট বায়রন প্রভৃতির কাব্যকে কাব্যাদর্শের পরাকাষ্ঠা মনে করিবার জন্য রঙ্গলালকে ধিক্কার দিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিজের লেখনীও সেই আদর্শ অনুসরণ করিতেছিল। মাইকেলের ইংরেজী কাব্যগুলি স্কট-বায়রনের কাব্যের

---

* মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের খেদোক্তির সহিত যথার্থ তুলনীয় Hector-এর মৃত্যুতে Priam-এর খেদোক্তি। এই খেদোক্তিতে Poetical ও Practical—গ্রীক চরিত্রের দুই বিপরীত গুণের সমন্বয় ঘটিয়াছে।

প্রেরণায় লিখিত, তাঁহাদের কাব্যের ছাঁদে গঠিত। এ প্রেরণা তাঁহার মনে অজ্ঞাতসরে একটা অশান্তি ও বিদ্রোহ সৃষ্টি করিয়াছিল। নূতন প্রেরণা ও আদর্শের সন্ধানে তিনি মাতৃভাষায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতৃভাষায় প্রত্যাবর্তনের পরেও কিছুকাল আগের আদর্শ ও প্রেরণার হাত হইতে তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের আদর্শ ও প্রেরণা পূর্বতন, নবতন ইহার ভাষা। তিনি এখানে ভাষান্তরে পূর্বতনের অনুগামী।

কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে আসিয়া সমস্ত বদল হইয়া গেল, পূর্বতন প্রেরণা ও আদর্শের জীর্ণ নির্মোক খসিয়া পড়িল, মধুসূদন নবতর প্রেরণা ও আদর্শের দেবদেহে দেখা দিলেন। খুব সম্ভব এ বিষয়ে তিনি সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি রাজনারায়ণকে লিখিতেছেন—

"See the difference in language and versification, if in nothing else, between Tilottoma and Meghnad."

কিন্তু ভাষা ও ছন্দ তো অমনি আসে না—উহারা গভীরতর কিছুর বাহ্য লক্ষণ মাত্র। সেই গভীরতর কিছু অর্থাৎ প্রেরণা ও আদর্শ তিলোত্তমা ও মেঘনাদে এক নয়। তবে প্রেরণা ও আদর্শ চোখে আঙুল দিয়া দেখানো যায় না—তাই ভাষা ও ছন্দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়।

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন—

"But I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghnad. A fresh attempt would be something like repetition."

মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্যের পরে এ ধরনের কাব্য আর লিখিতে ইচ্ছা করেন নাই, পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটিবে বলিয়াছেন। আসল কারণ সচেতন ভাবে জানিতেন কি না বলিতে পারি না, তবে তাঁহার কবিদৃষ্টি মোটের উপরে ঠিক বুঝিয়াছিল। নব্য বাঙালীর চিত্ত-সংঘর্ষের যে মূলধন মেঘনাদের মৌলিক প্রেরণা, সেই পুঁজি ঐ এক কাব্যেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, হাতে এমন কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না যাহাতে দ্বিতীয় 'মহাকাব্য' রচনা করা যায়। পরবর্তী কালে অনেকবার নূতন মহাকাব্যের গোড়া পত্তন তিনি করিয়াছেন, করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহার অভ্রান্ত কবিদৃষ্টি দেখাইয়া দিয়াছিল—ওদিকে আর পথ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার কলম নিরস্ত হইবে?

"But there is the wide field of Romantic and lyric poetry before me, and I think I have a tendency in the lyrical way."

রোমান্টিক ও লিরিকাল কাব্যের পথ তাঁহার সম্মুখে অবারিত ছিল—সেই পথ তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন—বীরাঙ্গনা রোমান্টিক, ব্রজাঙ্গনা লিরিকাল। বীরাঙ্গনা কাব্য রচনার অর্থ বুঝি, তখনকার কাব্যলোকে রোমান্টিক প্রেরণার আবহাওয়া ছিল; ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনার অর্থ বুঝি, লিরিকাল কাব্যের প্রেরণা বাংলা সাহিত্যের মজ্জাগত। কিন্তু মেঘনাদবধ আসিল কোথা হইতে? এখানেই বিস্ময়, এখানেই প্রতিভা। মেঘনাদবধ কাব্যে "প্রাচীন যুগের কণ্ঠস্বর" ধ্বনিত হইয়াছে। এ বিষয়ে অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করিয়াছেন—"The honest reader of Meghnadbadh Kavya, I mean one with no critical axe to grind, must look for the ancientness in the spirit of the whole poem till he believes that the modern age is not so modern and what is ancient is not so archaic. And he is encouraged in this effort by a quick realisation of two very important things about the poem : first, that it does not use mythology as a subtle allegory to dramatize a new social reality, and secondly, it is not just mythography in elegant verse. Here the gods are like the gods of Homer, not hopelessly divine, and demons shed human tears, here the walls of a city of gold smoulder and fall in a battle-fire raised by the monkey army of a mendicant prince who is clad in bark, and all creation, the waves of the sea or the sands on its shore, the gorgeous throne-room or the bare camps are instinct with a life such as it appeared to the eye of an elder world." [Our Divine Language—Michael's Achievement in Verse : The Sunday Hindusthan Standard, March 22, 1959.]

এই 'প্রাচীন কালের কণ্ঠস্বর' বাংলা কাব্যে কচিৎ পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দে' একবারের জন্য ইহা আমাদের কানে পশে—

> সূর্যেরে বহিয়া যথা দিব্য বেগে ধায় অগ্নিতরী
> মহাব্যোম নীলসিন্ধু প্রতিদিন পারাপার করি।

সর্বোপরি—

> কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
> কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম

ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটে সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম—”

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে এ কণ্ঠস্বর অবিরল। রামায়ণে শুনি—

সাগরং চাম্বরং প্রখ্যমম্বরং সাগরোপমম্
সাগরং চাম্বরং চেতি নির্বিশেষমদৃশ্যত।

কালিদাসের রঘুবংশেও এই কণ্ঠস্বর অবিরল। প্রাচীন কাব্যে ‘প্রাচীন কালের কণ্ঠস্বর’ স্বাভাবিক। কিন্তু আধুনিক কালের মানুষ মধুসূদন কোথায় পাইলেন এই উদাত্ত ধ্বনি?

বাস্তবিক মেঘনাদবধ কাব্য যেন বহুপ্রকোষ্ঠ, বহুতল, বহুমহল, বিরাট এক মহাহর্ম্য। এ যেন আমাদের কালের মানুষের কীর্তি নয়, না জানি কোন্ ময়দানব বিশাল তক্ষণীর আঘাতে কোন্ এক ভূধর কাটিয়া ইহা নির্মাণ করিয়াছে। ইহার শালপ্রাংশু স্তম্ভগুলা বৃষস্কন্ধে যে ছাদ বহন করিতেছে, তাহার সরল সুষম কারুকার্যে দেবলোকের ছন্দ; ইহার বলভি, অলিন্দ, দ্বার, গবাক্ষ, ইহার কৌমুদীশুভ্র শ্বেতমর্মরনির্মিত দুস্তর সোপানাবলী, ইহার বহুপদসঞ্চারমসৃণ মণিকুট্টিম, শরৎ-সূর্যাস্তের ঘনীভূত রশ্মি জমাইয়া তৈরি স্বর্ণপালঙ্ক, প্রাসাদ-চত্বরে ভূপতিত নভখণ্ডবৎ নির্মল জলাশয়ে বিস্মিত পদ্মফুলের নেত্রবিস্তার, আর সর্বোপরি স্থিরদামিনীভাস্বর অত্যুচ্চ সৌধচূড়া,—ইহা কি সত্যই আমাদের মতো সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘ্যের, সদ্যঃপাতী মানুষের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল? ইহার নানা প্রকোষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময়ে প্রাচীরে প্রাকারে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত, আহত-প্রত্যাহত হইয়া আমাদের মরকণ্ঠও যেন ক্ষণকালের জন্য ‘প্রাচীনকালের কণ্ঠস্বরে’ পরিণত হয়, আমরা পরোক্ষে অমরত্ব লাভ করিয়া বিস্মিত হই। ইহাই মেঘনাদবধ কাব্য!

কিন্তু সম্বিৎ ফিরিবামাত্র মনে প্রশ্ন জাগে মাইকেল কোথায় এ কণ্ঠস্বর পাইলেন। এ যে প্রাচীন যুগের কণ্ঠ—আর কবি হাল আমলের লোক। এ প্রশ্নের বিশদ উত্তর দানের সাধ্য সমালোচকের নাই। কেবল অস্ফুটভাবে সে ইঙ্গিতমাত্র করিতে পারে—

"কোন্ সেকালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—
'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।' "

কেন যে মানুষের কণ্ঠে হঠাৎ প্রাচীন যুগের বাণী ধ্বনিয়া ওঠে, কেন যে 'মধ্যিখানে চর' পড়ে, এ সব রহস্য সত্যই দুর্ভেদ্য। তবে সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় যে মাঝে মাঝে নবীন যুগের কণ্ঠ প্রাচীন যুগের বাণীকে ধ্বনিত করিয়া তোলে। মাইকেলের কণ্ঠেও অন্তত একবারের জন্য মেঘনাদবধ কাব্যে সেই বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাচীন গ্রীক কবিগণের পক্ষে এই বাণী সহজ ছিল, এমন কি বলিলে অন্যায় হইবে না যে এ বাণী যেন তাঁহাদেরই বাণী, এ কণ্ঠস্বর যেন তাঁহাদেরই কণ্ঠের। তার পরে যুগে যুগে দেশে দেশে কবিরা এই দুঃসাধ্য বাণীকে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, প্রায় সবক্ষেত্রেই সাফল্য অনিশ্চিত, বড়জোর আংশিক মাত্র। ইংলণ্ডের ও ফরাসী দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে যে পর্ব ক্লাসিকাল পর্ব নামে পরিচিত, সমকালীন রসিকগণ সত্যই যাহাকে প্রাচীন কাব্যরীতির নূতন আবির্ভাব বলিয়া মনে করিয়াছিল, প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে সে পর্ব, সে-সব কাব্য অপ-ক্লাসিকাল রীতির নমুনামাত্র, প্রাচীন কালের কণ্ঠ কবিকণ্ঠে সত্যকার সুরে ধ্বনিত হয় নাই। ইংরেজ কবিদের মধ্যে মিল্টনে এই কণ্ঠস্বর বহুল পরিমাণে অবিকৃত শুনিতে পাই। প্যারাডাইস লস্ট্, প্যারাডাইস রিগেন্ড্ ও স্যামসন এগনিস্টিস প্রাচীন কণ্ঠস্বরের উদাত্ত মূর্ছনায় পূর্ণ, খুব সম্ভব প্যারাডাইস রিগেন্ড্ কাব্যেই এই কণ্ঠস্বর অবিকৃততম। ইংরেজী সাহিত্যে যে পর্বকে 'অগস্টান পীরিয়ড' বলা হইয়া থাকে, যাহাকে ক্লাসিকাল পর্ব বলিয়া তৎকালীনগণ গৌরব বোধ করিত, সেই পর্বের কাব্যেই, বিস্ময়ের কথা, কণ্ঠস্বর সবচেয়ে শ্লেষ্মাজড়িত। কিন্তু যখন ও যে সব কবিতে এই কণ্ঠস্বর সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত, মাঝে মাঝে নিতান্ত আকস্মিকভাবে তখন ও তাঁহাদের কাব্যেও কখনও কখনও এই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

টেনিসনের—

"On one side lay the ocean, and on one
Lay a great water, and the moon was full."

সর্বপ্রকার আতিশয্যবর্জিত অপরিহার্যতম গুণের দ্বারা বিশিষ্ট এই চিত্র যথার্থ ক্লাসিকাল রীতির উদাহরণ।

আবার ম্যাথু আর্নল্ডের—

"But the majestic River floated on,
Out of the mist and hum of that low land,
Into the frosty starlight, and there mov'd,
Rejoicing, through the hush'd Chorasmian waste,
Under the solitary moon : he flow'd
Right for the polar star, past Orgunje,
Brimming, and bright and large :

... ...

till at last
The long'd-for dash of waves is heard, and wide
His luminous home of waters opens, bright
And tranquil, from whose floor the new-bathed stars
Emerge, and shine upon the Aral Sea"

এই বর্ণনায় নদীর বস্তুস্বরূপকে এতটুকুমাত্র বিকৃত না করিয়া ইঙ্গিতে মানবজীবনের ব্যঞ্জনায় পূর্ণ করিয়া তোলা হইয়াছে। আতিশয্যবর্জনে ও বস্তুস্বরূপ-বয়নে এই কাব্যাংশ সত্যকার ক্লাসিকাল রীতিকে অনুসরণ করিয়াছে। সংস্কৃত কাব্যের মধ্যে আর্ষ রামায়ণ ক্লাসিকাল রীতির সদ্দৃষ্টান্ত। লৌকিক কবিগণের মধ্যে কালিদাসের রঘুবংশ ক্লাসিকাল রীতির উত্তম উদাহরণ।

এখন কাব্যে ক্লাসিকাল রীতির রহস্য বিচার করিতে বসিলে প্রথমেই দেখা যায় যে প্রাচীন কালের কাব্যেই ইহার যথার্থ স্ফুর্তি। সেই জন্যই ইহাকে 'প্রাচীন কালের কণ্ঠস্বর' আখ্যা দিয়াছি। তবে প্রাচীন কালের কবিগণের পক্ষে কেন ইহা সহজসাধ্য ছিল নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। হয়তো দৃশ্যমান জগতের নবীনতা, হয়তো তদানীন্তন জীবনের সরলতা, হয়তো ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে কবিগণের সহজাত সুপ্রয়োগ-ক্ষমতা—সমস্ত মিলিয়া এই গুণটির সৃষ্টি করিয়াছিল। তবু আর একটা প্রশ্ন—আসল প্রশ্নটাই অনুত্তরিত থাকিয়া যায়। কী সেই গুণ? ক্লাসিকাল রীতি বলিতে কী বুঝায়; কী তাহার অপরিহার্যতম গুণ? এ বিষয়ে বাদানুবাদের অন্ত নাই—সে অরাজকতা আমরা আর বাড়াইতে চাহি না। সর্বপ্রকার আতিশয্যবর্জিত কল্পনা ও স্থির অচপল বস্তুনিবদ্ধ দৃষ্টি—এ দুটি ছাড়া সত্যকার ক্লাসিকাল রীতির কাব্য সম্ভবে না। এ দুটি গুণও আবার পরস্পরের অপেক্ষা করে। কেন না, স্থির অচপল বস্তুনিবদ্ধ দৃষ্টি না হইলে আতিশয্যবর্জন সম্ভব

হয় না। বস্তুর মুখ্য গৌণ অনেক গুণ, যাহার দৃষ্টি বস্তুনিবদ্ধ তাহার পক্ষেই কেবল মুখ্য গুণ সমূহকে দর্শন সম্ভব, আর যাহার দৃষ্টি বস্তুনিবদ্ধ ও সেই সঙ্গে স্থির ও অচপল তাহার পক্ষেই মাত্র মুখ্যতম গুণটিকে দর্শন সম্ভব, আর তখনই শুধু কবি কল্পনার আতিশয্য বর্জন করিয়া স্বকার্য সাধনে উদ্যত হইয়া উঠেন। যে অনেক দেখে অনেক সে বলিবেই ; যে মুখ্যে গৌণে মিশাইয়া দেখে সে মুখ্যে গৌণে মিশাইয়া বলিবেই ; যে বহু মুখ্য দেখে বহু মুখ্য সে বলিবেই ; যে কেবল মুখ্যতমটিকে মাত্র দেখে একমাত্র তাহার পক্ষেই মুখ্যতমটির বাচন সম্ভব। এমন "কোটিকে গোটিক" হয়। এই কারণেই ক্লাসিকাল রীতির কবি ও কাব্য এমন দুর্লভ। দ্রোণাচার্য কৌরব ও পাণ্ডবগণকে অস্ত্রপরীক্ষায় আহ্বান করিলে লক্ষ্যের মুখ্যতম বিষয় অর্থাৎ পাখিটার চোখটাকে মাত্র অর্জুন দেখিয়াছিল। অর্জুনের এই দৃষ্টি ক্লাসিকাল কাব্যরীতির দৃষ্টি।

মধুসূদন স্কট বায়রন মূর প্রভৃতির প্রভাব বহন করিয়া কাব্য রচনা শুরু করিয়াছিলেন, তাঁহার ইংরেজী ভাষায় লিখিত কাব্যগুলি রোমান্টিক রীতির ফল। যুগের হাওয়া তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার অন্তর্নিহিত কবিসত্তা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল, রোমান্টিক কাব্যরীতিতে মনের নিগূঢ়তম বাণীকে প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না— কবিসত্তা নিজের অজ্ঞাতসারে স্বকীয় বাণীপন্থা অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। সেই কবিসত্তার তাগিদেই মধুসূদন কাব্যে ভাষা ও রীতির পরিবর্তন করিতেন। বেথুনের চিঠিখানাকে অনেকে যে মূল্য দান করেন, ততখানি মূল্য তাহার আছে কিনা সন্দেহ। তাঁহার পত্রাবলী পড়িলেই দেখা যাইবে যে বেথুনের চিঠি পাইবার আগেই তিনি "পুরাতন বন্ধু কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসে"র জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন। তার পরে যখন তাঁহার কাব্যের ভাষান্তর ঘটিল তখনও কিছুদিন রোমান্টিক রীতিকেই তিনি অনুসরণ করিয়াছেন, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য রোমান্টিক রীতির কাব্য একথা আগে একাধিকবার বলিয়াছি। নিছক ভাষার বদল তাঁহাকে তৃপ্তি দান করিতে পারিল না। রীতির বদলও আবশ্যক। মেঘনাদবধ কাব্যে এই দুই অভীষ্টের সমন্বয় দেখি, ভাষান্তরের সঙ্গে রীতির বদল। এই কারণেই মেঘনাদবধ কাব্য কবি মধুসূদনের সত্যতম রচনা, ইহাতেই তাঁহার কবিসত্তা স্বকীয় বাণীপন্থা লাভ করিয়াছে। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য ও মেঘনাদবধ কাব্য মিলাইয়া পড়িলেই প্রভেদটা স্পষ্ট বুঝিতে পারা

যাইবে। বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রভেদ কেবল শক্তিতে নয়, প্রভেদ কাব্যরীতিতে। রোমান্টিক কাব্যরীতির ব্যোমচারী পুষ্পক বিমান কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া মর্ত্যচারী হইয়াছে, রোমান্টিক কল্পনার আকাশলতা সুঠাম বনস্পতিতে পরিণত।

তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের মূল পরিকল্পনাটাই একপেশে, মূল ঘটনা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে, সমগ্র কাব্য ও সর্গগুলির মধ্যে অনুপাত ও সামঞ্জস্যের অভাব অত্যন্ত প্রকট। ইহার মূল ঘটনা হইতেছে সুন্দ-উপসুন্দর বিনাশ, তাহার উপায় হইতেছে তিলোত্তমা কর্তৃক মোহের সৃষ্টি। কিন্তু কাব্যখানিতে মূল ঘটনা একেবারে শেষে আসিয়াছে, পূর্ববর্তী তিন সর্গ অপেক্ষা করিয়া থাকিতে থাকিতে পাঠক যখন প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছে—তখন অতিবিলম্বিত রেলগাড়ির মতন মূল ঘটনাটি আসিয়া পড়ে। শিল্পের বিচারে ইহা মহৎ ত্রুটি। কিন্তু এ ত্রুটির জন্য উদ্দাম রোমান্টিক কল্পনাই দায়ী। রোমান্টিক কল্পনা আপন আতিশয্যে এমন উন্মত্ত যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মিলাইয়া লইয়া সুষম সমগ্রতা রচনা করিতে প্রায় সক্ষম হয় না। ইহার সঙ্গে তুলনা করিয়া মেঘনাদবধ কাব্য পড়িলে প্রথমেই চোখে পড়ে গঠনচাতুর্য ও গঠনসৌষম্য। রাবণের বাহুনিক্ষিপ্ত দুর্জয় শক্তিশেলের মতো কাব্যখানি সূচনা-মুহূর্ত হইতে সরল প্রবল বেগে ধাবিত।

কাব্যের প্রারম্ভেই কবি এক নিশ্বাসে কাব্যের বিষয়, প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদ্যের পন্থা বলিয়া ফেলিয়া পাঠককে আপন করিয়া কাছে টানিয়া লইয়াছেন, তাহাকে খামকা উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া রাখেন নাই।

> "সম্মুখ সমরে পড়ি বীর-চূড়ামণি
> বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
> অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
> কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে,
> পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষকুলনিধি
> রাঘবারি? কি কৌশলে, রাক্ষস-ভরসা
> ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে, অজেয় জগতে,
> উর্ম্মিলাবিলাসী নাশি ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা!"

এখানে লক্ষণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধের কথাটাই শুধু উল্লিখিত হয় নাই, লক্ষ্মণ কি ভাবে তাহাকে বধ করিবে, তাহাও কথিত হইয়াছে। সে উপায়টা যে বীরোচিত নয় কি কৌশলে শব্দ দুটিতে তাহাও আভাসিত।

পাঠকের প্রাথমিক আশা পূরণ করিবার পরে কবি নিজের কথা বলিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। তার পর হইতে পর্বে পর্বে সর্গে সর্গে নিপুণ ব্যূহ রচনা করিতে করিতে অজেয় মেঘনাদের মতো কবি অগ্রসর হইয়াছেন। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে ৮৫ হইতে ৯০টির মতো ছত্র (সংস্করণ ভেদে) উত্তীর্ণ হইলে তবে পাঠক আসল কথাটার আভাস পায়—

"দুর্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে,
পূরিয়াছে স্বর্গপুরী মহা কোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।"

এখন এই "পামর দেবারি"র কবল হইতে স্বর্গের উদ্ধার হইতেছে কাব্যের বিষয়, তিলোত্তমা-সম্ভব ও তিলোত্তমা কর্তৃক সুন্দ উপসুন্দের বুদ্ধিনাশ ও মৃত্যু স্বর্গ-উদ্ধারের উপায়। উপায়টাই মুখ্য হইয়া উঠিয়া জায়গা জুড়িয়া লইয়া মূল ঘটনাকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিয়া সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়াছে। এ যেন রাম ও লক্ষ্মণকে বধের জন্য মেঘনাদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত নিকুম্ভলা যজ্ঞের সাতটি সর্গ অধিকার করিয়া বসা। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ উপায়, মেঘনাদবধ কাব্যে উপায়টি তাহার সীমানা লঙ্ঘন করিয়া সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে নাই। কবি এক মুহূর্তের জন্য লক্ষ্যান্ধ বা লক্ষ্যবিচলিত হন নাই। তিলোত্তমায় তিনি কল্পনার দ্বারা চালিত, মেঘনাদে তিনি কল্পনার চালক।

"বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ ;—বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে।"
... ...
"কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ।"
... ...
"কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?"

প্রভৃতিতে ন্যূনতম রেখায় অপরিহার্যতম গুণের প্রকাশ সহৃদয় পাঠকের মনে বিস্ময় উদ্রেক না করিয়া পারে না। বিশেষভাবে তাঁহার Verse Paragraph বা পঙ্‌ক্তিব্যূহের ধীর অথচ সুনির্দিষ্ট গতি লক্ষ করিলে দেখিতে পাওয়া

যায় যে দীর্ঘ বক্তব্য কিভাবে পরিণামে আসিয়া একটি চিত্রে বা একটি মন্তব্যে ঘনীভূত হইয়া দিব্যরূপ লাভ করিয়াছে। "কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে" সুদীর্ঘ পঙ্‌ক্তিব্যূহের ঘনীভূত সার। যাঁহারা তীরে বসিয়া সমুদ্রের তরঙ্গ-আক্ষেপ লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয় দেখিয়াছেন যে নিরন্তর প্রহত তরঙ্গমালা কিভাবে ফেনপুঞ্জে পরিণত হইয়া ওঠে। মধুসূদনের পঙ্‌ক্তিব্যূহের পরিণামও সেইরূপ সুদীর্ঘ বক্তব্যের ঘনীভূত ফেনীভবন।

"হায় নাথ, নিজ কর্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।"

... ...

"কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"

এ গুণের মূলে আছে ক্লাসিকাল রীতির আত্মসংযম ও আতিশয্য বিসর্জন। এ গুণে মধুসূদন বাংলাসাহিত্যে অদ্বিতীয়।

মধুসূদনের কাব্য-শিখরের সানুদেশ গ্রীষ্মমণ্ডলের ঘন অরণ্যমালায় পরিবেষ্টিত। সেখানে নানাবিধ অলঙ্কারের ও নীরন্ধ্র কল্পনার আবেশে পথ সঙ্কীর্ণ, পথিকের পক্ষে দুর্গম। তিলোত্তমা-সম্ভবের সিক্ত তপ্ত আব্‌হাওয়ায় নিশ্বাস গ্রহণ কঠিন, পঙ্কিল পিচ্ছিল মৃত্তিকায় পদ-স্থাপন দুঃসাধ্য; আলো-ছায়ায় চিত্রিত বনতল অজগরের নিঃশঙ্ক বিলাসের ক্ষেত্র কৌতুক-কৌতূহলী কাব্যলক্ষ্মী বনস্থলীর মৃদুমর্মরে পথিকের কানে কানে কেবলি বলিতে থাকে, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' বিভ্রান্ত পথিক ফিরিবে কি আগাইবে স্থির করিতে পারে না। সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলেই তাহার সমস্ত দুঃখের পুরস্কার মিলিবে। কেন না ঐ সানুদেশটুকু অতিক্রম করিলেই রিক্তশিখরের মুক্ত আকাশ। সে শিখর দুরারোহ সত্য, কিন্তু নির্মল বায়ু পথিকের সহায়; পথ সঙ্কটময় সত্য, কিন্তু সুখদ শৈত্য পথিকের সঙ্গী; শ্রান্ত পথিক পদে পদে তৃষ্ণানুভব করে সত্য, কিন্তু কলোচ্ছল নির্ঝরেরও অভাব নাই, আর শ্রান্তি-বিনোদনের শৈবালশিলাসন ইতস্তত অবিরল। অবশেষে এক সময়ে ক্লান্তির শেষ সীমায় উপনীত পথিক শিখর-শৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়, সে স্থান দুর্ধর্ষ, দুর্জয়, দুঃসাধ্য—

"ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে,
অভ্রভেদী, দেবতাত্মা, ভীষণদর্শন,
সতত ধবলাকৃতি, অচল অটল।"

এই গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিলে পথের সমস্ত ক্লান্তি ও কষ্ট পুরস্কৃত হয়, পথিক আত্মবিস্মৃত হয়—আর দিগন্ত-প্রসারী মহৎ সৌন্দর্য দর্শনে ক্ষুধাতৃষ্ণাহীন মানব পৌরাণিক স্বর্গে উপনীত হইয়া আপনার প্রাত্যহিক ক্ষুদ্রত্ব বিস্মৃত হইয়া ক্ষণকালের জন্য দিব্য অস্তিত্ব লাভ করে। এই দুর্ধর্ষ কাব্য-শিখর মেঘনাদবধ কাব্য। এই কাব্যে কবি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে খাটো করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে এখানে তিনি দুর্বার বেগে মানুষকে মহতের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্য পড়িতে পড়িতে যে পাঠক অনুভব না করে যে তাহার দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাতের অধিক, অনুভব না করে যে পৌরাণিক কালের অতিকায়দের সান্নিধ্যে সে-ও অতিকায়িক হইয়া উঠিয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দের লবণাম্বু-বিক্ষুব্ধ সঞ্জীবনী সমীরণে যাহার বক্ষকুহর বিস্ফারিত না হইয়াছে – তাহার ব্যর্থ হইয়াছে এই মহাকাব্য অধ্যয়ন। মেঘনাদবধ কাব্য উনিশ-শতকীয় বাঙালী-মনীষার শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

॥ ৫ ॥

মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয় ধীর ভাবে চিন্তা করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। নব্য বঙ্গসাহিত্যে ইহাই একমাত্র দীর্ঘ সার্থক কাব্য।* নিতান্ত একটি ক্ষুদ্র আঞ্চলিক ভাষাতে লিখিত বলিয়াই মেঘনাদবধ কাব্য এ পর্যন্ত প্যারাডাইস লস্টের সহিত সমান আসন লাভে বঞ্চিত আছে। পাশ্চাত্যের প্রধান কোন্ ভাষায় লিখিত হইলে মেঘনাদবধ কাব্য প্রাপ্য সম্মান পাইত, জগৎ-প্রসিদ্ধি লাভ করিত। সংগঠন-চাতুর্যে, মহাকাব্যের রীতি-সম্মত

* অপর সার্থক দীর্ঘকাব্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত স্বপ্নপ্রয়াণ। কিন্তু এখানা মেঘনাদবধ কাব্যের ন্যায় আখ্যায়িকামূলক নয়, রূপক। প্রধানত এই কারণেই স্বপ্ন-প্রয়াণকে মেঘনাদবধের সহিত তুলনীয় মনে করা উচিত নয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল আর দুইখানি সার্থক আখ্যায়িকামূলক দীর্ঘকাব্য। অন্য কারণে এ দুইখানিও মেঘনাদ-বধের তুল্য হওয়া উচিত নয়।

চরিত্র-চিত্রণে ও পাঠকের হৃদয়ে মহৎ ভাবের উদ্রেক-করণে ইহা প্যারাডাইস লস্টের চেয়ে নিশ্চয়ই নিকৃষ্ট নয়। প্যারাডাইস লস্টে মানবিক স্পর্শের যে অভাব পাঠককে অনেক সময় উদাসীন করিয়া রাখে, মেঘনাদবধ কাব্যে সে দোষ নাই। রাবণের রাজসভায় ভগ্নদূতের প্রবেশ হইতে মেঘনাদ ও প্রমীলার চিতারোহণ পর্যন্ত পাঠকের হৃদয়ের উদাসীন হইবার উপায় থাকে না, মানবিক সুখে দুঃখে তাহা নিরন্তর তরঙ্গিত হইতে থাকে। এমন কি মিল্টনের নরকের তুলনায় মধুসূদনের প্রেতপুরী অধিকতর মানবীয়। মিল্টনের নরক অধিকতর ভয়াবহ ও রহস্যময় সত্য, কিন্তু মধুসূদনের প্রেতপুরী মানবিক গুণে সমৃদ্ধতর। মিল্টনের নরক জীবলোকের বাহিরে, মধুসূদনের প্রেতপুরী সংসারের মধ্যেই, সংসারের করণীয় প্রায়শ্চিত্ত নিত্য সেখানে অনুষ্ঠিত হইতেছে। কেবল একটি বিষয়ে মিল্টনের জিত, তিনি কাহিনী নির্বাচনে অধিকতর কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। প্যারাডাইস লস্টের আদি দম্পতির সূত্রে মানবমাত্রেরই—হৃদয় না হইলেও—অদৃষ্ট কাহিনীর নায়ক-নায়িকার সহিত যুক্ত মনে হয়। রাম-রাবণের কাহিনীর মধ্যে তেমন বিপুল রূপকাভাস নাই। হয়তো সেই জন্যই তাহারা পাঠকের হৃদয়কে যেমন নাড়া দেয় তাহার কল্পনাকে তেমন উদ্দীপিত করিয়া তোলে না। পৌরাণিক নরনারীদের ঘরের মানুষ ও বাঙালী করিয়া তুলিয়া, উনবিংশ শতকের ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীর গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিয়া কবি নব্যবঙ্গের মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। মিল্টনের ভিত্তি অনেক প্রশস্ততর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেই সে কাব্যের দোষ ও গুণ। ইহা সর্বমানবের কল্পনাভোগ্য কিন্তু বিশেষ কোন সমাজের অন্তরঙ্গ বস্তু নয়। আর একটি বিষয়ে মেঘনাদবধ কাব্যের ন্যূনতা—spiritual অর্থাৎ আধ্যাত্মিক প্রেরণা এ কাব্যে নাই বলিলেই হয়। প্যারাডাইস লস্টের মতো ইহা পাঠককে উর্ধ্বলোক ঠেলিয়া দেয় না, হৃদয়ভার-পীড়িত সংসারের দিকে টানিয়া নামায়। ইংরেজী কাব্যে যে Sense of Dest'ny আছে, এখানে তাহার অভাব। হয়তো এ উদ্দেশ্যও কবির ছিল না। বরঞ্চ এ দিক দিয়া হোমারের ইলিয়াড কাব্যের সহিত ইহার মিল বেশি। মেঘনাদবধ কাব্য যেন অণুবীক্ষণে দৃষ্ট ইলিয়াড কাব্য।

মেঘনাদবধ কাব্য অণুবীক্ষণে দৃষ্ট ইলিয়াড কাব্য হইলেও হইতে পারে, কোন কোন বিষয়ে প্যারাডাইস লস্টের চেয়ে ন্যূন হইতে পারে, কিন্তু

যখন ইহার অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথা মনে পড়ে—তখন আর ইহার হ্রস্বতা ন্যূনতা মনে স্থান পায় না। মিল্টনের ব্ল্যাঙ্ক ভার্স যদি "গহন অরণ্যে সিংহগর্জন" হয়, তবে মেঘনাদবধ কাব্যের অমিত্রাক্ষর ছন্দ আষাঢ়ের জলগর্ভ মেঘগর্জন। এই মেঘনাদের কথা মনে হইলে স্বয়ং কবিকেই মেঘনাদ বলিতে ইচ্ছা করে, মনে হয় এই কম্বুকণ্ঠ কোন্ ভবিতব্যের গর্ভ হইতে উত্থিত! কি আশ্চর্য এই ছন্দের ইতিহাস, যাহার হাতে ইহার প্রথম সূত্রপাত তাহার হাতেই ইহার পরম পরিণতি! ইংরেজী ব্ল্যাঙ্ক ভার্স মিল্টনীয় পরিণতি লাভ করিতে অন্তত একশত বৎসর সময় লইয়াছিল। এখানে মাত্র তিনটি বৎসর। আর, একটি ছন্দকে কত কাজেই না লাগাইয়াছেন কবি, কত সুরই না ধ্বনিত করিয়াছেন এক ছন্দে! আখ্যান, ব্যাখ্যান, নাটক, বর্ণনা, ঘটনাবিন্যাস অনায়াসে সাধিত হইয়াছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে; বীর, করুণ, মধুর, রৌদ্র, বীভৎস কত রসই না সৃষ্ট হইয়াছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে! মেঘের ঘর্ঘর একবার থামিবা মাত্র কোকিলের করুণ বিলাপ কানে পশিবার মতো মেঘনাদের বীরোচিত উক্তির পরেই সীতা ও সরমার আলাপ শুনিতে পাই। মেঘগর্জনের ক্ষণিক অবকাশে বর্ষার ঝর ঝর ধারাপাতের ন্যায় পুত্রশোকাতুর চিত্রাঙ্গদার বিলাপ—

> "একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
> কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
> রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
> তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
> পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে
> লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
> ...কহ, কেমনে রেখেছ,
> কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?"

আবার পশ্চিমাকাশে চিড় খাইয়া মেঘডম্বর ফাটিয়া গেলে হঠাৎ চোখে পড়ে সূর্যাস্তের সোনার পালঙ্কে বিশ্রব্ধ বরবধূর বিলাস-সৌন্দর্য—

> "কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
> বিরাজে বীরেন্দ্রবলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
> পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখসদনে।
> জাগিলা বীরকুঞ্জর কুঞ্জবনগীতে ।

প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা……"

এ নর্ম-দৃশ্যের দিকে তাকাইতে সত্যই সঙ্কোচ বোধ হয়!

আষাঢ়ের মেঘময় সন্ধ্যার মধ্যেই এ সমস্ত বৈচিত্র্য নিহিত, অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যেই এ সমস্ত বৈচিত্র্য নিহিত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা ভাষার সবচেয়ে বিস্ময়কর, সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ ছন্দ। এ সহস্রতন্ত্র বীণা ওস্তাদ গুণীর হাতের যোগ্য, আনাড়ির পক্ষে এমন বিড়ম্বনা আর নাই। এ পর্যন্ত মেঘনাদবধ কাব্যেই ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বীরাঙ্গনায় ছন্দ হয়তো অধিকতর নমনীয়, কিন্তু একত্র এত গুণের সমাবেশ বাংলা আর কোন কাব্যে নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবাহ-পথেই পাশ্চাত্ত্য কাব্যের মধুকর ডিঙা বাংলার ঘাটে আসিয়া পৌছিয়াছে।

॥ ৬ ॥

এতক্ষণ আমরা মধুসূদনের কবিসত্তাকে অনুসরণ ও বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার কাব্যের প্রেরণা ও স্বরূপ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে তিনি তৎকালীন সাহিত্যের আবহাওয়ার প্রভাবে ইংরেজী ভাষা ও রোমান্টিক রীতিকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। তার পর তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রেরণা তাঁহাকে বাংলা ভাষা ও ক্লাসিকাল কাব্যরীতিতে টানিয়া লইয়া আসে। প্রথম রীতির নিদর্শন যদি 'দি ক্যাপটিভ লেডি' কাব্য হয়, দ্বিতীয় রীতির নিদর্শন মেঘনাদবধ কাব্য। ক্লাসিকাল কাব্যরীতির সীমানা ও মিল্টনের প্রভাব মেঘনাদবধ কাব্যে আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অতঃপর তাঁহার কলম কোন্ পথে চলিত স্বভাবতই এ প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগে। 'দি ক্যাপ্‌টিভ লেডি'র পরে যেমন তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধের পরে তেমনি বীরাঙ্গনা কাব্য। তিলোত্তমা-সম্ভবের ভূখণ্ডে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তিনি নূতন ভূখণ্ড জয়ের আশায় মেঘনাদবধ কাব্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু বীরাঙ্গনার পরে আর নূতন ভূখণ্ড জয় সম্ভব হয় নাই। এমন কেন হইল? অথচ মধুসূদনের প্রতিভায় তো ভাঁটা পড়ে নাই! এ প্রশ্নের সদুত্তর দান সহজ নয়, অনেকগুলি 'যদি' ও 'হইলে-হইতে-পারিত'-র সাঁকো পার হইলে

তবে সেই সত্তুত্তরের রাজ্যে পৌঁছানো সম্ভব। সে সাঁকো গড়া হয় নাই, কোথাও কোথাও মাত্র প্রাথমিক কাজের অতি অসম্পূর্ণ আভাসটুকু মাত্র পাওয়া যায়। এই অসম্পূর্ণতাকে স্মরণ করিয়াই বলিয়াছিলাম যে মধুসূদন অরচিত মহাকাব্যের কবি। এই একটা রহস্যময় অতলস্পর্শী খাদের ধারে আসিয়া এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি করিতে বাধ্য হইলাম।

মধুসূদনের অন্যান্য রচনা সম্বন্ধে দু-চার কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, অধিক বক্তব্যের অবকাশ নাই। তাঁহার প্রহসন দুইখানি পরবর্তী যাবতীয় প্রহসনের মূল ও আদর্শ হইয়া আছে। কাহিনী-বিন্যাস, চরিত্র-সৃষ্টি ও সংলাপ-রচনায় এ দুখানিকে ত্রুটিহীন বলিলেই চলে। এই শ্রেণীর নাটকের সংলাপরীতির তিনিই আবিষ্কারক, পরবর্তী সকলেই সেই আবিষ্কৃতিকে অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। যদিচ তিনি প্রথম ট্রাজেডি লিখিয়াছেন তবু স্বীকার করিতে হয় যে ট্রাজেডির গদ্যসংলাপরীতিকে তিনি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, সেই সঙ্গে আরও স্বীকার করিতে হয় যে বাংলা সাহিত্যে ট্রাজেডির গদ্যরীতি অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত। সেইজন্য বাংলা ভাষায় গদ্যে ট্রাজেডি রচনা এমন দুরূহ, ট্রাজেডি লিখিতে গেলে হয় তাহা ভাবালুতায় থল থল করে, পা ফেলিতে ভরসা হয় না, নয় তাহা গূঢ় তত্ত্বের বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তাহার উপরও পা ফেলা চলে না। মাইকেল যেখানে কৃতকার্য হন নাই, সেখানে কৃতার্থতা সহজ নয়।

॥ ৭ ॥

মধুসূদনের প্রভাব সম্বন্ধে অনেক সমালোচক প্রতিকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের ধারণা এই যে মধুসূদনের প্রভাব তাঁহার জীবনাবসানে বা তাহার কিছু পরেই অবসিত। এ নিতান্ত অসমীচীন উক্তি। আর এইরূপ ধারণার বশেই মধুসূদনের প্রভাবকে, বিশেষ করিয়া মেঘনাদবধ কাব্যকে, অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করিবার একটা স্পর্ধা মাঝে মাঝ সাহিত্য-সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। ষোল বছর বয়সের অশালীন মন্তব্যের উপরে রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে 'অমর কাব্যে'র পর্দা টানিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাই বলিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভেচ্ছু সাহিত্যিক বিরত হইবে কেন? একশত বছরের আক্রমণ অগ্রাহ্য করিয়াও যে মেঘনাদবধ কাব্য এখনও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত তাহাতেই কি প্রমাণ হয় না যে মেঘনাদবধ 'অমর কাব্য', মধুসূদন অমর কবি? নিছক কবিপ্রতিভার গুরুত্বে মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের

চেয়ে ন্যূন নন, তবে যদি রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার বিকাশ সমধিক হইয়া থাকে (হইয়াছে নিশ্চয়) তাহার জন্য সামাজিক ও শিক্ষাগত সংস্কার বহুল পরিমাণে দায়ী। এ হেন বিরাট প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রভাব সাময়িকভাবে হ্রাস পাইলেও সময় বিশেষে আবার প্রবল হইয়া উঠিবে নিশ্চয়। রবীন্দ্রনাথের সর্বজনীন প্রভাব কতকটা হ্রাস পাইয়া আসিলে বাংলা কাব্য আবার যখন নূতন পথের সন্ধান শুরু করিবে তখন মধুসূদনের শরণ লওয়া ছাড়া উপায় থাকিবে না। আখ্যায়িকা কাব্য, Narrative Poem ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যেই ভাবী বাংলা কাব্যের রহস্য নিহিত। অক্ষম পাশ্চাত্ত্য কবিদের অক্ষমতর অনুকরণে 'রবীন্দ্রোত্তর' যুগ নয়; রবীন্দ্রোত্তর যুগের নিশ্চিত লক্ষণ—আখ্যায়িকা কাব্য ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ। এই দুয়েরই মূলাধার মধুসূদন। বিপুলকীর্তিবহ মধুসূদন সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। মহৎ কবির মহৎ প্রতীক্ষা, অক্ষম কবিরাই রাতারাতি কার্য উদ্ধার করিতে চায়। 'চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না'—এ উক্তি কাব্য সম্বন্ধে যেমন সত্য তেমন আর কোন্ বিষয়ে?

মাইকেলের শ্রেষ্ঠ কীর্তি অতীতেও নয়, ভবিষ্যতেও নয়, এই মুহূর্তে, প্রতি মুহূর্তে। তিনিই প্রথম বাঙালী কবির মনে সাহস সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, প্রচলিত রীতিনীতি সংস্কার ও শাসন লঙ্ঘন করিবার ভরসা জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন উত্তরপুরুষগণের মনে। তাঁহার সেই অভয় বাঙালী সাহিত্যিকদের মনে আজও সক্রিয়। সে প্রভাবের যেন অবসান না ঘটে।

মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের বিশ্বামিত্র। তপস্যার বলে তিনি ইংরেজী কাব্যধারা হইতে বাংলা কাব্যধারায় আসিয়া দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছেন, আর তপস্যার বলেই তিনি এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ১৮৫৯। পৃঃ ৮৪

২। একেই কি বলে সভ্যতা? ১৮৬০। পৃঃ ৩৮

৩। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। ১৮৬০। পৃঃ ৩২

৪। পদ্মাবতী নাটক। ১৮৬০। পৃঃ ৭৮

৫। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ১৮৬০। পৃঃ ১০৪

৬। মেঘনাদবধ কাব্য, ১ম খণ্ড। ১৮৬১। পৃঃ ১৩১

ঐ ২য় খণ্ড। ১৮৬১। পৃঃ ১০৭

৭। ব্রজাঙ্গনা কাব্য। ১৮৬১। পৃঃ ৪৬

৮। কৃষ্ণকুমারী নাটক। ১৮৬১। পৃঃ ১১৫

৯। বীরাঙ্গনা কাব্য। ১৮৬২। পৃঃ ৭০

১০। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী। ১৮৬৬। পৃঃ ১২২

১১। হেক্‌টর বধ। ১৮৭১। পৃঃ ১০৫

১২। মায়াকানন। ১৮৭৪। পৃঃ ১১৭

ইংরেজী

1. THE CAPTIVE LADIE: Madras, 1849. pp. 65

2. RATNABALI: A Drama in four acts, Translated from the Bengali. 1858. pp. 57.

3. SERMISTA: A Drama in five acts, Translated from the Bengali by the Author. 1859. pp, 72.

4. NIL DURPUN or the Indigo Planter's Mirror: A Drama Translated from the Bengali by A Native. With an introduction by the Rev. J. Long. 1861. pp. 102.

মাইকেল-রচনাসম্ভার

শর্ম্মিষ্ঠা নাটক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

যযাতি, মাধব্য (বিদূষক), রাজমন্ত্রী, শুক্রাচার্য্য, কপিল (তস্য শিষ্য), বকাসুর, অন্য একজন দৈত্য, একজন ব্রাহ্মণ, দৌবারিক, নাগরিকগণ, সভাসদ্গণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা, পূর্ণিকা (দেবযানীর সখী), দেবিকা (শর্ম্মিষ্ঠার সখী), নটী, একজন পরিচারিকা, দুই জন চেটী।

প্রস্তাবনা

রাগিণী খাম্বাজ, তাল মধ্যমান।

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়,
যে সময় দেশময় নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুনগো ভারত-ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুমঘোর, হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথা বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য-রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে বিষ-বারি পান করে,
তাহে হয় তনু-মনঃক্ষয়।
মধু বলে জাগো মাগো, বিভুস্থানে এই মাগ,
সুরসে প্রবৃত্ত হউক তব তনয় নিচয়॥

মঙ্গলাচরণ

মদেকসদয়বর

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

তথা

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর,

মহোদয়েষু।

নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদং।

আমি এই দৈত্যরাজবালা শর্ম্মিষ্ঠাকে মহাশয়দিগকে অর্পণ করিতেছি। যদ্যপি ইনি আপনাদের এবং শ্রোতৃবর্গের অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্রী হয়েন, তবে আমার পরিশ্রম সফল হইবে এবং আমিও কৃতকার্য্য হইব।

মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এ দেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে, আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্দ্ধারণ করেন ইতি।

১৫ই পৌষ, সন ১২৬৫ সাল।

কলিকাতা।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তস্য

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

হিমালয় পর্ব্বত—দূরে ইন্দ্রপুরী অমরাবতী।

(একজন দৈত্য যুদ্ধবেশে)

দৈত্য। (স্বগত) আমি প্রতাপশালী দৈত্যরাজের আদেশানুসারে এই পর্ব্বতদেশে অনেক দিন অবধি ত বাস কচ্চি; দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালও স্বচ্ছন্দে থাকি না; কারণ ঐ দূরবর্ত্তী নগরে দেবতারা যে কখন্ কি করে, কখনই বা কে সেখান হতে রণসজ্জায় নির্গত হয়, তার সংবাদ অসুরপতির নিকটে তৎক্ষণাৎ লয়ে যেতে হয়। (পরিক্রমণ) আর এ উপত্যকাভূমি যে নিতান্ত অরমণীয় তাও নয়;—স্থানে স্থানে তরুশাখায় নানা বিহঙ্গমগণ সুমধুর স্বরে গান কচ্চে; চতুর্দ্দিকে বিবিধ বনকুসুম বিকশিত; ঐ দূরস্থিত নগর হতে পারিজাত পুষ্পের সুগন্ধ সহকারে মৃদুমন্দ পবন সঞ্চার হচ্চে; আর কখন কখন মধুর-কণ্ঠ অপ্সরীগণের তান-ল[illegible]ুদ্ধ সঙ্গীতও কর্ণকুহর শীতল করে; কোথাও ভীষণ সিংহের নাদ, কোথাও ব্যাঘ্র-মহিষাদির ভয়ঙ্কর শব্দ, আবার কোথাও বা পর্ব্বতনিঃসৃতা বেগবতী নদীর কুলকুল ধ্বনি হচ্চে। কি আশ্চর্য্য! এই স্থানের গুণে স্বজনবান্ধবের বিরহদুঃখও আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (পরিক্রমণ) অহো! কার যেন পদশব্দ শ্রুতিগোচর হোল না! (চিন্তা করিয়া) তা এ ব্যক্তিটা শত্রু কি মিত্র, তাও ত অনুমান কত্যে [illegible]াচ্চি না; যা হোক, আমার রণসজ্জায় প্রস্তুত থাকা উচিত। (অসি চর্ম্ম গ্রহণ) বোধ হয়, এ কোন সামান্য ব্যক্তি না হবে। উঃ! এর পদভরে [illegible] যেন কম্পমানা হচ্চেন।

(বকাসুরের প্রবেশ)

(প্রকাশে) কস্ত্বং?

বক। দৈত্যপতি বিজয়ী হউন, আমি তাঁরই অনুচর।

দৈত্য। (সচকিতে) ও! মহাশয়? আসতে আজ্ঞা হউক। নমস্কার।

বক। নমস্কার। তবে দৈত্যবর, কি সংবাদ বল দেখি?

দৈত্য। এ স্থলের সকলি মঙ্গল। দৈত্যপুরীর কুশলবার্ত্তায় চরিতার্থ করুন।

বক। ভাই হে, তার আর বল্‌বো কি? অদ্য দৈত্যকুলের এক প্রকার পুনর্জ্জন্ম।

দৈত্য। কেন কেন, মহাশয়?

বক। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য ক্রোধান্ধ হয়ে দৈত্য-দেশ পরিত্যাগে উদ্যত হয়েছিলেন।

দৈত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি অদ্ভুত ব্যাপার, এর কারণ কি?

বক। ভাই, স্ত্রীজাতি সর্ব্বত্রই বিবাদের মূল। দৈত্যরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত কলহ করে তাকে এক অন্ধকারময় কূপে নিক্ষেপ করেন, পরে দেবযানী এই কথা আপন পিতা তপোধনকে অবগত করালে, তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় একবারে জ্বলে উঠলেন! আঃ! সে ব্রহ্মাগ্নিতে যে আমরা সনগর দগ্ধ হই নাই, সে কেবল দেবদেব মহাদেবের কৃপা, আর আমাদের সৌভাগ্য।

দৈত্য। আজ্ঞে, তার সন্দেহ কি? কিন্তু গুরুকন্যা দেবযানী রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার প্রাণস্বরূপ, তা তাঁদের উভয়ে কলহ হওয়াও ত অতি অসম্ভব।

বক। হাঁ, তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই, উভয়েই নবযৌবনমদে উন্মত্তা।

দৈত্য। তার পর কি হলো মহাশয়?

বক। তার পর মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, ক্রোধে রক্তনয়ন হয়ে রাজসভায় গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্যেন, "রাজন্! অদ্যাবধি তুমি শ্রীভ্রষ্ট হবে, আমি এই অবধি এ স্থান পরিত্যাগ কল্যেম, এ পাপ-নগরীতে আমার আর অবস্থিতি করা কখনই হবে না।" এই বাক্যে সভাসদ্ সকলের মস্তকে যেন বজ্রপাত হলো, আর সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে স্পন্দহীন হয়ে রৈল।

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। পরে মহারাজ কৃতাঞ্জলিপুটে অনেক স্তব করে বল্লেন, "গুরো! আমি কি অপরাধ করেছি, যে আপনি আমাকে সবংশে নিধন কত্যে উদ্যত হয়েছেন? আমরা সপরিবারে আপনার ক্রীতদাস, আর আপনার প্রসাদেই আমার সকল সম্পত্তি।" তাতে মহর্ষি বললেন, "সে কি মহারাজ? তুমি দৈত্যকুলপতি, আমি একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ, আমাকে কি তোমার এ কথা বলা সম্ভবে?" রাজা তাতে আরো কাতর হয়ে, মহর্ষির পদতলে পতিত হলেন, আর বল্‌তে লাগলেন, "গুরো, আপনার এ ভয়ানক ক্রোধের কারণ কি, আমাকে বলুন।"

দৈত্য। তা মহর্ষি এ কথায় কি আজ্ঞা কল্যেন?

বক। রাজার নম্রতা দেখে মহর্ষি ভূতল হতে তাঁকে উত্থিত কল্যেন, আর আপনার কন্যার সহিত রাজকুমারীর বিবাদের বৃত্তান্ত সমুদয় জ্ঞাত করিয়ে বললেন, "রাজন্! দেবযানী আমার একমাত্র কন্যা, আমার জীবনাপেক্ষাও স্নেহপাত্রী, তা, যে স্থানে তার কোনরূপ ক্লেশ হয়, সে স্থান আমার পরিত্যাগ করা উচিত।" রাজা এ কথায় বিস্ময়াপন্ন হয়ে, করযোড় করে এই উত্তর দিলেন, "প্রভো! আমি এ কথার বিন্দুবিসর্গও জানি নে, তা আপনি সে পাপশীলা শর্ম্মিষ্ঠার যথোচিত দণ্ডবিধান করে্য ক্রোধ সম্বরণ করুন, নগর পরিত্যাগের প্রয়োজন কি?"

দৈত্য। ভগবান্ ভার্গব তাতে কি বল্যেন?

বক। তিনি বল্যেন, "এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত কি আছে? তোমার কন্যা

চিরকাল দেবযানীর দাসী হয়ে থাকুক, আমার এই ইচ্ছা।"

দৈত্য। উঃ! কি সর্ব্বনাশের কথা!

বক। মহারাজ এই বাক্য শুনে যেন জীবন্মৃতের ন্যায় হলেন। তাতে মহর্ষি সক্রোধে রাজাকে পুনর্ব্বার বল্‌লেন, "রাজন্! তুমি যদি আমার বাক্যে সম্মত না হও, তবে বল আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থান হতে প্রস্থান করি।" মহর্ষি ভার্গবকে পুনরায় ক্রোধান্বিত দেখে মন্ত্রিবর কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক মহারাজকে সম্বোধন করে বললেন, "মহারাজ! আপনি কি একটি কন্যার জন্যে সবংশে নির্ব্বংশ হবেন? দেখুন দেখি, যদি কোন বণিক্ স্বুবর্ণ, রৌপ্য ও নানাবিধ মহামূল্য রত্নজাত-পরিপূর্ণ একখানি পোত লয়ে সমুদ্রগমন করে, আর যদি সে সময়ে ঘোরতর ঘনঘটা দ্বারা আকাশমণ্ডল আবৃত হয়ে প্রবলতর ঝটিকা বইতে থাকে, তবে কি সে ব্যক্তি আপনার প্রাণরক্ষার নিমিত্তে সে সময়ে সে সমুদয় মহামূল্য রত্নজাত গভীর সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করে না?"

দৈত্য। তার পর মহাশয়?

বক। দৈত্যাধিপতি মন্ত্রিবরের এই হিতকর বাক্য শুনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে রাজকুমারীকে অগত্যায় সভায় আনয়ন করতে অনুমতি দিলেন; পরে রাজদুহিতা সভায় উপস্থিতা হলে মহারাজ অশ্রুপূর্ণলোচনে ও গদ্গদবচনে তাঁকে সমুদয় অবগত করালেন, আর বল্‌লেন, "বৎসে! অদ্য তোমার হস্তেই দৈত্যকুলের পরিত্রাণ। যদি তুমি মহর্ষির এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রতিপালন কত্যে স্বীকার না কর, তবে আমার এ রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হবে এবং আমিও চিরবিরোধী দুর্দ্দান্ত দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়ে নানা ক্লেশে পতিত হব।"

দৈত্য। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ!—রাজকুমারী পিতার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

বক। ভাই হে! রাজতনয়ার তৎকালীন মুখচন্দ্র মনে কল্যে পাষাণ-হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। রাজকুমারী যখন সভায় উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন ছিল, কিন্তু পিতৃবাক্যে মেঘাচ্ছন্ন শশধরের ন্যায় একবারে মলিন হয়ে গেল। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হা হতদৈব, এমন সুন্দরীর অদৃষ্টে কি এই ছিল! অনন্তর রাজপুত্রী শর্ম্মিষ্ঠা সভা হতে পিতৃ-আজ্ঞায় সম্মতা হয়ে প্রস্থান করলে পর, মহারাজ যে কত প্রকার আক্ষেপ ও বিলাপ করতে আরম্ভ করলেন, তা স্মরণ হলে অধৈর্য্য হতে হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

দৈত্য। আহা, কি দুঃখের বিষয়! তবে কি না বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করতে পারে? হে ধনুর্দ্ধারিন্! এক্ষণে আচার্য্য মহাশয়ের কোপাগ্নি ত নির্ব্বাণ হয়েছে?

বক। আর হবে না কেন?

দৈত্য। তবে আপনি যে বলেছিলেন অদ্য দৈত্যকুলের পুনর্জ্জন্ম হলো৷ তা

কিছু মিথ্যা নয়। (চিন্তা করিয়া) হে অসুর-শ্রেষ্ঠ! যখন মহর্ষির সহিত মহারাজের মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন যদি ঐ দুর্দ্দান্ত দেবগণেরা এ সংবাদ প্রাপ্ত হতো, তা হলে যে তারা কি পর্য্যন্ত পরিতুষ্ট হতো, তা আর অনুমান করা যায় না।

বক। তা সত্য বটে। আর আমিও তাই জানতে এসেছি যে দেবতারা এ কথার কিছু অনুসন্ধান পেয়েছে কি না। তুমি কি বিবেচনা কর, দেবেন্দ্র প্রভৃতি দৈত্যারিগণ এ সংবাদ পায় নাই ?

দৈত্য। মহাশয়! দেবদূতেরা পরম মায়াবী, এবং তাদের গতি মনোরথ আর সৌদামিনী অপেক্ষাও বেগবতী। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, এই ত্রিভুবনের মধ্যে কোন স্থানই তাদের অগম্য নয়।

বক। তা যথার্থ বটে, কিন্তু দেখ, ঐ নগরে সকলেই স্থিরভাবে আছে। বোধ করি, অমরগণ দৈত্যরাজের সহিত ভগবান্ ভার্গবের বিবাদের কোন সূচনা প্রাপ্ত হয় নাই, তা হলে তারা তৎক্ষণাৎ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নগর হতে নির্গত হতো।

দৈত্য। মহাশয়! আপনি কি অবগত নন, যে প্রবল বাত্যারম্ভের পূর্ব্বে সমুদয় প্রকৃতি স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন ?—যা হউক, সুকুমারী রাজকুমারী এখন কোথায় আছেন ?

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তিনি এখন গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আচার্য্যের আশ্রমেই অবস্থিতি কচ্চোন। ভাই হে! সেই সুকুমারী রাজকুমারী ব্যতিরেকে দৈত্যপুরী একবারে অন্ধকারময়ী হয়ে রয়েছে! রাজ-মহিষীর রোদনধ্বনি শ্রবণ করলে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয় এবং মহারাজের যে কি পর্য্যন্ত মনোদুঃখ, তা স্মরণ হলে ইচ্ছা হয় না যে দৈত্যদেশে পুনর্গমন করি।

(নেপথ্যে রণবাদ্য, শঙ্খনাদ ও হুহুঙ্কার ধ্বনি।)

দৈত্য। মহাশয়! ঐ শ্রবণ করুন,—শত বজ্রশব্দের ন্যায় দুর্দ্দান্ত দেবগণের শঙ্খনাদ শ্রুতিগোচর হচ্চ্যে। উঃ, কি ভয়ানক শব্দ!

বক। দুষ্ট দস্যুদল তবে দৈত্যদেশ আক্রমণে উদ্যত হলো না কি ?

নেপথ্যে। দৈত্যকুল সংহার কর! দৈত্যদেশ সংহার কর!

দৈত্য। অহো! এ কি প্রলয়কাল উপস্থিত, যে সপ্তসমুদ্র ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক তীর অতিক্রম কচ্চ্যে ?

বক। ওহে বীরবর! এ স্থানে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নাই; দুষ্ট দেবগণের অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাচ্চ্যে। চল, ত্বরায় দৈত্যরাজের নিকট এ সংবাদ লয়ে যাই। ঐ দুষ্ট দেবগণের শঙ্খধ্বনি শুনলে আমার সর্ব্বশরীরের শোণিত উষ্ণ হয়ে উঠে। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৈত্য-দেশ—গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম।

(শর্ম্মিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ।)

দেবি। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) সূর্য্যদেব ত প্রায় অস্তগত হলেন। এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল কূজনধ্বনি করে চারিদিক হতে আপন আপন বাসায় ফিরে আসছে; কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোন্মুখ দেখে বিষাদে মুদিতপ্রায়; চক্রবাক ও চক্রবাকবধূ, আপনাদের বিরহ-সময় সন্নিহিত দেখে, বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট হয়ে, উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে অবলোকন কচ্যে; মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় হোমাগ্নিতে সায়ংকালীন আহুতি প্রদানের উদ্‌যোগে ব্যস্ত; দুগ্ধভারে ভারাক্রান্ত গাভীসকল বৎসাবলোকনে অতিশয় উৎসুক হয়ে বেগে গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হচ্যে। (আকাশমণ্ডলের প্রতি পুনর্দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া) এই ত সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্তু রাজকুমারী যে এখনও আসচেন না, কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! প্রিয়সখীর কথা মনে উদয় হলে, একবারে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! হা হতবিধাতঃ! রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে শর্ম্মিষ্ঠাকে কি যথার্থই দাসী হতে হলো? আহা প্রিয়সখীর সেই পূর্ব্ব রূপলাবণ্য কোথায় গেল? তা এতাদৃশী দুরবস্থায় কি প্রকারেই বা সে অপরূপ রূপলাবণ্যের সম্ভব হয়? নির্ম্মল সলিলে যে পদ্ম বিকশিত হয়, পঙ্কিল জলে তাকে নিক্ষেপ করলে তার কি আর তাদৃশী শোভা থাকে? (অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ যে আমার প্রিয়সখী আসছেন।

(শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ)

(প্রকাশে) রাজকুমারি! তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

শর্ম্মিষ্ঠা। সখি! বিধাতা এক্ষণে আমাকে পরাধীন করেছেন; সুতরাং পরবশ জনের স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্ম করা কি কখন সম্ভব হয়?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখের কথা মনে হলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হা কুসুমকুমারি! হা চারুশীলে! তোমার অদৃষ্টে যে এত ক্লেশ ছিল, এ আমি স্বপ্নেও জানৃতেম না। (রোদন)

শর্ম্মি। সখি! আর বৃথা ক্রন্দনে ফল কি?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার দুঃখে পাষাণও বিগলিত হয়!

শর্ম্মি। সখি! দুঃখের কথায় অন্তঃকরণ আর্দ্র হয় বটে, কিন্তু কৈ, আমার এমন দুঃখ কি?

দেবি। প্রিয়সখি! এর অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে? শশধর আকাশ-মণ্ডল হতে ভূতলে পতিত হয়েছেন! দেখ, রাজদুহিতা হয়ে দাসী হলে! হা দুর্দ্দৈব! তোমার কি সামান্য বিড়ম্বনা!

শর্ম্মি। সখি! যদিও আমি দাসীত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধা, তথাপি ত আমি রাজ-

ভোগে বঞ্চিতা হই নাই। এই দেখ! আমার মনে সেই সকল সুখই রয়েছে! এই অশোক-বেদিকা আমার মহার্হ সিংহাসন (বেদিকোপরি উপবেশন)। এই তরুবর আমার ছত্রদণ্ড, ঐ সম্মুখস্থ সরোবরে বিকশিতা কুমুদিনীই আমার প্রিয়সখী। মধুকর ও মধুকরীগণ গুন্ গুন্ স্বরে আমারই গুণকীর্ত্তন কচ্যে। স্বয়ং সুগন্ধ মলয়-মারুত আমার বীজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছে; চন্দ্রমণ্ডল নক্ষত্রগণ সহিত আমাকে আলোক প্রদান কচ্যেন। সখি! এ সকল কি সামান্য বৈভব? আমাকে এত সুখভোগ করতে দেখেও তোমার কি আমাকে সুখভোগিনী বলে বোধ হয় না?

দেবি। (সস্মিতবদনে) রাজনন্দিনি! এ কি পরিহাসের সময়?

শর্ম্মি। সখি! আমি ত তোমার সহিত পরিহাস কচ্যি না। দেখ, সুখ-দুঃখ মনের ধর্ম্ম; অতএব বাহ্য-সুখ অপেক্ষা আন্তরিক সুখই সুখ। আমি পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম, এখনও সেইরূপ, আমার ত কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তবিকার হয় নাই।

দেবি। সখি! তুমি যা বল, কিন্তু হতবিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা? (রোদন।)

শর্ম্মি। হা ধিক্! সখি! তুমি বিধাতাকে বৃথা নিন্দা কর কেন? দেখ দেখি, যদি আমি কোন ব্যক্তিকে দেবভোগতুল্য উপাদেয় মিষ্টান্ন ভোজন করতে দি, আর সে যদি তা বিষ সহকারে ভোজন করে চিররোগী হয়, তবে কি আমি সে ব্যক্তির রোগের কারণ বলে গণ্য হতে পারি?

দেবি। সখি, তাও কি কখন হয়?

শর্ম্মি। তবে তুমি বিধাতাকে আমার জন্যে দোষ দেও কেন? বিধাতার এ বিষয়ে দোষ কি? গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত আমার বিবাদ-বিসম্বাদ না হলে ত আমাকে এ দুর্গতি ভোগ করতে হতো না! দেখ, পিতা আমার দৈত্যরাজ; তিনি প্রতাপে আদিত্য, আর ঐশ্বর্য্যে ধনপতি; তাঁর বিক্রমে দেবগণও সশঙ্কিত; আমি তাঁর প্রিয়তমা কন্যা। আমি আপন দোষেই এ দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছি,—আমি আপনি মিষ্টান্নের সহিত বিষ মিশ্রিত করে ভক্ষণ করেছি, তায় অন্যের দোষ কি?

দেবি। প্রিয়সখি! তোমার কথা শুনলে অন্তরাত্মা শীতল হয়! তোমার এতাদৃশী বাক্‌পটুতা, বোধ হয়, যেন স্বয়ং বাগ্‌দেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন। হা বিধাতঃ! তুমি কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করবার আর স্থান পাও নাই? এমত সরলা বালাকেও কি এত যন্ত্রণা দেওয়া উচিত? (রোদন)

শর্ম্মি। সখি! আর বৃথা রোদন করো না! অরণ্যে রোদনে কি ফল?

দেবি। ভাল, প্রিয়সখি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—বলি, দাসী হয়েই কি চিরকাল জীবনযাপন করবে?

শর্ম্মি। সখি! কারাবদ্ধ ব্যক্তি কি কখন স্বেচ্ছানুসারে বিমুক্ত হতে পারে?

তবে তার বৃথা ব্যাকুল হওয়ায় লাভ কি? আমি যেরূপ বিপদে বেষ্টিত, এ হতে করুণাময় পরমেশ্বর ভিন্ন আর কে আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম? তা, সখি, আমার জন্যে তোমার রোদন করা বৃথা।

দেবি। রাজনন্দিনি, শান্তিদেবী কি তোমার হৃদয়পদ্মে বসতি কচ্যেন যে তুমি এককালীন চিত্তবিকারশূন্যা হয়েছ? কি আশ্চর্য্য! প্রিয়সখি! তোমার কথা শুন্‌লে, বোধ হয়, যে তুমি যেন কোন বৃদ্ধা তপস্বিনী, শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদে যাবজ্জীবন দিনপাত করেছ। আহা! এও কি সামান্য দুঃখের বিষয়! হা হত-বিধে! দুর্ল্লভ পারিজাতপুষ্পকে কি নির্জ্জন অরণ্যে নিক্ষেপ করা উচিত? অমূল্য রত্ন কি সমুদ্রতলে গোপন রাখবার নিমিত্তেই সৃজন করেছ? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

শর্ম্মি। প্রিয়সখি! চল, আমরা এখন কুটীরে যাই। ঐ দেখ, চন্দ্রনায়িকা কুমুদিনীর ন্যায় দেবযানী পূর্ণিকার সহিত প্রফুল্লবদনে এই দিকে আস্‌চেন। তুমি আমাকে সর্ব্বদা "কমলিনী, কমলিনী" বল; তা যদ্যপি আমি কমলিনীই হই, তবে এ সময়ে আমার এ স্থলে বিকশিত হওয়া কি উচিত? দেখ দেখি, আমার প্রিয়সখা অনেকক্ষণ হলো অস্তগত হয়েছেন, তাঁর বিরহে আমাকে নিমীলিত হতে হয়। চল, আমরা যাই।

দেবি। রাজকুমারি! ঐ অহঙ্কারিণী ব্রাহ্মণকন্যাকে কি কুমুদিনী বলা যায়? আমার বিবেচনায় তুমি শশধর, আর ও দুষ্ট রাহু। আমি যদি সুদর্শনচক্র পাই, তা হলে ঐ দুষ্টা স্ত্রীকে এই মুহূর্ত্তেই দুই খণ্ড করি।

শর্ম্মি। হা ধিক্! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হলে! ঐ ব্রাহ্মণকন্যার পিতৃপ্রসাদেই আমাদের পিতৃকুল সেই সুদর্শনচক্র হতে নিস্তার পায়। তা সখি! চল, এখন আমরা যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

(দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ।)

দেব। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয়সখি! বসুমতী যেন অদ্য রাত্রে স্বয়ম্বরা হয়েছেন; ঐ দেখ, আকাশমণ্ডলে ইন্দু এবং গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতির কি এক অপূর্ব্ব এবং রমণীয় শোভা হয়েছে! আহা! রোহিণীপতির কি অনুপম মনোরম প্রভা। বোধ হয়, ত্রিভুবনমোহিনী জলধিদুহিতা কমলার স্বয়ম্বরকালে পুরুষোত্তম দেবসমাজে যাদৃশ শোভমান হয়েছিলেন, সুধাকরও অদ্য নক্ষত্রমধ্যে তদ্রূপ অপরূপ ও অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করেছেন। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখি! এই দেখ, এ আশ্রমপদেরও কি এক অপরূপ সৌন্দর্য্য! স্থানে স্থানে নানাবিধ কুসুমজাল বিকশিত হয়ে যেন স্বয়ম্বরা বসুন্ধরার অলঙ্কারস্বরূপ হয়ে রয়েছে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

পূর্ণি। তবে দেখ দেখি, প্রিয়সখি! নিশানাথের এতাদৃশ মনোহারিণী প্রভায় তোমার চিত্তচকোরের কি নিরানন্দ হওয়া উচিত? দেখ, শর্ম্মিষ্ঠা তোমাকে যে সময় কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তদবধি তোমার তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনঃস্থির

নাই,—সততই তুমি অন্যমনস্ক আর মলিন বদনে দিনযামিনী যাপন কর। সখি, এর নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি আমাকে অকপটে বল, আমি ত তোমার আর পর নই! বিবেচনা করলে সখীদের দেহমাত্রই ভিন্ন, কিন্তু মনের ভাব কখনও ভিন্ন নয়।

দেব। প্রিয়সখি! আমার অন্তঃকরণ যে একান্ত বিচলিত ও অধীর হয়েছে, তা বটে; কিন্তু তুমি যদি আমার চিত্তচঞ্চলতার কারণ শুন্‌তে উৎসুক হয়ে থাক, তবে বলি, শ্রবণ কর।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! সে কথা শুনতে যে আমার কি পর্য্যন্ত লালসা, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

দেব। শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে কূপে নিক্ষেপ করলে পর আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞানাবস্থায় পতিতা ছিলেম, পরে কিঞ্চিৎ চেতন পেয়ে দেখলেম, যে চতুর্দ্দিক কেবল অন্ধকারময়। অনন্তর আমি ভয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে আরম্ভ করলেম। দৈবযোগে এক মহাত্মা সেই স্থান দিয়ে গমন কর্‌তেছিলেন, হঠাৎ কূপমধ্যে হাহাকার আর্ত্তনাদ শুনে নিকটস্থ হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে? আর কি জন্যেই বা কূপের ভিতর রোদন কচ্যো?" প্রিয়সখি! তৎকালে তাঁর এরূপ মধুর বাক্য শুনে, আমার বোধ হলো, যেন বিধাতা আমাকে উদ্ধার করবার জন্য স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কে, আমি কিছুই নির্ণয় করতে পারলেম না, কেবল ক্রন্দন করতে করতে মুক্তকণ্ঠে এইমাত্র বললেম, "মহাশয়! আপনি দেবই হউন বা মানবই হউন, আমাকে এই বিপজ্জাল হতে শীঘ্র বিমুক্ত করুন।" এই কথা শুনিবামাত্র, সেই দয়ালু মহাশয় তৎক্ষণাৎ কূপমধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে হস্তধারণপূর্ব্বক উত্তোলন করলেন। আমি উপরিস্থা হয়ে তাঁর অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে একবারে বিমোহিতা হলেম। সখি! বল্‌লে প্রত্যয় করবে না, বোধ হয়, তেমন রূপ এ ভূমণ্ডলে নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

পূর্ণি। কি আশ্চর্য্য! তার পর, তার পর?

দেব। তার পর তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন, "হে ললনে, তুমি দেবী কি মানবী? কার অভিশাপে তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটেছিল? সবিশেষ শ্রবণে অতিশয় কৌতূহল জন্মেছে, বিবরণ করলে আমি যৎপরোনাস্তি পরিতৃপ্ত হই।" তাঁর এ কথা শুনে আমি সবিনয়ে বল্‌লেম, "হে মহাভাগ! আমি দেবকন্যা নই—আমার ঋষিকুলে জন্ম—আমি ভগবান্‌ মহর্ষি ভার্গবের দুহিতা, আমার নাম দেবযানী।" প্রিয়সখি! আমার এই উত্তর শুনেই সেই মহাত্মা কিঞ্চিৎ অন্তরে দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, "ভদ্রে! আপনি ভগবান্‌ ভার্গবের দুহিতা? আমি ঋষিবরকে বিলক্ষণ জানি, তিনি একজন ত্রিভুবনপূজ্য পরম দয়ালু ব্যক্তি; আপনি তাঁকে আমার শত সহস্র প্রণাম জানাবেন; আমার নাম যযাতি—আমার চন্দ্রবংশে জন্ম। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমি বিদায় হই!" এই কথা বলে তিনি সহসা প্রস্থান করলেন। প্রিয়সখি! যেমন কোন দেবতা

কোন পরম ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে, তার অভিলষিত বর প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হলে, সেই ভক্তজন মুহূর্ত্তকাল আনন্দরসে পুলকিত ও মুদিতনয়ন হয়ে, আপন ইষ্টদেবকে সম্মুখে আবির্ভূত দেখে, এবং বোধ করে, যেন তিনি বারম্বার মধুর-ভাষে তার শ্রুতিসুখ প্রদান কর্চেন, আমিও সেই মহোদয়ের গমনান্তর ক্ষণকাল তদ্রূপ সুখসাগরে নিমগ্না ছিলেম। আহা! সখি! সেই মোহনমূর্ত্তি অদ্যাপি আমার হৃৎপদ্মে জাগরূক রয়েছে। প্রিয়সখি! সে চন্দ্রানন কি আমি আর এজন্মে দর্শন করবো? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ) সেই অমৃতবর্ষিণী মধুরভাষা কি আর কখন আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে? প্রিয়সখি! শর্ম্মিষ্ঠা যখন আমাকে কূপে নিক্ষিপ্ত করেছিল, তখন আমার মৃত্যু হলে আর কোন যন্ত্রণাই ভোগ করতে হতো না।

(রোদন।)

পূর্ণি। প্রিয়সখি! তুমি কেন এ সমুদয় বৃত্তান্ত ভগবান্ মহর্ষিকে অবগত করাও না?

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি! তাও কি হয়? এ কথা ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি প্রকারে জ্ঞাত করান যায়? রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি ক্ষত্রিয়—আমি হলেম ব্রাহ্মণকন্যা।

পূর্ণি। সখি, আমার বিবেচনায় এ কথা মহর্ষির কর্ণগোচর করা আবশ্যক।

দেব। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! সখি, তুমি কি উন্মত্তা হয়েছ? এ কথা মহর্ষি জনকের কর্ণগোচর করা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! ঐ দেখ, ভগবান্ মহর্ষির নাম গ্রহণমাত্রেই তিনি এ দিকে আস্‌চেন। এও একটা সৌভাগ্য বা কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি এ কথা ভগবান্ পিতার নিকটে যেন কোন প্রকারেই ব্যক্ত করো না। হে সখি! তুমি আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর।

পূর্ণি। সখি! যেমন অন্ধ ব্যক্তির সুপথে গমন করা দুঃসাধ্য, জ্ঞানহীন জনের পক্ষে সদসদ্-বিবেচনা তদ্রূপ সুকঠিন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! তুমি কি একবারে আমার প্রাণনাশ করতে উদ্যত হয়েছ? কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি প্রজ্বলিত হুতাশনে আমাকে আহুতি প্রদানের ইচ্ছা হয়েছে? ভগবান্ পিতা স্বভাবতঃ উগ্রস্বভাব; এতাদৃশ বাক্য তাঁর কর্ণগোচর হলে আর কি নিস্তার আছে?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! আমি তোমার অপকারিণী নই। তা তুমি এ স্থান হতে প্রস্থান কর; ঐ দেখ ভগবান্ মহর্ষি এই দিকেই আগমন কচ্যেন।

দেব। (সত্রাসে) প্রিয়সখি! এক্ষণে আমার জীবনমরণে তোমারই সম্পূর্ণ প্রভুতা; কিন্তু আমি জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার নিকট হতে বিদায় হলেম।

পূর্ণি। প্রিয়সখি! এতে চিন্তা কি? আমি কৌশলক্রমে মহর্ষির নিকট এ

সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো, তার ভয় কি ?

দেব। প্রিয়সখি ! তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। হয় ত এ জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো। [বিষণ্ণভাবে দেবযানীর প্রস্থান।

(মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ।)

পূর্ণি। তাত ! প্রিয়সখা দেবযানীর মনোগত কথা অদ্য জ্ঞাত হয়েছি, অনুমতি হলে নিবেদন করি।

শুক্র। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) বৎসে পূর্ণিকে ! কি সংবাদ ?

পূর্ণি। ভগবন্ ! সকলই সুসংবাদ, আপনি যা অনুভব করেছিলেন, তাই যথার্থ।

শুক্র। (সহাস্যবদনে) বৎসে ! সমাধিনির্ণীত বিষয় কি মিথ্যা হওয়া সম্ভব ? তবে দুহিতার মনোগত ব্যক্তির নাম কি ?

পূর্ণি। ভগবন্ ! তাঁর নাম যযাতি।

শুক্র। (সহাস্যবদনে) শ্রীনিবাসের বক্ষঃস্থলকে অলঙ্কৃত করবার নিমিত্তেই কৌস্তুভমণির সৃজন। হে বৎসে ! এই রাজর্ষি যযাতি চন্দ্রবংশাবতংস। যদ্যপিও তিনি ক্ষত্রকুলজাত, তত্রাচ বেদবিদ্যাবলে তিনিই আমার কন্যারত্নের অনুরূপ পাত্র। অতএব হে বৎসে পূর্ণিকে ! তুমি তোমার প্রিয়সখী দেবযানীকে আশ্বাস প্রদান কর। আমি অনতিবিলম্বেই সুবিজ্ঞতম প্রধান শিষ্য কপিলকে রাজর্ষি-সান্নিধ্যে প্রেরণ করবো। সুচতুর কপিল একবারে রাজর্ষি চন্দ্রবংশচূড়ামণি যযাতিকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করবেন। তদনন্তর আমি তোমার প্রিয়সখীর অভীষ্ট সিদ্ধি করবো। তার চিন্তা কি ?

পূর্ণি। ভগবন্ ! যথা আজ্ঞা, আমি তবে এখন বিদায় হই।

শুক্র। বৎসে ! কল্যাণমস্তু তে। [পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) আমার চিরকাল এই বাসনা, যে আমি অনুরূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি ; কিন্তু ইদানীং বিধি আনুকূল্য প্রকাশপূর্ব্বক মদীয় মনস্কামনা পরিপূর্ণ করলেন। এক্ষণে কন্যাদায়ে নিশ্চিন্ত হলেম। সুপাত্রে প্রদত্তা কন্যা পিতামাতার অনুশোচনীয়া হয় না। [প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপথ।

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথম। ভাল, মহাশয়, আপনার কি এ কথাটা বিশ্বাস হয় ?

দ্বিতীয়। বিশ্বাস না করেই বা করি কি ?—ফলে মহারাজ যে উন্মাদপ্রায় হয়েছেন, তার আর সংশয় নাই।

প্রথম। বলেন কি ! আহা ! মহাশয়, কি আক্ষেপের বিষয় ! এত দিনের পর কি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রবংশের কলঙ্ক হলো ?

দ্বিতী। ভাই ! সে বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা ! এমন মহাতেজাঃ যশস্বী বংশের কি কখন কলঙ্ক বা ক্ষয় হতে পারে ? দেখ, যেমন দুষ্ট রাহু এই বংশনিদান নিশানাথকে কিঞ্চিৎকাল মলিন করে পরিশেষে পরাভূত হয়, সেইরূপ এ বিপদ্‌ও অতি ত্বরায় দূর হবে, সন্দেহ নাই।

প্রথ। আহা ! পরমেশ্বর কৃপা করে যেন তাই করেন ! মহাশয়, আমরা চিরকাল এই বিপুলবংশীয় রাজাদিগের অধীন, অতএব এর ধ্বংস হলে আমরাও একবারে সমূলে বিনষ্ট হবো। দেখুন, বজ্রাঘাতে যদি কোন বিশাল আশ্রয়-তরু জ্বলে যায়, তবে তার আশ্রিত লতাদির কি দুরবস্থা না ঘটে !

দ্বিতী। হাঁ, তা যথার্থ বটে, কিন্তু ভাই, তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ো না।

প্রথ। মহাশয়, এ বিষয়ে ধৈর্য্য ধরা কোন মতেই সম্ভবে না ; দেখুন, মহারাজ রাজকার্য্যে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না ; রাজধর্ম্মে তাঁর এককালে ঔদাস্য হয়েছে। মহাশয়, আপনি একজন বহুদর্শী এবং সুবিজ্ঞ মনুষ্য, অতএব বিবেচনা করুন দেখি, যদ্যপি দিনকর সতত মেঘাচ্ছন্ন থাকেন, তবে কি পৃথিবীতে কোন শস্যাদি জন্মে ? আর দেখুন, যদ্যপি কোন পতিপরায়ণা রমণীর প্রিয়তম তার প্রতি হতশ্রদ্ধা করে, তবে কি সে স্ত্রীর পূর্ব্ববৎ রূপলাবণ্যাদি আর থাকে ? রাজ-অবহেলায় রাজলক্ষ্মীও প্রতিদিন সেইরূপ শ্রীভ্রষ্টা হচ্যেন।

দ্বিতী। ভাই হে, তুমি যা বল্‌লে, তা সকলই সত্য, কিন্তু তুমি এ বিষয়ে নিতান্ত বিষণ্ণ হয়ো না। বোধ করি, কোন মহিলার প্রতি মহারাজের অনুরাগ-সঞ্চার হয়ে থাকবে, তাই তাঁর চিত্ত সততই চঞ্চল। যা হউক, নরপতির এ চিত্ত-বিকার কিছু চিরস্থায়ী নয়, অতি শীঘ্রই তিনি সুস্থ হবেন। দেখ, সুরাপায়ী ব্যক্তি কিছু চিরকাল উন্মত্তভাবে থাকে না। আমাদের নরবর অধুনা আসক্তিরূপ সুরা-

পানে কিঞ্চিৎ উন্মত্ত হয়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বিলম্বে যে তিনি স্বভাবস্থ হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই।

প্রথ। মহাশয়! সে সকল ভাগ্য অপেক্ষা করে! আহা! নরপতি যে এরূপ অবস্থায় কালযাপন করেন, এ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর।

দ্বিতী। (সহাস্যবদনে) ভাই, তোমার নিতান্ত শিশুবুদ্ধি। দেখ, এই বিপুলা পৃথিবী কামস্বরূপ কিরাতের মৃগয়াস্থান। তিনি ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক মৃগমিথুনরূপ-নরনারী-লক্ষ্যভেদে অনবরতই পর্য্যটন কচ্চোন; অতএব এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি এমত জিতেন্দ্রিয় আছে, যে তাঁর শরপথ অতিক্রম করতে পারে? দৈত্য-দেশের রমণীগণ অত্যন্ত মায়াবিনী, আর তারা নানাবিধ মোহন গুণে নিপুণ; সুতরাং, নরপতি যৎকালে মৃগয়ার উপলক্ষে সে দেশে প্রবেশ করেছিলেন, বোধ করি, সে সময়ে কোন সুরূপা কামিনী তাঁর দৃষ্টিপথে পড়ে কটাক্ষবাণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল করেছে। যা হউক, যদিও মহারাজ কোন বনকুসুমের আঘ্রাণে একান্ত লোভাসক্ত হয়ে থাকেন, তথাপি স্বীয় উদ্যানের সুরভি পুষ্পের মাধুর্য্যে যে ক্রমশঃ তাঁর সে লোভসংবরণ হবে, তার কোন সংশয় নাই। তুমি কি জান না ভাই, যে ব্রহ্ম-অস্ত্র ব্রহ্ম-অস্ত্রেই নিরস্ত হয়, আর বিষই বিষের পরমৌষধ।

প্রথ। আজ্ঞা হাঁ, তা যথার্থ। ফলতঃ এক্ষণে মহারাজ সুস্থ হলেই আমাদের পরম লাভ। দেখুন, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ দেবসখা; আমি শুনেছি যে লোকেরা ঔষধ আর মন্ত্রবলে প্রাণিসমূহের প্রাণনাশ কত্তে পারে, অতএব পরমেশ্বর এই করুন, যেন কোন দুর্দ্দান্ত দানব দেবমিত্র বলে মহারাজকে সেইরূপ না করে থাকে।

দ্বিতী। ভাই, ঔষধ কি মন্ত্রবলে যে লোককে বিমোহিত করা, এ আমার কখনই বিশ্বাস হয় না. কিন্তু স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষজাতিকে কটাক্ষস্বরূপ ঔষধ আর মধুর ভাষারূপ মন্ত্রে মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়, এ কথা অবশ্যই বিশ্বাস্য বটে। (দৃষ্টিপাত করিয়া) এ ব্যক্তিটে কে হে?

(কপিলের দূরে প্রবেশ।)

প্রথ। বোধ হয়, কোন তপস্বী, দুরাচার রাক্ষসেরা যজ্ঞভূমে উৎপাত করাতে বুঝি মহারাজের শরণাপন্ন হতে আসচেন।

দ্বিতী। কি কোন মহর্ষির শিষ্যই বা হবেন।

কপিল। (স্বগত) মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আদেশানুসারে এই ত মহারাজ যযাতির রাজধানীতে অদ্য উপস্থিত হলেম। আঃ! কত দুস্তর নদ, নদী ও কান্তার অরণ্য প্রভৃতি যে অতিক্রম করেছি, তার আর পরিসীমা নাই। অধুনা মহর্ষিও স্বপরিবার সঙ্গে গোদাবরী-তীরে ভগবান্ পর্ব্বতমুনির আশ্রমে আমার প্রত্যাগমন আশায় বাস করচেন। মহারাজ যযাতি সে আশ্রমে গমন কল্যে, তপোধন তাঁকে স্বীয় কন্যাধন সম্প্রদান করবেন। মহারাজকে আহ্বান করতেই আমার এ নগরীতে

আগমন হয়েছে। আহা! নরাধিপের কি অতুল ঐশ্বর্য্য! স্থানে স্থানে কত শত প্রহরিগণ গজবাজি আরোহণপূর্ব্বক করতলে করাল করবাল ধারণ করে রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত আছে; কোন স্থলে বা মন্দুরায় অশ্বগণ অতি প্রচণ্ড হ্রেষারব কচ্যে; কোথাও বা মদমত্ত করিরাজের ভীষণ বৃংহিতনিনাদ শ্রুতিগোচর হচ্যে; কোন স্থানে বা বিবিধ সমারোহে বিচিত্র উৎসবক্রিয়া সম্পাদনে জনগণ অনুরক্ত রয়েছে; স্থানে স্থানে ক্রয়-বিক্রয়ের বিপণি নানাবিধ সুখাদ্য ও সুদৃশ্য দ্রব্যজাতে পরিপূর্ণ; নানা স্থানে সুরম্য অট্টালিকা-সন্দর্শনে যে নয়নযুগল কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হচ্যে, তা মুখে ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। আমরা অরণ্যচারী মনুষ্য, এরূপ জনসমাকুল প্রদেশে প্রবেশ করায় আমাদের মনোবৃত্তির যে কত দূর পরিবর্ত্তন হয়, তা অনুমান করা যায় না। কি আশ্চর্য্য! প্রাসাদসমূহের এতাদৃশ রমণীয়ত্ব ও সৌসাদৃশ্য, কোন্‌টি যে রাজভবন, তার নির্ণয় করা সুকঠিন! যাহা হউক, অদ্য পথপরিশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হয়েছি, কোন একটা নির্জ্জন স্থান পেলে, সেখানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করি, পরে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবো। (নাগরিকদ্বয়কে অবলোকন করিয়া) এই ত দুই জন অতি ভদ্রসন্তানের মত দেখছি, এদের নিকট জিজ্ঞাসা করলে, বোধ করি. বিশ্রামস্থানের অনুসন্ধান পেতে পারবো। (প্রকাশে) ওহে পৌরজনগণ! তোমাদের এ নগরীতে অতিথিশালা কোথায়?

প্রথ। মহাশয়! আপনি কে? এ নগরে কার অন্বেষণ করেন?

কপিল। আমি দৈত্যকুলগুরু মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের শিষ্য। এই প্রতিষ্ঠান-নগরীতে রাজচক্রবর্ত্তী রাজা যযাতির নিকটে কোন বিশেষ কর্ম্মের উপলক্ষে এসেছি।

প্রথ। ভগবন্, তবে আপনার অতিথিশালায় যাবার প্রয়োজন কি? ঐ রাজনিকেতন; আপনি ওখানে পদার্পণ করবামাত্রেই যথোচিত সমাদৃত ও পূজিত হবেন এবং মহারাজের সহিতও সাক্ষাৎ হতে পারবে।

কপিল। তবে আমি সেই স্থানেই গমন করি। [প্রস্থান।

প্রথ। এ আবার কি মহাশয়? দৈত্যগুরু যে মহারাজের নিকট দূত পাঠিয়েছেন? চলুন, রাজভবনের দিকে যাওয়া যাক। দেখিগে, ব্যাপারটাই বা কি।

দ্বিতী। চল না, হানি কি? [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজপুরীস্থ নির্জ্জন গৃহ।

(রাজা যযাতি আসীন, নিকটে বিদূষক।)

বিদূ। (চিন্তা করিয়া) মহারাজ! আপনি হিমাচলের ন্যায় নিস্তব্ধ আর

গতিহীন হলেন না কি!

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মাধব্য, সুরপতি যদ্যপি বজ্রদ্বারা হিমাচলের পক্ষচ্ছেদ করেন, তবে সে সুতরাং গতিহীন হয়।

বিদূ। মহারাজ! কোন্ রোগস্বরূপ ইন্দ্র আপনার এতাদৃশী দুরবস্থার কারণ তা আপনি আমাকে স্পষ্ট করেই বলুন না।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি কি ধন্বন্তরি? তোমাকে আমার রোগের কথা বলে কি উপকার হবে?

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে রাজচক্রবর্ত্তিন্, আপনি কি শ্রুত নন, যে মৃগরাজ কেশরী সময়-বিশেষে অতি ক্ষুদ্র মূষিক দ্বারাও উপকৃত হতে পারেন?

রাজা। (সহাস্যবদনে) ভাই হে, আমি যে বিপজ্জালে বেষ্টিত, তা তোমার ন্যায় মূষিকের দন্তে কখনই ছিন্ন হতে পারে না।

বিদূ। মহারাজ! আপনি এখন হাস্য-পরিহাস পরিত্যাগ করুন, এবং আপনার মনের কথাটি আমাকে স্পষ্ট করে বলুন; আপনি এ প্রকার অস্থির ও অন্যমনাঃ হলে রাজলক্ষ্মী কি আর এ রাজ্যে বাস করবেন?

রাজা। না কল্যেনই বা।

বিদূ। (কর্ণে হস্ত দিয়া) কি সর্ব্বনাশ! আপনার কি এ কথা মুখে আনা উচিত? কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ, আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ন্যায় ইন্দ্রতুল্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করে তপস্যাধর্ম্ম অবলম্বন করতে ইচ্ছা করেন?

রাজা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তপোবলে ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হন; সখে, আমার কি তেমন অদৃষ্ট?

বিদূ। মহারাজ, আপনি ব্রাহ্মণ হতে চান কি?

রাজা। সখে! আমি যদি এই জগত্রয়ের অধীশ্বর হতেম, আর ত্রিজগতের ধনদান দ্বারা অতিক্ষুদ্র ব্রাহ্মণও হতে পারতেম, তবে আর তা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য কি বল দেখি?

বিদূ। উঃ! আজ যে আপনার গাঢ় ভক্তি দেখতে পাচ্চি! লোকে বলে, যে দৈত্যদেশে সকলেই পাপাচার, দেবতা-ব্রাহ্মণকে কেউ শ্রদ্ধা করে না। কিন্তু আপনি যে ঐ দেশে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমণ করে এত দ্বিজভক্ত হয়েছেন, এ ত সামান্য চমৎকারের বিষয় নয়। বয়স্য, আপনার কি মহর্ষি ভার্গবের সহিত গো-বিষয়ক কোন বিবাদ হয়েছে? বলুন দেখি, মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে কি কোন নন্দিনী-নাম্নী কামধেনু আছে, না আপনি তাঁর দেবযানী-নাম্নী নন্দিনীর কটাক্ষশরে পতিত হয়েছেন? বয়স্য! বলুন দেখি, শুক্রকন্যা দেবযানীকে আপনি দেখেছেন না কি?

রাজা। (স্বগত) হা পরমেশ্বর! সে চন্দ্রানন কি আর এ জন্মে দর্শন করবো! আহা! ঋষিতনয়ার কি অপরূপ রূপলাবণ্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

হা অন্তঃকরণ! তুমি কি সেই নির্জ্জন বন এবং সেই কূপতট হতে আর প্রত্যাগমন করবে না? হায়! হায়! সে কূপের অন্ধকার কি আর সে চন্দ্রের আভায় দূরীকৃত হবে?

বিদূ। (স্বগত) হরিবোল হরি! সব প্রতুল হয়েছে! সেই ঋষিকন্যাটাই সকল অনর্থের মূল দেখতে পাচ্চি। যা হউক, এখন রোগ নির্ণয় হয়েছে: কিন্তু এ বিকারের মকরধ্বজ ব্যতীত আর ঔষধ কি আছে? (প্রকাশে) কেমন, মহারাজ, আপনি কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। সখে মাধব্য, তুমি কি বলছিলে?

বিদূ। বল্‌বো আর কি? মহারাজ! আপনি প্রলাপ বক্‌ছেন তাই শুন্‌ছি।

রাজা। কেন, ভাই, প্রলাপ কেন? তুমিই বল দেখি, বিধাতার এ কি অদ্ভুত লীলা! দেখ, যে মহামূল্য মাণিক্য রাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটের উপযুক্ত, তমোময় গিরিগহ্বর কি তার প্রকৃত বাসস্থান? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া)

সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জ্জন কাননে;
গজমুক্তা শোভে গুপ্ত শুক্তির সদনে;
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর;
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর;
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া;
হায়, বিধি, এ কুবিধি কিসের লাগিয়া?

বিদূ। ও কি মহারাজ? যেরূপ ভাবোদয় দেখছি, আপনার স্কন্ধে দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হয়েছেন না কি? (উচ্চহাস্য)

রাজা। কি হে সখে, আমার প্রতি ভগবতী বাগ্দেবীর কৃপাদৃষ্টি হলে দোষ কি?

বিদূ। (সহাস্যবদনে) এমন কিছু নয়; তবে তা হলে রাজলক্ষ্মীর নিকটে বিদায় হৌন, রাজদণ্ড পরিত্যাগ করে বীণা গ্রহণ করুন, আর রাজবৃত্তির পরিবর্ত্তে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করুন।

রাজা। কেন? কেন?

বিদূ। বয়স্য, আপনি কি জানেন না, লক্ষ্মী সরস্বতীর সপত্নী, অতএব ভূমণ্ডলে সপত্নী-প্রণয় কি সম্ভব?

রাজা। সখে মাধব্য! তুমি কবিকুলকে হেয়জ্ঞান করো না, তারা প্রকৃতি-স্বরূপ বিশ্বব্যাপিনী জগন্মাতার বরপুত্র।

বিদূ। (সহাস্যবদনে) মহারাজ! এ কথা কবি-ভায়ারাই বলেন। আমার বিবেচনায়, তাঁরা বরঞ্চ উদরস্বরূপ বিশ্বব্যাপী দেবের বরপুত্র।

রাজা। (সহাস্যবদনে) সখে! তবে তুমিও ত একজন মহাকবি, কেন না, সেই উদরদেবের তুমি একজন প্রধান বরপুত্র।

বিদূ। বয়স্য! আপনি যা বলেন। সে যা হউক, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ভার্গবদুহিতা দেবযানীর সহিত আপনার কি প্রকারে, আর কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ হয়েছিল, বলুন দেখি?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, তাঁর সহিত দৈবযোগে এক নির্জ্জন কাননে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

বিদূ। কি আশ্চর্য্য! তা মহারাজ, আপনি এমন অমূল্য রত্ন নির্জ্জন স্থানে পেয়ে কি কল্যেন?

রাজা। আর কি করবো, ভাই! তাঁর পরিচয় পেয়ে আমি আস্তেব্যস্তে সেখান থেকে প্রস্থান কল্যেম।

বিদূ। (সহাস্যবদনে) সে কি মহারাজ! বিকশিত কমল দেখে কি মধুকর কখনও বিমুখ হয়?

রাজা। সখে, সত্য বটে! কিন্তু দেবযানী ব্রাহ্মণকন্যা, অতএব যেমন কোন ব্যক্তি দূর হতে সর্পমণির কান্তি দেখে তৎপ্রতি ধাবমান হয়, পরে নিকটবর্ত্তী হয়ে সর্প দর্শনে বেগে পলায়ন করে, আমিও সে নবযৌবনা অনুপমা রূপবতী ঋষি-তনয়ার পরিচয় পেয়ে সেইরূপ কল্যেম।

বিদূ। মহারাজ, আপনি তা একপ্রকার উত্তমই করেছেন।

রাজা। না ভাই, কেমন করে আর উত্তম করেছি? দেখ, আমি যে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পলায়ন কল্যেম, এখন সেই প্রাণ আমার রক্ষা করা দুষ্কর হয়েছে! (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে! এ যাতনা আমার আর সহ্য হয় না! আগ্নেয়গিরি কি হুতাশনকে চিরকাল অভ্যন্তরে রাখতে পারে? (দীর্ঘনিশ্বাস)।

বিদূ। মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে নিতান্তই হতাশ হবেন না।

রাজা। সখে মাধব্য! মরুভূমে তৃষ্ণাতুর মৃগবর, মায়াবিনী মরীচিকাকে দূর থেকে দর্শন করে, বারিলাভে ধাববান হলে, জীবন-উদ্দেশে কেবল তার জীবনেরই সংশয় হয়। এ বিষয়ে আশা কল্যে আমারও সেই দশা ঘটতে পারে। ঋষিকন্যা দেবযানী আমার পক্ষে মরীচিকাস্বরূপ, যেহেতুক তাঁর ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয়দুষ্প্রাপ্যা। হে পরমেশ্বর, আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, যে তুমি এমন পরম রমণীয় বস্তুকে আমার প্রতি দুঃখকর কল্যে! কেবল আমাকে যাতনা দিবার জন্যেই কি এ পদ্ম আমার পক্ষে সকণ্টক মৃণালের উপর রেখেছ?

বিদূ। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হবেন না। বয়স্য! বুদ্ধি থাকলে সকল কর্ম্মই কৌশলে সুসিদ্ধ হয়। দেখুন দেখি, আমি এমন সদুপায় করে দিচ্চি, যাতে এখনই আপনার মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যাবে।

রাজা। (সহাস্যবদনে) সখে, তবে আর বিলম্ব কেন? এস তোমার এ উপায়ের দ্বার মুক্ত কর।

বিদূ। যে আজ্ঞা মহারাজ! আমি আগতপ্রায়। [প্রস্থান।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বগত) আহা! কি কুলগ্নেই বা দৈত্যদেশে পদার্পণ করেছিলেম! (চিন্তা করিয়া) হে রসনে! তোমার কি এ কথা বলা উচিত? দেখ, তোমার কথায় আমার নয়নযুগল ব্যথিত হয়, কেন না, দৈত্যদেশগমনে তারা চরিতার্থ হয়েছে, যেহেতুক তারা সেখানে বিধাতার শিল্পনৈপুণ্যের সারপদার্থ দর্শন করেছে। (পরিক্রমণ) বাড়বানলে পরিতপ্ত হলে সাগর যেমন উৎকণ্ঠিত হন, আমিও কি অদ্য সেইরূপ হলেম? হে প্রভো অনঙ্গ, তুমি হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলে বলে কি প্রতিহিংসার নিমিত্তে মানবজাতিকে কামাগ্নিতে সেইরূপ দগ্ধ কর? (দীর্ঘনিশ্বাস) কি আশ্চর্য্য! আমি কি মৃগয়া করতে গিয়ে স্বয়ং কামব্যাধের লক্ষ্য হয়ে এলাম! (উপবেশন) তা আমার এমন চঞ্চল হওয়ায় কি লাভ? (সচকিতে) এ আবার কি?

(এক জন নটীসহিত বিদূষকের পুনঃপ্রবেশ)

বিদূ। মহারাজ, এই দেখুন, ইনিই কাম-সরোবরের উপযুক্ত পদ্মিনী।

নটী। মহারাজের জয় হউক! (প্রণাম।)

রাজা। কল্যাণি, তুমি চিরকাল সধবা থাক। (বিদূষকের প্রতি) সখে, এ সুন্দরী কে?

বিদূ। মহারাজ, ইনি স্বয়ং উর্ব্বশী; ইন্দ্রপুরী অমরাবতীতে বসতি না করে আপনার এই মহানগরীতেই অবস্থিতি করেন।

রাজা। কি হে সখে মাধব্য, তুমি যে একবারে রসিকচূড়ামণি হয়ে উঠলে!

বিদূ। (কৃতাঞ্জলিপুটে) বয়স্য! না হয়ে করি কি? দেখুন, মলয়গিরির নিকটস্থ অতি সামান্য সামান্য তরুও চন্দন হয়ে যায়; তা এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ আপনারই অনুচর; এ যে রসিক হবে তার আশ্চর্য্য কি?

রাজা। সে যা হোক, এ সুন্দরীকে এখানে আনা হয়েছে কেন, বল দেখি?

বিদূ। বয়স্য! আপনি সেই ঋষিকন্যাকে দেখে ভেবেছেন যে তার তুল্য রূপবতী বুঝি আর নাই, তা এখন একবার এঁর দিকে চেয়ে দেখুন দেখি!

রাজা। (জনান্তিকে) সখে, অমৃতাভিলাষী ব্যক্তির কি কখনও মধুতে তৃপ্তি জন্মে?

বিদূ। (জনান্তিকে) তা বটে, মহারাজ! কিন্তু চন্দ্রে অমৃত আছে বলে কি কেউ মধুপান ত্যাগ করে? বয়স্য! আপনি একবার এঁর একটি গান শুনুন! (নটীর প্রতি) অয়ি মৃগাক্ষি, তুমি একটি গান করে মহারাজের চিত্তবিনোদন কর।

নটী। আমি মহারাজের আজ্ঞাবর্ত্তিনী (উপবেশন।)

গীত

(রাগিণী বাহার—তাল জলদ-তেতালা)

উদয় হইল সখি, সরস বসন্ত।

মোদিত দশ দিশ পুষ্পগণে,—

আর বহিছে সমীর সুশান্ত ॥
পিককুল-কূজিত, ভৃঙ্গ-বিগুঞ্জিত,
রঞ্জিত কুঞ্জ নিতান্ত।
যত বিরহিণীগণ, মন্মথতাড়ন,
তাপিত তনু বিনে কান্ত ॥

রাজা। আহা! কি মধুর স্বর! সুন্দরি! তোমার সঙ্গীত শ্রবণে যে আমার অন্তঃকরণ কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হলো, তা বলতে পারি না।

(নেপথ্যে সরোষে) রে দুরাচার, পাষণ্ড দ্বারপাল! তুই কি মাদৃশ ব্যক্তিকে দ্বাররুদ্ধ কত্তে ইচ্ছা করিস?

রাজা। এ কি! বহির্দ্বারে দাম্ভিকের ন্যায় অতি প্রগল্‌ভতার সহিত কে একজন কথা কচ্যে হে?

বিদু। বোধ করি, কোন তপস্বী হবে, তা না হলে আর এমন সুস্বর কার আছে।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। মহারাজের জয় হউক! মহারাজ! মহর্ষি শুক্রাচার্য্য কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আপনার নিকট স্বশিষ্য মুনিবর কপিলকে প্রেরণ করেছেন; অনুমতি হলে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে) সে কি! মুনিবর কোথায়? আমাকে শীঘ্র তাঁর নিকটে লয়ে চল। [রাজা এবং দৌবারিকের প্রস্থান।

নটী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়, মহারাজ এত চঞ্চল হলেন কেন?

বিদু। হে চারুহাসিনি, তোমার মত মধুমালতী বিকশিতা দেখলে, কার মন-অলি না অধীর হয়?

নটী। বাঃ! ঠাকুরের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি গা! অলি কি বিকশিতা মধুমালতীর আঘ্রাণে পলায়ন করে? চল, দেখিগে মহারাজ কোথায় গেলেন।

বিদু। হে সুন্দরি, তুমি অয়স্কান্ত মণি, আমি লৌহ! তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেইখানে আছি। (হস্তধারণ) আহা, তোমার অধরে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ অমৃতভাণ্ড গোপন করে রেখেছেন। হে মনোমোহিনি, তুমি একটি চুম্ব দিয়ে আমাকে অমর কর।

নটী। (স্বগত) এ মা! বামুন বেটা ত কম ষাঁড় নয়। (প্রকাশে) দূর হতভাগা! [বেগে পলায়ন।

বিদু। এঃ! এ দুশ্চারিণীর রাজার উপরেই লোভ! কেবল অর্থই নিয়েছে, রসিকতা দেখে না। যাই, দেখিগে, বেটী কোথায় গেল। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজতোরণ।

(কতিপয় নাগরিক দণ্ডায়মান।)

প্রথ। আহা! কি সমারোহ! মহাশয়, ঐ দেখুন,—

দ্বিতী। আমার দৃষ্টিপথে সকল বস্তুই যেন ধূসরময় বোধ হচ্যে। ভাই হে, সর্ব্বচোর কাল সময় পেয়ে আমার দৃষ্টিপ্রসর প্রায়ই অপহরণ করেছে।

প্রথ। মহাশয়, ঐ দেখুন, কত শত হস্তিপকেরা মদমত্ত গজপৃষ্ঠে আরূঢ় হয়ে অগ্রভাগে গমন কচ্যে! অহো!—এ কি মেঘাবলী, না পক্ষহীন অচলকুল আবার সপক্ষ হয়েছে? আহা! মধ্যভাগে নানা সজ্জায় সজ্জিত বাজিরাজীই বা কি মনোহর গতিতে যাচ্যে! মহাশয়, একবার রথ-সজ্জার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন! ঐ দেখুন, শত শত পতাকাশ্রেণী আকাশমণ্ডলে উড্ডীয়মান হচ্যে! কি চমৎকার! পদাতিক দলের বর্ম্ম সূর্য্যকিরণে মিশ্রিত হয়ে যেন বহ্নি উদ্গিরণ কচ্যে! আবার ঐ দেখুন, পশ্চাদ্ভাগে নটনটীরা নানা যন্ত্র সহকারে কি মধুর স্বরে সঙ্গীত কচ্যে! (নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য।) ঐ দেখুন, মহারাজ রথোপরি মহাবল বীরদলে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েচেন। আহা! মহারাজের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! বোধ হচ্যে, যেন অদ্য স্বয়ং পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠনিবাসী জনগণ সমভিব্যাহারে গরুড়ধ্বজ রথে আরোহণ করে কমলার স্বয়ম্বরে গমন কচ্যেন।

দ্বিতী। ভাই হে, নহুষপুত্র যযাতি রূপগুণে পুরুষোত্তমই বটেন। আর শ্রুত আছি, যে শুক্রকন্যা দেবযানীও কমলার ন্যায় রূপবতী! এখন পরমেশ্বর করুন, পুরুষোত্তমের কমলা-পরিণয়ে জগজ্জনগণ যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়েছিল, অধুনা রাজর্ষি এবং দেবযানীর সমাগমেও যেন এ রাজ্য সেইরূপ অবিকল সুখসম্পত্তি লাভ করে।

তৃতী। মহাশয়! মহারাজের পরিণয়ক্রিয়া কি দৈত্যদেশেই সম্পন্ন হবে?

দ্বিতী। না, দৈত্যগুরু ভার্গব স্বকন্যাসহিত গোদাবরীতীরে পর্ব্বতমুনির আশ্রমে অবস্থিতি কচ্যেন। সেই স্থলেই মহারাজের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ হবে।

তৃতী। মহাশয়, এ পরম আহ্লাদের বিষয়, কেন না, এই চন্দ্রবংশীয় রাজগণ চিরকাল দেবমিত্র, অতএব মহারাজ দৈত্য-দেশে প্রবেশ করলে বিবাদ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল।

দ্বিতী। বোধ হয়, ঋষিবর ভার্গব সেই নিমিত্তেই স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করে পর্ব্বত মুনির আশ্রমে কন্যাসহিত আগমন করেছেন। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে হে? রাজমন্ত্রী নয়?

তৃতী। আজ্ঞা হাঁ, মন্ত্রী মহাশয়ই বটেন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) অদ্য অনন্তদেব ত আমার স্কন্ধেই ধরাভার অর্পণ করে প্রস্থান

কল্যেন।

প্রথ। (মন্ত্রীর প্রতি) হে মন্ত্রিবর, মহারাজ কতদিনের নিমিত্ত স্বদেশ পরিত্যাগ কল্যেন?

মন্ত্রী। মহাশয়, তা বলা সুকঠিন। শ্রুত আছি, যে গোদাবরীতীরস্থ প্রদেশ-সকল পরম রমণীয়। সে দেশে নানাবিধ কানন, গিরি, জলাশয় ও মহাতীর্থ আছে। মহারাজ একে ত মৃগয়াসক্ত, তাতে নূতন পরিণয় হলে মহিষীর সহিত সে দেশে কিঞ্চিৎ কাল সহবাস ও নানা তীর্থ পর্য্যটন না করে, বোধ হয়, স্বদেশে প্রত্যাগমন করবেন না।

দ্বিতী। এ কিছু অসম্ভব নয়। আর যখন আপনার তুল্য মন্ত্রিবরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করেছেন, তখন রাজকার্য্যেও নিশ্চিন্ত থাকবেন।

মন্ত্রী। সে আপনাদের অনুগ্রহ! আমি শক্ত্যনুসারে প্রজাপালনে কখনই ত্রুটি করবো না। কিন্তু দেবেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কি স্বর্গপুরীর তেমন শোভা থাকে? চন্দ্র উদিত না হলে কি অকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহে তাদৃশ শোভমান হয়? কুমার ব্যতিরেকে দেবসৈন্যের পরিচালনা কত্যে আর কে সমর্থ হয়?

দ্বিতী। তা বটে, কিন্তু আপনিও বুদ্ধিবলে দ্বিতীয় বৃহস্পতি। অতএব আমাদের মহীন্দ্রের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত যে আপনার দ্বারা রাজকার্য্য সুচারু-রূপে পরিচালিত হবে, তার কোন সংশয়ই নাই। (কর্ণপাত করিয়া) আর যে কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হচ্যে না? বোধ করি, মহারাজ অনেক দূরে গমন করেছেন! আমাদের আর এ স্থলে অপেক্ষা করার কি প্রয়োজন? চলুন, আমরাও স্ব স্ব গৃহে গমন করি।

মন্ত্রী। হাঁ, তবে চলুন। [সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজনিকেতন-সম্মুখে।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। (স্বগত) মহারাজ যে মুনির আশ্রম হতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেছেন, এ পরম সৌভাগ্য আর আহ্লাদের বিষয়। যেমন রজনী অবসন্না হলে, সূর্য্যদেবের পুনঃপ্রকাশে জগন্মাতা বসুন্ধরা প্রফুল্লচিত্তা হন, রাজবিরহে কাতরা

রাজধানীও নৃপাগমনে অদ্য সেইরূপ হয়েছে। (নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য) পুরবাসীরা অদ্য অপার আনন্দার্ণবে মগ্ন হয়েছে। অদ্য যেন কোন দেবোৎসবই হচ্যে! আর না হবেই বা কেন? নহুষপুত্র যযাতি এই বিশাল চন্দ্রবংশের চূড়ামণি; আর ঋষিবর-দুহিতা দেবযানীও রূপগুণে অনুপমা; অতএব এঁদের সমাগমে নিরানন্দের বিষয় কি? আহা! রাজমহিষী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন দয়াশীলা, পরোপকারিণী, পতিপরায়ণা স্ত্রী, বোধ হয়, ভূমণ্ডলে আর নাই; আর আমাদের মহারাজও বেদবিদ্যাবলে নিরুপম! অতএব উভয়েই উভয়ের অনুরূপ পাত্র বটেন। তা এইরূপ হওয়াই ত উচিত; নচেৎ অমৃত কি কখন চণ্ডালের ভক্ষ্য হয়ে থাকে? লোচনানন্দ সুধাকর ব্যতিরেকে রোহিণীর কি প্রকৃত শোভা হয়? রাজহংসী বিকশিত কমল-কাননেই গমন করে থাকে। মহারাজ প্রায় সার্দ্ধেক বৎসর রাণীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণ ও নানা তীর্থ দর্শন করে এত দিনে স্বরাজধানীতে পুনরাগমন কল্যেন!—যদু নামে নৃপবরের যে একটি নবকুমার জন্মেছেন, তিনিও সর্ব্বসুলক্ষণধারী। আহা! যেন সুচারু শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ অগ্নিকণা পৃথিবীকে উজ্জ্বল করবার জন্যে বহির্গত হয়েছে! এক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, যে কৃপাময় পরমেশ্বর পিতার ন্যায় পুত্রকেও যেন চন্দ্রবংশশেখর করেন! আঃ, মহারাজ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে আমার মস্তক হতে যেন বসুন্ধরার ভার গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার পরিশ্রমের সীমা নাই। যাই, রাজভবনে উৎসব-প্রকরণ সমাধা করিগে। [প্রস্থান।

(মিষ্টান্নহস্তে বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (স্বগত) পরদ্রব্য অপহরণ করা যেন পাপকর্ম্মই হলো, তার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু, চোরের ধন চুরি করলে যে পাপ হয়, এ কথা ত কোন শাস্ত্রেই নাই; এই উত্তম সুখাদ্য মিষ্টান্নগুলি ভাণ্ডারী বেটা রাজভোগ হতে চুরি করে এক নির্জ্জন স্থানে গোপন করে রেখেছিল; আমি চোরের উপর বাটপাড়ি করেছি! উঃ, আমার কি বুদ্ধি! আমি কি পাপকর্ম্ম করেছি? যদি পাপকর্ম্মই করে থাকি, তবে যা হৌক, এতে উচিত প্রায়শ্চিত্ত কল্যেই ত খণ্ডন হতে পারে। এক জন দরিদ্র সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে আহ্বান করে তাঁকে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন দিলেই ত আমার পাপ ধ্বংস হবে! আহা! ব্রাহ্মণভোজন পরম ধর্ম্ম। (আপনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে দ্বিজবর! এ স্থলে আগমন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন গ্রহণ করুন। এই যে এলেম। হে দাতঃ, কি মিষ্টান্ন দিবে, দাও দেখি? তবে বসতে আজ্ঞা হউক। (স্বয়ং উপবেশন) এই আহার করুন। (স্বয়ং ভোজন) ওহে ভক্তবৎসল! তুমি আমাকে অত্যন্ত পরিতুষ্ট করলে। (স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া) তুমি কি বর প্রার্থনা কর? হে দ্বিজবর! যদি এই মিষ্টান্ন চুরি বিষয়ে আমার কোন পাপ হয়ে থাকে, তবে যেন সে পাপ দূর হয়। তথাস্তু! এই ত নিষ্পাপী হলেম! ওহে, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম কি সামান্য পুণ্যের কর্ম্ম! (উচ্চৈঃস্বরে হাস্য) যা হউক! প্রায় দেড় বৎসর রাজার সহিত নানা দেশ পর্য্যটন আর নানা তীর্থ

দর্শন করেছি, কিন্তু মা যমুনা! তোমার মত পবিত্রা নদী আর দুটি নাই! তোমার ভগিনী জাহ্নবীর পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম, কিন্তু মা, তোমার শ্রীচরণাম্বুজে সহস্র সহস্র প্রণিপাত! তোমার নির্ম্মল সলিলে স্নান করলে কি ক্ষুধার উদ্রেকই হয়! যাই, এখন আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। রাণী বললেন, যে একবার তুমি গিয়ে দেখে এসো দেখি, আমার যত্ন কি কচ্যে? তা দেখতে গিয়ে আমার আবার মধ্যে থেকে কিছু মিষ্টান্নও লাভ হয়ে গেল। বেগারের পুণ্যে কাশী দর্শন! মন্দই কি? আপনার উদরতৃপ্তি হলো; এখন রাণীর মনঃ-তৃপ্তি করিগে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজশুদ্ধান্ত।

(রাজা যযাতি এবং রাজ্ঞী দেবযানী আসীন।)

রাজ্ঞী। হে নাথ! আপনার মুখে যে সে কথাগুলি কত মিষ্ট লাগে, তা আমি একমুখে বলতে পারি না! কতবার ত আপনার মুখে সে কথা শুনেছি, তথাপি আবার তাই শুনতে বাসনা হয়! হে জীবিতেশ্বর! আপনি আমাকে সেই অন্ধকারময় কূপ হতে উদ্ধার করে আমার নিকটে বিদায় হয়ে কোথায় গেলেন?

রাজা। প্রিয়ে! যেমন কোন মনুষ্য কোন দেবকন্যাকে দৈবযোগে অকস্মাৎ দর্শন করে ভয়ে অতিবেগে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ তোমার নিকট বিদায় হয়ে দ্রুতবেগে ঘোরতর মহারণ্যে প্রবেশ করলেম, কিন্তু আমার চিত্তচকোর তোমার এই পূর্ণচন্দ্রাননের পুনর্দর্শনে যে কিরূপ ব্যাকুল হলো, যিনি অন্তর্য্যামী ভগবান্, তিনিই তা বলতে পারেন। পরে আমি আতপতাপে তাপিত হয়ে বিশ্রামার্থে এক তরুতলে উপবেশন করলেম, এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে দেখলেম, যেন সকলই অন্ধকারময় এবং শূন্যাকার! কিঞ্চিৎ পরে সে স্থান হতে গাত্রোত্থান করে গমনের উপক্রম কচ্চি, এমন সময়ে এক হরিণী আমার দৃষ্টিপথে পতিত হলো। স্বাভাবিক মৃগয়াসক্তি হেতু আমিও সেই হরিণীকে দর্শনমাত্রেই শরাসনে এক খরতর শর যোজনা করলেম; কিন্তু সন্ধানকালে কুরঙ্গিণী আমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করাতে তার নয়নযুগল দেখে আমার তৎক্ষণাৎ তোমার এই কমলনয়ন স্মরণ হলো, এবং তৎকালে আমি এমন বলহীন আর বিমুগ্ধ হলেম, যে আমার হস্ত হতে শরাসন ভূতলে কখন যে পতিত হলো, তা আমি কিছুই জানতে পাল্যেম না।

রাজ্ঞী। (রাজার হস্ত ধরিয়া এবং অনুরাগ সহকারে) হে প্রাণনাথ! আমার কি শুভাদৃষ্ট!—তার পর!

রাজা। প্রেয়সি! যদি তোমার শুভাদৃষ্ট, তবে আমার কি? প্রিয়ে! তুমি আমার জন্ম সফল করেছো!—তার পর গমন করতে করতে এক কোকিলার মধুর

ধ্বনি শ্রবণ করে আমার মনে হলো, যে তুমিই আমাকে কুহুরবে আহ্বান কচ্যো।

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর! তখন যদি সেই কোকিলার দেহে আমার প্রাণ প্রবিষ্ট হতে পারত, তবে সে কোকিলা কুহুরবে কেবল এইমাত্র বলতো, "হে রাজন্! আপনি সেই কূপতটে পুনর্গমন করুন, আপনার জন্যে শুক্রকন্যা দেবযানী ব্যাকুলচিত্তে পথ নিরীক্ষণ কচ্যে।"

রাজা। প্রিয়ে! আমার অদৃষ্টে যে এত সুখ আছে, তা আমি স্বপ্নেও জানি না; যদি আমি তখন জানতে পাত্যেম, তবে কি আর এ নগরীতে একাকী প্রত্যাগমন করি? একবারে তোমাকে আমার হৃৎপদ্মাসনে উপবিষ্ট করিয়েই আনতেম! আমি যে কি শুভলগ্নে দৈত্যদেশে যাত্রা করেছিলেম, তা কেবল এখনই জানতে পাচ্যি!

(বিদূষকের প্রবেশ।)

কি হে দ্বিজবর! কি সংবাদ?

বিদূ। মহারাজ, শ্রীমান্ নবকুমারকে একবার দর্শন করে এলেম। রাজমহিষী চিরজীবিনী হউন। আহা! কুমারের কি অপরূপ রূপলাবণ্য! যেন দ্বিতীয় কুমার, কিম্বা তরুণ অরুণতুল্য শোভা। আর না হবেই বা কেন? "পিতা যস্য, পিতা যস্য"—আহা হা, কবিতাটা বিস্মৃত হলেম যে?

রাজা। (সহাস্যবদনে) ক্ষান্ত হও হে, ক্ষান্ত হও! তোমার মত ঔদরিক ব্রাহ্মণের খাদ্যদ্রব্যের নাম ব্যতীত কি আর কিছু মনে থাকে?

রাজ্ঞী। (বিদূষকের প্রতি) মহাশয়! আমার যদুর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে না কি? (রাজার প্রতি) নাথ! তবে আমি এখন বিদায় হই।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার যেমন ইচ্ছা হয়। [রাজ্ঞীর প্রস্থান।

বিদূ। মহারাজ! এই যে আপনাদের ক্ষত্রিয়জাতির কি স্বভাব, তা বলে উঠা ভার। এই দেখুন দেখি। আপনি দৈত্যদেশে মৃগয়া করতে গিয়ে কি না কল্যেন? ক্ষত্রিয়দুষ্প্রাপ্যা মহর্ষি-কন্যাকেও আপনি লাভ করেছেন। আপনাকে ধন্যবাদ। আহা! আপনি দৈত্যদেশ হতে কি অপূর্ব্ব অনুপম রত্নই এনেছেন! ভাল মহারাজ! জিজ্ঞাসা করি, এমন রত্ন কি সেখানে আর আছে?

রাজা। (সহাস্যমুখে) ভাই হে! বোধ হয়, দৈত্যদেশে এ প্রকার রত্ন অনেক আছে।

বিদূ। মহারাজ, আমার ত তা বিশ্বাস হয় না।

রাজা। তুমি কি মহিষীর সকল সহচরীগণকে দেখেছ?

বিদূ। আজ্ঞা না।

রাজা। আহা! সখে, তাঁর সহচরীদের মধ্যে একটি যে স্ত্রীলোক আছে, তার রূপলাবণ্যের কথা কি বলবো! বোধ হয়, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবীই অবনীতে অবতীর্ণা হয়েছেন! সে যে মহিষীর নিতান্ত সহচরী, কি সখী, তাও নয়।

বিদূ। কি তবে মহারাজ ?

রাজা। তা ভাই, বলতে পারি না, মহিষীকেও জিজ্ঞাসা করতে শঙ্কা হয়। আর আমিও যে তাকে বিলক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখেছি, তাও নয়। যেমন রাত্রিকালে আকাশমণ্ডল ঘনঘটা দ্বারা আচ্ছন্ন হলে নিশানাথ মুহূর্ত্তকাল দৃষ্ট হয়ে পুনরায় মেঘাবৃত হন, সেই সুন্দরী আমার দৃষ্টিপথে কয়েকবার সেইরূপে পতিত হয়েছিল। বোধ হয়, রাজ্ঞীও বা তাকে আমার সম্মুখে আসতে নিষেধ করে থাকবেন। আহা! সখে, তার কি রূপ-মাধুর্য্য! তার পদ্মনয়ন দর্শন করলে পদ্মের উপর ঘৃণা জন্মে। আর তার মধুর অধরকে রতিসর্ব্বস্ব বললেও বলা যেতে পারে।

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের। আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। হায়! হায়! আমার সর্ব্বনাশ হলো!

রাজা। (সসম্ভ্রমে) এ কি! দেখ ত হে? কোন্ ব্যক্তি রাজদ্বারে এত উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার কচ্চে?

বিদূ। যে আজ্ঞা! আমি—(অর্দ্ধোক্তি)

(নেপথ্যে) দোহাই মহারাজের! হায়! হায়! হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেলো!

রাজা। যাও না হে! বিলম্ব কচ্চো কেন? ব্যাপারটা কি? চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় যে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে?

বিদূ। আজ্ঞা না, ভাবছি বলি, দেব-অমাত্য হয়ে আপনি দৈত্যগুরুর কন্যা বিবাহ করেছেন, সেই ক্রোধে যদি কোন মায়াবী দৈত্যই বা এসে থাকে; তা হলে—(অর্দ্ধোক্তি)

রাজা। আঃ ক্ষুদ্রপ্রাণি! তুমি থাক, তবে আমি আপনিই যাই!

বিদূ। আজ্ঞা না মহারাজ! আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে; আপনার যাওয়া কখনই উচিত হয় না।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্মিতমুখে স্বগত) ব্রাহ্মণজাতি বুদ্ধে বৃহস্পতি বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকাপেক্ষাও ভীরু! (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক, সে স্ত্রীলোকটি যে কে, তা আমি ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্চি না। আমরা যখন গোদাবরী-তীরস্থ পর্ব্বতমুনির আশ্রমে কিঞ্চিৎকাল বিহার করি, তখন একদিন আমি একলা নদীতটে ভ্রমণ কত্যে কত্যে এক পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে সেই পরম রমণীয়া নবযৌবনা কামিনীকে দেখলেম, আপনার করতলে কপোল বিন্যাস করে অশোকবৃক্ষতলে বসে রয়েছে, বোধ হলো, যে সে চিন্তার্ণবে মগ্না রয়েছে; আর তার চারিদিকে নানা কুসুম বিস্তৃত ছিল, তাতে এমনি অনুমান হতে লাগলো, যেন দেবতাগণ সেই নবযৌবনা অঙ্গনার সৌন্দর্য্যগুণে পরিতুষ্ট হয়ে তার উপর পুষ্পবৃষ্টি করেছেন, কিম্বা স্বয়ং বসন্তরাজ বিকশিত পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রতিভ্রমে তাকে পূজা করেছেন। পরে আমার পদশব্দ শুনে সেই

বামা আমার দিকে নয়নপাত করে, যেমন কোন ব্যাধকে দেখে কুরঙ্গিণী পবনবেগে পলায়ন করে, তেমনি ব্যস্তসমস্তে অন্তর্হিতা হলো। পরম্পরায় শুনেছি, যে ঐ সুন্দরী দৈত্যেরাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা; কিন্তু তার পর আর কোন পরিচয় পাই নাই। সবিশেষ অবগত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু—(অর্দ্ধোক্তি)

(বিদূষকের এক জন ব্রাহ্মণ সহিত পুনঃপ্রবেশ।)

ব্রাহ্মণ। দোহাই মহারাজের! আমি অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ! আমার সর্ব্বনাশ হলো!

রাজা। কেন, কেন? বৃত্তান্তটা কি বলুন দেখি?

ব্রাহ্ম। (কৃতাঞ্জলিপুটে) ধর্ম্মাবতার! কয়েকজন দুর্দ্দান্ত তস্কর আমার গৃহে প্রবেশ করে যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ কচ্চ্যে! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! হে নরেশ্বর, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। (সরোষে) সে কি! এ রাজ্যে এমন নির্ভয় পাষণ্ড লোক কে আছে, যে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে? মহাশয়, আপনি ক্রন্দন সম্বরণ করুন, আমি স্বহস্তে এই মুহূর্ত্তেই সেই দুরাচার দস্যুদলের যথোচিত দণ্ড বিধান করবো। (বিদূষকের প্রতি) সখে মাধব্য, তুমি ত্বরায় আমার ধনুর্ব্বাণ ও অসিচর্ম্ম আন দেখি।

বিদূ। মহারাজ, আপনার স্বয়ং যাবার প্রয়োজন কি?

রাজা। (সক্রোধে) তুমি কি আমার আজ্ঞা অবহেলা কর?

বিদূ। (সত্রাসে) সে কি, মহারাজ? আমার এমন কি সাধ্য যে আপনার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করি! [বেগে প্রস্থান।

রাজা। মহাশয়, কত জন তস্কর আপনার গৃহাক্রমণ করেছে?

ব্রাহ্ম। হে মহীপতে, তা নিশ্চয় বলতে পারি না। হায়! আমার সর্ব্বস্ব গেলো!

রাজা। ঠাকুর, আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; আর বৃথা আক্ষেপ করবেন না।

(বিদূষকের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পুনঃপ্রবেশ।)

এই আমি অস্ত্র গ্রহণ কল্যেম। (অস্ত্রগ্রহণ) এখন চলুন যাই।

[রাজা ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) যেমন আহুতি দিলে অগ্নি জ্বলে উঠে, তেমনি শক্রনামে আমাদের মহারাজেরও কোপাগ্নি জ্বলে উঠলো। চোর বেটাদের আজ যে মরণদশা ধরেছে, তার কোন সন্দেহ নাই। মরবার জন্যই পিঁপড়ের পাখা ওঠে। এখন এখানে থেকে আর কি করবো? যাই, নগরপালের নিকট এ সংবাদ পাঠিয়ে দিগে। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজান্তঃপুর-সংক্রান্ত উদ্যান।

(বকাসুর এবং শর্ম্মিষ্ঠার প্রবেশ।)

বক। ভদ্রে! এ কথা আমি তোমার মাতা দৈত্যরাজমহিষীকে কি প্রকারে বলবো? তিনি তোমা বিরহে শোকানলে যে কি পর্য্যন্ত পরিতাপিতা হচ্যেন, তা বলা দুষ্কর। হে কল্যাণি, তোমা ব্যতিরেকে সে শোকানল নির্ব্বাণ হবার আর উপায়ান্তর নাই।

শর্ম্মি। মহাশয়, আমার অশ্রুজলে যদি সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়. তবে আমি তা অবশ্যই করবো; কিন্তু আমি দৈত্যপুরীতে আর এ জন্মে ফিরে যাব না! (অধোবদনে রোদন।)

বক। ভদ্রে, গুরু মহর্ষিকে তোমার পিতা নানাবিধ পূজাবিধিতে পরিতুষ্ট করেছেন; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতির পাটরাণী দেবযানী স্বীয় পিতৃ-আজ্ঞা কখনই উল্লঙ্ঘন বা অবহেলা করবেন না; যদ্যপি তুমি অনুমতি কর, আমি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে নৃপতিকে এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করাই। হে কল্যাণি! তোমা বিরহে দৈত্যপুরী এককালে অন্ধকার হয়েছে; আর পুরবাসীরাও রাজদম্পতির দুঃখে পরম দুঃখিত।

শর্ম্মি। মহাশয়, আপনি যদি এ কথা নৃপতিকে অবগত করতে উদ্যত হন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই এ স্থলে প্রাণত্যাগ করবো। (রোদন।)

বক। শুভে, তবে বল, আমার কি করা কর্ত্তব্য?

শর্ম্মি। মহাশয়, আপনি দৈত্যদেশে পুনর্গমন করুন এবং আমার জনক-জননীকে সহস্র সহস্র প্রণাম জানিয়ে এই কথা বলবেন, "তোমাদের হতভাগিনী দুহিতার এই প্রার্থনা, যে তোমরা তাকে জন্মের মত বিস্মৃত হও!"

বক। রাজনন্দিনি, তোমার জনক-জননীকে আমি এ কথা কেমন করে বলবো? তুমি তাঁদের একমাত্র কন্যা; তুমি তাঁদের মানস-সরোবরের একটি মাত্র পদ্মিনী; তুমিই কেবল তাঁদের হৃদয়াকাশের পূর্ণশশী।

শর্ম্মি। মহাশয়, দেখুন, এ পৃথিবীতে কত শত লোকের সন্তানসন্ততি যৌবনকালেই মানবলীলা সম্বরণ করে; তা তারা কি চিরকাল শোকানলে পরিতপ্ত হয়? শোকানল কখন চিরস্থায়ী নয়।

বক। কল্যাণি, তবে কি তোমার এই ইচ্ছা, যে তুমি আপনার জন্মভূমি আর দর্শন করবে না? তোমার পিতা মাতাকে কি একবারে বিস্মৃত হলে? আর আমাকে কি শেষে এই সংবাদ লয়ে যেতে হলো?

শর্ম্মি। মহাশয়, আমার পিতা মাতা আমার মানস-মন্দিরে চিরকাল পূজিত রয়েছেন। যেমন কোন ব্যক্তি, কোন পরম পবিত্র তীর্থ দর্শন করে এসে, তত্রস্থ

দেবদেবীর অদর্শনে, তাঁদের প্রতিমূর্ত্তি আপনার মনোমন্দিরে সংস্থাপিত করে ভক্তিভাবে সর্ব্বদা ধ্যান করে, আমিও সেইরূপ আমার জনক-জননীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণ করবো ; কিন্তু দৈত্যদেশে প্রত্যাগমন করতে আপনি আমাকে আর অনুরোধ করবেন না।

বক। বৎসে, তবে আমি বিদায় হই।

শর্ম্মি। (নিরুত্তরে রোদন।)

বক। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভদ্রে, এখনও বিবেচনা করে দেখ। রাজসভা অতিদূরবর্ত্তিনী নয় ; রাজচক্রবর্ত্তী যযাতিও পরম দয়ালু ও পরহিতৈষী ; তোমার আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ শ্রবণমাত্রেই তিনি যে তোমাকে স্বদেশগমনে অনুমতি করবেন, তার কোন সংশয় নাই।

শর্ম্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তুমি জালাবৃত পক্ষীর ন্যায় যত মুক্ত হতে চেষ্টা কর, ততই আরও আবদ্ধ হও! (প্রকাশে) হে মহাভাগ! আপনি ও কথা আর আমাকে বলবেন না।

বক। তবে আর অধিক কি বলবো ? শুভে, জগদীশ্বর তোমার কল্যাণ করুন! আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করবার কোন প্রয়োজন নাই ; আমি বিদায় হলেম। [প্রস্থান।

শর্ম্মি। (স্বগত) এ দুস্তর শোকসাগর হতে আমাকে আর কে উদ্ধার করবে ? হা হতবিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল ? তা তোমারই বা দোষ কি! (রোদন।) আমি আপন কর্ম্মদোষে এ ফল ভোগ কচ্চি। শুক্রকন্যার সহিত বিবাদ করে প্রথমে রাজভোগচ্যুতা হয়ে দাসী হলেম ; তা দাসী হয়েও ত বরং ভাল ছিলেম, গুরুর আশ্রমে ত কোন ক্লেশই ছিল না ; কিন্তু এ আবার বিধির কি বিড়ম্বনা! হা অবোধ অন্তঃকরণ, তুই যে রাজা যযাতির প্রতি এত অনুরক্ত হলি, এতে তোর কি কোন ফললাভ হবে ? তা তোরই বা দোষ কি ? এমন মূর্ত্তিমান কন্দর্পকে দেখে কে তার বশীভূত না হয় ? দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলে কি কমলিনী নিমীলিত থাকতে পারে ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমার এ রোগের মৃত্যু ভিন্ন আর ঔষধ নাই! আহা! শুক্রকন্যা দেবযানী কি ভাগ্যবতী! (অধোবদনে বৃক্ষতলে উপবেশন।)

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আমি ত এ উদ্যানে বহুকালাবধি আসি নাই। শ্রুত আছি, যে এর চতুষ্পার্শ্বে মহিষীর সহচরীগণ না কি বাস করে। আহা! স্থানটি কি রমণীয়! সুমন্দ সমীরণ সঞ্চারে এখানকার লতামণ্ডপ কি সুশীতল হয়ে রয়েছে! চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড তপন-তাপ যেন দেব-কোপাগ্নির ন্যায় বসুমতীকে দগ্ধ করচে, কিন্তু এ প্রদেশের কি প্রশান্ত ভাব। বোধ হয়, যেন বিজনবিহারিণী শান্তিদেবী দুঃসহ প্রভাকরপ্রভাবে একান্ত অধীরা হয়ে, এখানেই স্থিরচিত্তে বিরাজ

করচেন ; এবং তাঁর অনুরোধে আর এই উদ্যানস্থ বিহঙ্গমকুলের কূজনরূপ স্তুতি-পাঠেই যেন সূর্য্যদেব আপনার প্রখরতর কিরণজাল এ স্থল হতে সম্বরণ করেছেন। আহা! কি মনোহর স্থান! কিঞ্চিৎকাল এখানে বিশ্রাম করে শ্রান্তি দূর করি। (শিলাতলে উপবেশন) দুষ্ট তস্করগণ ঘোরতর সংগ্রাম করেছিল, কিন্তু আমি অগ্নি অস্ত্রে তাদের সকলকেই ভস্ম করেছি। (নেপথ্যে বীণাধ্বনি) আহাহা! কি মধুর ধ্বনি! বোধ হয়, সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণা মহিষীর কোন সহচরী সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে আমোদ প্রমোদে কালযাপন কচ্যে। কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হয়ে শ্রবণ করি, দেখি। (নিকটে গমন।)

নেপথ্যে গীত।

(রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল আড়া।)

আমি ভাবি যার ভাবে, সে ত তা ভাবে না।
পরে প্রাণ দিয়ে পরে, হলো কি লাঞ্ছনা।
করিয়ে সুখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা!
বিষম বিবাদী বিধি, প্রেমনিধি মিলিলো না!
ভাব লাভ আশা করে, মিছে পরেরি ভাবনা!
খেদে আছি ম্রিয়মাণ, বুঝি প্রাণ রহিল না।

রাজা। আহা! কি মনোহর সঙ্গীত! মহিষী যে এমন একজন সুগায়িকা স্বদেশ হতে সঙ্গে এনেছেন, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না। (চিন্তা করিয়া) এ কি? আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতে লাগলো কেন? এ স্থলে মাদৃশ জনের কি ফললাভ হতে পারে? বলাও যায় না, ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রেই মুক্ত রয়েছে। দেখি বিধাতার মনে কি আছে।

শর্ম্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) হা হতভাগিনি! তুমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রণয়পরবশ হয়ে আবার স্বাধীন হতে চাও? তুমি কি জান না, যে পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর চঞ্চল হওয়া বৃথা? হা পিতা-মাতা! হা বন্ধু-বান্ধব! হা জন্মভূমি! আমি কি তবে তোমাদের আর এ জন্মে দর্শন পাব না। (রোদন।)

রাজা। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! মধুরস্বরা পল্লবাবৃতা কোকিলা কি নীরব হলো? (শর্ম্মিষ্ঠাকে অবলোকন করিয়া) এ পরম সুন্দরী নবযৌবনা কামিনীটি কে? ইনি কি কোন দেবকন্যা বনবিহার অভিলাষে স্বর্গ হতে এ উদ্যানে অবতীর্ণা হয়েছেন? নতুবা পৃথিবীতে এতাদৃশ অপরূপ রূপের কি প্রকারে সম্ভব হয়? তা ক্ষণৈক অদৃশ্যভাবে দেখিই না কেন, ইনি একাকিনী এখানে কি কচ্যেন। (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি।)

শর্ম্মি। (মুক্তকণ্ঠে) বিধাতা স্ত্রীজাতিকে পরাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। দেখ, ঐ যে সুবর্ণ-বর্ণ লতাটি স্বেচ্ছানুসারে ঐ অশোকবৃক্ষকে বরণ করে আলিঙ্গন কচ্যে, যদ্যপি কেউ ওকে অন্য কোন উদ্যান হতে এনে এ স্থলে রোপণ করে থাকে,

তথাপি কি ও জন্মভূমি-দর্শনার্থে আপনার প্রিয়তম তরুবরকে পরিত্যাগ কত্যে পারে? কিম্বা যদি কেউ ওকে এখান হতে স্ববলে লয়ে যায়, তবে কি ও আর প্রিয়বিরহে জীবন ধারণ করে? হে রাজন্! আমিও সেইমত তোমার জন্যে পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, জন্মভূমি, সকলই পরিত্যাগ করেছি। যেমন কোন পরমভক্ত কোন দেবের সুপ্রসন্নতার অভিলাষে পৃথিবীস্থ সমুদয় সুখভোগ পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করে, আমিও সেইরূপ যযাতিমূর্ত্তি সার করে অন্য সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি! (রোদন।)

রাজা। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য! এ যে সেই দৈত্যরাজ-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা! কিন্তু এ যে আমার প্রতি অনুরক্তা হয়েছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানি না। (চিন্তা করিয়া সপুলকে) বোধ হয়, এই জন্যেই বুঝি আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হতেছিল। আহা! অদ্য আমার কি সুপ্রভাত! এমন রমণীরত্ন ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হলে যে কত যত্নে তাকে হৃদয়ে রাখি, তা বলা অসাধ্য। (অগ্রসর হইয়া শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি) হে সুন্দরি! রুদ্রের কোপানলে মন্মথ পুনরায় দগ্ধ হয়েছেন না কি, যে তুমি স্বর্গ পরিত্যাগ করে একাকিনী এ উদ্যানে বিলাপ কচ্যো?

শর্ম্মি। (রাজাকে অবলোকন করিয়া লজ্জিত হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে একাকী এ উদ্যানে এসেছেন!

রাজা। হে মৃগাক্ষি! তুমি যদি মন্মথমনোহারিণী রতি না হও, তবে তুমি কে, এ উদ্যান অপরূপ রূপলাবণ্যে উজ্জ্বল কচ্যো?

শর্ম্মি। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী!—হা অন্তঃকরণ! তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?

রাজা। ভদ্রে, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি মধুরভাষে আমার কর্ণকুহরের সুখপ্রদানে একবারে বিরত হলে?

শর্ম্মি। (কৃতাঞ্জলিপুটে) হে নরেশ্বর, আমি রাজমহিষীর একজন পরিচারিকা মাত্র; তা দাসীকে আপনার এ প্রকারে সম্বোধন করা উচিত হয় না।

রাজা। না, না, সুন্দরি! তুমি সাক্ষাৎ রাজলক্ষ্মী! যা হৌক, যদ্যপি তুমি মহিষীর সহচরী হও, তবে তোমাতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অতএব হে ভদ্রে! তুমি আমাকে বরণ কর।

শর্ম্মি। হে নরবর! আপনি এ দাসীকে এমত আজ্ঞা করবেন না।

রাজা। সুন্দরি, আমাদের ক্ষত্রিয়কুলে গান্ধর্ব্ব-বিবাহ প্রচলিত আছে, আর তুমি রূপে ও গুণে সর্ব্বপ্রকারেই আমার অনুরূপ পাত্রী, অতএব হে কল্যাণি তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার পাণি গ্রহণ কর।

শর্ম্মি। (স্বগত) হা হৃদয়, তোর মনোরথ এত দিনের পর কি সফল হবে? (প্রকাশে) হে নরনাথ, আপনি এ দাসীকে ক্ষমা করুন! আমার প্রতি এ বাক্য বিড়ম্বনা মাত্র।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সূর্য্যদেব ও দিক্‌গুলকে সাক্ষী করে এই তোমার পাণিগ্রহণ করলেম, (হস্ত ধারণ) তুমি অদ্যাবধি আমার রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা হলে।

শর্ম্মি। (সসম্ভ্রমে) হে নরেশ্বর, আপনি এ কি করেন! শশধর কি কুমুদিনী ব্যতীত অন্য কুসুমে কখন স্পৃহা করেন?

রাজা। (সহাস্যবদনে) আর কুমুদিনীরও চন্দ্রস্পর্শে অপ্রফুল্ল থাকা ত উচিত নয়! আহা! প্রেয়সি, অদ্য আমার কি শুভদিন! আমি যে দিবস তোমাকে গোদাবরী-নদীতটে পর্ব্বতমুনির আশ্রমে দর্শন করেছিলেম, সেই দিন হতে তোমার এই অপূর্ব্ব মোহিনীমূর্ত্তি আমার হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে! তা দেবতা সুপ্রসন্ন হয়ে এত দিনে আমার অভীষ্টসিদ্ধি কল্যেন।

(দেবিকার প্রবেশ।)

দেবি। (স্বগত) আহা! বকাসুর মহাশয়ের খেদোক্তি স্মরণ হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (চিন্তা করিয়া) দেবযানীর পরিণয়কালাবধিই প্রিয়সখীর মনে জন্মভূমির প্রতি এইরূপ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছে। কি আশ্চর্য্য! এমন সরলা বালার অন্তঃকরণ কি গুরুকন্যার সৌভাগ্যে হিংসায় পরিণত হলো? (রাজাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) এ কি! মহারাজ যযাতি যে প্রিয়সখীর সহিত কথোপকথন কচ্যেন! আহা! দুইজনের একত্রে কি মনোহর শোভাই হয়েছে! যেন কমলিনীনায়ক অবনীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রিয়তমা কমলিনীকে মধুরভাষে পরিতুষ্ট কচ্যেন।

শর্ম্মি। আমার ভাগ্যে যে এত সুখ হবে, তা আমার কখনই মনে ছিল না; হে নরেশ্বর, যেমন কোন যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী প্রাণভয়ে ভীত হয়ে কোন বিশাল পর্ব্বতান্তরালে আশ্রয় লয়, এ অনাথা দাসীও অদ্যাবধি সেইরূপ আপনার শরণাপন্ন হলো। মহারাজ, আমি এতদিনে চিরদুঃখিনী ছিলাম! (রোদন।)

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার অশ্রু উন্মোচন করিতে করিতে) কেন, কেন, প্রিয়ে! বিধাতা ত তোমার নয়নযুগল কখন অশ্রুপূর্ণ হবার নিমিত্তে করেন নাই? (দেবিকাকে অবলোকন করিয়া সসম্ভ্রমে) প্রিয়ে, দেখ দেখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

শর্ম্মি। মহারাজ, ইনি আমার প্রিয়সখী, এঁর নাম দেবিকা।

দেবি। মহারাজের জয় হউক।

রাজা। (দেবিকার প্রতি) সুন্দরি, তোমার কল্যাণে আমি সর্ব্বত্রেই বিজয়ী। এই দেখ, আমি বিনা সমুদ্রমন্থনে অদ্য এই কমল-কাননে কমলাস্বরূপ তোমার সখীরত্ন প্রাপ্ত হলেম।

দেবি। (করযোড়ে) নরনাথ, এ রত্ন রাজমুকুটেরই যোগ্যাভরণ বটে, আমাদেরও অদ্য নয়ন সফল হলো।

শর্ম্মি। (দেবিকার প্রতি) তবে সখি, সংবাদ কি বল দেখি?

দেবি। রাজনন্দিনি, বকাসুর মহাশয় তোমার নিকট বিদায় হয়েও পুনর্ব্বার একবার সাক্ষাৎ কত্যে নিতান্ত ইচ্ছুক; তিনি পূর্ব্বদিকের বৃক্ষবাটিকাতে অপেক্ষা কচ্যেন, তোমার যেমন অনুমতি হয়।

রাজা। কোন্ বকাসুর?

শর্ম্মি। বকাসুর মহাশয় একজন প্রধান দৈত্য, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎকারণেই আপনার এ নগরীতে আগমন করেছেন।

রাজা। (সসম্ভ্রমে) সে কি! আমি দৈত্যবর বকাসুর মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে শ্রুত আছি, তিনি একজন মহাবীর পুরুষ। তাঁর যথোচিত সমাদর না কল্যে আমার এ রাজধানীর কলঙ্ক হবে; প্রিয়ে, চল, আমরা সকলে অগ্রসর হয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিগে। [সকলের প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (স্বগত) এই ত মহিষীর পরিচারিকাদের উদ্যান; তা কৈ, মহারাজ কোথায়? রক্ষক বেটা মিথ্যা বললে না কি? কি আপদ্! প্রিয় বয়স্য অস্ত্রধারী ব্যক্তির নাম শুনলেই একবারে নেচে উঠেন! ছি! ক্ষত্রজাতির কি দুঃস্বভাব! এঁদের কবিভায়ারা যে নরবাঘ্র বলেন, সে কিছু অযথার্থ নয়। দেখ দেখি, এমন সময় কি মনুষ্য গৃহের বাহির হতে পারে? আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কিছু সুখের শরীর নয়, তবুও আমার যে এ রৌদ্রে কত ক্লেশ বোধ হচ্যে, তা বলা দুষ্কর। এই দেখ, আমি যেন হিমাচল-শিখর হয়েছি, আমার গা থেকে যে কত শত নদ ও নদী নিঃসৃত হয়ে ভূতলে পড়ছে, তার সীমা নাই! (মস্তকে হস্ত দিয়া) উঃ! আমি গঙ্গাধর হলেম না কি? তা না হলে আমার মস্তক-প্রদেশে মন্দাকিনী যে এসে অবস্থিতি কচ্যেন, এর কারণ কি? যা হোক, মহারাজ গেলেন কোথায়? তিনি যে একাকী দস্যুদলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছেন, এ কথা শুনে পুরবাসীরা সকলে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর সৈন্যাধ্যক্ষেরা পদাতিক দল লয়ে তাঁর অন্বেষণে নানাদিকে ভ্রমণ কচ্যে। কি উৎপাত! ডাঙ্গায় বসে যে মাছ বঁড়শীতে অনায়াসে গাঁথা যায়, তার জন্যে কি জলে ঝাঁপ দেওয়া উচিত? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, এও কিছু অসম্ভব নয়। দেখ, এই উদ্যানের চতুষ্পার্শে রাণীর পরিচারিকারা বসতি করে। তারা সকলেই দৈত্যকন্যা। শুনেছি তারা না কি পুরুষকে ভেড়া করে রাখে। কে জানে, যদি তাদের মধ্যে কেউ আমাদের কন্দর্প-স্বরূপ মহারাজের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মায়াবলে সেইরূপই করে থাকে তবেই ত ঘোর প্রমাদ! (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হাঁ, তাও বটে, আমারও ত এমন জায়গায় দেখা দেওয়া উচিত কর্ম্ম নয়। যদিও আমি মহারাজের মতন স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ মন্মথ নই, তবু আমি যে নিতান্ত কদাকার, তাও বলা যায় না। কে জানে, যদি আমাকেও দেখে আবার কোন মাগী ক্ষেপে ওঠে, তা হলেই ত আমি গেলাম! তা ভেড়া হওয়া ত কখনই হবে না! আমি দুঃখী ব্রাহ্মণের ছেলে,

আমার কি তা চলে? ও-সব বরঞ্চ রাজাদের পোষায়; আমরা পেট ভরে খাব আর আশীর্ব্বাদ করবো, এই ত জানি; তা সাত জন্ম বরং নারীর মুখ না দেখবো, তবু ত ভেড়া হতে স্বীকার হবো না—বাপ! (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও কি? ঐ না—এক মাগী আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে? ও বাবা, কি সর্ব্বনাশ! (বস্ত্রের দ্বারা মুখাবরণ) মাগী আমার মুখটা না দেখতে পেলেই বাঁচি। হে প্রভু অনঙ্গ! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে এ বিপদ্ হতে রক্ষা কর! তা আর কি? এখন দেখচি, পালাতে পাল্যেই রক্ষা।

[বেগে পলায়ন।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজগৃহ।

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। বয়স্য! আপনি অদ্য এত বিরসবদন হয়েছেন কেন?

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আর ভাই! সর্ব্বনাশ হয়েছে! হা বিধাতঃ, এ দুস্তর বিপদার্ণব হতে কিসে নিস্তার পাব?

বিদূ। সে কি মহারাজ! ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। আর ভাই বলবো কি? যেমন কোন পোতবণিক ঘোরতর অন্ধকারময় বিভাবরীতে ভয়ানক সমুদ্রমধ্যে পথ হারালে, ব্যাকুলচিত্তে কোন দিঙ্‌নির্ণায়ক নক্ষত্রের প্রতি সহায় বিবেচনায় মুহুর্ম্মুহুঃ দৃষ্টিপাত করে, আমিও সেইরূপ এই অপার বিপদ্-সাগরে পতিত হয়ে পরমকারুণিক পরমেশ্বরকে একমাত্র ভরসা জ্ঞানে সর্ব্বদা মানসে ধ্যান কর্চি! হে জগৎপিতঃ, এ বিপদে আমাকে রক্ষা করুন!

বিদূ। (স্বগত) এ ত কোন সামান্য ব্যাপার নয়! ত্রিভুবন-বিখ্যাত রাজচক্রবর্ত্তী যযাতি যে এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছেন, কারণটাই কি? (প্রকাশে) মহারাজ! ব্যাপারটা কি, বলুন দেখি?

রাজা। কি আর বলবো ভাই! এবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত; এত দিনের পর রাণী আমার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার বিষয় সকলই অবগত হয়েছেন।

বিদূ। বলেন কি মহারাজ! তা এ যে অনিষ্ট ঘটনা, তার কোন সন্দেহ নাই; ভাল, রাজমহিষী কি প্রকারে এ সকল বিষয় জানতে পাল্যেন?

রাজা। সখে, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? বিধাতা বিমুখ হলে লোকের

আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না। মহিষী অদ্য সায়ংকালে অনেক যত্নপূর্ব্বক তাঁর পরিচারিকাদিগের উদ্যানে ভ্রমণ করতে আমাকে আহ্বান করেছিলেন; আমিও তাতে অস্বীকার হতে পাল্যেম না। সুতরাং আমরা তথায় উভয়ে ভ্রমণ করতে করতে প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার গৃহের নিকটবর্ত্তী হলেম। ভাই হে, তৎকালে আমার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার উদ্বিগ্ন হলো, তা বলা দুষ্কর।

বিদূ। বয়স্য! তার পর?

রাজা। আমাকে দেখে প্রিয়তমা প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠার তিনটি পুত্র তাদের বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ করে প্রফুল্লবদনে উর্দ্ধশ্বাসে আমার নিকটে এলো এবং রাজমহিষীকে আমার সহিত দেখে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হয়ে দণ্ডায়মান রইলো।

বিদূ। কি দুর্ব্বিপাক! তার পর?

রাজা। রাজ্ঞী তাদের স্তব্ধ দেখে মৃদুস্বরে বল্লেন, "হে বৎসগণ, তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করো না।" এই কথা শুনে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র সক্রোধে স্বীয় কোমলবাহু আস্ফালন করে বল্লে, "আমরা কাকেও শঙ্কা করি না। তুমি কে? তুমি যে আমাদের পিতার হাত ধরেছ? তুমি ত আমাদের জননী নও,—তিনি হলে আমাদের কত আদর কত্যেন।"

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! বয়স্য! তার পর কি হলো?

রাজা। সে কথার আর বলবো কি? তৎকালে আমার মস্তক কুলালচক্রের ন্যায় একবারে ঘূর্ণায়মান হতে লাগলো, আর মনে মনে চিন্তা করলেম, যদি এ সময়ে জগন্মাতা বসুন্ধরা দ্বিধা হন, তা হলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁতে প্রবেশ করি! (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। বয়স্য! আপনি যে একবারে নিস্তব্ধ হলেন?

রাজা। আর ভাই! করি কি বল! রাজমহিষী তৎকালে আমাকে আর প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠাকে যে কত অপমান, কত ভৎর্সনা করলেন, তার আর সীমা নাই। অধিক কি বলবো, যদ্যপি তেমন কটুবাক্য স্বয়ং বাগ্‌দেবীর মুখ হতে বহির্গত হতো, তা হলে আমি তাও সহ্য করতেম না, কিন্তু কি করি? রাজমহিষী ঋষিকন্যা, বিশেষতঃ প্রিয়া শর্ম্মিষ্ঠার সহিত তাঁর চির-বাদ। (দীর্ঘনিশ্বাস।)

বিদূ। বয়স্য! সে যথার্থ বটে; কিন্তু আপনি এ বিষয়ে অধিক চিন্তাকুল হবেন না। রাজমহিষীর কোপাগ্নি শীঘ্রই নির্ব্বাণ হবে। দেখুন, আকাশমণ্ডল কিছু চিরকাল মেঘাচ্ছন্ন থাকে না, প্রবল ঝটিকা কিছু চিরকাল বয় না।

রাজা। সখে, তুমি মহিষীর প্রকৃতি প্রকৃতরূপে অবগত নও। তিনি অত্যন্ত অভিমানিনী।

বিদূ। বয়স্য! যে স্ত্রী প্রতিপ্রাণা, সে কি কখন আপনার প্রিয়তমকে কাতর দেখতে পারে?

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কর, যে আমি রাজমহিষীর নিমিত্তেই

এতাদৃশ ত্রাসিত হয়েছি ? মৃগীর ভয়ে কি মৃগরাজ ভীত হয় ? যে কোমল বাহু পুষ্প-শরাসনে গুণযোজনায় ক্লান্ত হয়, এতাদৃশ বাহুকে কি কেউ ভয় করে ?

বিদূ। তবে আপনার এতাদৃশ চিন্তাকুল হবার কারণ কি ?

রাজা। সখে, যদ্যপি রাণী এ সকল বৃত্তান্ত পিতা মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে অবগত করান, তবে সেই মহাতেজাঃ তপস্বীর কোপাগ্নি হতে আমাকে কে উদ্ধার করবে ? যে হুতাশন প্রজ্বলিত হলে স্বয়ং ব্রহ্মাও কম্পায়মান হন, সে হুতাশন হতে আমি দুর্ব্বল মানব কি প্রকারে পরিত্রাণ পাবো ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায় ! হায় ! শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করে আমি কি কুকর্ম্মই করেছি ! (চিন্তা করিয়া) হা রে পাষণ্ড নির্ব্বোধ অন্তঃকরণ ! তুই সে নিরুপমা নারীকে কেমন করে নিন্দা করিস, যার সহিত তুই মর্ত্ত্যে স্বর্গভোগ করেছিস ? হা নিষ্ঠুর ! তুই যে এ পাপের যথোচিত দণ্ড পাবি, তার আর কোন সন্দেহ নাই। আহা, প্রেয়সি ! যে ব্যক্তি তোমার নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে উদ্যত, সেই কি তোমার দুঃখের মূল হলো ! হা চারুহাসিনি ! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল ! হা প্রিয়ে ! হা আমার হৃৎসরোবরের পদ্মিনী !

বিদূ। বয়স্য ! এ বৃথা খেদোক্তি করেন কেন ? চলুন, আমরা উভয়ে মহিষীর মন্দিরে যাই, তিনি অত্যন্ত দয়াশীলা আর পতিপরায়ণা, তিনি আপনাকে এতাদৃশ কাতর দেখলে অবশ্যই ক্রোধ সংবরণ করবেন।

রাজা। সখে, তুমি কি বিবেচনা কচ্যো, যে মহিষী এ পর্য্যন্ত এ নগরীতে আছেন ?

বিদূ। (সসম্ভ্রমে) সে কি মহারাজ ! তবে রাজমহিষী কোথায় ?

রাজা। ভাই, তিনি সখী পূর্ণিকাকে সঙ্গে লয়ে যে কোথায় গিয়েছেন, তা কেউ বলতে পারে না।

বিদূ। (ত্রস্ত হইয়া) মহারাজ ! এ কি সর্ব্বনাশের কথা ! যদ্যপি রাজ্ঞী ক্রোধাবেশে দৈত্যদেশেই প্রবেশ করেন, তবেই ত সকল গেল ! আপনি এ বিষয়ের কি উপায় করেছেন ?

রাজা। আর কি করবো ? আমি জ্ঞানশূন্য ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি, ভাই !

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ ! মহারাজ, আর কি বিলম্ব করা উচিত ? চলুন, চলুন, অতি ত্বরায় পবন-বেগশালী অশ্বারূঢ়গণকে মহিষীর অন্বেষণে পাঠান যাকৃগে। কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরীনিকটস্থ যমুনা-নদীতীরে অতিথিশালা।

(শুক্রাচার্য্য ও কপিলের প্রবেশ।)

শুক্র। আহা, কি রম্য স্থান! ভো কপিল! ঐ পরিদৃশ্যমানা নগরী কি মহাত্মা, মহাতেজাঃ, পরন্তপ চন্দ্রবংশীয় রাজচক্রবর্ত্তিগণের রাজধানী?

কপি। আজ্ঞা হাঁ।

শুক্র। আহা, কি মনোহর নগরী! বোধ হয়, যেন বিশ্বকর্ম্মা ঐসকল অট্টালিকা, পরিখাচয় আর তোরণ প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য প্রীতিকর বস্তু, কুবেরপুরী অলকা আর ইন্দ্রপুরী অমরাবতীকে লজ্জা দিবার নিমিত্তেই পৃথিবীতে নির্ম্মাণ করেছেন।

কপি। ভগবন্, ঐ প্রতিষ্ঠানপুরী বাহুবলেন্দ্র রাজচক্রবর্ত্তী নহুষপুত্র যযাতির উপযুক্তই রাজধানী, কারণ, তাঁর তুল্য বেদবেদাঙ্গপারগ, পরমধার্ম্মিক, বীরশ্রেষ্ঠ রাজা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। তিনি মনুজেন্দ্র সকলের মধ্যে দেবেন্দ্রের ন্যায় স্থিতি করেন।

শুক্র। আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমা দেবযানীকে এতাদৃশ সুপাত্রে প্রদান করা উত্তম কর্ম্মই হয়েছে।

কপি। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি?

শুক্র। বৎস! বহুদিবসাবধি আমার পরম স্নেহপাত্রী দেবযানীর চন্দ্রানন দর্শন করি নাই, এবং তার যে সন্তানদ্বয় জন্মেছে তাদেরও দেখতে অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। সেই জন্যেই ত আমি এ দেশে আগমন করেছি; কিন্তু অদ্য ভগবান আদিত্য প্রায় অস্তাচলে গমন কল্যেন; অতএব এ মুখ্য কালবেলার সময়, তা এই ক্ষণে রাজধানী প্রবেশ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। হে বৎস, অদ্য এই নিকটবর্ত্তী অতিথিশালায় বিশ্রামের আয়োজন কর।

কপি। প্রভো, যথা ইচ্ছা!

শুক্র। বৎস! তুমি এদেশের সমুদয় বিশেষরূপে অবগত আছ, কেন না, দেবযানীর পাণিগ্রহণকালে তুমিই রাজা যযাতিকে আহ্বানার্থে আগমন করেছিলে; অতএব তুমি কিঞ্চিৎ খাদ্য-দ্রব্যাদি আহরণ কর। দেখ, এক্ষণে ভগবান্ মার্ত্তণ্ড অস্তাচলচূড়াবলম্বী হলেন, আমি সায়ংকালের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করি।

কপি। ভগবন্! আপনার যেমন অভিরুচি। [কপিলের প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) যে পর্য্যন্ত কপিল প্রত্যাগমন না করে, তদবধি আমি এই বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হয়ে দেবদেব মহাদেবকে স্মরণ করি। (বৃক্ষমূলে উপবেশন।)

(দেবযানী এবং পূর্ণিকার ছদ্মবেশে প্রবেশ)

পূর্ণি। (দেবযানীর প্রতি) মহিষি! আপনার মুখে যে আর কথাটি নাই।

দেব। সখি! এই নির্জ্জন স্থান দেখে আমার অত্যন্ত ভয় হচ্যে। আমরা

যে কি প্রকারে সেই দুরন্তর দৈত্যদেশে যাব, আর পথিমধ্যে যে কে আমাদিগকে রক্ষা করবে, তা ভাবলে আমার বক্ষঃস্থল শুখ্যে উঠে।

পূর্ণি। মহিষি! এ আমারও মনের কথা, কেবল আপনার ভয়ে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ করতে পারি নাই। আমার বিবেচনায়, আমাদের রাজান্তঃপুরে ফিরে যাওয়াই উচিত।

দেব। (সক্রোধে) তোমার যদি এমনই ইচ্ছা থাকে, তবে যাও না কেন? কে তোমাকে বারণ কচ্চ্যে?

পূর্ণি। দেবি, ক্ষমা করুন, আমার অপরাধ হয়েছে। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত, আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে ছায়ার ন্যায় আপনার পশ্চাদ্গামিনী হব।

দেব। সখি, তুমি কি আমাকে ঐ পাপ নগরীতে ফিরে যেতে এখনও পরামর্শ দাও? এমন নরাধম, পাষণ্ড, পাপী কৃতঘ্ন পুরুষের মুখ কি আমার আর দেখা উচিত? সে দুরাচার তার প্রেয়সী শর্ম্মিষ্ঠাকে লয়ে সুখে রাজ্যভোগ করুক, সে শর্ম্মিষ্ঠাকে রাজমহিষীর পদে অভিষিক্তা করে তাকে লয়ে পরমসুখে কালযাপন করুক! তার সঙ্গে আমার আর কি সম্পর্ক? তবে আমার দুইটি শিশু সন্তান আছে, তাদের আমি আমার পিত্রাশ্রমে শীঘ্র আনাবো। তারা দরিদ্র ব্রাহ্মণের দৌহিত্র, তাদের রাজভোগে প্রয়োজন কি? শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রেরা রাজ্য-ভোগে পরমানন্দে কালাতিপাত করুক। আহা! আমার কি কুলগ্নেই সেই দুরাচার দুঃশীল, দুষ্ট পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল! আমার অকৃত্রিম প্রণয়ের কি এই প্রতিফল? যাকে সুশীতল চন্দনবৃক্ষ ভেবে আশ্রয় কল্যেম, সে ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষ হয়ে উঠলো! হায়! হায়! আমার এমন দুর্ম্মতি কেন উপস্থিত হয়েছিল? আমি আপন হস্তে খড়্গ তুলে আপনার মস্তকচ্ছেদ করেছি! আহা, যাকে রত্ন ভেবে অতি যত্নে বক্ষঃস্থলে ধারণ কল্যেম, সেই আবার কালক্রমে প্রজ্জলিত অনল হয়ে বক্ষঃস্থল দাহন কল্যে! (রোদন) হায় রে বিধি! তোর কি এই উচিত? আমি এ দুরাচারের প্রতি অনুরক্ত হয়ে কি দুষ্কর্ম্মই করেছি। এমন পতি থাকা না থাকা দুই-ই তুল্য, তা যেমন কর্ম্ম, তেমনই ফলও পেলেম।

পূর্ণি। রাজ্ঞি! আপনি একে ত মহর্ষিকন্যা, তাতে আবার রাজগৃহিণী, আপনি এইটি বিবেচনা করুন দেখি, আপনার কি এমন অমঙ্গল কথা সধবা হয়ে মুখেও আনা উচিত—(অর্দ্ধোক্তি।)

দেব। সখি, আমাকে তুমি সধবা বল কেন? আমার কি স্বামী আছে? আমি আমার স্বামীকে শর্ম্মিষ্ঠারূপ কালভুজঙ্গিনীর কোলে সমর্পণ করে এসেছি! হা বিধাতঃ—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

পূর্ণি। এ কি! এ কি! রাজমহিষী যে অচৈতন্য হলেন! ওগো এখানে কে আছ, শীঘ্র একটু জল আন ত! শীঘ্র! শীঘ্র! হায়! হায়! হায়! আমি কি

করবো? এ অপরিচিত স্থান; বোধ হয়, এখানে কেউ নাই। আমিই বা রাজমহিষীকে এমন স্থানে এ অবস্থায় একলা রেখে যমুনায় কেমন করে জল আনতে যাই? কি হলো! কি হলো! হায় রে বিধাতা! তোর মনে কি এই ছিল? যাঁর ইঙ্গিতে শত শত দাসদাসী করযোড়ে দণ্ডায়মান হতো, তিনি এখন ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্যেন, তবুও এমন একটি লোক নাই, যে তাঁর নিকটে একটু থাকে! আহা, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়? (রোদন।)

শুক্র। (গাত্রোত্থান ও অগ্রসর হইয়া) কার যেন রোদনধ্বনি শ্রুতিগোচর হচ্যে না?—(নিকটে আসিয়া পূর্ণিকার প্রতি) কল্যাণি! তুমি কে? আর কি জন্যই বা এতাদৃশী কাতরা হয়ে নির্জ্জন স্থানে রোদন কচ্যো? আর এই যে নারী ভূতলে পতিত আছেন, ইনিই বা তোমার কে?

পূর্ণি। মহাশয়! এ পরিচয়ের সময় নয়। আপনি অনুগ্রহ করে কিঞ্চিৎকাল এখানে অবস্থিতি করুন, আমি ঐ যমুনা হতে জল আনি।

[প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) এও ত এক আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে। এ স্ত্রীলোকেরা মায়াবিনী রাক্ষসী—কি যথার্থই মানবী, তাও ত কিছু নির্ণয় কত্যে পারি না।

দেব। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া) হা দুরাচার পাষণ্ড! হা নরাধম! ক্ষত্রিয় হয়ে ব্রাহ্মণকন্যাকে পেয়েছিলি, তথাপি তোর কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নাই?

শুক্র। (স্বগত) কি চমৎকার! বোধ করি, এ স্ত্রীলোকটি কোন পুরুষকে ভৎ‍র্সনা করছে।

দেব। যাও যাও! তুমি অতি নির্লজ্জ, লম্পট পুরুষ, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না; আমি কি শর্ম্মিষ্ঠা? চণ্ডালে চণ্ডালে মিলন হওয়া উচিত বটে। আমি তোমার কে? মধুরস্বরা কোকিলা আর কর্কশকণ্ঠ কাক কি একত্রে বসতি করতে পারে? শৃগালের সহিত কি সিংহীর কখন মিত্রতা হয়? তুমি রাজচক্রবর্ত্তী হলেই বা, তোমাতে আমাতে যে কত দূর বিভিন্নতা, তা কি তুমি কিছুই জান না? আমি দেব-দৈত্য-পূজিত মহর্ষি শুক্রাচার্য্যের কন্যা—(পুনর্মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

শুক্র। (স্বগত) এ কি! আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তেছি? শিব! শিব! আর যে নিদ্রায় আবৃত আছি, তাই বা কি প্রকারে বলি? ঐ যে যমুনা কল্লোলিনীর স্রোতঃকলরব আমার শ্রুতিকুহরে প্রবেশ কচ্যে। এই যে নবপল্লবগণ মন্দমন্দ সুগন্ধ গন্ধবহের সহিত কেলি কর্‌তেছে। তবে আমি এ কি কথা শুনলেম? ভাল, দেখা যাক দেখি, এই নারীটি কে? (অবগুণ্ঠন খুলিয়া) আহা! এ যে প্রাণাধিকা বৎসা দেবযানী! যে অষ্টাদশ বর্ষাগ্রে শশিকলা ছিল, সে কালক্রমে পূর্ণচন্দ্রের শোভা প্রাপ্ত হয়েছে। তা এ দশায় এ স্থলে কি জন্যে? আমি যে কিছুই স্থির কত্যে পাচ্যি না, আমি যে জ্ঞানশূন্য—(অর্দ্ধোক্তি।)

(পূর্ণিকার পুনঃপ্রবেশ।)

পূর্ণি। মহাশয়, সরুন, সরুন, আমি জল এনেছি। (মুখে জল প্রদান।)

দেব। (সচেতন হইয়া) সখি পূর্ণিকে! রাত্রি কি প্রভাতা হয়েছে? প্রাণেশ্বর কি গাত্রোত্থান করে বহির্গমন করেছেন? (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) অয়ি পূর্ণিকে! এ কোন্ স্থান?

পূর্ণি। প্রিয়সখি! প্রথমে গাত্রোত্থান করুন, পরে সকল বৃত্তান্ত বলা যাবে।

দেব। (গাত্রোত্থান ও শুক্রাচার্য্যকে অবলোকন করিয়া জনান্তিকে) অয়ি পূর্ণিকে! এ মহাত্মা মহাতেজাঃ ঋষিতুল্য ব্যক্তিটি কে?

শুক্র। বৎসে! আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। ভগবন্! আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন?

শুক্র। বৎসে! বলি, আমাকে কি বিস্মৃত হয়েছো?

দেব। (পুনরবলোকন করিয়া) আর্য্য! আপনি—হা পিতঃ! হা পিতঃ! (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ) পিতঃ, বিধাতাই দয়া করে এ সময়ে আপনাকে এখানে এনেছেন! (রোদন।)

শুক্র। কেন কেন? কি হয়েছে? আমি যে এর মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পাচ্যি না? তোমার কুশল সংবাদ বল। (উত্থাপন ও শিরশ্চুম্বন।)

দেব। হে পিতঃ, আপনি আমাকে এ দুঃখানল হতে ত্রাণ করুন। (রোদন।)

শুক্র। বৎসে! ব্যাপারটা কি, বল দেখি? তুমি এত চঞ্চল হয়েছো কেন? এত যে ব্যস্তসমস্ত হয়ে তোমাকে দেখতে এলেম, তা তোমার সহিত এ স্থলে সাক্ষাৎ হওয়াতে আমার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হলো, তুমি রাজগৃহিণী, তাতে আবার কুলবধূ, তোমার কি রাজান্তঃপুরের বহির্গামিনী হওয়া উচিত? তুমি এ স্থানে এ অবস্থায় কি নিমিত্তে?

দেব। হে পিতঃ, আপনার এ হতভাগিনী দুহিতার আর কি কুল মান আছে? (রোদন।)

শুক্র। সে কি! তুমি কি উন্মত্তা হয়েছো? (স্বগত) হা হতোঽস্মি! এ কি দুর্দ্দৈব! (প্রকাশে) বৎসে, মহারাজ ত কুশলে আছেন?

দেব। ভগবন্, আপনি দেব-দানব-পূজিত মহর্ষি। আপনি সে নরাধমের নাম ওষ্ঠাগ্রেও আনবেন না।

শুক্র। (সক্রোধে) রে দুষ্টে পাপীয়সি! তুই আমার সম্মুখে পতিনিন্দা করিস?

দেব। (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ) হে পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্জ্জয় কোপাগ্নিতে দগ্ধ করুন, সেও বরঞ্চ ভাল; হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে অন্তরে একটু স্থান দাও, আমি আর এ প্রাণ রাখবো না।

শুক্র। (বিষণ্ণবদনে) এ কি বিষম বিভ্রাট! বৃত্তান্তটাই কি বল না?

দেব। (নিরুত্তরে রোদন।)

শুক্র। অয়ি পূর্ণিকে! ভাল, তুমিই বল দেখি কি হয়েছে?

পূর্ণি। ভগবন্‌! আমি আর কি বলবো!

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ! আমার দুঃখের কথা আর কি বলবো? আপনি যাকে পুরুষোত্তম বিবেচনা করে আমাকে প্রদান করেছিলেন, সে ব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম।

শুক্র। কি সর্ব্বনাশ! এ কি কথা?

দেব। তাত! সে দুশ্চারিণী দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করে আমার যথেষ্ট অবমাননা করেছে।

শুক্র। আঃ! এরই নিমিত্তে এত? তাই কেন এতক্ষণ বল নাই? বৎসে! গান্ধর্ব্ব বিবাহ করা যে ক্ষত্রিয়কুলের কুলরীতি, তা কি তুমি জান না?

দেব। তবে কি আপনার দুহিতা চিরকাল সপত্নী-যন্ত্রণা ভোগ করবে?

শুক্র। ক্ষত্রিয় রাজার সহিত যখন তোমার পরিণয় হয়েছিল, তখনই আমি জানি যে এরূপ ঘটনা হবে, তা পূর্ব্বেই এ বিষয়ের বিবেচনা করা উচিত ছিল।

দেব। পিতঃ, আপনার চরণে ধরি, সে নরাধমকে অভিশাপ দ্বারা উচিত শাস্তি প্রদান করুন। (পদতলে পতন ও জানুগ্রহণ।)

শুক্র। (কর্ণে হস্ত দিয়া) নারায়ণ! নারায়ণ! বৎসে! আমি এ কর্ম্ম কি প্রকারে করি? রাজা যযাতি পরম ধর্ম্মশীল ও পরম দয়ালু পুরুষ।

দেব। তাত! তবে আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি যমুনাসলিলে প্রাণত্যাগ করি।

শুক্র। (স্বগত) এও ত সামান্য বিপত্তি নয়! এখন কি করি? (প্রকাশে) তবে তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি তোমার স্বামীকে অভিসম্পাতে ভস্ম করি?

দেব। না না, তাত! তা নয়, আপনি সে দুরাচারকে জরাগ্রস্ত করুন, যেন সে আর কোন কামিনীর মনোহরণ করতে না পারে।

শুক্র। (চিন্তা করিয়া) ভাল! তবে তুমি গাত্রোত্থান করে গৃহে পুনর্গমন কর, তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হবে।

দেব। (গাত্রোত্থান করিয়া) পিতঃ, আমি ত আর সে দুরাচারের গৃহে প্রবেশ করবো না।

শুক্র। (ঈষৎ কোপে) তবে তোমার মনস্কামনাও সিদ্ধ হবে না।

দেব। তাত! আপনার আজ্ঞা আমাকে প্রতিপালন কত্যেই হবে; কিন্তু আমার প্রার্থনাটি যেন সুসিদ্ধি হয়,—সখি পূর্ণিকে, তবে চল চাই।

[দেবযানী ও পূর্ণিকার প্রস্থান।

শুক্র। (স্বগত) অপত্যস্নেহের কি অদ্ভুত শক্তি!—আবার তাও বলি, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করতে পারে? যযাতির জন্মান্তরে কিঞ্চিৎ পাপসঞ্চার ছিল, নতুবা কেনই বা তার এ অনিষ্ট ঘটনা ঘটবে? তা যাই, একটু নিভৃত স্থানে বসে বিবেচনা করি, এইক্ষণে কিরূপ কর্ত্তব্য। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—শর্ম্মিষ্ঠার গৃহসম্মুখস্থ উদ্যান।

(শর্ম্মিষ্ঠা ও দেবিকার প্রবেশ)

দেবি। রাজনন্দিনি, আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে?—আমি একটা আশ্চর্য্য দেখছি, যে কালে সকলই পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু দেবযানীর স্বভাব চিরকাল সমান রৈল! এমন অসচ্চরিত্রা স্ত্রী কি আর দুটি আছে?

শর্ম্মি। সখি, তুমি কেন দেবযানীকে নিন্দা কর? তার এ বিষয়ে অপরাধ কি? যদ্যপি আমি কোন মহামূল্য রত্নকে পরম যত্ন করি, আর যদি সে রত্নকে কেউ অপহরণ করে, তবে অপহর্ত্তাকে কি আমি তিরস্কার করি না?

দেবি। তা করবে না কেন?

শর্ম্মি। তবে সখি, দেবযানীকে কি তোমার ভৎর্সনা করা উচিত? পতি-পরায়ণা স্ত্রীর পতি অপেক্ষা আর প্রিয়তম অমূল্য রত্ন কি আছে বল দেখি? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, দেবযানী আমার অপমান করেছে বলে যে আমি রোদন কচ্যি, তা তুমি ভেবো না! দেখ সখি, আমার কি দুরদৃষ্ট। কি ছিলেম, কি হলেম। আবার যে কি কপালে আছে, তাই বা কে বলতে পারে? এই সকল ভাবনায় আমি একবারে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) প্রাণেশ্বরের সে চন্দ্রানন দর্শন না কল্যে আমি আর প্রাণধারণ কিরূপে করবো? সখি, যেমন মৃগী তৃষ্ণায় নিতান্ত পীড়িতা হয়ে, সুশীতল জলাভাবে ব্যাকুলা হয়, প্রাণনাথ! বিরহে আমার প্রাণও সেইরূপ হয়েছে। (অধোবদনে রোদন।)

দেবি। রাজনন্দিনি! তুমি এত ব্যাকুল হইও না; মহারাজ অতি ত্বরায় তোমার নিকটে আসবেন।

শর্ম্মি। আর সখি! তুমিও যেমন, মিথ্যা প্রবোধ কি আর মন মানে? (রোদন।)

দেবি। প্রিয়সখি, তোমার কি কিছুমাত্র ধৈর্য্য নাই? দেখ দেখি, কুমুদিনী দিবাভাগে তার প্রাণনাথ নিশানাথের বিরহ সহ্য করে; চক্রবাকীও তার প্রাণেশ্বরের বিহনে একাকিনী সমস্ত যামিনী যাপন করে; তা তুমি কি আর, সখি, পতিবিচ্ছেদ ক্ষণকাল সহ্য করতে পার না?

শর্ম্মি। প্রিয়সখি, তুমি কি জান না, যে আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণ শশধর চিরকালের নিমিত্তে অস্তে গিয়েছেন? হায়! হায়! আমার বিরহরজনী কি আর প্রভাতা হবে? (রোদন।)

দেবি। প্রিয়সখি, শান্ত হও, তোমার এরূপ দশা দেখে তোমার শিশু সন্তান-গুলিও নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, আর তোমার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদা রোদন কচ্যে;

শর্ম্মি। হা বিধাতঃ, (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আমার কপালে কি এই ছিল? সখি, তুমি বরঞ্চ গৃহে যাও, আমার শিশুগুলিকে সান্ত্বনা করগে, আমি এই নির্জ্জন কাননে আরও একটু থেকে যাব।

দেবি। প্রিয়সখি, এই নির্জ্জন স্থানে একাকিনী ভ্রমণ করার প্রয়োজন কি?

শর্ম্মি। সখি, তুমি কি জান না, যখন কুরঙ্গিণী বাণাঘাতে ব্যথিতা হয়, তখন কি সে আর অন্যান্য হরিণীগণের সহিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন করে থাকে? বরঞ্চ নির্জ্জন বনে প্রবেশ করে একাকিনী ব্যাকুল চিত্তে ক্রন্দন করে, এবং সর্ব্বব্যাপী অন্তর্যামী ভগবান্ ব্যতিরেকে তার অশ্রুজল আর কেহই দেখতে পান না। সখি, প্রাণেশ্বরের বিরহবাণে আমারও হৃদয় সেইরূপ ব্যথিত হয়েছে, আমার কি আর বিষয়ান্তরে মন আছে?

(নেপথ্যে) অয়ি দেবিকে, রাজনন্দিনী কোথায় গেলেন লা? এমন দুরন্ত ছেলেদের শান্ত করা কি আমাদের সাধ্য?

শর্ম্মি। সখি, ঐ শুন, তুমি শীঘ্র যাও।

দেবি। প্রিয়সখি, এ অবস্থায় তোমাকে একাকিনী রেখে আমি কেমন করেই বা যাই; কিন্তু কি করি, না গেলেও ত নয়। [প্রস্থান।

শর্ম্মি। (স্বগত) হে প্রাণেশ্বর, তোমার বিরহে আমার এ দগ্ধ হৃদয় যে কিরূপ চঞ্চল হয়েছে, তা আর কাকে বলবো? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করলে? হে জীবিতনাথ, তোমাকে সকলে দয়াসিন্ধু বলে, কিন্তু এ হতভাগিনীর কপালগুণে কি তোমার সে নামে কলঙ্ক হলো? হে রাজন্, তুমি দরিদ্রকে অমূল্য রত্ন প্রদান করে, আবার তা অপহরণ করলে? অন্ধকার রাত্রে অতি পথশ্রান্ত পথিককে আলোক দর্শন করিয়ে তাকে ঘোরতর গহন কাননে এনে দীপ নির্ব্বাণ করলে? (বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া) হা ভগবন্ অশোকবৃক্ষ, তুমি কত শত ক্লান্ত বিহঙ্গমচয়কে আশ্রয় দাও, কত শত জন্তু তপনতাপে তাপিত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলে সুশীতল ছায়া দ্বারা তাদের ক্লান্তি দূর কর; তুমি পরম পরোপকারী; অতএব তুমি ধন্য! হে তরুবর, যেমন পিতা কন্যাকে বরপাত্রে প্রদান করে, তুমিও আমাকে প্রাণেশ্বরের হস্তে তদ্রূপ প্রদান করেছ, কেন না, তোমার এই সুস্নিগ্ধ ছায়ায় তিনি এ হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করেন। হে তাত, এক্ষণে এই অনাথা হতভাগিনীকে আশ্রয় দাও। (রোদন) আহা! এই বৃক্ষতলে প্রাণনাথের সহিত যে কত সুখভোগ করেছি, তা বলতে পারি না। (আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হায়! সে সকল দিন এখন কোথায় গেল? হে প্রভো নিশানাথ, হে নক্ষত্রমণ্ডল, হে মন্দ মলয়-সমীরণ, তোমার সম্মুখে আমি পূর্ব্বে যে সকল সুখানুভব করেছি, তা কি আমার জন্মের মত শেষ হলো? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! গত সুখের কথা স্মরণ হলে দ্বিগুণ দুঃখবৃদ্ধি হয় বই ত নয়।

গীত

(ঝিঝোটি—তাল মধ্যমান)

এই তো সে কুসুম-কানন গো,
পাইয়েছিলেম যথা পুরুষ-রতন।
সেই পূর্ণ শশধরে, সেইরূপ শোভা ধরে,
সেইমত পিকবরে, স্বরে হরে মন!
সেই এই ফুলবনে মলয়ার সমীরণে,
সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন?
প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি,
এত দুঃখে আর নারি ধরিতে জীবন॥

আমরা এই স্থানে গানবাদ্যে যে কত সুখ লাভ করেছি, তার পরিসীমা নাই কিন্তু এক্ষণে সে সুখানুভব কোথায় গেল? আহা! কি চমৎকার ব্যাপার! সেই দেশ, সেই কাল, সেই আমি, কেবল প্রাণেশ্বর ব্যতিরেকে আমার সকলই অসুখ। বীণার তার ছিন্ন হলে তার যেমন দশা ঘটে, জীবিতেশ্বর বিহনে আমার অন্তঃকরণও অবিকল সেইরূপ হয়েছে। আর না হবেই বা কেন? জলধরের প্রসাদ-অভাবে কি তরঙ্গিণী কলকল রবে প্রবাহিতা হয়? হে প্রাণনাথ, তুমি কি এ অনাথা অধীনীকে একবারে বিস্মৃত হলে? যে যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণী মহৎ গিরিবরের আশ্রয় পেয়ে কিঞ্চিৎ সুখী হয়েছিল, ভাগ্যক্রমে গিরিরাজ কি তাকে আশ্রয় দিতে একান্ত পরাঙ্মুখ হলেন! (অধোবদনে উপবেশন।)

(রাজার একান্তে প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আহা! নিশাকরের নির্ম্মল কিরণে এ উপবনের কি অপরূপ শোভা হয়েছে। যেমন কোন পরমসুন্দরী নবযৌবনা কামিনী বিমল দর্পণে আপনার অনুপম লাবণ্য দর্শন করে পুলকিত হয়, অদ্য সেইরূপ প্রকৃতিও ঐ স্বচ্ছ সরোবর-সলিলে নিজ শোভা প্রতিবিম্বিত দেখে প্রফুল্লিত হয়েছে। নানাশব্দপূর্ণা ধরণী এ সময়ে যেন তপোমগ্না তপস্বিনীর ন্যায় মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন। শত শত খদ্যোতিকাগণ উজ্জ্বল রত্নরাজির ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে পল্লব হতে পল্লবান্তরে শোভিত হচ্যে। হে বিধাতঃ, তোমার এই বিপুল সৃষ্টিতে মনুষ্যজাতি ভিন্ন আর সকলেই সুখী! (চিন্তা করিয়া গমন) মহিষীর অন্বেষণে নানাদিকে রথী আর অশ্বারূঢ়গণকে ত প্রেরণ করা গিয়েছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তা বৃথা ভেবেই বা আর কি ফল? বিধাতার মনে যা আছে, তাই হবে। কিন্তু আমি প্রাণেশ্বরী শর্ম্মিষ্ঠাকে এ মুখ আর কি প্রকারে দেখাব? আহা! আমার নিমিত্তে প্রেয়সী যে কত অপমান সহ্য করেছেন, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! (পরিক্রমণ) ঐ বৃক্ষতলে প্রাণেশ্বরীর পাণিগ্রহণ করেছিলাম! আহা, সে দিন কি শুভদিনই হয়েছিল।

শর্ম্মি। (গাত্রোত্থান করিয়া) দেবযানীর কোপে আমি বাল্যাবস্থাতেই রাজভোগে বঞ্চিতা হই, এক্ষণে সেই কারণে আবার কি প্রিয়তম প্রাণেশ্বরকে হারালেম। হা বিধাতঃ, তুমি আমার সুখনাশার্থেই কি দেবযানীকে সৃষ্টি করেছো? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠাকে দেখিয়া সচকিতে) এ কি! এই যে আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা শর্ম্মিষ্ঠা এখানে রয়েছেন।

শর্ম্মি। (রাজাকে দেখিয়া ও রাজার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া এবং হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রাণনাথ, আমি কি নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখতেছিলেম, না কোন দৈবমায়ায় বিমুগ্ধা ছিলেম? নাথ, আমি যে আপনার চন্দ্রবদন আর এ জন্মে দর্শন করবো এমন কোন প্রত্যাশা ছিল না।

রাজা। কান্তে, তোমার নিকটে আমার আসতে অতি লজ্জাবোধ হয়!

শর্ম্মি। সে কি নাথ?

রাজা। প্রিয়ে, আমার নিমিত্তে তুমি কি না সহ্য করেছো?

শর্ম্মি। জীবিতনাথ, দুঃখ ব্যতিরেকে কি সুখ হয়? কঠোর তপস্যা না কল্যে ত কখনও স্বর্গলাভ হয় না।

রাজা। আবার দেখ, মহিষী ক্রোধান্বিত হয়ে—

শর্ম্মি। (অভিমান সহকারে রাজার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া) মহারাজ! তবে আপনি অতিত্বরায় এ স্থান হতে গমন করুন, কি জানি, এখানে মহিষীর আগমনেরও সম্ভাবনা আছে!

রাজা। (শর্ম্মিষ্ঠার হস্ত গ্রহণ করিয়া) প্রিয়ে, তুমিও কি আমার প্রতি প্রতিকূল হলে? আর না হবেই বা কেন? বিধি বাম হলে সকলেই অনাদর করে।

শর্ম্মি। প্রাণেশ্বর! আপনি এমন কথা মুখে আনবেন না। বিধাতা আপনার প্রতি কেন বিমুখ হবেন? আপনার আদিত্যতুল্য প্রতাপ, কুবেরতুল্য সম্পত্তি, কন্দর্পতুল্য রূপলাবণ্য—আর তায় আপনার মহিষীও দ্বিতীয় লক্ষ্মীস্বরূপা।

রাজা। প্রিয়ে, রাজমহিষীর কথা আর উল্লেখ করো না, তিনি প্রতিষ্ঠানপুরী পরিত্যাগ করে কোন্ দেশে যে প্রস্থান করেছেন, এ পর্য্যন্ত তার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় নাই।

শর্ম্মি। সে আবার কি, মহারাজ?

রাজা। প্রিয়ে, বোধ হয়, তিনি রোষাবেশে পিত্রালয়ে গমন করে থাকবেন।

শর্ম্মি। এ কি সর্ব্বনাশের কথা! আপনি মুহূর্ত্তেই রথারোহণে দৈত্যদেশে গমন করুন, আপনি কি জানেন না, যে গুরু শুক্রাচার্য্য মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ! তাঁর এতদূর ক্ষমতা আছে, যে তিনি কোপানলে এ ত্রিভুবনকেও ভস্ম করতে পারেন।

রাজা। প্রিয়ে, আমি সকলই জানি, কিন্তু তোমাকে একাকিনী রেখে

দৈত্যদেশে ত কোন মতেই গমন কত্যে পারি না। ফণী কি শিরোমণি কোথাও রেখে দেশান্তরে যায়?

শর্ম্মি। প্রাণনাথ, আপনি এ দাসীর নিমিত্তে অধিক চিন্তা করবেন না; আমি বালকগুলিনকে লয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদরপোষণ করবো। আপনি কি গুরুকোপে এ বিপুল চন্দ্রবংশের সর্ব্বনাশ কত্যে উদ্যত হয়েছেন?

রাজা। প্রাণেশ্বরি. তোমা অপেক্ষা চন্দ্রবংশ কি আমার প্রিয়তর হলো? তুমি আমার—(স্তব্ধ।)

শর্ম্মি। এ কি! প্রাণবল্লভ যে অকস্মাৎ নিস্তব্ধ হলেন! কেন, কেন, কি হলো?

রাজা। প্রিয়ে, যেমন রণভূমিতে বক্ষঃস্থলে শেলাঘাত হলে পৃথিবী একবারে অন্ধকারময় বোধ হয়, আমার সেইরূপ—(ভূমিতলে অচেতন হইয়া পতন।)

শর্ম্মি। (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা প্রাণনাথ! হা দয়িত! হা প্রাণেশ্বর! হা রাজচক্রবর্ত্তিন্! তুমি এ হতভাগিনীকে কি যথার্থই পরিত্যাগ করলে? (উচ্চৈঃস্বরে রোদন) হায়! হায়! বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? হা রাজকুলতিলক!

(দেবিকার পুনঃপ্রবেশ)

দেবি। প্রিয়সখি, তুমি কি নিমিত্তে—(রাজাকে অবলোকন করিয়া) হায়! হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! এ পূর্ণ শশধর ধূলায় লুণ্ঠিত কেন? হায়! হায়! এ কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। (কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়া এবং মৃদুস্বরে) প্রেয়সি শর্ম্মিষ্ঠে! আমাকে জন্মের মত বিদায় দাও, আমার শরীর অবসন্ন হলো, আর আমার প্রাণ কেমন কচ্চ্যে; অদ্যাবধি আমার জীবন-আশা শেষ হলো।

শর্ম্মি। (সজলনয়নে) হা প্রাণেশ্বর, এ অনাথাকে সঙ্গে কর! আমি মাতা, পিতা, বন্ধু-বান্ধব সকলই পরিত্যাগ করে কেবল আপনারই শ্রীচরণে শরণ লয়েছি। এ নিতান্ত অনুগত অধীনীকে পরিত্যাগ করা আপনার কখনই উচিত নয়।

দেবি। প্রিয়সখি, এ সময়ে এত চঞ্চল হলে হবে না! চল, আমরা মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাই।

শর্ম্মি। সখি, যাতে ভাল হয় কর, আমি জ্ঞানশূন্য হয়েছি।

[উভয়ে রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (কর্ণপাত করিয়া স্বগত) এ কি! রাজান্তঃপুরে যে সহসা এত ক্রন্দন-ধ্বনি আর হাহাকার শব্দ উঠলো, এর কারণ কি? প্রিয় বয়স্যেরও অনেকক্ষণ হলো দর্শন পাই নাই, ব্যাপারটা কি? দ্বারপালের নিকট শুনলেম, যে মহিষী পূর্ণিকার সহিত আপন মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, তা তাঁর নিমিত্তে ত আর কোন

চিন্তা নাই—তবে এ কি ?

(একজন পরিচারিকার প্রবেশ ।)

পরি। হায় ! হায় ! কি সর্ব্বনাশ ! হা রে পোড়া বিধি ! তোর মনে কি এই ছিল ? হায় ! হায় ! কি হলো !

বিদূ। (ব্যগ্রভাবে) কেন কেন ? ব্যাপারটা কি ?

পরি। তুমি কি শুন নি না কি ? হায় ! হায় ! কি সর্ব্বনাশ ! আমরা কোথায় যাবো ? আমাদের কি হবে ! [রোদন করিতে করিতে বেগে প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) দূর মাগী লক্ষ্মীছাড়া ! তুই ত কেঁদেই গেলি, এতে আমি কি বুঝলেম ? (চিন্তা করিয়া) রাজপুরে যে কোন বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তার আর সংশয় নাই, কিন্তু—

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মহাশয়, ব্যাপারটা কি ?

মন্ত্রী। (সজলনয়নে) আর কি বলবো ? এ কালসর্প—(অর্দ্ধোক্তি ।)

বিদূ। সে কি ! মহারাজকে কি সর্পে দংশন করেছে না কি ?

মন্ত্রী। সর্পই বটে। মহারাজকে যে কালসর্পে দংশন করেছে, স্বয়ং ধন্বন্তরিও তার বিষ হতে রক্ষা করতে পারেন না ; আর ধন্বন্তরিই বা কে ? স্বয়ং নীলকণ্ঠ সে বিষ স্বকণ্ঠে ধারণ কত্তে ভীত হন ! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

বিদূ। মহাশয়, আমি ত কিছুই বুঝতে পাল্যেম না।

মন্ত্রী। আর বুঝবে কি ? গুরু শুক্রাচার্য্য মহারাজকে অভিসম্পাত করেছেন।

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ ! তা মহর্ষি ভার্গব এখানকার বৃত্তান্ত এত ত্বরায় কি প্রকারে জানতে পাল্যেন ?

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস) এ সকল দৈবঘটনা। তিনি এত দিনের পর অদ্য সায়ংকালে এ নগরীতে স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বিদূ। তবে ত দৈবঘটনাই বটে ! তা এখন আপনি কি স্থির কচ্যেন, বলুন দেখি ?

মন্ত্রী। আমি ত প্রায় জ্ঞানশূন্য হয়েছি, তা দেখি, রাজপুরোহিত কি পরামর্শ দেন।

বিদূ। চলুন, তবে আমিও আপনার সঙ্গে যাই। হায় ! হায় ! হায় ! কি সর্ব্বনাশ ! আর আমার জীবন থাকায় ফল কি ? মহারাজ, আপনিও যেখানে, আমিও আপনার সঙ্গে ; তা আমি আর প্রাণধারণ করবো না। [উভয়ের প্রস্থান।

(রাজ্ঞী দেবযানী এবং পূর্ণিকার প্রবেশ।)

পূর্ণি। রাজমহিষি, আর বৃথা আক্ষেপ করেন কেন ? যে কর্ম্ম হয়েছে, তার আর উপায় কি ?

রাজ্ঞী। হায় ! হায় ! সখি, আমার মতন চণ্ডালিনী কি আর আছে ?

আমি আমার হৃদয়নিধি সাধ করে হারালেম, আমার জীবনসর্ব্বস্বধন হেলায় নষ্ট কল্যেম। পতিভক্তি হতেও কি আমার ক্রোধ বড় হলো? হায়! হায়! আমি স্বেচ্ছাক্রমে আপনার মন্মথকে ভস্ম কল্যেম! হে জগন্মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি আমার মতন পাপীয়সী স্ত্রীর ভার যে এখনও সহ্য কচ্যো? হে প্রভো নিশানাথ! তোমার সুশীতল কিরণ যে এখনও আমাকে অগ্নি হয়ে দগ্ধ করচে না? সখি, শমনও কি আমাকে বিস্মৃত হলেন? হায়! হায়! হা আমার কন্দর্প! আমি কি যথার্থই তোমাকে ভস্ম কল্যেম? (রোদন।)

পূর্ণি। রাজমহিষি, রতিপতি ভস্ম হলে, রতি দেবী যা করেছিলেন আপনিও তাই করুন। যে মহেশ্বর কোপানলে আপনার কন্দর্পকে দগ্ধ করেছেন, আপনি তাঁরই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হন।

রাজ্ঞী। সখি, আমি এ পোড়া মুখ আর ভগবান্ মহর্ষি জনককে কি বলে দেখাবো? হা প্রাণনাথ, হা রাজকুলতিলক! হা নরশ্রেষ্ঠ! হায়! হায়! হায়! আমি এ কি কল্যেম! (রোদন।)

পূর্ণি। দেবি, চলুন, আমরা পুনরায় মহর্ষির নিকটে যাই, তা হলেই এর একটা উপায় হবে।

রাজ্ঞী। সখি, আমার এ পাপ হৃদয় কি সামান্য কঠিন! এ যে এখনও বিদীর্ণ হলো না! হায়! হায়! প্রাণনাথ আমাকে বল্যেন, "প্রেয়সি! তুমি আমাকে বিদায় দাও, আমি বনবাসী হয়ে তপস্যায় এ জরাগ্রস্ত দেহভার পরিত্যাগ করি।" আহা! নাথের এ কথা শুনে আমার দেহে এখনো প্রাণ রইলো! (রোদন।)

পূর্ণি। মহিষি, চলুন, আমরা ভগবান্ তাতের নিকট যাই। তিনিই কেবল এ রোগের ঔষধ দিতে পারবেন। এখানে বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে?

[রাজ্ঞীর হস্ত ধারণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজদেবালয়-সম্মুখে

(বিদূষক এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।)

বিদূ। আঃ! তোমরা যে বিরক্ত কল্যে! তোমরা উন্মত্ত হয়েছ? ঐ দেখ দেখি, সূর্য্যদেবের রথ আকাশমণ্ডলের মধ্যভাগে অবস্থিত হয়েছে, আর এই পথ-

প্রান্তের বৃক্ষসকলও ছায়াহীন হয়ে উঠলো। তোমরা কি এ রাজধানীর সর্ব্বনাশ করবে না কি ?

প্রথ। কেন মহাশয় ?

বিদূ। কেন কি? কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যো? বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হয়েছে, আমার এখনও স্নান-আহ্নিক, আহারাদি কিছুই হলো না। যদি আমি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে, কি জানি হঠাৎ এ রাজ্যকে একটা অভিশাপ দিয়ে ফেলি, তবে কি হবে, বল দেখি ?

প্রথ। (সহাস্যবদনে) হাঁ, তা যথার্থ বটে, তা এর মধ্যে দুই প্রহর কি, মহাশয়? ঐ দেখুন, এখনও সূর্য্যদেব উদয়গিরির শিখরদেশে অবস্থিতি কচ্যেন, আর শিশিরবিন্দু সকল এখন পর্য্যন্তও মুক্তা-ফলের ন্যায় পত্রের উপর শোভমান হচ্যে।

বিদূ। বিলক্ষণ! তোমরা ত সকলি জান। (উদরে হস্ত দিয়া) ওহে, এই যে ব্রাহ্মণের উদর দেখছ, এটি সময় নির্ণয় কত্যে ঘটীযন্ত্র হতেও সুপটু। আর তোমরা এ ব্যক্তিটে যে কে, তা ত চিনলে না; ইনি যে সূর্য্য-সিদ্ধান্ত-বিষয়ে আর্য্যভট্টের পিতামহ।

প্রথ। তার সন্দেহ কি? আপনি যে একজন মহাপণ্ডিত মনুষ্য, তা আমরা সকলেই বিলক্ষণ জানি।

দ্বিতী। (স্বগত) এ ত দেখ্‌ছি নিতান্ত পাগল, এর সঙ্গে কথা কইলে সমস্ত দিনেও ত কথার শেষ হবে না। (প্রকাশে) সে যা হৌক্ মহাশয়, মহারাজ যে কিরূপে এ দুরন্ত অভিশাপ হতে পরিত্রাণ পেলেন, সে কথাটার যে কোন উত্তর দিলেন না ?

বিদূ। (সহাস্যবদনে) ওহে, আমরা উদরদেবের উপাসক, অতএব তাঁর পূজা না দিলে আমাদের নিকট কোন কর্ম্মই হয় না। বিশেষ জান ত, যে সকল কার্য্যেতেই অগ্রে ব্রাহ্মণভোজনটা আবশ্যক ?

দ্বিতী। (হাস্যমুখে) হাঁ, তা গো-ব্রাহ্মণের সেবা ত অবশ্যই কর্ত্তব্য।

বিদূ। বটে? তবে ভালই হলো; অগ্রে আমি ভোজন করবো, পরে তুমি স্বয়ং প্রসাদ পেলেই তোমার গো-ব্রাহ্মণ দুয়েরই সেবা করা হবে।

প্রথ। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় এ দিকে আসচেন।

বিদূ। ও কি ও? তোমরা কি এখন আমাকে ছেড়ে যাবে নাকি? এ কি? ব্রাহ্মণ-সেবা ফেলে রেখে গোসেবা আগে?—হ্যাঁ দেখ, আশা দিয়ে না দিলে তোমাদের ইহকালও নাই, পরকালও নাই।

দ্বিতী। (হাস্যমুখে) না, না, আপনার সে ভয় নাই।

(মন্ত্রী এবং কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথ। আসতে আজ্ঞা হৌক, মহাশয়! মহারাজ যে কি প্রকা[illegible]গ্য

হয়েছেন, সেইটে শুনবার জন্যে আমরা সকলেই ব্যস্ত হয়েছি, আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে বলুন দেখি।

মন্ত্রী। মহাশয়। সে সব দৈব ঘটনা, স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হবার নয়। রাণী মহারাজের সেইরূপ দুর্দ্দশা দেখে দুঃখে একবারে উন্মত্তার ন্যায় হয়ে উঠলেন; পরে তাঁর প্রিয়সখী পূর্ণিকা তাঁকে একান্ত কাতরা ও অধীরা দেখে পুনরায় মহর্ষির নিকটে নিয়ে গেলেন। রাজমহিষী আপনার জনকের সমীপে নানাবিধ বিলাপ কল্যে পর, ঋষিরাজের অন্তঃকরণ দুহিতা-স্নেহে আর্দ্র হলো, এবং তিনি বল্যেন, "বৎসে, আমার বাক্য ত কখন অন্যথা হবার নয়, তবে কেবল তোমার স্নেহে আমি এই বলছি, যদি মহারাজের কোন পুত্র তাঁর জরাভার গ্রহণ করে, তা হলেই কেবল তিনি এ বিপদ্ হতে নিস্তার পান, এ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।" রাণী এ কথা শ্রবণমাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন করলেন এবং মহারাজকেও এ সকল বৃত্তান্ত অবগত করালেন। অনন্তর রাজা প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুকে আহ্বান করে বললেন, "হে পুত্র, মহামুনি শুক্রের অভিশাপে আমি জরাগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত ক্লেশ পাচ্যি; তুমি আমার বংশের তিলক, তুমি আমার এই জরারোগ সহস্র বৎসরের নিমিত্তে গ্রহণ কর, তা হলে আমি এ পাপ হতে পরিত্রাণ নাই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার এ সহস্র বৎসর স্রোতের ন্যায় অতি ত্বরায় গত হবে। হে প্রিয়তম! জরারোগ হতে পরিত্রাণ পেলে আমার পুনর্জ্জন্ম হয়, তা তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও, আমাকে এ পাপ হতে কিয়ৎকালের জন্য মুক্ত করো।"

প্রথ। আহা! কি দুঃখের বিষয়! মহাশয়, এতে রাজপুত্র যদু কি বল্লেন?

মন্ত্রী। রাজকুমার যদু পিতার এরূপ বাক্য শ্রবণে বিরস বদনে বল্যেন, "হে পিতঃ, জরারোগের ন্যায় দুঃখদায়ক রোগ আর পৃথিবীতে কি আছে? জরারোগে শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল ও কুৎসিত হয়, ক্ষুধা কি তৃষ্ণার কিছুমাত্র উদ্রেক হয় না, আর সমস্ত সুখভোগে এককালে বঞ্চিত হতে হয়; তা পিতঃ, আপনি আমাকে এ বিষয়ে ক্ষমা করুন।"

প্রথ। ইঃ! কি লজ্জার কথা! এতে মহারাজ কি প্রত্যুত্তর দিলেন?

মন্ত্রী। মহারাজ যদুর এই কথা শুনে তাঁকে সরোষে এই অভিসম্পাত প্রদান কল্যেন, যে তাঁর বংশে রাজলক্ষ্মী কখনই প্রতিষ্ঠিতা হবেন না।

প্রথ। হাঁ, এ উচিত দণ্ডই হয়েছে বটে, তার আর সংশয় নাই। তার পর মহাশয়?

মন্ত্রী। তার পর মহারাজ ক্রমে আর তিন সন্তানকে আনয়ন করে এইরূপ বল্যেন, তাতে সকলেই অস্বীকার হওয়াতে মহারাজ ক্রোধান্বিত হয়ে সকলকেই অভিশাপ দিলেন।

দ্বিতী। মহাশয়, কি সর্ব্বনাশ! তার পর? তার পর?

বিদূ। আরে, তোমরা ত এক "তার পর" বলে নিশ্চিন্ত হলে, এখন এত বাক্যব্যয় কত্যে কি মন্ত্রী মহাশয়ের জিহ্বার পরিশ্রম হয় না? তা উনি দেখছি পঞ্চানন না হলে আর তোমাদের কথার পরিশেষ কত্যে পারেন না।

মন্ত্রী। অনন্তর মহারাজ এ চারি পুত্রের ব্যবহারে যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হলেন, তা বলা দুঃসাধ্য। তিনি একবারে নিরাশ হয়ে অধোবদনে চিন্তা-সাগরে মগ্ন হলেন। তার পর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার চরণে প্রণাম করে বললেন, "পিতঃ, আপনি কি আমাকে বালক দেখে ঘৃণা কল্যেন? আপনার এ জরারোগ আমি গ্রহণ কত্যে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাতে এ রোগ সমর্পণ করে স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করুন। আপনি আমার জীবনদাতা,—আপনি এ অতি সামান্য কর্ম্মে যদি পরিতৃপ্ত হন, তবে এ অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি আছে?" মহারাজ পুত্রের এই কথা শুনে একবারে যেন গগনের চন্দ্র হাতে পেলেন আর পুত্রকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে কোলে নিলেন।

প্রথ। আহা! রাজকুমার পুরুর কি শুভ লগ্নে জন্ম!

মন্ত্রী। মহারাজ পরম পরিতুষ্ট হয়ে পুত্রকে এই বর দিলেন, যে, পুত্র! তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর হবে এবং তোমার বংশে রাজলক্ষ্মী কারাবদ্ধার ন্যায় চিরকাল আবদ্ধা থাকবেন।

প্রথ। মহাশয়! তার পর?

মন্ত্রী। তার পর আর কি? মহারাজ জরামুক্ত হয়ে পুনরায় রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েছেন। আহা! মহারাজ যেন কন্দর্পের ন্যায় ভস্ম হতে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করলেন; এ কি সামান্য আহ্লাদের বিষয়!

প্রথ। মহাশয়, আমরা আপনার নিকট এ কথা শুনে এক্ষণে যথার্থ প্রত্যয় কল্যেম। তবে কয়েক দিনের পরে অদ্য রাজদর্শন হবে, আমরা সত্বর গমন করি। (নাগরিকদিগের প্রতি) এসো হে, চলো রাজভবনে যাওয়া যাক।

মন্ত্রী। আমিও দেবদর্শনে গমন কচ্যি, আর অপেক্ষা করবো না।

[নাগরিকগণের ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) মা কমলার প্রসাদে রাজসংসারে কোন খাদ্যদ্রব্যেরই অভাব নাই, এবং সকলেই এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি যথেষ্ট স্নেহও করে থাকে, কিন্তু তা বলে ঐ নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়াও ত উচিত নয়! পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ায় বড় আরাম হে। তা না হলে সদাশিব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে উদর পূরেন কেন?

(নটী ও মন্ত্রিগণের প্রবেশ।)

(সচকিতে) আহা হা! এ কি আশ্চর্য্য!—এ যে দেখছি তৃষ্ণা না এগিয়ে জল আপনি এগিয়ে আসচেন! ভাল, ভাল; যখন কপাল ফলে, তখন এমনিই হয়। (নটীর প্রতি) তবে তবে, সুন্দরি, এ দিকে কোথায় বল দেখি?

তুমি কি স্বর্গের অপ্সরা মেনকা? ইন্দ্র কি তোমাকে আমার ধ্যানভঙ্গ কত্যে পাঠিয়েছেন?

নটী। কি গো ঠাকুর! আপনি কি রাজর্ষি বিশ্বামিত্র না কি?

বিদূ। হাঃ হাঃ হাঃ, প্রায় বটে। কি তা জান? আমি যেমন বিশ্বামিত্র, তুমিও তেমনি মেনকা! তা তুমি যখন এসেছ, তখন ইন্দ্রত্ব আমার কি ছার! এসো এসো, মনোহারিণি, এসো।

নটী। যাও যাও, এখন পথ ছেড়ে দাও, আমি রাজসভায় যাচ্চি।

বিদূ। সুন্দরি, তুমি যেখানে, সেই খানেই রাজসভা! আবার রাজসভা কোথা? তুমি আমার মনোরাজ্যের রাজমহিষী! (নৃত্য।)

নটী। (স্বগত) এ পাগল বামুনের হাত থেকে পালাতে পেলে যে বাঁচি। (প্রকাশে) আরে, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি?

বিদূ। হাঁ, তা বৈ কি? (নৃত্য।)

নটী। কি উৎপাত! [বেগে প্রস্থান।

বিদূ। ধর ধর, ঐ চোর মাগীকে ধর! ও আমার অমূল্য মনোরত্ন চুরি করে পালাচ্যে।

প্রথম মন্ত্রী। এ আবার কি!

দ্বিতীয় ঐ। ওটা ভাঁড়, ওর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? চল আমরা যাই। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতিষ্ঠানপুরী—রাজসভা।

[রাজা যযাতি, রাজ্ঞী দেবযানী, বিদূষক, পূর্ণিকা, পরিচারিকা, সভাসদ্‌গণ ইত্যাদি।]

রাজা। অদ্য কি শুভ দিন! বহু দিনের পর ভগবান্ ঋষিপ্রবরের শ্রীচরণ দর্শন করবো, এতে আমার কি আনন্দ হচ্যে!

রাজ্ঞী। হে প্রাণেশ্বর, ভগবান্ তাতকে আনয়ন কত্যে মন্ত্রী মহাশয় কি একাকী গিয়েছেন?

রাজা। না, অন্যান্য সভাসদ্‌গণকেও তাঁর সঙ্গে পাঠান হয়েছে।

(নেপথ্যে) বম্ ভোলানাথ!

গীত

(রাগিণী বেহাগ, তাল জলদ তেতালা।)

জয় উমেশ শঙ্কর, সর্ব্বগুণাকর,
ত্রিতাপ সংহর, মহেশ্বর।

হলাহলাঙ্কিত, কণ্ঠ সুশোভিত.
মৌলিবিরাজিত সুধাকর ॥
পিনাকবাদক, শৃঙ্গনিনাদক,
ত্রিশূলধারক, ভয়ঙ্কর।
বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত, সুরেন্দ্রসেবিত,
পদাব্জপূজিত, পরাৎপর ॥

রাজা। (সচকিতে) ঐ যে মহর্ষি আগমন কচ্চোন! (সকলের গাত্রোত্থান।)

(মহর্ষি শুক্রাচার্য্য, কপিল, মন্ত্রী ইত্যাদির প্রবেশ।)

শুক্র। হে মহীপতে, আপনাকে জগদীশ্বর চিরবিজয়ী এবং চিরজীবী করুন। (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার কল্যাণ হোক, আর চিরকাল সুখে থাক।

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবন্, আপনকার পদার্পণে এ চন্দ্রবংশীয় রাজধানী এতদিনে পবিত্রা হলো, বসতে আজ্ঞা হোক। (কপিলের প্রতি) প্রণাম মুনিবর, বসুন (সকলের উপবেশন।)

কপি। মহারাজের কল্যাণ হোক! (দেবযানীর প্রতি) ভগিনি! তুমি চিরসুখিনী হও।

শুক্র। হে নরাধিপ, আমার প্রিয়তমা দৈত্যরাজনন্দিনী শর্ম্মিষ্ঠা কোথায়?

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) আপনি শর্ম্মিষ্ঠাদেবীকে অতি ত্বরায়এখানে আনান!

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। [প্রস্থান।

শুক্র। হে নরেশ্বর, আপনার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরু যে এই বিপুল চন্দ্রবংশে প্রধান হবেন, এ জন্যেই বিধাতা আপনার উপর এ লীলা প্রকাশ করেন। যা হোক, আপনি কোন প্রকারে দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট হবেন না। বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্তে পারে? (দেবযানীর প্রতি) বৎসে, তোমার সন্তানদ্বয় অপেক্ষা সপত্নী-তনয় পুরুর সম্মানবৃদ্ধি হলো বলে, এ বিষয়ে তুমি ক্ষোভ করো না, কেন না, জগৎ-মাতা যা করেন, তাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা মহাপাপ কর্ম্ম। বিশেষতঃ ভবিতব্যের অন্যথা কত্তে কে সক্ষম?

(শর্ম্মিষ্ঠা এবং দেবিকার সহিত মন্ত্রীর পুনঃ প্রবেশ।)

শর্ম্মি। আমি মহর্ষি ভার্গবের শ্রীচরণে প্রণাম করি, আর এই সভাস্থ গুরু-লোকদিগকে বন্দনা করি।

শুক্র। রাজনন্দিনি, বহু দিবসের পর তোমার চন্দ্রানন দর্শনে যে আমি কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, তা প্রকাশ করা দুষ্কর। কল্যাণি, তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম! যেমন অদিতিপুত্র স্বীয় কিরণজালে সমস্ত ভূমণ্ডলকে আলোকময় করেন, তোমার পুত্র পুরুও আপন প্রতাপে সেইরূপ অখিল ধরাতল শাসন করবেন। তা বৎসে, অদ্যাবধি তুমি দাসীত্ব-শৃঙ্খল হতে মুক্তা হলে, আর দুঃখান্তেই নাকি সুখানুভব অধিকতর হয়, সেই নিমিত্তেই বুঝি বিধাতা তোমার প্রতি কিঞ্চিৎকাল

বিমুখ হয়েছিলেন, তার মর্ম্ম অদ্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হলো। (রাজার প্রতি) হে রাজন্, যেমন আমি আপনাকে পূর্ব্বে একটি কন্যারত্ন সম্প্রদান করেছিলেম, অধুনা এঁকেও আপনার হস্তে অর্পণ কল্যেম, আপনি এ কন্যারত্নের প্রতিও সমান যত্নবান হবেন। এখন এঁকেও গ্রহণ করে আপনার এক পার্শ্বে বসান।

রাজা। ভগবান্ মহর্ষির আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (দেবযানীর প্রতি) কেমন প্রিয়ে, তুমি কি বল?

রাজ্ঞী। (সহাস্যমুখে) নাথ, এত দিনে কি আমার অনুমতির সাপেক্ষা হলো?

শুক্র। বৎসে, তুমিও তোমার সপত্নী অথচ আবাল্যের প্রিয়সখী শর্ম্মিষ্ঠাকে যথোচিত সম্মান কর;—আর আপনার সহোদরার ন্যায় এঁর প্রতি পূর্ব্বমত স্নেহমমতা করবে।

রাজ্ঞী। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শর্ম্মিষ্ঠার কর গ্রহণ করিয়া) প্রিয়সখি, আমার সকল দোষ মার্জ্জনা কর!

শর্ম্মি। প্রিয়সখি, তোমার দোষ কি? এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়!

রাজ্ঞী। সে যা হোক, সখি, অদ্যাবধি আমাদের পূর্ব্বপ্রণয় সঞ্জীবিত হলো। এখন এসো, দুই জনেই পতিসেবায় কিছু দিন সুখে যাপন করি। (রাজার প্রতি) মহারাজ, এক বিশাল রসাল তরুবর, মালতী আর মাধবী উভয় লতিকার আশ্রয়স্থল হলো।

রাজা। (প্রফুল্ল মুখে উভয়কে উভয় পার্শ্বে বসাইয়া) অদ্য একবৃন্তে যুগল পারিজাত প্রস্ফুটিত। (আকাশে কোমল বাদ্য।)

শুক্র। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে, ইন্দ্রের অপ্সরীরা, এই মাঙ্গলিক ব্যাপারে দেবতাদের অনুকূলতা প্রকাশকরণার্থে উপস্থিত হয়েছে।

(আকাশে পুষ্পবৃষ্টি।)

বিদূ। মহারাজ, এতক্ষণ ত আকাশের আমোদ হলো, এখন কিছু মর্ত্ত্যের আমোদ হলে ভাল হয় না? নর্ত্তকীরা এসেছে, অনুমতি হয় ত এখানে আনয়ন করি।

রাজা। (হাস্যমুখে) ক্ষতি কি?

বিদূ। মহারাজ, ঐ দেখুন, নটীরা নৃত্য কত্যে কত্যে সভায় আসচে। (জনান্তিকে রাজার প্রতি) বয়স্য, দেখুন, মলয়-মারুতের স্পর্শসুখানুভবে সরসী হিল্লোলিতা হলে যেমন নলিনী নৃত্য করে, এরাও সেইরূপ মনোহররূপে নেচে নেচে আসচে।

রাজা। (সহাস্যবদনে জনান্তিকে) সখে, বরঞ্চ বল, যে যেমন মন্দ প্রবাহে কমলিনী ভাসে, এরাও পঞ্চ স্বর তরঙ্গে তদ্রূপ প্লবমানা হয়ে এদিকে আসচে।

(চেটীদিগের প্রবেশ ।)

চেটী। (প্রণাম করিয়া) রাজদম্পতী চিরবিজয়িনী হউন! (নৃত্য)

রাজা। আহা, কি মনোহর নৃত্য! সখে মাধব্য, এদের যথোচিত পুরস্কার প্রদানে অনুমতি কর।

শুক্র। এই ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হলো। হে রাজন্. এখন আশীর্ব্বাদ করি, যে তোমরা সকলে দীর্ঘজীবী হয়ে এইরূপ পরম সুখে কালযাপন কর, এবং শর্ম্মিষ্ঠার কীর্ত্তিপতাকা ধরাতলে চিরকাল উড্ডীয়মানা থাকুক।

রাজা। ভগবন্, সিদ্ধবাক্য অমোঘ ; আমি ঐহিক সুখের চরম লাভ অদ্যই করলেম।

(যবনিকা পতন।)

ইতি শর্ম্মিষ্ঠা নাটক সমাপ্ত।

একেই কি বলে সভ্যতা ?

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

কর্ত্তা মহাশয়, নব বাবু, কালী বাবু, বাবাজী, বৈদ্যনাথ, গৃহিণী, প্রসন্নময়ী, হরকামিনী, নৃত্যকালী, কমলা, পয়োধরী ও নিতম্বিনী (খেম্‌টাওয়ালী), বাবুদল, সারজন, চৌকিদার, মন্ত্রিগণ, খানসামা, বেহারা, দরওয়ান, মালী, বরফওয়ালা, মুটিয়াদ্বয়, মাতাল, বারবিলাসিনীদ্বয় ইত্যাদি।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর গৃহ।

নবকুমার এবং কালীনাথ বাবু—আসীন।

কালী। বল কি ?

নব। আর ভাই বল্‌বো কি। কর্ত্তা এতদিনের পর বৃন্দাবন হতে ফিরে এসেছেন। এখন আমার আর বাড়ী থেকে বেরনো ভার।

কালী। কি সর্ব্বনাশ ! তবে এখন এর উপায় কি ?

নব। আর উপায় কি ? সভাটা দেখচি এবালশ কত্তে হলো।

কালী। বাঃ, তুমি পাগল হলে নাকি ? এমন সভা কি কেউ কখন এবলিশ করে্য থাকে ? এত তুফানে নৌকা বাঁচিয়ে এনে, ঘাটে এসে কি হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত ? যখন আমাদের সবস্ক্রিপসন লিস্ট অতি পুয়োর ছিল, তখন আমরা নিজে থেকে টাকা দিয়ে সভাটি সেভ করেছিলেম, এখন—

নব। আরে ও সব আমি আর জানিনে. যে তুমি আমাকে আবার নতুন করে বল্‌তে এলে ? তা আমি কি ভাই সাধ করে সভা উঠ্‌য়ে দিতে চাচ্চি ? কিন্তু করি কি ? কর্ত্তা এখন এমন হয়েচেন যে দশ মিনিট যদি আমি বাড়ী ছাড়া হই, তা হলে তখনি তত্ত্ব করেন। তা ভাই, আমার কি আর এখন সভায় এটেণ্ড

দেবার উপায় আছে ? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

কালী। কি উৎপাত ! তোমার কথা শুনে, ভাই, গলাটা একবারে যেন শুখ্‌য়ে উঠ্‌লো। ওহে নব, বলি কিছু আছে ?

নব। হষ্‌ ! অত চেঁচিয়ে কথা কয়ো না। বোধ করি একটা ব্রাণ্ডি আছে।

কালী। (সহর্ষে) জস্ট দি থিং। তা আনো না দেখি।

নব। রসো দেখছি। (চতুর্দ্দিগ্‌ অবলোকন করিয়া) কর্ত্তা বোধ করি এখনও বাড়ীর ভেতর থেকে বেরোন্‌ নি। (উচ্চস্বরে) ওরে বোদে !

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

কালী। আজ রাত্রে কিন্তু, ভাই একবার তোমাকে যেতেই হবে। (স্বগত) হাঃ, এ বুড়ো বেটা কি অকালের বাদল হয়ে আমাদের প্লেজর নষ্ট কত্তে এলো ? এই নব আমাদের সর্দ্দার, আর মনিম্যাটারে এই বিশেষ সাহায্য করে ; এ ছাড়লে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে, তাতে সন্দেহ নাই।

(বোদের প্রবেশ।)

নব। কর্ত্তা কোথায় রে ?

বৈদ্য। আজ্ঞে দাদাবাবু, তিনি এখনও বাড়ীর ভিতর থেকে বেরোন নি।

নব। তবে সেই বোতলটা আর গ্লাশ শীঘ্র করে আন্‌ তো।

[বোদের প্রস্থান।

কালী। ভাল নব, তোমাদের কর্ত্তা কি খুব বৈষ্ণব হে ?

নব। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ও দুঃখের কথা ভাই আর কেন জিজ্ঞাসা কর ? বোধ করি, কল্‌কাতায় আর এমন ভক্ত দুটি নাই।

(বোতল ইত্যাদি লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ)

কালী। এদিকে দে।

নব। শীঘ্র নেও ভাই। এখন আর সে রাবণও নাই, সে সোণার লঙ্কাও নাই।

কালী। না থাক্‌লো তো বোয়ে গেল কি ! এ তো আছে ? (বোতল প্রদর্শন।) হা, হা, হা ! (মদ্যপান।)

নব। আরে করো কি, আবার ?

কালী। রসো ভাই, আরো একটুখানি খেয়ে নি। দেখ, যে গুড জেনেরেল হয়, সে কি সুযোগ পেলে তার গ্যেরিসনে প্রোবিজন জমাতে কশুর করে ? হা, হা, হা ! (পুনর্ম্মদ্যপান।)

নব। (বোদের প্রতি) বোতল আর গ্লাশটা নিয়ে যা, আর শীগগির গোটাকতক পান নিয়ে আয়। [বোদের প্রস্থান।

কালী। এখন চল ভাই, তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে একবার দেখা করা যাক্‌ গে। আজ কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে, আজ তোমাকে কোন্‌ শালা ছেড়ে যাবে !

নব। তোমার পায়ে পড়ি, একটু আস্তে আস্তে কথা কও।

(পান লইয়া বোদের পুনঃপ্রবেশ।)

কালী। দে, এদিকে দে।

নেপথ্যে। ও বৈদ্যনাথ! [বোদের প্রস্থান।

নব। এই যে কর্ত্তা বাইরে আস্‌ছেন। নেও, আর একটা পান নেও।

কালী। আমি ভাই পান তো খেতে চাইনে, আমি পান কত্তে চাই। সে যা হউক, তবে চল না, কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গিয়ে।

নব। (সহাস্যবদনে) তোমার, ভাই, আর অতো ক্লেশ স্বীকার কত্তে হবে না। কর্ত্তা তোমার গাড়ী দরোজায় দেখলেই আপনি এখানে এসে উপস্থিত হবেন এখন।

কালী। বল কি? আই সে, তোমার চাকর বেটাকে, ভাই, আর একটু ব্রাণ্ডি দিতে বলো; আমার গলাটা আবার যেন শুখ্‌য়ে উঠ্‌ছে।

নব। কি সর্ব্বনাশ! এমনিই দেখছি তোমার একটু যেন নেশা হয়েছে; আবার খাবে?

কালী। আচ্ছা, তবে থাকুক্। ভাল, কর্ত্তা এখানে এলে কি বল্‌বো বলো দেখি?

নব। আর বল্‌বে কি? একটা প্রণাম করে আপনার পরিচয় দিও।

কালী। কি পরিচয় দেবো, বলো দেখি ভাই? তোমাদের কর্ত্তাকে কি বলবো যে আমি বিএরের মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোণাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ীর আলয়, আর উইল্‌সনের আখড়ায় নিত্য মহাপ্রসাদ পাই—হা, হা, হা!

নব। আঃ, মিছে তামাসা ছেড়ে দেও, এখন সত্যি কি বল্‌বে বল দেখি? এক কর্ম্ম কর, কোন একটা মস্ত বৈষ্ণব ফ্যামিলির নাম ঠাওরাতে পার? তা হলে আর কথাটি কইতে হয় না।

কালী। তা পার্‌বো না কেন? তবে একটু মাটি দেও, উড়ে বেয়ারাদের মতন নাকে তিলক কেটে আগে সাধু হয়ে বসি।

নব। না হে না। (চিন্তা করিয়া) গরাণহাটার কোন্ ঘোষ না পরম বৈষ্ণব ছিল?—তার নাম তোমার মনে আছে?—ঐ যে যার ছেলে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাশে পড়্‌তো?

কালী। আমি ভাই গরাণহাটার প্যারী আর তার ছুক্‌রি বিন্দি ছাড়া আর কাকেও চিনি না।

নব। কোন্ প্যারী হে?

কালী। আরে, গোদা প্যারী। সে কি! তুমি কি গোদা প্যারীকে চেন না? ভাই, একদিন আমি আর মদন যে তার বাড়ীতে যেয়ে কত মজা

করেছিলেম, তার আর কি বল্‌বো। সে যাক্‌, এখন কি বল্‌বো তাই ঠাওরাও।

নব। (চিন্তা করিয়া) হাঁ—হয়েছে। দেখ, কালী, তোমার কে একজন খুড়ো পরম বৈষ্ণব ছিলেন না ? যিনি বৃন্দাবনে গিয়ে মরেন ?

কালী। হাঁ, একটা ওল্‌ড ফুল ছিল বটে, তার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।

নব। তবে বেশ হয়েছে। তুমি তাঁরি পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।

কালী। হা, হা, হা !

নব। দূর পাগলা, হাসিস্‌ কেন ?

কালী। হা, হা, হা ! ভাল, তা যেন হলো, এখন বৈষ্ণব বেটাদের দুই একখানা পুঁথির নাম তো না শিখ্‌লে নয়।

নব। তবেই যে সার্‌লে। আমি তো সে বিষয়ে পরম পণ্ডিত। রসো দেখি। (চিন্তা করিয়া) শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা—গীতগোবিন্দ—

কালী। গীত কি ?

নব। জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কালী। ধর—শ্রীমতী ভগবতীর গীত, আর—বিন্দাদূতীর গীত—

নব। হা, হা, হা ! ভায়ার কি চমৎকার মেমরি !

কালী। কেন, কেন ?

নব। হষ্‌ ! কর্ত্তা আস্‌ছেন। দেখো, ভাই, যেন একটা বেশ করে প্রণাম করো।

(কর্ত্তা মহাশয়ের প্রবেশ।)

কালী। (প্রণাম।)

কর্ত্তা। চিরজীবী হও বাপু, তোমার নাম কি ?

কালী। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীকালীনাথ দাস ঘোষ। মহাশয়, আপনি ৺কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে বোধ করি জান্‌তেন ? আমি তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

কর্ত্তা। কোন্‌ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ ?

কালী। আজ্ঞে, বাঁশবেড়ের—

কর্ত্তা। হাঁ, হাঁ, হাঁ, তুমি স্বর্গীয় কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, যিনি শ্রীবৃন্দাবন ধাম প্রাপ্ত হন ?

কালী। আজ্ঞে হাঁ।

কর্ত্তা। বেঁচে থাক, বাপু। বসো। (সকলের উপবেশন।) তুমি এখন কি কর, বাপু ?

কালী। আজ্ঞে, কালেজে নবকুমার বাবুর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়া হয়েছিল, এক্ষণে কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করা হচ্যে।

কর্ত্তা। বেশ, বাপু। তোমার স্বর্গীয় খুড়ামহাশয় আমার পরম মিত্র ছিলেন।

বাবা, আমি তোমার সম্পর্কে জ্যেঠা হই, তা জান?

কালী। আজ্ঞে।

কর্ত্তা। (স্বগত) আহা, ছেলেটি দেখতে শুন্‌তেও যেমন, আর তেমনি সুশীল। আর না হবেই বা কেন? কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না!

কালী। জ্যেঠামহাশয়! আজ নবকুমার দাদাকে আমার সঙ্গে একবার যেতে আজ্ঞা করুন—

কর্ত্তা। কেন বাপু, তোমরা কোথায় যাবে?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের জ্ঞানতরঙ্গিণী নামে একটি সভা আছে, সেখানে আজ মিটিং হবে।

কর্ত্তা। কি সভা বল্‌লে বাপু?

কালী। আজ্ঞে, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা।

কর্ত্তা। সে সভায় কি হবে?

কালী। আজ্ঞে, আমাদের কালেজে থেকে কেবল ইংরাজী চর্চ্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃত-বিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কর্ত্তা। তা বেশ কর। (স্বগত) আহা, কৃষ্ণপ্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্র কি না! আর এ নবকুমারেরও তো আমার ঔরসে জন্ম। (প্রকাশে) তোমাদের শিক্ষক কে বাপু?

কালী। আজ্ঞে, কেনারাম বাচস্পতি মহাশয়, যিনি সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যাপক—

কর্ত্তা। ভাল, বাপু তোমরা কোন্ সকল পুস্তক অধ্যয়ন কর, বল, দেখি?

কালী। (স্বগত) আ মলো! এতক্ষণের পর দেখছি সাল্লে। (প্রকাশে) আজ্ঞে—শ্রীমতী ভগবতীর গীত আর—বোপদেবের বিন্দা দূতী।

কর্ত্তা। কি বল্লে বাপু?

নব। আজ্ঞে, উনি বল্‌ছেন, শ্রীমদ্ভগবগীতা আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ।

কর্ত্তা। জয়দেব? আহা হা, কবিকুল-তিলক, ভক্তিরস-সাগর।

কালী। জ্যেঠা মহাশয়, যদি আজ্ঞে হয়, তবে এক্ষণে আমরা বিদায় হই।

কর্ত্তা। কেন, বেলা দেখছি এখনো পাঁচটা বাজে নি, তা তোমরা, বাপু, এত সকালে যাবে কেন?

কালী। আজ্ঞে, আমরা সকাল সকাল কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর্‌বো বলে সকালে যেতে চাই, অধিক রাত্রি জাগ্‌লে পাছে বেমো-টেমো হয়, এই ভয়ে সকালে মীট্ করি।

কর্ত্তা। তোমাদের সভাটা কোথায় বাপু?

কালী। আজ্ঞে, সিক্‌দার পাড়ার গলিতে।

কর্ত্তা। আচ্ছা বাপু, তবে এসো গে। দেখো যেন অধিক রাত্রি করো না।

নব এবং কালী। আজ্ঞে না। [উভয়ের প্রস্থান।

কর্ত্তা। (স্বগত) এই কলিকাতা সহর বিষম ঠাঁই, তাতে করে ছেলেটিকে কি একলা পাঠ্‌য়ে ভাল কল্যেম ? (চিন্তা করিয়া) একবার বাবাজীকে পাঠ্‌য়ে দি না কেন, দেখে আসুক ব্যাপারটাই কি ? আমার মনে যেন কেমন সন্দেহ হচ্চে যে নবকে যেতে দিয়ে ভাল করি নাই। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সিক্‌দার পাড়া স্ট্রীট।

(বাবাজীর প্রবেশ।)

বাবাজী। (স্বগত) এই ত সিক্‌দার পাড়ার গলি, তা কই ? নব বাবুর সভাভবন কই ? রাধেকৃষ্ণ ! (পরিক্রমণ।) তা, দেখি, এই বাড়ীটিই বুঝি হবে। (দ্বারে আঘাত।)

নেপথ্যে। তুমি কে গা ? কাকে খুঁজচো গা ?

বাবাজী। ও গো, এই কি জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বাড়ী ?

নেপথ্যে। ও পুঁটি ! দেক্‌তো লা, কোন্ বেটা মাতাল এসে বুঝি দরজায় ঘা মাচ্চে ? ওর মাথায় খানিক জল ঢেলে দে তো।

বাবাজী। (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছে। হায়, এত দিনের পর কি মাতাল হলেম !

নেপথ্যে। তুই বেটা কে রে ? পালা, নইলে এখনি চৌকিদার ডেকে দেবো।

বাবাজী। (বেগে পরিক্রমণ করিয়া সরোষে) কি আপদ্ ! রাধেকৃষ্ণ ! কর্ত্তা মহাশয়ের কি আর লোক ছিল না, যে তিনি আমাকেই এ কর্ম্মে পাঠালেন ? (পরিক্রমণ।) এই দেখছি একজন ভদ্রলোক এ দিকে আস্‌ছে, তা একেই কেন জিজ্ঞাসা করি নে।

(একজন মাতালের প্রবেশ।)

মাতাল। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) ওগো, এখানে কোথা যাত্রা হচ্চে গা ?

বাবাজী। তা বাবা আমি কেমন করে বল্‌বো ?

মাতাল। সে কি গো ? তুমি না সং সেজেচ ?

বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ !

মাতাল। তবে, শালা, তুই এখানে কচ্ছিস্ কি! হাঃ শালা! [প্রস্থান।

বাবাজী। কি সর্ব্বনাশ! বেটা কি পাষণ্ড গা? রাধেকৃষ্ণ! এ গলিতে কি কোন ভদ্রলোক বসতি করে গা?—এ আবার কি? (অবলোকন করিয়া) আহাহা, স্ত্রীলোক দুটি যে দেখ্‌তে নিতান্ত কদাকার তা নয়। এঁরা কে?—হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ। (একদৃষ্টে অবলোকন।)

(দুই জন বারবিলাসিনীর পশ্চাতে দৃষ্টি করিতে করিতে প্রবেশ।)

প্রথম। ওলো বামা, গুরো পোড়ারমুখোর আক্কেল দেখলি? আমাদের সঙ্গে যাচ্চি বলে আবার কোথায় গেল?

দ্বিতীয়। তবে বুঝি আস্তে আস্তে পদীর বাড়ীতে ঢুকেচে। তোর যেমন পোড়া কপাল, তাই ও হতভাগাকে রেখেচিস্। আমি হলে এত দিনে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় কর্ত্তুম।

প্রথম। দাঁড়া না, বাড়ী যাই আগে। আজ মুড়ো খেঙ্গরা দে বিষ ঝাড়বো। আমি তেমন বান্দা নই বাবা। এই বয়েসে কত শত বেটার নাকের জলে, চক্ষের জলে করে ছেড়েচি। চল্ না, আগে মদনমোহন দেখে আসি; এসে ওর শ্রাদ্ধ কর্‌বো এখন।

দ্বিতীয়। তুই যদি তাই পার্‌বি তা হলে আর ভাবনা কি—ও থাকি, ঐ মোল্লার মত কাচা খোলা কে একটা দাঁড়্যে রয়েছে, দেখ্?

প্রথম। হ্যাঁ তো, হ্যাঁ তো। এই যে আমাদের দিকে আস্‌চে। ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরিগী ঠাকুর! ঐ যে কুঁড়োজালি হাতে আছে। (হাস্য করিয়া) আহাহা, মিনুষের রকম দেখ্‌না—যেন তুলসীবনের বাঘ।

বাবাজী। (নিকটে আসিয়া) ওগো, তোমরা বল্‌তে পার, এখানে জ্ঞান-তরঙ্গিণী সভা কোথা?

দ্বিতীয়। তরঙ্গিণী আবার কে? (থাকিকে ধারণ করিয়া হাস্য) বাবাজী, তরঙ্গিণী তোমার বষ্টুমীর নাম বুঝি?

প্রথম। আহা, বাবাজী, তোমার কি বষ্টুমী হার্‌য়েচে? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? যা হবার তা হয়েচে, কি করবে ভাই? এখন আমাদের সঙ্গে আস্‌বে তো বল?—কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি?

দ্বিতীয়। কেন পারব না? পাঁচ সিকে পেলেই পারি। কি বল, বাবাজী?

প্রথম। বাবাজী আর বলবেন কি! চল্ আমরা বাবাজীকে হরিবোল দিয়ে নিয়ে যাই। বল হরি, হরিবোল।

বাবাজী। (স্বগত) কি বিপদ্! রাধেকৃষ্ণ! (প্রকাশে) না বাছা, তোমরা যাও, আমার ঘাট্ হয়েছে।

দ্বিতীয়। হেঁ, আমার যাব বই কি? তোমার তো সেই তরঙ্গিণী বই আর মন উঠবে না? তা, আমরা যাই, আর তুমি এইখানে দাঁড়্যে দাঁড়্যে কাঁদ।

(বাবাজীর মুখের নিকট হস্ত নাড়িয়া) "সাধের বষ্টুমী প্রাণ হারিয়েছে আমার।"

[দুই জন বারবিলাসিনীর প্রস্থান।

বাবাজী। আঃ, কি উৎপাত! এত যন্ত্রণাও আজ কপালে ছিল!—কোথাই বা সভা আর কোথাই বা কি? লাভের মধ্যে কেবল আমারই যন্ত্রণা সার। (পরিক্রমণ করিয়া) যদি আবার ফিরে যাই তা হলে কর্ত্তাটি রাগ করবেন। আমি যে ঘোর দায়ে পড়লেম! এখন করি কি? (চিন্তাভাবে অবস্থিতি, পরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) হেঁ্যা, ভাল হয়েচে, এই একটা মুস্কিল আসান আস্‌চে, ওর পিছনের আলোয় আলোয় এই বেলা প্রস্থান করি—না—ও মা, এ যে, সারজন সাহেব, রোঁদ ফিরতে বেরিয়েচে দেখ্‌চি; এখানে চুপ করে দাঁড়্যে থাকলে কি জানি যদি চোর বল্যে ধরে? কিন্তু এখন যাই কোথা? (চিন্তা) তাই ভাল, এই আড়ালে দাঁড়াই—ও মা, এই যে এসে পড়্‌লো। (বেগে পলায়ন।)

(সারজন ও চৌকিদারের আলোক লইয়া প্রবেশ।)

সার। হাল্লো! চওকীডার! এক আডমি ওটার ডৌড়কে গিয়া নেই?

চৌকি। নেই ছাব, হাম তো কুচ নেহি দেখা।

সার। আলবট্ গিয়া, হাম্ ডেকা। টোম্ জল্‌ডী ডওড়কে যাও, উষ্টরফ ডেকো, যাও—যাও—জল্‌ডী যাও, ইউ শুওর!

চৌকি। (বেগে অন্য দিকে গমন করিতে করিতে) কোন্ হ্যয় রে, খাড়া রও।

সার। ড্যাম ইউর আইজ—ইটার, ইউ ফুল!

চৌকি। (ভয়ে) হাঁ ছাব, ইধর্। [বেগে প্রস্থান।

সার। (ক্রোধে) আ! ইফ আই ক্যেন্ ক্যেচ হিম—

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—উহুহুহুহু—

নেপথ্যে। আমি যাচ্চি বাবা, আর মারিস্‌নে বাবা, দোহাই বাবা, তোর পায়ে পড়ি বাবা!

নেপথ্যে। শালা চোট্টা, তোমারা ওয়াস্তে দৌউড়কে হামারা জান গিয়া।

নেপথ্যে। উহুঁহুঁহুঁহুঁ—বাবা, আমি চোর নই বাবা, আমি ভেকধারী বৈষ্ণব, বাবা!

(বাবাজীকে লইয়া চৌকিদারের প্রবেশ)

সার। আ ইউ, টোম্ চোট্টা হ্যয়?

বাবাজী। (সত্রাসে) না সাহেব বাবা, আমি কিছু জানিনে, আমি—গ্যে, গ্যে, গ্যে,—

সার। হ্যেং ইওর গ্যে, গ্যে, গ্যে,—চুপরাও, ইউ ব্লডি নিগর! ডেকলাও টোমারা ব্যেগমে কিয়া হ্যয়। (বলপূর্ব্বক মালা গ্রহণ করিয়া আপনার গলায় পরিধান) হা, হা, হা, হা! বাপরে বাপ,—হাম বড়া হিণ্ডু হুয়া, রাঢে কিস্‌ডে, হা, হা, হা!

বাবাজী। (সত্রাসে) দোহাই সাহেব মহাশয়, আমি গরিব বৈষ্ণব, আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ছেড়ে দেও।—(গমনোদ্যত।)

চৌকি। খাড়া রও, শালা।

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—দোহাই কোম্পানির!

সার। হোল্ড ইউর টং, ইউ ব্ল্যাকব্রুট্। ইয়েহ্ ব্যেগমে আওর কিয়া হ্যায় ডেকেগা! (ঝুলি বলপূর্ব্বক গ্রহণ এবং চারি টাকা ভূতলে পতন।)

সার। দেট্স্ রাইট! ইউ স্থটী ডেভল্। কেস্কা চোরি কিয়া? (চৌকিদারের প্রতি) ওস্কো ঠানেমে লে চলো।

বাবাজী। দোহাই সাহেবের, আমি চুরি করি নি, আমাকে ছেড়ে দেও—দোহাই ধর্ম্ম-অবতার, আমি ও টাকা চাইনে।

সার। সো নেই হোগা, টোম্ ঠানেমে চলো—কিয়া? টোম্ যাগে নেই? আলবট্ যানে হোগা।

চৌকি। চল্‌বে, থানেমে চল্!

বাবাজী। দোহাই কোম্পানির—আমি টাকাকড়ি কিছুই চাই নে; তুমি বরঞ্চ টাকা নিয়ে যা ইচ্ছে হয় কর বাবা, কিন্তু আমাকে ছেড়ে দেও, বাবা।

সার। (হাস্যমুখে) কিয়া? টোম্ নেই মাংটা। (আপন জেবে টাকা রাখিয়া চৌকিদারের প্রতি) ওয়েল্ দেন, হাম্ ডেক্‌টা ওস্কা কুচ্ কসুর নেই, ওস্কো ছোড় দেও।

বাবাজী। (সোল্লাসে) জয় মহাপ্রভু।

চৌকি। (বাবাজীর প্রতি জনান্তিকে) তোম্ হাম্‌কো তো কুচ দিয়া নেহি—আচ্ছা যাও, চলা যাও।

বাবাজী। না দাদা, আমি একবার জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় যাব।

চৌকি। হাঁ হাঁ, ঐ বাড়ীমে—ও বড় মজা কি জাগ্‌গা হ্যেয়।

সার। ডেকো চৌকিডার, রোপেয়াকা বাট্—(ওষ্ঠে অঙ্গুলি প্রদান।)

চৌকি। যো হুকুম, খাবিন্।

সার। মম্ ইজ দি ওয়ার্ড, মাই বয়! আবি চলো।

[সারজন ও চৌকিদারের প্রস্থান।

বাবাজী। রাধেকৃষ্ণ! আঃ বাঁচ্‌লেম; আজ, কি কুলগ্নেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলেম। ভাগ্যে টাকা সঙ্গে ছিল, আর সারজন বেটারও হাতপাতা রোগ আছে, তাই রক্ষে—নইলে আজকে কি হাজতেই থাকতে হতো, না কি হতো, কিছু বলা যায় না।

(হোটেল বাক্স লইয়া দুই জন মুটিয়ার প্রবেশ।)

এ আবার কি? রাধেকৃষ্ণ—কি দুর্গন্ধ! এ বেটারা এখানে কি আনৃছে? (অন্তে অবস্থিতি।)

প্রথম। ইঃ, আজ যে কত চিজ্ পেটিয়েচে তার হিসাব নাই, মোর গর্দানটা যেন বেঁকে যাচ্চে।

দ্বিতীয়। দেখ্ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলে। বেটারগো কি আরামের দিন ভাই!

প্রথম। মর বেকুফ! ও হারামখোর বেটারগো কি আর দিন আছে? ওরা না মানে আল্লা, না মানে দ্যেবতা।

দ্বিতীয়। লেকিন্ ক্যেবল এই গরুখেগো বেটারগোর দৌলতেই মোগর পোঁচঘর এত ফেঁপে ওট্‌তেচে; সাম হলেই বেটারা বাদুড়ের মাফিক ঝাঁকে ঝাঁকে আস্যে পড়ে; আর কত যে খায়, কত যে পিয়ে যায়, তা কে বল্‌তি পারে?

প্রথম। ও কাদের মেঁয়া, মোদের কি সারা রাত এহানে দেঁড়িয়ে থাক্তি হবে? দরওয়ানজীকে ডাকে না। ও দরওয়ানজী! এ মাড়ুয়াবাদি শালা গেল কোহানে? ও দারওয়ানজী; দরওয়ানজী!

নেপথ্যে। কোন্ হেয় রে?

প্রথম। মোরা পোঁচঘরের মুটে গো।

নেপথ্যে। আও, ভিতর চলে আও। [মুটিয়াগণের প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এসব কিসের বাক্স? উঃ, থু,থু, রাধেকৃষ্ণ! আমি তো এ জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার বিষয় কিছুই বুঝ্‌তেপাচ্চিনা।

নেপথ্যে। বেল ফুল!

নেপথ্যে। চাই বরোফ!

(মালী এবং বরফ্‌ওয়ালার প্রবেশ।)

মালী। বেলফুল,—ও দরওয়ানজী, বাবুরা এসেচে?

নেপথ্যে। না, আবি আয়া নেহি, থোড়া বাদ আও।

বরফ। চাই বরোফ—কি গো দরওয়ানজী?

নেপথ্যে। তোম্‌ভি থোড়া বাদ আও। [মালী এবং বরফওয়ালার প্রস্থান।

বাবাজী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ, আমি তো এর কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।

নেপথ্যে দূরে। বেলফুল—চাই বরোফ!

(যন্ত্রিগণ সহিত নিতম্বিনী আর পয়োধরীর প্রবেশ।)

নিত। কাল্ যে ভাই কালীবাবু আমাকে ব্রোণ্ডি খাইয়েছিল—উঃ, আমার মাথাটা যেন এখনো ঘুচ্চে। আজ যে ভাই, আমি কেমন করে নাচবো তাই ভাব্‌চি।

পয়ো। আমার ওখানে সদানন্দ বাবু কাল ভারী ধুম লাগিয়েছিল। আজ-কাল সদানন্দ ভাই খুব তোয়ের হয়ে উঠেছে। এমন ইয়ার মানুষ আর দুটি পাওয়া ভার।

যন্ত্রী। চল, ভিতরে যাওয়া যাউক। ও দরওয়ানজী!

নেপথ্যে। কোন্ হ্যায়?

পয়ো। বলি আগে দুয়র খোলো, তার পরে কোন্ হ্যায় দেখ্‌তে পাবে এখন।

নেপথ্যে। ওঃ, আপ্‌লোক হ্যায়, আইয়ে। [যন্ত্রিগণ ইত্যাদির প্রস্থান।

বাবাজী। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) এ কি চমৎকার ব্যাপার! এরা ত কশ্‌বী দেখ্‌তে পাচ্চি। কি সর্ব্বনাশ! আমি এতক্ষণে বুঝ্‌তে পাচ্চি, কাণ্ডটা কি। নবকুমারটা দেখ্‌চি একবারে বয়ে গেছে। কর্ত্তা মহাশয় এ সব কথা শুনলে কি আর রক্ষে থাক্‌বে?

(নববাবু ও কালীবাবুর প্রবেশ।)

নব। হা, হা, হা—শ্রীমতী ভগবতীর গীত! তোমার ভাই কি চমৎকার মেমরি! হা, হা, হা—

কালী। আরে ও সব লক্ষ্মীছাড়া বই কি আমি কখন খুলি না পড়ি, যে মনে থাক্‌বে?

নব। (বাবাজীকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ যে বাবাজী হে! কেমন ভাই কালী, আমি বলেছিলাম কি না যে কর্ত্তা একজন না একজনকে অবশ্য আমার পেছনে পেছনে পাঠাবেন; যা হোক্, একে যে আমরা দেখতে পেলেম এই আমাদের পরম ভাগ্য বল্‌তে হবে।

কালী। বল তো বৈষ্ণব শালাকে ধরে এনে একটু ফাউল কাটলেট কি মটন চপ খাইয়ে দি—শালার জন্মটা সার্থক হউক।

নব। চুপ কর হে, চুপ কর। এ ভাই ঠাট্টার কথা নয়। (অগ্রসর হইয়া) কি গো, বাবাজী যে? তা আপনি এখানে কি মনে করে?

বাবাজী। না, এমন কিছু না, তবে কি না একটা কর্ম্মবশতঃ এই দিগ্‌ দিয়ে যাচ্‌ছিলেম, তাই ভাবলেম যে নববাবুদের সভাভবনটি একবার দেখে যাই।

নব। বটে বটে? চলুন, তবে ভিতরে চলুন।

কালী। (জনান্তিকে নবকুমারের প্রতি) আরে করিস্ কি, পাগল? এটাকে এর ভিতরে নে গেলে কি হবে? আমরা ত আর হরিবাসর কত্তে যাচ্চি নে।

নব। (জনান্তিকে কালীর প্রতি) আঃ, চুপ কর না। (প্রকাশে বাবাজীর প্রতি) বাবাজী, একবার ভিতরে পদার্পণ কল্যে ভাল হয় না?

বাবাজী। না বাবু, আমার অন্যত্তরে কর্ম্ম আছে, তোমরা যাও। [প্রস্থান।

কালী। বল ত শালাকে ধাঁ করে ধরে এনে না হয় ঘা দুই লাগিয়ে দি।

নব। দরওয়ান!

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। মহারাজ!

নব। ও লোগ সব আয়া ?

দোবা। জী, মহারাজ।

নব। আচ্ছা তোম যাও।

দোবা। যো হুকুম, মহারাজ। [প্রস্থান।

নব। আজ ভাই দেখচি, এই বাবাজী বেটা একটা ভারি হেঙ্গাম করে বস্‌বে এখন। বোধ করি, ও ঐ মাগীদের ভিতরে ঢুকতে দেখেছে।

কালী। পুঃ, তুমি ত ভারী কাউয়ার্ড হে! তোমার যে কিছু মরাল করেজ নেই। ও বেটাকে আবার ভয় ?—চল।

নব। না হে না, তুমি ভাই এ সব বোঝ না। চল দেখি গে বেটার হাতে কিছু ও-কর্ম্ম করে দিয়ে যদি মুখ বন্ধ কত্যে পারি।

কালী। নন্‌সেন্‌স! তার চেয়ে শালাকে গোটা কতক কিক দিয়ে একবারে বৈকুণ্ঠে পাঠাও না কেন ? ড্যাম্‌ দি ব্রুট্‌। ও শালাকে এ পৃথিবীতে কে চায় ? ওর কি আর কোন মিশন্‌ আছে ?

নব। দূর পাগল, এ সব ছেলেমানুষের কর্ম্ম নয়। চল, আমরা দুই জনেই ওর কাছে যাই। [উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

সভা।

কতিপয় বাবুর প্রবেশ।

চৈতন। নব আর কালী যে আজ এত দেরী করছে, এর কারণ কি ?

বলাই। আমি তা কেমন করে বলবো ? ওহে, ওদের কথা ছেড়ে দেও, ওরা সকল কর্ম্মেই লীড নিতে চায়, আর ভাবে যে আমরা না হলে বুঝি আর কোন কর্ম্ম'ই হবে না।

শিবু। যা বল ভাই, কিন্তু ওরা দুজনে লেখাপড়া বেশ জানে।

বলাই। বিটুইন্‌ আওয়ার্‌সেল্‌ভস্‌, এমন কি জানে ?

মহেশ। হাঁ, হাঁ, সকলেরই বিদ্যা জানা আছে। সে দিন যে নব একখানা চিঠি লিখেছিল, তা তো দেখেইছো, তাতে লিগুলি মরের যে দুর্দ্দশা তা তো মনে আছে ?

বলাই। এতেও আবার প্রাইড্‌টুকু দেখেছো? কালী আবার ওর চেয়ে এককাটি সরেস।

চৈতন। আঃ! তারা ফ্রেণ্ড মানুষ, ও সকল কথায় কাজ কি? বিশেষ ওরা আছে বলে তাই আজও সভা চল্‌ছে—তা জান?

মহেশ। তা টুরুথ্‌ বল্‌বো, তার আর ফ্রেণ্ড কি?

বলাই। আচ্ছা, সে কথা যাউক্; আমরাও ত মেম্বর বটে, তবে তাদের দুজনের জন্যে আমাদের ওএট করবার আবশ্যক কি?

শিবু। তাই তো। আমাদের তো কোরম্ হয়েছে, তবে এখন সভার কর্ম্ম আরম্ভ করা যাউক্ না কেন?

মহেশ। হিয়র, হিয়র, আমি এ মোশন্ সেকেণ্ড করি।

বলাই। হা,হা, হা, এতে দেখছি কারো অবজেক্‌শন নাই, একবারে নেম্ কন্—ব্রাভো! হা, হা, হা!

মহেশ। (ঘড়ি দেখিয়া) নটা বাজতে কেবল পাঁচ মিনিট বাকী আছে, বোধ করি নব আর কালী আজ এলো না, তা আমি চৈতন বাবুকে চ্যারম্যান প্রোপোজ করি।

সকলে। হিয়র, হিয়র!

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া জেন্টেলমেন, আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে যে পদে নিযুক্ত কল্যেন, তার কর্ম্ম আমি যতদূর পারি প্রাণপণে চালাতে কসুর করবো না—নাউ টু বিজ্‌নেস্।

সকলে। হিয়র, হিয়র! (করতালি।)

চৈতন। (উচ্চৈঃস্বরে) খানসামা—বেয়ারা—

নেপথ্যে। জী, আজ্ঞে।

চৈতন। গোটা দুই ব্রাণ্ডি আর তামাক নে আয়। (উপবিষ্ট হইয়া) যদি কারো বিয়ার খেতে ইচ্ছে হয় তো বল।

বলাই। এমন সময়ে কোন্ শালা বিয়ার খায়?

সকলে। হিয়র, হিয়র!

(খানসামা এবং বেয়ারার মদ্য এবং তামাক লইয়া প্রবেশ।)

চৈতন। সব্ বাবু লোক্‌কো সরাব দেও, (সকলের মদ্যপান) আর বোতল গ্লাস সব হিঁয়া ধর্ দেও।

খান। আচ্ছা বাবু। [বোতল ইত্যাদি রাখিয়া প্রস্থান।

চৈতন। বেয়ারা—ঐ খেম্‌টাওয়ালীদের ডেকে দে তো। আর দেখ, খানিকটে বরফ্ আন্।

বেয়ারা। যে আজ্ঞে [প্রস্থান।

বলাই। আমি আমাদের নতুন চেয়ারম্যানের হেল্‌থ দিতে চাই।

সকলে। হিয়র, হিয়র, (মদ্যপান করিয়া) হিপ্, হিপ্, হুরে, হুরে।

(নিতম্বিনী, পয়োধরী এবং যন্ত্রিগণের প্রবেশ।)

চৈতন। আরে এসো, বসো! কেমন ভাই, চিন্‌তে পার? তবে ভাল আছ তো? (সকলের উপবেশন।)

নিত। যেমন রেখেছেন।

চৈতন। আমি আর তোমাকে রেখেছি কই, আমার কি তেমন কপাল?

সকলে। ব্রাভো, হিয়র! (করতালি।)

চৈতন। ও পয়োধরি, একটু এদিকে সরে বসো না।

পয়ো। না, আমি বেশ আছি।

চৈতন। (দ্বিতীয়ের প্রতি) বলাইবাবু, এঁদের একটু কিছু খাওয়াও না।

বলাই। এই এসো। (সকলের মদ্যপান।)

শিবু। (চতুর্থের প্রতি) ও শালা, তুই ঘুমুচ্চিস না কি?

মহেশ। (হাই তুলিয়া) না হে, তা নয়, ঘুমুবো কেন?—নব আসে নি বটে?

সকলে। (হাস্য করিয়া) ব্রাভো, ব্রাভো, ব্রাভো।

চৈতন। (পয়োধরীর হস্ত ধারণ করিয়া) একটি গাও না ভাই।

পয়ো। এর পর হলে ভাল হয় না?

চৈতন। না না, পরে আবার কেন? শুভকর্ম্মে বিলম্বে কাজ কি?

পয়ো। আচ্ছা, তবে গাই, (যন্ত্রিদিগের প্রতি) আড়খেম্‌টা।

গীত

(রাগিণী শঙ্করা, তাল খেম্‌টা)

এখন্ কি আর্ নাগর্ তোমার্
আমার্ প্রতি, তেমন্ আছে।
নূতন্ পেয়ে পুরাতনে
তোমার্ সে যতন্ গিয়েছে॥
তখন্‌কার ভাব থাক্‌তো যদি,
তোমায় পেতেম্ নিরবধি,
এখন্, ওহে গুণনিধি,
আমায় বিধি বাম্ হয়েছে।
যা হবার্ আমার হবে,
তুমি তো হে সুখে রবে,
বল দেখি শুনি তবে,
কোন্ নূতনে মন্ মজেছে॥

সকলে। কিয়াবাৎ, সাবাস্, বেঁচে থাক বাবা, জীতা রও বাবা!

চৈতন। ও বলাইবাবু, তুমি কেমন সাকী হে?

বলাই। সাকী আবার কি?

চৈতন। যে মদ দেয়, তাকে পার্‌সীতে সাকী বলে।

শিবু। (গাইয়া) "গর্ ইয়ার নহো সাকী।" তা, এসো। (সকলের মদ্যপান।)

চৈতন। চুপ কর তো, কে যেন উপরে আস্‌চে না?

বলাই। বোধ করি নব আর কালী—

(নব এবং কালীর প্রবেশ।)

সকলে। (গাত্রোত্থান করিয়া) হিপ্, হিপ্, হুরে!

কালী। (প্রমত্তভাবে) হুরে, হুরে।

নব। বসো ভাই, সকলে বসো। (সকলের উপবেশন) দেখ ভাই, আজ আমাদের এক্‌সকিউজ কত্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম্ম ছিল বলে তাই আস্‌তে দেরী হয়ে গেছে।

শিবু। (প্রমত্তভাবে) হ্বাট্‌স এ লাই।

নব। (ক্রুদ্ধভাবে) হোয়াট! তুমি আমাকে লাইয়র বল? তুমি জান না, আমি তোমাকে এখনি শুট কর্‌বো?

চৈতন। (নবকে ধরিয়া বসাইয়া) হাঃ, যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লীং কথা নিয়ে মিছে ঝগড়া কেন?

নব। ট্রাইফ্লীং?—ও আমাকে লাইয়র বল্‌লে—আবার ট্রাইফ্লীং? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বল্‌লে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বল্‌লে না কেন? তাতে কোন্ শালা রাগতো? কিন্তু—লাইয়র—এ কি বরদাস্ত হয়?

চৈতন। আরে যেতে দেও, ও কথার আর মেন্‌শন করো না। (উপবেশন করিয়া।)

নব। কি গো পয়োধরি, নিতম্বিনি, তোমরা ভাল আছ তো?

পয়ো। হাঁ, আমরা তো আছি ভাল, কিন্তু তোমায় যে বড় ভাল দেখ্‌চি নে—এখন তোমাকে ঠাণ্ডা দেখলে বাঁচি।

নব। আমি তো ঠাণ্ডাই আছি, তবে এখন গরম হবো—ওহে বলাই, একটু ব্রোণ্ডি দেও তো।

সকলে। ওহে, আমাদের ভুলো না হে! (সকলের মদ্যপান।)

নব। ওহে কালী, তুমি যে চুপ করে রয়েচো।

কালী। আমি বৈষ্ণব শালার ব্যবহার দেখে একবারে অবাক্ হয়েচি। শালা এ দিকে মালা ঠক্‌ঠক্ করে, আবার ঘুষ খেয়ে মিথ্যে কথা কইতে স্বীকার পেলে? শালা কি হিপক্রীট।

নব। মরুক, সে থাক্। ও পয়োধরি, তোমরা একবার ওঠ না, নাচটা দেখা যাক্।

সকলে। না না, আগে তোমার ইস্‌পীচ।

নব। (গাত্রোত্থান করিয়া) আচ্ছা, জেণ্টেলম্যেন; আপনারা সকলে এই দেয়ালের প্রতি একবার চেয়ে দেখুন; এই যে কয়েকটি অক্ষর দেখচেন, এই সকল একত্র করে পড়লে "জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা" পাওয়া যায়।

সকলে। হিয়র, হিয়র।

নব। জেণ্টেলম্যেন, এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা—আমরা সকলে এর মেম্বর—আমরা এখানে মীট করে যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি—এণ্ড উই আর জলি গুড ফেলোজ্।

সকলে। হিয়র, হিয়র, উই আর জলি গুড ফেলোজ।

নব। জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরিস্টিশনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েচি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এ দেশের সোশিয়াল রিফরমেশন যাতে হয়, তার চেষ্টা কর।

সকলে। হিয়র, হিয়র।

নব। জেণ্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয়।

সকলে। হিয়র, হিয়র।

নব। কিন্তু জেণ্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল্ অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যে খুসি, সে তাই কর। জেণ্টেলম্যেন, ইন্ দি নেম অব ফ্রীডম, লেট্ অস্ এঞ্জয় আওরসেলভস্! (উপবেশন।)

সকলে। হিয়র, হিয়র, হিপ্, হিপ্, হুরে, হু—রে; লিবরটি হল—বি ফ্রি—লেট অস্ এঞ্জয় আওরসেল্‌ভস্।

নব। ওহে বলাই, একবার সকলকে দেও না।

বলাই। আচ্ছা,—এই এসো (সকলের মদ্যপান)।

নব। তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক্। কম্, ওপেন্ দি বল, মাই বিউটিস্।

পয়ো, নিত। (নৃত্য এবং গীত।)

নব। কিয়াবাৎ, জীতা রও।—বেঁচে থাক, ভাই।

কালী। হুরে,—জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্।

সকলে। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা ফর এভর্। (করতালি।)

নব। চল ভাই, এখন সপর টেবিলে যাওয়া যাউক।

চৈতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) থ্রী চিয়ার্স ফর আমাদের চ্যারম্যান—

সকলে। হিপ্, হিপ্, হিপ্—হুরে! হু—রে—হুরে!

নব। ও পয়োধরি, তুমি ভাই আমার আরম্ নেও।

পয়ো। তোমার কি নেব, ভাই?

নব। এসো, আমার হাত ধর।

কালী। ও নিতম্বিনি, তুমি ভাই, আমাকে ফেভর কর। আহা! কি সফ্‌ট হাত।

সকলে। ব্রাভো! (করতালি।) [যন্ত্রিগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

তবলা। ও ভাই, দেখ তো, ও বোতলটায় আর কিছু আছে কি না।

বেহালা। কৈ, দেখি! হ্যাঁ, আছে। এই নেও। [উভয়ের মদ্যপান।)

তবলা। আঃ, খাসা মাল যে হে।

নেপথ্যে। হিপ্, হিপ্, হুরে।

বেহালা। চল ভাই এক ছিলিম গাঁজার চেষ্টা দেখি গিয়ে—এ ব্র্যাণ্ডিতে আমাদের সানে না। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবকুমার বাবুর শয়ন-মন্দির।

প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা এবং হরকামিনী আসীন।

প্রসন্ন। এই নেও—

নৃত্য। কি খেললে ভাই?

প্রসন্ন। চিড়িতনের দহলা।

নৃত্য। আরে মলো, চিড়িতন যে রঙ, রূপ খেল্‌লি কেন?

প্রসন্ন। তুই, ভাই, মিছে বকিস্ কেন? হাতে রঙ না থাকে, পাশ দে যা

নৃত্য। এই এসো, আমি টেক্কা মার্‌লেম।

হর। এই নেও।

নৃত্য। ও কি ও, পাশ দিলে যে?

হর। হাতে রূপ না থাক্‌লে পাশ দেবো না ত কি কর্‌বো?

নৃত্য। এসো কমল, এবার ভাই তোমার খেলা।

কমলা। আমি ভাই বিবি দিলেম।

নৃত্য। মর্, ও যে আমাদের পিট, তুই বিবি দিলি কেন?

কমলা। বাঃ. বিবি দেবো না তো কি? সায়েব কোথা?

নৃত্য। এই যে সায়েব আমার হাতে রয়েছে—?

কমলা। আমি তো ভাই আর জান নই।

নৃত্য। মর ছুঁড়ি, খেলার ইসারায় বুঝতে পারিস্ নে ? তোর মোতন বোকা মেয়ে তো আর দুটি নাই লা, তুই যদি তাস খেলতে না পারিস্, তবে খেল্‌তে আসিস্ কেন ?

কমলা। কেন, খেল্‌তে পার্‌বো না কেন ?

নৃত্য। একে কি কেউ খেলা বলে ? তুই আমার টেক্কার উপর বিবি দিলি !

কমলা। কেন ? বিবিটে ধরা গেলে বুঝি ভাল হতো ?

হর। আর ভাই, মিছে গোল করিস্ কেন ?

নৃত্য। (কমলার প্রতি) কি আপোদ্, যখন সায়েব আমার হাতে আছে, তখন তোর আর ভয় কি ?

কমলা। বস্, তুই পাগল হলি না কি লো ? তোর হাতে সায়েব, তা আমি টের পাব কেমন করে লা ?

নৃত্য। তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জান্‌তিস্ তবে অবিশ্যি টের পেতিস।

কমলা। ও প্রসন্ন, শুন্‌লি তো ভাই, এমন কি কখনও হয় ? বিবি ধরা গেমে—বিবি পালাবার বাগ পেলে কি কেউ তা ছাড়ে ?

নেপথ্যে। ও প্রসন্ন—

প্রসন্ন। চুপ্ কর্ লো, চুপ্ কর্, ঐ শোন্, মা ডাকচেন—

নেপথ্যে। ও বোউ—

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) কি মা—

নেপথ্যে। ওলো, তোরা ওখানে কি কর্‌চিস্ লা ?

প্রসন্ন। (উচ্চস্বরে) আমরা মা, দাদার বিছানা পাড়চি।

হর। ও ঠাকুরঝি ! তাস যোড়াটা ভাই নুকোও, ঠাকরুণ দেখতে পেলে আর রক্ষে থাক্‌বে না।

প্রসন্ন। (তাস বালিশের নীচে গোপন করিয়া) আয় ভাই, আমরা সকলে এই চাদরখানা ধরে ঝাড়্‌তে থাকি ; তা হলে মা কিছু টের পাবেন না।

নৃত্য। আরে মলো—আবার টেক্কা—

কমলা। আরে, তাতে বয়ে গেল কি ? সায়েব কি বিবি ধরতে পারে না ?

হর। তোদের পায়ে পড়ি ভাই, চুপ কর্, ঐ দেখ, ঠাকুরুণ উপরে আস্‌চেন। ধর্, সকলে মিলে এই চাদরখানা ধর্।

(গৃহিণীর প্রবেশ।)

গৃহিণী। ওলো, তোরা এখানে কি কর্‌চিস্ লা ?

প্রসন্ন। এই যে মা, আমরা দাদার বিছানা পাড়চি।

গৃহিণী। ওমা, তোদের কি সন্ধ্যা অবধি একটা বিছানা পাড়্‌তে গেল ?

তা হবে না কেন ? তোরা এখন সব কলিকালের মেয়ে কি না।

নৃত্য। কেন জেঠাইমা, আমরা কলিকালের মেয়ে কেন ?

গৃহিণী। আর তোরা দেখচি একবারে কুড়ের সদ্দার হয়ে পড়েচিস্। ভাগ্যে আজ নব বাড়ী নেই, তা নৈলে তো সে এতক্ষণে শুতে আস্‌তো।

প্রসন্ন। হ্যাঁ মা, দাদা আজ কোথায় গেছেন গা ?

গৃহিণী। ঐ যে রামমোহন রায়—না—কার কি সভা আছে—?

কমলা। ছোটদাদা কি তবে তাঁর জ্ঞানতরঙ্গিণী সভায় গেছেন ?

হর। (জনান্তিকে প্রসন্নের প্রতি) তবেই হয়েচে! ও ঠাকুরঝি, আজ দেখচি তোর ভারী আহ্লাদের দিন! দেখ্, হয়তো তোর দাদা আজ আবার এসে তোকে নিয়ে সেই রকম রঙ্গ বাধায়।

গৃহিণী। বউমা কি বলছে, প্রসন্ন ?

নেপথ্যে। ও বেমোল, মা ঠাক্‌রুণ কোথায় গো ? কত্তা মশায় বৈটকখানা থেকে উঠেছেন।

গৃহিণী। তবে আমি যাই, তোরা মা বিছানা করে শীঘ্র নীচে আয়।

হর। (সহাস্যবদনে) ও ঠাকুরঝি ? বল্ না যে, সে দিন তোর ভাই কি করেছিল ?

প্রসন্ন। আঃ, ছি!

নৃত্য। কেন, কেন, কি করেছিল ? বল না কেন, ভাই ?

হর। (সহাস্যবদনে) বল না ঠাকুরঝি ?

প্রসন্ন। না, ভাই, তুই যদি আমাকে এত বিরক্ত করিস্, তবে এই আমি চল্‌লেম।

নৃত্য। কেন ? বল না কি হয়েছিল ? ও ছোট বউ, তা তুই ভাই বল্!

হর। তবে বল্‌বো ? সে দিন বাবু জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা থেকে ফিরে এসে ঠাকুরঝিকে দেখেই অমনি ধরে ওর গালে একটি চুমো খেলেন; ঠাকুরঝি তো ভাই পালাবার জন্যে ব্যস্ত, তা তিনি বল্‌লেন যে—কেন ? এতে দোষ কি ? সায়েবরা যে বোনের গালে চুমো খায়, আমরা কল্লেই কি দোষ হয় ?

প্রসন্ন। ছিঃ, যাও মেনে, বউ।

নৃত্য। ও মা, ছি! ইংরিজী পড়লে কি লোক এত বেহায়া হয় গা!

হর। আরও শোন্ না, আবার বাবু বলেন কি ?—

প্রসন্ন। তোর দাদা মদ খেয়ে কি করে লো ?

হর। কেন ভাই, সে জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতেও যায় না, আর বোনের গায়েও হাত দেয় না, আর যা করুক; সে যাই হউক, ঠাকুরঝি, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে না কেন! আমি না হয়, বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি; তোর ভাতার তো তোকে একবার মনেও করে না। তা নে, তুই ভাই, তোর দাদাকে নে।

প্রসন্ন। হ্যাঁ, আর তুই গিয়ে তোর দাদাকে নে থাক্।

নেপথ্যে। ছোড় দেও হাম্‌কো।

নেপথ্যে। তোমার পায়ে পড়ি, দাদাবাবু, এত চেঁচ্‌য়ে কথা কয়ো না। কর্ত্তা মশায় ঐ ঘরে ভাত খাচ্চেন।

নেপথ্যে। ডেম কর্ত্তা মশায়। আমি কি কারো তক্কা রাখি?

কমলা। ঐ যে ছোট্‌দাদা আসচেন।

নৃত্য। আয়, ভাই, আমরা লুকুয়ে একটু তামাসা দেখি।

হর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) না ভাই, আমার আর ও সব ভাল লাগে না। আঃ, সমস্ত রাতটা মুখ থেকে পঁ্যাজ আর মদের গন্ধ ভক ভক কর্‌য়ে বেরোবে এখন, আর এমন নাকডাকুনি—বোধ করি মরা মানুষও শুন্‌লে জেগে উঠে! ছি!

কমলা। আয় লো আয়। (সকলের গুপ্তভাবে অবস্থিতি।)

(নববাবুকে লইয়া বৈদ্যনাথের প্রবেশ।)

নব। (প্রমত্তভাবে) বোদে—মাই গুড ফেলো—তোকে আমি রিফর্‌ম্ কত্তে চাই। তুই বুঝ্‌লি?

বোদে। যে আজ্ঞে।

নব। বোদে,—একটা বিয়ার—না, ঐ ব্যাণ্ডি ল্যাও।

বোদে। যে আজ্ঞে, আপনি যেয়ে ঐ বিছানায় বসুন। আমি ব্র্যাণ্ডি এনে দিচ্চি। (স্বগত) দাদাবাবু যদি শীঘ্র ঘুমিয়ে না পড়ে, তবেই দেখচি আজ একটা কাণ্ড হবে এখন। কর্ত্তা এঁকে এমন দেখলে কি আর কিছু বাকী রাখ্‌বেন?

নব। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) ল্যাও—ব্র্যাণ্ডি ল্যাও—জল্‌দি!

বোদে। আজ্ঞে, এই যাই! [প্রস্থান।

নব। (স্বগত) ড্যাম কর্ত্তা—ওল্ড ফুল আর কদ্দিন বাঁচবে? আমি প্রাণ থাকতে এ সভা কখনই এবলিশ কত্তে পার্‌বো না। বুড়ো একবার চোখ বুজ্‌লে হয়, তা হলে আর আমাকে কোন্ শালার সাধ্য যে কিছু বলতে পারে? হা, হা, হা, ওণ্ট আই এঞ্জয় মিসেল্‌ফ? (উচ্চস্বরে) ল্যাও—মদ ল্যাও।

হর। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কি সর্ব্বনাশ। ওলো ঠাকুরঝি—

প্রসন্ন। (ঐ) কি?

হর। ঐ দেখচিস্, কর্ত্তা ঠাকরুণের ঘরে ভাত খেতে বসেচেন।

প্রসন্ন। তা আমি কি কর্‌বো?

হর। তুই, ভাই, কাছে গিয়ে তোর দাদাকে চুপ করতে বল্ না।

প্রসন্ন। (সভয়ে) ওমা, তা তো ভাই আমি পারবো না।

হর। (সহাস্যবদনে) আঃ, তায় দোষ কি? তুই তো ভাই আর কচি

মেয়েটি নোস্, যে বেটাছেলের মুখ দেখলে ডরাবি? যা না লা।

নব। ল্যাও - মদ ল্যাও।

হর। ওমা, কি সর্ব্বনাশ! (অগ্রসর হইয়া) কর কি! কর্ত্তা বাড়ীর ভেতরে ভাত খাচ্ছেন, তা জান?

নব। (সচকিতে) এ কি? পয়োধরী যে! আরে এসো, এসো। এ অভাজনকে কি ভাই তুমি এত ভাল বাস, যে এর জন্যে ক্লেশ স্বীকার করে এত রাত্রে এই নিকুঞ্জবনে এসেছ—হা, হা, হা, এসো, এসো। (গাত্রোত্থান।)

হর। ও ঠাকুরঝি! কি বকচে, বুঝতে পারিস্ ভাই?

প্রসন্ন। (সহাস্যবদনে) ও, ভাই, তোদের কথা, আমি আর ওর কি বুঝবো?

নব। (পরিক্রমণ করিতে করিতে) এসো ভাই, আমি তোমার ডেম্‌ড স্লেভ! এসো—(ভূতলে পতন।)

হর, প্রসন্ন, ইত্যাদি। (অগ্রসর হইয়া) ও মা, এ কি হলো! (ক্রন্দন।)

নেপথ্যে। কেন, কেন, কি হয়েছে?

(গৃহিণীর পুনঃপ্রবেশ।)

গৃহিণী। (নবকুমারকে অবলোকন করিয়া) এ কি, এ কি? এ আমার সোনার চাঁদ যে মাটিতে গড়াচ্চে? ওমা, কি হলো! (ক্রন্দন করিতে করিতে) ওঠো বাবা, ওঠো। ওমা, আমার কি হলো! ওমা, আমার কি হলো! ও প্রসন্ন, তুই ওঁকে একবার শীঘ্র ডেকে আন্ তো লা! [প্রসন্নের প্রস্থান। ওমা, ওমা, আমার কি হলো! (ক্রন্দন।)

নৃত্য। উঃ, জেঠাই মা, দেখ, দাদার মুখ দিয়ে কেমন একটা বদ্ গন্ধ বেরুচ্ছে।

গৃহিণী। উঃ, ছি! তাই তো লো। ওমা, এ কি সর্ব্বনাশ! আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিষ খাইয়ে দিয়েছে না কি? ওমা, আমার কি হবে! (ক্রন্দন।)

(প্রসন্নের সহিত কর্ত্তার প্রবেশ।)

কর্ত্তা। এ কি?

গৃহিণী। এই দেখ, আমার নব কেমন হয়ে পড়েছে। ওমা, আমার কি হবে!

কর্ত্তা। (অবলোকন করিয়া সরোষে) কি সর্ব্বনাশ, রাধেকৃষ্ণ! হা দুরাচার! হা নরাধম! হা কুলাঙ্গার!

গৃহিণী। (সরোষে) একি? বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন কর্য়ে বকচো কেন?

কর্ত্তা। (সরোষে) সোনার নব! হ্যাঁ! ওকে যখন প্রসব করেছিলে, তখন নুন খাইয়ে মেরে ফেলতে পার নি?

নব। হিয়র, হিয়র, হুরে!

গৃহিণী। ওমা, আবার কি হলো! এমন এলোমেলো বকছে কেন? ও মা! ছেলেটাকে তো ভূতে টুতে পায় নি?

কর্ত্তা। তোমার কি কিছুমাত্র জ্ঞান নাই? তুমি দেখতে পাচ্ছ না যে ও লক্ষ্মীছাড়া মাতাল হয়েছে?

নব। হিয়র, হিয়র্।

কর্ত্তা। (সরোষে) চুপ্, বেহায়া, তোর কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই?

নব। ড্যাম লজ্জা, মদ ল্যাও!

কর্ত্তা। শুন্‌লে তো?

গৃহিণী। ওমা, আমার এ দুধের বাছাকে এ সব কে শেখালে গা?

কর্ত্তা। আর শেখাবে কে? এ কল্‌কাতা মহাপাপ নগর—কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্রলোকের বসতি করা উচিত?

গৃহিণী। ওমা, তাইতো, এত কে জানে, মা?

কর্ত্তা। কাল প্রাতেই আমি তোমাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করবো। এ লক্ষ্মীছাড়াকে আর এখানে রেখে কাজ নেই। চল, এখন আমরা যাই, এ বানরটা একটু ঘুমুক!

নব। হিয়র, হিয়র, আই সেকেণ্ড দি রেজোলুশন।

কর্ত্তা। হায়, আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জন্মেছিল!

গৃহিণী। ও প্রসন্ন, ও কমলা, ওলো তোরা মা এখানে একটু থেকে আয়!

[কর্ত্তা এবং গৃহিণীর প্রস্থান।

হর। (অগ্রসর হইয়া) ও ঠাকুরঝি! এই ভাই তোর দাদার দশা দেখ্! হায়, এই কল্‌কাতায় যে আজকাল কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে, তার সীমা নাই। হে বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন?

প্রসন্ন। তা আজ আর নতুন দেখলি না কি? জ্ঞানতরঙ্গিণী সভাতে এই রকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।

হর। তা বই আর কি ভাই? আজকাল কল্‌কাতায় যাঁরা লেখাপড়া শেখেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই কেবল এই জ্ঞানটি ভাল জন্মে। তা ভাই, দেখ্ দেখি, এমন স্বামী থাক্‌লিই বা কি, আর না থাক্‌লিই বা কি? ঠাকুরঝি, তোকে বল্‌তে কি ভাই, সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দে মরি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ছি ছি ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ-মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়?—একেই কি বলে সভ্যতা?

(যবনিকা পতন।)

বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ভক্তপ্রসাদ বাবু, পঞ্চানন বাচস্পতি, আনন্দবাবু, গদাধর, হানিফ্ গাজী, রাম, পুঁটি, ফতেমা (হানিফের পত্নী), ভগী, পঞ্চী।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পুষ্করিণীতটে-বাদামতলা।

(গদাধর এবং হানিফ্ গাজীর প্রবেশ।)

হানি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি, তা আর বল্‌বো কি। তা ভাই, কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্‌লো না। দশ ছালা ধানও বাড়ী আন্‌তি পাল্‌লাম না—খোদাতালার মর্জ্জি!

গদা। বৃষ্টি না হল্যে কি কখন ধান হয় রে? তা দেখ্, এখন কর্ত্তাবাবু কি করেন।

হানি। আর কি কর্‌বেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন?

গদা। তবে তুই কি কর্‌বি?

হানি। আর মোর মাথা কর্‌বো। এখনে মলেই বাঁচি। এবার যদি লাঙ্গলখান্ আর গরু দুটো যায়, তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপ-দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হলো?

গদা। এই যে কর্ত্তাবাবু এদিকে আসচেন। তা আমিও তোর হয়ে দুই এক কথা বলতে কসুর করব্যো না। দেখ্, কি হয়।

(ভক্তবাবুর প্রবেশ।)

হানি। কর্ত্তাবাবু, সালাম করি!

ভক্ত। (বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া) হ্যাঁ রে হানফে, তুই বেটা তো ভারি

বজ্জাত্। তুই খাজনা দিস্‌নে কেন রে, বল্ তো? (মালা জপন।)

হানি। আগ্যে কত্তা, এবারহার ফসলের হাল আপনি তো সব ওয়াকিফ্ হয়েছেন।

ভক্ত। তোদের ফসল হোক্ আর না হোক তাতে আমার কি বয়ে গেল?

হানি। আগ্যে, আপনি হচ্যেন কত্তা—

ভক্ত। মর্ বেটা, কোম্পানীর সরকার তো আমাকে ছাড়বে না। তা এখন বল্—খাজনা দিবি কি না?

হানি। কত্তাবাবু, বান্দা অনেক কাল্যে রাইওৎ, এখনে আপনি আমার উপর মেহেরবানি না কল্যি আমি আর যাবো কনে? আমি এখানে বারোটি গোণ্ডা পয়সা ছাড়া আর এক কড়াও দিতি পারি না।

ভক্ত। তুই বেটা তো কম বজ্জাত্ নোস্ রে। তোর ঠেঁয়ে এগারো সিকে পাওয়া যাবে, তুই এখন তাতে তিন সিকে দিতি চাস্? গদা—

গদা। আজ্ঞে—এ—এ—এ।

ভক্ত। এ পাজী বেটাকে ধরে নে যেয়ে জমাদারের জিম্মে করে দে আয় তো।

গদা। যে আজ্ঞে। (হানিফের প্রতি) চল্ রে।

হানি। কত্তাবাবু, আমি বড় কাঙ্গাল রাইওৎ! আপনার খায়্যে পরেই মানুষ হইছি, এখন আর যাবো কনে?

ভক্ত। নে যা না—আবার দাঁড়াস্ কেন্?

গদা। চল্ না।

হানি। দোয়াই কত্তার, দোয়াই জমীদারের। (গদার প্রতি জনান্তিকে) তুই ভাই, আমার হয়ে দু এট্টা কথা বল্ না কেন?

গদা। আচ্ছা—তবে তুই একটু সরে দাঁড়া। (ভক্তের প্রতি জনান্তিকে) কত্তাবাবু!

ভক্ত। কি রে—

গদা। আপনি হান্‌ফেকে এবারকার মতন্ মাফ্ করুন।

ভক্ত। কেন?

গদা। ও বেটা এবার যে ছুঁড়ীকে নিকে করেছে তাকে কি আপনি দেখেছেন?

ভক্ত। না।

গদা। মশায়, তার রূপের কথা আর কি বল্‌বো? বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলেপিলে হয় নি, আর রঙ্ যেন কাঁচা সোনা।

ভক্ত। (মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে) অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কি রে!

গদা। আজ্ঞে, আপনার কাছে কি আর মিথ্যে বলছি? আপনি তাকে

দে'তে চান তো বলুন।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্ ভক্ করে বেরোয়, তা মনে হল্যে বমি আসে।

গদা। কত্তাবাবু, সে তেমন নয়।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) মুসলমান! যবন! ম্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো?

গদা। মশায়, মুসলমান হলো তো বয়ে গেল কি? আপনি না আমাকে কতবার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যেন।

ভক্ত। দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ, স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে;—বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ? আচ্ছা ডাক, হান্‌ফেকে ডাক।

গদা। ও হানিফ, এদিকে আয়।

হানি। অ্যাঁ কি?

ভক্ত। ভাল, আমি যদি আজ তিন সিকে নিয়ে তোকে ছেড়ে দি, তবে তুই বাদবাকি টাকা কবে দিবি বল্ দেখি?

হানি। কত্তামশায়, আল্লাতালা চায় তো মাস ছ্যাড়েকের বিচেই দিতি পারবো।

ভক্ত। আচ্ছা, তবে পয়সাগুলো দেওয়ানজীকে দে গে।

হানি। (সহর্ষে) য্যাগ্যে কত্তা, (স্বগত) বাঁচ্‌লাম! বারো গোণ্ডা পয়সা তো গাঁটি আছে, আর আট সিকে কাছায় বান্ধ্যে আনেছি, যদি বড় পেড়াপেড়ি কত্তো তা হলি সব দিয়ে ফ্যাল্‌তাম। (প্রকাশে) সালাম কত্তা। [প্রস্থান।

ভক্ত। ও রে গদা—

গদা। আজ্ঞে—এ—এ—এ।

ভক্ত। এ ছুঁড়ীকে তো হাত কত্যে পার্‌বি?

গদা। আজ্ঞে, তার ভাবনা কি? গোটা কুড়িক্ টাকা খরচ কল্যে—

ভক্ত। কু-ড়ি টা-কা! বলিস্ কি?

গদা। আজ্ঞে, এর কম হবে না, বরঞ্চ জেয়াদা নাগলেও নাগতে পারে, হাজারো হোক ছুঁড়ী বউ-মানুষ কি না।

ভক্ত। আচ্ছা, আমি যখন বৈটকখানায় যাবো তখন আসিস্, টাকা দেওয়া যাবে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে! বাচস্পতি না?

(বাচস্পতির প্রবেশ।)

কে ও? বাচস্পতি দাদা যে! প্রণাম। এ কি?

বাচ। আর দুঃখের কথা কি বল্‌বো, এত দিনের পর মা ঠাক্‌রুণের পরলোক হয়েছে! (রোদন।)

ভক্ত। বল কি? তা এ কবে হলো?

বাচ। অদ্য চতুর্থ দিবস।

ভক্ত। হয়েছিল কি?

বাচ। এমন কিছু নয়, তবে কি না বড় প্রাচীন হয়েছিলেন।

ভক্ত। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! এ বিষয়ে ভাই আক্ষেপ করা বৃথা।

বাচ। তা সত্য বটে, তবে এক্ষণে আমি এ দায় হতে যাতে মুক্ত হই তা আপনাকে কত্যে হবে। যে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মত্র ভূমি ছিল, তা তো আপনার বাগানের মধ্যে পড়াতে বাজেআপ্ত হয়ে গিয়েছে।

ভক্ত। আরে, যা হয়ে বয়ে গিয়েছে, সে কথা আর কেন?

বাচ। না, সে তো গিয়েইছে—"গতস্য শোচনা নাস্তি"—সে তো এমনেও নেই অমনেও নেই, তবে কি না আপনার অনেক ভরসা করে থাকি, তা, যাতে এ দায় হতে উদ্ধার হতে পারি, তা আপনাকে অবশ্যই কত্যে হবে।

ভক্ত। আমার ভাই এ নিতান্ত কু-সময়, অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় বিশ হাজার টাকা খাজনা দাখিল কত্যে হবে।

বাচ। আপনার এ রাজসংসার। মা কমলার কৃপায় আপনার অপ্রতুল কিসের? কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কল্যে আমার মত সহস্র লোক কত দায় হতে উদ্ধার হয়।

ভক্ত। আমি যে এ সময়ে ভাই তোমার কিছু উপকার করে উঠি, এমন তো আমার কোন মতেই বোধ হয় না। তা তুমি ভাই অন্যত্তরে চেষ্টা কর। দেখি, এর পরে যদি কিছু কত্যে পারি।

বাচ। বাবুজী, আপনি হচ্যেন ভূস্বামী, রাজা; আপনার সম্মুখে তো আর অধিক কিছু বলা যায় না, তা আপনার যা বিবেচনা, করুন। (দীর্ঘনিশ্বাস) এক্ষণে আমি তবে বিদায় হল্যেম।

ভক্ত। প্রণাম। [বাচস্পতির প্রস্থান। আঃ, এই বেটারাই আমাকে দেখছি ডুবুলে। কেবল দাও! দাও! দাও! এ বই আর কথা নাই। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞে—এ—এ।

ভক্ত। ছুঁড়ী দেখ্‌তে খুব ভাল তো রে?

গদা। কত্তামশায়, আপনার সেই ইচ্ছেকে মনে পড়ে তো?

ভক্ত। কোন্‌ ইচ্ছে?

গদা। আজ্ঞে, ঐ যে ভট্‌চায্যিদের মেয়ে। আপনি যাকে—(অর্দ্ধোক্তি)—তার পরে যে বেরিয়ে গিয়ে কসবায় ছিল।

ভক্ত। হাঁ! হাঁ! ছুঁড়ীটে দেখ্‌তে ছিল ভাল বটে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধেকৃষ্ণ! প্রভো, তুমিই সত্য। তা সে ইচ্ছের এখন কি হয়েছে রে?

গদা। আজ্ঞে, সে এখন বাজারে হয়ে পড়েছে। হানিফের মাগ তার চাইতেও দেখতে ভাল।

ভক্ত। বলিস্ কি, অ্যাঁ? আজ রাত্রে ঠিকঠাক্ কত্যে পারবি তো?

গদা। আজ্ঞে, আজ না হয় কাল পরশুর মধ্যে করে দেব।

ভক্ত। দেখ্, টাকার ভয় করিস্ না। যত খরচ লাগে আমি দেব।

গদা। যে আজ্ঞে। (স্বগত) কত্তাটি এমনি খেপে উঠলিই তো আমরা বাঁচি,—গো-মড়কেই মুচির পার্ব্বণ।

ভক্ত। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও—কে ও রে?

গদা। আজ্ঞে, ও ভগী আর তার মেয়ে পাঁচী। জল আন্‌তে আস্‌চে।

ভক্ত। কোন্ ভগী রে?

গদা। আজ্ঞে, পীতেম্বরে তেলীর মাগ।

ভক্ত। ঐ কি পীতাম্বরের মেয়ে পঞ্চী? এ যে গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে।

গদা। আজ্ঞে, ও আজ দুদিন হলো শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে।

ভক্ত। (স্বগত) "মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥" আহা! "কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শীহরে কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে॥"

গদা। (স্বগত) আবার ভাব লাগ্‌লো দেখছি। বুড়ো হলে লোভাত্তি হয়; কোন ভাল মন্দ জিনিস সামনে দিয়ে গেলে আর রক্ষা থাকে না।

ভক্ত। ওরে গদা—

গদা। আজ্ঞে—এ—এ।

ভক্ত। এদিকে কিছু কত্যে পারিস্?

গদা। আজ্ঞে, ও বড় সহজ কথা নয়। ওর বড়মানুষের ঘরে বিয়ে হয়েছে শুনেছি।

(কলসী লইয়া ভগী এবং পঞ্চীর প্রবেশ।)

ভক্ত। ওগো বড়বউ, এ মেয়েটি কে গা?

ভগী। সে কি কত্তাবাবু? আপনি আমার পাঁচীকে চিনতে পারেন না?

ভক্ত। এই কি তোমার সেই পাঁচী? আহা, ভাল ভাল, মেয়েটি বেঁচে থাকুক। তা এর বিয়ে হয়েছে কোথায়?

ভগী। আজ্ঞে, খানাকুল কৃষ্ণনগরে পালেদের বাড়ী।

ভক্ত। হাঁ, হাঁ, তারা খুব বড়মানুষ বটে। তা জামাইটি কেমন গা?

ভগী। (সগর্ব্বে) আজ্ঞে, জামাইটি দেখ্‌তে বড় ভাল। আর কল্‌কেতায় থেকে লেখাপড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে নাকি বড় ভালবাসেন,

আর বছর বছর এক একখানা বই দিয়ে থাকেন।

ভক্ত। তবে জামাইটি কল্‌কেতাতেই থাকে বটে ?

ভগী। আজ্ঞে হাঁ। মেয়েটিকে যে এবার মশায় কত করে এনেছি, তার আর কি ব্‌ল্‌বো ? বড় ঘরে মেয়ে দিলে এই দশাই ঘটে।

ভক্ত। হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ীর নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি, তবে আর কিসে পারবো ? (প্রকাশে) ও পাঁচী ! একবার নিকটে আয় তো, তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর-ডোগরটি হয়ে উঠেছিস্।

ভগী। যা না মা, ভয় কি ? কত্তাবাবুকে গিয়ে দণ্ডবৎ কর্, বাবু যে তোর জেঠা হন।

পঞ্চী। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া স্বগত) ও মা ! এ বুড়ো মিনসে তো কম নয় গা। এ কি আমাকে খেয়ে ফেল্‌তে চায় না কি ? ও মা, ছি ! ও কি গো ! এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ? মর্ !

ভক্ত। (স্বগত) "শ্রীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে।" আহা হা !

ভগী। আপনি কি বল্‌ছেন ?

ভক্ত। না, এমন কিছু নয়। বলি মেয়েটি এখানে কদ্দিন থাক্‌বে ?

ভগী। ওর এখানে এক মাস থাকবার কথা আছে।

ভক্ত। (স্বগত) তা হলেই হয়েছে। ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন,—আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ কত্যে পারবো না ? (প্রকাশে) কৃষ্ণ হে, তোমার ইচ্ছে !

ভগী। কত্তাবাবু ! আপনি কি বল্‌ছেন ?

ভক্ত। বলি পীতাম্বর ভায়া আজ কোথায় ?

ভগী। সে নুনের জন্যে কেশবপুরের হাটে গেছে।

ভক্ত। আসবে কবে ?

ভগী। আজ্ঞে, চার পাঁচ দিনের মধ্যে আস্‌বে বলে গেছে। কত্তাবাবু, এখন আমরা তবে ঘাটে জল আন্‌তে যাই।

ভক্ত। হাঁ, এসো গে।

ভগী। আয় মা, আয়। [ভগী এবং পঞ্চীর প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) পীতেম্বরে না আসতে আসতে এ কর্ম্মটা সার্‌তে পার্‌লে হয়। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা ! ছুঁড়ী কি সুন্দরী ! কবিরা যে নবযৌবনা স্ত্রীলোককে মরালগামিনী বলে বর্ণনা করেন, সে কিছু মিথ্যা নয়। (প্রকাশে) ও গদা—

গদা। আজ্ঞে। (স্বগত) এই আবার সাল্যে দেখচি।

ভক্ত। কাছে আয় না। দেখ্, এ বিষয়ে কিছু কত্যে পারিস্?

গদা। কত্তামশায়! এ আমার কর্ম্ম নয়। তবে যদি আমার পিসী পারে, তা বল্‌তে পারিনে।

ভক্ত। তবে যা, দৌড়ে গিয়ে তোর পিসীকে এ সব কথা বল্‌গে। আর দেখ্, এতে যত টাকা লাগে আমি দেবো।

গদা। যে আজ্ঞে, তবে আমি যাই। (গমন করিতে করিতে) কত্তা আজকে কল্পতরু, তা দেখি গদার কপালে কি ফলে। [প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। আহা, ছুঁড়ীর কি চমৎকার রূপ গা, আর একটু ছেনালিও আছে। তা দেখি কি হয়।

(চাকরের গাড়ু গামছা লইয়া প্রবেশ।)

ভক্ত। এখন যাই, সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় উপস্থিত হলো। (গাত্রোত্থান করিয়া) দীনবন্ধো! তুমিই যা কর। আঃ, এ ছুঁড়ীকে যদি হাত কত্যে পারি! [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

হানিফ্ গাজীর নিকেতন-সম্মুখে।

(হানিফ্ ও ফতেমার প্রবেশ।)

হানি। বলিস্ কি? পঞ্চাশ টাকা?

ফতে। মুই কি আর ঝুঁট কথা বল্‌ছি।

হানি। (সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে আর দুজন আছে? শালা রাইওৎ বেচারীগো জানে মার্যে, তাগোর সব লুটে লিয়ে তার পর এই করে। আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানি মুলুকে এনছাপ আছে কি না। বেটা কাফেরকে আমি গরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এতবড় মক্‌দুর। আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেলো কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারী চাকরী করছে, আর মোর বুন্ কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবগিরী করে নি। শালা—

ফতে। আরে মিছে গোসা কর কেন? ঐ দেখ, যে কুটনী মাগীকে মোর কাছে পেট্যেছ্যাল, সে ফের এই দিকে আস্‌তেচে।

হানি। গস্তানীর মাথাটা ভাঙ্‌তি পাত্তাম, তা হলি গা-টা ঠাণ্ডা হতো।

ফতে। চল, মোরা একটু তফাতে দাঁড়াই, দেখি মাগী আস্তে কি করে। [উভয়ের প্রস্থান।

(পুঁটির প্রবেশ।)

পুঁটি। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) থু, থু! পাতিনেড়ে বেটাদের

বাড়ীতে আস্‌তেও গা বমি বমি করে। থু, থু! কুঁকড়োর পাখা, প্যাঁজের খোসা। থু, থু! তা করি কি? ভক্তবাবু কি এ কম্মে কখনও ক্ষান্ত হবে? এত যে বুড়ো, তবু আজো যেন রস উতলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বচ্ছর ওর কম্ম কচ্যি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকানা নাই। (সহাস্যবদনে) বাবু এ দিকে আবার পরম বৈষ্টব, মালাঠক্‌ঠকিয়ে বেড়ান —ফি সোমবারে হবিষ্যি করেন,—আ মরি, কি নিষ্ঠে গা! (চিন্তা করিয়া) সে যাক্ মেনে, দেখি এখন এ মাগীকে পারি কি না। পীতেম্বর তেলীর মেয়েকে এ সব কথা বল্‌তে ভয় পায়। সে তো আর দুঃখী কাঙ্গালের বউ নয় যে দুই চার টাকা দেখ্‌লে নেচে উঠ্‌বে। আর ভক্ত বাবুর যদি যুবকাল থাক্‌তো, তা হলেও ক্ষতি ছিল না। ছুঁড়ী যদি নারাজ হয়ে রাগ্‌তো, তা হল্যে নয় কথাটা ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিতেম। তা দেখি, এখানে কি হয়। (উচ্চৈঃস্বরে) ও ফতি! তুই বাড়ী আছিস্?

নেপথ্যে। ও কে ও?

পুঁটি। আমি, একবার বেরো তো।

(ফতেমার প্রবেশ।

ফতে। পুঁটি দিদি যে, কি খবর?

পুঁটি। হানিফ্‌ কোথায়?

ফতে। সে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতি গেছে।

পুঁটি। (স্বগত) আপদ্ গেছে, মিন্‌সে যেন যমের দূত। (প্রকাশে) ও ফতি, তুই এখন বলিস্ কি ভাই?

ফতে। কি বল্‌বো?

পুঁটি। আর কি বল্‌বি? সোণার খাবি, সোণার পর্‌বি, না এখানে বাঁদী হয়ে থাক্‌বি?

ফতে। তা ভাই, যার যেমন নসিব্। তুই মোকে জওয়ান খসম ছেড়ে একটা বুড়োর কাছে যাতি বলিস্, তা সে বুড়ো মলি ভাই আমার কি হবে?

পুঁটি। আঃ! ও সব কপালের কথা, ও সব কথা ভাবতে গেলে কি কাজ চলে? এই দেখ্, পঁচিশটে টাকা এনেছি। যদি এ কম্ম করিস্ তো বল্, টাকা দি, আর না করিস্ তো বল্, আমি চল্‌লেম।

ফতে। দাঁড়া ভাই, একটু সবুর কর্ না কেন?

পুঁটি। তুই যদি ভাই আমার কথা শুনিস্, তবে তোর আর দেরী করে কাজ নেই।

ফতে। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা ভাই, দে টাকা দে।

পুঁটি। দেখিস্ ভাই, শেষে যেন গোল না হয়।

ফতে। তার জন্যে ভয় কি? আমি সাঁজের বেলা তোদের বাড়ীতে যাব এখন। দে, টাকা দে। তা ভাই, এ কথা তো কেউ মালুম কত্যি পার্‌বে না?

পুঁটি। কি সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়। আর এ কথা লোকে টের পেলে আমাদের যত লাজ, তোর তো আর তত নয়। আমরা হল্যেম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুলমান নাই, তোরা রাঁড় হল্যে আবার বিয়ে করিস্।

ফতে। (সহাস্যবদনে) মোরা রাঁড় হলি্য নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি? সে যা হোক মেনে, এখন দে, টাকা দে।

পুঁটি। এই নে।

ফতে। (টাকা গণনা করিয়া) এ যে কেবল এক কম পাঁচ গণ্ডা টাকা হলো!

পুঁটি। ছ টাকা ভাই আমার দস্তুরি।

ফতে। না, না, তা হবে না, তুই ভাই দু টাকা নে।

পুঁটি। না ভাই, আমাকে না হয় চারটে টাকা দে।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই বাকি দুটো টাকা ফিরিয়ে দে।

পুঁটি। এই নে—আর দেখ, তুই সাঁজের বেলা ঐ আঁব-বাগানে যাস, তার পরে আমি এসে তোকে নে যাবো।

ফতে। আচ্ছা, তুই তবে এখন যা।

পুঁটি। দেখ্ ভাই, এ কম মানুষের টাকা নয়, এ টাকা বজ্জাতি করে হজম করা তোর আমার কম্ম নয়, তা এখন আমি চল্যেম [প্রস্থান।

(হানিফের পুনঃপ্রবেশ)

হানি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সরোষে) হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হলি্য গা জুড়য়। হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জৎ মাস্তি চায়? দেখিস্ ফতি, যা কয়ে দিছি যেন ইয়াদ থাকে, আর তুই সমঝে চলিস্; বেটা বড় কাফের, যেন গায় টায় হাত না দিতে পায়।

ফতে। তার জন্যি কিছু ভাবতি হবে না। ঐ দেখ, এ দিকে কেটা আস্‌তেছে, আমি পালাই। [প্রস্থান।

(বাচস্পতির প্রবেশ)

বাচ (স্বগত) অনেক কাষ্ঠের দেখছি আবশ্যক হবে, তা ঐ প্রাচীন তেঁতুল-গাছটাই কাটা যাউক না কেন? আহা! বাল্যাবস্থায় যে ঐ বৃক্ষমূলে কত ক্রীড়া করেছি, তা স্মরণপথারূঢ় হল্যে মনটা চঞ্চল হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দূর হোক্, ও সব কথা আর এখন ভাবলে কি হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও হানিফ গাজী।

হানি। আগ্যে কি বল্‌চো?

বাচ। ওরে দেখ্, একটা তেঁতুলগাছ কাট্‌তে হবে, তা তুই পার্‌বি?

হানি। পার্‌বো না কেন?

বাচ। তবে তোর কুড়ালখানা ন্যে আমার সঙ্গে আয়।

হানি। ঠাকুর, কত্তাবাবু এই ছরাদের জন্যি তোমাকে কি দেছে গা?

বাচ। আরে ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্? যে বিঘে কুড়িক ব্রহ্মত্র ছিল, তা তো তিনি কেড়ে নিয়েছেন, আর এই দায়ের সময় গিয়ে জানালেম, তা তিনি বল্যেন যে এখন আমার বড় কু-সময়, আমি কিছু দিতে পার্ব্যো না; তার পরে কত করে বল্যে কয়ে পাঁচটি টাকা বার করেছি। (দীর্ঘনিশ্বাস) সকলি কপালে করে।

হানি। (চিন্তা করিয়া) ঠাকুর, একবার এদিকে আসো তো, তোমার সাথে মোর থোড়া বাৎ চিত আছে।

বাচ। কি বাৎ চিত, এখানেই বল্ না কেন?

হানি। আগ্যে না, একবার ঐ দিকে যাতি হবে।

বাচ। তবে চল্। [উভয়ের প্রস্থান।

(ফতেমার এবং পুঁটির পুনঃপ্রবেশ।)

পুঁটি। না ভাই, আঁব-বাগানে হলো না।

ফতে। তবে তুই ভাই মোকে কোথায় নিয়ে যেতে চাস্, তা বল্?

পুঁটি। দেখ্ ঐ যে পুকুরে ধারে ভাঙ্গা শিবের মন্দির আছে, সেইখানে তোকে যেতে হবে, তা তুই রাত চার ঘড়ীর সময় ঐ গাছতলায় দাঁড়াস্, তার পরে আমি এসে যা কত্যে হয়, করে কম্মে দেবো।

ফতে। আচ্ছা, তবে তুই যা, দেখিস ভাই এ কথা যেন কেউ টেরটোর না পায়।

পুঁটি। ওলো, তুই কি কায়েত না বামণের মেয়ে, যে তোর এতো ভয় লো?

ফতে। আমি যা হই ভাই, আমার আদ্মি এ কথা টের পালি্য আমাগো দুজনকেই গলা টিপে মেরে ফেলাবে।

পুঁটি। (সত্রাসে) সে সত্তি কথা। উঃ! বেটা যেন ঠিক যমদূত। তবে আমি এখন যাই। [প্রস্থান।

ফতে। (স্বগত) দেখি, আজ রাত্তির বেলা কি তামাশা হয়। এখন যাই, খানা পাকাই গে। [প্রস্থান।

(বাচস্পতি এবং হানিফের পুনঃপ্রবেশ।)

বাচ। শিব! শিব! এ বয়সেও এতো? আর তাতে আবার যবনী! রাম বলো! কলিদেব এত দিনেই যথার্থরূপে এ ভারতভূমিতে আবির্ভূত হলেন। হানিফ্, দেখ্, যে কথা বল্যেম, তাতে যেন খুব সতর্ক থাকিস্। এতে দেখ্চি আমাদের উভয়েরই উপকার হত্যে পারবে।

হানি। আগ্যে, তার জন্যি ভাবতি হবে না।

বাচ। এখন চল্। তোর কুড়ালি কোথায়?

হানি। কুরুলখান বুঝি ক্ষেতে পড়ে আছে। [উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ভক্তপ্রসাদ বাবুর বৈটকখানা।

(ভক্তবাবু আসীন)

ভক্ত। (স্বগত) আঃ! বেলাটা আজ কি আর ফুরবে না? (হাই তুলিয়া) দীনবন্ধো! তোমারই ইচ্ছা। পুঁটি বলে যে পঞ্চী ছুঁড়ীকে পাওয়া দুষ্কর, কি দুঃখের বিষয়! এমন কনকপদ্মটি তুল্‌তে পাল্যেম না হে! সসাগরা পৃথিবীকে জয় করে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হল্যেন? যা হোক, এখন যে হানিফের মাগটাকে পাওয়া গেছে, এও একটা আহ্লাদের বিষয় বটে। ছুঁড়ী দেখতে মন্দ নয়, বয়স অল্প, আর নবযৌবনমদে একবারে যেন ঢলে ঢলে পড়ে। শাস্ত্রে বলেছে যে যৌবনে কুক্কুরীও ধন্য। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ইঃ! এখনও না হবে তো প্রায় দুই তিন দণ্ড বেলা আছে। কি উৎপাত!

(আনন্দ বাবুর প্রবেশ।)

কে ও, আনন্দ না কি? এসো বাপু এসো, বাড়ী এসেছো কবে?

আন। (প্রণাম ও উপবেশন করিয়া) আজ্ঞে, কাল রাত্রে এসে পৌঁছেছি।

ভক্ত। তবে কি সংবাদ, বল দেখি শুনি।

আন। আজ্ঞে, সকলই সুসংবাদ। অনেক দিন বাড়ী আসা হয়নি বল্যে মাসখানেকের ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভক্ত। তা বেশ করেছো। আমার অম্বিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

আন। আজ্ঞে, অম্বিকার সঙ্গে কলকেতায় তো আমার রোজই সাক্ষাৎ হয়।

ভক্ত। কেন? তুমি না পাথুরেঘাটায় থাক?

আন। আজ্ঞে, থাকতেম বটে, কিন্তু এখন উঠে এসে খিদিরপুরে বাসা করেছি।

ভক্ত। অম্বিকার লেখাপড়া হচ্যে কেমন?

আন। জ্যেঠা মহাশয়, এমন ক্লেবর্ ছোক্‌রা তো হিন্দু কালেজে আর ছুটি নাই।

ভক্ত। এমন কি ছোক্‌রা বললে বাপু?

আন। আজ্ঞে, ক্লেবর অর্থাৎ সুচতুর—মেধাবী।

ভক্ত। হাঁ, হাঁ, ও তোমাদের ইংরাজী কথা বটে। ও সকল, বাপু, আমাদের

কাণে ভাল লাগে না। জহীন্ কিম্বা চালাক্ বললে আমরা বুঝতে পারি। ভাল, আনন্দ! তুমি বাপু বড় শিষ্ট ছেলে, তা বল দেখি, অম্বিকা তো কোন অধর্ম্মাচরণ শিখচে না?

আন। আজ্ঞে, অধর্ম্মাচরণ কি?

ভক্ত। এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খৃষ্টিয়ানি মত—

আন। আজ্ঞে, এ সকল কথা আমি আপনাকে বিশেষ করে বল্‌তে পারি না!

ভক্ত। আমার বোধ হয়, অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্ম্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না। প্রভো! তুমিই সত্য। ভাল, আমি শুনেছি যে কলকেতায় না কি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোণারবেণে, কপালী, তাঁতী, জেলে, তেলী, কলু, সকলেই নাকি একত্রে ওঠে বসে, আর খাওয়াদাওয়াও করে? বাপু, এ সকল কি সত্য?

আন। আজ্ঞে, বড় যে মিথ্যে তাও নয়।

ভক্ত। কি সর্ব্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্য্যাদা দেখছি আর কোন প্রকারেই রৈলো না। আর রৈবেই বা কেমন করে? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়ছে বই তো নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) রাধে কৃষ্ণ!

(গদাধরের প্রবেশ।)

কে ও?

গদা। আজ্ঞে, আমি গদা। (একপাশে দণ্ডায়মান।)

ভক্ত। (ইসারা।)

গদা। (ঐ)

ভক্ত। (স্বগত) ইঃ, আজ কি সন্ধ্যা হবে না না কি। (প্রকাশে) ভাল, আনন্দ! শুনেছি—কল্‌কেতায় না কি বড় বড় হিন্দুসকল মুসলমান বাবুর্চী রাখে?

আন। আজ্ঞে, কেউ কেউ শুনেছি রাখে বটে।

ভক্ত। থু! থু! বল কি? হিন্দু হয়ে নেড়ের ভাত খায়? রাম! রাম! থু! থু!

গদা। (স্বগত) নেড়েদের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়েদের নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ! কত্তাবাবুর কি বুদ্ধি!

ভক্ত। অম্বিকাকে দেখচি আর বিস্তর দিন কল্‌কেতায় রাখা হবে না।

আন। আজ্ঞে, এখন অম্বিকাকে কালেজ থেকে ছাড়ান কোন মতেই উচিত হয় না।

ভক্ত। বল কি, বাপু? এর পরে কি ইংরাজী শিখে আপনার কুলে কলঙ্ক দেবে? আর "মরা গরুতেও কি ঘাস খায়" এই বলে পিতৃপিতামহের

শ্রাদ্ধটাও লোপ কর্‌বে ?

নেপথ্যে। (শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ইত্যাদি।)

ভক্ত। এসো, বাপু, ঠাকুরদর্শন করি গে।

আন। যে আজ্ঞে, চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

গদা। (স্বগত) এখন বাবুরা তো গেলো। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) দেখি, একটু আরাম করি। (গদির উপর উপবেশন) বাঃ, কি নরম বিছানা গা ! এর উপরে বস্‌লিই গা-টা যেন ঘুম ঘুম কত্তে থাকে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম।

নেপথ্যে। কে ও ?

গদা। আমি গদাধর। ও রাম, বলি এক ছিলিম অম্বুরি তামাক-টামাক খাওয়া না।

নেপথ্যে। রোস্‌, খাওয়াচ্যি !

গদা। (তাকিয়ায় ঠেস দিয়া স্বগত) আহা, কি আরামের জিনিস। এই বাবু বেটারাই মজা করে নিলে। যারা ভাতের সঙ্গে বাটি বাটি ঘি আর দুদ্ খায়, আর এমনি বালিসের উপর ঠেস দিয়ে বসে, তাদের কত্তে সুখী কি আর আছে ?

(তামাক লইয়া রামের প্রবেশ।)

রাম। ও কি ও ? তুই যে আবার ওখানে বসেছিস্ ?

গদা। একবার ভাই বাবুগিরি করে জন্মটা সফল করে নি'। দে, হুঁকোটা দে। কত্তাবাবুর ফর্‌সিটে আন্‌তিস তো আরও মজা হতো। (হুঁকা গ্রহণ।)

রাম। হা ! হা ! হা ! তুই বাবুদের মতন তামাক খেতে কোথায় শিখ্‌লি রে ? এ যে ছাতারের নেত্য ! হা ! হা ! হা !

গদা। হা ! হা ! হা ! তুই ভাই একবার আমার গাটা টেপ্‌ তো।

রাম। মর্ শালা, আমি কি তোর চাকোর ? হা ! হা ! হা !

গদা। তোর পায় পড়ি ভাই, আয় না। আচ্ছা, তুই একবার আমার গা টিপে দে, আমি নইলে আবার তোর গা টিপে দেব এখন।

রাম। হা ! হা ! হা ! আচ্ছা, তবে আয়।

গদা। রোস্, হুঁকোটা আগে রেখে দি। এখন আয়।

রাম। (গাত্র টেপন।)

গদা। হা ! হা ! হা ! মর্, অমন করে কি টিপতে হয় ?

রাম। কেমন, এখন ভাল লাগে তো ? হা ! হা ! হা !

গদা। আজ ভাই ভারি মজা কল্যেম, হা ! হা ! হা !

রাম। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পালা রে পালা, ঐ দেখ্‌, কত্তাবাবু আস্‌চে!

[হুঁকা লইয়া হাসিতে হাসিতে বেগে প্রস্থান।

গদা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) বুড়ো বেটা এমন সময়ে এসে সব নষ্ট কল্যে। ইস্! আজ বুড়োর ঠাট দেখ্‌লে হাসি পায়। শান্তিপুরে ধুতি, জামদানের মেরজাই, ঢাকাই চাদোর, জরির জুতো, আবার মাথায় তাজ। হা! হা! হা!

(ভক্তবাবুর পুনঃপ্রবেশ।)

ভক্ত। ও গদা!

গদা। আজ্ঞে—এ—এ—এ।

ভক্ত। ওরা কি এসেছে বোধ হয়?

গদা। আজ্ঞে, এতক্ষণে এসে থাক্‌তে পারবে, আপনি আসুন।

ভক্ত। যা, তুই আগে যেয়ে দেখে আয় গে।

গদা। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

ভক্ত। (স্বগত) এই তাজটা মাথায় দেওয়া ভালই হয়েছে। নেড়ে মাগীরে এই সকল ভালবাসে; আর এতে এই একটা আরও উপকার হচ্যে যে টিকিটা ঢাকা পড়েছে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও রাম!—

নেপথ্যে। আজ্ঞে যাই।

ভক্ত। আমার হাতবাক্সটা আর আরসিখানা আন্ তো। (স্বগত) দেখি, একটু আতর গায় দি। নেড়েরা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আতরের খোস্‌বু বড় পছন্দ করে, আর ছোট শিশিটাও টেঁকে করে সঙ্গে নে যাই। কি জানি, যদি মাগীর গায়ে প্যাঁজের গন্ধ টন্ধ থাকে, না হয়, একটু আতর মাখিয়ে তা দূর কর্‌বো।

(বাক্স ও আরসি লইয়া রামের পুনঃপ্রবেশ।)

ভক্ত। (আরসিতে মুখ দেখিয়া আতরের শিশি লইয়া বাক্স পুনরায় বন্ধ করিয়া) এই নে যা, আর দেখ্, যদি কেউ আসে তো বলিস্ যে আমি এখন জপে আছি।

রাম। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ভক্ত। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আঃ! গদা বেটা যে এখনও আসছে না? বেটা কুড়ের শেষ।

(গদার পুনঃপ্রবেশ।)

কি হলো রে?

গদা। আজ্ঞে, পিসী তাকে নে গেছে, আপনি আসুন।

ভক্ত। তবে চল্ যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

এক উদ্যানের মধ্যে এক ভগ্ন শিবের মন্দির।

(বাচস্পতি ও হানিফের প্রবেশ।)

বাচ। ও হানিফ্।

হানি। জী।

বাচ। এই তো সেই শিবমন্দির ; এখন তো দেখছি কেউ আসে নি। তা চল্, আমরা ঐ অশ্বত্থগাছের উপরে এই বেলা লুকিয়ে বসে থাকি গে।

হানি। আপনার মর্জি।

বাচ। কিন্তু দেখ্, আমি যতক্ষণ না ইসারা করি, তুই চুপ করে বসে থাকিস্।

হানি। ঠাহুর, তা তো থাকপো ; লেকিন্ আমার সাম্নে যদি আমার বিবির গায়ে হাত দেয়, কি কোন রকম বেইজ্জৎ কত্তি যায়, তা হলি তো আমি তখনই সে হারামজাদা বেটার মাথাটা টাস্থে ছিঁড়ে ফেলাবো। আমার তো এখনে আর কোন ভয় নাই ; আমি দোস্রা এলাকায় ঘরের ঠ্যাকনা করিছি।

বাচ। (স্বগত) বেটা একে সাক্ষাৎ যমদুত, তাতে আবার রেগেছে, না জানি আজ একটা কি বিভ্রাটই বা ঘটায়। (প্রকাশে) দেখ্ হানিফ্, অমন রাগ্‌লে চল্‌ব্যে না, তা হলে সব নষ্ট হবে ; তুই একটু স্থির হয়ে থাক্।

হানি। আরে থোও ম্যানে, ঠাহুর ! আমার লহু গরম হয়ে উঠ্‌তেছে, আর হাত দুখানা যেন নিস্‌পিস্ কত্তেছে,—একবার শালারে এখন পালি হয়, তা হলি মনের সাধে তারে কিলয়ে গেরাম ছাড়্যে যাব, আর কি !

বাচ। না, তবে আমি এর মধ্যে নাই ; আমার কথা যদি না শুনিস্ তবে আমি চল্যেম। (গমনোদ্যত।)

হানি। আরে, রও না, ঠাহুর ! এত গোসা হতেছ কেন ? ভাল, কও দিনি, আমি এখনে যদি চুপ করে থাকি, তা হলি আখেরে তো শালারে শোধ দিতি পার্‌বো ?

বাচ। হাঁ, তা পার্‌বি বই কি।

হানি। আচ্ছা, তবে চল, তুমি যা বল্‌বে, তাই কর্‌বো এখনে।

বাচ। তবে চল্ ঐ গাছে উঠে চুপ করে বসে থাকি গে। [উভয়ের প্রস্থান।

(ফতেমা ও পুঁটির প্রবেশ।)

ফতে। ও পুঁটি দিদি ! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যাললি ? না ভাই, মোরে বড় ডর লাগে, সাপেই খাবে না কি হবে, কিছু কতি পারি নে।

পুঁটি। আরে এই যে শিবের মন্দির, আর তো দু কোশ পাঁচ কোশ যেতে হবে না। তা এইখানে দাঁড়া না। কর্ত্তাবাবু ততখন আসুন।

ফতে। না ভাই, যে আঁদার, বড় ডর লাগে। এই বনের মদ্দি মোরা দুটিতি কেমন করে থাক্‌পো ?

পুঁটি। (স্বগত) বলে মিথ্যে নয়। যে অন্ধকার, গা-টাও কেমন ছম্‌ছম্‌ করে, আবার শুনেছি এখানে না কি ভূতের ভয়ও আছে। (পশ্চাতে দৃষ্টি করিয়া) আঃ, এঁর যে আর আসা হয় না।

ফতে। তুই নৈলে থাক্ ভাই, মুই আর রতি পার্‌বো না। (গমনোদ্যত।)

পুঁটি। (ফতেমার হস্ত ধারণ করিয়া) আ মর্ ছুঁড়ী ! আমি থাক্‌লে কি হবে ? (স্বগত) হায়, আমার কি এখন আর সে কাল আছে ? তালশাঁস পেকে শক্ত হল্যে আর তাকে কে খেতে চায় ? (প্রকাশে) তুই, ভাই, আর একটুখানি দাঁড়া না। কত্তাবাবু এলো বল্যে।

ফতে। না ভাই, মুই তোর কড়িপাতি চাই নে, মোর আদ্‌মি এ কথা মালুম কত্যি পাল্যি মোরে আর আস্তো রাখ্‌পে না।

পুঁটি। আরে, মিছে ভয় করিস্ কেন ? সে কেমন করে জান্‌তে পার্‌বে বল্ ; সে কি আর এখানে দেখ্‌তে আস্‌ছে ? তা এতো ভয়ই বা কেন ? একটু দাঁড়া না। (সচকিতে স্বগত) ও মা, ঐ মন্দিরের মধ্যে কি একটা শব্দ হলো না ? রাম ! রাম ! রাম ! (ফতেকে ধারণ।)

ফতে। (বিষণ্ণভাবে) তুই যদি না ছাড়িস্ ভাই, তবে আর কি কর্‌বো ; এখনে আল্লা যা করে ! তা চল্, মোরা ঐ মস্‌জিদের মদ্দি যাই ; আবার এখানে কেটা কোন্ দিক্ হতে দেখতি পাবে।

পুঁটি। না না না, এই ফাঁকেই ভালো। (স্বগত) আঃ, এ বুড়ো ডেক্‌রা মরেচে না কি ?

ফতে। (সচকিতে) ও পুঁটি দিদি, ঐ দেখ্ দেখি, কে দুজন আস্‌চে, আমি ভাই ঐ মস্‌জিদের মদ্দি সুকুই।

পুঁটি। না লো না, ঐখানে দাঁড়া না। আমি দেখচি, বুঝি আমাদের কত্তাবাবুই বা হবে। (দেখিয়া) হাঁ তো, ঐ যে তিনিই বটে, আর সঙ্গে গদা আসচে। আঃ, বাঁচলেম।

ফতে। না ভাই, মুই যাই।

পুঁটি। আরে, দাঁড়া না ; যাবি কোথা ?

(ভক্ত ও গদাধরের প্রবেশ।)

পুঁটি। আঃ, কত্তাবাবু, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গিয়েছে। আপনি দেরি কল্যেন বলে আমরা আরো ভাব্‌ছিলেম, ফিরে যাই।

ভক্ত। হ্যাঁ, একটু বিলম্ব হয়েছে বটে—তা এই যে আমার মনোমোহিনী এসেছেন। (স্বগত) আহা, যবনী হলো তায় বয়ে গেল কি ? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ! এ যে আঁস্তাকুড়ে সোণার চাঙ্গড় ! (প্রকাশে গদার প্রতি)

গদা, তুই একটু এগিয়ে দাঁড়া তো, যেন এদিকে কেউ না এসে পড়ে।

গদা। যে আজ্ঞে।

ভক্ত। ও পুঁটি, এটি তো বড় লাজুক দেখচি রে, আমার দিকে একবার চাইতেও কি নাই? (ফতের প্রতি) সুন্দরি, একবার বদন তুলে দুটো কথা কও, আমার জীবন সার্থক হউক। হরি বোল,—হরি বোল,—হরি বোল!—তায় লজ্জা কি?

গদা। (স্বগত) আর ও নাম কেন? এখন আল্লা-আল্লা বল।

ভক্ত। আহা! এমন খোস্-চেহারা কি হানুফের ঘরে সাজে? রাজরাণী হলে তবে যথার্থ শোভা পায়।

"ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥"

বিধুমুখি, তোমার বদনচন্দ্র দেখে আজ আমার মনকুমুদ প্রফুল্ল হোলো!—আঃ!

পুঁটি। (স্বগত) কত্তা আজ বাদে কাল শিঙ্গে ফুঁকবেন, তবু রসিকতাটুকু ছাড়েন না। ও মা! ছাইতে কি আগুন এতকালও থাকে গা? (প্রকাশে) কত্তা-বাবু, ও নেড়েদের মেয়ে, ওরা কি ও সব বোঝে?

ভক্ত। আরে, তুই চুপ্ কর্ না কেন!

পুঁটি। যে আজ্ঞে।

ফতে। পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেতা থেকে নিয়ে চল্।

পুঁটি। আ মর্, একশোবার ঐ কথা? বাবু এত করে বল্‌চ্যে, তবু কি তোর আর মন ওঠে না? হাজার হোক, নেড়ের জাত কি না,—কথায় বলে,

"তেঁতুল নয় মিষ্টি, নেড়ে নয় ইষ্টি।"

কত্তাবাবুকে পেলে কত বামুন-কায়েতে বত্যে যায়, তা তুই নেড়ে বই তো নস্, তোদের জাত আছে, না ধম্ম আছে? বরং ভাগ্যি করে মান্ যে বাবুর চোখে পড়েছিস্!

ফতে। না ভাই, মুই অনেকক্ষণ ঘর ছেড়ে এসেচি, মোর আদ্‌মি আস্তে এখনি মোকে খোঁজ করবে, মুই যাই ভাই।

ভক্ত। (অঞ্চল ধারণ করিয়া) প্রেয়সি, তুমি যদি যাবে, তবে আমি আর বাঁচবো কিসে?—তুমি আমার প্রাণ—তুমি আমার কলিজে—তুমি আমার চন্দো পুরুষ!—

"তুমি প্রাণ, তুমি ধন, তুমি মন, তুমি জন,
নিকটে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।
যত জন আর আছে, তুচ্ছ করি তোমা কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কাল লো।"

তা দেখ ভাই, বুড়ো বল্যে হেলা করো না ; তুমি যদি চলে যাও, তা হলে আর আমার প্রাণ থাকবে না।

গদা। (স্বগত) ভেলা মোর ধন রে! এই তো বটে!

পুঁটি। কত্তাবাবু! ফতির ভয় হচ্যে যে পাছে ওকে কেউ এখানে দেখ্‌তে পায়; তা ঐ মন্দিরের মধ্যে গেলেই তো ভাল হয়।

ভক্ত। (চিন্তিত ভাবে) অ্যাঁ—মন্দিরের মধ্যে?—হাঁ; তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি। বিশেষ এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে হিন্দুয়ানি ত্যাগ করাই বা কোন ছার?

নেপথ্যে গম্ভীরস্বরে। বটে রে পাষণ্ড নরাধম দুরাচার! (সকলের ভয়।)

ভক্ত। (সত্রাসে চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) অ্যাঁ—আ—আ—আ—আমি না! ও বাবা! এ কি? কোথা যাব?

পুঁটি। (কম্পিত কলেবরে) রাম—রাম—রাম—রাম!—আমি তখনি তো জানি—রাম—রাম—রাম!

ভক্ত। ও গদা! কাছে আয় না!

গদা। (কম্পিত কলেবরে) আগে বাঁচি, তবে—(নেপথ্যে হুঙ্কার ধ্বনি।)

পুঁটি। ই—ই—ই—ই! (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা।)

ভক্ত। রাধাশ্যাম—রাধাশ্যাম!—ও মাগো, কি হবে?

নেপথ্যে। এই দেখ্‌ না কি হয়?

ভক্ত। (কর যোড় করিয়া সকাতরে) বাবা! আমি কিছু জানি নে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর। (অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।)

(ওষ্ঠ ও চিবুক বস্ত্রাবৃত করিয়া হানিফের দ্রুত প্রবেশ, গদাকে চপেটাঘাত ও তাহার ভূতলে পতন, পরে ভক্তের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া মুষ্ট্যাঘাত এবং পুঁটিকে পদপ্রহার করিয়া বেগে প্রস্থান।)

ভক্ত। আঁ—আঁ—আঁ!

(নেপথ্য হইতে বাচস্পতির রামপ্রসাদী পদ—"মায়ের এই তো বিচার বটে, বটে বটে গো আনন্দময়ি—এই তো বিচার বটে," এবং প্রবেশ।)

গদা। (দেখিয়া) এই যে দাদাঠাকুর এসেছেন! আঃ বাঁচলেম; বামুণের কাছে ভূত আস্‌তে পায় না। (পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইয়া) বাবা! ভূতের হাত এমন কড়া?

বাচ। এ কি! কত্তাবাবু যে এমন করে পড়ে রয়েছেন? হয়েছে কি? অ্যাঁ?

ভক্ত। (বাচস্পতিকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া) কে ও? বাচপোৎ দাদা না কি? আঃ; ভাই, আজ ভূতের হাতে মরেছিলাম আর কি! তুমি যে এসে পড়েছো বড় ভালই হয়েছে।

পুঁটি। (চেতনা পাইয়া) রাম—রাম—রাম—রাম!

গদা। ও পিসি! সেটা চলে গিয়েছে, আর ভয় নাই, এখন ওঠ্।

পুঁটি। (উঠিয়া) গিয়েছে? আঃ! রক্ষে হলো। তা চল্, বাছা, আর এখানে নয়; আমি বেঁচে থাক্‌লে অনেক রোজগার হবে। (বাচস্পতিকে দেখিয়া) ও মা! এই যে ভট্‌চাজ্জি মোশাই এখানে এসেছেন।

বাচ। কত্তাবাবু, আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলেম, মানুষের গোঁগানির শব্দ শুনে এলেম। তা বলুন দেখি, ব্যাপারটাই কি? আপনিই বা এ সময়ে এখানে কেন? আর এরাই বা কেন এসেছে? এ তো দেখছি হানিফ্ গাজীর মাগ।

ভক্ত। (স্বগত) এক দিকে বাঁচলেম, এখন আর এক দিকে যে বিষম বিভ্রাট! করি কি? (প্রকাশে বিনীত ভাবে) ভাই, তুমি তো সকলি বুঝেছ, তা আর লজ্জা দিও না। আমি যেমন কর্ম্ম করেছিলেম, তার উপযুক্ত ফলও পেয়েছি! তা হ্যা দেখ ভাই, তোমার হাতে ধরে বলচি, এই ভিক্ষাটি আমাকে দেও, যে এ কথা যেন কেউ টের না পায়। বুড়ো বয়সে এমন কথা প্রকাশ হলে আমার কুলমানে একবারে ছাই পড়বে। তুমি ভাই, আমার পরম আত্মীয়, আমি আর অধিক কি বলবো?

বাচ। সে কি কত্তাবাবু? আপনি হলেন বড় মানুষ— রাজা; আর আমি হলেম দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আর সেই ব্রহ্মত্রটুকু যাওয়া অবধি দিনান্তেও অন্ন যোটা ভার. তা আমি আপনার আত্মীয় হব, এমন ভাগ্য কি করেছি?—

ভক্ত। হয়েছে—হয়েছে, ভাই! আমি কল্যই তোমার সে ব্রহ্মত্র জমি ফিরে দেবো, আর দেখ, তোমার মাতৃশ্রাদ্ধে আমি যৎসামান্য কিঞ্চিৎ দিয়েছিলেম, তা আমি তোমাকে নগদ আরও পঞ্চাশটি টাকা দেবো; কিন্তু এই কর্ম্মটি করো্যা যেন আজকের কথাটা কোনরূপে প্রকাশ না হয়।

বাচ। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, কর্ম্মটা বড় গর্হিত হয়েছে অবশ্যই বল্‌তে হবে; কিন্তু যখন ব্রাহ্মণে কিঞ্চিৎ দান কত্যে স্বীকার হলেন, তখন তার তো এক প্রকার প্রায়শ্চিত্তই করা হলো, তা আমার সে কথার প্রসঙ্গেই বা প্রয়োজন কি?— তার জন্যে নিশ্চিন্ত থাকুন।

(স্বাভাবিক বেশে হানিফ গাজীর প্রবেশ।)

হানি। কত্তাবাবু, সালাম করি।

ভক্ত। (অতি ব্যাকুলভাবে) এ কি! অ্যাঁ! এ আবার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত?

হানি। (হাস্যমুখে) কত্তাবাবু, আমি ঘরে আস্যে ফতিরি তল্লাস্ কল্লাম, তা সকলে কলে যে সে এই ভাঙ্গা মন্দিরির দিকে পুঁটির সাতে আয়েছে, তাই তারে ঢুঁড়তি ঢুঁড়তি আস্যে পড়েছি। আপনার যে মোচলমান হতি সাধ্ গেছে তা জানৃতি পাল্লি ভাবনা কি ছিল? ফতি তো ফতি, ওর চায়েও সোনার চাঁদ আপনারে আস্যে দিতি পাত্তাম, তা এর জন্যি আপনি এত তজ্‌দি নেলেন কেন?

তোবা তোবা!

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া নম্রভাবে) বাবা হানিফ! আমি সব বুঝেছি, তা আমি যেমন তোমার উপর অহেতু অত্যাচার করেছিলেম, তেমনি তার বিধিমত শাস্তিও পেয়েছি, আর কেন? এখন ক্ষান্ত দাও। আমি বরঞ্চ তোমাকে কিছু দিতেও রাজি আছি, কিন্তু বাপু এ কথা যেন আর প্রকাশ না হয়, এই ভিক্ষাটি আমি চাই। হে বাবা, তোর হাতে ধরি।

হানি। সে কি, কত্তাবাবু?—আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল পাড়তেন, এখন আপনি খোদ্ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে? তা এ কথা তো আমার জাতকুটুমগো কতিই হবে।

ভক্ত। সর্ব্বনাশ!—বলিস্ কি হানিফ্? ও বাচ্‌পোৎ দাদা, এইবারেই তো গেলেম। ভাই, তুমি না রক্ষে কল্যে আর উপায় নাই। তা একবার হানিফ্‌কে তুমি দুটো কথা বুঝিয়ে বলো।

বাচ। (ঈষৎ হাস্যমুখে) ও হানিফ্, একবার এ দিকে আয় দেখি, একটা কথা বলি। (হানিফ্‌কে একপার্শ্বে লইয়া গোপনে কথোপকথন।)

ভক্ত। রাধে—রাধে—রাধে, এমন বিভ্রাটে মানুষ পড়ে! একে তো অপমানের শেষ; তাতে আবার জাতের ভয়। আমার এমনি হচ্যে যে পৃথিবী দুভাগ হলে আমি এখনি প্রবেশ করি। যা হোক, এই নাকে কাণে খত, এমন কর্ম্মে আর নয়।

ফতে। (অগ্রসর হইয়া সহাস্যবদনে) কেন কত্তাবাবু? নাড়্যের মায়ে কি এখনে আর পছন্দ হচ্যে না?

ভক্ত। দূর হ, হতভাগি, তোর জন্যেই তো আজ আমার এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

ফতে। সে কি, কত্তাবাবু?—এই মুই আপনার কলজে হচ্ছেলাম, আরো কি কি হচ্ছেলাম; আবার এখন মোরে দুর কত্তি চাও?

ভক্ত। কেবল তোকে দূর? এ জঘন্য কর্ম্মটাই আজ অবধি দূর কল্যেম। এতোতেও যদি ভক্তপ্রসাদের চেতন না হয়, তবে তার বাড়া গর্দ্দভ আর নাই।

গদা। (জনান্তিকে) ও পিসি, তবেই তো গদার পেসা উঠ্‌লো!

পুঁটি। উঠুক বাছা; গতর থাকে তো ভিক্ষে মেগে খাবো। কে জানে মা যে নেড়ের মেয়েগোলর সঙ্গে পোষা ভূত থাকে? তা হলে কি আমি এ কাজে হাত দি?

বাচ। (অগ্রসর হইয়া) কত্তাবাবু, আপনি হানিফ্‌কে দুটি শত টাকা দিন্, তা হলেই সব গোল মিটে যায়।

ভক্ত। দু—শো টা—কা! ও বাবা, আমি যে ধনে প্রাণে গেলেম। বাচপোৎ দাদা, কিছু কম্ জম্ কি হয় না?

বাচ। আজ্ঞে, না, এর কমে কোন মতেই হবে না।

ভক্ত। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে চল, তাই দেব। আমি বিবেচনা করে দেখলেম, যে এ কর্ম্মের দক্ষিণান্ত এইরূপেই হওয়া উচিত। যা হোক ভাই, তোমাদের হতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম। এ উপকার আমি চিরকালই স্বীকার করবো। আমি যেমন অশেষ দোষে দোষী ছিলেম, তেমনি তার সমুচিত প্রতিফলও পেয়েছি। এখন নারায়ণের কাছে প্রার্থনা করি যে এমন দুর্ম্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।

বাইরে ছিল সাধুর আকার, মনটা কিন্তু ধর্ম্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য ভণ্ডামিতে চারটি পোয়া॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে, হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফল্‌লো ধর্ম্ম, "বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁয়া॥"

[সকলের প্রস্থান।

(যবনিকা পতন।)

সমাপ্ত

পদ্মাবতী নাটক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ইন্দ্রনীল (রাজা), মানবক (বিদূষক), রাজমন্ত্রী, দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি অঙ্গিরা, মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কঞ্চুকী, ঐ পুরোহিত, কলি, সারথি,

শচী দেবী, রতি দেবী, মুরজা দেবী, পদ্মাবতী, বসুমতী (সখী), মাধবী (পরিচারিকা), গৌতমী (তপস্বিনী), (অপ্সরী),

নাগরিকগণ, রক্ষকগণ, ইত্যাদি।

প্রথমাঙ্ক

বিন্ধ্যগিরি ;—দেব-উপবন।

(ধনুর্ব্বাণ-হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের বেগে প্রবেশ।)

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) হরিণটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে কোন্ দিকে গেল হে ? কি আশ্চর্য্য ! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখছি ? আর তাই বা কেমন করে বলি। এই ত ভগবান্ বিন্ধ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিন্তা করিয়া) এই পর্ব্বতময় প্রদেশে রথের গতির রোধ হয় বল্যে, আমি পদব্রজে হরিণটার অনুসরণক্লেশ স্বীকার করে্য অবশেষে কি আমার এই ফললাভ হলো যে আমি একলা একটা নির্জ্জন বনে এসে পড়্‌লেম ? মরুভূমিতে মরীচিকা বারিরূপে দর্শন দেয় ; তা এ স্থলে কি সে মায়ামৃগ হয়ে আমাকে এত বৃথা দুঃখ দিলে ? সে যা হোক, এখন এখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করে্য এ ক্লান্তি দূর করা আবশ্যক। (পরিক্রমণ করিয়া) আহা ! স্থানটি কি রমণীয় ! বোধ করি এ কোন যক্ষ কিম্বা গন্ধর্ব্বের উপবন হবে। প্রকৃতি মানবজাতির লোচনানন্দের নিমিত্তে, এমন অপরূপ রূপ কোথাও ধারণ করেন না। আমি এই উৎসের নিকটে শিলাতলে বসি। এ যেন কলকল রবে আমাকে আহ্বান কচ্যে। (উপবেশন করিয়া সচকিতে) এ কি ? এ উদ্যান যে সহসা অপূর্ব্ব সুগন্ধে পরিপূর্ণ হতে

লাগলো? (আকাশে কোমল বাদ্য) আহা! কি মধুর ধ্বনি! কি—? (সহসা নিদ্রাবৃত হইয়া শিলাতলে পতন।)

(শচী এবং রতির প্রবেশ)

শচী। সখি, সুরপতির কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর। তিনি, দুষ্ট দৈত্যবংশ কিসে সমূলে ধ্বংস হবে, এই ভাবনায় সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁর কি আর সুখভোগে মন আছে? রতিদেবি, তুমি কি ভাগ্যবতী! দেখ, তোমার মন্মথ তিলার্দ্ধের জন্যেও তোমার কাছ ছাড়া হন না। আহা! যেমন পারিজাত পুষ্পের আলিঙ্গন-পাশে সৌরভমধু চিরকাল বাঁধা থাকে, তোমার মদনও তেমনি তোমার বশীভূত।

রতি। সখি, তা সত্য বটে। বিরহ-অনল যে কাকে বলে, তা আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (উভয়ের পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! শচীদেবি, ঐ দেখ, তোমার মালতী মলয়মারুতের আগমনে যেন বিরক্ত হয়ে তাকে নিকটে আস্‌তে ইঙ্গিতে নিষেধ কচ্চ্যে।

শচী। কর্‌বে না কেন? দেখ, ইনি সমস্ত দিন ঐ নির্ম্মল সরোবরে নলিনীর সঙ্গে কেলি করে কেবল এই এখানে আস্‌ছেন। এতে কি মালতীর অভিমান হয় না? আর আপনার গায়ের গন্ধেই ইনি আপনি ধরা পড়েছেন।

(মুরজা দেবীর প্রবেশ।)

কি গো, সখী মুরজা যে? এস, এস। আজ তোমার এত বিরস বদন কেন?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার দুঃখের কথা আর কাকে বল্‌বো?

রতি। কেন, কেন? কি হয়েছে?

মুর। প্রায় পনের বৎসর হলো পার্ব্বতী আমার কন্যা বিজয়াকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কত্যে অভিশাপ দেন; তা সেই অবধি তার আর কোন অনুসন্ধান পাই নাই।

শচী। সে কি? ভগবতী পৃথিবী না তাকে স্বগর্ভে ধারণ কত্যে স্বীকার পেয়েছিলেন?

মুর। হাঁ—পেয়েছিলেন, আর ধরেও ছিলেন বটে। কিন্তু তার জন্ম হল্যে তাকে যে লালন পালনের জন্যে কার হাতে দিয়েছেন, এ কথাটি তিনি কোন মতেই আমাকে বল্‌তে চান না। আমি আজ তাঁর পায়ে ধরে যে কত কেঁদেছি, তা আর কি বল্‌বো?

রতি। তা ভগবতী তোমাকে কি বল্‌লেন?

মুর। তিনি বল্‌লেন—"বৎসে, সময়ে তুমি আপনিই সকল জান্‌তে পারবে। এখন তুমি রোদন সম্বরণ কর্য্যে অলকায় যাও। তোমার বিজয়া পরম সুখে আছে।"

শচী। তবে, সখি, তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। আর বিবেচনা করে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা জলবিম্বের মত অতি শীঘ্রই শেষ হয়।

মুর। সখি, বিজয়ার বিরহে আমার মন থেকে থেকে যেন কেঁদে উঠে! হায়! জগদীশ্বর আমাদের অমর করেও দুঃখের অধীন কল্যেন্।

শচী। সখি, বিধাতার এ বিপুল সৃষ্টিতে এমন কোন ফুল আছে যে তাতে কীট প্রবেশ কত্যে না পারে?

(দূরে নারদের প্রবেশ।)

নার। (স্বগত) আমি মহর্ষি পুলস্তের আশ্রমে শূন্যপথ দিয়ে গমন কর্‌তে ছিলেম। অকস্মাৎ এই দেব-উপবনে এই তিনটি দেবনারীকে দেখে ইচ্ছা হলো যে যেমন করো্যে পারি এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত করাই—এই জন্যেই আমি এই পর্ব্বত-সানুতে অবতীর্ণ হয়েছি। তা আমার এ মনস্কামনাটি কি সুযোগে সুসিদ্ধ করি? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হয়েছে। এই যে সুবর্ণ-পদ্মটি আমি মানস-সরোবর থেকে অবচয়ন করে এনেছি, এর দ্বারাই আমার কার্য্য সফল হবে। (অগ্রসর হইয়া) আপনাদের কল্যাণ হউক!

সকলে। দেবর্ষি, আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি। (প্রণাম।)

শচী। (স্বগত) এ হতভাগা ত সর্ব্বত্রেই বিবাদের মূল, তা এ আবার কোত্‌থেকে এখানে এসে উপস্থিত হলো?—ও মা! আমি এ কি কচ্চি? ও যে অন্তর্যামী। ও আমার এ সকল মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে! (প্রকাশে) ভগবন্, আজ আমাদের কি শুভ দিন! আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে চরিতার্থ হলেম। তবে আপনার কোথায় গমন হচ্যে?

নার। (স্বগত) এ দুষ্টা স্ত্রীটার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই! এ কি? এর যে উদরে বিষ, মুখে মধু। এ যে মাকালফল। বর্ণ দেখ্‌লে চক্ষু শীতল হয়, কিন্তু ভিতরে—ভস্ম! তা আমার যে পর্য্যন্ত সাধ্য থাকে একে যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হতে কোনমতেই প্রস্থান করা হবে না। (প্রকাশে) আপনাদের চন্দ্রানন দর্শন করায় আমি পরম সুখী হলেম। আমার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমি এক ঘোরতর বিপদে পড়ে এই ত্রিভুবন পর্য্যটন করে বেড়াচ্চি।

রতি। বলেন কি!

নার। আর বল্‌বো কি? কয়েক দিন হলো আমি কৈলাসপুরীতে হরগৌরী দর্শন করো্যে আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্ছিলেম, এমন সময়ে দৈবমায়ায় তৃষাতুর হয়ে মানস-সরোবরের নিকট উপস্থিত হলেম—

শচী। তার পর, মহাশয়?

নার। সরোবর-তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেম যে তার সলিলে একটি কনক-পদ্ম ফুটে রয়েছে।

রতি। দেবর্ষি, তার পর কি হলো ?

নার। আমি পদ্মটির সৌন্দর্য্য দেখে তৃষ্ণা-পীড়া বিস্মৃত হয়ে অতি যত্ন করে তুল্‌লেম।

সকলে। তার পর ? তার পর ?

নার। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই দৈববাণী হলো—"হে নারদ, এ ভগবতী পার্ব্বতীর পদ্ম। একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম্ম হয় নাই। এক্ষণে এ ত্রিভুবনমধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী, তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিরাজ-ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।" হায় ! এ কি সামান্য বিপদ ?—

শচী। (সহাস্যবদনে) ভগবন্‌, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনি এ পদ্মটি আমাকেই প্রদান করুন না কেন ?

মুর। কেন, তোমাকে প্রদান করবেন কেন ? দেবর্ষি, আপনি এ পদ্মটি আমাকে দিউন।

রতি। মুনিবর, আপনিই বিবেচনা করুন্‌। এ দেবনির্ম্মিত কনকপদ্মের উপযুক্ত পাত্রী আমা অপেক্ষা ত্রিভুবনে আর কে আছে ?

নার। (স্বগত) এই ত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। তা এ ঝড় আরম্ভের আগেই আমার এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। (প্রকাশে) আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করা উচিত হয় না। দেখুন, আমি বৃদ্ধ, বনচারী তপস্বী—আপনারা সকলেই দেবনারী। আপনাদের মধ্যে যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, এ কথার নির্ঘণ্ট করা আমার সাধ্য নয়। অতএব আমি এই কনকপদ্ম এই ভগবান্‌ বিন্ধ্যাচলের শৃঙ্গের উপর রাখ্‌লেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরমসুন্দরী, তিনি ব্যতীত আর কেউ এ পুষ্প স্পর্শ করবা মাত্রেই তাঁকে পাষাণ-মূর্ত্তি ধর্‌য়্যে এই উপবনে সহস্র বৎসর থাক্‌তে হবে। আমি এক্ষণে বিদায় হলেম।

[প্রস্থান।

শচী। (ঈষৎ কোপে) তোমাদের মতন বেহায়া স্ত্রী কি আর আছে ?

উভয়ে। কেন ? বেহায়া আবার কিসে দেখলে ?

শচী। কেন, তা আবার জিজ্ঞাসা কর ? তোমাদের অহঙ্কার দেখ্‌লে ভয় হয় ! আই মা ! কি লজ্জার কথা ! তোমাদের কি আমার কাছে এত দর্প করা সাজে ?

উভয়ে। কেন, কেন ? আমরা কি দর্প করেছি ?

শচী। তোমরা কি জান না যে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ?

মুর। ইঃ, তা হলেই বা। তুমি কি জান না যে আমি যক্ষেশ্বরের প্রণয়িনী মুরজা ?

রতি। তোমাদের কথা শুনলে হাসি পায়। তোমরা কি ভুল্‌লে যে, যে অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের মনঃ মোহন করেন, আমি তাঁর মনোমোহিনী রতি।

শচী। আঃ, তোমার মন্মথের কথা আর কইও না। হরের কোপানলে দগ্ধ হওয়া অবধি তাঁর আর কি আছে ?

রতি। কেন, কি না আছে ? তুমি যদি আমাকে আমার মন্মথের কথা কইতে বারণ কর, তবে তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো না। তোমার প্রতি যে সুরপতির কত অনুরাগ তা সকলেই জানে। তা তোমার প্রতি এত অনুরাগ না থাক্‌লে কি তিনি আর সহস্রলোচন হতেন ?

শচী। (সরোষে) তোর এত বড় যোগ্যতা ? তুই সুরেন্দ্রের নিন্দা করিস্ ! তোর মুখ দেখলে পাপ হয়।

(অদৃশ্যভাবে নারদের পুনঃপ্রবেশ।)

নার। (স্বগত) আহা ! কি কন্দলই বাধিয়েছি। ইচ্ছা করে যে বীণাধ্বনি কর্‌য়ে একবার আহ্লাদে হাত তুলে নৃত্য করি। (চিন্তা করিয়া) যা হউক এ দুর্জ্জয় কোপাগ্নি এখন নির্ব্বাণ করা উচিত। [প্রস্থান।

মুর। আঃ, মিছে ঝগড়া কর কেন ?

আকাশে। হে দেবনারীগণ ! তোমরা কেন এ বৃথা বিবাদ কর্‌য়ে দেবসমাজে নিন্দনীয়া হবে ? দেখ, ঐ উৎসের সমীপে শিলাতলে বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীল রায় সুপ্তভাবে আছেন। তোমরা এ বিষয়ে ওঁকে মধ্যস্থ মান।

মুর। ঐ শুন্‌লে ত ? আর দ্বন্দ্বে কাজ কি ? এস, রাজা ইন্দ্রনীল রায়কে জাগান যাক্ গে।

শচী। রাজা ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিদ্রাবৃত হয়ে রয়েছে। এস, আমরা ঐ শিখরের কাছে দাঁড়ায়ে মহারাজকে মায়াজাল হতে মুক্ত করি।

[সকলের প্রস্থান।

(আকাশে কোমল বাদ্য)

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) আহা ! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখ্‌তে-ছিলেম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে নিদ্রাদেবি, আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি এ সময়ে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হল্যে ? হায় ! আমি সশরীরে স্বর্গভোগ কত্যে আরম্ভ করবামাত্রেই তুমি আমাকে আবার এ দুর্জ্জয় সংসারজালে টেনে এনে ফেল্‌লে ? জননি, এ কি মায়ের ধর্ম্ম ?—আহা ! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখছিলেম। বোধ হলো যেন আমি দেবসভায় বসে অপ্সরীগণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ কর্‌তেছিলাম, আর চতুর্দ্দিক্ থেকে যে কত সৌরভসুধা বৃষ্টি হতেছিল, তা বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম। (সচকিতে) এ আবার কি ? এঁরা সকল কে ?—দেবী কি মানবী ?

(শচী, মুরজা এবং রতির পুনঃপ্রবেশ।)

তা এঁদের অনিমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এঁদের দেবত্ব-সন্দেহ দূর না কল্যেও, এঁদের অপরূপ রূপলাবণ্যে আমার সে সংশয় ভঞ্জন হতো। নলিনীর আঘ্রাণ

পেলে অন্ধ ব্যক্তিও জানতে পারে যে নলিনীই তার নিকটে ফুটে রয়েছে। এমন অপরূপ রূপলাবণ্য কি ভূমণ্ডলে সম্ভবে?

শচী। মহারাজের জয় হউক।

মুর। মহারাজ দীর্ঘায়ুঃ হউন।

রতি। মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক।

শচী। হে মহীপতে, আমি ইন্দ্রাণী শচী।

মুর। মহারাজ, আমি যক্ষরাজপত্নী মুরজা।

রতি। নরেশ্বর, আমি মন্মথপ্রণয়িনী রতি।

শচী। (জনান্তিকে মুরজা এবং রতির প্রতি) এক জনকে কথা কইতে দাও—এত গোল কর কেন? এমন কল্যে কি কর্ম্ম সিদ্ধ হবে?

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে আমার জন্ম সার্থক হলো। তা আপনারা এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন?

শচী। মহারাজ, ঐ যে পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে কনকপদ্মটি দেখতে পাচ্যেন, ঐটি আমাদের তিন জনের মধ্যে আপনি যাকে পরমসুন্দরী বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন।

রতি। মহারাজ, শচীদেবী যা বল্‌লেন, আপনি তা ভাল করে বুঝলেন ত?—যে সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী—

শচী। আরে এত গোল কর কেন?

রাজা। (স্বগত) এ কি বিষম বিভ্রাট! এঁরা সকলেই ত দেবনারী দেখছি, তা এঁদের মধ্যে কাকে তুষ্ট কাকেই বা রুষ্ট করবো? (প্রকাশে) আপনারা এ বিষয়ে দাসকে মার্জ্জনা করুন।

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে ধর্ম্ম-অবতার। আপনাকে অবশ্যই এ বিচার কত্যে হবে।

মুর। এ মীমাংসা আপনি না কল্যে আর কে করবে?

রতি। তা এতে আপনার ভয় কি? আপনি একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখলেই ত হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আজ যে আমি কি কুলগ্নেই যাত্রা করেছিলেম, তা আর কাকে বল্‌বো।

শচী। নরনাথ, আপনি যে চুপ্‌ করে রইলেন? এ বিষয়ে কি আপনার মনে কোন সংশয় হয়? দেখুন, আমি সুরেন্দ্রের মহিষী, আমি ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মুহূর্ত্তেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্বপদে নিযুক্ত কত্যে পারি।

মুর। শচীদেবী, এ, সখি, তোমার বৃথা গর্ব্ব। দেখ, তোমরা প্রবল দৈত্য-কুলের ভয়ে অমরাবতীতে দিবা রাত্রি যেন মরে থাক। তা তুমি আবার সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্ব কোত্‌থেকে দেবে গা? (রাজার প্রতি) হে নরেশ্বর, আপনি

বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী, এ বসুমতী আমারই রত্নাগার,—এতে যত অমূল্য রত্নরাজি আছে, আমিই সে সকলের অধিকারিণী।

রতি। (স্বগত) বাঃ, এঁরা যে দুজনেই দেখ্‌ছি বিচারকর্ত্তাকে ঘুষ খাওয়াতে উদ্যত হলেন, তবে আমি আর চুপ্‌ করে থাকি কেন? (প্রকাশে) মহারাজ, ইন্দ্রত্বপদের যে কি সুখ তা সুরপতিই জানেন। পক্ষিরাজ বাজ সদর্পে উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে বাস করে বটে; কিন্তু ঝড় আরম্ভ হল্যে সকলের আগে তারই সর্ব্বনাশ হয়। আর ধনের কথা কি বলবো? যে ফণীর মস্তকে মণি জন্মে সে সর্ব্বদাই বিবরে লুকিয়ে থাকে। আর যদি কখন ক্ষুধাতুর হয়ে ঘোরতর অন্ধকার রাত্রেও বাইরে আসে, তবে তার মণির কান্তি দেখে কে তার প্রাণ নষ্ট কত্যে চেষ্টা না করে? আরও দেখুন, ধন উপার্জ্জনে যার মন, তার অবশেষে তুঁত পোকার দশা ঘটে। এই নির্ব্বোধ কীট অনেক পরিশ্রমে একখানি উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করো্য তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ হারায়, পরে পট্টবস্ত্র অন্য লোকে পরে।

শচী। আহা! রতিদেবীর কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি গা! তবে এ পৃথিবীতে সুখী কে?

রতি। তা তুমি কেমন করে জানবে? আমার বিবেচনায় মধুকর সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। পুষ্পকুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন কর্ম্মই নাই। তা মহারাজ, এ পৃথিবীতে যত পুষ্পস্বরূপ অঙ্গনা বিকশিতা হয়, তারা সকলেই আমার সেবিকা।

রাজা। (স্বগত) এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? এ বিপদ্‌ হতে কিসে পরিত্রাণ পাই?

শচী। হে নরনাথ, আপনার আর এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত হয় না।

রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপদ্ম গ্রহণ করিয়া) আপনারা স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার বিবেচনায় যা যথার্থ বোধ হয়, আমি তা কল্যে ত আপনাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না?

সকলে। তা কেন হবো?

রাজা। তবে আমি এ কনকপদ্ম রতিদেবীকে প্রদান করি। আমার বিবেচনায় মন্মথমনোমোহিনী রতিদেবীই বামাদলের ঈশ্বরী। (রতিকে পদ্ম প্রদান।)

শচী। (সরোষে) রে দুষ্ট মানব, তুই কামের বশ হয়ে ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌লি? তা তোকে আমি এ নিমিত্তে যথোচিত দণ্ড দিতে কোন মতেই ত্রুটি করবো না।

[প্রস্থান।

মুর। (সরোষে) তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করো্য স্ত্রীলোভে চণ্ডালের কর্ম্ম কর্‌লি? তা তুই যে কালক্রমে এর সমুচিত শাস্তি পাবি, তার কোন সংশয় নাই।

রতি। (প্রফুল্লবদনে) মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে কোন মতেই শঙ্কিত

হবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা করবো, আর আপনার যথাবিধি পুরস্কার কত্যেও ভুল্‌বো না। আপনি আমার আশীর্ব্বাদে পরম সুখভোগী হবেন। আমি এখন বিদায় হই।

রাজা। (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা পরে আমার অদৃষ্ট যা থাকে তাই হবে; এখন যে এ ঝঞ্ঝাটটা মিটে গেল, এতেই বাঁচলাম। শচী আর মুরজা যে আমাকে ক্রোধানলে ভস্ম করে্য যায় নাই, এই আমার পরম লাভ।

(সারথির প্রবেশ।)

সার। মহারাজের জয় হউক। দেব, আপনার রথ প্রস্তুত।

রাজা। সে কি! তুমি এ পর্ব্বত-প্রদেশে রথ কি প্রকারে আন্‌লে?

সার। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ, আপনার প্রসাদে এ দাসের পক্ষে এ অতি সামান্য কর্ম্ম।

রাজা। তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। আমি এই ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের মতই প্রায় অচল হয়ে পড়েছি। আর্য্য মানবক কোথায়?

সার। আজ্ঞা—তিনি মহারাজের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচ্যেন।

নেপথ্যে। ও—হো!—হৈ!—হৈ!

রাজা। সারথি, তুমি রথের নিকটে গিয়ে আমার অপেক্ষা কর। আমি মানবককে সঙ্গে করে আনি।

সার। যে আজ্ঞা, মহারাজ। [প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মানবক এখানে একলা এসে কি করে। এমন নিভৃত স্থলে ওর মতন ভীরু মনুষ্যকে ভয় দেখান অতি সহজ কর্ম্ম।

(পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি।)

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (স্বগত) দূর কর মেনে! এ কি সামান্য যন্ত্রণা! ওরে নিষ্ঠুর পেট, তুই এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজার পাছে পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে কেবল তোর জালায় বৈ ত নয়। এই দেখ, এই পাহাড়ে দেশে হেঁটে হেঁটে আমি খোঁড়া হয়ে গেলেম। (ভূতলে উপবেশন করিয়া) হায়, এই যে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম, এ চিহ্ন স্বয়ং পুরুষোত্তম কত প্রযত্নে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। তা দেখ, এ পাথরের চোটে একবারে যেন ছিঁড়ে গেছে। উঃ, একবার রক্তের স্রোতের দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের বৃষ্টি হচ্যে। রে দুষ্ট বিন্ধ্যাচল, তোর কি দয়ার লেশমাত্রও নাই? আর কোত্‌থেকেই বা থাকবে? তোর শরীর যেমন পাষাণ, তোর হৃদয়ও তেমনি কঠিন। ওরে অধম, তোর কি ব্রহ্মহত্যা-পাপের ভয় নাই?

নেপথ্যে। (তর্জ্জন-গর্জ্জন শব্দ।)

বিদূ। ও বাবা! এ আবার কি? পর্ব্বতটা রেগে উঠ্‌লো না কি?

নেপথ্যে। (তর্জ্জন-গর্জ্জন শব্দ।)

বিদূ। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! (ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে ভগবন্ বিন্ধ্যাচল, তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। প্রভু, আমি তোমার পায়ে পড়ি। আমি এই নাক কান মলে বলছি, আমি তোমাকে আর এ জন্মেও নিন্দা কর্‌বো না। হিমাদ্রিকে অচলেন্দ্র কে বলে? তুমিই পর্ব্বতকুলের শিরোমণি। (গাত্রোত্থান এবং চিন্তা করিয়া স্বগত) দূর, আমার আজ কি হয়েছে? আমি একটুতে এত ডরালেম যে? বোধ করি, ও শব্দটা কেবল প্রতি-ধ্বনি মাত্র।

নেপথ্যে।—ধ্বনি মাত্র!

বিদূ। (সচকিতে) এ আবার কি? এ যে যথার্থই প্রতিধ্বনি। তা পর্ব্বত-প্রদেশই ত প্রতিধ্বনির জন্মস্থান। দেখি, এর সঙ্গে কেন কিঞ্চিৎ আলাপই করি না। (উচ্চস্বরে) ওলো প্রতিধ্বনি!

নেপথ্যে। পীরিতের ধনী।

বিদূ। ওলো, তুই আবার কোত্‌থেকে লো?

নেপথ্যে।—কে লো?

বিদূ। তুই লো।

নেপথ্যে। তুই লো।

বিদূ। মর, তোর মুখে ছাই।

নেপথ্যে।—মুখে ছাই।

বিদূ। কার মুখে লো? আমার মুখে কি তোর মুখে?

নেপথ্যে।—তোর মুখে।

বিদূ। বাহবা! বাহবা!

নেপথ্যে।—বোবা।

বিদূ। মর্ গস্তানি, তুই আমাকে গাল দিস্!

নেপথ্যে। ইস্।

বিদূ। যা, এখন যা।

নেপথ্যে।—আঃ!

বিদূ। ও কি লো! তোর কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না লো?

নেপথ্যে।—না লো।

বিদূ। দূর মাগি, তুই এখন গেলে বাঁচি।

নেপথ্যে।—অঁ্যা—ছি।

বিদূ। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই দেখি না।

নেপথ্যে।—না।

বিদূ। বটে? তবে এই দেখ্। (মুখাবৃত করিয়া শিলাতলে উপবেশন।)

(রাজার পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত বেশ ধরতে হচ্যে তা বলা দুষ্কর। আমি এই উপবনে নিষাদরূপে প্রবেশ করে প্রথমতঃ দেব-দেবীর মধ্যস্থ হলেম; তার পরে আবার প্রতিধ্বনিও হলেম; দেখি, আরও কি হতে হয়। (পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি।)

বিদূ। (মুখ মোচন করিয়া স্বগত) মাগী গেছে ত? ওলো প্রতিধ্বনি, তুই কোথায় লো? রাম বলো, আপদ্ গেছে। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) আহা! ফোয়ারাটি কি সুন্দর দেখ! এমন জল দেখলে শীতকালেও তৃষ্ণা পায়। তা আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে কিছু আহার না করে কখনই জল খাবো না। কি আশ্চর্য্য! ঐ যে একটা উত্তম পাকা দাড়িম্ দেখতে পাচ্চি। তা এ নির্জ্জন স্থানে এক জন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে কিছু ফলাহার করাই নে কেন? (দাড়িম্ব গ্রহণ।)

নেপথ্যে। রে দুষ্ট তস্কর, তুই কি জানিস্ না যে এ দেব-উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত?

বিদূ। (সত্রাসে স্বগত) ও বাবা! এ আবার মাটি খেয়ে কি করে বস্‌লেম্?

নেপথ্যে। ওরে পাষণ্ড, আমি এই তোর মস্তকচ্ছেদন কত্যে আস্‌ছি। (হুহুঙ্কার ধ্বনি।)

বিদূ। (সত্রাসে ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে যক্ষরাজ, আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন। আমি একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কর্ম্মটা করেছি।

নেপথ্যে। হা মিথ্যাবাদিন্, যার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম সে মহাত্মা কি পরধন অপহরণ করে?

বিদূ। (সত্রাসে) হে যক্ষরাজ, আমি আপনার মাথা খাই যদি মিথ্যা কথা কই। আমি যথার্থই ব্রাহ্মণ। তা আমি আপনার নিকটে এই শপথ কচ্যি যে, যদি আর কখন পরের দ্রব্য চুরি করি, তবে যেন আমি সাত পুরুষের হাড় খাই। আমি এই নাকে খৎ দিয়ে বল্‌চি—

নেপথ্যে। দে, খৎ দে।

বিদূ। (খৎ দিয়া) আর কি কত্যে আজ্ঞা করেন, বলুন।

নেপথ্যে। তুই এ স্থলে কি নিমিত্তে এসেছিস্?

বিদূ। (স্বগত) বাঁচলেম। আর যে কত ফল চুরি করে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্যে না। (প্রকাশে) যক্ষরাজ, আর দুঃখের কথা কি বলবো? আমি বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি।

নেপথ্যে। সে কি? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল রায় যে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সে না তার প্রজাদের অত্যন্ত পীড়ন করে?

বিদূ। আপনি দেখ্ছি সকলই জানেন, তা আপনাকে আমি আর অধিক কি বল্‌বো? রাজা বেটা রেয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই তাই লুটে পুটে নেয়।

নেপথ্যে। বটে? সে না বড় অসৎ?

বিদূ। মহাশয়, ও কথা আর বলবেন না,—ওর রাজ্যে বাস করা ভার। বেটা রাবণের পিতামহ।

নেপথ্যে। বটে? রাজার কয় সংসার?

বিদূ। আজ্ঞা, বেটা এখনও বিয়ে করেনি।

নেপথ্যে। কেন?

বিদূ। মহাশয়, বেটা কৃপণের শেষ। পয়সা খরচ হবে বল্যে বিয়ে করে না।

(রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। কি হে দ্বিজবর, এ সকল কি সত্য? আমি কি প্রজাপীড়ন করি? আমি কি দশানন অপেক্ষাও দুরাচার? আমি কি অর্থব্যয় হবে বল্যে বিবাহ করি না?

বিদূ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ ত যক্ষরাজ নয়, এযে রাজা ইন্দ্রনীল! তা এখন কি করি? একে যে গালাগালি দিইছি, বোধ করি, মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে এখন।

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে চুপ করে রইলে? এখন আমার উচিত যে আমিই তোমার মস্তকচ্ছেদ করি।

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। ও কি ও, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও না কি?

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য।)

রাজা। মর্ মূর্খ! তুই পাগল হলি না কি?

বিদূ। হাঃ! হাঃ হাঃ! বয়স্য, আপনি কি বিবেচনা করেন যে, আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছিলেম না? হাঃ! হাঃ! হাঃ!

রাজা। বল্ দেখি কিসে চিন্‌তে পেরেছিলি?

বিদূ। মহারাজ, হাতীর গর্জ্জন শুনে কি কেউ মনে করে যে কোলা ব্যাঙ ডাক্‌চে। সিংহের হুহুঙ্কার-শব্দ কি গলাভাঙ্গা গাধার চীৎকার বোধ হয়। হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ (উচ্চহাস্য।)

রাজা। ভাল, তবে তুমি আমাকে এত নিন্দা কল্যে কেন?

বিদূ। বয়স্য, পাপ কর্ম্ম কল্যে তার ফল এ জন্মেও ভোগ কত্যে হয়। দেখুন, আপনি একজন সদ্‌ব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছিলেন,

তার জন্যেই আপনাকে নিন্দা-স্বরূপ কিঞ্চিৎ তিক্তবারি পান কত্যে হলো।

রাজা। (সহাস্যবদনে) সখে, তোমার কি অগাধ বুদ্ধি। সে যা হউক, আমি যে আজ এ উপবনে কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি শুন্‌লে অবাক্ হবে।

বিদূ। কেন মহারাজ? কি হয়েছিল, বলুন দেখি?

রাজা। সে সকল কথা এ স্থলে বক্তব্য নয়। চল, এখন দেশে যাই। সে সব কথা এর পরে বল্‌বো।

বিদূ। তবে চলুন। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া অবস্থিতি।)

রাজা। ও আবার কি? দাঁড়ালে কেন?

বিদূ। বয়স্য, ভাবচি কি—বলি যদি এখানে যক্ষরাজ নাই, তবে ও পাকা দাড়িমটা ফেলে যাব কেন?

রাজা। (সহাস্যবদনে) কে ফেলে যেতে বল্‌চে? নাও না কেন?

বিদূ। যে আজ্ঞা। (দাড়িম্ব গ্রহণ)

রাজা। চল, এখন যাই। যদি যক্ষরাজ যথার্থই এসে উপস্থিত হন, তবে কি হবে?

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ—এ বড় মন্দ কথা নয়; তবে শীঘ্রই চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজশুদ্ধান্তসংক্রান্ত উদ্যান।

(পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ।)

পদ্মা। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি, সূর্য্যদেব অস্তে গেছেন বটে, কিন্তু এখনও একটু রৌদ্র আছে!

সখী। প্রিয়সখি, তবুও দেখ, ঐ না একটি তারা আকাশে উঠেছে?

পদ্মা। ওঁকে কি তুমি চেন না, সখি? ও যে ভগবতী রোহিণী। চন্দ্রের বিরহে ওঁর মন এত চঞ্চল হয়েছে, যে উনি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর আস্‌বার আগেই একলা এসে তাঁর অপেক্ষা কচ্যেন।

সখী। প্রিয়সখি, তা যেন হলো, কিন্তু একবার এদিকে চেয়ে দেখ। কি

চমৎকার!

পদ্মা। কেন, কি হয়েছে?

সখী। ঐ দেখ, মধুকর তোমার মালতীর মধু পান কত্যে এসেছে, কিন্তু মলয়মারুত যেন রাগ করেই ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হয়ে বসতে দিচ্যেন না। আর দেখ, ওরও কত লোভ। ওকে যতবার মলয় তাড়াচ্যেন, ও তত বার ফিরে ফিরে এসে বস্‌চে।

পদ্মা। সখি, চল দেখিগে, চক্রবাকী তার প্রাণনাথকে বিদায় করে, এখন একলা কি কচ্যে?

সখী। প্রিয়সখি, তাতে কাজ নাই। বরঞ্চ চল দেখিগে, কুমুদিনী আজ কেমন বেশ করে তার বাসরঘরে চন্দ্রের অপেক্ষা কচ্যে।

পদ্মা। সখি, যে ব্যক্তি সুখী তার কাছে গেলেই বা কি, আর না গেলেই বা কি? কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখী, তার কাছে গিয়ে দুটি মিষ্ট কথা কইলে তার মন অবশ্যই প্রফুল্ল হয়। আমি দেখেছি যে উচ্চ স্থলে বৃষ্টিধারা পড়লে জলটা অতি শীঘ্র বেগে চলে যায়, কিন্তু যদি কোন মরুভূমি কখনও জলধরের প্রসাদ পায়, তবে সে তা তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হয়ে পান করে।

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। রাজনন্দিনি একজন পটোদের মেয়ে পট বেচ্‌বার জন্যে এসেছে; আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি। সে বল্‌ছে যে তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম পট আছে।

সখী। দুর, এ কি পট দেখবার সময়?

পদ্মা। কেন? এখনও ত বড় অন্ধকার হয় নাই। (পরিচারিকার প্রতি) যা, তুই চিত্রকরীকে ডেকে আন্‌গে।

পরি। রাজনন্দিনি, সে অতি নিকটেই আছে। (উচ্চস্বরে) ওলো পটোদের মেয়ে, আয় তোকে রাজনন্দিনী ডাক্‌চেন।

নেপথ্যে। এই যাচ্যি।

(চিত্রকরীবেশে রতিদেবীর প্রবেশ।)

সখী। (জনান্তিকে পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, এর নীচকুলে জন্ম বটে, কিন্তু এর রূপলাবণ্য দেখলে চক্ষু জুড়ায়।

পদ্মা। (জনান্তিকে সখীর প্রতি) তুমি কি ভেবেচ, সখি, যে মণি-মাণিক্য কেবল রাজগৃহেই থাকে? কত শত অন্ধকারময় খনিতেও যে তাদের পাওয়া যায়। এই যে উজ্জ্বল মুক্তাটি দেখচ, এ একটা কদাকার শুক্তির গর্ভে জন্মেছিল। আর যে নলিনীকে লোকে ফুলকুলের ঈশ্বরী বলে, তার কাদায় জন্ম। (রতির প্রতি) তুমি কি চাও?

রতি। (স্বগত) আহা! রাজা ইন্দ্রনীলের কি সৌভাগ্য। তা সে শচীর ও

মুরজার দর্প চূর্ণ করে আমার যে মান রেখেছে, আমার তাকেই এ অমূল্য রত্নটি দান করা উচিত।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি যে চুপ্ করে রইলে? তুমি ভয় করো না, এখানে কার সাধ্য যে তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করে।

রতি। আপনি হচ্যেন রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ খুলতে আমার ভয় হয়।

পদ্মা। (সহাস্যবদনে) কেন? রাজকন্যারা কি রাক্ষসী? তারাও তোমাদের মতন মানুষ বৈত নয়।

রতি। (স্বগত) আহা মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনই সরলা।

পদ্মা। (শিলাতলে উপবেশন করিয়া) চিত্রকরি, এই আমি বস্লেম, তোমার পট সকল এক একখানা করে দেখাও।

রতি। যে আজ্ঞে, এই দেখাচ্যি।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি কোথায় থাক?

রতি। আজ্ঞে, আমরা পাহাড়ে মানুষ।

পদ্মা। তোমার স্বামী আছে?

রতি। রাজনন্দিনি, আমার পোড়া স্বামীর কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? তিনি আগুনে পুড়েও মরেন না। আর যেখানে সেখানে পান, কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান।

সখী। প্রিয়সখি, যদি তোমার পট দেখতে ইচ্ছা থাকে, তবে আর দেরী করো না।

পদ্মা। চিত্রকরি, এসো, তোমার পট দেখাও।

রতি। এই দেখুন। (একখানা পট প্রদান।)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এই দেখ, অশোককাননে সীতাদেবী রাক্ষসীদের মধ্যে বসে কাঁদচেন। আহা! যেন সৌদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিতা হয়ে রয়েছে। কিম্বা নলিনীকে যেন শৈবাল-কুল ঘেরে বসেছে। আর ঐ যে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ডালে দেখ্‌চ, ও পবন-পুত্র হনুমান্। দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টিধারার মত অনর্গল পড়ছে। সখি, এ সকল ত্রেতাযুগের কথা, তবু এখনও মনে হল্যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

রতি। (স্বগত) আহা! এ কি সামান্য দয়াশীলা! ভগবতী বৈদেহীর দুঃখেও এর নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হলো। (প্রকাশে) রাজনন্দিনি, আরও দেখুন। (অন্য একখানা পট প্রদান)

পদ্মা। এ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। এই যে ব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধরে অলক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে দৃষ্টি কচ্যেন, ইনি যথার্থ ব্রাহ্মণ নন। ইনি ছদ্মবেশী ধনঞ্জয়। ঐ যাজ্ঞসেনী।

রতি। (পদ্মাবতীর প্রতি) রাজনন্দিনি, এই পটখান একবার দেখুন দেখি। (পট প্রদান।)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া ব্যগ্রভাবে রতির প্রতি) চিত্রকরি, এ কার প্রতিমুর্ত্তি লা?

রতি। আজ্ঞে, তা আমি আপনাকে—(অর্দ্ধোক্তি)

পদ্মা। সখি—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়, এ কি! প্রিয়সখী যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) ও লো মাধবি, তুই শীঘ্র একটু জল আন্ ত লা। [পরিচারিকার বেগে প্রস্থান।

রতি। (স্বগত) ইন্দ্রনীলের প্রতি যে পদ্মাবতীর এত অনুরাগ জন্মেছে, তা ত আমি জান্‌তেম না। এদের দুজনকে স্বপ্নযোগে কয়েকবার একত্র করাতেই এরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অনুরক্ত হয়েছে। এ ত ভালই হয়েছে। আমার আর এখন এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নাই। শচী আর মুরজার ক্রোধে পদ্মাবতীর কি অনিষ্ট ঘট্‌তে পারবে? আমি এ সকল বৃত্তান্ত ভগবতী পার্ব্বতীকে অবগত করালে, তিনি যে এই পদ্মাবতীর প্রতি অনুকূল হবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। (অন্তর্দ্ধান।)

সখী। (স্বগত) হায়! প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কি?

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া ব্যগ্রভাবে) সখি, চিত্রকরী কোথায় গেল?

সখী। কৈ, তাকে ত দেখতে পাই না। বোধ করি, সে তোমাকে অচেতন দেখে মাধবীর সঙ্গে জল আন্‌তে গিয়ে থাক্‌বে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) তবে কি সে চিত্রপটখানা সঙ্গে লয়ে গেছে?

সখী। এই যে চিত্রপট তোমার সম্মুখেই পড়ে রয়েছে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে চিত্রপট লইয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া) সখি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখনও দেখেচ?

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চিত্রপটখানা এত যত্ন করে বুকে লুকুয়ে রাখ্‌লে?

পদ্মা। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্চি, তার উত্তর দাও না কেন? বলি, এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখনও দেখেচ?

সখী। ওকে আমি কোথায় দেখ্‌বো?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল না আন্‌তে আন্‌তেই সেরে উঠেছেন, তা বেশ হয়েছে।

সখী। হ্যাঁ লা মাধবি, এ পটো মাগী কোন্ দিকে গেল তুই দেখেছিস্?

পরি। কেন? সে না এখানেই ছিল। সে ত কৈ আমার সঙ্গে যায় নাই।

যাই, এখন আমি এ ঘটিটে রেখে আসিগে। [প্রস্থান।

পদ্মা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি, আমি বোধ করি, এ চিত্রকরী কোন সামান্যা স্ত্রী না হবে।

সখী। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) তাই ত, এ কি পাখী হয়ে উড়ে গেল?

পদ্মা। দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ কথার প্রসঙ্গ করো না।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যদি বারণ কর, তবে নাই বা কল্যেম। (নেপথ্যে নানাবিধ যন্ত্রধ্বনি) ঐ শোন। সঙ্গীতশালায় গানবাদ্য আরম্ভ হলো। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। সখি, তুমি যাও, আমি আরও কিঞ্চিৎকাল এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা করি।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি না গেলে কি ওরা কেউ মন দিয়ে গাবে, না বাজাবে?

পদ্মা। আমি গেলেম বল্যে। তুমি গিয়ে নিপুণিকাকে আমার বীণার সুর বাঁধ্‌তে বল।

সখী। আচ্ছা—তবে আমি চল্যেম। [প্রস্থান।

পদ্মা। হে রজনীদেবি, এ নিখিল জগতে কোন্ ব্যক্তি এমন দুঃখী আছে, যে, সে তোমার কাছে তার মনের কথা না কয়? দেখ, এই যে ধুতুরা ফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন না, বিধাতা একে পরম সুন্দরী করেও এর অধরকে বিষাক্ত করেছেন, কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জা সম্বরণ করো বিকশিত হয়। জননি, তুমি পরম দয়াশীলা। (পরিক্রমণ করিয়া) হায়! আমার কি হলো। আজ কয়েক দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রে যে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌চি, তার কথা আর কাকে বলবো? বোধ হয়, যেন একটি পরমসুন্দর পুরুষ আমার পাশে দাঁড়িয়ে এই বলেন—"কল্যাণি, আমার এই হৃৎসরোবরকে সুশোভিত করবার নিমিত্তেই বিধাতা তোমার মতন কনকপদ্ম সৃষ্টি করেছেন। প্রিয়ে, তুমি আমার।" এইমাত্র বলে সেই মহাত্মা অন্তর্দ্ধান হন। আর এই তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি। এই যে চিত্রকরী, যিনি আমাকে এই অমূল্য রত্ন প্রদান করে গেলেন, ইনিই বা কে? (পটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, তুমি অন্ধকারময় রাত্রে যে গৃহস্থের মন চুরি করেছ, সে তোমাকে এই মিনতি কচ্যে যে তুমি নির্ভয় হয়ে তার আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাও এসে অপহরণ কর।

নেপথ্যে। রাজনন্দিনী যে এখনও এলেন না। তিনি না এলে ত আমরা গাইতে আরম্ভ করবো না।

পদ্মা। (স্বগত) হায়! আমার এমন দশা কেন ঘটলো? হে স্বপ্নদেবি, এ যদি তোমারই লীলা হয়, তবে তুমি এ দাসীকে আর বৃথা যন্ত্রণা দিও না। (দীর্ঘ

নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা আমি এ সকল কথা কি এ জন্মে আর ভুলতে পারবো ?

(পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ ।)

পরি। রাজনন্দিনি. আপনি না এলে ওরা কেউ গাইতে চায় না। আর নিপুণিকাও আপনার বীণার সুর বেঁধেচে।

পদ্মা। তবে চল। [উভয়ের প্রস্থান।

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ)

শচী। (সরোষে) সখি, রতিকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ওর অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে ? দেখ, রুদ্রদেব রাগ্‌লে ভগবতী পার্ব্বতীও তাঁর নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু রতি অনায়াসে তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে তাঁর কোপানল নির্ব্বাণ করে। রতি ফাঁদ পাতলে তাতে কে না পড়ে ? অমরকুলে এমন মেয়ে কি আর দুটি আছে ?

মুর। তা ও এখানে এসে কি করেছে ?

শচী। কি না করেছে ? এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেনের মেয়ে পদ্মাবতীর মতন সুন্দরী নারী পৃথিবীতে নাই। রতি এই মেয়েটির সঙ্গে দুষ্ট ইন্দ্রনীলের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে। সখি, ইন্দ্রনীলকে যদি রতি এই স্ত্রী-রত্নটি দান করে, তবে আমাদের কি আর মান থাকবে ?

মুর। তার সন্দেহ কি ? তা ও কি প্রকারে এ চেষ্টা পাচ্যে, তার কিছু শুনেছ ?

শচী। শুনবো না কেন ? ও প্রতি রাত্রে এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধরে পদ্মাবতীকে স্বপ্নযোগে আলিঙ্গন দেয়, সুতরাং মেয়েটিও একবারে ইন্দ্রনীলের জন্যে যেন উন্মত্তা হয়ে উঠেছে।

মুর। বাঃ, রতির কি বুদ্ধি !

শচী। বুদ্ধি ? আর শোন না। আবার রাজলক্ষ্মীর বেশ ধারণ করে ও গত রাত্রে রাজা যজ্ঞসেনকে স্বপ্নে বলেছে যে, যদি পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর অতিশীঘ্র মহা সমারোহে না হয় তবে সে শ্রীভ্রষ্ট হবে।

মুর। কি আশ্চর্য্য ! স্বয়ম্বর হলেই ত ইন্দ্রনীল অবশ্যই আস্‌বে। আর ইন্দ্রনীলকে দেখবামাত্রেই পদ্মাবতী তাকেই বরণ করবে।

শচী। তা হলে আমরা গেলেম ! পৃথিবীতে কি আর কেউ আমাদের মানবে, না পূজা করবে ? সখি, তোমাকে আর কি বলবো ? এ কথা মনে পড়লে রাগে আমার চক্ষে জল আসে। আর দেখ, রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রীদের লয়ে আজ এই স্বয়ম্বরের বিষয়ে বিচার কচ্যে।

মুর। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন কি কর্ত্তব্য ?—ও কি ও ? (নেপথ্যে বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি) আহা ! কি মধুর ধ্বনি। সখি, একবার কাণ দিয়ে

শোন। তোমার অমরাবতীতেও এমন মধুর ধ্বনি দুর্লভ।

শচী। আঃ, তুমিও যেমন! ও সকল কি আর এখন ভাল লাগে?

নেপথ্যে। তুই, সই, আরম্ভ কর্ না কেন?

নেপথ্যে। চুপ্ কর্ লো—চুপ্ কর্; ঐ শোন্, রাজনন্দিনী আরম্ভ কচ্যেন। (বীণাধ্বনি।)

নেপথ্যে। আহা! রাজনন্দিনি, তুমি কি ভগবতী বীণাপাণির বীণাটা একবারে কেড়ে নেছ গা?

নেপথ্যে। মর্, এত গোল করিস্ কেন?

নেপথ্যে। (গীত)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে॥
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয় পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে।
কত করি ভুলিবারে, মন তা তো নাহি পারে,
যারে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে।
সরমে মরমব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা মরমে মরি গুমরে॥

মুর। শচীদেবি, আমরা কি নন্দনকাননে উর্ব্বশী আর চারুনেত্রার মধুর স্বর শুনে মোহিত হলেম?

শচী। সখি, তুমিও কি এই প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হলে? দেখ, যদি রতির মনস্কামনা সুসিদ্ধ হয়, তবে এই সুধারস দুষ্ট ইন্দ্রনীলই দিবারাত্র পান কর্‌বে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি যক্ষেশ্বরি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? লোকে আমাকে বৃথা ইন্দ্রাণী বলে। আমার পতি বজ্র দ্বারা কত শত উন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গকে চূর্ণ করে উড়িয়ে দেন; কত শত বিশাল তরুরাজকে ভস্ম করে ফেলেন; কিন্তু আমি, দেখ, একজন অতিক্ষুদ্র মানবকেও যৎকিঞ্চিৎ দণ্ড দিতে পারলেম না। হায়! আমার বেঁচে আর সুখ কি?

মুর। তবে, সখি, তোমার কি এই ইচ্ছা যে, ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার জন্যে এ সুশীলা মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে?

শচী। কেন দেব না? পরমান্ন চণ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে দেওয়াও ভাল। দেখ, দুষ্টদমনের নিমিত্তে বিধাতা সময়বিশেষে ভগবতী পৃথিবীকেও জলমগ্না করেন।

মুর। তবে, সখি, চল, আমরা কলিদেবের কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্যই করে দিতে পারবেন।

শচী। (চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ, যথার্থ কথা। কলিদেবই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য কত্তো পার্‌বেন। তা সখি, চল, আমরা শীঘ্র তাঁরই কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন—
সে অমূল্য ধন কভু সহজে কি তিনি
প্রদান করেন পরে? গজরাজ-শিরে
ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে
সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে
সে শিরঃ? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি
মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা
অমৃত—কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি!
হায় রে, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি,
যে মণিতে গৃহ তার উজ্জ্বল সতত। (চিন্তা করিয়া)
বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে?
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর?
সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে
তুলে লয়ে যায় সুখে! মলয়-মারুত,
কুসুম-কানন-ধন সুরভিরে হরি
দেশ দেশান্তরে চলি যান কুতুহলে।
হিমাদ্রির কনক-ভবন ত্যজি সতী—
ভবভাবিনী ভবানী—ভজেন ভবেশে। (পরিক্রমণ)
যার ঘরে জনমে দুহিতা, এ যাতনা
ভোগী সে! (দীর্ঘনিশ্বাস)—

প্রভো, তোমারই ইচ্ছা! যা হোক, মহারাজ যে এখন রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরে সম্মত হয়েছেন, এ পরম আহ্লাদের বিষয়। এখন জগদীশ্বর এই করুন যে কন্যাটি যেন একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতে পড়ে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া প্রকাশে) কে ও?

(সখীর প্রবেশ।)

বসুমতী না? আরে এস, দিদি এস! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—কালক্রমে প্রায়ই অন্ধ

হয়েছি, কিন্তু তবুও পূর্ণশশীর উদয় হল্যে তাঁকে চিন্‌তে পারি। এস এস।

সখী। ঠাকুরদাদা, প্রণাম করি।

কঞ্চু। কল্যাণ হউক্।

সখী। মহাশয়, আমার প্রিয়সখীর নাকি স্বয়ম্বর হবে?

কঞ্চু। এ কথা তোমাকে কে বল্যে?

সখী। যে বলুক্ না কেন? বলি এ সত্য ত?

কঞ্চু। বাঃ, কেমন করে সত্য হবে? তোমার প্রিয়সখী ত আর পাঞ্চালী নন যে তাঁর পঞ্চ স্বামী হবে? আমি বেঁচে থাক্‌তে তাঁর কি আর বিবাহ হত্যে পারে? গৌরী কি হরকে বৃদ্ধ বল্যে ত্যাগ কত্যে পারেন? (হাস্য।)

সখী। (স্বগত) দূর বুড়ো। (হস্তধারণ করিয়া প্রকাশে) ঠাকুরদাদা, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন না, এ কথাটি কি সত্য?

কঞ্চু। আরে কর কি? পায়ে হাত দিও না। তুমি কি জান না, নীরস তরুকে দাবানলে স্পর্শ কর্‌লে, সে যে তৎক্ষণাৎ জ্বলে যায়।

সখী। তবে আমি চল্যেম।

কঞ্চু। কেন?

সখী। এখানে থেকে আবশ্যক কি? আপনার কাছে ত কোন কথাটিই পাওয়া যায় না।

কঞ্চু। (হাস্যবদনে) আরে, আমি রাজ-সংসারে চাকুরী করে বুড়ো হয়েছি। আমাকে ঘুষ না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ম্ম হতে পারে? ঘানিগাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে?

সখী। আচ্ছা! রাজমাতার জন্য সোণার হামান্‌দিস্তায় যে পান মস্‌লা দিয়ে ছেঁচে, তাই আপনাকে না হয় একটু এনে দেব। তা হলে ত হবে?

কঞ্চু। স্মুদ্ধ পান নিয়ে কি হবে? মিঠাই টিঠাই কিছু দিতে পার কি না?

সখী। হাঁ! পার্‌বো না কেন?

কঞ্চু। তবে বলি। এ কথা যথার্থ। তোমার প্রিয়সখীর স্বয়ম্বর হবে।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) হাঁ। মহাশয়, কবে হবে?

কঞ্চু। অতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ মন্ত্রিবরকে স্বয়ম্বরের সমুদয় আয়োজন কত্যে অনুমতি করেছেন। আর কাল প্রাতে দূতেরা নিমন্ত্রণপত্র লয়ে দেশ-দেশান্তরে যাত্রা কর্‌বে। দেখো, এ পদ্মের গন্ধে অলিকুল একবারে উন্মত্ত হয়ে উড়ে অস্‌বে। ও কি ও! তুমি যে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্যে। তোমাকে ত আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না?

সখী। (চক্ষু মুছিয়া) কৈ? আমি কাঁদ্‌ছি আপনাকে কে বল্‌লে? (রোদন।)

কঞ্চু। আরে ঐ যে। কি উৎপাত। তা তোমার জন্যেও না হয় একটা বর

ধরে দেব, তার নিমিত্তে ভাবনা কি? তোমার প্রিয়সখী ত আর সকলকে বরণ করবেন না। আর যদি তুমি রাজকুলে বিয়ে কত্যে না চাও—তবে শর্ম্মা ত রয়েছেন।

সখী। আঃ, যাও, মিছে ঠাট্টা করো না। (রোদন।)

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। কঞ্চুকী মহাশয়, প্রণাম করি।

কঞ্চু। এস, কল্যাণ হউক্। (স্বগত) এ গস্তানী আবার কোত্থেকে এসে উপস্থিত হলো? কি আপদ্! এ যে গঙ্গায় আবার যমুনা এসে পড়লেন। এখন ত আর জলের অভাব থাক্‌বে না।

সখী। মাধবি, প্রিয়সখী যথার্থই এত দিনের পর আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন। (রোদন।)

পরি। (ব্যগ্রভাবে) কেন, কেন? কি হয়েছে?

সখী। আমরা যে স্বয়ম্বরের কথা শুনেছিলাম, সে সকলই সত্য হলো। (রোদন)

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! প্রণয়পদ্মের মৃণালে যে কণ্টক জন্মে, সে কি সামান্য তীক্ষ্ণ? আর তার বেঁধনে যে প্রাণ কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়, তা সে বেদনা যে সহ্য করেছে, সেই কেবল বল্‌তে পারে? (প্রকাশে) আরে, তোরা যে কেঁদেই অস্থির হলি! এমন কথা শুনে কি কাঁদতে হয়? রাজনন্দিনী কি চিরকাল আইবুড় থাকলে তোরা সুখী হবি?

পরি। বালাই! তাঁর শত্রু আইবুড় থাকুক্, তিনি থাক্‌বেন কেন?

কঞ্চু। তবে তোরা কাঁদিস্ কেন লা?

পরি। তুমিও যেমন! কে কাঁদ্‌চে? তুমি কাণা হলে না কি?

কঞ্চু। তবে তুই, ভাই, একবার হাস ত, দেখি?

পরি। হাসবো না কেন? এই দেখ। (হাস্য ও রোদন।)

কঞ্চু। বেশ। ওলো মাধবি, লোকে বলে রৌদ্রে বৃষ্টি হলে খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হয়, তা আমি দেখচি, তোরও বিয়ে অতি নিকট।

পরি। কেন? আমি কি খেঁকশিয়ালী? যাও, মিছে গাল দিও না।

সখী। ওলো মাধবি, চল্ আমরা যাই।

পরি। চল্। [উভয়ের ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

কঞ্চু। (স্বগত) আমাদের পদ্মাবতীর রূপ-লাবণ্য দেখ্‌লে কোন মতেই বিশ্বাস হয় না যে, এর মানবকুলে জন্ম। সৌদামিনী কি কখন ভূতলে উৎপন্ন হয়? আর এ যে কেবল সৌন্দর্য্যগুণে চক্ষের সুখকরী মাত্র, তা নয়,—এমন দয়াশীলা পরোপকারিণী কামিনী কি আর আছে? আর তা না হবেই বা কেন? পারিজাত পুষ্প কি কখন সৌরভহীন হতে পারে? আহা! এ মহার্ঘ রত্ন

কোন্ রাজগৃহ উজ্জ্বল করবে হে ?

নেপথ্যে বৈতালিক।

(গীত)

পরজ কাগাংড়া—একতালা।

অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল।
জিনি অমরাপুরী, নৃপপুর হইতেছে ;
বিভবে সুরেন্দ্র লাজ পাইল ॥
মোহনমূরতি অতি রাজন রাজিছে,
রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল।
তুলনা দিবার তরে, রজনী সে আপনি
শশীরে সাজায়ে ধনী আনিল।

কঞ্চু। (স্বগত) এই ত মহারাজ সভা হতে গাত্রোত্থান কল্যেন। এখন যাই, আপনার কর্ম দেখিগে।

[প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতন-সন্নিধানে মদনোদ্যান।

(ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং বিদূষকের প্রবেশ।)

রাজা। সখে মানবক !

বিদূ। মহারাজ—

রাজা। আরে ও আবার কি ? আমি একজন বণিক, তুমি আমার মিত্র ; আমরা দুজনে এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজকন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর-সমারোহ দেখবার জন্যেই এ রাজ্যে এসেছি—

বিদূ। আজ্ঞা—আর বল্‌তে হবে না।

রাজা। তবে তুমি এই শিলাতলে বসো, আমি ঐ দেবালয়ের নিকটে সরোবর থেকে একটু জলপান করে্য আসি। আঃ, এই নগর ভ্রমণ করে আমি যে কি পর্য্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি, তার আর কি বলবো ?

বিদূ। তবে আপনি কেন এখানে বসুন না, আমিই আপনাকে জল এনে

দিচ্চি। ব্রাহ্মণের জল খেলে ত আর বেণের জাত যায় না।

রাজা। (সহাস্যবদনে) সখে, তা ত যায় না বটে, কিন্তু জল আনবে কিসে করে? এখানে পাত্র কোথায়? তুমি ত আর পবনপুত্র হনুমান নও, যে, ঔষধ না পেয়ে একবারে গন্ধমাদন উপ্‌ড়ে এনে ফেলবে! তা তুমি থাক, আমি আপনিই যাই।

বিদূ। (স্বগত) হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! দেখ, এই মাহেশ্বরীপুরীর রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হবে বল্যে, প্রায় এক লক্ষ রাজা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে; আর এই নগরের চারিদিকে যে কত তাম্বু আর কানাত পড়েছে তার সংখ্যা নাই। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উট, কত রথ, আর যে কত লোকজন এসে একত্র হয়েছে তা কে গুণে ঠিক কত্যে পারে? আর কত শত স্থানে যে নট-নটীরা নৃত্যগীত কচ্যে তা বলা দুষ্কর। আর যেমন বর্ষাকালে জল পর্ব্বত থেকে শতস্রোতে বেরিয়ে যায়, রাজভাণ্ডার থেকে সিদেপত্র তেমনই বেরুচ্যে। আহা! কত যে চাল, কত যে ডাল, কত যে তেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে সন্দেশ, কত যে দই, কত যে দুধ ভারে ভারে আসচে যাচ্যে, তা দেখলে একবারে চক্ষুস্থির হয়। রাজাবেটার কি অতুল ঐশ্বর্য্য। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা দেখ, এ হতভাগা বামণের কপালে এর কিছুই নাই। আমাদের মহারাজ কল্যেন কি, না সঙ্গে যত লোকজন এসেছিল তাদের সকলকে দূরে রেখে কেবল আমাকে লয়ে ছদ্মবেশে এ নগরে এসে ঢুকেছেন। এতে যে ওঁর কি লাভ হবে তা উনিই জানেন। তবে লাভের মধ্যে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমার দক্ষিণাটি দেখচি লোপাপত্তি হবে। হায়! এ কি সামান্য দুঃখের কথা? (চিন্তা করিয়া) মহারাজ একটা মেয়েমানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, যে তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে করবেন না। হায়! দেখ দেখি এ কত বড় পাগলামি। আর —আমি যে রাত্রে স্বপ্নে নানা রকম উপাদেয় মিষ্টান্ন খাই তা বল্যে কি আমার ব্রাহ্মণী যখন থোড়-ছেঁচ্‌কি, কি কাঁচকলা ভাতে, কি বেগুণ পোড়া এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি? সাগর সকল জলই গ্রহণ করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও তাই তিনি চক্ষুর নিমিষে পরিপাক করে ভস্ম কর্য্যে ফেলেন।

(রাজার পুনঃপ্রবেশ)

রাজা। কি হে সখে মানবক! তুমি যে একবারে চিন্তাসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছো?

বিদূ। মহারাজ—

রাজা। মর্ বানর! আবার?

বিদূ। আজ্ঞা—না। তা আপনার এত বিলম্ব হলো কেন?

রাজা। সখে, আমি এক অদ্ভুত স্বয়ম্বর দেখতেছিলেম।

বিদূ। বলেন কি? কোথায়?

রাজা। সখে, ঐ সরোবরে কমলিনী আজ যেন স্বয়ম্বরা হয়েছে। আর তার পাণিগ্রহণ লোভে ভগবান্ সহস্ররশ্মি, মলয়মারুত, অলিরাজ, আর রাজহংস —এঁরা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কত যে কোকিলকুল মঙ্গলধ্বনি কচ্চ্যে তা আর কি বল্‌বো? এসো সখে, আমরা ঐ সরোবরকূলে যাই।

বিদূ। ভাল—মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচ্চ্যেন, তা বলুন দেখি আমার দক্ষিণা কে দেবে?

রাজা। কেন? কমালনীআপনি ই দেবে। তার সুরভি মধু দিয়ে সে যে তোমার চিত্তবিনোদন কর্‌বে তার কোন সন্দেহ নাই।

বিদূ। হা! হা! হা! (উচ্চহাস্য) মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি ও সব ভাল লাগে? হয় টাকাকড়ি—নয় খাদ্য দ্রব্য—এই দুটার একটা না একটা হলে কি আমি উঠি?

রাজা। চল হে, চল, না হয় আমিই দেব।

বিদূ। হাঁ, এ শোনবার কথা বটে। তবে চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ)

সখী। মাধবি, আমি ত আর চলতে পারি না। উঃ, আমার জন্মেও আমি কখন এত হাঁটি নাই। আমার সর্ব্বাঙ্গে যে কত বেদনা হয়েছে, তার আর বল্‌বো কি? বোধ করি, আমাকে এখন চারি পাঁচ দিন বুঝি কেবল বিছানাতেই পড়ে থাকতে হবে।

পরি। ও মা! সে কি? রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বরের আর দুটি দিন বৈ ত নাই! তা তুমি পড়ে থাকলে কি আর কর্ম্ম চল্‌বে?

সখী। না চল্‌লে আমি কি কর্‌বো? আমার ত আর পাষাণের শরীর নয়।

পরি। সে কিছু মিছে নয়।

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) দেখ, আমি প্রিয়সখীকে না হবে ত প্রায় সহস্রবার বলেছি যে এ প্রতিমূর্ত্তি কখনই মানুষের নয়, কিন্তু আমার কথায় তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করেন না।

পরি। কি আশ্চর্য্য! এই যে আমরা আজ সমস্ত দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে প্রায় এক লক্ষ রাজা দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ নাই যে তাকে এঁর সঙ্গে একমুহূর্ত্তের জন্যেও তুলনা করা যায়। হায়, এ মহাপুরুষ কোথায়?

সখী। সুমেরু পর্ব্বত যে কোথায় তা কে বলতে পারে? কনকলঙ্কা কি লোকে আর এখন দেখ্‌তে পায়?

পরি। তা সত্য বটে। তবে এখন কি কর্‌বে?

সখী। আর কি করবো! আয়, এই উদ্যানে একটুখানি বিশ্রাম করে প্রিয়সখীর কাছে এ সকল কথা বলিগে। (শিলাতলে উপবেশন।)

পরি। আহা! রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন করে বল্‌বো? এ কথা শুন্‌লে তিনি যে কত দুঃখিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চখে জল আসে।

সখী। তা এ মায়ার হেমমৃগ ধরা তোর আমার কর্ম্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে, কোন্ গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে বলতে পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সখী এর প্রতি লোভ কয়্যে অবশেষে সীতাদেবীর মতন কোন ক্লেশে না পড়েন। এ যে দেবমায়া তার কোন সন্দেহ নাই। (পরিচারিকার প্রতি) তুই যে বস্‌ছিস্ না? তোর কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রম হয় নাই?

পরি। হয়েছে বৈ কি! কিন্তু রাজনন্দিনীর দুঃখের কথা ভাব্‌লে আর কোন দুঃখই মনে পড়ে না। যে গায়ে সাপের বিষ প্রবেশ করেছে, সে কি আর বিছের কামড়ে জলে? (সখীর নিকটে ভূতলে উপবেশন) এখন এ স্বয়ম্বরটা হয়ে গেলেই বাঁচি।

সখী। তুই দেখিস্, এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে।

পরি। বালাই! এমন অমঙ্গল কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?

সখী। তুই প্রিয়সখীর প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলি নাকি? তোর কি মনে নাই যে যদি এ লক্ষ রাজার মধ্যে, তিনি যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছেন, তাঁর সেই প্রাণেশ্বরকে না পান তবে তিনি আর কাকেও বরণ কর্‌বেন না?

নেপথ্যে। (উচ্চহাস্য।)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও আবার কি?

পরি। কেন, কি হলো? (উভয়ের গাত্রোত্থান।)

পরি। (সত্রাসে) ও মা! চল আমরা এখান থেকে পালাই। এ মহা-স্বয়ম্বরে যে কত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে বল্‌তে পারে? এ নির্জ্জন বনে—

সখী। চুপ্ কর্ লো। চুপ্ কর। আর ঐ দেখ্—

পরি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ঐ না পুষ্করিণীর ধারে দুই জন পুরুষমানুষ বসে রয়েছে? আহা! ওদের মধ্যে একজনের কি অপরূপ রূপ-লাবণ্য!

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) মাধবি, এতক্ষণের পর, বোধ করি আমাদের পরিশ্রম সফল হলো। ঐ সুন্দর পুরুষটির দিকে একবার বেশ করে চেয়ে দেখ্ দেখি।

পরি। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এ কি গগনের চাঁদ ভূতলে এসে উপস্থিত

হলেন ?

সখী। (সপুলকে) এ তো গগনের চন্দ্র নয়, এ যে আমার প্রিয়সখীর হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র।

পরি। (পট অবলোকন করিয়া) তাই ত! এ কি আশ্চর্য্য। ওঁকে যে রাজবেশে দেখ্‌চি না।

সখী। তাতে বয়ে গেল কি? (চিন্তা করিয়া) মাধবি, তুই এক কর্ম্ম কর্। তুই অন্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে, প্রিয়সখীকে একবার এখানে ডেকে আন্‌গে। যদিও ঐ মহাপুরুষ মনুষ্য না হন, তবু প্রিয়সখী ওঁকে একবার চক্ষে দর্শন করে্য জন্ম সফল করুন্।

পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অন্তঃপুর হতে একলা আস্‌তে পার্‌বেন ?

সখী। তুই একবার যেয়ে দেখেই আয় না কেন। যদি আস্‌তে পারেন ভালই ত, আর না পারেন আমরা ত দোষ হতে মুক্ত হলেম।

পরি। বলেছ ভাল, এই আমি চল্‌লেম। [প্রস্থান।

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) ইনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা, মায়াবলে মানবদেহ ধারণ করে্য এই স্বয়ম্বর দেখ্‌তে এসেছেন? হায়, এ কথা আমি কাকে জিজ্ঞাসা করবো? এখন প্রিয়সখী এলে বাঁচি। আহা! বিধাতা কি এমন সুন্দর বর প্রিয়সখীর কপালে লিখেছেন?

(পদ্মাবতীর সহিত পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।

পদ্মা। সখি, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন? কি সংবাদ, বল দেখি শুনি?

সখী। সকলই সুসংবাদ। তা এসো, এই শিলাতলে বসো।

পদ্মা। সখি, আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন? (উপবেশন।)

সখী। (পদ্মাবতীর নিকটে উপবেশন করিয়া) হাঁ—দিয়েছেন।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীর হস্তধারণ করিয়া) সখি, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছ?

সখী। (সহাস্যবদনে) প্রিয়সখি, তুমি স্থির হয়ে ঐ অশোকবনের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি।

পদ্মা। কেন? তাতে কি ফললাভ হবে?

সখী। বলি, দেখই না কেন?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ঐ ত ভগবান্ অশোকবৃক্ষ বসন্তের আগমনে যেন আপনার শতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ করে্য, ঋতুরাজের পূজা করবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সখী। ভাল, বল দেখি, ঋতুরাজ বসন্ত কোথায়?

পদ্মা। সখি, এ কি পরিহাসের সময়!

সখী। পরিহাস কেন? ঐ বেদিকার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) সখি! আমি কি আবার নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগ্‌লেম? (আত্মগত) হে হৃদয়, এত দিনের পর কি তোমার নিশাবসান কত্যে তোমার দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলেন? (প্রকাশে) সখি! তুমি আমাকে ধর—(অচেতন হইয়া সখীর ক্রোড়ে পতন।)

সখী। হায়! এ কি হলো? প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) মাধবি, তুই শীঘ্র গিয়ে একটু জল আন্‌ ত।

পরি। এই যাই। [বেগে প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়! আমি প্রিয়সখীকে এ সময়ে এ উদ্যানে ডাকিয়ে এনে কি কল্যেম?

(বেগে রাজার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। এ কি? সুন্দরি! এ স্ত্রীলোকটির কি হয়েছে?

সখী। মহাশয়, এঁর মূর্চ্ছা হয়েছে।

রাজা। কেন?

সখী। তা আমি এখন আপনাকে বল্‌তে পারি না।

রাজা। (স্বগত) লোকে বলে যে পূর্ণশশীর উদয় হলে সাগর উথলিত হন, তা আমারও কি সেই দশা ঘটলো! (পুনরবলোকন করিয়া) এ কি? এই যে আমার মনোমোহিনী, যাকে আমি স্বপ্নযোগে কয়েকবার দর্শন করেছিলেম। তা দেবতারা কি এত দিনের পর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে আমার হৃদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন?

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

রাজা। (সখীর প্রতি) শুভে, যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী উন্মীলিতা হয়, দেখ, তোমার সখীও মোহান্তে আপন কমলাক্ষি উন্মীলন কল্যেন। আহা! ভগবতী জাহ্নবী দেবী, ভগ্নতট-পতনে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এই-রূপেই আপন নির্ম্মল শ্রী পুনর্ধারণ করেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া মৃদুস্বরে সখীর প্রতি) সখি, চল, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই। এ উদ্যানে আমাদের আর থাকা উচিত হয় না।

রাজা। (স্বগত) আহা! এও সেই মধুর স্বর। আমার বিবেচনায় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কর্ণে জলস্রোতের কলকল ধ্বনিও এমন মিষ্ট বোধ হয় না। (প্রকাশে সখীর প্রতি) সুন্দরি, তোমার প্রিয়সখী কি আমার এখানে আসাতে বিরক্ত হলেন?

সখী। কেন? বিরক্ত হবেন কেন?

রাজা। তবে যে উনি এখান থেকে এত ত্বরায় যেতে চান?

সখী। আপনি এমন কথা কখনই মনে করবেন না। তবে কি না

আমরা এখন সকলেই ব্যস্ত।

রাজা শুভে! তবে তুমি তোমার এ পরমসুন্দরী সখীর পরিচয় দিয়ে আমাকে চরিতার্থ করে যাও।

সখী। মহাশয়, ইনি রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর একজন সখীমাত্র।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! আমরা জানি যে, বিধাতা কমলিনীকেই পুষ্পকুলের ঈশ্বরী করে্য সৃষ্টি করেছেন। তা তাঁর অপেক্ষা কি আরও সুচারু পুষ্প পৃথিবীতে আছে?

পদ্মা। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী! তা ভগবান্ গন্ধমাদন কি কখন সৌরভহীন হতে পারেন?

সখী। মহাশয়! আপনি যদি এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তবে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা। তাতে দোষ কি? যদি আমি কোন প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জন কত্যে পারি, তবে তা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি?

সখী। মহাশয়, কোন্ রাজধানী এখন আপনার বিরহে কাতরা হয়েছে, এ কথাআপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন।

পদ্মা। (স্বগত) এতক্ষণের পর বসুমতী আমার মনের কথাটিই জিজ্ঞাসা করেছে।

রাজা। (সহাস্যবদনে) সুন্দরি, আমার বিদর্ভনাম্নী মহানগরীতে জন্ম। সে নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমি তোমাদের রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বর-মহোৎসব দেখবার নিমিত্তেই এ দেশে এসেছি।

পদ্মা। (স্বগত) এ কি অসম্ভব কথা! এঁর কি তবে রাজকুলে জন্ম নয়?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

সখী। তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

পরি। আমাকে ঘটীর জন্যে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে হয়েছিল।

সখী। তা সত্য বটে। তা এ কথা ত অন্তঃপুরে কেউ টের পায় নাই?

পরি। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই, কিন্তু ওরা সকলে মদনের পূজা কত্যে আসচে।

সখী। তবে চল, আমরা যাই।

রাজা। (সখীর প্রতি) সুন্দরি, আমি কি তবে তোমাদের চন্দ্রাননের আর এ জন্মে দর্শন পাব না?

পদ্মা। (সখীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া, ব্রীড়া সহকারে) প্রিয়সখি, তুমি এ মহাশয়কে বল যে যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে, তবে আমরা এই উদ্যানেই পুনরায় ওঁর দর্শন পাব।

নেপথ্যে। কৈ লো কৈ? রাজনন্দিনী আর বসুমতী কোথায়?

সখী। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া) উহু! এ কি—

সখী। কেন? কি হলো?

পদ্মা। সখি, দেখ, এই নূতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজতে লাগ্‌লো। উহু, আমি ত আর চল্‌তে পারি না, তোমরা এক জন আমাকে ধর। (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত।)

সখী। এই এসো।

[পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া সখী এবং পরিচারিকার প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে সৌদামিনি, তুমি কি আমার মেঘাবৃত হৃদয়াকাশকে আরও তিমিরময় করবার জন্যে আমাকে কেবল এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে দর্শন দিলে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! তা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুনর্দর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন বিনষ্ট হবে?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি।)

রাজা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এই যে, রাজকুলবালারা গানবাদ্য কত্যে কত্যে ভগবান্ কন্দর্পের মন্দিরের দিকে যাচ্যে।

নেপথ্যে। নাচ্ লো নাচ্। এই দেখ্, আমি ফুল ছড়াচ্যি।

নেপথ্যে। (গীত)

রাগিণী—খাম্বাজ, তাল—যৎ।

চল সকলে আরাধিব কুসুমবাণে।
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে,
যতনে পূজিব হরিষ মনে।
বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুসুম,
অঞ্জলি পূরিয়া দিব চরণে।
সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে,
তুষিব দেবেরে মঙ্গলগানে॥

রাজা। (স্বগত) আহা, কি মধুর ধ্বনি! তা আমার আর এ স্থলে বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমি এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করে্য উত্তমই করেছি। আহা! এই পরম সুন্দরী বামাটি যদি রাজদুহিতা পদ্মাবতী হতো, তবে আর আমার সুখের সীমা থাকৃতো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মাহেশ্বরীপুরী—দেবালয়-উদ্যান।

(পুরোহিত এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

পুরো। আহা, কি আক্ষেপের বিষয়! মহাশয়, যেমন ভগবতী ভাগীরথীকে দর্শন করে্য জগজ্জনগণ হিমাচলকে ধন্যবাদ করে, রাজদুহিতা পদ্মাবতীকে দেখে সকলেই আমাদের নরপতিকে তদ্রূপ পরম ভাগ্যবান্ বল্যে গণ্য কর্‌তো! হায়, কোন দুর্দৈব বিপাকে এ নির্ম্মলসলিলা গঙ্গা যেন অকস্মাৎ রোধঃপতনে পঙ্কিলা হয়ে উঠলেন!

কঞ্চু। দুর্দৈব বিপাকই বটে। মহাশয়, দেখুন, এ বিপুল ভারতভূমিতে প্রতি যুগে কত শত রাজগৃহে এই স্বয়ম্বরকার্য্য মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়েছে; কিন্তু কুত্রাপি ত এরূপ ব্যাঘাত কস্মিন্ কালেও ঘটে নাই!

পুরো। হায়! এতটা অর্থ কি তবে বৃথাই ব্যয় হলো?

কঞ্চু। মহাশয়, তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। দেখুন, যে অকূল সাগরকে শত সহস্র নদ ও নদী বারিস্বরূপ কর অনবরত প্রদান করে, তার অম্বুরাশির কি কোন মতে হ্রাস হতে পারে? তবে কি না, এ একটা কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে রৈল।

পুরো। ভাল, কঞ্চুকী মহাশয়, রাজকন্যার স্বয়ম্বর-সমাজে উপস্থিত না হবার মূল কারণটা কি তা কি আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন?

কঞ্চু। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমাত্র জানি যে স্বয়ম্বর-সভায় যাত্রাকালে, রাজবালা, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে, এতাদৃশী দুর্ব্বলা হয়ে পড়েছিলেন, যে রাজবৈদ্য তাঁকে গৃহের বহির্গত হতে নিষেধ করেন; সুতরাং স্বয়ম্বরা কন্যার অনুপস্থিতিতে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হওয়ায়, রাজদল অকৃতকার্য্য হয়ে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান কল্যেন।

পুরো। আহা, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা চলুন, আমরা এক্ষণে দেবদর্শন করিগে।

কঞ্চু। আজ্ঞা চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ।)

সখী। কেমন—আমি বলেছিলাম কি না, যে এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত ঘটে উঠ্‌বে?

পরি। তাই ত, কি আশ্চর্য্য! তা রাজনন্দিনী যে একবারে এমন হয়ে পড়বেন, তা কে জানতো?

সখী। আহা, প্রিয়সখীর দুঃখের কথা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে তা

আর কি বলবো !

পরি। ভাল, রাজনন্দিনী যে একবারে এমন হয়ে পড়লেন, এর কারণ কী ?

সখী। আর কারণ কি ! প্রিয়সখী যাঁরে স্বপ্নে দেখে ভাল বাসেন, তিনি ত আর রাজা নন যে তাঁকে প্রিয়সখী পাবেন !

পরি। তা সত্য বটে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কে ও ? ঐ না সেই বিদর্ভদেশের লোকটি এই দিকে আস্‌চেন ? উনিও যে রাজনন্দিনীকে ভাল বাসেন, তার সন্দেহ নাই ; তা এমন ভালবাসায় ওঁর কি লাভ হবে ? বামন হয়ে কি কেউ কখন চাঁদকে ধর্‌তে পারে ? চল, আমরা ঐ মন্দিরের আড়ালে দাঁড়ায়ে দেখি, উনি এখানে এসে কি করেন।

সখী। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আমার ত এ রাজধানীতে আর বিলম্ব করা কোন মতে যুক্তিসঙ্গত নয়। যত রাজগণ এ বৃথা স্বয়ম্বরে এসেছিল, তারা সকলেই আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করেছে। কিন্তু আমি এ পরমসুন্দরী কন্যাটিকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করে যাই ? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে প্রভো অনঙ্গ! যেমন সুরেন্দ্র আপন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত-রাজের পক্ষচ্ছেদ কর্য্যে তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্প-শরাঘাতে আমাকে তদ্রূপ গতিহীন কর্ত্যে চাও ? (চিন্তা করিয়া) এ স্ত্রীলোকটিকে কোন মতেই আমার রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করা যেতে পারে না। সিংহ সিংহীর সহিতই সহবাস করে। এ রাজবালা পদ্মাবতীর একজন সহচরী মাত্র, তা এর সহিত আমার কি সম্পর্ক ? (দীর্ঘনিশ্বাস) হে রতিদেবি, তুমি যে অমূল্য রত্ন আমাকে দান কর্ত্যে চাও, সে রত্ন শচী এবং যক্ষেশ্বরীর ক্রোধে আমার পক্ষে অস্পর্শীয় অগ্নিশিখা হলো। হায়, এ পবিত্রা প্রবাহিণী কি তাঁদের অভিশাপে আমার পক্ষে কর্ম্মনাশা নদী হয়ে উঠলো ? তা আর বৃথা আক্ষেপ কর্ল্যে কি হবে ? (সচকিতে নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ কি ?

নেপথ্যে। তুই বেটা কি সামান্য চোর ! তুই যে দ্বিতীয় হনূমান্।

ঐ। কেন ? হনূমান্ কেন ?

ঐ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস্ ? দেখ্ দেখি—যেমন হনূমান্ রাবণের মধুবন ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস্। তা তোর মাথাটা কেটে ফেলাই উচিত।

ঐ। ইস্ !

ঐ। বটে ? দেও ত হে, বেটাকে ঘা দুই তিন লাগিয়ে দেও ত।

নেপথ্যে। দোহাই মহারাজের—

(বেগে কতিপয় রক্ষক সহিত বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। মহারাজ, আপনি আমোকে রক্ষা করুন।

রাজা। কেন, কি হয়েছে?

বিদূ। মহারাজ! এ ব্যাটারা সাক্ষাৎ যমদূত।

প্রথম। ধর ত হে, বেটাকে ধরে বাঁধ।

বিদূ। (রাজার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া) ইস্, তোর কি যোগ্যতা যে তুই আমাকে বাঁধ্‌বি? ওরে দুষ্ট রক্ষক, তুই যদি কনকলঙ্কায় ঢুক্‌তে চাস্, তবে আগে সমুদ্র পার হ। এই মহাত্মা বিদর্ভদেশের অধিপতি রাজা ইন্দ্রনীল রায়।

রাজা। আরে কর কি!

বিদূ। মহারাজ, আপনি যে কে, তা টের না পেলে কি এ পাষণ্ড বেটারা আমাকে অম্‌নি ছাড়বে? বাপ!

প্রথম। মহাশয়—

বিদূ। মর্ বেটা নরাধম, তুই কাকে মহাশয় বলিস্ রে?

রাজা। (বিদূষকের প্রতি) চুপ্ কর হে—চুপ্ কর। (রক্ষকের প্রতি) রক্ষক, তুমি কি বল্‌ছিলে?

প্রথম। মহাশয়! দেখুন, এ ঠাকুরটি আমাদের অমৃতফলবনে যত পাকা ফল ছিল, প্রায় তা সব পেড়ে পেড়ে খেয়েছেন।

বিদূ। খাব না কেন? আমি খাব না ত আর কে খাবে? তুই বেটা আমাকে হনূমান্ বলে গাল দিচ্ছিলি। আচ্ছা, আমি যদি এখন হনূমানের মতন তোদের পুরী পুড়িয়ে ভস্ম করো্যে যাই, তবে তুই আমার কি কত্যে পারিস্?

রাজা। (জনান্তিকে বিদূষকের প্রতি) ও কি কত্যে পারে? কিন্তু অবশেষে তুমি আমার মুখ পোড়াবে। আর কি?

(কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশ।)

প্রথম। (কঞ্চুকী ও পুরোহিতের সহিত একান্তে কথোপকথন।)

কঞ্চুকী। বল কি? (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হউক।

পুরো। মহারাজ চিরজীবী হউন।

কঞ্চু। রক্ষক, তুমি এ সংবাদ মহারাজের নিকট অতি ত্বরায় লয়ে যাও।

প্রথম। যে আজ্ঞা, তবে এই আমি চল্‌লেম।

পুরো। মহারাজ, আপনার শুভাগমনে এ রাজধানী অদ্য কৃতার্থ হলো।

কঞ্চু। হে নরেশ্বর, আপনার আর এ স্থলে অবস্থিতি করা উচিত হয় না। অনুগ্রহ করো্যে রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন।

রাজা। (স্বগত) এত দিনের পর আজ সকলই বৃথা হলো। (প্রকাশে) চলুন। [সকলের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

সখী। হ্যাঁ লো মাধবি, এ আবার কি? আমরা কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না,

এ বাজীকরের বাজী ?

পরি। ও মা, তাই ত ! ঐ কি রাজা ইন্দ্রনীল, যাঁর কথা সকলেই কয় ?

নেপথ্যে। (মঙ্গলবাদ্য ও জয়ধ্বনি।)

সখী। কি আশ্চর্য্য ! চল, আমরা এ সব কথা প্রিয়সখীকে বলিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভ নগর—তোরণ।

(সারথিবেশে কলির প্রবেশ।)

কলি। (স্বগত) আমি কলি ; এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম ? সতত কুপথে
গতি মোর। নলিনীরে স্বজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে !
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায় !
ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে
কদাকারে পা-দুখানি গড়ি তার আমি ! (পরিক্রমণ)
জন্ম মম দেবকুলে ;—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।
(চিন্তা করিয়া) এ বিদর্ভপুরে,—
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল ; তার প্রতি
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী,
আর মুরজা রূপসী,—কুবের-রমণী ;—
এ দোঁহার অনুরোধে, মায়াজালে আমি
বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি
ঘেরে সিংহে ঘোর বনে বধিতে তাহারে।

মাহেশ্বরী-পুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন—
পদ্মাবতী নামে তাঁর সুন্দরী নন্দিনী ;
ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল
আনিয়াছে নিজালয়ে ; এ সংবাদ আমি
ভাটবেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে।
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি
থানা দিয়া বসিয়াছে এ নগর-দ্বারে—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খনাদ।)

কলি। (স্বগত) ঐ শুন—
বীরদর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া) এই অবসরে যদি আমি
রাণী পদ্মাবতীরে লইতে পারি হরি—
তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী।
প্রেয়সী-বিরহ-শোকে ইন্দ্রনীল রায়
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে
মরে বিষাদে। এ হেতু সারথির বেশে
আসিয়াছি হেথা আমি। (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য। অহো—
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজস্বিনী !
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে
অক্ষম কি হইনু হে ? (সহাস্যবদনে) কেনই না হব ?
অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কভু
পারে তারে পরশিতে ? দেখি, ভাগ্যক্রমে
পাই যদি রাণীরে এ তোরণ সমীপে।
(চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া সপুলকে) এ কি !
ওই না সে পদ্মাবতী ? আয় লো কামিনি—
এইরূপে কুরঙ্গিণী নিঃশঙ্কে অভাগা
পড়ে কিরাতের পথে ; এইরূপে সদা
বিহঙ্গী উড়িয়া বসে নিষাদের ফাঁদে ! (চিন্তা করিয়া)
কিঞ্চিৎকালের জন্য অদৃশ্য হইয়া
দেখি কি করা উচিত ! (অন্তর্ধান)

(অবগুণ্ঠনাবৃতা পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ।)

সখী। প্রিয়সখি, এ সময়ে পাঁচীরের বাইরে যাওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। তা এসো, আমরা এখানেই দাঁড়াই। আর এ তোরণ দিয়েও কই কেউ ত বড় যাওয়া-আসা কচ্যে না। এ এক প্রকার নির্জ্জন স্থান।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার মতন হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জন্যে কি ক্লেশই না পেলেন! আর এই যে একটা ভয়ঙ্কর সময় আরম্ভ হয়েছে, যদি ভগবতী পার্ব্বতীর চরণ-প্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্রহীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুনলেই শোকানলে দগ্ধ হয়ে আমাকে যে কত অভিসম্পাত দেবে, তা কে বল্‌তে পারে? হে বিধাতঃ, তুমি আমার অদৃষ্টে যে সুখভোগ লেখো নাই, আমি তার নিমিত্তে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু তুমি আমাকে পরের সুখনাশিনী কল্যে কেন? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি! তুমি এমন কথা মনেও করো না। তোমার জন্যেই যে রাজারা কেবল যুদ্ধ কর্যে মর্চ্যে, তা নয়। এ পৃথিবীতে এমন কর্ম্ম অনেকস্থানে হয়ে গেছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কি হয়েছিল, তা কি তুমি শোন নি?

পদ্মা। সখি, তুমি পাঞ্চালীর কথা কেন কও? শশীর কলঙ্কে তাঁর শ্রীর হ্রাস না হয়্যে বরঞ্চ বৃদ্ধিই হয়।—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার, হুঙ্কারধ্বনি এবং রণবাদ্য।)

পদ্মা। (সত্রাসে) উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সখি, তুমি আমাকে ধর। এই দেখ, বীরদলের পায়ের ভরে বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছেন।

সখী। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! দেখ প্রিয়সখি, দেখ, আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্যে।

পদ্মা। কি সর্ব্বনাশ! সখি, আমার কি হবে? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি! তুমি কেঁদো না। আর ভয় নাই, ঐ দেখ, যখন রাজসারথি এই দিকে আস্‌চে, তখন বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই শত্রুদলকে পরাভব করে থাক্‌বেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! সারথি যে একলা আস্‌চে?

(সারথি-বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ।)

সারথি, তুমি যে রাজরথ ত্যাগ করে আস্‌চো?

কলি। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। মহারাজ এ দাসকে আপনার নিকটেই পাঠিয়েচেন।

পদ্মা। কেন? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল।

কলি। আজ্ঞা—সকলই সুসংবাদ, মহারাজ অন্য এক রথে আরোহণ করে আমাকে এই বল্যে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যে আপনি কিঞ্চিৎকালের জন্য রাজপুরী ছেড়ে ঐ পর্ব্বতের দুর্গে গিয়ে থাকুন। আর এ দাসও নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে। তা দেবীর কি আজ্ঞা হয়?

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চুপ করে রৈলে?

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমি এ নগর ছেড়ে কেমন করে যাই ?—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার, হুঙ্কারধ্বনি ও রণবাদ্য।)

সখী। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সারথি, কৈ রথ কোথায়? তুমি আমাদের শীঘ্র নিয়ে চল।

কলি। (স্বগত) এ হতভাগিনীরও মরণেচ্ছা হলো না কি ? তা যে শিশির-বিন্দু পুষ্পদলে আশ্রয় লয়, সে কি সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হতে কখন রক্ষা পেতে পারে ? (প্রকাশে) দেবি, তবে আসুন।

পদ্মা। (স্বগত) হে আকাশমণ্ডল, তোমাকে লোকে শব্দবাহ বলে। তা তুমি এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ করে্য আমার এই কথাগুলিন্ আমার জীবিতনাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও। হে রাজন্, তোমার পদ্মাবতী তোমার আজ্ঞা পালন কল্যে ; কিন্তু তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে তোমার নিকটেই রৈল। দেখ, চাতকিনী বজ্র বিদ্যুৎ আর প্রবল বায়ুকেও ভয় না করে্য, জলধরের প্রসাদ-প্রতীক্ষায় কেবল তার সঙ্গেই উড়তে থাকে।

সখী। প্রিয়সখি, চল, আমরা যাই।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তবে চল।

কলি। (স্বগত) গরুড় ভুজঙ্গিনীকে ধরে উড়লেন। [সকলের প্রস্থান।

(রক্তাক্ত বস্ত্র পরিধানে ও রক্তার্দ্র অসি হস্তে বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) রাম বল, বাঁচলেম। বেশ পালিয়েছি। আরে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল ভাল লাগে ? তবে করি কি ? দুষ্ট ক্ষত্রদলের সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের জ্বালায় সহবাস কত্যে হয়। তা একটু আধটু সাহস না দেখালে বেটারা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করবে বল্যে আমি এই খাঁড়াখানি নিয়ে বেরিয়েছি—যেন যুদ্ধ কত্যেই গিয়েছিলেম। আর এই যে রক্ত দেখ্‌ছো, এ ত রক্ত নয়। এ—আল্‌তা-গোলা। (উচ্চহাস্য) এই যুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর সিন্দুর-চুপড়ি থেকে খানকতক আল্‌তা চুরি করে টেঁকে গুঁজে রেখেছিলাম। আর কেন যে রেখেছিলেম, তা সামান্য লোকের বুঝে উঠা দুষ্কর। ওহে, যেমন সিংহের অস্ত্র দাঁত, ষাঁড়ের অস্ত্র শিঙ, হাতীর অস্ত্র শুঁড়, পাখীর অস্ত্র ঠোঁট আর নখ, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের অস্ত্র—বিদ্যা আর বুদ্ধি। তা বিদ্যা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমাংস ; তবে কিনা একটু বুদ্ধি আছে। আর তা না থাক্‌লে কি এত করে উঠ্‌তে পাত্যেম ? বল দেখি, আমার কাপড় আর এই খাঁড়া দেখে কে না ভাব্‌বে যে আমি শত শত হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদের যমের বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি ? (উচ্চহাস্য) তা দেখি, আজ মহারাজ এ বেশ দেখে আমাকে কি পুরস্কার করেন। হে দুষ্টে সরস্বতি! তুমি এসে আমার কাঁধে ভর কর, তা না কল্যে কর্ম্ম চলবে না। আজ যে আমাকে কত মিথ্যা কথা

কইতে হবে, তার সংখ্যা নাই।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথম। এই যে আর্য্য মানবক এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহাশয়, প্রণাম করি। (নিকটবর্ত্তী হইয়া সচকিতে) ইঃ এ কি!

বিদূ। কেন, কি হলো?

প্রথম। মহাশয়, আপনার সর্ব্বাঙ্গে যে রক্ত দেখ্‌ছি!

বিদূ। দেখ্‌বে না কেন? ওহে, দোল দেখ্‌তে গেলে কি গায়ে আবীর লাগে না?

দ্বিতীয়। তবে মহাশয় রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন কি?

বিদূ। যাব না কেন? কি হে, তুমি কি ভেবেছো যে আমি একটা টোলের ভট্টাচার্য্য—দেড়গজী সমাস ভিন্ন কথা কই না, আর বিচার-সভাতেই কেবল দ্রোণাচার্য্যের বীর্য্য দেখাই? কিন্তু মারামারির গন্ধ পেলেই ব্রাহ্মণীর আঁচল ধরে্য তার পেছন দিকে গিয়ে লুকুই? (উচ্চহাস্য।)

দ্বিতীয়। না, না, তাও কি হয়? আপনি এক জন মহা বীরপুরুষ। তা কি সংবাদ, বলুন দেখি শুনি?

বিদূ। আর কি সংবাদ! দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভীষ্ম—

প্রথম। মহাশয়, জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম।

বিদূ। তাই ত! তা এ গোলে কি কিছু মনে থাকে হে? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন, এ ব্রাহ্মণও আজ তাই করেছেন।

নেপথ্যে। (জয়বাদ্য।)

প্রথম। এই যে মহারাজ শত্রুদলকে রণস্থলে জয় করে ফিরে আস্‌চেন।

নেপথ্যে। মহারাজের জয় হউক!

তৃতীয়। চল হে রাজদর্শনে যাওয়া যাউক।

নেপথ্যে। (বৈতালিকের গীত।)

মাজ-সুরট্—একতালা

কি রঙ্গ রাজভবনে, কি রঙ্গ আজ—
করিয়া রণ, শত্রুনিধন, রাজন্যবর রাজে।
পুলকে সব হইল মগন, উৎসবরত যত পুরজন,
জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে।
সৈন্যসকল সমরকুশল, নিরখি ভীত অরিদলবল,
কম্পিত হয় ধরণীতল; বাসুকি নত লাজে।
ভূপতি অতি বীর্য্যবান, বিভব নিবহ সুরসমান,
ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্ত্য-ভুবন মাঝে॥

নেপথ্যে। ওরে, একজন দৌড়ে গিয়ে আর্য্য মানবককে শীঘ্র ডেকে আন্‌গে তো। মহারাজ তাঁর অন্বেষণ কচ্যেন।

বিদূ। ঐ শোন। দেখি, মহারাজ আমাকে আজ কি শিরোপা দেন।

[প্রস্থান।

প্রথম। এ ব্রাহ্মণ বেটা কি সামান্য ধূর্ত্ত গা?

দ্বিতীয়। এমন নির্লজ্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে দুটি আছে?

তৃতীয়। তবে ও আলুতা-গোলা বটে?

প্রথম। তা বই কি? ও কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো?

দ্বিতীয়। মহাশয়, চলুন রাজদর্শন করিগে।

প্রথম। চল। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতশিখরস্থ গহন কানন।

(কলির প্রবেশ।)

কলি। (স্বগত) এই ত হরণ করি আনিনু রাণীরে
এ ঘোর কাননে। এবে কোথায় ইন্দ্রাণী?
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিনু আমি,
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল?)
যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)
অহো! এই যে পৌলোমী
মুরজার সঙ্গে—

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ))

(প্রকাশে) দেবি, আশীর্ব্বাদ করি।

শচী। প্রণাম। হে দেববর! কি করেছ, বল?

কলি। পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী!
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।

শচী। (ব্যগ্রভাবে) কোথায় রেখেছ তারে?

কলি। এই ঘোর বনে
সখী সহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি!
(সহাস্য বদনে)
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,

কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হলে—হাসি আসে মুখে!

মুর। (স্বগত) হেন দুরাচার আর আছে কি জগতে?
(প্রকাশে) ভাল, কলিদেব,—
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে।

কলি। সে কি দেবি? হরিণীরে মৃগেন্দ্র কেশরী
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে?

শচী। কলিদেব,—
শত ধন্যবাদ আমি করি গো তোমারে!
শতকোটি প্রণাম তোমার ও চরণে!
বাঁচালে আমারে তুমি। তোমার প্রসাদে
রহিল আমার মান। অপ্সরীর দলে
যাহে প্রাণ চাহে তব, পাইবে তাহারে—
পাঠাইব তারে আমি তোমার আলয়,
রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী
নব কমলিনী হাসি—নিশি-অবসানে।
যত রত্নরাজী আছে বৈজয়ন্ত-ধামে
তোমার সে সব। দেখ, আজি হতে শচী—
ত্রিদিবের দেবী—দেব, হলো তব দাসী।
যাও চলি স্বর্গে এবে। শীঘ্র আসি আমি
যথোচিত পুরস্কারে তুষিব তোমারে।

কলি। যে আজ্ঞা! বিদায় তবে হই আমি সতি। [প্রস্থান।

মুর। সখি, আমাদের কি এ ভাল কর্ম্ম হলো?

শচী। কেন? মন্দ কর্ম্মই বা কি?

মুর। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরলা মেয়েটিকে যাতনা দিতে প্রবৃত্ত হলেম।

শচী। আঃ, আর মিছে বকো কেন? তোমাকে আমি না হবে তো প্রায় এক শত বার বলেছি যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা দুষ্ট দমন করবার জন্যে সময় বিশেষে ভগবতী বসুমতীকেও জলমগ্ন করেন। তা ভগবতী বসুন্ধরা কি স্বদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন?

মুর। তা আমি কেমন করো্যে বলবো? (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) এক বার ঐদিকে চেয়ে দেখ দেখি, সখি।

শচী। কি?

মুর। সখি, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের অন্তরাল থেকে এ দিকে কে আস্‌চে দেখ তো! আহা! এ কি ভগবতী ভাগীরথী হরিদ্বার হতে বেরুচ্যেন? এমন অপরূপ রূপ-লাবণ্য ত আমি কোথাও দেখি নাই!

শচী। ঐ সেই পদ্মাবতী।

মুর। সখি, ওর মুখখানি দেখলে বোধ হয় যে আমি ওকে আরও কোথাও দেখেছি। (স্বগত) এ কি? আমার স্তনদ্বয় যে সহসা দুগ্ধে পরিপূর্ণ হলো? হে হৃদয়, তুমি এত চঞ্চল হলে কেন?

শচী। সখি, চল আমরা পুনরায় কলিদেবের নিকটে যাই।

মুর। কেন?

শচী। চল না কেন? আমার মনস্কামনা এখনও সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই।

মুর। সখি, আমার মন কলিদেবের নিকটে আর কোন মতেই যেতে চায় না। আমি অলকায় চল্যেম। [প্রস্থান।

শচী। (স্বগত) তুমি গেলেই বা! তোমার দ্বারা যত উপকার হতে পারবে, তা আমি বিশেষ রূপে জানি। তা যাই—আমি একলাই কলিদেবের নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন স্বয়ংবর-সংগ্রামে হত হয়েছে, এইরূপ একটা মিথ্যা-ঘোষণা রটিয়ে দিলে আরও ভাল হবে।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ)

পদ্মা। (স্বগত) হায়! এ বিপজ্জাল হতে আমাকে কে রক্ষা করবে? এ কি কোন দেব, না দেবী, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে একে এত যন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হলেন? (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কি ভয়ঙ্কর স্থান!—বোধ হয় যেন যামিনীদেবী দিবা ভাগে এই নিভৃত স্থলেই বিরাজ করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর! যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনা দোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন? হে জীবিতেশ্বর! আপনি যে আমাকে পৃথিবীর সুখভোগে নিরাশ কল্যেন, তাতে আমার কিছুই মনোবেদনা হয় না, তবে যাবজ্জীবন আমার এই একটা দুঃখ রৈলো, যে আপনাকে আমি বিপদ্‌সাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে দেখ্‌তে পেলেম না। (রোদন) হায়! আমার কি হবে? আমাকে কে রক্ষা করবে? (পরিক্রমণ ও পর্ব্বতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে গিরিবর! এ অনাথা আপনার নিকট আশ্রয় চায়, তা আপনার কি আজ্ঞা হয়? (চিন্তা করিয়া) আপনি যে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন? তা থাক্‌বেন বৈ আর কি? হে নগরাজ, এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান্ হয়, তার ক্ষুদ্র লোকের প্রতি এইরূপই ব্যবহার বটে। আপনি সিংহের নিনাদ শুনলে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দেন,—মেঘের গর্জ্জনে পুনর্গর্জ্জন করেন,—বজ্রের শব্দে অস্থির হয়ে হুহুঙ্কারধ্বনি করেন। আমি অবলা মানবী, তা আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন কেন? (রোদন) কি আশ্চর্য্য! এ এমনি গহন বন, যে

এখানে আমার আপনার পদশব্দ শুনলেও ভয় হয়। হায়! আমি এখন কোথায় যাব? বসুমতী যে এখনও আস্‌চে না?

(কদলীপত্রে জল লইয়া সখীর প্রবেশ।)

সখী। প্রিয়সখি, এই নাও। আঃ! জলের অন্বেষণে যে আমি কতদূর ঘুরেছি তার আর কি বলবো?

পদ্মা। (জলপান করিয়া) সখি, আমি তোমাকে বৃথা ক্লেশ দিলেম বৈ ত নয়। হায়! এ জলে কি এ পাপ প্রাণের তৃষ্ণা দূর হবে? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি! এ পর্ব্বতপ্রদেশ কি ভয়ঙ্কর স্থান!

পদ্মা। কেন? কেন?

সখী। উঃ আমি যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত মহিষ, কত ভালুক, আর কত যে বরাহের পায়ের চিহ্ন দেখেছি তা মনে হলে বুক শুকিয়ে উঠে! প্রিয়সখি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের আর কে রক্ষা করবে? (রোদন।)

পদ্মা। (সখীর হস্ত ধারণ করিয়া) সখি, আমি যে প্রাণনাথের নিকট কি অপরাধ করেছি, তা আমার এখনও স্মরণ হচ্যে না। কিন্তু তিনি কি আমার প্রতি একবারে এত নির্দ্দয় হলেন, যে এ হতভাগিনীকে যারা ভালবাসে, তাদের উপরও তাঁর রাগ হলো? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না।

পদ্মা। সখি! তুমিও কি আমার দোষে মারা পড়বে? (রোদন।)

সখী। (সজল নয়নে পদ্মাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়সখি, আমি কি তোমার জন্যে মরতে ডরাই! আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে তোমাকে এ বিপজ্জাল হতে উদ্ধার কত্যে পারি তবে আমি তা এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। (রোদন।)

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ, তুমি যদি এ তরণীকে অকূল সমুদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তেই নির্ম্মাণ করেছিলে, তবে তুমি একে জনপূর্ণ করো্যে ভাসালে কেন? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না। (রোদন।)

পদ্মা। সখি! এসো আমরা এখানে বসি। আমাদের কপালে যদি মরণ থকে, তবে আমরা একত্রই মরবো। (শিলাতলে উভয়ের উপবেশন।)

সখী। প্রিয়সখি, দুষ্ট সারথি যে আমাদের সঙ্গে এমন অসৎ ব্যবহার করবে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, তার দোষ কি? সে এক জন ভৃত্য বই ত নয়।

নেপথ্যে। রে অবোধ প্রাণ! তুই যদি এ ভগ্ন কারাগারস্বরূপ দেহ রণভূমিতেই পরিত্যাগ কত্তিস্, ত তোকে আর এ যন্ত্রণা সহ্য কত্যে হতো না! হায়!—

পদ্মা। (সত্রাসে) এ কি! (উভয়ের গাত্রোত্থান।)

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) তাই ত প্রিয়সখি, বোধ করি, এ কোন মায়াবী রাক্ষস হবে! হে জগদীশ্বর! আমাদের এখন কে রক্ষা করবে?

(ক্ষত যোদ্ধার বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ।)

কলি। আপনারা দেবকন্যাই হউন, কি মানবীই হউন, আমার এ স্থলে সহসা প্রবেশে বিরক্ত হবেন না। হায়! যেমন হস্তী সিংহের প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পর্ব্বতগহ্বরে ত্রাসে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ এই স্থলে এসে উপস্থিত হলেম।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) কেন? আপনার কি হয়েছে?

কলি। আমি বীরচূড়ামণি রাজা ইন্দ্রনীলের একজন যোদ্ধা। তাঁর শত্রুদলের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করে এই দুরবস্থায় পড়েছি।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) মহাশয়, রণক্ষেত্রের সংবাদ কি?

কলি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! দেবি, আপনি ও কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? প্রবল শত্রুদল মহারাজকে সসৈন্যে নিপাত করে বিদর্ভনগরীকে ভস্মরাশি করেছে।

পদ্ম। অ্যাঁ! আপনি কি বল্যেন?

সখী। এ কি! প্রিয়সখী যে সহসা পাণ্ডুবর্ণা হয়ে উঠ্‌লেন?

পদ্মা। (অচেতন হইয়া ভূতলে পতন।)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়! প্রিয়সখী যে অচেতন হয়ে পড়লেন! মহাশয়, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের ঐ দিকে একটা নির্ঝর আছে, আপনি অনুগ্রহ করে্য ওখান থেকে একটু জল আনলে বড় উপকার হয়। ইনি এক জন সামান্যা স্ত্রী নন! ইনি রাজমহিষী পদ্মাবতী।

কলি। (স্বগত) যেমন কালসর্প আপন শত্রুকে দংশন করে্য বিবরে প্রবেশ করে, আমিও তদ্রূপ আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করে স্বস্থানে প্রস্থান করি। (প্রকাশে) এই আমি চল্যেম।

সখী। (স্বগত) হায়, একি হলো? (আকাশে কোমল বাদ্য।) এ কি? আকাশে।

(গীত)

লুম—যৎ

আর কি কব তোমারে?

যে জন পীরিতে রত, সুখ দুঃখ সহে কত

পরেরি তরে।

সুধাকর-প্রেমাধীনী অতি সুখী চকোরিণী;

কভু হয় বিষাদিনী, বিরহ-শরে!

নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ-নীরে!
প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখভোগে রহে,
কভু বা বিরহ দহে, নয়ন ঝুরে॥
(কাষ্ঠচ্ছেদিকা বেশে রতিদেবীর প্রবেশ।)

রতি। (স্বগত) হায়! দেবকুলে শচীর মত চণ্ডালিনী কি আর আছে? আহা! সে যে দুষ্ট কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে কত ক্লেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তা আমার এখন কি করা উচিত? (চিন্তা করিয়া) এই চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকট তমসা নদীতীরে অনেক মহর্ষিরা সপরিবারে বাস করেন, তা পদ্মাবতী আর বসুমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উচিত। তার পরে আমি কৈলাসপুরীতে ভগবতী পার্ব্বতীর নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো। তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্যে আর কোন ভয়ই থাক্‌বে না। যে দেশ গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে দেশে কি কেউ তৃষ্ণা-পীড়া ভোগ করে? (অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) ওগো, তোমরা কারা গো?

সখী। তুমি কে?

রতি। আমি এই পর্ব্বতে কাট কুড়ুতে এসেছি, তোমরা এখানে কি কচ্যো?

সখী। দেখ, আমার প্রিয়সখী অচেতন হয়ে রয়েছেন, তা তুমি একটু জল এনে দিতে পার?

রতি। অচেতন হয়েছেন? তা জলে কাজ কি? আমি ওঁকে এখনই ভাল করে দিচ্ছি। (পদ্মাবতীর গাত্রে হস্ত প্রদান।)

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

রতি। দেখ, এই তোমার সখী চেতন পেলেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি তার কথা আর কি বলবো!

সখী। প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন?

পদ্মা। আমার বোধ হলো যেন একটি পরমসুন্দরী দেবকন্যা আমার মস্তকে তাঁর পদ্মহস্ত বুলিয়ে বল্যেন,—বৎসে, তুমি শান্ত হও, তোমার প্রাণনাথের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার মিলন হবে। (রতিকে অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

সখী। প্রিয়সখি, এ এক জন কাঠুরিয়াদের মেয়ে।

রতি। হ্যাঁ গা, তোমাদের এখানে থাক্‌তে ভয় হয় না?

পদ্মা। কেন?

রতি। এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত ভালুক আর কত যে সাপ

থাকে, তা কি তোমরা জান না ?

সখী। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ ! এ পাহাড়ের নাম কি গা ?

রতি। এর নাম চিত্রকূট।

পদ্মা। এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দূর, তা তুমি জান ?

রতি। বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক দিনের পথ। কেন, তোমরা কি সেখানে যেতে চাও ?

পদ্মা। (স্বগত) হায় ! সে বিদর্ভনগর কি আর আছে ? হে প্রাণেশ্বর, তুমি এ হতভাগিনীকে কেন সঙ্গে কর্য়ে নিলে না ? (রোদন।)

রতি। (সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়সখী কাঁদেন কেন ? ওঁর যদি এখানে থাকতে ভয় হয়, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

সখী। তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে ?

রতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপস্বীরা বসতি করেন, তা তাঁদের কারো আশ্রমে গেলে তোমাদের আর কোন ক্লেশই থাকবে না।

সখী। (পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, তুমি কি বল ? আমার বিবেচনায় এখানে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও থাকা উচিত হয় না।

পদ্মা। সখি, তোমার যা ইচ্ছা।

সখী। তবে চল। ওগো কাঠুরেদের মেয়ে, তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দাও ত।

রতি। এই দিকে এসো। [সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদর্ভনগরের রাজগৃহ।

(রাজা ইন্দ্রনীল ম্লান ও মৌনভাবে আসীন, মন্ত্রী।)

মন্ত্রী। (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলো রাজ্ঞী পদ্মাবতী সখী বসুমতীর সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ কর্য়ে যে কোথায় গেছেন, তার কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যাচ্যে না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা ! মহীপাল অধুনা রাজমহিষীর প্রাপ্তিবিষয়ে প্রায় নিরাশ্বাস হয়ে নিরাহারে এবং অনিদ্রায় দিনযামিনী যাপন করেন ; আর আপনার নিত্যকার্য্যের প্রতি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও মনোযোগ করেন না। হায় ! মহারাজের দুর্দ্দশা দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ তোমার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা ! তুমি কি এ দয়াসিন্ধুকেও বাড়বানলে তাপিত কল্যে,—এ কল্পতরুকেও দাবানলে দগ্ধ কল্যে,—এ প্রতাপশালী আদিত্যকেও দুষ্ট রাহুর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্যে ? (চিন্তা করিয়া) তা আমার আর এ স্থলে অপেক্ষা করবার

কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় দুই দণ্ডাবধি আমি এ স্থলে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু মহারাজ আমার প্রতি একবার দৃক্‌পাতও কল্যেন না। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে আর্য্য মানবক এ দিকে আগমন কচ্যেন। তা দেখি, এঁর দ্বারা কোন উপকার হতে পারে কি না।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে এখান থেকে কিঞ্চিৎ-কালের জন্য প্রস্থান করুন। দেখি, আমি মহারাজের মৌনব্রত ভঙ্গ করতে পারি কি না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই। [প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) হায়! প্রিয় বয়স্যের এ দুরবস্থা দেখে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও বাঁচতে ইচ্ছে করে না। হা রে দারুণ বিধি, তোর মনে কি এই ছিল? (চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্যের সঙ্গীতে চিরকাল অনুরাগ, আর না হবেই বা কেন? ঋতুরাজ বসন্তই কোকিলকে সমাদর করেন। এই জন্যে আমি রাজমহিষীর কয়েক জন সুগায়িকা সহচরীকে এখানে এনেছি। দেখি, এদের সুস্বরে প্রিয় বয়স্যের চিত্তবিনোদন হয় কি না। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) কেমন নিপুণিকে, তোমরা সকলে প্রস্তুত হয়েছো? (কর্ণ দিয়া) ভাল! তবে আরম্ভ কর দেখি?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রের মৃদুধ্বনি।)

বিদূ। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) আহা! কি মনোহর ধ্বনি! তা এখন একটা উত্তম গান গাও দেখি?

নেপথ্যে। (গীত)

বাঁয়োয়াঁ—ঠুংরী।

পীরিতি পরম রতন।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন॥
কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভালবাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম-আকিঞ্চন।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমানিশান্তরে শশীর শোভন্॥

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মানবক!

বিদূ। (সহর্ষে) মহারাজের জয় হউক!

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে, যে কুসুমকানন দাবানলে দগ্ধ হয়ে গেছে, তাতে জল সেচন করা বৃথা পরিশ্রম বৈ ত নয়।

বিদূ। বয়স্য, বিধাতা না করেন যে এমন সুকুসুম-কাননে দাবানল প্রবেশ করে।

রাজা। সে যা হোক, সখে, তুমি আমাকে চিরবাধিত কল্যে। দেখ, আগ্নেয়-

গিরির উপরে মেঘদল বারিবর্ষণ কল্যে যদ্যপিও তার অন্তরিত হুতাশন নির্ব্বাণ না হয়, তত্রাচ তার অঙ্গের জালার অনেক হ্রাস হয়। তুমি আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে কি না কচ্যো?

বিদূ। বয়স্য, সাগর উথলিত হলে যে কত জীবের জীবনসংশয় হয়, তা কি আপনি জানেন না? তা আপনি একটু সুস্থির হলে আমরা সকলেই পরম সুখ-লাভ করি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, এমন প্রবল ঝড় বইতে আরম্ভ কল্যে কি সাগর স্থির হয়ে থাকৃতে পারে? দেখ, যে শোকশেলে দেবদেব মহাদেব এবং স্বয়ং বিষ্ণু-অবতার রঘুপতিও ব্যথিত হয়েছিলেন, তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি অতি ক্ষুদ্র মানব কি স্থির হতে পারি? (চিন্তা ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই? যে হলাহল স্বয়ং নীলকণ্ঠের দেহ দাহন করেছিল, তাই তুমি আমাকে পান করালে?

বিদূ। (স্বগত) আহা! প্রিয় বয়স্যের খেদোক্তি শুন্‌লে বুক ফেটে যায়। হায় রে নিষ্ঠুর বিধি! তোর মনে কি এই ছিল?

রাজা। কি আশ্চর্য্য! সখে, এ সুবর্ণলতাটি যে আমার হৃদয়ভূমি থেকে কোন নিশাচর চুরি করে নিয়ে গেলো, এ সংবাদ কেউ আমাকে দিতে পারে না? হে পক্ষিরাজ জটায়ু, তোমার তুল্য পরোপকারী কি বিহঙ্গমকুলে এখন আর কেউ নাই? হায়! (মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! (উচ্চস্বরে) ওরে, এখানে কে আছিস রে? একবার শীঘ্র করে এ দিকে আয় তো।

(বেগে মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ।)

মন্ত্রী। এ কি?

বিদূ। মহাশয়, আর কি বলবো? এই চক্ষে দেখুন।

মন্ত্রী। (সজল নয়নে) হে রাজকুলশেখর, এই কি তোমার উপযুক্ত শয্যা! আর্য্য মানবক, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! প্রজাদলের স্নেহস্বরূপ পরিখায় পরিবেষ্টিত এ রাজনগরে এ দুর্জ্জয় শত্রু কি প্রকারে প্রবেশ কল্যো? হে নরশ্রেষ্ঠ, হে বীরকেশরী, যে অকূল সাগর ভগবতী বসুমতীকে আপন আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, তিনি কি এত দিনে তাঁকে পরিত্যাগ কল্যেন? হায়! হায়! এ কি দুর্ব্বিপাক!

বিদূ। মহাশয়, আসুন, মহারাজকে স্থানান্তরে লয়ে যাওয়া যাক্।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে। চলুন। [উভয়ে রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

ইতি চতুর্থাঙ্ক।

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থ।

(শচীর প্রবেশ)

শচী। (স্বগত) আমি বসন্তকালে এই তীর্থের নির্ম্মল জলে গাত্র প্রক্ষালন করি, আর এই নিকুঞ্জে যে সকল ফুল ফোটে, তা দিয়ে কুন্তল সাজিয়ে দেবেন্দ্রের শয়নমন্দিরে যাই,—এই নিমিত্তেই লোকে এ সরোবরকে শচীতীর্থ বলে। এই জলে অবগাহন কল্যে বামাকুলের যৌবন চিরস্থায়ী হয়, আর তাদের অঙ্গের রূপ-লাবণ্য রসানে মাজ্জিত হেমকান্তির মতন শতগুণ বৃদ্ধি হয়! (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন) আহা, ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে এ কাননের কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে!

নেপথ্যে। (গীত)

বাহারভৈরবী—যৎ।

মধুর বসন্ত আগমনে, মধুপ গুঞ্জরে সঘনে,
করি মধুপান সুখে ফুল-কাননে।
কত পিকবরে. পঞ্চমে কুহরে,
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে।
উপবন যত. সৌরভ-রসিত,
সতত মলয়-সমীরণে।
সুখের কারণ, বসন্ত যেমন,
না হেরি এমন ত্রিভুবনে।
রতিপতি রসে, মোদিত হরষে,
যুবক যুবতী সুমিলনে।

শচী। আমার সহচরী অপ্সরীরা ঐ তরুমূলে সুখে গান কচ্চ্যে। এ মধুকালে কার মন আনন্দ-সাগরে মগ্ন না হয়? (পরিক্রমণ করিয়া) সে যা হৌক, এত দিনের পর দুষ্ট ইন্দ্রনীল সর্ব্ব প্রকারেই সমুচিত দণ্ড পেলে। কি আহ্লাদের বিষয়! কয়েক মাস হলো আমি কলিদেবের সহকারে তার মহিষী পদ্মাবতীকে রাজপুরী হতে অপহরণ কর‍্যে বনবাস দিয়েছি। এখন ইন্দ্রনীল কান্তার বিরহে শোকার্ত্ত হয়ে আপন রাজ্য পরিত্যাগ করেছে, আর উদাসভাবে দেশদেশান্তর ভ্রমণ কচ্চ্যে। (সরোষে) আঃ পাষণ্ড দুরাচার! তুই শৃগাল হয়ে সিংহীর সঙ্গে বিবাদ করিস্!

তা তুই এখন আপন কুকর্ম্মের ফল বিলক্ষণ করে্য ভোগ কর্। তোকে আর এখন কে রক্ষা কর্‌বে ?

(পুষ্পপাত্র হস্তে রম্ভার প্রবেশ।)

রম্ভা। দেবি, এই মালা ছড়াটা একবার গলায় দিন দেখি ?

শচী। কৈ ? দে দেখি। (পুষ্পমালা গ্রহণ করিয়া) বাঃ ! বেশ গেঁথেচিস্। তা তোর এত বিলম্ব হলো কেন ?

রম্ভা। (সহাস্য বদনে) দেবি, আজ যে আমি কত শত শত্রুকে সমরে হারিয়ে এসেছি, তা শুনলে আপনি অবাক্ হবেন।

শচী। সে কি লো ?

রম্ভা। (সহাস্য বদনে) যখন আমি এই সকল ফুল তুল্‌তে আরম্ভ কল্যেম, তখন যে কত অলি সরোষে এসে আমার চার্‌দিকে গুন্ গুন্ কত্যে লাগলো, তা আর আপনাকে কি বল্‌বো ? দুষ্ট দৈত্যকুল এইরূপেই শঙ্খধ্বনি করে্য স্বর্গপুরী ঘেরে।

শচী। (সহাস্য বদনে) তা তুই কি করলি ?

রম্ভা। আর কি করবো ? আমি তখন আমার একাবলীর আঁচল নেড়ে এমন পবনবাণ ছাড়লেম, যে বীরবরেরা সকলেই যুদ্ধে বিমুখ হয়ে বেগে পালালেন।

(ক্রন্দন করিতে করিতে মুরজার প্রবেশ।)

শচী। (ব্যগ্রভাবে) সখি, যক্ষেশ্বরি, এ কি ?

মুর। শচী দেবি, তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করেছো।

শচী। কেন ? কেন ? কি করেছি ?

মুর। আর কি না করেছো ? (রোদন) হায় ! হায় ! বাছা ! আমি কি পৃথিবীর মতন নিষ্ঠুর হয়ে যাকে গর্ভে ধরেছিলেম, তাকেই আবার গ্রাস কল্যেম। আমি কি সিংহী আর বাঘিনী অপেক্ষাও মমতাহীন হলেম ? হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য লীলাখেলা ! (রোদন) হায় ! এমন কর্ম্ম মা হয়ে কে কোথায় করেছে ? (রোদন।)

শচী। সখি, বৃত্তান্তটা কি তা তুমি আমাকে ভাল করেই বল না কেন ?

মুর। সখি, আর বল্‌বো কি ? ইন্দ্রনীলের মহিষী পদ্মাবতীই আমার বিজয়া। (রোদন।)

শচী। বল কি ! তা এ কথা তোমাকে কে বললে ?

মুর। আর কে বল্‌বে ? স্বয়ং ভগবতী বসুমতীই বলেছেন। (রোদন।)

শচী। সখি, তুমি না কেঁদে বরং এ সকল কথা আমাকে খুলে বল। ভাল, যদি পদ্মাবতীই তোমার বিজয়া হবে, তবে মাহেশ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেন তাকে কোথ্‌ থেকে পেলে ?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতী বসুন্ধরা বিজয়াকে প্রসব করে্য শ্রীপর্ব্বতের উপর কমলকাননে রেখেছিলেন, পরে রাজা যজ্ঞসেন ঐ স্থলে মৃগয়া কত্যে গিয়ে তাকে পেয়ে আপনার পাটেশ্বরীর হাতে লালন পালনের জন্যে দিয়েছিল। হায়! হায়! বাছা, চিত্রকূট পর্ব্বতের উপর তোমার চন্দ্রানন দেখে আমার স্তনদ্বয় দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা আমি তোমাকে তাতেও চিন্‌লেম না? (রোদন।)

শচী। সখি, তুমি শান্ত হও।

আকাশে। (বীণাধ্বনি।)

শচী। এ কি? (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে দেবর্ষি নারদ এই দিকে আসছেন। সখি! তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণই এ বিপদের মূল। দেখো—ও যেন আবার কন্দল বাধাতে না পারে।

(নারদের প্রবেশ।)

উভয়ে। ভগবন্, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি।

নার। আপনাদের কল্যাণ হউক।

শচী। দেবর্ষি, সংবাদ কি? আজ্ঞা করুন দেখি?

নার। দেবি, সকলই সু-সংবাদ। ভগবতী পার্ব্বতী আমাকে অদ্য আপনাদের সমীপে প্রেরণ করেছেন।

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা?

নার। তিনি শুনেছেন যে, আপনারা নাকি বিদর্ভনগরের রাজা পরম শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়কে কলিদেবের সাহায্যে ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

শচী। ভগবন্, ভগবতী পার্ব্বতীকে এ কথা কে বল্‌লে?

নার। ভগবতী এ কথা রতিদেবীর মুখেই শ্রবণ করেছেন।

শচী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ দুষ্টা রতির কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? এমন কথাও কি মহেশ্বরীর কর্ণগোচর করা উচিত? (প্রকাশে) দেবর্ষি, তা ভগবতী এ কথা শুনে কি আদেশ করেছেন?

নার। ভগবতীর এই ইচ্ছা যে, আপনারা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন।

শচী। ভাল, তা যেন হলেম! কিন্তু এখন পদ্মাবতীই বা কোথায়, আর ইন্দ্রনীলই বা কোথায়—তা কে জানে?

নার। (সহাস্য বদনে) তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। রাজমহিষী পদ্মাবতী এক্ষণে তমসা নদীতরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে বাস কচ্যেন।

শচী। (স্বগত) হায়! আমার এত পরিশ্রম কি তবে বৃথা হলো? আর অবশেষে রতিই জিত্‌লে? তা কি করি? ভগবতী গিরিজার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা কার সাধ্য! স্রোতস্বতীর পথ রুদ্ধ কত্যে কে পারে?

নার। আমি মহাদেবীর আজ্ঞানুসারে যোগীন্দ্র অঙ্গিরার আশ্রমে গমন কত্যে

আকাঙ্ক্ষা করি, অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে বিদায় করুন।

মুর। ভগবন্, আপনি আমাকে সেখানে লয়ে চলুন।

শচী। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। (রম্ভার প্রতি) রম্ভা, তুই এখন অমরাবতীতে যা। আমি একবার যোগিবর অঙ্গিরার আশ্রম থেকে আসি।

রম্ভা। যে আজ্ঞা।

[নারদ, শচী এবং মুরজার প্রস্থান।

আমি আর এখানে একলা থেকে কি করবো? যাই, দেখিগে নন্দনকাননে এখন কি হচ্যে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

তমসানদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রম।

(পদ্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ।)

গৌত। বৎসে, তুমি এত অধীরা হইও না। তোমার প্রাণেশ্বর অতি ত্বরায় তোমার নিকটে আসবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভগবান্ অঙ্গিরা তোমার এ প্রতিকূল দৈব শান্তির নিমিত্তে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।

পদ্মা। ভগবতি, আমি কি সে শ্রীচরণের আর এ জন্মে দর্শন পাব? (রোদন।)

গৌত। বৎসে, তুমি শান্ত হও, মহর্ষির যজ্ঞ কখনই নিষ্ফল হবার নয়।

পদ্মা। ভগবতি! আপনি যা আজ্ঞা কচ্যেন, সে সকলই সত্য, কিন্তু আমি এ নির্ব্বোধ প্রাণকে কেমন করে প্রবোধ দি। হায়! এ কি আর এখন কোন কথা মানে? (রোদন।)

গৌত। বৎসে! বিবেচনা করে দেখ, অখিল ব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তুই চিরকাল শ্রীভ্রষ্ট হয়্যে থাকে না। বর্ষার সমাগমে জলহীনা নদী জলবতী হয়,—ঋতুরাজ বসন্ত বিরাজমান হলে লতাকুল মুকুলিতা ও ফলবতী হয়,—কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কান্তি হ্রাস হয় বটে, কিন্তু আবার শুক্লপক্ষে তার পূরণ হয়,—তা তোমারও এ যাতনা অতি শীঘ্রই দূর হবে।

নেপথ্যে। ভো শার্ঙ্গরব! ভগবতী গৌতমী কোথায় হে? দেখ, দুইজন অতিথি এসে এ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথাবিধি আতিথ্য কর।

গৌত। বৎসে! এক্ষণে আমি বিদায় হলেম। তুমি এই তরুর ছায়ায় কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিশ্রাম কর। দেখ! ভগবতী তমসার নির্ম্মল সলিলে

কমলিনী কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ করে্য বিকশিত হয়েছে, তা তোমার বিরহরজনীও প্রায় অবসান হয়ে এলো।

[প্রস্থান।

পদ্মা। (স্বগত) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন, তার আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হতভাগিনীকে কি আর তাঁর মনে আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলেম যে, তুমি আমাকে এত দুঃখ দিলে? তুমি আমাকে রাজেন্দ্রনন্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণী করেও আবার অনাথা যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণীর মতন বনে বনে ফেরালে। (রোদন)।

নেপথ্যে। প্রিয়সখি, কৈ, তুমি কোথায়?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেন? এই যে আমি এখানেই আছি।

(বেগে সখীর প্রবেশ।)

সখী। প্রিয়সখি—(রোদন।)

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীকে আলিঙ্গন করিয়া) এ কি? কেন? কেন সখি, কি হয়েছে?

সখী। (নিরুত্তরে রোদন।)

পদ্মা। সখি, কি হয়েছে তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল।

সখী। প্রিয়সখি! মহারাজ আর্য্য মানবকের সঙ্গে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

পদ্মা। (অভিমান সহকারে) সখি! তুমিও কি আবার আমার সঙ্গে চাতুরী কত্যে আরম্ভ কর্‌লে?

সখী। সে কি! প্রিয়সখি, আমি কি তা কখন পারি? ঐ দেখ, ভগবতী গৌতমী মহারাজ আর আর্য্য মানবককে লয়ে এদিকে আসছেন। কেমন, আমি সত্য না মিথ্যা বলেছি? (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে বোধ হয়, যে উনি তোমার বিরহে অতি দুঃখে কালযাপন করেছেন!

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি, তাই ত। বিধাতা কি তবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থই অনুকূল হলেন? (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশ্বর, আপনার কি এত দিনের পর এ হতভাগিনী বলে্য মনে পড়্‌লো? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, চল, আমরা ঐ বৃক্ষ-বাটিকায় গিয়ে দাঁড়াই। মহারাজকে তোমার সহসা দর্শন দেওয়া উচিত হয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজা ও বিদূষকের সহিত গৌতমীর পুনঃপ্রবেশ।)

গৌত। হে নরেশ্বর, তার পর কি হলো ?

রাজা। ভগবতি, তার পর আমি রাজ-মহিষীর কোনই অন্বেষণ না পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হলেম, তা আর আপনাকে কি বলবো। আর এ দুরূহ শোকানল সহ্য কত্তে অক্ষম হয়ে, রাজমন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করে, এই আমার চিরপ্রিয় বয়স্যের সহিত তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা কল্যেম।

গৌত। হে নরনাথ ! আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। রাজমহিষী এই আশ্রমেই আছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁকে আপন দুহিতার ন্যায় পরম স্নেহ করেন। আর তাঁর আগমনাবধি বহু যত্নে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন।

রাজা। ভগবতি, সে সকল বৃত্তান্ত আমি দেবর্ষি নারদের মুখে বিশেষরূপে শ্রুত আছি। কুলায়ভ্রষ্টা পারাবতী আশ্রয়-আশায় কোন বিশাল বৃক্ষের সমীপে গমন কল্যে তরুবর কি শরণদানে পরাঙ্মুখ হয়ে তাকে নিরাশ করেন ? ভগবান অঙ্গিরা ঋষিকুলের চূড়ামণি, তা তিনি যে এরূপ ব্যবহার করবেন, এ কিছু বড় অসম্ভব নয়।

গৌত। হে পৃথ্বীশ্বর, আপনি এই শিলাতলে ক্ষণেক কাল উপবেশন করুন, আমি গিয়ে রাজমহিষীকে এখানে লয়ে আসি।

রাজা। ভগবতি, আপনার যা আজ্ঞা।

গৌত। আর আপনার এ আশ্রমে শুভাগমনের সংবাদও মহর্ষির নিকট প্রেরণ করা উচিত। অতএব আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিদায় হলেম।

[প্রস্থান

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সখে, যেমন তপনতাপে তাপিত জন সুশীতল তরুচ্ছায়া পেয়ে পূর্ব্বতাপ বিস্মৃত হয়, আমারও আজ অবিকল তাই হলো।

বিদূ। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি ? এত দিনের পর আমাদের ডিঙ্গাখানি ঘাটে এসে লাগলো। কিন্তু এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল লাগছে না।

রাজা। কেন বল দেখি ?

বিদূ। বয়স্য, এ মুনির আশ্রম, এখানে সকলেই হবিষ্যি করে, তা আমরাও কি একাহারী হয়ে আবার মারা পড়বো ?

রাজা। কেন ? তুমি ত আর সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন কর নাই, যে তোমাকে একাহারে থাকৃতে হবে ?

(আকাশে কোমল বাদ্য।)

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সচকিতে) এ কি ? আহা ! কি মধুর ধ্বনি ! সখে, আমি যে দিন মায়ামৃগের অনুসরণ করে বিন্ধ্যাচলে দেব-উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেম, সে দিনও আকাশে এইরূপ কোমল বাদ্য শুনেছিলেম।

বিদূ। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ !

রাজা। কেন ? কি হলো ?

বিদূ। মহারাজ! চলুন, আমরা এখান থেকে পালাই। ঐ দেখুন, এ আশ্রম-বনে দাবানল লেগেছে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শিখা।

রাজা। (অবলোকন করিয়া) সখে, ও ত দাবানল নয়।

বিদূ। বলেন কি? মহারাজ, ঐ দেখুন, সব গাছপালা একবারে যেন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠ্‌ছে।

রাজা। কি হে সখে, তুমি অন্ধ হলে না কি?

বিদূ। বয়স্য, তবে ও কি?

রাজা। ওঁরা সকল দেবকন্যা। তা ওঁরাও অগ্নিশিখার মতন তেজস্বিনীই বটেন। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য! এই যে শচী দেবী, যক্ষেশ্বরী, আর রতিদেবী আমার প্রেয়সীকে সঙ্গে লয়ে এ দিকে আসছেন। হে হৃদয়! তুমি এত দিন এ পূর্ণশশীর অদর্শনে বিদীর্ণ হও নাই, এই আশ্চর্য্য! (অগ্রসর হইয়া) এ দাস আপনাদিগের শ্রীচরণে প্রণাম কচ্যে। (প্রণাম।)

(শচী, মুরজা, রতি, গৌতমী, পদ্মাবতী, সখী, নারদ এবং অঙ্গিরার প্রবেশ।)

সকলে। মহারাজের জয় হউক।

নার। হে মহীপতে! যেমন মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে দাশরথি ভগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও অদ্য তদ্রূপ মহিষী পদ্মাবতীকে এই স্থলে লাভ কল্যেন।

অঙ্গি। হে নরশ্রেষ্ঠ, আপনার বাহুবলে ঋষিকুলের সর্ব্বত্রই কুশল। অতএব আপনি পুরস্কার-স্বরূপ এই স্ত্রী-রত্নটি গ্রহণ করুন।

শচী। (রাজার হস্তে পদ্মাবতীর হস্ত প্রদান করিয়া) হে নরনাথ, আপনি অদ্যাবধি নিঃশঙ্কচিত্তে রাজসুখভোগে প্রবৃত্ত হউন।

আকাশে। (গীত)

বেহাড়া—পোস্তা

সুমতি ভূপতি অতি, তুমি ওহে মহারাজ।
সুখে থাক ধন মানে, রিপুগণে দিয়ে লাজ॥
পাইলে হারানিধি, প্রিয়তমা পুনরায়,
বাসনা পূর্ণ হলো, সুখে কর রাজকাজ।
হয়ে সুবিচারে রত কর বহু যশোলাভ,
যেমন শোভে ক্ষিতি, তারাপতি দ্বিজরাজ॥

(পুষ্পবৃষ্টি।)

সকলে। রাজমহিষী চিরবিজয়িনী হউন।

নারদ। (রাজার প্রতি) আমিও আশীষ করি, শুন নরপতি।—
সুখে সদা কর বাস অবনী-মণ্ডলে
পরাভবি শত্রুদলে, মিত্রকুলে পালি,

ধর্ম্মপথগামী যথা ধর্ম্মের নন্দন
পৌরব। চরমে লভ স্বর্গ ধর্ম্মবলে।
(পদ্মাবতীর প্রতি) যশঃসরে চিররুচি কমলিনীরূপে
শোভ তুমি পদ্মাবতি—রাজেন্দ্রনন্দিনি,
যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজবালা
শর্ম্মিষ্ঠা যেমতি। তার সহ নাম তব
গাঁথুক গৌড়ীয়জন কাব্যরত্নহারে,
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা।

যবনিকা পতন।

ইতি পদ্মাবতী নাটক সমাপ্ত।

মেঘনাদবধ কাব্য

প্রথম সর্গ

সম্মুখ-সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি,
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে,
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি
রাঘবারি ? কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ—অজেয় জগতে—
ঊর্ম্মিলাবিলাসী নাশি,ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি ! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর সতি !
কে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ?
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্য্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি ।
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি ! তোমার পরশে,
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে ।
হায়, মা,এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে !
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক । উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে ! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত ; উরি, দাসে দেহ পদছায়া !
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা ! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ।

কনক-আসনে বসে দশানন বলী—
হেমকূট-হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ । শত শত পাত্রমিত্র আদি
সভাসদ্ নতভাবে বসে চারিদিকে ।
ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত ;
তাহে শোভে রত্নরাজী, মানস-সরসে
সরস কমলকুল বিকসিত যথা ।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে । ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা ; যথা ঝোলে
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে । ক্ষণপ্রভাসম মুহুঃ হাসে
রতনসম্ভবা বিভা—ঝলসি নয়নে ।
সুচারু চামর চারুলোচনা কিঙ্করী
ঢুলায়, মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি
চন্দ্রাননা । ধরে ছত্র ছত্রধর ; আহা !
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে ।
ফেরে দ্বারে দৌবারিক ভীষণ-মূরতি,
পাণ্ডব-শিবির-দ্বারে রুদ্রেশ্বর যথা
শূলপাণি । মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি,
অনন্ত-বসন্ত-বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি
কাকলী-লহরী, মরি ! মনোহর, যথা
বাঁশরীস্বরলহরী গোকুল-বিপিনে ।

কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা
স্বহস্তে গড়িলা তুমি, তুষিতে পৌরবে ?
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে কাঁদে নীরবে। কর যোড় করি,
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্নদূত ধূসরিত
ধূলায়, শোণিতে আর্দ্র সর্ব্ব কলেবর।
বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে
একমাত্র বাঁচে বীর ; যে কাল-তরঙ্গ
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে—
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম।
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন,
হায়, শোকাকুল আজি রাজকুলমণি
নৈকষেয়। সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে।
আঁধার জগৎ, মরি, ঘন আবরিলে
দিননাথে ! কতক্ষণে চেতন পাইয়া,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ ;—
"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চূড়ামণি !
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে ?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি
হরিলি এ ধন তুই ? হায় রে, কেমনে
সহি এ যাতনা আমি ? কে আর রাখিবে,
এ বিপুল কুল-মান এ কাল-সমরে ?
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর। হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে। তা না হ'লে মরিত কি কভু
শূলীশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ ? হায়, শূর্পণখা,
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী,
কাল-পঞ্চবটীবনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম-গেহে ? হায়, ইচ্ছা করে
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে !
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী ! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?"
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?
এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-
কুলপতি রাবণ ; হায় রে মরি, যথা
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে
শুনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে
হত যত প্রিয়পুত্র, কুরুক্ষেত্র-রণে।
তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ)
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা
নতভাবে ;—"হে রাজন্, ভুবনবিখ্যাত,
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষম এ দাসেরে।
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে
এ জগতে? ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে—
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে
বজ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।"
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি ;—

"যা কহিলে সত্য, ওহে অমাত্য-প্রধান
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ-সুখ যত।
কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ। হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি!"
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা;—"কহ দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?"
প্রণমি রাজেন্দ্রপদে করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব্ব কাহিনী?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর। এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথর, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কারে।
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জনে,
সিংহনাদে, জলধির কল্লোলে; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে; কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর-ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কার।
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর।
পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহুসহ
রণে; যূথনাথ সহ গজযূথ যথা।
ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগনে; বিদ্যুৎঝলা-সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শন্‌শনে!—ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু!
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে?
এইরূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্! কতক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত,"—এতেক কহি, নীরবে কাঁদিল
ভগ্নদূত, কাঁদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া
পূর্ব্বদুঃখ। সভাজন কাঁদিলা নীরবে।
অশ্রুময়-আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরীমনোহর;—"কহ, রে সন্দেশ-
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ?"
"কেমনে হে মহীপতি," পুনঃ আরম্ভিল
ভগ্নদূত;—"কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি,
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি?
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে
কড়মড়ি ভীম দন্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া
বৃষস্কন্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে
কুমারে। চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ
উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্দ্বি বায়ু সহ
নির্ঘোষে। ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম,
ধূমপুঞ্জসম চর্ম্মাবলীর মাঝারে
অযুত। নাদিল কম্বু অম্বুরাশি-রবে।—
আর কি কহিব, দেব! পূর্ব্বজন্মদোষে,
একাকী বাঁচিনু আমি। হায় রে বিধাতঃ,
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই
মোরে?
কেন না শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ
রণভূমে? কিন্তু নহি নিজ-দোষে দোষী।
ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,
রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা;—"সাবাসি, দূত! তোর কথা
শুনি,
কোন্ বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরু-ধ্বনি শুনি কাল-ফণী
কভু কি অলসভাবে নিবসে বিবরে?

ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী। চল সবে,—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্‌জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চূড়ামণি
বীরবাহু ; চল, দেখি জুড়াই নয়নে।”
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!—
হেমহর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন-মাঝে ;
কমল-আলয় সরঃ ; উৎস রজঃ-ছটা ;
তরুরাজী ; ফুলকুল—চক্ষুঃ-বিনোদন,
যুবতীযৌবন যথা ; হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন-পূর্ণ ; এ জগৎ যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,
রেখেছে, রে চারু-লঙ্কে, তোর পদতলে
জগৎ-বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা ; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রিদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর ; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর-বাহিরে,
রিপুবৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্র-মণ্ডল কিংবা আকাশ-মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্ব দ্বারে দুর্ব্বার সংগ্রামে,
বসিয়াছে বীর নীল ; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নব বলে বলী ;
কিম্বা বিষধর, যবে বিচিত্র কঞ্চুক-
ভূষিত, হিমান্তে অহি ভ্রমে ঊর্দ্ধ-ফণা—
ত্রিশূলসদৃশ জিহ্বা লুলি অবলেপে।
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায় রে, বিষণ্ণ এবে জানকী-বিহনে,
কৌমুদী-বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক। লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রহরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ-দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধা[illegible]কেশরিকামিনী,—
নয়ন-রমণী রূপে পরাক্রমে ভীমা
ভীমাসমা। অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে ; কেহ বসে ; কেহ বা বিবাদে
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীবে ; কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি ; কেহ শোষে
রক্তস্রোতে।
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি ;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গ[illegible]তহীন এ[illegible]বে।
চূর্ণ রথ অগণ্য, নি[illegible]ী, সাদী, [illegible]লী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়া[illegible]ড়
একত্রে। শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অ[illegible], ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদগর, পরশু,
স্থানে স্থানে ; মণিময় কিরীট-শীর্ষক,
আর বীর-আভরণ, মহাতেজস্ক[illegible]।
পড়িয়াছে যন্ত্রিদল যন্ত্রদল মাঝে।
হৈমধ্বজ দণ্ড হাতে, যম-দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায় রে, যেমতি
স্বর্ণ-চূড় শস্য ক্ষত কৃষিদলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে।
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি,
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল যথা
হিড়িম্বার স্নেহনীড়ে পালিত গরুড়
ঘটোৎকচ, যবে কর্ণ, কালপৃষ্ঠধারী,
এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ ;—
“যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার,
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে

সদা। রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শত ধিক্ তারে
তবু, বৎস, যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে,
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী;
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী—
তুমি হে জগৎপিতা, এ কি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী!
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"
  এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিব
উ[illegible]লিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে:
অপূর্ব্ব-বন্ধন সেতু, রাজপথ-সম
প্রশস্ত; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃ-পথে জল যথা বরিষার কালে।
  অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি;—
"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর? কোন্ গুণে, কহ, দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি; প্রভঞ্জন-সম
ভীম পরাক্রমে। কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি?
উঠ, বলি, বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।"
  এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি; পাত্রমিত্র, সভাসদ্ আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে।
হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোলে
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী।
আলুথালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন।
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমর[illegible]-হীন বন-সুশোভিনী
লতা। অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন। বীরবাহু-শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা,
যবে গ্রাসে কালফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে।
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রুবারি-ধারা
আসার; জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর;
ক্ষোভে, রোষে দৌবারিক নিষ্কোষিলা

অসি

ভীমরূপী, পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে ;—
"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি, থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূল্য রতন ?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম ; তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে
ধনে ?"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী ;—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে ?
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি। বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী,
দেখ, বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফুলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী।
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর। আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে।
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে,
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি। হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু
প্রবল, শিমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তূলারাশি, এ বিপুল-কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল-সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম, কহিনু তোমারে।"
নীরবিলা রক্ষোনাথ ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি ;—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি
তোমারে ?
দেববৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে ; বীরমাতা তুমি ;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত
ক্রন্দন ? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে ; তবে কেন তুমি
কাঁদ ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে ?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা ;—"দেশবৈরী নাশে যে সমরে
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ
দেশে
রাঘব ? এ স্বর্ণ-লঙ্কা দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলধি ;
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, ঊর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি !"
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী,
চিত্রাঙ্গদা, কাঁদি সঙ্গে সঙ্গিদলে লয়ে
প্রবেশিলা অন্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে
ত্যজি সুকনকাসন উঠিলা গর্জ্জিয়া
রাঘবারি। "এত দিনে" (কহিলা ভূপতি)
"বীরশূন্য লঙ্কা মম। এ কাল-সমরে,

আর পাঠাইব কারে? কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি।
সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ!
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি!
অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি।"
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি
গম্ভীর জীমূতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে,
সাজিল কর্ব্বুরবৃন্দ বীরমদে মাতি,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে,
বারী হতে (বারিস্রোতঃ সম পরাক্রমে
দুর্ব্বার) বারণযূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে
মুখস্। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচূড়,
বিভায় পূরিয়া পুরী। পদাতিক-ব্রজ,
কনক-শিরস্ক শিরে, ভাস্বর-পিধানে
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম অভেদ্য সমরে,
হস্তে শূল, শালবৃক্ষ অভ্রভেদী যথা,
আয়সী-আবৃত দেহ, আইল কাতারে।
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে
বজ্রপাণি; সাদী যথা অশ্বিনী-কুমার,
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী
পরশু,—উঠিল আভা আকাশ-মণ্ডলে,
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল।
রক্ষঃকুলধ্বজ ধরি, ধ্বজধর বলী
মেলিলা কেতনবর, রতনে খচিত,
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড়
অম্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে
রণবাদ্য, হয়ব্যূহ হ্রেষিল উল্লাসে,
গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে;
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ অসির ঝনঝনি
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে।
টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে;—
গর্জ্জিলা বারীশ রোষে। যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে,
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতেছিল, পশিলা সে স্থলে
আরাব; চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে।
কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাষি
মধুস্বরে;—"কি কারণে, কহ, লো সজনি,
সহসা জলেশ পাশী অস্থির হইলা?
দেখ, থর থর করি কাঁপে মুক্তাময়ী
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বায়ুকুল
যুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখা।
ধিক্ দেব প্রভঞ্জনে! কেমনে ভুলিলা
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে
বায়ুপতি? দেবেন্দ্রের সভায় তাঁহারে।
সাধিনু সে দিন আমি বাঁধিতে শৃঙ্খলে
বায়ু-বৃন্দে; কারাগারে রোধিতে সবারে
হাসিয়া কহিলা দেব;—'অনুমতি দেহ,
জলেশ্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা
আছে যত ভবতলে কিঙ্করী তোমারি,
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত,—
তা হলে পালিব আজ্ঞা';—তখনি, সজনি,
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি,
আইলা পবন মোরে দিতে এ যাতনা?"
উত্তর করিলা সখী কল কল রবে;—
"বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি,
তুমি। এ ত ঝড় নহে; কিন্তু ঝড়াকারে
সাজিছে রাবণ-রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে,
লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে।"
কহিলা বারুণী পুনঃ;—"সত্য, লো সজনি,
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ।
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী মম প্রিয়তমা
সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাহার সদনে,
শুনিতে লালসা মোর রণের বারতা।
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে।
কহিও, যেথানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,

সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি
আঁধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।"
উঠিলা মুরলা সখী, বারুণী-আদেশে,
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চটুলা
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কান্ত-ছটা-
বিভ্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দূতী
যথায় কমলালয়ে, কমল-আসনে,
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা
লঙ্কাপুরে! ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে,
যে রূপমাধুরী মোহে মদনমোহনে।
বহিছে বসন্তানিল—চির অনুচর—
দেবীর কমলপদপরিমল আশে
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে চৌদিকে
ধনদের হৈমাগারে রত্নরাজী যথা।
শত স্বর্ণ-ধূপদানে পুড়িছে অগুরু,
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে।
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা,
বিবিধ উপকরণ। স্বর্ণদীপাবলী
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ—হীনতেজাঃ,
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে।
ফিরায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি—
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে—উমা চন্দ্রাননা।
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা
তেজস্বিনী, বসি দেবী কমল-আসনে;—
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে?
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী
মুরলা; প্রবেশি দূতী, রমার চরণে
প্রণমিলা,নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা—
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী—কহিতে লাগিলা;—
"কি কারণে হেথা আজি,কহ লো মুরলে,
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী,
প্রিয়তমা সখী মম? সদা আমি ভাবি
তাঁর কথা। ছিনু যবে তাঁহার আলয়ে,
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতী
বারুণী, কভু কি আমি পারি তা
ভুলিতে?
রমার আশার বাস হরির উরসে;—
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা,
সে কেবল বারুণীর স্নেহৌষধগুণে।
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সখী মম
বারীন্দ্রাণী?" উত্তরিলা মুরলা রূপসী;—
"নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী।
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ;
শুনিতে লালসা তাঁর রণের বারতা।
এই যে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল সুখে,
যেখানে রাখিতে তুমি রাঙা পা দুখানি,
তেঁই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা,
বৈকুণ্ঠধামের জ্যোৎস্না;—"হায় লো
সজনি,
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি,
যাদঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি-
আঘাতে।
শুনি চমকিবে তুমি। কুম্ভকর্ণ বলী
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, যথা
ভূধর পড়েছে সহ অতিকায় রথী!
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অক্ষম।
মরিয়াছে বীরবাহু—বীর-চূড়ামণি!
ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিছ, মুরলে,
অন্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাঁদে পুত্রশোকে
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী।
বিদরে হৃদয় মম শুনি দিবানিশি
প্রমদা-কুল-রোদন। প্রতি গৃহে কাঁদে
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী!"
সুধিলা মুরলা; "কহ, শুনি, মহাদেবি,
কোন্ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে
বীরদর্পে?" উত্তরিলা মাধব-রমণী;—
"না জানি কে সাজে আজি! চল লো
মুরলে,

বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।"
এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ,
রক্ষঃকুল-বালা-রূপে, বাহিরিলা দোঁহে
দুকূল বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে
বাজিল কিঙ্কিণী ; করে শোভিল কঙ্কণ,
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কৃশ কটিদেশে।
দেউল দুয়ারে দোঁহে দাঁড়ায়ে দেখিলা,
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে,
সাগর-তরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে
দ্রুতগামী। ধায় রথ, ঘুরয়ে ঘর্ঘরে
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর
ঝড়াকারে।
অধীরিয়া বসুধারে পদভরে, চলে
দন্তী, আস্ফালিয়া শুণ্ড, দণ্ডধর যথা
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গম্ভীর নিক্কণে।
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত
তেজস্কর। দুই পাশে, হৈম-নিকেতন-
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভুবনমোহিনী
লঙ্কাবধূ বরিষয়ে কুসুম-আসার,
করিয়া মঙ্গলধ্বনি। কহিলা মুরলা,
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে ;—
"ত্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে
আজি। মনে হয় যেন, বাসব আপনি,
স্বরীশ্বর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি,
প্রবেশিলা লঙ্কাপুরে। কহ, কৃপাময়ি,
কৃপা করি কহ, শুনি, কোন্ কোন্ রথী
রণ হেতু সাজে এবে, মত্ত বীরমদে?"
কহিলা কমলা সতী কমল-নয়না ;—
"হায়, সখি, বীরশূন্য স্বর্ণ-লঙ্কাপুরী।
মহারথিকুল-ইন্দ্র আছিল যাহারা,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, ক্ষয় এ দুর্জ্জয়
রণে। শুভক্ষণে ধনুঃ ধরে রঘুমণি।
ওই যে দেখিছ রথী স্বর্ণ-চূড়-রথে,
ভীমমূর্ত্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি,
প্রক্ষেড়নধারী বীর, দুর্ব্বার সমরে।
গজপৃষ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে
রিপুকুল-কাল বলী, ভিন্দিপালপাণি।
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা, গদাধর যথা
মুরারি। সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ
প্রমত্ত, ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম
কঠিন। অন্যান্য যত কত আর কব?
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে ;
যথা যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে
বৈশ্বানর, তুঙ্গতর মহীরুহব্যূহ
পুড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে।"
সুধিলা মুরলা দূতী ;—"কহ, দেবীশ্বরি,
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে—রক্ষঃ-কুল-হর্য্যক্ষ বিগ্রহে?
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে?"
উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী ;—
"প্রমোদ উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে
যুবরাজ, নাহি জানে হত আজি রণে
বীরবাহু ; যাও তুমি বারুণীর পাশে,
মুরলে। কহিও তাঁরে, এ কনক-পুরী
ত্যজিয়া, বৈকুণ্ঠ-ধামে ত্বরা যাব আমি।
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি।
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা
সরসী, সমলা যথা কর্দ্দম-উদ্গমে,
পাপে পূর্ণ স্বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি,
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী
মুক্তাময় নিকেতনে। যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কা-ধামে।
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"
প্রণমি দেবীর পদে, বিদায় হইয়া,
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী
দূতী, যথা শিখণ্ডিনী, আখণ্ডল-ধনুঃ-
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায় রঞ্জিয়া
নয়ন, উড়য়ে ধনী মঞ্জু কুঞ্জবনে।
উতরি জলধি-কূলে, পশিলা সুন্দরী
নীল-অম্বু-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা

পদ্মাক্ষী, চলিলা রক্ষঃ-কুল লক্ষ্মী, দূরে
যথায় বাসব-ত্রাস বসে বীরমণি
মেঘনাদ। শূন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা।
কতক্ষণে উতরিলা হৃষীকেশ-প্রিয়া,
সুকেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়ী
ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম সম পুরী,—
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় স্তম্ভাবলী
হীরাচূড়; চারি দিকে রম্য বনরাজী
নন্দনকানন যথা! কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল; মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বসন্তানিল; ঝরিছে ঝর্ঝরে
নির্ঝর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে,
দেখিলা সুবর্ণ-দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে
ভীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে।
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে।
বিজলীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে,
রত্নরাজী; তূণে শর মণিময় ফণী!
উচ্চ কুচ-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ,
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্ল কমলে।
তূণে মহাখর শর; কিন্তু খরতর
আয়ত লোচনে শর। নবীন-যৌবন-
মদে মত্ত, ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা
মধুকালে। বাজে কাঞ্চী, মধুরশিঞ্জিতে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে; নূপুর চরণে।
বাজে বীণা, সপ্তস্বরা মুরজ মুরলী;
সঙ্গীত-তরঙ্গ মিশি সে রবের সহ,
উথলিছে চারি দিকে চিত্ত বিনোদিয়া।
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা
দক্ষ-বালা-দলে লয়ে; কিম্বা, রে যমুনে,
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধরে,
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে!
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী।
তার রূপ ধরি রমা, মাধব-রমণী,
দিলা দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা।
কনক-আসন ত্যজি, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ, প্রণমিয়া ধাত্রীর চরণে,
কহিলা;—"কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল!"
শিরঃ চুম্বি, ছদ্মবেশী অম্বুরাশি-সুতা
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, কি আর কহিব
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে,
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী।
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি,
সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি।"
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু বিস্ময় মানিয়া;—
"কি কহিলা, ভগবতি, কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু,
বরষি প্রচণ্ড শর, বৈরিদলে; তবে
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি শীঘ্র কহ দাসে!"
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী
উত্তরিলা;—"হায়! পুত্র, মায়াবী মানব
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল।
যাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চূড়ামণি।"
ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয়
দূরে; পদ-তলে পড়ি শোভিল কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়। "ধিক্ মোরে," কহিলা গম্ভীরে
কুমার;—"হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"
সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর-আভরণে,

হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে
মহাসুর ; কিম্বা যথা বৃহন্নলারূপী
কিরীটী, বিরাটপুত্র সহ, উদ্ধারিতে
গোধন, সাজিলা শূর শমীবৃক্ষমূলে ।
মেঘবর্ণ রথ ; চক্র বিজলীর ছটা ;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী ; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি । রথে চড়ে বীর-চূড়ামণি
বীরদর্পে, হেনকালে প্রমীলা সুন্দরী,
ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বরে)
কহিলা কাঁদিয়া ধনী ;—"কোথা, প্রাণসখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী ? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মন না দিয়া মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রয়ে
যূথনাথ । তবে কেন তুমি, গুণনিধি,
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি ?" হাসি উত্তরিলা
মেঘনাদ ;—"ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া,
কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে
রাঘবে । বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি !"
উঠিল পবন-পথে, ঘোরতর রবে,
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন
উড়িলা মৈনাক-শৈল, অম্বর উজলি ।
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে, টঙ্কারিলা ধনুঃ
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে
ভৈরবে । কাঁপিল লঙ্কা, কাঁপিল জলধি ।
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি ;
বাজিছে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ ;
হ্রেষে অশ্ব ; হুঙ্কারিছে পদাতিক, রথী ;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা । হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উত্তরিলা মেঘনাদ রথী ।
নাদিলা কর্ব্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্ব্বে । নমি পুত্র পিতার চরণে,
করযোড়ে কহিলা ;—"হে রক্ষঃ-কুল-পতি,
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি ।
কিন্তু অনুমতি দেহ ; সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি । ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে ;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে ।"
আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি ;—
"রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস, তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা । এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার । হায়, বিধি বাম মম প্রতি ।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?"
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু ;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে ।
হাসিবে মেঘবাহন ; রুষিবেন দেব
অগ্নি । দুইবার আমি হারানু রাঘবে ;
আর এক বার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে ;
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি ঔষধে !"
কহিলা রাক্ষসপতি ;—"কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম,—তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে ; হায়, দেহ তার দেখ সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে ! তবে যদি একান্ত সমরে

ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।”
এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি
আনন্দে; “নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি,
সতি!
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী।
উঠ রাণি, দেখ ওই ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল! দেখ তূণ, যাহে
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম।
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ-গুণী, বীরেন্দ্র-কেশরী,
কামিনীরঞ্জন রূপে, দেখ মেঘনাদে।
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি!
আকাশ-দুহিতা ওগো, শুন প্রতিধ্বনি,
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কাঁপুক শিবিরে
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি,
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।”
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;—
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা
গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে।
আইলা সুচারু-তারা-শশী-সহ হাসি,
শর্ব্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।
আইলেন নিদ্রা-দেবী; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে।
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে,
হৈমাসনে; বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী
চারুনেত্রা। রাজ-ছত্র, মণিময় আভা,
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।
আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন-
গন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্ত্তিমতী
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা
সঙ্গীত। উর্ব্বশী, রম্ভা সুচারুহাসিনী,
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি
নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ।
যোগায় গন্ধর্ব্ব স্বর্ণ-পাত্রে সুধারসে।
কেহ বা দেব-ওদন; কুঙ্কুম, কস্তুরী,
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বা;
সুগন্ধ মন্দার-দাম গাঁথি আনে কেহ।

বৈজয়ন্ত ধামে সুখে ভাবেন বাসব,
ত্রিদিব-নিবাসী সহ; হেন কালে তথা,
রূপের আভায় আলো করি সুর-পুরী,
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী আসি উতরিলা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা রমার চরণে
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি,
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী
কহিলা;—"হে সুরপতি, কেন যে আইনু
তোমার সভায় আজি, শুন মনঃ দিয়া।"
উত্তর করিলা ইন্দ্র;—"হে বারীন্দ্র-সুতে,
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো। যার প্রতি
তুমি,
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি,
সফল জনম তারি। কোন্ পুণ্য-ফলে,
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা, দাসেরে!"
কহিলেন পুনঃ রমা;—"বহুকালাবধি
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
বহুবিধ রত্নদানে, বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে,
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে,
দেবেন্দ্র,
কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যত দিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ি,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।
একমাত্র বীর সেই আছে লঙ্কাধামে
এবে; আর বীর যত, হত এ সমরে।

বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি
রামচন্দ্রে; পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে
বরিয়াছে দশানন। দেব-কুল-প্রিয়
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে,তা দেখ।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, আরম্ভিলে
যুদ্ধ দম্ভী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ,কহিনু তোমারে।
অজেয় জগতে মন্দোদরীর নন্দন,
দেবেন্দ্র। বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা
বল-জ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শূরমণি!"
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা
নীরবিলা; আহা মরি, নীরবে যেমতি
বীণা চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে!
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত,
শুনি কমলার বাণী, ভুলিলা সকলে
স্বকর্ম্ম; বসন্তকালে পাখীকুল যথা,
মুঞ্জরিত কুঞ্জে, শুনি পিকবর-ধ্বনি!
কহিলেন স্বরীশ্বর;—"এ ঘোর বিপদে,
বিশ্বনাথ বিনা,মাতঃ, কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি। এদম্ভোলি
বৃত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে
অস্ত্র-বলে মহাবলী; তেঁই এ জগতে
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সর্ব্বশুচি-বরে,
সর্ব্বজয়ী বীরবর। দেহ আজ্ঞা দাসে,
যাই আমি শীঘ্র করি কৈলাস সদনে।"
কহিলা উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী;—
"যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্বরা করি।
চন্দ্রশেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে,
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা।
কহিও, সতত কাঁদে বসুন্ধরা সতী,
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনন্ত
ক্লান্ত এবে। না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে।
বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠপুরী বহু দিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে। কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন
মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে।
ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"—এতেক কহিয়া,
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী,
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে,
সোনার প্রতিমা যথা বিমল সলিলে
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে।
আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচী পানে
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে
একান্তে;—"চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে
তুমি।
পরিমল-সুধা সহ পবন বহিলে,
দ্বিগুণ আদর তার। মৃণালের রুচি
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।"
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী,
ধরিয়া পতির কর, আরোহিলা রথে।
স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বরা।
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে
অমনি। বাহিরি বেগে, শোভিল আকাশে
দেবযান; সচকিতে জগৎ জাগিলা,
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে
উদিলা! ডাকিল ফিঙা; আর পাখী যত
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে।
বাসরে কুসুম-শয্যা ত্যজি লজ্জাশীলা
কুলবধূ, গৃহকার্য্য উঠিলা সাধিতে।
মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ-চূড় যেন্ন মাধবের শিরে!
সু-শ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী

শোভে তাহে, আহা মরি পীত ধড়া
যেন ;
নির্ঝর-ঝরিত বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ !
ত্যজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী,
প্রবেশিলা স্বরীশ্বর আনন্দ ভবনে ।
রাজরাজেশ্বরী-রূপে বসেন ঈশ্বরী
স্বর্ণাসনে ; ঢুলাইছে চামর বিজয়া ;
ধরে রাজ-ছত্র জয়া । হায় রে, কেমনে,
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভবে ?
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে ।
পূজিলা শক্তির পদ মহাভক্তিভাবে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ । আশীষি অম্বিকা
জিজ্ঞাসিলা ;—"কহ, দেব, কুশল-
বারতা,—
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে?"
কর-যোড়ে আরম্ভিলা দম্ভোলি-
নিক্ষেপী ;—
"কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে ?
দেবদ্রোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে,
বরিয়াছে পুনঃ পুত্র মেঘনাদে আজি
সেনাপতি-পদে । কালি প্রভাতে কুমার
পরন্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টদেবে
পূজি, মনোনীত বর লভি তাঁর কাছে ।
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম ।
রক্ষঃ-কুল-রাজলক্ষ্মী, বৈজয়ন্ত-ধামে,
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতি ।
কহিলেন হরিপ্রিয়া, কাঁদে বসুন্ধরা,
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে ;
ক্লান্ত বিশ্বধর শেষ ; তিনিও আপনি
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক-
লঙ্কাপুরী । তব পদে এ সংবাদ দেবী
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে ।
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি ।
কিন্তু দেবকুলে হেন আছে কোন রথী
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে ?
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে
রাক্ষস, জগতে খ্যাত ইন্দ্রজিৎ নামে !
কি উপায়ে, কাত্যায়নি, রক্ষিবে রাঘবে
দেখ ভাবি । তুমি কৃপা না করিলে, কালি
অ-রাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি ।"
উত্তরিলা কাত্যায়নী ;—"শৈব-
কুলোত্তম
নৈকষেয় ; মহা স্নেহ করেন ত্রিশূলী
তার প্রতি ; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু
সম্ভবে কি মোর হতে ? তপে মগ্ন এবে
তাপসেন্দ্র, তেঁই, দেব, লঙ্কার এ গতি "
কৃতাঞ্জলি-পুটে পুনঃ বাসব কহিলা ;—
"পরম অধর্ম্মাচারী নিশাচর-পতি—
দেব-দ্রোহী । আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি,
দেখ বিবেচনা করি । দরিদ্রের ধন
হরে যে দুর্ম্মতি, তব কৃপা তার প্রতি
কভু কি উচিত, মাতঃ ? সুশীল রাঘব,
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু সুখ-ভোগ ত্যজি
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে ।
একটি রতন মাত্র তাহার আছিল
অমূল্য ; যতন কত করিত সে তারে,
কি আর কহিবে দাস ? সে রতন, পাতি
মায়াজাল, হরে দুষ্ট ! হায় মা, স্মরিলে
কোপানলে দহে মন ! ত্রিশূলীর বরে
বলী রক্ষঃ, তৃণ জ্ঞান করে দেব-গণে ।
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী
পামর । তবে যে কেন (বুঝিতে না পারি)
হেন মূঢ়ে দয়া তুমি কর দয়াময়ি ?"
নীরবিলা স্বরীশ্বর ; কহিতে লাগিলা
বীণাবাণী স্বরীশ্বরী মধুর সুস্বরে ;—
"বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে
হৃদয় ? অশোক-বনে বসি দিবানিশি
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্জরে যেমতি)
কাঁদেন রূপসী শোকে । কি মনোবেদনা
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে,
ও রাঙা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে ।

আপনি না দিলে দণ্ড কে দণ্ডিবে, দেবি,
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে,
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে;
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি!
মরি, মা, সরমে আমি, শুনি লোকমুখে,
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণে!"
হাসিয়া কহিলা উমা;—"রাবণের প্রতি
দ্বেষ তব, জিষ্ণু! তুমি, যে মঞ্জুনাশিনী
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে।
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত
রক্ষঃ-কুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা,
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে?
যোগে মগ্ন, দেবরাজ, বৃষধ্বজ আজি।
যোগাসন নামে শৃঙ্গ মহাভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাঁহার সমীপে?
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম।"
কহিলা বিনত ভাবে অদিতিনন্দন;—
"তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি দায়িনি
জগদম্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি
ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃ-কুল, রাখ
ত্রিভুবন; বৃদ্ধি কর ধর্ম্মের মহিমা;
হ্রাসো বসুধার ভার; বসুন্ধরাধর
বাসুকিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে।"
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে।
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল
পুরী; শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে
মঙ্গল-নিক্কণ সহ, মৃদু যথা যবে
দূর কুঞ্জবনে গাহে পিককুল মিলি।
টলিল কনকাসন! বিজয়া সখীরে
সম্ভাষিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী
সুধিলা;—"লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি,
কে কোথা কি হেতু মোরে পূজিছে
অকালে?"
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি গণিয়া গণনে,
নিবেদিলা হাসি সখী;—"হে নগনন্দিনি,
দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে।
বারি-সংঘটিত-ঘটে সুসিন্দূরে আঁকি
ও সুন্দর পদযুগ, পূজে রঘুপতি
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে।
অভয়-প্রদান তারে কর গো অভয়ে।
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন
রঘুশ্রেষ্ঠ. তার তারে বিপদে তারিণি!"
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী
উঠিয়া কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী;—
"দেব-দম্পতিরে তুমি সেব যথাবিধি,
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে
(বিকটশিখর!) এবে বসেন ধূর্জ্জটি।"
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী
প্রবেশিলা হৈমগেহে। দেবেন্দ্র বাসবে
ত্রিদিব-মহিষী সহ, সম্ভাষি আদরে,
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী।
পাইলা প্রসাদ দোঁহে পরম আহ্লাদে।
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা
তারাকারা ফুলমালা; কবরী-বন্ধনে
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকশিত
কুসুম-রতন-রাজী; বাজিল চৌদিকে
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া।
মোহিল কৈলাসপুরী; ত্রিলোক মোহিল।
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধ্বনি.
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন।
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা,
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা
দুয়ারে। কোকিলকুল নীরবিল বনে।
উঠিলেন যোগিব্রজ, ভাবি ইষ্টদেব,
বর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা।
প্রবেশি সুবর্ণ-গেহে, ভবেশ-ভাবিনী
ভাবিলা;—"কি ভাবে আজি ভেটিব
ভবেশে?"
ক্ষণ কাল চিন্তি সতী চিন্তিলা রতিরে।

যথায় মন্মথ-সাথে মন্মথ-মোহিনী
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলা,
তথায় উমার ইচ্ছা পরিমলময়-
বায়ু-তরঙ্গিণী-রূপে, বহিল নিমিষে।
নাচিল রতির হিয়া, বীণা-তার যথা
অঙ্গুলির পরশনে। গেলা কামবধূ,
দ্রুতগতি বায়ু-পথে, কৈলাস-শিখরে।
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি সরোজিনী
নমে ত্বিষাম্পতি-দূতী উষার চরণে,
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে।
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অম্বিকা;—
"যোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্র; কেমনে,
কোন্ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাঁহার সমাধি,
কহ মোরে, বিধুমুখি?" উত্তরিলা নমি
সুকেশিনী;—"ধর, দেবি, মোহিনী
মূরতি।
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ; আনি
নানা আভরণ, হেরি যে সবে, পিনাকী
ভুলিবেন, ভুলে যথা ঋতুপতি, হেরি
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা।
এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে
মাজি চুল, বিনাইলা মনোহর বেণী।
যোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে,
হীরক-মুকুতা-মণি-খচিত; আনিলা
চন্দন, কেশরসহ কুঙ্কুম, কস্তুরী;
রত্ন-সঙ্কলিত-আভা কৌষেয় বসনে।
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরষে
চারুনেত্রা। ধরি মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী,
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা; রসানে মার্জ্জিত
হেম-কান্তি-সম কান্তি দ্বিগুণ শোভিল!
হেরিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে;
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে
নিজ বিকচিত-রুচি। হাসিয়া কহিলা,
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে;—
"ডাক তব প্রাণনাথে।" অমনি ডাকিলা
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে ঋতুবরে!)
মদনে মদন-বাঞ্ছা। আইলা ধাইয়া
ফুল-ধনুঃ, আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধ্বনি শুনি রে উল্লাসে!
কহিলা শৈলেশসুতা;—"চল মোর
সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি
যোগে মগ্ন এবে; বাছা, চল ত্বরা করি।"
অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন,
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে;—
"হেন আজ্ঞা কেন, দেবি, কর এ
দাসেরে?
স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, মরি, মা, তরাসে!
মূঢ় দক্ষ-দোষে যবে দেহ ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি;
তোমার বিরহ-শোকে, বিশ্ব-ভার ত্যজি,
বিশ্বনাথ আরম্ভিলা ধ্যান; দেবপতি
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙ্গিতে।
কুলগ্নে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব
তপে; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জ্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর-ভালে।
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু, কেমনে
নিবেদি ও রাঙ্গা পায়ে? হাহাকর রবে,
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে, পবনে, তপনে;
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে!
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে;
ক্ষম দাসে, ক্ষেমঙ্করি! এ মিনতি পদে।"
আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী;
"চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয়-হৃদয়ে.
অনঙ্গ! আমার বরে চিরজয়ী তুমি।
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি,
ঔষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিজ্ঞার কৌশলে।"

প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে,
কহিলা ;—"অভয় দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে ?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে ;—
কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে ?
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগৎ, হেরিলে
ও রূপ-মাধুরী ; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে।
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব-দৈত্য ; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী ; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে !
স্মরিলে সে-কথা, সতি, হাসি আসে মুখে।
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ-কাঞ্চন-
কান্তি কত মনোহর !" অমনি অম্বিকা,
সুবর্ণ-বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া,
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে।
হায় রে, নলিনী যেন দিবা অবসানে
ঢাকিল বদনশশী ! কিম্বা অগ্নিশিখা,
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা !
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে,
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশু মণ্ডলে !

দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেঘাবৃতা যেন
উষা ! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ,
পৃষ্ঠে তূণ, খরতর ফুল-শরে ভরা—
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী !

কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর
ভৃগুমান যোগাসন নামেতে বিখ্যাত
ভুবনে ; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী
উত্তরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে
গভীর গহ্বরে বদ্ধ, ভৈরব-নিনাদী
জলদল নীরবিলা, জলকান্তা যথা
শান্ত শান্তিসমাগমে ; পলাইল দূরে
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে !
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপর্দ্দী তপসী,
বিভূতি-ভূষিত দেহ, মুদিত নয়ন,
তপের সাগরে মগ্ন, বাহ্যজ্ঞান-হত।
কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী ;—
"কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি ?
হান তব ফুল-শর।" দেবীর আদেশে
হাঁটু গাড়ি মীনধ্বজ, শিঞ্জিনী টঙ্কারি'
সম্মোহন-শরে শূর বিঁধিলা উমেশে।
শিহরিল শূলপাণি। নড়িল মস্তকে
জটাজুট, তরুরাজী যথা গিরিশিরে
ঘোর মড় মড় রবে নড়ে ভূকম্পনে।
অধীর হইলা প্রভু। গরজিলা ভালে
চিত্রভানু ধকধকি, উজ্জ্বল জ্বলনে !
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি
ভবানীর বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি
কেশরী-কিশোর, ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে,
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে।
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জ্জটি।
মায়াঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা।

মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরষে
পশুপতি ;—"কেন হেথা একাকিনী দেখি
এ বিজন স্থলে, তোমা গণেন্দ্রজননি ?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি ?
কোথায় বিজয়া, জয়া ?" হাসি উত্তরিলা
সুচারুহাসিনী উমা ;—"এ দাসীরে ভুলি
হে যোগীন্দ্র, বহু দিন আছ এ বিরলে ;
তেঁই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,

সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে ?
একাকী প্রত্যূষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণকান্ত তার !" আদরে ঈশান,
ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিত ফুলকুল, মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া ;
বহিল মলয়-বায়ু ; গাইল কোকিল ;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে ! উমার উরসে
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে !) কুসুমেষু, বসি কুতুহলে,
হানিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে,
শর-জাল ,—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী।
লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু।
মোহন মুরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে
কহিলা হাসিয়া দেব ;—"জানি আমি, দেবি,
তোমার মনের কথা,—বাসব কি হেতু
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে :
কেন বা অকালে তোমা পূজে রঘুমণি ;
পরম ভকত মম নিকষানন্দন ;
কিন্তু নিজ কর্ম্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি।
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা,
মহেশ্বরি ! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে,
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি ?
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে।
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি !
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে,
বধিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
চলি গেলা মীনধ্বজ, নীড় ছাড়ি উড়ে
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহুর্ম্মুহুঃ চাহি
সে সুখ-সদন-পানে ! ঘন রাশি রাশি,
স্বর্ণবর্ণ, সুবাসিত বাস শ্বাসি ঘন,
বরষি প্রসূনাসার—কমল, কুমুদী,
মালতী, সেঁউতি, জাতি, পারিজাত-আদি,
মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া—ঘিরিল চৌদিকে
দেবদেব মহাদেব মহাদেবী সহ।
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় দ্বারে
দাঁড়াইয়া বিধুমুখী মদন-মোহিনী
অশ্রুময় আঁখি, আহা ! পতির বিহনে।
হেন কালে মধু-সখা উতরিলা তথা।
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুষিলা ললনে
প্রেমালাপে। শুকাইল অশ্রুবিন্দু, যথা
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে,
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে।
পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া,
(সরস বসন্তকালে সারী-শুক যথা)
কহিলেন প্রিয়-ভাষে ;—"বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন !
কত যে ভাবিতেছিনু, কহিব কাহারে ?
বামদেব নামে, নাথ, সদা কাঁপি আমি,
স্মরি পূর্ব্বকথা যত। দুরন্ত হিংসক
শূলপাণি। যেয়ো না গো আর তাঁর কাছে
মোর কিরে প্রাণেশ্বর !" সুমধুর হাসে,
উত্তরিলা পঞ্চশর ;—"ছায়ার আশ্রমে,
কে কবে ভাস্কর-করে ডরায়, সুন্দরি !
চলে এবে যাই যথা দেবকুল-পতি।"
সুবর্ণ-আসনে যথা বসেন বাসব,
উতরি মন্মথ তথা নিবেদিলা নমি
বারতা। আরোহি রথে দেবরাজ রথী
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে।
অগ্নিময়-তেজঃ বাজী ধাইল অম্বরে,
অকম্প চামর শিরে ; গম্ভীর নির্ঘোষে
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে।

কতক্ষণে সহস্রাক্ষ উতরিলা বলী
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে,
সুরকুল-রথিবর পশিলা দেউলে।
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে?
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী। কর-যোড়ে বাসব প্রণমি
কহিলা;—"আশীষ দাসে, বিশ্ব-
বিমোহিনি!"
আশীষি সুধিলা;—"কহ, কি কারণে,
গতি হেথা আজি তব, অদিতি-নন্দন?"
উত্তরিলা দেবপতি;—"শিবের আদেশে,
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে।
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে
দশানন-পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।"
ক্ষণ কাল চিন্তি দেবী কহিলা
বাসবে;—
দুরন্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি,
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি
সমরে, কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী
পার্ব্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে।
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে
আপনি বৃষভ-ধ্বজ, সৃজি রুদ্র-তেজে
অস্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক মণ্ডিত
সুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে
আপনি কৃতান্ত; ওই দেখ, দেব, সুনাসীর,
ভয়ঙ্কর তূণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে,
বিষাকর ফণী-পূর্ণ নাগলোক যথা!
ওই দেখ ধনুঃ, দেব!"—কহিলা হাসিয়া,
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচীকান্ত বলী;
"কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ
রত্নময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি
জ্বলিছে ফলক-বর—ধাঁধিয়া নয়নে!
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর!
হেন তূণ আর, মাতঃ, আছে কি
জগতে?"
"শুন, দেব," (কহিলেন পুনঃ মায়াদেবী)
"ওই সব অস্ত্রবলে নাশিলা তারকে
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি,
মেঘনাদ-মৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে।
কিন্তু হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে,
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে
রাবণিরে। প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে,
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে,
রক্ষিব লক্ষ্মণে, দেব, রাক্ষস-সংগ্রামে।
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি!
ফুল্ল-কুল সখী ঊষা যখন খুলিবে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বারে পদ্ম-কর দিয়া
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী
ইন্দ্রজিৎ ত্রাস-হীন করিবে তোমারে—
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!"
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে,
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ত্রিদশ-আলয়ে।
বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে,
বাসব কহিলা শূর, চিত্ররথ শূরে;—
"যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি,
স্বর্ণলঙ্কা ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী
মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে
মেঘনাদে। কেমনে, তা দেবেন কহিয়া
মায়াদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে,
হে গন্ধর্ব্ব-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী
মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষী তার; পার্ব্বতী আপনি
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি।
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি!
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি।
মোর রথে, রথিবর, আরোহণ করি
যাও চলি। পাছে তোমা হেরি লঙ্কা-
পুরে,

বাধায় বিবাদ রক্ষঃ ; মেঘদলে আমি
আদেশিব আবরিতে গগনে ; ডাকিয়া
প্রভঞ্জনে দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে
বায়ুকুলে ; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা ;
দম্ভোলি গম্ভীর-নাদে পূরিব জগতে।
প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্ত্যে চিত্ররথ রথী।
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভঞ্জনে
কহিলা ;—"প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে
লঙ্কাপুরে, বায়ুপতি ; শীঘ্র দেহ ছাড়ি
কারাবদ্ধ বায়ুদলে ; লহ মেঘদলে ;
দ্বন্দ্ব ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে
নির্ঘোষে!" উল্লাসে দেব চলিলা অমনি,
ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফি কেশরী যেমতি,
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত
গিরি-গর্ভে। কত দূরে শুনিলা পবন
ঘোর কোলাহলে ; গিরি (দেখিলা) নড়িছে
অস্থরিত পরাক্রমে,অসমর্থ যেন
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বশে।
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে।
হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে,
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে অচম্বিতে
জাঙাল। কাঁপিল মহী ; গর্জ্জিল জলধি।
তুঙ্গ-শৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি।
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত ; হাসিল
ক্ষণ-প্রভা ; কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে।
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগারি
রাশি রাশি ; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে ; মহাঝড় বহিল আকাশে ;
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড় তড় তড়ে।
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে।
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রথী
চিত্ররথ, দিবাকর যেন অংশুমালী,
রাজ-আভরণ দেহে ! শোভে কটিদেশে
সারসন, রাশিচক্র-সম তেজোরাশি.
ঝোলে তাহে অসিবর—ঝল ঝল ঝলে
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তূণ,ধনুঃ,
চর্ম্ম,বর্ম্ম,শূল, সৌর-কিরীটের আভা
স্বর্ণময়ী ? দৈববিভা ধাঁধিল নয়নে ;
স্বর্গীয় সৌরভে দেশ পূরিল সহসা।
সসম্ভ্রমে প্রণমিয়া দেবদূত-পদে
রঘুবর,জিজ্ঞাসিলা ;—"হে ত্রিদিববাসি !
ত্রিদিব ব্যতীত. আহা, কোন্ দেশ সাজে
এ হেন মহিমা,রূপে ?—কেন আজি হেথা
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ?
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ?
তবে যদি কৃপা. প্রভু,থাকে দাস প্রতি,
পাদ্য, অর্ঘ্য লয়ে বসো এই কুশাসনে।
ভিখারী রাঘব, হায় !" আশীষিয়া রথী
কুশাসনে বসি তবে কহিলা সুস্বরে ;—
"চিত্ররথ নাম, মম, শুন দাশরথি !
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ
দেবেন্দ্র ; গন্ধর্ব্বকুল আমার অধীনে।
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে।
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দেবকুল সহ
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি,
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী
প্রভাতে দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি
নাশিবে লক্ষ্মণ শূর মেঘনাদ শূরে।
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘুকুল-মণি !
সুপ্রসন্ন তব প্রতি আপনি অভয়া।"
কহিলা রঘুনন্দন ;—"আনন্দ সাগরে
ভাসিনু গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠ এ শুভ সংবাদে।
অজ্ঞ নর আমি ; হায়, কেমনে দেখাব
কৃতজ্ঞতা ? এক কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।"

হাসিয়া কহিলা দূত ;—"শুন রঘুমণি,
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা, দরিদ্র-পালন,
ইন্দ্রিয়-দমন, ধর্ম্মপথে সদা গতি,
নিত্য সত্য-দেবী-সেবা ; চন্দন, কুসুম,
নৈবেদ্য, কৌষিক বস্ত্র আদি বলি যত,
অবহেলা করে দেব, দাতা যে, যদ্যপি
অসৎ ! এ সার কথা কহিনু তোমারে।"
প্রণমিলা রামচন্দ্র ; আশীষিয়া রথী
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে।
থামিল তুমুল ঝড় ; শান্তিলা জলধি ;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,
হাসিলা কনকলঙ্কা। তরল সলিলে
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ
রজোময় ; কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে।
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা
শবাহারী ; পালে পালে গৃধিনী, শকুনি,
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ
ভীম-প্রহরণ-ধারী—মত্ত বীরমদে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অস্ত্রলাভো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ

প্রমোদ-উদ্যানে কাঁদে দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী।
অশ্রু-আঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে
কভু, ব্রজে কুঞ্জ-বনে, হায় রে যেমতি
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে
পীতধড়া পীতাম্বরে, অধরে মুরলী।
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরায় পুনঃ
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কপোতী যেমতি
বিবশা ! কভু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চূড়ে,
এক-দৃষ্টে চাহে বামা দূর লঙ্কা পানে,
অবিরল চক্ষুঃজল পুছিয়া আঁচলে !—
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা,
গীত-ধ্বনি। চারিদিকে সখী-দল যত,
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে !
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা,
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী ?
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা ;—

"ওই দেখ, আইল লো তিমির-যামিনী,
কাল-ভুজঙ্গিনী-রূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে?
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী;
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে না
পারি।
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে।"
কহিলা বাসন্তী সখী, বসন্তে যেমতি
কুহরে বসন্তসখা;—"কেমনে কহিব,
কেন প্রাণনাথ তব বিলম্বেন আজি?
কিন্তু চিন্তা দূর তুমি কর, সীমন্তিনি!
ত্বরায় আসিবে শূর নাশিয়া রাঘবে।
কি ভয় তোমার সখি? সুরাসুর-শরে
অভেদ্য শরীর যাঁর, কে তাঁরে আঁটিবে
বিগ্রহে? আইস মোরা যাই কুঞ্জবনে.
সরস কুসুম তুলি, চিকণিয়া গাঁথি
ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে
সে দামে, বিজয়ী-রথ-চূড়ায় যেমতি
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে!"
এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে,
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌমুদী,
হাসাইয়া কুমুদেরে; গাইছে ভ্রমরী;
কুহরিছে পিকবর; কুসুম ফুটিছে;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজী-ভালে
(মণিময় সিঁথিরূপে) জোনাকের পাঁতি;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে।
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আঁখি
মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে
কহিতে?
কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী,
মলিন-বদনা, মরি, মিহির-বিরহে.
দাঁড়াইয়া তার কাছে কহিলা সুস্বরে;—
"তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশা-
কালে,
ভানু-প্রিয়ে, আমিও গো সহি সে যাতনা।
আঁধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে।
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে!
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি।
আর কি পাইব আমি (উষার প্রসাদে
পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে?"
অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুঞ্জ-বনে,
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি
কহিলা প্রমীলা সতী;—"এই তো তুলিনু
ফুল-রাশি, চিকণিয়া গাঁথিনু, সজনি
ফুলমালা; কিন্তু কোথা পাব সে চরণে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া যাহে চাহি পূজিবারে?
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি।
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।"
কহিলা বাসন্তী সখী;—"কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে।
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে
অস্ত্রপাণি, দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা।"
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রূপসী।—
"কি কহিলি, বাসন্তি! পর্ব্বত-গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষঃ-কুল-বধূ;
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ-বলে;
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"
এতেক কহিয়া সতী গজ-পতি-গতি,
রোষাবেগে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে।
যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী,
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা
নারী-দেশে; দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি,
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে;—
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি;

বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি,
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! ঝক্ ঝক্ ঝকি
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিলা পুরী।
মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব, ঊর্দ্ধ-কর্ণে শুনি
নূপুরের ঝনঝনি, কিঙ্কিণীর বোলী,
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল-ফণী।
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদারি,
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি
দূরে। রঙ্গে গিরি-শৃঙ্গে, কাননে কন্দরে,
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি;—
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।
  নৃ-মুণ্ড-মালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী,
সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া একশত চেড়ী।
অশ্বপার্শ্বে কোষে অসি রাজিল ঝন্‌ঝনি;
নাচিল শীর্ষক চূড়া; দুলিল কৌতুকে
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তূণীরের সাথে।
হাতে শূল, কমলে কণ্টকময় যথা
মৃণাল। হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে,
দানবদলনী-পদ্ম-পদ-যুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি।
বাজিল সমর-বাদ্য; চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।
  রোষে লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি,
হায় রে, শোভিল, যথা কাদম্বিনী-শিরে
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা;
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!
ঝক্‌ঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্ত্তুল
যথা রম্ভা-বন-আভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরশান অসি; দীর্ঘ শূল করে;
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ।—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিম্বা শুম্ভ-নিশুম্ভে, উন্মাদ বীরমদে।
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নি-শিখা!
  গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্ভাষি
সখীবৃন্দে;—"লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে
যাইব তাঁহার পাশে; পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা মম;
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা দানবী;—
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপনা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে;
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে; নাগ পাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে!
নাদিল দানব-বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনীযূথ যথা—মত্ত মধু-কালে!
  যথা বায়ুসখা সহ দাবানল-গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে

টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি ;
ঘনঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে ;—
কিন্তু নিশা-কালে কবে ধূম-পুঞ্জ পারে
আবরিতে অগ্নি-শিখা ? অগ্নিশিখা-তেজে
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে।
ক্ষতক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে
বিধুমুখী। একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ,
স্ত্রীবৃন্দ ! কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে ; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী ; রথে রথী ; তুরঙ্গমে
সাদীবর ; সিংহাসনে রাজা ; অবরোধে
কুলবধূ ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে ;
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ, বন-হস্তী বনে ;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত।
পবন-নন্দন হনূ ভীষণ-দর্শন,
রোষে অগ্রসরি শূর গরজি কহিলা ;—
"কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি
মরিতে ?
জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি
থরথরি রক্ষোনাথ কাঁপে সিংহাসনে !
আপনি জাগেন প্রভু রঘু কুল-মণি,
সহ মিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী,
শত শত বীর আর—দুর্দ্ধর্ষ সমরে।
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুর্ম্মতি ?
জানি আমি নিশাচর পরম মায়াবী।
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাহু-বলে ;—
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।"
নৃ-মুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী !)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে ;—
"শীঘ্র ডাকি আন্ হেথা তোর
সীতানাথে,
বর্ব্বর ! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী !
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে ?
দিনু ছাড়ি, প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি !
কি ফল বধিল তোরে, অবোধ ? যা চলি,
ডাক্ সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক্ বিভীষণে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ—প্রমীলা সুন্দরী
পত্নী তাঁর ; বাহু-বলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে পতিপদ পূজিতে যুবতী।
কোন্ যোধসাধ্য, মূঢ়, রোধিতে
তাঁহারে ?"
প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনূ, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে ;
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম্ম, সৌর-অংশু-রাশি,
মণি-আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমতি !
বিস্ময় মানিয়া হনূ ভাবে মনে মনে ;—
"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা, খর্পর-খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী।
দানব-নন্দিনী যত, মন্দোদরী আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধূ
(শশিকলা সম রূপে), ঘোর নিশা-কালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘু-কুল-কমলেরে,—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে !
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন
সৌদামিনী !"
এতেক ভাবিয়া মনে অঞ্জনা-নন্দন
(প্রভঞ্জন স্বনে যথা) কহিলা গম্ভীরে ;—
"বন্দী সম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিন্ধুরে,
হে সুন্দরি, প্রভু মম, রবি-কুল-রবি,
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে।
রক্ষোরাজ বৈরী তাঁর ; তোমরা অবলা,
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে ?
নির্ভয় হৃদয়ে কহ, হনূমান্ আমি

রঘুদাস ; দয়া-সিন্ধু রঘু-কুল-নিধি।
তব সাথে কি বিবাদ তাঁর, সুলোচনে ?
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি,
কি হেতু আইলা হেথা ? কহ, জানাইব
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।”
উত্তর করিলা সতী ;—হায়রে,সে বাণী
ধ্বনিল হনুর কানে, বীণাবাণী যথা
মধুমাখা !—“রঘুবর পতি-বৈরী মম ;
কিন্তু তা বলিয়া আমি কভু না বিবাদি
তাঁর সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী,
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভুবন-বিজয়ী ;
কি কাজ আমার যুঝি তাঁর রিপু সহ ?
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে।
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা
রমে আঁখি, মরে নর তাহার পরশে।
লও সঙ্গে, শূর, তুমি ওই মোর দূতী।
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে,
বিবরিয়া কবে রামা ; যাও ত্বরা করি।”
নৃ-মুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃ-মুণ্ড-মালিনী-
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরি-দল-মাঝে
নির্ভয়ে, চলিলা যথা গরুৎমতী তরী,
তরঙ্গ-নিকরে রঙ্গে করি অবহেলা,
অকূল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী।
আগে আগে চলে হনু পথ দেখাইয়া !
চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে ! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। একদৃষ্টে চাহে বীর যত,
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে
বাজিল নূপুর পায়ে, কাঞ্চী কটি-দেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব্বজনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া,
চন্দ্রক-কলাপময়, নাচে কুতূহলে ;
ধক্‌ধকে রত্নাবলী কুচ-যুগমাঝে
পীবর। দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী,
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-কালে !
নব-মাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশ দিশ কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী-সখী, ঝলে বিমল সলিলে।
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চূড়ামণি ;
করপুটে শূর-সিংহ লক্ষ্মণ সম্মুখে,
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত,
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ ভৈরব-মূরতি।
দেব-দত্ত-অস্ত্র-পুঞ্জ শোভে পীঠোপরি,
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি-
আবৃত ; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে ;
সারি সারি চারি দিকে জ্বলিছে দেউটি।
বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অস্ত্র পানে।
কেহ বাখানেন খড়্গ ; চর্ম্মবর কেহ,
সুবর্ণ মণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে
রবির প্রসাদে মেঘ ; তূণীর কেহ বা,
কেহ বর্ম্ম, তেজোরাশি ! আপনি সুমতি
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব ;—
“বৈদেহীর স্বয়ম্বরে ভাঙিনু পিনাকে
বাহু-বলে ; এ ধনুকে নারি গুণ দিতে !
কেমনে লক্ষ্মণ ভাই, নোয়াইবে এরে ?”
সহসা নাদিল ঠাট ; ‘জয় রাম’ ধ্বনি
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে,
সাগর-কল্লোল যথা ! ত্রস্তে রক্ষোরথী,
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী ;—
“চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে।
নিশীথে কি উষা আসি উতরিলা হেথা ?”
বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে।
“ভৈরবীরূপিণী বামা,” কহিলা নৃমণি ;—
“দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া।
মায়াময় লঙ্কা-ধাম ; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে ;
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি ;
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে।
শুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে
আমি ! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর
রাখিবে

এ দুর্ব্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে ?
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃ-পুরে !"
হেনকালে হনূ সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে)
কহিলা ;—"প্রণমি আমি রাঘবের পদে,
আর যত গুরুজনে :—নৃ-মুণ্ড-মালিনী,
নাম মম ; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী,
বীরেন্দ্র কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী,
তাঁর দাসী।" আশীষিয়া বীর দাশরথি
সুধিলা ;—"কি হেতু, দূতি, গতি হেথা
তব ?
বিশেষিয়া কহ মোরে, কি কাজে তুষিব
তোমার ভর্ত্রিণী, শুভে ? কহ শীঘ্র
করি।"
উত্তরিলা ভীমা-রূপী ;—"বীর-শ্রেষ্ঠ
তুমি,
রঘুনাথ ; আসি যুদ্ধ কর তাঁর সাথে ;
নতুবা ছাড়হ পথ ; পশিবে রূপসী
স্বর্ণলঙ্কাপুরে আজি পূজিতে পতিরে।
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভুজ-বলে ;
রক্ষোবধূ মাগে রণ ; দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র ! রমণী শত মোরা ; যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নর-বর ; নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্ল-যুদ্ধে সদা মোরা রত।
যথারুচি কর, দেব ; বিলম্ব না সহে।
তব অনুরোধে সখী রোধে সখী-দলে,
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী,
মাতে যবে ভয়ঙ্করী—হেরি মৃগ-পালে।"
এতেক কহিয়া রামা শিরঃ নোয়াইলা,
প্রফুল্ল কুসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত)
বন্দে নোয়াইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে।
উত্তরিলা রঘুপতি ;—"শুন, সুকেশিনি,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি ; তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ ; কোন্ অপরাধে
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে।
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে
বীরেশ্বর ; বীরপত্নী, হে সুনেত্রা দূতি,
তব ভর্ত্রী, বীরাঙ্গনা সখী তাঁর যত।
কহ তাঁরে শত মুখে বাখানি, ললনে,
তাঁর পতি-ভক্তি আমি,শক্তি, বীরপনা—
বিনা রণে পরিহার মাগি তাঁর কাছে।
ধন্য ইন্দ্রজিৎ ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী !
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ;
বনবাসী, ধন-হীন, বিধি-বিড়ম্বনে,
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে)
দিব আজি ? সুখে থাক, আশীর্ব্বাদ
করি।"
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে ;—
"দেহ ছাড়ি পথ, বলি ! অতি সাবধানে,
শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।"
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দূতী।
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ ;—"দেখ,
প্রমীলার পরাক্রম দেখ বাহিরিয়া,
রঘুপতি ! দেখ,দেব, অপূর্ব্ব কৌতুক।
না জানি এ বামা-দলে কে আঁটে সমরে,
ভীমারূপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি—
রক্তবীজ-কুল-অরি ?"কহিলা রাঘব ;—
"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে,
রক্ষোবর ! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি।
মূঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে !
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধূ।"
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে,
অগ্নিময় দশ দিশ ; দেখিলা সম্মুখে
রাঘবেন্দ্র বিভা-রাশি নির্ধূম আকাশে,
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে ! শুনিলা চমকি
কোদণ্ড-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি,
হুহুঙ্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝঞ্ঝনি।
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা,

ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী !
উড়িছে পতাকা—রত্ন-সঙ্কলিত-আভা ;
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী ;
বোলিছে ঘুঙ্ঘুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে।
গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দল ;
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যূথ,
গরজে পূরিয়া দেশ, ক্ষিতি টলমলি।
সর্ব্ব-অগ্রে উগ্রচণ্ডা নৃ-মুণ্ডমালিনী,
কৃষ্ণ-হয়ারূঢ়া ধনী, ধ্বজ-দণ্ড করে,
হৈমময় ; তার পাছে চলে বাদ্যকরী,
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে
অতুলিত ! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা-
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্বণে।
তার পাছে শূল-পাণি বীরাঙ্গনা মাঝে
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা !
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণপ্রভা-সম।
অন্তরীক্ষে সঙ্গে সঙ্গে চলে রতিপতি
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুর্মুহু হানি
অব্যর্থ কুসুম-শরে। সিংহ-পৃষ্ঠে যথা
মহিষ-মর্দ্দিনী দুর্গা ; ঐরাবতে শচী
ইন্দ্রাণী ; খগেন্দ্রে রমা, উপেন্দ্র-রমণী ;
শোভে বীর্য্যবতী সতী বড়বার পিঠে—
বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে !
ধীরে ধীরে, বৈরিদলে যেন অবহেলি,
চলি গেলা বামাকুল।-কেহ টঙ্কারিলা
শিঞ্জিনী ; হুঙ্কারি কেহ উলঙ্গিলা অসি ;
আস্ফালিলা শূলে কেহ ; হাসিলা কেহ বা
অট্টহাসে টিটকারি ; কেহ বা নাদিলা,
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী,
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী !
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব ;—
"কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয় ! কভু নাহি দেখি,
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে !
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি ?
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র-রত্নোত্তম !
না পারি বুঝিতে কিছু ; চঞ্চল হইনু
এ প্রপঞ্চ দেখি, সখে, বঞ্চো না আমারে।
চিত্ররথ-রথী-মুখে শুনিনু বারতা,
উরিবেন মায়া-দেবী দাসের সহায়ে ;
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি
লঙ্কাপুরে ? কহ, বুধ, কার এ ছলনা ?"
উত্তরিলা বিভীষণ ;—"নিশার স্বপন
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে।
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী।
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার,
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আঁটে
বিক্রমে এ দানবীরে? দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষে যে হর্য্যক্ষ বিমুখে সংগ্রামে,
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে
বিমোহিনী, দিগম্বরী যথা দিগম্বরে !
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা
এ নিগড়ে, যাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী—
মদ-কল কাল-হস্তী ! যথা বারি-ধারা
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে,
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে,
এ কালাগ্নি ! যমুনার সুবাসিত জলে
ডুবি থাকে কাল-ফণী, দুরন্ত দংশক।
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ত্রিদিবে দেবতা,
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"
কহিলেন রঘুপতি ;—"সত্য যা কহিলে,
মিত্রবর, রথিশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী।
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে।
দেখিয়াছি ভৃগুরামে ; ভৃগুমান্ গিরি-
সদৃশ অটল যুদ্ধে। কিন্তু শুভক্ষণে
তব ভ্রাতৃপুত্র, মিত্র, ধনুর্ব্বাণ ধরে।
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃকুল-মণি ?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে ;

কে রাখে এ মৃগ-পালে ? দেখ হে
চাহিয়া ;
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে
হলাহল সহ সিন্ধু ! নীলকণ্ঠ যথা
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলা ভবে,
নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি
রক্ষিত।
ভেবে দেখ মনে, শূর, কাল-সর্প তেজে
তবাগ্রজ, বিষ-দন্ত তার মহাবলী
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে
এ দন্তে, সফল তবে মনোরথ হবে ;
নতুবা এসেছি মিছে সাগর বাঁধিয়া
এ কনক-লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।"
কহিলা সৌমিত্রি শূর শিরঃ নোয়াইয়া
ভ্রাতৃপদে ;—"কেন আর ডরিব রাক্ষসে,
রঘুপতি ? সুরনাথ সহায় যাহার,
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডলে ?
অবশ্য হইবে ধ্বংস কালি মোর হাতে
রাবণি। অধর্ম্ম কোথা কবে জয় লভে ?
অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুল-পতি ;
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে
মেঘনাদ ; মরে পুত্র জনকের পাপে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রথী।
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে ?"
উত্তরিলা বিভীষণ ;—"সত্য যা কহিলে,
হে বীর-কুঞ্জর ! যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
নিজপাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি।
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি
মেঘনাদ ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে।
মহাবীর্য্যবতী এই প্রমীলা দানবী ;
নৃ-মুণ্ড-মালিনী, যথা নৃ-মুণ্ডমালিনী
রণ-প্রিয়া ! কালসিংহী পশে যে
বিপিনে,
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত
উচিত থাকিতে তার। কখন, কে জানে,
আসি আক্রমিবে ভীমা কোথায়
কাহারে !
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে।"
কহিলের রঘুমণি মিত্র বিভীষণে ;—
"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে
দুয়ারে দুয়ারে, সখে, দেখ সেনাগণে ;
কোথায় কে জাগে আজি। মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারিদিকে—
কি করে অঙ্গদ ; কোথা নীল মহাবলী ;
কোথা বা সুগ্রীব মিতা ? এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে !"
"যে আজ্ঞা" বলিয়া শূর বাহিরিলা লয়ে
ঊর্ম্মিলা-বিলাসী শূরে। সুরপতি-সহ
তারক-সূদন যেন, শোভিলা দুজনে,
কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।
লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি
ঘোর রবে ; গরজিল ভীষণ রাক্ষস,
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযূথ যথা।
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেড়ন করে ;
তালজঙ্ঘা—তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী,
ভীমমূর্ত্তি প্রমত্ত ! হ্রেষিল অশ্বাবলী,
নাদে গজ, রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে ;
দুরন্ত কৌন্তিক-কুল কুন্তে আস্ফালিল,
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে।
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে ;
যথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে,
উগরে আগ্নেয়-গিরি অগ্নি-স্রোতরাশি
নিশীথে ! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল
কাঁপিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে কহে চণ্ডা নৃ-মুণ্ডমালিনী ;—
"কাহারে হানিস্ অস্ত্র, ভীরু, এ
আঁধারে ?
নহি রক্ষোরিপু মোরা রক্ষঃ-কুল বধূ,
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।" অমনি দুয়ারী
টানিল হুড়কা ধরি হড় হড় হড়ে !

বজ্রশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে।
যথা অগ্নি-শিখা দেখি পতঙ্গ-আবলী
ধায় রঙ্গে, চারিদিকে আইল ধাইয়া
পৌরজন, কুলবধূ দিলা হুলাহুলি,
বরষি কুসুমাসারে ; যন্ত্রধ্বনি করি
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা,
আগ্নেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে।
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী ; হ্রেষি আস্কন্দিল
হয়-বৃন্দ ; ঝঞ্জনিল কৃপাণ পিধানে।
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি।
খুলিয়া গবাক্ষ কত রাক্ষসী যুবতী,
নিরখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা
প্রমীলার বীরপনা। কত ক্ষণে বামা
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে—
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে !
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ কহিলা কৌতুকে ;—
"রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুমুখি,
আইলা কৈলাস-ধামে ? যদি আজ্ঞা কর
পড়ি পদ-তলে তবে ; চিরদাস আমি
তোমার, চামুণ্ডে !" হাসি, কহিলা ললনা ;
"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী ; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা ; তেঁই সে আইনু,
নিত্য নিত্য মন যাঁরে চাহে, তাঁর কাছে !
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।"
এতেক কহিলা সতী, প্রবেশি মন্দিরে,
ত্যজিলা বীর-ভূষণে ; পরিলা দুকূলে
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাঁচলি
পীন-স্তনী ; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা।
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী
উরসে ; জ্বলিল ভালে তারা-গাঁথা সিঁথি,
অলকে মণির আভা, কুণ্ডল শ্রবণে।
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী।
ভাসিল আনন্দ-নীরে রক্ষঃ-চূড়া-মণি
মেঘনাদ ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতি।
গাইল গায়ক-দল ; নাচিল নর্ত্তকী ;
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, ত্রিদশ-আলয়ে
যথা, ভুলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে.
গায় পাখী ; উথলিল উৎস কলকলে,
সুধাংশুর অংশু স্পর্শে যথা অম্বু-রাশি।
বহিল বাসন্তানিল মধুর সুস্বনে,
যথা যবে ঋতুরাজ, বনস্থলী সহ,
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে।
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী
চলিলা উত্তর-দ্বারে ; সুগ্রীব সুমতি
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে,
বিন্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা—অটল সংগ্রামে।
পূরব দুয়ারে নীল, ভৈরব-মূরতি ;
বৃথা নিদ্রাদেবী তথা সাধিছেন তারে।
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ,
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে,
কিম্বা নন্দী শূলপাণি কৈলাস-শিখরে।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিছে চৌদিকে
ধূম-শূন্য ; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমতি
নক্ষত্র-মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।
চারি দ্বারে বীরব্যূহ জাগে ; যথা যবে
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে,
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে,
খেদাইয়া মৃগযূথে ভীষণ মহিষে,
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যূহ
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে।
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া,
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি।
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি
বিজয়ারে ;—"লঙ্কা পানে দেখ লো চাহিয়া

বিধুমুখি ! বীর-বেশে পশিছে নগরে
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা।
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে !
সবিস্ময়ে দেখ ওই দাঁড়ায়ে নৃমণি
রাঘব, সৌমিত্রি, মিত্র বিভীষণ-আদি
বীর যত ! হেন রূপ কার নর-লোকে ?
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে
সত্য-যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধ্বনি !
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টঙ্কারিছে বামা
হুঙ্কারে ! বিকট ঠাট কাঁপিছে চৌদিকে !
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে।
তুরঙ্গম-আস্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে
কনক-কমল যেন মানস-সরসে।"
উত্তরে বিজয়া সখী ;—"সত্য যা কহিলে,
হৈমবতি ! হেন রূপ কার নর-লোকে ?
জানি আমি বীর্য্যবতী দানব-নন্দিনী
প্রমীলা, তোমার দাসী, কিন্তু ভাব মনে,
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি ?
একাকী জগৎ-জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে ;
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা ; মিলিল
বায়ু-সখা অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ !
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ কাত্যায়নি ?
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে ?"
ক্ষণকাল চিন্তি তবে কহিলা শঙ্করী ;—
"মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী,
বিজয়ে ! হরিব তেজ কালি তার আমি।
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি,
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা অবসানে ;
তেমনি নিস্তেজা কালি করিব বামারে।
অবশ্য লক্ষ্মণ শূর নাশিবে সংগ্রামে
মেঘনাদে ! পতিসহ আসিবে প্রমীলা
এ পুরে ; শিবের সেবা করিবে রাবণি ;
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা।"
এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে।
মৃদুপদে নিদ্রাদেবী আইলা কৈলাসে ;
লভিলা কৈলাস-বাসী কুসুম-শয়নে
বিরাম, ভবের ভালে দীপি শশি-কলা
উজলিল সুখ-ধাম রজোময় তেজে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে সমাগমো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ

চতুর্থ সর্গ

নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদাম্বুজে,
বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি !
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে !
তব পদ-চিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভব-দম দুরন্ত শমনে—
অমর ! শ্রীভর্ত্তৃহরি, সুরী ভবভূতি,
শ্রীকণ্ঠ ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস—সুমধুর-ভাষী
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি
মনোহর ; কৃত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার !—হে পিতঃ ! কেমনে,
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে
তুমি ?
গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল ; ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা ; কিন্তু কোথা পাব
(দীন আমি !) রত্নরাজী, তুমি নাহি
দিলে,
রত্নাকর ? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে !—
ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে,
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা
রত্নহারা ! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা ;
নাচিছে নর্ত্তকীবৃন্দ ; গাইছে সুতানে
গায়ক ; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী,
খল খল খল হাসি মধুর অধরে !
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মাল [illegible] ফল-
ফুলে ;
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ, বাতায়নে বাতি ;
জনস্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে,
যথা মহোৎসবে যবে মাতে পুরবাসী।
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে—
সৌরভে পূরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি
নিশীথে, ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে দুয়ারে,
কেহ নাহি সাধে তাঁরে পশিতে আলয়ে,
বিরাম-বর প্রার্থনে !—"মারিবে বীরেন্দ্র
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে ; মারিবে লক্ষ্মণে ;
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ
বৈরিদলে সিন্ধু-পারে ; আনিবে বাঁধিয়া
বিভীষণে ; পলাইবে ছাড়িয়া চাঁদেরে
রাহু ; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে ;"—আশা,
মায়াবিনী,
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে,
কাননে,
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষঃ-পুরে—
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্লাদ-সলিলে ?
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক-
কাননে,
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে ! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে—
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি
খনির তিমির-গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌর কর-রাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি,
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে।
স্বনিছে পবন দূরে, রহিয়া রহিয়া,

উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা। নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী। রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে; যেন তরু, তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুখ-কাহিনী!
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর
বিপিনে!
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্ব রূপে!
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে!
কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুর স্বরে;—"দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালে;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোঁটা। এয়ো তুমি, তোমার কি
সাজে
এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি!
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার বুঝিতে না পারি?"
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে; সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ন যথা।
দিয়া ফোঁটা, পদধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মি! ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে; আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশ দিশ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী;—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি!
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে,
চিহ্ন-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক-লঙ্কাপুরে—ধীর রঘুনাথে।
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলি লভিতে সে ধনে?"
কহিলা সরমা;—"দেবি, শুনিয়াছে দাস
তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে;
কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল মণি।
কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি? এই ভিক্ষা
করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল; এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে,
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?"
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারি-ধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে;—"হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্ব-কথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া;—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-
তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী; মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি

নিত্য ফল-মূল বীর সৌমিত্রি ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ; কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে !
"ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি !
কুটীরের চারি দিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ। কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি ? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর। নর্ত্তক, নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর শিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।
সরসী আরসি মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল রতন-সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে।
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব, নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার
সমীপে ?"
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রু-নীরে।

কতক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ
স্মরিয়া ?—
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে !"
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্ব যেমতি
মধু-স্বরা) ;—"এ অভাগী, হায়, লো
সুভগে !
যদি না কাঁদিবে, তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারি-রাশি দুই পাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে।
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষ-পুরে ?
"পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী করে ;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষিবংশ-বধূ
সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে।
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ ; চুম্বিতাম, মুঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে। গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে।

কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে,
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা। এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?"—নীরবিলা আয়ত-লোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী ;—
"শুনিলে তোমার কথা রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে !
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা ?
জগৎ-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী।
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাসী,
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !
দেখ চেয়ে, নীলাম্বরে শশী, যাঁর আভা
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি
তব বাক্য-সুধা, 'দেবি, দেব সুধানিধি !
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত,
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে।
এ সবার সাধ, সাধ্বি, মিটাও কহিয়া।"
কহিলা রাঘব-প্রিয়া ;—"এইরূপে সখি
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটী বনে
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা,
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে।
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে
তার কথা ! ধিক্ তারে ! নারী-কুল-কালি
চাহিল, মারিয়া মোরে, বরিতে বাঘিনী
রঘুবরে। ঘোর রোষে সৌমিত্রি কেশরী
খেদাইলা দূরে তারে। আইল ধাইয়া
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে।
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে।
কোদণ্ড-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাঁদিনু,
কব কারে ? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে !
আর্ত্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে।
অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে।
"কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, সজনি,
নাহি জানি ; জাগাইলা পরশি দাসীরে
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, (হায় লো, যেমতি
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে
বসন্তে।) কহিলা কান্ত,—'উঠ প্রাণেশ্বরি,
রঘুনন্দনের ধন ! রঘু-রাজ-গৃহ-
আনন্দ ! এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে,
হেমাঙ্গি ?'—সরমা সখি, আর কি শুনিব
সে মধুর ধ্বনি আমি ?"—সহসা পড়িলা
মূর্চ্ছিতা হইয়া সতী ; ধরিলা সরমা।
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে

স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম আঘাতে
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে !
কত ক্ষণে চেতনা পাইলা সুলোচনা।
কহিলা সরমা কাঁদি ;—"ক্ষম দোষ মম,
মৈথিলি ! এ ক্লেশ আজি দিনু অকারণে,
হয়ে জ্ঞানহীন আমি !" উত্তর করিলা
মৃদুস্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা ;—
"কি দোষ তোমার সখি ? শুন মনঃ দিয়া,
কহি পুনঃ পূর্ব্ব-কথা। মারীচ কি ছলে
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি !)
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে।
হায় লো, কুলগ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে
মাগিনু কুরঙ্গে আমি ! ধনুর্ব্বাণ ধরি,
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষ্মণে
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে। বিদ্যুৎ-আকৃতি
পলাইল মায়া-মৃগ, কানন উজলি,
বারণারি-গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে—
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী!
"সহসা শুনিনু, সখি, আর্ত্তনাদ দূরে,—
'কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই এ বিপত্তি-কালে ?
মরি আমি !' চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী।
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি ;—
'যাও বীর ; বায়ু-গতি পশ এ কাননে ;
দেখ, কে ডাকিছে তোমা ! কাঁদিয়া উঠিল,
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ। যাও ত্বরা করি ;—
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন, রথি !'
"কহিলা সৌমিত্রি ;—'দেবি, কেমনে পালিব
আজ্ঞা তব ? একাকিনী কেমনে রহিবে
এ বিজন বনে তুমি ? কত যে মায়াবী
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে ?
কাহারে ডরাও তুমি ? কে পারে হিংসিতে
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে,
ভৃগুরাম-গুরু বলে ?'—আবার শুনিনু
আর্ত্তনাদ,—'মরি আমি ! এ বিপত্তি-কালে,
কোথা রে লক্ষ্মণ ভাই ? কোথায় জানকি ?'
ধৈরয ধরিতে আর নারিনু, সজনি।
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত কহিনু কুক্ষণে,—
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী ;
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে
নিষ্ঠুর ? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
হিয়া তোর ! ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু দুর্ম্মতি !
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে
দূর বনে ?' ক্রোধ-ভরে আরক্ত নয়নে,
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে
পৃষ্ঠে তূণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা ;—
'মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি,
মাতৃ-সম ! তেঁই সহি এ বৃথা গঞ্জনা।
যাই আমি ; গৃহমধ্যে থাক সাবধানে।
কে জানে কি ঘটে আজি ? নহে দোষ মম ;
তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে।'
এতেক কহিয়া শূর পশিলা কাননে।
"কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে,
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে ?
বাড়িতে লাগিল বেলা ; আহ্লাদে নিনাদি,
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগশিশু যত,
সদাব্রত-ফলাহারী, করভ করভী
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে

চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বানর-সম
তেজস্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমণ্ডলু করে,
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে,
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে?
"কহিলা মায়াবী,—'ভিক্ষা দেহ রঘুবধূ,
(অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত্ত
অতিথে।'
"আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি,
কর-পুটে কহিনু;—'অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; অতি
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।' কহিলা
দুর্ম্মতি;—
(প্রতারিত রোষে আমি নারিনু
বুঝিতে)
'ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি, কহিনু তোমারে।
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ, যাই অন্যস্থলে।
অতিথি-সেবায় তুমি বিরত কি আজি,
জানকি? রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধূ? কহ,
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে?
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি।
দুরন্ত রাক্ষস এবে সীতাকান্ত-অরি—
মোর শাপে।'—লজ্জা ত্যজি, হায়
লো সজনি,
ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে—
না বুঝে পা দিনু ফাঁদে; অমনি ধরিল
হাসিয়া ভাস্কর তব আমায় তখনি।
"একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর গুল্ম-পাশে
চরিতেছিল হরিণী। সহসা শুনিনু
ঘোর নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে।
'রক্ষ, নাথ' বলি আমি পড়িনু চরণে।
শরানলে শূর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্দ্দূলে,
মুহূর্ত্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি
বন-সুন্দরীরে, সখি! রক্ষঃকুল-পতি,
সেই শার্দ্দূলের রূপে, ধরিল আমারে!
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি,
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে।
পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে।
শুনিনু ক্রন্দন-ধ্বনি; বনদেবী বুঝি,
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাঁদিলা।
কিন্তু বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি
তাহারে?
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া?
"দূরে গেল জটাজূট; কমণ্ডলু দূরে!
রাজরথী বেশে মূঢ় আমায় তুলিল
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি,
কভু রোষে গর্জ্জি, কভু সুমধুর স্বরে,
স্মরিলে শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা!
"চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প-মুখে
কাঁদে যথা ভেকী, আমি কাঁদিনু, সুভগে,
বৃথা। স্বর্ণ-রথ-চক্র, ঘর্ঘরি নির্ঘোষে,
পূরিল কানন-রাজী, হায়, ডুবাইয়া
অভাগীর আর্ত্তনাদ! প্রভঞ্জন-বলে
ত্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে,
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী?
ফাঁপর হইয়া, সখি, খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী; ছড়াইনু পথে;
তেঁই লো এ পোড়া দেহে নাহি,
রক্ষোবধূ,
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।"
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা;—
"এখনও তৃষাতুরা এ দাসী, মৈথিলি!
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা
শ্রবণ-কুহর আজি আমার।" সুস্বরে
পুনঃ আরম্ভিলা তবে ইন্দু-নিভাননা;—

"শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে।
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে?—
"আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাঁদে পাখী
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি;
হায় লো, সে পাখী যথা কাঁদে ছটফটি
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাঁদিনু, সুন্দরি!
'হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়ামণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেন প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী, ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে
গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী,
সীতার বারতা তুমি! গাও পঞ্চস্বরে
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে!'
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল।
"চলিল কনক-রথ; এড়াইয়া দ্রুতে
অভ্রভেদী গিরি-চূড়া, বন, নদ, নদী,
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা,
পুষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া?—
"কতক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর। থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজী-রাজি, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে।
দেখিনু, মেলিয়া আঁখি, ভৈরব-মূরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ! 'চিনি তোরে,' কহিলা গম্ভীরে
বীর-বর,—'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ!
কোন্ কুলবধূ আজি হরিলি দুর্ম্মতি?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম জানি।
অস্ত্রিদল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ণশরে! আয় মূঢ়মতি!
ধিক তোরে, রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্ম-মণ্ডলে?
"এতেক কহিয়া, সখি গর্জ্জিলা শূরেন্দ্র।
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে।
"পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী
যুঝিছে সে বীর সঙ্গে হুহুঙ্কার-নাদে।
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে
সে রণে? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন।
সাধিনু দেবতা-কুলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে,
অরি মোর; উদ্ধারিতে বিষম সঙ্কটে
দাসীরে। উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে,
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে!
আরাধিনু বসুধারে—'এ বিজন দেশে,
মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে
লহ অভাগীরে, সাধ্বি! কেমনে সহিছ
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা? এস শীঘ্র করি!
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট, হায় মা, যেমতি
তস্কর আইসে ফিরি, ঘোর নিশাকালে,
পুঁতি যথা রত্ন-রাশি রাখে সে গোপনে—
পর-ধন! আসি মোরে তরাও জননি!'
"বাধিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি!
কাঁপিল বসুধা; দেশ পূরিল আরাবে।
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে,
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূর্ব্ব কাহিনী।
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী,
মা আমার, দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী,—
'বিধির ইচ্ছায়, বাছা হরিছে গো তোরে
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি,
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে।

যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্ম্মতি
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসন্ন বিধি
এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিনু
তোরে।
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!—
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি; দেখ্
চেয়ে।'—
"দেখিনু, সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি;
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে
দুঃখের সলিলে যেন। হেন কালে আসি
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে।
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো সজনি!
উতলা হইনু কত, কত যে কাঁদিনু,
কি আর কহিব তার? বীর পঞ্চ জনে
পূজিল রাঘব-রাজে, পূজিল অনুজে।
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে।
"মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে
রঘুবীর, বসাইলা রাজ-সিংহাসনে
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে।
ধাইল চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়া
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে।
কাঁপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে।
সভয়ে মুদিনু আঁখি। কহিলা হাসিয়া
মা আমার—'কারে ভয় করিস্
জানকি?
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে
মিত্রবর। বধিল যে শূরে তোর স্বামী
বালী নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে।
কিষ্কিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলি-
বৃন্দ চেয়ে দেখ্ সাজে।' দেখিনু চাহিয়া
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-স্রোতঃ যথা
বরিষায় হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে
ভাঙ্গিল নিবিড় বন; শুখাইল নদী;
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে;
পূরিল জগৎ, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে।
"উতরিলা সৈন্য-দল সাগরের তীরে।
দেখিনু, সরমা সখি, ভাসিল সলিলে
শিলা। শৃঙ্গধরে ধরি, ভীমপরাক্রমে
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত।
বাঁধিল অপূর্ব্ব সেতু শিল্পিকুল মিলি।
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে,
পরিলা শৃঙ্খল পায়ে! অলঙ্ঘ্য সাগরে
লঙ্ঘি, বীর-মদে পার হইল কটক।
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,—
'জয়, রঘুপতি, জয়!' ধ্বনিল সকলে!
কাঁদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণ-মন্দিরে
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষঃ-কুল-পতি।
আছিলা সে সভাতলে ধীর ধর্ম্মসম
বীর এক; কহিল সে—'পূজ রঘুবরে,
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে
সবংশে!' সংসার-মদে মত্ত রাঘবারি
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী।
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুঞ্জর
যথা প্রাণনাথ মোর।"—কহিলা সরমা
"হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে
দুঃখিত
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব?
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি
ভাবিয়া তোমার কথা কে পারে
কহিতে?"
"জানি আমি," উত্তরিলা মৈথিলী
রূপসী;—
"জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম
পরম। সরমা সখি, তুমিও তেমনি।
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে!
কিন্তু কহি শুন মোর অপূর্ব্ব স্বপন!—
"সাজিল রাক্ষস-বৃন্দ যুঝিবার আশে
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; উঠিল গগনে
নিনাদ। কাঁপিনু, সখি, দেখি বীর-দলে
তেজে হুতাশন-সম, বিক্রমে কেশরী।
কত যে হইল রণ কহিব কেমনে?

বহিল শোণিত-নদী ! পর্ব্বত-আকারে
দেখিনু শবের রাশি মহাভয়ঙ্কর।
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব,
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী
বিহঙ্গম ; পালে পালে শৃগাল ; আইল
অসংখ্য কুক্কুর। লঙ্কা পূরিল ভৈরবে।
"দেখিনু কর্ব্বুর-নাথে পুনঃ সভাতলে,
মলিন-বদন এবে, অশ্রুময় আঁখি,
শোকাকুল। ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে
লাঘব-গরব, সই ! কহিল বিষাদে
রক্ষোরাজ, 'হায়, বিধি, এই কি রে ছিল
তোর মনে ? যাও সবে, জাগাও যতনে
শূলী-শম্ভু-সম ভাই কুম্ভকর্ণে মম।
কে রাখিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না
পারে ?'
ধাইল রাক্ষস-দল, বাজিল বাজনা
ঘোর রোলে; নারীদল দিল হুলাহুলি।
বিরাট-মূরতি-ধর পশিল কটকে
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষ্ণতর শরে,
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার গো জগতে ?)
কাটিল তাহার শিরঃ ! মরিল অকালে
জাগি সে দুরন্ত শূর। 'জয় রাম' ধ্বনি
শুনিনু হরষে, সই ! কাঁদিল রাবণ !
কাঁদিল কনক-লঙ্কা হাহাকার রবে !
"চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া চৌদিকে
ক্রন্দন। কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি,—
"রক্ষঃকুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা, আমার !
পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা
এ দাসী ; ক্ষম, মা, মোরে !' হাসিয়া
কহিলা
বসুধা,—'লো রঘুবধূ, সত্য যা দেখিলি !
লণ্ডভণ্ড করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে
পতি তোর। দেখ্‌, পুনঃ নয়ন মেলিয়া।'
"দেখিনু, সরমা সখি, সুরবালা-দলে,
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা,
পট্টবস্ত্র। হাসি তারা বেড়িল আমারে।
কেহ কহে—'উঠ, সতি, হত এত দিনে
দুরন্ত রাবণ রণে !' কেহ কহে—'উঠ
রঘুনন্দনের ধন, উঠ ত্বরা করি,
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে,
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে।
"কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি,—
'কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ-ভূষণে
দাসীর ? যাইব আমি যথা কান্ত মম,
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা ; কাঙ্গালিনী
সীতা,
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি !'
"উত্তরিলা সুরবালা ;—'শুন, লো
মৈথিলি !
সমল খনির গর্ভে মণি ; কিন্তু তারে
পরিষ্কারি রাজ-হস্তে দান করে দাতা !'
"কাঁদিয়া, হাসিয়া, সই সাজিনু সত্বরে :
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো যেমতি
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী !
পাগলিনী-প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে
পদযুগ, সুবদনে !—জাগিনু অমনি —
সহসা, সজনি, যথা নিবিলে দেউটি,
ঘোর অন্ধকার ঘর, ঘটিল সে দশা
আমার,—আঁধার বিশ্ব দেখিনু
চৌদিকে।
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি ?
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ
দেহে !"
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি
বীণা, ছিঁড়ে তার যদি। কাঁদিয়া সরমা
(রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূ-রূপে)
কহিলা ;—"পাইবে নাথে, জনক-
নন্দিনি !
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে।
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুম্ভকর্ণ বলী ;

সেবিছেন বিভীষণ জিষ্ণু রঘুনাথে
লক্ষ লক্ষ বীর সহ। মরিবে পৌলস্ত্য
যথোচিত শাস্তি পাই; মজিবে দুর্ম্মতি
সবংশে। এখন কহ, কি ঘটিল পরে।
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী।"
আরম্ভিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে;—
"মেলি আঁখি, শশিমুখি, দেখিনু সম্মুখে
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীর কেশরী,
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজ্রাঘাতে!
"কহিল রাঘব-রিপু;—'ইন্দীবর-আঁখি
উন্মীলি, দেখ লো চেয়ে, ইন্দু-নিভাননে.
রাবণের পরাক্রম! জগৎ-বিখ্যাত
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে!
নিজ দোষে মরে মূঢ় গরুড়-নন্দন!
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে বর্ব্বরে?'
"ধর্ম্ম-কর্ম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে,
রাবণ!'—কহিলা শূর অতি মৃদু স্বরে,—
'সম্মুখ-সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে।
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ্ রে ভাবিয়া!
শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে!
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ? পড়িলি সঙ্কটে,
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে।'
"এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা;
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি।
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাঁদি কহিনু, সজনি,
বীরবরে,—'সীতা নাম, জনক-দুহিতা,
রঘুবধূ দাসী, দেব! শূন্য ঘর পেয়ে
আমায় হরিছে পাপী; কহিও এ কথা
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে!'
"উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ঘোষে।
শুনিনু ভৈরব রব; দেখিনু সম্মুখে
সাগর নীলোর্ম্মিময়! বহিছে কল্লোলে,
অতল, অকূল জল, অবিরাম গতি।
ঝাঁপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে;
নিবারিল দুষ্ট মোরে। ডাকিনু বারীশে,
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল,
অবহেলি অভাগীরে। অনম্বর-পথে
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি।
"অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে।
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী
রঞ্জনের রেখা। কিন্তু কারাগার যদি
সুবর্ণ-গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত,
যে পিঞ্জরে রাখ তুমি, কুঞ্জ-বিহারিণী।
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি!
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা?
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে!"—কাঁদিলা রূপসী,
সরমার গলা ধরি; কাঁদিলা সরমা।
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা
সরমা কহিলা;—"দেবি, কে পারে খণ্ডিতে
বিধির নির্ব্বন্ধ? কিন্তু সত্য যা কহিলা
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেঁই লঙ্কাপতি
আনিয়াছে হরি তোমা। সবংশে মরিবে
দুষ্টমতি। বীর আর কে আছে এ পুরে,
বীরযোনি? কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কূলে
শবাহারী জন্তু-পুঞ্জ ভুঞ্জিছে উল্লাসে
শব-রাশি! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে
কাঁদিছে বিধবা বধূ! আশু পোহাইবে
এ দুঃখ-শর্ব্বরী তব। ফলিবে, কহিনু,
স্বপ্ন। বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে।
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা-কামিনী
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে!

ভুলো না দাসীরে, সাধ্বি ! যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য, যথা, আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী-ধনে।
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে।
কিন্তু নহে দোষী দাসী।" কহিলা সুস্বরে
মৈথিলী ;—"সরমা সখি, মম হিতৈষিণী
তোমা সম আর কে লো আছে এ জগতে ?
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি,
রক্ষোবধূ ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি,
তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে।
মূর্ত্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দ্দয় দেশে !
এ পঙ্কিল জলে পদ্ম ! ভুজঙ্গিনী-রূপী
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি !
আর কি কহিব, সখি ! কাঙ্গালিনী সীতা,
তুমি লো মহার্হ রত্ন ; দরিদ্র, পাইলে
রতন, কভু কি তারে অযতনে, ধনি ?"
নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা ;
"বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি !
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে,
রঘু-কুল-কমলিনি ! কিন্তু প্রাণপতি
আমার, রাঘব-দাস ; তোমার চরণে
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে।"
কহিলা মৈথিলী ;—সখি ! যাও ত্বরা করি,
নিজালয়ে ; শুনি আমি দূর পদ-ধ্বনি ;
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে!"
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী
সরমা ; রহিলা দেবী সে বিজন বনে,
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গঃ

পঞ্চম সর্গ

হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে।
কিন্তু চিন্তাকুল এবে বৈজয়ন্ত-ধামে
মহেন্দ্র; কুসুম-শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে;—
সুবর্ণ-মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে;—
"কি দোষে, সুরেশ, দাসী দোষী তব পদে?
শয়ন-আগারে তব কেন না করিছ
পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে,
উন্মীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে
মেনকা। উর্ব্বশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন!
চিত্র-পুত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা!
তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী
নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে।
আর কারে ভয় তাঁর? এ ঘোর নিশীথে
কে কোথা জাগিছে বল? দৈত্যদল আসি
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে?"
উত্তরিলা অসুরারি;—"ভাবিতেছি, দেবি,
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?
অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণি!"
"পাইয়াছ অস্ত্র, কান্ত!" কহিলা পৌলোমী
অনন্ত-যৌবনা, "যাহে বধিলা তারকে
মহাশূর তারকারি; তব ভাগ্য-বলে
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্ব্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?"
উত্তরিলা দৈত্য-রিপু; সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি! প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি! না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলি-নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে!
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে;
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী;
তবু থরথরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ, ছাড়ে হুহুঙ্কারে
অগ্নিময় শরজাল বসাইয়া চাপে
মহেম্বাস; ঐরাবত অস্থির আপনি
তার ভীম-প্রহরণে!" বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাঁদে রে সতত!)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, চারু চিত্রলেখা
দাঁড়াইলা চারি দিকে; সরসে যেমতি
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ-পার্ব্বণে,
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির-বাঞ্ছা! মৌনভাবে বসিলা দম্পতী;
হেন কালে মায়া-দেবী উতরিলা তথা।
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল
দেবালয়ে; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে

মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে।
সসম্ভ্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দোঁহে
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি
মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি
সুধিলা, "কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে?"
উত্তরিলা মায়াময়ী; "যাই আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে; মনোরথ তোমার পূরিব;
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে
আজি। চাহি দেখ, ওই পোহাইছে নিশি।
অবিলম্বে, পুরন্দর, ভবানন্দময়ী
উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে;
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে।
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষ্মণে,
অসুরারি! মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে।
নিরস্ত্র, দুর্ব্বল বলী দৈব-অস্ত্রাঘাতে,
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে)
মরিবে,—বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে?
মরিবে রাবণি রণে; কিন্তু এ বারতা
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে
তুমি রামানুজে, রামে, ধীর বিভীষণে,
রঘু-মিত্র? পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র,
পশিবে সমরে শূর কৃতান্ত-সদৃশ
ভীমবাহু! কার সাধ্য বিমুখিবে তারে?—
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।"
উত্তরিলা শচীকান্ত নমুচিসূদন;—
"পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে,
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে।
না ডরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে।
মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি,
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব, দুর্ম্মদ সংগ্রামে,
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয়;
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি,
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দগ্ধিব কর্ব্বুরে।"
"উচিত এ কর্ম্ম তব, অদিতি-নন্দন
বজ্রি!" কহিলেন মায়া;—"পাইনু পিরীতি
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ! অনুমতি দেহ,
যাই আমি লঙ্কাধামে।" এতেক কহিয়া,
চলি গেলা শক্তীশ্বরী আশীষি দোঁহারে।—
দেবেন্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি।
ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে,
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে—
সুখালয়! চিত্রলেখা, উর্ব্বশী, মেনকা,
রম্ভা, নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে।
খুলিলা নূপুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
আর যত আভরণ; খুলিলা কাঁচলি;
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি-
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল
পরিমলময় বায়ু, কভু বা অলকে,
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থলে।
স্বর্গের কনক-দ্বারে উত্তরিলা মায়া
মহাদেবী; সুনিনাদে আপনি খুলিল
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিশ্ব-বিমোহিনী,
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সুস্বরে;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে
শিবিরে সৌমিত্রি শূর। সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি,
এই কথা,—'উঠ বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর-দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,

তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে,
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী বৎস, যাইও সে বনে
অবিলম্বে, স্বপ্ন-দেবি, যাও লঙ্কাপুরে;
দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না
সহে।"
চলি গেলা স্বপ্ন-দেবী নীল-নভঃস্থল
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে
তারা। ত্বরা উরি যথা শিবির-মাঝারে
বিরাজেন রামানুজ, সুমিত্রার বেশে
বসি শিরোদেশে তাঁর, কহিলা সুস্বরে
কুহকিনী; "উঠ, বৎস, পোহাইল
রাতি।
লঙ্কার উত্তরদ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে
বনে।"
চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে;
হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল। "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, "দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পূজি পা দুখানি,
পূরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে
হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ?" মুছি অশ্রু-ধারা,
চলিলা বীরকুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে
যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা।
কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে;—
"দেখিনু অদ্ভুত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি!
শিরোদেশে বসি মোর সুমিত্রা জননী
কহিলেন, 'উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি।
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
স্বর্ণময়; স্নান করি সেই সরোবরে,
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পূজ ভক্তি-ভাবে
দানব-দমনী মায়ে। তাঁহার প্রসাদে
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।'
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
কাঁদিয়া ডাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি!"
জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-
বিলাসী;—
"কি কহ, হে মিত্রবর, তুমি? রক্ষঃপুরে
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে।"
উত্তরিলা রক্ষঃ-শ্রেষ্ঠ; "আছে সে
কাননে
চণ্ডীর দেউল, দেব; সরোবর-কূলে।
আপনি রাক্ষস-নাথ পূজেন সতীরে
সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি দুয়ারে
আপনি ভ্রমেন শম্ভু—ভীম-শূল-পাণি।
যে পূজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে।
আর কি কহিব আমি? সাহসে যদ্যপি
প্রবেশ করিতে বনে পারেন সৌমিত্রি,
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব।"
"রাঘবের আজ্ঞাবর্ত্তী, রক্ষঃকুলোত্তম,
এ দাস; কহিলা বলী লক্ষ্মণ, "যদ্যপি,
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে।
কে রোধিবে গতি মোর?" সুমধুর স্বরে
কহিলা রাঘবেশ্বর; "কত যে সয়েছ,
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা স্মরিলে
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে
তোমায়। কিন্তু কি করি? কেমনে
লঙ্ঘিব

দৈবের নির্ব্বন্ধ, ভাই ? যাও সাবধানে—
ধর্ম্ম-বলে মহাবলী ! আয়সী-সদৃশ
দেবকুল-আনুকূল্য রক্ষুক তোমারে !”
প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে
সৌমিত্রি, কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে।
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী
বীর-বর-দলে তথা। শুনি পদধ্বনি,
গম্ভীরে কহিলা শূর ;—“কে তুমি ? কি হেতু
ঘোর নিশাকালে হেথা ? কহ শীঘ্র করি,
বাঁচিতে বাসনা যদি। নতুবা মারিব
শিলাঘাতে চূর্ণি শিরঃ !” উত্তরিলা হাসি
রামানুজ ; “রক্ষোবংশ-ধ্বংস, বীরমণি !
রাঘবের দাস আমি।” আশু অগ্রসরি
সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে।
মধুর সম্ভাষে তুষি কিষ্কিন্ধ্যা-পতিরে,
চলিলা উত্তর মুখে উর্ম্মিলা-বিলাসী।
কতক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি ; দীপিছে ললাটে
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি
মণি। জটাজূট শিরে, তাহার মাঝারে
জাহ্নবীর ফেন-লেখা, শারদ-নিশাতে
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন।
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ ; শাল-বৃক্ষ-সম
ত্রিশূল দক্ষিণ করে। চিনিলা সৌমিত্রি
ভূতনাথে। নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি,
কহিলা বীর-কেশরী ; “দশরথ রথী,
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড় ! ছাড় পথ ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে ; নহে দেহ রণ দাসে।
সতত অধর্ম্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি ;
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে,
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে।
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে ;—
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব !”
যথা শুনি বজ্রনাদ, উত্তরে হুঙ্কারি
গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে ;—
“বাখানি সাহস তোর, শূর-চূড়া-মণি
লক্ষ্মণ ! কেমনে আমি যুঝি তোর সাথে ?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী আজি তোর প্রতি,
ভাগ্যধর !” ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী
কপর্দ্দী ; কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি।
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি।
কাঁপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে
চৌদিকে। আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি
হর্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দন্ত কড়মড়ি।
‘জয় রাম’ নাদে রথী উলঙ্গিলা অসি।
পলাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে। বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে।
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে।
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে.
মুহুর্ম্মুহুঃ। বাহু-বলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন। দাবানল পশিল কাননে।
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা,
কোদণ্ড-টঙ্কার সহ মিশিয়া ঘর্ঘরে।
অটল অচল যথা দাঁড়াইলা বলী
সে রৌরবে। আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি
থামিল তুমুল ঝড় ; দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত ; তারাদল শোভিল গগনে।
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
ছুটিল সৌরভ ; মন্দ সমীর স্বনিলা।
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি।
সহসা পূরিল বন মধুর নিক্বণে !
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা,

সপ্তস্বরা ; উথলিল সে রবের সহ
স্ত্রী-কণ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া।
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে,
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন !
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে,
কৌমুদী নিশীথে যথা ! দুকূল, কাঁচলি
শোভে কূলে, অবয়ব বিমল সলিলে,
মানস সরসে, মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা !
কেহ তুলে পুষ্পরাশি, অলঙ্কারে কেহ
অলক, কাম-নিগড় ! কেহ ধরে করে
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, মুকুতা-খচিত
কোলম্বক ; ঝকঝকে হৈম-তার তাহে,
সঙ্গীত রসের ধাম। কেহ বা নাচিছে
সুখময়ী ; কুচযুগ পীবর মাঝারে
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে
নূপুর, নিতম্ব বিম্বে ক্বণিছে রশনা।
মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর দংশনে ;—
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী
মণিময়, হেরি তারে কাম-বিষে-জ্বলে
পরাণ। হেরিলে ফণী পলায় তরাসে,
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত ;
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে
বাঁধিতে গলায়, শিরে, উমাকান্ত যথা,
ভুজঙ্গ-ভূষণ শূলী ? গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা ; খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র ; সমীরণ বহিছে কৌতুকে,
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে !
অবিলম্বে বামাদল, ঘিরি অরিন্দমে,
গাইল ;—"স্বাগত ওহে রঘু-চূড়া-মণি !
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী।
নন্দন-কাননে, শূর, সুবর্ণ-মন্দিরে
করি বাস ; করি পান অমৃত উল্লাসে ;
অনন্ত বসন্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে ;
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত ;
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে ;
অমরী আমরা, দেব ! বরিনু তোমারে,
আমা সবে ; চল, নাথ, আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি ! রোগ শোক আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণ্ডলে,
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবসি
চিরদিন।" করপুটে কহিলা সৌমিত্রি ;
"হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে !
অগ্রজ আমার রথী বিখ্যাত জগতে
রামচন্দ্র, ভার্য্যা তাঁর মৈথিলী ; কাননে
একাকিনী পাই তাঁরে আনিয়াছে হরি
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি
রাক্ষসে, জানকী সতী ; এ প্রতিজ্ঞা মম
সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে !
নর-কুলে জন্ম মোর ; মাতৃ-হেন মানি
তোমা সবে।" মহাবাহু এতেক কহিয়া
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন।
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি,
কিংবা জলবিম্ব যথা সদ্যঃ সদ্যোজীবী !—
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে ?
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিস্ময়ে।
কতক্ষণে শূরবর হেরিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল,
সুবর্ণ-সোপান শত মণ্ডিত রতনে।
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ ;
পীঠতলে ফুলরাশি ; বাজিছে ঝাঁঝরী,
শঙ্খ, ঘণ্টা ; ঘটে বারি ; ধূপ, ধূপদানে
পুড়ি, আমোদিছে দেশ, মিশিয়া সুরভি
কুসুম বাসের সহ। পশিয়া সলিলে
শূরেন্দ্র, করিলা স্নান ; তুলিলা যতনে
নীলোৎপল ; দশ দিশ পূরিল সৌরভে।
প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী
সৌমিত্রি, পূজিলা বলী সিংহবাহিনীরে,
যথাবিধি। "হে বরদে !" কহিলা সাষ্টাঙ্গে
প্রণমিয়া রামানুজ, "দেহ বর দাসে।

নাশি রক্ষঃ-পুরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা
মাগি।
মানব-মনের কথা, হে অন্তর্যামিনি!
তুমি যত জান হায়, মানব-রসনা
পারে কি কহিতে তত? যত সাধ মনে,
পূরাও সে সবে, সাধ্বি!" গরজিল দূরে
মেঘ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা। দুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সরঃ—থর থর থরে!
সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন-
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি
ধাঁধিল নয়ন ক্ষীণ বিজলী-ঝলকে।
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে
চৌদিক! হাসিলা সতী; পলাইল তমঃ
দ্রুত; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি।
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে।
কহিলেন মহামায়া; "সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত
তোর প্রতি। দৈব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে
তোরে
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর, শিবের
আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; পিধানে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয়-হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!" প্রণমি শূরমণি
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কূজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রিদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিক্বণে।
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরবর-শিরে
তরুরাজী; সমীরণ বহিলা সুস্বনে।
"শুভক্ষণে গর্ভে তোরে, লক্ষ্মণ, ধরিল
সুমিত্রা জননী তোর!"—কহিলা আকাশে
আকাশ-সম্ভবা বাণী,—"তোর কীর্ত্তি-
গানে
পূরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে
তোরে।
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি!"
নীরবিলা সরস্বতী; কূজনিল পাখী
সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে।
কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন-ধ্বনি সে সুখ-সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি); "ডাকিছে
কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল। মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি-
সম এ পরাণ, কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার, নয়ন-তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে!
আবরিলা অবয়ব সুচারুহাসিনী
সরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে;—
"পোহাইল এতক্ষণে তিমির-শর্ব্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি,

জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ? চল, প্রিয়ে, এবে
বিদায় হইব নমি জননীর পদে।
পরে যথাবিধি পুজি দেব-বৈশ্বানরে,
ভীষণ-অশনি সম শর-বরিষণে
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে।"
সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন,
অতুল জগতে দোঁহে; বামাকুলোত্তমা
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী।
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দোঁহে—
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে।
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইল দূরে
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে)
খদ্যোত; ধাইল অলি পরিমল-আশে;
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; নমিল রক্ষক;
'জয় মেঘনাদ' নাদ উঠিল গগনে।
রতন-শিবিকাসনে বসিলা হরষে
দম্পতী। বহিল যান যান-বাহ-দলে
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ মন্দিরে।
মহাপ্রভাধর গৃহ; মরকত, হীরা,
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে।
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা
বিধাতা, শোভে সে গৃহে। ভ্রমিছে দুয়ারে
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দণ্ড সম
করে; অশ্বারূঢ়া কেহ, কেহ বা ভূতলে।
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে।
বহিছে বাসন্তানিল, অযুত-কুসুম-
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু
বীণা-ধ্বনি, মনোহর স্বপনে যেমতি!
প্রবেশিলা অরিন্দম, ইন্দু-নিভাননা
প্রমীলা-সুন্দরীসহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে।
ত্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া।
কহিলা বীর-কেশরী; "শুন লো ত্রিজটে,
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে,
নাশিব রাক্ষস-রিপু; তেঁই ইচ্ছা করি
পূজিতে জননী-পদ। যাও বার্ত্তা লয়ে;
কহ, পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে
তোমার, হে লঙ্কেশ্বরি!" সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিলা শূরে ত্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী);
"শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী,
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি
অনিদ্রায়, অনাহারে পূজেন উমেশে।
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে?
কার বা এ হেন মাতা?" এতেক কহিয়া
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে।
গাইল গায়িকা-দল সুযন্ত্র-মিলনে;—
"হে কৃত্তিকে হৈমবতি! শক্তিধর তব
কাত্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে.
সঙ্গে সেনা সুলোচনা। দেখ আসি সুখে
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ; পুত্র যাঁর রূপে
শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে। ভাগ্যবতী তুমি!
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী—
ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!"
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে।
প্রণমে দম্পতী পদে। হরষে দুজনে
কোলে করি, শিরঃ চুম্বি, কাঁদিলা মহিষী।
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার,
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি!
শরদিন্দু পুত্র; বধূ শারদ-কৌমুদী;
তারা-কিরিটিনী-নিশি-সদৃশী আপনি
রাক্ষস কুল-ঈশ্বরী! অশ্রুবারিধারা
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল!
কহিলা বীরেন্দ্র; "দেবি, আশীষ দাসেরে।
নিকুম্ভিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি,
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে।
শিশু ভাই বীরবাহু, বধিয়াছে তারে
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে?
দেহ পদ-ধূলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদে

নির্ব্বিঘ্ন করিব আজি তীক্ষ্ণ শর-জালে
লঙ্কা। বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে
রাজদ্রোহী। খেদাইব সুগ্রীব, অঙ্গদে
সাগর-অতলজলে।" উত্তরিলা রাণী,
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে;—
"কেমনে বিদায় তোরে করি, রে বাছনি,
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণশশী
আমার! দুরন্ত রণে সীতাকান্ত বলী!
দুরন্ত লক্ষ্মণ শূর; কাল-সর্প-সম
দয়া-শূন্য বিভীষণ। লোভ-মদে,
স্ববন্ধু-বান্ধবে মূঢ় নাশে অনায়াসে,
ক্ষুধায় কাতর ব্যাঘ্র গ্রাসয়ে যেমতি
স্বশিশু। কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে।
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুর্ম্মতি।"
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রথী;—
"কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘবে লক্ষ্মণে,
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দোঁহে
অগ্নিময় শর-জালে। ও পদ-প্রসাদে
চিরজয়ী দেব-দৈত্য-নরের সমরে
এ দাস। জানেন তাত বিভীষণ, দেবি,
তব পুত্র-পরাক্রম; দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রথী;
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্ত্যে নরেন্দ্র। কি হেতু
সভয় হইয়া আজি, কহ, মা, আমারে?
কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?"
মহাদরে শিরঃ চুম্বি কহিলা মহিষী;—
"মায়াবী মানব, বাছা, এ বৈদেহী-পতি,
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত।
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে,
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল,
নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে
সসৈন্যে? এ সব আমি না পারি বুঝিতে।
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি, আসার বরষে!
মায়াবী মানব রাম। কেমনে, বাছনি,
বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে
তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল
কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে।"
এতেক কহিয়া রাণী কাঁদিলা নীরবে।

কহিলা বীর-কুঞ্জর; "পূর্ব্বকথা স্মরি,
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে।
নগর-তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব,
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে?
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে আমি, মা, রাবণি
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব। আদেশ দাসেরে
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে।
ওই শুন, কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস-দলে পশিব সমরে।
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী।
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা, তুমি।
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে!"
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে,
উত্তরিলা লঙ্কেশ্বরী; "যাইবি রে যদি,—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে
রক্ষুন এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি
তাঁর পদযুগে আমি। কি আর কহিব?
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি
আমায় এ ঘরে তুই!" কাঁদিয়া মহিষী

কহিলা চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে ;
"থাক মা, আমার সঙ্গে তুমি ;
জুড়াইব,
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ।
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী।"
বন্দি জননীর পদ বিদায় লইলা
ভীমবাহু। কাঁদি রাণী, পুত্র-বধূ সহ,
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া,
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে—
ধীরে ধীরে রথিবর চলিলা একাকী,
কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা-মুখে।
সহসা নূপুর-ধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কাণে
প্রণয়িনী পদ শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে। "হায়, নাথ," কহিলা সুন্দরী,
"ভেবেছিনু, যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে ;
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি?
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী।
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ। শুনিয়াছি, শশিকলা না কি
রবি-তেজে সমুজ্জ্বলা ; দাসীও তেমতি,
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে,
আঁধার জগৎ, নাথ, কহিনু তোমারে!"
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল
উজ্জ্বলতর মুকুতা। শতদল-দলে
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে?
উত্তরিলা বীরোত্তম ; "এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি!
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লঙ্কেশ্বরী।
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো
রোহিণী।
সৃজিলা কি বিধি, সাধ্বি, ও কমল-আঁখি
কাঁদিতে? আলোকাগারে কেন লো
উদিছে
পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি—
ভ্রান্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়া
উষা, পলাইছে, দেখ, সত্বর গমনে,—
দেহ অনুমতি, সতি, যাই যজ্ঞাগারে।"
যথা যবে কুসুমেষু, ইন্দ্রের আদেশে,
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে,
ভাঙ্গিতে শিবের ধ্যান ; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প রূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে।
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন ; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
রাক্ষস-কুল-ভরসা, অজেয় জগতে!
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য
রোধে?
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।
কতক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ,
হেরিয়া পতিরে দূরে কহিলা সুস্বরে ;
"জানি আমি, কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি,
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানি? সরু মাঝা তোর রে কে
বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্ বারণে তুই ; এ বীর-কেশরী
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে,
দৈত্য কুল-নিত্য-অরি, দেবকুল-পতি।"
এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে,
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কাঁদি ;
"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে,
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে।
অভেদ্য কবচ-রূপে আবর শূরেরে।
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে!
দেখ, মা, কুঠার যেন না স্পর্শে উহারে!
আর কি কহিবে দাসী? অন্তর্য্যামী তুমি।

তোমা বিনা, জগদম্বে, কে আর
রাখিবে ?”
বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে।
কাঁপিলা সভয়ে ইন্দ্র। দেখিত, সহসা ।
বায়ু-বেগে বায়ুপতি দূরে উড়াইলা
তাহায়। মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী,
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদায়ি মাধবে,
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে।
শূন্যালয়ে কাঁদি বামা পশিলা মন্দিরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে উদ্যোগো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ

ত্যজি সে উদ্যান, বলী সৌমিত্রি-কেশরী
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু
রঘু-রাজ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি,
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা
অস্ত্রালয়ে,—বাছি বাছি লইতে সত্বরে
তীক্ষ্ণতর প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে।
কতক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল যথা
রঘুরথী। পদযুগে নমি, নমস্কারি
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমতি;—
“কৃতকার্য্য আজি, দেব, তব আশীর্ব্বাদে
চিরদাস। স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে,
পূজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, স্বর্ণ-দেউলে।
ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে,
মূঢ় আমি ? চন্দ্রচূড়ে দেখিনু দুয়ারে
রক্ষক; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি
তব পুণ্যবলে, দেব; মহোরগ যথা
যায় চলি হতবল মহৌষধগুণে।
পশিল কাননে দাস; আইল গর্জ্জিয়া
সিংহ; বিমুখিনু তাহে; ভৈরব হুঙ্কারে
বহিল তুমুল ঝড়; কালাগ্নি সদৃশ
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ; পুড়িল চৌদিকে
বনরাজী; কতক্ষণে নিবিলা আপনি
বায়ুসখা; বায়ুদেব গেলা চলি দূরে।
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে
কুঞ্জবনবিহারিণী; কৃতাঞ্জলি-পুটে,
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে।
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি

সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ,
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া।
কহিলেন দয়াময়ী,—সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব-দেবী যত
তোর প্রতি। দৈব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে
তোরে
বাসব ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর, শিবের
আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে,
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা, শার্দ্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে,
নাশ্ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে
অদৃশ্য ; পিধানে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে,
যা চলি, রে যশস্বি!'—কি ইচ্ছা তব,
কহ,
নৃমণি ? পোহায় রাতি; বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা
দাসে।"
উত্তরিলা রঘুনাথ ;—"হায় রে,
কেমনে—
যে কৃতান্তদূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে ; দেব নর ভস্ম যার বিষে ;
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে
প্রাণাধিক ? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে ;
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে ;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনক-পুরে
সসৈন্যে ; শোণিতস্রোতঃ, হায়, অকারণে
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে।
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবান্ধবে—
হারাইনু ভাগ্যদোষে ; কেবল আছিল
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী ; তাহারে
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব
পদে ?)
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি
রাখি এপরাণ আমি? থাকি এসংসারে?
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে,
লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে,
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী ;
"কি কারণে, রঘুনাথ, সভয় আপনি
এত ? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে
ডরে সে এ ত্রিভুবনে ? দেব-কুলপতি
সহস্রাক্ষ পক্ষ তব ; কৈলাস-নিবাসী
বিরূপাক্ষ, শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী!
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে ; কালমেঘ সম
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা
চারি দিকে। দেবহাস্য উজলিছে, দেখ,
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে,
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে।
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল
দেব-আজ্ঞা ? ধর্ম্মপথে সদা গতি তব,
এ অধর্ম্ম কার্য্য, আর্য্য, কেন কর আজি ?
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙ্গে পদাঘাতে ?"
কহিলা মধুরভাষে বিভীষণ বলী
মিত্র ;—"যা কহিলা সত্য, রাঘবেন্দ্র
রথী।
দুরন্ত কৃতান্ত-দূত সম পরাক্রমে
রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে।
কিন্তু বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে।
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘুকুলমণি,
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী; শিরোদেশে বসি,
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে,
কহিলা অধীনে সাধ্বী—'হায়! মত্ত মদে
ভাই তোর, বিভীষণ, এপাপ-সংসারে

কি সাধে করি রে বাস কলুষদ্বেষিণী
আমি ? কমলিনী কভু ফোটে কি সলিলে
পঙ্কিল ? জীমূতাবৃত গগনে কে কবে
হেরে তারা ? কিন্তু তোর পূর্ব্ব কর্ম্মফলে
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর। পাইবি
শূন্য রাজ-সিংহাসন ছত্রদণ্ড সহ,
তুই। রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে
করি অভিষেক আজি বিধির বিধানে,
যশস্বি ! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরী
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে ; সহায় হইবি
তুই তার। দেব-আজ্ঞা পালিস্ যতনে,
রে ভাবী কর্ব্বূররাজ !'—উঠিনু
জাগিয়া ;—
স্বর্গীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু ;
স্বর্গীয় বাদিত্র দূরে শুনিনু গগনে
মৃদু ! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদম্বিনীরূপী
কবরী ; ভাতিছে কেশে রত্নরাশি ;—
মরি !
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা
মেঘমালে ! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল
মনোরথ ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা।
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি,
যথা যজ্ঞাগারে পূজে দেব-বৈশ্বানরে
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে
দেবাদেশ ! ইষ্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে
তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে !"
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম,
আকুল পরাণ কাঁদে ! কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?
হায়, সখে, মন্থরার কুপন্থায় যবে
চলিলা কৈকেয়ী মাতা, মম ভাগ্যদোষে,
নির্দ্দয় ; ত্যজিনু যবে রাজ্যভোগ আমি
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু ; স্বেচ্ছায় ত্যজিল
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে।
কাঁদিলা সুমিত্রা মাতা। উচ্চে অবরোধে
কাঁদিলা উর্ম্মিলা বধূ ; পৌরজন যত—
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব ?
না মানিল অনুরোধ ; আমার পশ্চাতে
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে,
জলাঞ্জলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে।
কহিলা সুমিত্রা মাতা ;—'নয়নের মণি
আমার, হরিলি তুই, রাঘব ! কে জানে,
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে ?
সঁপিনু এ ধন তোরে। রাখিস্ যতনে
এ মোর রতনে তুই, এই ভিক্ষা মাগি।'
"নাই কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি।
ফিরি যাই বনবাসে। দুর্ব্বার সমরে,
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি !
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র ; বিশারদ রণে
অঙ্গদ সুযুবরাজ ; বায়ুপুত্র হনু,
ভীমপরাক্রম পিতা প্রভঞ্জন যথা ;
ধূম্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম
অগ্নিরাশি; নল,নীল; কেশরী—কেশরী
বিপক্ষের পক্ষে শূর ; আর যোধ যত,
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য ; তুমি মহারথী—
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষ্মণ একাকী
যুঝিবে তাহার সঙ্গে ? হায়, মায়াবিনী
আশা, তেঁই কহি,সখে, এ রাক্ষস-পুরে,
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি আইনু আমরা।"
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে ;
"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি ? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল ?
দেখ চেয়ে শূন্যপানে।" দেখিলা বিস্ময়ে

রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অম্বরে
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে,
ভৈরব আরাবে দেশ পূরিছে চৌদিকে!
পক্ষচ্ছায়া আবরিছে, ঘনদল যেন,
গগন ; জ্বলিছে মাঝে, কালানল-তেজে
হলাহল! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে।
মুহুর্মুহুঃ ভয়ে মহী কাঁপিলা ; ঘোষিল
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে,
গতপ্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে ;
গরজিলা অজগর—বিজয়ী সংগ্রামে।
কহিলা রাবণানুজ ;—"স্বচক্ষে দেখিলা
অদ্ভুত ব্যাপার আজি ; নিরর্থ এ নহে,
কহিনু বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে।
নহে ছায়াবাজী ইহা ; আশু যা ঘটিবে,
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে ;—
নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি
কেশরী!"
প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি
সাজাইল প্রিয়ানুজে দেব-অস্ত্রে। আহা,
শোভিলা সুন্দর বীর স্কন্দ তারকারি-
সদৃশ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি
তারাময় ; সারসনে ঝল ঝল ঝলে
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে।
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে
ফলক ; দ্বিরদ-রদ-নিৰ্ম্মিত, কাঞ্চনে
জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ দুলিল
শরপূর্ণ। বামহস্তে ধরিলা সাপটি
দেবধনুঃ ধনুর্দ্ধর ; ভাতিল মস্তকে
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকুট, উজলি
চৌদিক ; মুকুটোপরি নড়িল সঘনে
সুচূড়া, কেশরিপৃষ্ঠে নড়য়ে যেমতি
কেশর! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে,
তেজস্বী—মধ্যাহ্নে যথা দেব
অংশুমালী!
শিবির হইতে বলী বাহিরিলা বেগে
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুল-নাদে,
সমরতরঙ্গ যবে উথলে নির্ঘোষে।
বাহিরিলা বীরবর ; বাহিরিল সাথে
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে।
বরষিলা পুষ্প দেব ; বাজিল আকাশে
মঙ্গলবাজনা ; শূন্যে নাচিল অপ্সরা ;
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল পূরিল জয়রবে।
আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্জলিপুটে,
আরাধিলা রঘুবর ; "তব পদাম্বুজে,
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী,
অম্বিকে! ভুল না, দেবি, এ তব
কিঙ্করে!
ধৰ্ম্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু
আয়াস, ও রাঙা পদে অবিদিত নহে।
ভুঞ্জাও ধর্ম্মের ফল, মৃত্যুঞ্জয়-প্রিয়ে,
অভাজনে ; রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে,
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে!
দুর্দান্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি,
দেবদলে, নিস্তারিণি! নিস্তার অধীনে,
মহিষমৰ্দ্দিনি, মৰ্দ্দি দুর্ম্মদ রাক্ষসে।"
এইরূপে রক্ষোরিপু স্তুতিলা সতীরে।
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা
রাঘবের আরাধনা কৈলাস সদনে।
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে ; পবন অমনি
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে।
শুনি সে সু-আরাধনা নগেন্দ্রনন্দিনী,
আনন্দে, 'তথাস্তু' বলি, আশীষিলা
মাতা।
হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখ-তমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে ; গুঞ্জরি, অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী ; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে ; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-
তেজে!

ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী!
 লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা ;
"সাবধানে যাও, মিত্র ! অমূল্য রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথিবর ! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে—
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে !"
 আশ্বাসিলা মহেষ্বাসে বিভীষণ বলী ;
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি !
কাহারে ডরাও, প্রভু ? অবশ্য নাশিবে
সমরে সৌমিত্রি শূর মেঘনাদ শূরে ।"
 বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্রি
সহ মিত্র বিভীষণ । ঘন ঘনাবলী
বেড়িল দোঁহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে
কুজ্‌ঝটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে
 রাতি ।
চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দোঁহে ।
 যথায় কমলাসনে বসেন কমলা—
রক্ষঃকুল-রাজলক্ষ্মী—রক্ষোবধূ বেশে,
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে ।
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা ;—
"কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব
এ পুরে ? কহ, কি ইচ্ছা তোমার,
 রঙ্গিণি ?"
 উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শক্তীশ্বরী ;—
"সম্বর, নীলাম্বুসুতে তেজঃ তব আজি;
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী
সৌমিত্রি ; নাশিবে শূর, শিবের
 আদেশে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে দম্ভী মেঘনাদে ।
কালানল সম তেজঃ তব, তেজস্বিনি !
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে ?
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি,
রাঘবের প্রতি তুমি ! তার, বরদানে,
ধর্ম্মপথ-গামী রামে মাধবরমণি !"
 বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা
 ইন্দিরা ;—
"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব
আজ্ঞা ? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদে গো
 স্মরিলে
এ সকল কথা । হায়, কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার ? কিন্তু নিজদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি ! সম্বরিব, দেবি,
তেজঃ ;—প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য
 রোধে ?
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে
নির্ভয়ে । সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি,
সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন
বলী—অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে !"
 চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা—
সুরমা, প্রফুল্ল ফুল প্রত্যূষে যেমতি
শিশির-আসারে ধৌত ! চলিলা রঙ্গিণী
সঙ্গে মায়া । শুখাইল রম্ভাতরুরাজি ;
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট ; শুষিলা মেদিনী
বারি । রাঙা পায়ে আসি মিলিল সত্বরে
তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা অবসানে,
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে !
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা ; হারাইলে, মরি,
কুন্তলশোভন মণি ফণিনী যেমতি ।
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল ; বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা ;
কল্লোলিলা জলপতি ; কাঁপিলা বসুধা ;
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে.
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি !
 প্রাচীরে উঠিয়া দোঁহে হেরিলা অদূরে
দেবাকৃতি সৌমিত্রিরে, কুজ্ঝটিকাবৃত
যেন দেব ত্বিষাম্পতি, কিম্বা বিভাবসু
ধূমপুঞ্জে । সাথে সাথে বিভীষণ রথী—
বায়ুসখা সহ বায়ু—দুর্ব্বার সমরে ।
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা
রাবণিরে ? ঘন বনে, হেরি দূরে যথা
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে,

সুযোগপ্রয়াসী ; কিম্বা নদীগর্ভে যথা
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে
যমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে
অদৃশ্যে ; লক্ষ্মণ শূর, বধিতে রাক্ষসে,
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বর ।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি বিদায়ি মায়ারে,
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা সুন্দরী ।
কাঁদিলা মাধবপ্রিয়া । উল্লাসে শুষিলা
অশ্রুবিন্দু বসুন্ধরা—শুষে শুক্তি যথা
যতনে, হে কাদম্বিনি, নয়নাম্বু তব,
অমুল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে,
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমণ্ডলে !
প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে
বীরদ্বয় । সৌমিত্রির পরশে খুলিল
দুয়ার অশনি-নাদে ; কিন্তু কার কাণে
পশিল আরাব ? হায় ! রক্ষোরথী যত
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা
দুরন্ত কৃতান্তদূতসম রিপুদ্বয়ে ।
কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে !
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে
চতুরঙ্গ বল দ্বারে ;—মাতঙ্গে নিষাদী,
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারথী রথে,
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত—
ভীমাকৃতি ভীমবীর্য্য ; অজেয় সংগ্রামে ।
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে ।
হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেড়নধারী,
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ় ; তালবৃক্ষাকৃতি
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর—গদাধর যথা
মুর অরি ; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে
রিপুকুলকাল বলী, বিশারদ রণে,
রণপ্রিয় ; বীরমদে প্রমত্ত সতত
প্রমত্ত ; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম ;—
আর আর মহাবলী দেবদৈত্যনর-
চিরত্রাস । ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে ;
নীরবে উভয় পার্শ্বে হেরিলা সৌমিত্রি
শত শত হেম-হর্ম্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে,
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ ; অস্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা,
মণ্ডিত রতনে, মরি ! যথা সুরপুরে ।—
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে—
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য ? কে পারে
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে ?
নগর মাঝারে শূর হেরিলা কৌতুকে
রক্ষোরাজ-রাজগৃহ । ভাতে সারি সারি,
কাঞ্চনহীরকস্তম্ভ ; গগন পরশে
গৃহচূড়, হেমকূটশৃঙ্গাবলী যথা
বিভাময়ী । হস্তিদন্ত স্বর্ণকান্তি সহ
শোভিছে গবাক্ষে, দ্বারে, চক্ষুঃ বিনোদিয়া,
তুষাররাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি
সৌরকর । সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্র মিত্র বিভীষণ পানে,
কহিলা ;—"অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে,
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে ।
এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে ?"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি উত্তরিলা বলী
বিভীষণ ;—"যা কহিলে সত্য শূরমণি !
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে ?
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে ।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি—
সাগরতরঙ্গ যথা । চল ত্বরা করি,
রথিবর ! সাধ কাজ বধি মেঘনাদে ;
অমরতা লভ, দেব, যশঃসুধা-পানে !"
সত্বরে চলিলা দোঁহে, মায়ার প্রসাদে
অদৃশ্য । রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষিগঞ্জিনী,
দেখিলা লক্ষ্মণ বলী সরোবরকূলে,
সুবর্ণ-কলসী কাঁখে, মধুর অধরে
সুহাসি । কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে
প্রভাতে । কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে

ভীমকায় ; পদাতিক, আয়সী-আবৃত ;
ত্যজি ফুলশয্যা, কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে
ভৈরবে, নিবারি নিদ্রা ; সাজাইছে বাজী
বাজীপাল ; গর্জ্জি গজ সাপটে প্রমদে
মুদ্গর ; শোভিছে পট্ট আবরণ পিঠে,
ঝালরে মুকুতাপাঁতি ; তুলিছে যতনে
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্বর্ণধ্বজ রথে ।
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা,
হায় রে, সুমনোহর, বঙ্গগৃহে যথা
দেবদলোৎসব বাদ্য, দেবদল যবে,
আবির্ভাবি ভবতলে, পূজেন রমেশে ।
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে,
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসখী
ঊষা যথা। কোথাও বা দধিদুগ্ধ ভারে
লইয়া, ধাইছে ভারী ;—ক্রমশঃ বাড়িছে
কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত।
কেহ কহে ;—"চল, ওহে, উঠিগে প্রাচীরে ।
না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে,
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে,
আর বীরশ্রেষ্ঠ সবে ।" কেহ উত্তরিছে
প্রগল্‌ভে ;—"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে ?
মুহূর্ত্তে নাশিবে রামে, অনুজ লক্ষ্মণে
যুবরাজ, তাঁর শরে কে স্থির জগতে ?
দহিবে বিপক্ষদলে, শুষ্ক তৃণে যথা
দহে বহ্নি, রিপুদমী। প্রচণ্ড আঘাতে
দণ্ডি তাত বিভীষণে, বাঁধিবে অধমে।
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে
রণজয়ী, সভাতলে ; চল সভাতলে ।"
কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা,
কি আর কহিবে কবি ? হাসি মনে মনে
দেবাকৃতি, দেববীর্য্য, দেব-অস্ত্রধারী
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী ;—
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে।
কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পূজে ইষ্টদেবে
নিভৃতে ; কৌষিক বস্ত্র, কৌষিক উত্তরী,
চন্দনের ফোঁটা ভালে, ফুলমালা গলে
পুড়ে ধূপদানে ধূপ ; জ্বলিছে চৌদিকে
পূত ঘৃতরসে দীপ ; পুষ্প রাশি রাশি,
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোষা কোষী, ভরা
হে জাহ্নবি, তব জলে, কলুষনাশিনী
তুমি ! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা,
হেম-পাত্রে ; রুদ্ধ দ্বার ;—বসেছে একাকী
রথীন্দ্র, নিমগ্ন তপে চন্দ্রচূড় যেন—
যোগীন্দ্র—কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চূড়ে !
যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝঞ্চনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে ।
চমকি মুদিত আঁখি মেলিলা রাবণি।
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী—
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী !
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা ; "হে বিভাবসু, শুভক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে।
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি, আইলা
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে ? এ কি লীলা তব,
প্রভাময় ?" পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে।
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌদ্র দাশরথি ;—
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া,
রাবণি ! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে।
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম ; দেহ রণ মোরে
অবিলম্বে ।" যথা পথে সহসা হেরিলে
ঊর্দ্ধফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি

পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।
সভয় হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া!
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণ্ড, হায় রে, গলিল!
গ্রাসিল মিহিরে রাহু, সহসা আঁধারি
তেজঃপুঞ্জ! অম্বুনাথে নিদাঘ শুষিল!
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে!
বিস্ময়ে কহিলা শূর; "সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অস্ত্রপাণি,
রক্ষিছে নগর-দ্বার; শৃঙ্গধরসম
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ; প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে;—
কোন্ মায়াবলে, বলি, ভুলালে এ
সবে?
মানবকুলসম্ভব, দেবকুলোদ্ভব,
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষোবৃন্দে? এ প্রপঞ্চে তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক্? কি কৌতুক এ তব,
কৌতুকি?
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি; কেমনে
এ মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ
রুদ্ধ দ্বার। বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে,
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা-অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম। বিলম্বিলে আমি
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃচমু, বিদাও আমারে!"
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌমিত্রি কেশরী;—
"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে।
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস্ সতত
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুর্ম্মতি!
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে
তোরে!
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি
ভৈরবে। ঝলসি আঁখি কালানল-
তেজে,
ভাতিল কৃপাণবর, শক্রকরে যথা
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি;
"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ, সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব; বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ! প্রথমে এ ধামে—
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীরসাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর
কহিব?"
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি;—
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি.
অবোধ, তেমতি তোরে। জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে
কৌশলে।"
কহিলা বাসবজেতা (অভিমন্যু যথা
হেরি সপ্ত শূরে শূর তপ্তলৌহাকৃতি
রোষে); "ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক্
তোরে,
লক্ষ্মণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায় শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ। তস্কর যেমতি,
পশিলি এ গৃহে তুই; তস্কর-সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি।
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,

পামর? কে তোরে হেথা আনিল,
দুর্ম্মতি?"
চক্ষের নিমেষে কোষা তুলি ভীমবাহু
নিক্ষেপিলা ঘোর নাদে লক্ষ্মণের শিরে।
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে,
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জনবলে
মড়মড়ে। দেব-অস্ত্র বাজিল ঝঞ্ঝনি,
কাঁপিল দেউল যেন ঘোর ভূকম্পনে।
বহিল রুধির-ধারা। ধরিলা সত্বরে
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ;—নারিলা তুলিতে
তাহায়। কার্ম্মুক ধরি কর্ষিলা; রহিল
সৌমিত্রির হাতে ধনু। সাপটিলা কোপে
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে।
যথা শুণ্ডধর টানে শুণ্ডে জড়াইয়া
শৃঙ্গধরশৃঙ্গে, বৃথা টানিলা তূণীরে
শূরেন্দ্র। মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে!
চাহিলা দুয়ার-পানে অভিমানে মানী।
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম
খুল্লতাত বিভীষণে—বিভীষণ রণে।
"এতক্ষণে"—অরিন্দম কহিলা
বিষাদে;—
"জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে। হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ? নিকষা সতী তোমার জননী,
সহোদর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ শূলিশম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ, ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজয়ী।
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভুঞ্জিব আহবে।"
উত্তরিলা বিভীষণ; "বৃথা এ সাধনা,
ধীমান্! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে
অনুরোধ?" উত্তরিলা কাতরে রাবণি;—
"হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি
মরিবারে।
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা
দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষোরথি! ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন্ মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী,
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, এ কি মহারথি-প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা। ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া
এখনি। দেখিব আজি কোন্ দেববলে
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের। কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল
দম্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে।
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য! প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস! কহ, তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃ-পুত্র তব?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?"
মহামন্ত্র-বলে যথা নম্রশিরঃ ফণী,

মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী
রাবণ-অনুজ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে ;
"নহি দোষী আমি, বৎস ; বৃথা ভৎর্স
মোরে
তুমি ; নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক-লঙ্কা রাজা, মজিলা আপনি।
বিরত সতত পাপে দেবকুল ; এবে
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী ; প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে।
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি। পরদোষে কে চাহে
মজিতে ?"

রুষিলা বাসবত্রাস। গম্ভীরে যেমতি
নিশীথে অম্বরে মন্দ্রে জীমূতেন্দ্র কোপি,
কহিলা বীরেন্দ্র বলী ;—"ধর্ম্মপথগামী,
হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি ;—কোন্ ধর্ম্মমতে, কহ দাসে,
শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা।
এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা। হেন সহবাসে,
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।"

হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে
সৌমিত্রি, হুঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী।
সন্ধানি বিন্ধিলা শূর খরতর শরে
অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা
মহেষ্বাস শরজালে বিঁধেন তারকে।
হায় রে, রুধির-ধারা (ভূধর-শরীরে
বহে বরিষার কালে জলস্রোতঃ যথা,)
বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিনী।
অধীর ব্যথায় রথী, সাপটি সত্বরে
শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত
যজ্ঞাগারে, একে একে নিক্ষেপিলা
কোপে ;
যথা অভিমন্যু রথী, নিরস্ত্র সমরে
সপ্তরথী অস্ত্রবলে, কভু বা হানিলা
রথচূড়, রথচক্র ; কভু ভগ্ন অসি,
ছিন্ন চর্ম্ম, ভিন্ন বর্ম্ম, যা পাইলা হাতে—
কিন্তু মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসারণে,
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে
করপদ্ম-সঞ্চালনে। সরোষে রাবণি
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গর্জ্জি ভীম নাদে,
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী।
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে
ভীষণ মহিষারূঢ় ভীম দণ্ডধরে ;
শূল হস্তে শূলপাণি ; শঙ্খ, চক্র, গদা
চতুর্ভুজে চতুর্ভুজ ; হেরিলা সভয়ে
দেবকুলরথিবৃন্দে সুদিব্য বিমানে।
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দাঁড়াইলা বলী
নিষ্ফল, হায় রে মরি, কলাধর যথা
রাহুগ্রাসে ; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে।

ত্যজি ধনুঃ নিষ্কোষিলা অসি
মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে
নয়ন। হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু। ভৈরব আরাবে
সহসা পূরিল বিশ্ব। ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে। যথায় বসি হৈম-সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুরপতি, সহসা পড়িল
কনক-মুকুট খসি, রথচূড় যথা
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্কে লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে।
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল।
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকস্মাৎ সতী

মুছিলা সিন্দুরবিন্দু সুন্দর ললাটে।
মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী
আচম্বিতে। মাতৃকোলে নিদ্রায় কাঁদিল
শিশুকুল আর্ত্তনাদে, কাঁদিল যেমতি
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি,
আঁধারি সে ব্রজপুর গেলা মধুপুরে।
অন্যান্য সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু,
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে ;—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে।
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশিসম তেজে।
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্, কুমতি!
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি!" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা বীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ। লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।
কহিলা রাবণানুজ সজলনয়নে ;—
"সুপট্ট-শয়নশায়ী তুমি, ভীমবাহু,
সদা, কি বিরাগে এবে পড়ি হে ভূতলে?
কি কহিবে রক্ষোরাজ হেরিলে তোমারে
এ শয্যায়? মন্দোদরী রক্ষঃকুলেন্দ্রাণী?
শরদিন্দুনিভাননা প্রমীলা সুন্দরী?
সুরবালা-গ্লানি রূপে দিতিসুতা যত
কিঙ্করী? নিকষা—বৃদ্ধা পিতামহী তব?
কি কহিবে রক্ষঃকুল, চূড়ামণি তুমি
সে কুলের? উঠ, বৎস! খুল্লতাত আমি,
ডাকি তোমা—বিভীষণ ; কেন না শুনিছ,
প্রাণাধিক? উঠ, বৎস, খুলিব এখনি
তব অনুরোধে দ্বার। যাও অস্ত্রালয়ে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ঘুচাও আহবে।
হে কর্ব্বূরকুলগর্ব্ব, মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী,
জগৎ-নয়নানন্দ? তবে কেন তুমি
এ বেশে, যশস্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে?
নাদে শৃঙ্গনাদী, শুন, আহ্বানি তোমারে ;
গর্জ্জে গজরাজ, অশ্ব হ্রেষিছে ভৈরবে ;
সাজে রক্ষঃ-অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে।
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ, অরিন্দম!
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে।"
এইরূপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী
কহিলা ;—"সম্বর খেদ, রক্ষঃচূড়ামণি!
কি ফল এ বৃথা খেদে? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধে নহে
তোমার। যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে।
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া

ত্রিদশ-আলয়ে, শূর !" শুনিলা সুরথী
ত্রিদিব-বাদিত্র--ধ্বনি—স্বপনে যেমতি
মনোহর। বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে,
শার্দ্দূলী অবর্ত্তমানে, নাশি শিশু যথা,
নিষাদ পবনবেগে ধায় ঊর্দ্ধশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে।
কিম্বা যথা দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রথী,
মারি সুপ্ত পঞ্চশিশু পাণ্ডবশিবিরে
নিশীথে, বাহিরি, গেলা মনোরথগতি,
হরষে তরাসে ব্যগ্র, দুর্য্যোধন যথা
ভগ্ন উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্ররণে।
মায়ার প্রসাদে দোঁহে অদৃশ্য, চলিলা
যথায় শিবিরে শূর মৈথিলীবিলাসী।
প্রণমি চরণাম্বুজে, সৌমিত্রি কেশরী
নিবেদিলা করপুটে ;—"ও পদ-প্রসাদে,
রঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে
এ কিঙ্কর। গতজীব মেঘনাদ বলী
শক্রজিৎ।" চুম্বি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে
অনুজে, কহিলা প্রভু সজল নয়নে ;—
"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে,
হে বাহুবলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি !
সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব !
ধন্য আমি তবাগ্রজ ! ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা ! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে
চিরকাল। পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম। নিজবলে দুর্ব্বল সতত
মানব ; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে !"
মহামিত্র বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে
কহিলা বৈদেহীনাথ;—"শুভক্ষণে, সখে,
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে।
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে।
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে,
গুণমণি ! গ্রহরাজ দিননাথ যথা,
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে।
চল সবে, পূজি তাঁরে, শুভঙ্করী যিনি
শঙ্করী।" কুসুমাসার বৃষ্টিলা আকাশে
মহানন্দে দেববৃন্দ ; উল্লাসে নাদিল,
"জয় সীতাপতি জয় !" কটক
চৌদিকে ;—
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে বধো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গ

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে। উল্লাসে হাসিলা
কুসুমকুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিল নলিনী;
স্থলে সমপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হেম-সূর্য্যমুখী।
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ
কুসুম, প্রমীলা সতী, সুবাসিত জলে
স্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী।
শোভিল মুকুতাপাঁতি সে চিকণ কেশে,
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে
শরদে। রতনময় কঙ্কণ লইয়া
ভূষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভুজা;—
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন,
কঙ্কণ। কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকণ্ঠমালা
ব্যথিল কোমল কণ্ঠ। সম্ভাষি বিস্ময়ে,
বসন্তসৌরভা সখী বাসন্তীরে সতী
কহিলা;—"কেন লো, সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ। না জানি, সজনি,
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে?
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে,
বাসন্তি! নিবার যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বারমণি। কহিও জীবেশে,
অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি।"
নীরবিলা বীণাবাণী; উত্তরিলা সখী
বাসন্তী; "বাড়িছে ক্রমে, শুন কাণ দিয়া,
আর্ত্তনাদ, সুবদনে! কেমনে কহিব,
কেন কাঁদে পুরবাসী? চল আশুগতি
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী
পূজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে,
রথ, রথী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে;
কেমনে যাইব আমি যজ্ঞাগারে, যথা
সাজিছেন রণবেশে সদা-রণজয়ী
কান্ত তব, সীমন্তিনি?" চলিলা দুজনে
চন্দ্রচূড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী
আরাধেন চন্দ্রচূড়ে রক্ষিতে নন্দনে—
বৃথা! ব্যগ্রচিত্ত দোঁহে চলিলা সত্বরে।
বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধূর্জ্জটি,
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা; "হে দেবি,
পূর্ণ মনোরথ তব; হত রথিপতি
ইন্দ্রজিৎ কাল-রণে। যজ্ঞাগারে বলী
সৌমিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে।
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি,
বিধুমুখি! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি।
এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক। চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,—
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে।
কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে

পুত্রবর ? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।
তুষিনু বাসবে, সাধ্বি, তব অনুরোধে ;
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে।"
উত্তরিলা কাত্যায়নী ; "যাহা ইচ্ছা কর,
ত্রিপুরারি! বাসবের পূরিবে বাসনা,
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে।
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রথী ;
এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে!
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে ?"
হাসিয়া স্মরিলা শূলী বীরভদ্র শূরে।
ভীষণ-মূরতি রথী প্রণমিলে পদে
সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর ;—"গতজীব রণে
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস! পশি যজ্ঞাগারে,
নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে।
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুর্ম্মদ রাক্ষসে,
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভিন্ন, রথি,
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে ?
কনক-লঙ্কায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু,
রক্ষোদূতবেশে তুমি ; ভর রুদ্রতেজে
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে।"
চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়েঃ সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলচ্ছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবদূতে। উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা,
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।
পশি যজ্ঞাগারে শূর দেখিলা ভূতলে
বীরেন্দ্র। প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে।
সজল-নয়নে বলী হেরিলা কুমারে ;
ব্যথিল অমর-হিয়া নর-দুঃখ হেরি।
কনক-আসনে যথা দশানন রথী,
রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উতরিলা তথা
দূতবেশে বীরভদ্র, ভস্মরাশি মাঝে
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে।
প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে,
দাঁড়াইলা করপুটে, অশ্রুময় আঁখি,
সম্মুখে। বিস্ময়ে রাজা সুধিলা ; "কি হেতু,
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে
স্বকর্ম্ম ? মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ
মলিন বদন তব ? দেবদৈত্যজয়ী
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি সাজিছে সমরে
আজি, অমঙ্গল-বার্ত্তা কি মোরে কহিবে?
মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি-
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা,
প্রসাদি তোমারে আমি।" ধীরে উত্তরিলা
ছদ্মবেশী ; "হায়, দেব, কেমনে নিবেদি
অমঙ্গল-বার্ত্তা পদে, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি ?
অভয়-প্রদান অগ্রে, হে কর্ব্বুরপতি,
কর দাসে।" ব্যগ্রচিত্তে উত্তরিলা বলী;
"কি ভয় তোমার, দূত ? কহ ত্বরা করি,—
শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে।—
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্ত্তা মোরে!"
বিরূপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী,
কহিলা ;—"হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে
কর্ব্বুর-কুলের গর্ব্ব মেঘনাদ রথী।"
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিঁধিলে
মৃগেন্দ্রে নশ্বর শরে, গর্জ্জি ভীম নাদে,
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি
সভায়। সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে,
বেড়িল চৌদিকে শূরে ; কেহ বা আনিল

সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ।
রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা-পরশে যেমতি
বারুদ, উঠিয়া বলী আদেশিলা দূতে ;—
"কহ দূত! কে বধিল চিররণজয়ী
ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্র করি।"
উত্তরিলা ছদ্মবেশী ; "ছদ্মবেশে পশি
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে সৌমিত্রি কেশরী,
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি,
বীরেন্দ্রে। প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে,
মন্দিরে দেখিনু শূরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি।
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী শত্রু যে দুর্ম্মতি,
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে
তোষ তুমি, মহেষ্বাস, পৌর জনগণে!"
আচম্বিতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা,
স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূরিল চৌদিকে।
দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী,
ভীষণ ত্রিশূলচ্ছায়া। কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমি, কহিলা শৈব ;—"এত দিনে, প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব, হে সর্ব্বজ্ঞ! পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীব-পদে।"
সরোষে—তেজস্বী আজি
মহারুদ্রতেজে—
কহিলা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ;—"এ কনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছে যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে।"
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধ্বনি ;
শৃঙ্গনিনাদক যেন, প্রলয়ের কালে,
বাজাইলা শৃঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে।
যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে
সাজে আশু ভূতকুল,সাজিল চৌদিকে
রাক্ষস ; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে।
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে
স্বর্ণধ্বজ ; ধূম্রবর্ণ বারণ, আস্ফালি
ভীষণ মুদ্গার শুণ্ডে ; বাহিরিল হ্রেষে
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জ্জিয়া
চামর, অমর-ত্রাস ; রথিবৃন্দ সহ
উদগ্র, সমরে উগ্র ; গজবৃন্দ মাঝে
বাস্কল, জীমূতবৃন্দ মাঝারে যেমতি
জীমূতবাহন বজ্রী ভীম বজ্র করে।
বাহিরিল হুহুঙ্কারি অসিলোমা বলী
অশ্বপতি, বিড়ালাক্ষ পদাতিক দলে,
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুর্ম্মদ সমরে।
আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা,
ধূমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা
আকাশে! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে।
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে
অট্টহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী
রক্ষঃকুল-অনীকিনী—উগ্রচণ্ডা রণে—
গজরাজতেজঃ ভুজে ; অশ্বগতি পদে ;
স্বর্ণরথ শিরঃচূড়া ; অঞ্চল পতাকা
রত্নময় ; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ ; শেল, শক্তি,
জাঠি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গার,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে
দন্তরূপে ;
জনমিল নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে।
থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে ;
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি ;
অধীর ভূধরব্রজ,—ভীমার গর্জ্জনে,—
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে।
চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে ;—"দেখ,

হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ উড়ি
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে;
উজলিছে নভঃস্থল ভয়ঙ্করী বিভা,
কালাগ্নিসম্ভবা যেন! শুন, কান দিয়া,
কল্লোল, জলধি যেন উথলিছে দূরে
লঙ্ঘিতে প্রলয়ে বিশ্ব!" কহিলা—সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ—রক্ষঃ মিত্রচূড়ামণি;
"কি আর কহিব দেব? কাঁপিছে এ
পুরী
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে।
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বৈদেহীনাথ! স্বর্ণবর্ম্ম-আভা
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে
দশ দিশ। রোধিছে যে কোলাহল, বলি,
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি;
গরজে রাক্ষসচমূ, মাতি বীরমদে।
আকুল পুত্রেন্দ্রশোকে, সাজিছে সুরথী
লঙ্কেশ। কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ষ্মণে,
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে?"
সুস্বরে কহিলা প্রভু,—"যাও ত্বরা করি'
মিত্রবর! আন হেথা আহ্বানি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা
এ দাস; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে!"
শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যানাথ গজপতিগতি;
রণবিশারদ শূর অঙ্গদ; আইলা
নল, নীল দেবাকৃতি; প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনূ; জাম্বুবান বলী
বীরকুলর্ষভ বীর শরভ; গবাক্ষ
রক্তাক্ষ, রাক্ষসত্রাস; আর নেতা যত।
সম্ভাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী
রাঘব, কহিলা প্রভু; "পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী। সঘনে টলিছে
বীরপদভরে লঙ্কা। তোমরা সকলে
ত্রিভুবনজয়ী রণে; সাজ ত্বরা করি;
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি
ভাগ্যদোষে; তোমরা হে রামের ভরসা,
বিক্রম, প্রতাপ, রণে। একমাত্র রথী
জীবে লঙ্কাপুরে এবে; বধ আজি তারে,
বীরবৃন্দ! তোমাদেরি প্রসাদে বাঁধিনু
সিন্ধু; শূলিশম্ভুনিভ কুম্ভকর্ণ শূরে
বধিনু তুমুল যুদ্ধে; নাশিল সৌমিত্রি
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে।
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি,
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ বদ্ধা কারাগারে
রক্ষঃ-ছলে। স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা; বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি।"
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।
বারিদপ্রতিম স্বনে স্বনি উত্তরিলা
সুগ্রীব; "মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে।
ভুঞ্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে;—
ধনমানদাতা তুমি; কৃতজ্ঞতা-পাশে
চির-বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে।
আর কি কহিব, শূর? মম সঙ্গীদলে
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে
কৃতান্তে। সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা
অভয়ে।" গর্জ্জিলা রোষে সৈন্যাধ্যক্ষ যত
গর্জ্জিল বিকট ঠাট 'জয় রাম' নাদে।
সে ভৈরব রবে, রুষি রক্ষঃ-অনীকিনী
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা
দানবদলনী দুর্গা, দানবনিনাদে—
পূরিল কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে।
কমল-আসনে যথা বসেন কমলা,
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, পশিল সে স্থলে
আরাব, চমকি সতী উঠিলা সত্বরে।
দেখিলা পদ্মাক্ষী, রক্ষঃ সাজিছে চৌদিকে
ক্রোধান্ধ; রাক্ষসধ্বজ উড়িছে আকাশে,

জীবকুল-কুলক্ষণ। বাজিছে গম্ভীরে
রক্ষোবাদ্য। শূন্যপথে চলিলা ইন্দিরা—
শরদিন্দুনিভাননা—বৈজয়ন্ত ধামে।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে;
নাচিছে অপ্সরাবৃন্দ; গাইছে সুতানে
কিন্নর; সুবর্ণাসনে দেবদেবী দলে
দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী;
অনন্ত বাসন্তানিল বহিছে সুস্বনে;
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধর্ব্ব চৌদিকে।
পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে।
প্রণমি কহিলা ইন্দ্র, "দেহ পদধূলি,
জননি! নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গতজীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি।
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে!
কৃপাদৃষ্টি যার প্রতি কর, কৃপাময়ি,
তুমি, কি অভাব তার?" হাসি
উত্তরিলা
রত্নাকর-রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী;—
"ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু,
রিপু তব; কিন্তু সাজে রক্ষোদলবলে
লঙ্কেশ, আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে
পুত্রবধ। লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে।
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে।
সাধিল তোমার কর্ম্ম সৌমিত্রি সুমতি;
রক্ষ তারে, আদিতেয়! উপকারী জনে,
মহৎ যে প্রাণপণে উদ্ধারে বিপদে।
আর কি কহিব, শক্র? অবিদিত নহ
রক্ষঃকুলপরাক্রম। দেখ চিন্তা করি,
কি উপায়ে, শচীকান্ত, রাখিবে রাঘবে।"
উত্তরিলা দেবপতি;—"স্বর্গের উত্তরে,
দেখ চেয়ে, জগদম্বে, অম্বর প্রদেশে;—
সুসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি
রণ-আশে মহেষ্বাস রক্ষঃ-কুলপতি,
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, মায়াময়ি!—
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে।"
বাসরীয় চমূ রমা দেখিলা চমকি
স্বর্গের উত্তর ভাগে। যত দূর চলে
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টিদানে হেরিলা সুন্দরী
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী,
পদাতিক যমজয়ী, বিজয়ী সমরে।
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, কালাগ্নি-সদৃশ
তেজে; শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী।
জ্বলিছে অম্বর যথা বন দাবানলে;
ধূমপুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী;
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি
নয়ন। চপলা যেন অচলা, শোভিছে
পতাকা; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে,
ঝকঝকে চর্ম্ম; বর্ম্ম ঝলে ঝলঝলে।
সুধিলা মাধবপ্রিয়া;—"কহ দেবনিধি
আদিতেয়, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি
দিক্‌পাল? ত্রিদিবসৈন্য শূন্য কেন হেরি
এ বিরহে?" উত্তরিলা শচীকান্ত বলী।
"নিজ নিজ রাজ্য আজি রক্ষিতে
দিক্‌পালে
আদেশিনু, জগদম্বে। দেবরক্ষোরণে,
(দুর্জ্জয় উভয় কুল) কে জানে কি
ঘটে?—
হয় ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি,
আজি; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে।"
আশীষিয়া সুকেশিনী কেশববাসনা
দেবেশে, লঙ্কায় মাতা সত্বরে ফিরিলা
সুবর্ণ ঘনবাহনে; পশি স্বমন্দিরে,
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,—
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে,
বিরসবদন, মরি, রক্ষঃকুলদুখে।
রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষঃকুলপতি;—
হেমকূট-হৈমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে
চৌদিকে রথীন্দ্রদল। বাজিছে অদূরে
রণবাদ্য; রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে,
অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে।
হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী

মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুলা কপোতী, হায় ! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।
যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে
রক্ষোরাজ; "বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি। তবে যে বাঁচিছি
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার। যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি ;—
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ?
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব।
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলাঞ্জলি দিয়া,
বিরলে বসিয়া দোঁহে স্মরিব তাহারে
অহরহঃ। যাও ফিরি ; কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি ?
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি ;
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবরশিরে :
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে।"
ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে
অবরোধে। ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে
কহিলা রাক্ষসনাথ, সম্বোধি রাক্ষসে ;—
"দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী ; যার শরজালে
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথী ;
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে ;—
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে,
বীরবৃন্দ ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে,
সৌমিত্রি বধিল পুত্রে, নিরস্ত্র সে যবে
নিভৃতে। প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা, মাতা, ভ্রাতা,
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার। বহুকালাবধি
পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি,—
জিজ্ঞাসহ ভূমণ্ডলে, কোন্ বংশখ্যাতি
রক্ষোবংশখ্যাতিসম ? কিন্তু দেব-নরে
পরাভবি, কীর্ত্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে
বৃথা। নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে
বামতম মম প্রতি ; তেঁই শুকাইল
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে।
কিন্তু না বিলাপি আমি। কি ফল বিলাপে ?
আর কি পাইব তারে ? অশ্রুবারিধারা,
হায় রে, দ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া
কঠিন ? সমরে এবে পশি বিনাশিব
অধর্ম্মী সৌমিত্রি মূঢ়ে, কপট-সমরী ;—
বৃথা যদি যত্ন আজি, আর না ফিরিব—
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে
এ জন্মে। প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি !
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে,
বিশ্বজয়ী ; স্মরি তারে, চল রণস্থলে!
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি,
কে চাহে বাঁচিতে আজি এ কর্ব্বুরকুলে,—
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব মেঘনাদ বলী !"
নীরবিলা মহেম্বাস নিশ্বাসি বিষাদে।
ক্ষোভে রোষে রক্ষঃসৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে,
তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে।
শুনি সে ভীষণস্বন নাদিলা গম্ভীরে
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিল ত্রিদিবে
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী,
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনূ, নেতৃনিধি যত,
রক্ষোযম, নল, নীল, শরভ, সুমতি ;—
গর্জ্জিল বিকট ঠাট 'জয় রাম' নাদে।
মন্দ্রিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে ;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি ;
চামুণ্ডার হাসিরাশি সদৃশ হাসিল
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা
দুর্ম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে।
ডুবিল তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী

দিনমণি ; বায়ুদল বহিল চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে ; জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী ; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল
উচ্চে কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি।

মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা
বৈকুণ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা
মাধব, প্রণমি সাধ্বী আরাধিলা দেবে ;—
"বারে বারে অধীনীরে, দয়াসিন্ধু তুমি,
হে রমেশ, তরাইলা বহু মূর্ত্তি ধরি।
কূর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে
কূর্ম্মরূপে, বিরাজিনু দশনশিখরে
আমি (শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা-
সদৃশী), বরাহমূর্ত্তি ধরিলা যে কালে,
দীনবন্ধু ! নরসিংহবেশে বিনাশিয়া
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে, জুড়ালে দাসীরে।
খর্ব্বিলা বলির গর্ব্ব খর্ব্বাকারছলে,
বামন ! বাঁচিনু প্রভু তোমার প্রসাদে।
আর কি কহিব, নাথ ? পদাশ্রিতা দাসী !
তেঁই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।"

হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি ;
"কি হেতু কাতরা আজি তুমি জগন্মাতঃ
বসুধে ? আয়াসে আজি কে. বৎসে,
তোমারে ?"

উত্তরিলা কাঁদি মহী ; "কি না তুমি
জান,
সর্ব্বজ্ঞ ? লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি।
রণে মত্ত রক্ষোরাজ ; রণে মত্ত বলী
রাঘবেন্দ্র ; রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী।
মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে।
দেবাকৃতি রথিপতি সৌমিত্রি কেশরী
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীমমেঘনাদে ;
আকুল বিষম শোকে রক্ষঃকুলনিধি
করিলা প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষ্মণে ;
করিল প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে
বীরদর্পে ;—অবিলম্বে, হায়, আরম্ভিবে
কালরণ, পীতাম্বর, স্বর্ণলঙ্কাপুরে
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব
এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা
আমারে ?"

চাহিলা রমেশ হাসি স্বর্ণলঙ্কা পানে।
দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে
অসংখ্য, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুস্কন্ধরূপী।
চলিছে প্রতাপ আগে জগৎ কাঁপায়ে ;
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি ;
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি
ঘন ঘনাকাররূপে। টলিছে সঘনে
স্বর্ণলঙ্কা। বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি
রঘুসৈন্য ; উর্ম্মিকুল সিন্ধুমুখে যথা,
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে।
দেখিলা পুণ্ডরীকাক্ষ, দেবদল বেগে
ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী,
হুঙ্কারে। পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে।
পলাইছে যোগিকুল যোগ যাগ ছাড়ি ;
কোলে করি শিশুকুলে কাঁদিছে জননী,
ভয়াকুলা ; জীবব্রজ ধাইছে চৌদিকে
ছন্নমতি। ক্ষণকাল চিন্তি চিন্তামণি
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে ;—
"বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি
তব পক্ষে। বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে,
তেজস্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে।
না হেরি উপায় কিছু ; যাহ তাঁর কাছে,
মেদিনি !" পদারবিন্দে কাঁদি উত্তরিলা
বসুন্ধরা ; "হায়, প্রভু, দুরন্ত সংহারী
ত্রিশূলী ; সতত রত নিধনসাধনে।
নিরন্তর তমোগুণে পূর্ণ ত্রিপুরারি।
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি, সদা দগ্ধাইতে,
উগরি বিষাগ্নি, জীবে। দয়াসিন্ধু তুমি,
বিশ্বম্ভর ; বিশ্বভার তুমি না বহিলে,
কে আর বহিবে, কহ ? বাঁচাও দাসীরে,

হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে।"
উত্তরিলা হাসি বিভু; "যাও নিজ স্থলে,
বসুধে! সাধিব কার্য্য তোমার, সম্বরি
দেববীর্য্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষ্মণে
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি।"
মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থলে।
কহিলা গরুড়ে প্রভু; "উড়ি নভোদেশে,
গরুত্মান্‌, দেবতেজঃ হর আজি রণে,
হরে অম্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি,
কিম্বা তুমি, বৈনতেয়, হরিলা যেমতি
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে।"
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ; মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী।
যথা গৃহমাঝে বহ্নি জ্বলিলে উত্তেজে,
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিলা চারি দ্বার দিয়া
রাক্ষস, নিনাদি রোষে; গর্জ্জিল চৌদিকে
রঘুসৈন্য; দেববৃন্দ পশিলা সমরে।
আইলা মাতঙ্গবর ঐরাবত, মাতি
রণরঙ্গে; পৃষ্ঠদেশে দম্ভোলি-নিক্ষেপী
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরুশৃঙ্গ যথা
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহ্নে। আইলা
শিখিধ্বজ রথে রথী স্কন্দ তারকারি
সেনানী; বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী;
কিন্নর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, বিবিধ বাহনে।
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা;
কাঁপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে।
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি ইন্দ্রে কহিলা নৃমণি;—
"দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি!
কত যে করিনু পুণ্য পূর্ব্বজন্মে আমি,
কি আর কহিব তার? তেঁই সে লভিনু
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে,
বজ্রপাণি! তেঁই আজি চরণ-পরশে
পবিত্রিলা ভূমণ্ডল ত্রিদিবনিবাসী।"
উত্তরিলা স্বরীশ্বর সম্ভাষি রাঘবে;—
"দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি!
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে
রাক্ষস অধর্ম্মাচারী। নিজ কর্ম্মদোষে
মজে রক্ষঃকুলনিধি; কে রক্ষিবে তারে?
লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে,
লণ্ডভণ্ড লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে,
সাধ্বী মৈথিলীরে, শূর, অর্পিবে তোমারে
দেবকুল। কত কাল অতল সলিলে
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে?"
বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অম্বুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত; টঙ্কারি ধনু, ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিল শ্রবণপথ। গগন ছাইয়া
উড়িল কলম্বকুল, ইরম্মদতেজে
ভেদি বর্ম্ম, চর্ম্ম, দেহ। বহিল প্লাবনে
শোণিত। পড়িল রক্ষোনরকুলরথী;
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি
পত্র প্রভঞ্জনবলে; পড়িল নিনাদি
বাজীরাজী; রণভূমি পূরিল ভৈরবে।
আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে
চামর—অমরত্রাস। চিত্ররথ রথী
সৌরতেজঃ রথে শূর পশিলা সংগ্রামে,
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে।
আহ্বানিল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র
রথীশ্বর; রথচক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে
শতজলস্রোতোনাদে। চালাইলা বেগে
বাস্কল মাতঙ্গযূথে, যূথনাথ যথা
দুর্ব্বার, হেরিয়া দূরে অঙ্গদে; রুষিলা
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি
মৃগদলে। অসিলোমা, তীক্ষ্ণ অসি করে,
বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে
বীরর্ষভ। বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা

সর্ব্বনাশী) হনূ সহ আরম্ভিলা কোপে
সংগ্রাম। পশিলা রণে দিব্য রথে রথী
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা
বজ্রধর। শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি,
সুন্দর লক্ষ্মণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে
নিজ প্রতিমূর্ত্তি মর্ত্ত্যে। উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি ; টলটল টলে
টলিলা কনক-লঙ্কা ; গর্জ্জিলা জলধি।
সৃজিলা অপূর্ব্ব ব্যূহ শচীকান্ত বলী।
বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক-আরোহী;
ঘর্ঘরিল রথচক্র নির্ঘোষে, উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ ; তুরঙ্গম হ্রেষিল উল্লাসে।
রতনসম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়া,
ধায় অগ্রে, ঊষা যথা, একচক্র রথে
উদেন আদিত্য যবে উদয়-অচলে।
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে।
সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরথী;—
"নাহি যুঝে নর আজি, হে সুত, একাকী,
দেখ চেয়ে। ধূমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা,
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে।
আইলা লঙ্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে
ইন্দ্রজিৎ।" স্মরি পুত্রে রক্ষঃকুলনিধি,
সরোষে গর্জ্জিয়া রাজা কহিলা গভীরে;
"চালাও, হে সুত, রথ যথা বজ্রপাণি
বাসব।" চলিল রথ মনোরথগতি।
পলাইল রঘুসৈন্য, পলায় যেমতি
মদকল করিরাজে হেরি ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী। কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন,
বজ্র-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পলায় চৌদিকে
আতঙ্কে। টঙ্কারি ধনুঃ, তীক্ষ্ণতর শরে
মুহূর্ত্তে ভেদিয়া ব্যূহ বীরেন্দ্র-কেশরী,
সহজে প্লাবন যথা ভাঙ্গে ভীমাঘাতে
বালিবন্ধ। কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে
গোষ্ঠবৃতি। অগ্রসরি শিখিধ্বজ রথে
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী
রোধিলা সে রথগতি। কৃতাঞ্জলিপুটে
নমি শূরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে;—
"শঙ্করী শঙ্করে, দেব, পূজে দিবানিশি
কিঙ্কর। লঙ্কায় তবে বৈরিদল মাঝে
কেন আজি হেরি তোমা? নরাধম রামে
হেন আনুকূল্য দান কর কি কারণে,
কুমার? রথীন্দ্র তুমি ; অন্যায় সমরে
মারিল নন্দনে মোর লক্ষ্মণ ; মারিব
কপটসমরী মূঢ়ে ; দেহ পথ ছাড়ি।"
কহিলা পার্ব্বতীপুত্র ;—"রক্ষিব লক্ষ্মণে,
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে।
বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে,
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে।"
সরোষে, তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে,
হুঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে
শক্তিধরে। বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া
কহিলা ;—"দেখ্ লো, সখি, চাহি লঙ্কাপানে,
তীক্ষ্ণ শরে রক্ষেশ্বর বিঁধিছে কুমারে
নির্দ্দয়। আকাশে দেখ্, পক্ষীন্দ্র হরিছে
দেবতেজঃ। যা লো তুই সৌদামিনীগতি,
নিবার কুমারে, সখি! বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল
সদানন্দ ; পুত্রাধিক স্নেহেন ভকতে ;
তেঁই সে রাবণ এবে দুর্ব্বার সমরে,
সজনি!" চলিলা আশু সৌর-কররূপে
নীলাম্বরপথে দূতী। সম্বোধি কুমারে
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা ;—"সংবর
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে।
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি!"

চিরবন্দী।" করপুটে কহিলা নৃপতি ;
"ক্ষম, ক্ষেমঙ্করি, দাসে। মরিব এখনি
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি
এইরূপ। হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি
পরে ? অসহায় নর ; কলুষকুহকে
পারে কি গো নিবারিতে ?" উত্তরিলা
মায়া ;—
"নাহি বিষ, মহেষাস, এ বিপুল ভবে,
না দমে ঔষধ যারে। তবে যদি কেহ
অবহেলে সে ঔষধে, কে বাঁচায় তারে ?
কর্ম্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি,
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা ;—
অভেদ্য কবচে ধর্ম্ম আবরেণ তারে।
এ সকল দণ্ডস্থল দেখিতে যদ্যপি,
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে।"
কত দূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটেকুসুমাবলী—বনসুশোভিনী।
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগিহাস্য
যথা।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে ;
"কে তুমি, শরীরি ? কহ কি গুণে
আইলা
এ স্থলে ? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি।
কহ কথা ; আমা সবে তোষ, গুণনিধি,
বাক্য-সুধা বরিষণে। যে দিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে।"
উত্তরিলা রক্ষোরিপু ; "রঘুকুলোদ্ভব
এ দাস, হে প্রেতকুল ; দশরথ রথী
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী ;
রাম নাম ধরে দাস ; হায়, বনবাসী
ভাগ্য-দোষে ! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব
পিতায়, তেঁই গো আজি
এ কৃতান্তপুরে।"
উত্তরিলা প্রেত এক ; "জানি আমি
তোমা,
শূরেন্দ্র ! তোমারি শরে শরীর ত্যজিনু
পঞ্চবটীবনে আমি।" দেখিলা নৃমণি
চমকি মারীচ রক্ষে—দেহহীন এবে !
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র ; "কি পাপে
আইলা
এ ভীষণ বনে, রক্ষঃ, কহ তা আমারে ?"
"এ শাস্তির হেতু, হায়, পৌলস্ত্য দুর্ম্মতি,
রঘুরাজ !" উত্তরিলা শূন্যদেহ প্রাণী ;
"সাধিতে তাহার কার্য্য বঞ্চিনু তোমারে,
তেঁই এ দুর্গতি মম।" আইলা দূষণ
সহ খর (খর যথা তীক্ষ্ণতর অসি
সমরে, সজীব যবে) হেরি রঘুনাথে,
রোষে, অভিমানে দোঁহে চলি গেলা
দূরে,
বিষদন্তহীন অহি হেরিলে নকুলে
বিষাদে লুকায় যথা। সহসা পূরিল
ভৈরব আরাবে বন, পলাইলা রড়ে
ভূতকুল, শুষ্ক পত্র উড়ি যায় যথা
বহিলে প্রবল ঝড়। কহিলা সুরেশে
মায়া ; "এই প্রেতকুল, শুন রঘুমণি,
নানা কুণ্ডে করে বাস ; কভু কভু আসি
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে।
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে
নিজ নিজ স্থানে সবে।" দেখিলা বৈদেহী-
হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে,
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্ত্তি যমদূত ; বেগে
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে

উৰ্দ্ধশ্বাস। মায়া সহ চলিলা বিষাদে
দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে।
কতক্ষণে আর্ত্তনাদ শুনিলা সুরথী
শিহরি। দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী,
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা
আকাশে। কেহ বা ছিঁড়ি দীর্ঘ-
কেশাবলী,
কহিছে; "চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা,
বাঁধিতে কামীর মন, ধর্ম্মকর্ম্ম ভুলি,
উন্মদা যৌবনমদে!" কেহ বিদরিছে
নখে বক্ষঃ, কহি, "হায় হীরামুক্তাফলে
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে;
কি ফল ফলিল পরে?" কোন নারী খেদে
কুড়িছে নয়নদ্বয় (নির্দ্দয় শকুনি
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিয়া, "অঞ্জনে
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি
বিভা তোর, ঘৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে।
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে?"
চলি গেলা বামাদল কাঁদিয়া কাঁদিয়া।—
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুন্তল-প্রদেশে
স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি সম;
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; দুলিছে সঘনে
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে;
নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে
ধক্‌ধকি; নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ।
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা; "এই যে
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিলে সম্মুখে,
বেশভূষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে।
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি
বনস্থলী, কামিমন মজাতে বিভ্রমে
কামাতুরা। এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়?" অমনি বাজিল
প্রতিধ্বনি; "এবে কোথা সে রূপমাধুরী,
সে যৌবনধন, হায়!" কাঁদি ঘোর রোলে
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে।

আবার কহিলা মায়া;—"পুনঃ দেখ চেয়ে
সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু!" দেখিলা নৃমণি
আর এক বামাদল সম্মোহনরূপে।
পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী,
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে,
মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে।
দেবরাজ-কম্বু-সম মণ্ডিত রতনে
গ্রীবাদেশ; সূক্ষ্ম স্বর্ণ-সূতার কাঁচলি
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে
কামীর। সুক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে,
(সূক্ষ্ম অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি
আবরণ, রম্ভা-কান্তি দেখায় কৌতুকে,
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে
অপ্সরীর, জল-কেলি করে তাঁরা যবে।
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখলা;
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা,
আনন্দে স্বরঙ্গ সবে মন্দে মিলাইছে।
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা।
রূপস পুরুষদল আর এক পাশে
বাহিরিলা মৃদু হাসি; সুন্দর যেমতি
কৃত্তিকা-বল্লভ দেব কার্ত্তিকেয় বলী,
কিম্বা রতি, মনমথ, মনোরথ তব!
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি
কপট কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,—
কঙ্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে।
তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে
ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল।
হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথা
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি?
বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি
করে কেলি যথা তথা—রসিক নাগরে,
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী—
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে।
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে।
বিস্ময়ে দেখিলা রাম, করি জড়াজড়ি,

গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী,
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত-পদাঘাতে,
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি
বজ্রনখে। রক্তস্রোতে তিতিলা ধরণী।
যুঝিল উভয়ে ঘোরে, যুঝিল যেমতি
কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি
বিরাটে। উতরি তথা যমদূত যত
লৌহের মুদ্গর মারি আশু তাড়াইলা
দুই দলে। মৃদুভাষে কহিলা সুন্দরী
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে ;—
"জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল
পুরুষ ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী।
কাম-ক্ষুধা পূরাইল দোঁহে অবিরামে
বিসর্জ্জি ধর্ম্মেরে, হায়, অধর্ম্মের জলে,
বর্জ্জি লজ্জা ;—দণ্ড এবে এই যমপুরে।
ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে,
মরু-ভূমে ; স্বর্ণকান্তি মাকাল যেমতি
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে ; সেই দশা ঘটে
এ সঙ্গমে ; মনোরথ বৃথা দুই দলে।
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তুমি।
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী
মরু-ভূমে নরকাগ্রে ; বিধির এ বিধি—
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী।
অনির্ব্বেয় কামানল পোড়ায় হৃদয়ে ;
অনির্ব্বেয় বিধি-রোষ কামানল-রূপে
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে—
এ পাপী-দলের এই পুরস্কার শেষে!"
মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি ;
"কত যে অদ্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে
বর্ণিতে ?
কিন্তু কোথা রাজ-ঋষি ? লইব মাগিয়া
কিশোর লক্ষ্মণে ভিক্ষা তাঁহার চরণে—
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি।"
হাসিয়া কহিলা মায়া, "অসীম এ পুরী,
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে।
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরন্তর ভ্রমি
কৃতান্ত-নগরে, শূর, আমা দোঁহে, তবু
না হেরিব সর্ব্বভাগ। পূর্ব্বদ্বারে সুখে
পতিসহ করে বাস পতিপরায়ণা
সাধ্বীকুল, স্বর্গে, মর্ত্তে, অতুল এ পুরী,
সে ভাগে ; সুরম্য হর্ম্ম্য সুকানন মাঝে
সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা,
বাসন্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে,
গাহিছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে।
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তস্বরা।
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উথলিছে সদা
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে ;
প্রদানেন পরমান্ন আপনি অন্নদা।
চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে
চাহে,
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা
কামলতা, মহেষ্বাস, সদ্য ফলবতী।
নাহি কাজ যাই তথা ; উত্তর দুয়ারে
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে।
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি !"
উত্তরাভিমুখে দোঁহে চলিলা সত্বরে।
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত,
বন্ধ্য, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে !
তুঙ্গশৃঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি
তুষার ; কেহ বা গর্জ্জি উগরিছে মুহুঃ
অগ্নি, দ্রবি শিলাকুলে অগ্নিময় স্রোতে,
আবরি গগন ভস্মে, পূরি কোলাহলে
চৌদিক্। দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত,
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি
তাড়াইছে বালিবৃন্দে উর্ম্মিদলে যেন !
দেখিলা তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ
অকূল ; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি ; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি ; করে কেলি তাহে
ভীষণ-মূরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীরে।

ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী
শেষ যথা ; হলাহল জলে কোন স্থলে ;
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি।
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে
বিলাপি। দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক, কামড়ে
ভীষণদশন কীট। আগুন ভূতলে,
শূন্যদেশে ঘোর শীত। হায় রে, কে কবে
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে!
দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরথী।
নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণ্ডারী
দিয়া পাড়ী জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে
কুসুমবনজনিত পরিমলসখা
সমীর ; জুড়ায় কাণ শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব. জনরব সহ ;—
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে।
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে
বাদ্যধ্বনি। চারিদিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক-প্রসূন-পূর্ণ ;—সুদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয়ধাম। কহিলা সুস্বরে
মায়া; "এই দ্বারে, বীর, সম্মুখসংগ্রামে
পড়ি, চিরসুখ ভুঞ্জে মহারথী যত।
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে
সুখের। কাননপথে চল ভীমবাহু,
দেখিবে যশস্বী জনে, সঞ্জীবনী-পুরী
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুঞ্জ যেমতি
সৌরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি
চন্দ্র-সূর্য্য-তারারূপে দীপে অহরহঃ
উজ্জ্বলে।" কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে,
অগ্রে শূলহস্তে মায়া। কতক্ষণে বলী
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র—রঙ্গভূমিরূপে।
কোন স্থলে শূলকুস শালবন যথা
বিশাল ; কোথায় হ্রেষে তুরঙ্গমরাজী
মণ্ডিত রণভূষণে ; কোথায় গরজে
গজেন্দ্র। খেলিছে চর্ম্মী অসি-চর্ম্ম ধরি ;
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলি ;
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন।
কুসুম-আসনে বসি স্বর্ণবীণা করে,
কোথায় গাইছে কবি, মোহি
শ্রোতাকুলে,
বীরকুলসংকীর্ত্তনে। মাতি সে সঙ্গীতে,
হুঙ্কারিছে বীরদল ; বর্ষিছে চৌদিকে,
না জানি কে, পারিজাতফুল রাশি
রাশি,
সুসৌরভে পূরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা,
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি।
কহিলা রাঘবে মায়া ; "সত্যযুগ-রণে
সম্মুখসমরে হত রথীশ্বর যত,
দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচূড়ামণি!
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকূট, দেখ
নিশুম্ভে ; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে—
মহাবীর্য্যবান্ রথী। দেবতেজোদ্ভবা
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে।
দেখ শুম্ভে, শূলিশম্ভুনিভ পরাক্রমে ;
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী ;—
ত্রিপুরারি-অরি শূর সুরথী ত্রিপুরে ;—
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে।
সুন্দ উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে
ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ।" সুধিলা সুমতি
রাঘব ; "কেন না হেরি, কহ দয়াময়ি,
কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, নরান্তক (রণে
নরান্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শূরে?"
উত্তরিলা কুহকিনী ; অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি!
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী,
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে
যতনে ;—বিধির বিধি কহিনু তোমারে।
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে
সুবীর ; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি,
তব সঙ্গে ; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে তুমি।"
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা।
সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে

তেজস্বী, কিরীটচূড়ে খেলে সৌদামিনী,
ঝল ঝলে মহাকায়ে, নয়ন ঝলসি,
আভরণ। করে শূল, গজপতিগতি।
অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে,
সুধিলা; "কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘুকুলচূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে;
কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতান্তপুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।
মানবজীবনস্রোতঃ পৃথিবী-মণ্ডলে,
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে।
আমি বালি।" সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি
রথীন্দ্র কিষ্কিন্ধ্যানাথে! কহিলা হাসিয়া
বালি; "চল মোর সাথে, দাশরথি রথি!
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা
ও বনে জটায়ু রথী, পিতৃসখা তব।
পরম পিরীতি রথী পাইবেন হেরি
তোমায়। জীবনদান দিলা মহামতি
ধর্ম্মকর্ম্মে—সতী নারী রাখিতেবিপদে;
অসীম গৌরব তেঁই। চল ত্বরা করি।"
জিজ্ঞাসিলারক্ষোরিপু; "কহ কৃপাকরি
হে সুরথি! সমসুখী এদেশে কি তোমা
সকলে?" "খনির গর্ভে," উত্তরিলাবালি,
"জনমে সহস্র মণি, রাঘব; কিরণে
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে;
তবু আভাহীন কেবা, কহ রঘুমণি?"
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দুজনে।
রম্য বনে, বহে যথা পীযূষসলিলা
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি,
জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রথী;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত, বিবিধ রতনে
খচিত আসনাসীন। উথলে চৌদিকে
বীণাধ্বনি। পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি
উজ্জ্বলে সে বনরাজি, চন্দ্রাতপে ভেদি
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে।
চিরপরিমলময় সমীর বহিছে
বাসন্ত। আদরে বীর কহিলা রাঘবে;—
"জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি
মিত্রপুত্র! ধন্য তুমি! ধরিলা তোমারে
শুভক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী!
ধন্য দশরথ সখা, জন্মদাতা তব!
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেঁই সে আইলে
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি,
রণ-বার্ত্তা। পড়েছে কি সমরে দুর্ম্মতি
রাবণ?" প্রণমি প্রভু কহিলা সুস্বরে;—
"ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে,
বিনাশিনু বহু রক্ষে; রক্ষঃকুলপতি
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে।
তার শরে হতজীব লক্ষ্মণ সুমতি
অনুজ; আইলা দাস এ দুর্গম দেশে
শিবের আদেশে আজি। কহ, কৃপা করি,
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি?
কহিলা জটায়ু বলী; "পশ্চিম দুয়ারে
বিরাজেন রাজ-ঋষি রাজ-ঋষিদলে।
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে সে দেশে;
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপুদমি!"
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি,
বহু স্বর্ণ-অট্টালিকা; দেবাকৃতি বহু
রথী; সরোবরকূলে, কুসুমকাননে,
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে যথা
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে;
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোত, উজলি
দশ দিশ। দ্রুতগতি চলিলা দুজনে।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে।
কহিলা জটায়ু বলী; "রঘুকুলোদ্ভব
এ সুরথী। স্বশরীরে শিবের আদেশে,
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু
পিতৃপদ; আশীর্ব্বাদি যাহ সবে চলি

নিরস্থানে, প্রাণিদল।" গেলা চলি সবে
আশীর্ব্বাদি! মহানন্দে চলিলা দুজনে।
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী। বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি।
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বচ্ছ জলে।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে
শ্যামভূমি; তাহে সরঃ, খচিত কমলে।
নিরন্তর পিকবর কুহরিছে বনে।
বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি
রাঘবে; "পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমণি!
হিরণ্ময় এ সুদেশে হীরক-নির্ম্মিত
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে,
মরকতপত্রছত্র দীর্ঘ শিরোপরি,
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি,
সঙ্গে সুদক্ষিণা সাধ্বী। পূজ ভক্তিভাবে
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে
অগণ্য রাজর্ষিগণ;—ইক্ষ্বাকু, মান্ধাতা,
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে।
অগ্রসরি পিতামহে পূজ, মহাবাহু।"
অগ্রসরি রথীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা
দম্পতির পদতলে; সুধিলা অশীষি
দিলীপ; "কে তুমি? কহ, কেমনে আইলা
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি?
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে
ভাসিল হৃদয় মম।" কহিলা সুস্বরে
সুদক্ষিণা; "হে সুভগ, কহ ত্বরা করি,
কে তুমি? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে
হেরিলে জুড়ায় আঁখি, তেমনি জুড়াল,
আঁখি মম, হেরি তোমা। কোন্ সাধ্বী নারী
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি!
দেবকুলোদ্ভব যদি, দেবাকৃতি, তুমি,
কেন বন্দ আমা দোঁহে? দেব যদি নহ,
কোন্ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে?
উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলিপুটে;—
"ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘুনামে তব,
রাজর্ষি, ভুবন যিনি জিনিলা স্ববলে
দিগ্বিজয়ী, অজ নামে তাঁর জনমিলা
তনয়—বসুধাপাল; বরিলা অজেরে
ইন্দুমতী; তাঁর গর্ভে জনম লভিলা
দশরথ মহামতি; তাঁর পাটেশ্বরী
কৌশল্যা; দাসের জন্ম তাঁহার উদরে।
সুমিত্রা-জননীপুত্র লক্ষ্মণ কেশরী,
শত্রুঘ্ন—শত্রুঘ্ন রণে। কৈকেয়ী জননী
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে।"
উত্তরিলা রাজ-ঋষি; "রামচন্দ্র তুমি,
ইক্ষ্বাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে।
নিত্য নিত্য কীর্ত্তি তব ঘোষিবে জগতে,
যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদিবে আকাশে,
কীর্ত্তিমান্! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ! ওই যে দেখিছ
স্বর্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে,
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণী-তটে।
বৃক্ষমূলে পিতা তব পূজেন সতত
ধর্ম্মরাজে তব হেতু; যাও, মহাবাহু,
রঘুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে।
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।"
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি,
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী
(অন্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে!
সুরম্য অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরথী
বৈতরণী-নদীতীরে, পীযূষসলিলা
এ ভূমে; সুবর্ণ শাখা, মরকত পাতা,
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে?
দেবারাধ্য তরুরাজ, মুকতিপ্রদায়ী।
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)
কহিলা; "আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে,
জুড়াতে এ চক্ষুর্দ্বয়? পাইনু কি আজি

তোরে, হারাধন মোর? হায় রে, কত যে
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে,
রামভদ্র? লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে,
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু
অকালে।
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়জ্বলনে।
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্ম্মদোষে
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে,
ধর্ম্মপথগামী তুই। তেঁই সে ঘটিল
এ ঘটনা; তেঁই, হায়, দলিল কৈকেয়ী
জীবনকাননশোভা আশালতা সম
মত্ত মাতঙ্গিনীরূপে।" বিলাপিলা বলী
দশরথ; দাশরথি কাঁদিলা নীরবে।
কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ; "অকূল সাগরে
ভাসে দাস, তাত, এবে; কে তারে
রক্ষিবে
এ বিপদে? এ নগরে বিদিত যদ্যপি
ঘটে যা ভবমণ্ডলে, তবে ও চরণে
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে
কিঙ্কর। অকালে, হায়, ঘোরতর রণে,
হত প্রিয়ানুজ আজি। না পাইলে তারে,
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি,
চন্দ্র, তারা। আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব,
হে তাত, চরণতলে। না পারি ধরিতে
তাহার বিরহে প্রাণ।" কাঁদিলা নৃমণি
পিতৃপদে; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা
দশরথ;—"জানি আমি, কি কারণে তুমি
আইলা এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পূজি
ধর্ম্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে,
তোমার মঙ্গল হেতু। পাইবে লক্ষ্মণে,
সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে
বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা।
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙ্গদেশে
ফলে মহৌষধ, বৎস, বিশল্যকরণী,
হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে।
আপনি প্রসন্নভাবে যমরাজ আজি
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব
আশুগতি-পুত্র হনু, আশুগতি-গতি;
প্রের তারে; মুহূর্ত্তেকে আনিবে ঔষধে,
ভীমপরাক্রম বলী প্রভঞ্জন সম।
নাশিবে সমরে তুমি বিষম সংগ্রামে
রাবণে; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি
তব শরে; রঘুকুললক্ষ্মী পুত্রবধূ
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্জ্বলিবে;—
কিন্তু সুখভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস,
তব।
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহুক্লেশ সহি,
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্বি, সুযশে!
মম পাপহেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে;—
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে।
"অর্দ্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমণ্ডলে।
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি
লঙ্কাধামে; প্রের ত্বরা বীর হনুমানে;
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে;
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ঔষধে।"
আশীষিলা দশরথ দাশরথি শূরে;
পিতৃ-পদধূলি পুত্র লইবার আশে,
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম;—বৃথা!
নারিলা স্পর্শিতে পদ। কহিলা সুস্বরে
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাত্মজে;—
"নহে ভূতপূর্ব্ব দেহ এবে যা দেখিছ,
প্রাণাধিক! ছায়া মাত্র! কেমনে ছুঁইবে
এ ছায়া, শরীরী তুমি? দর্পণে যেমতি
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।—
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।"
প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি,
সঙ্গে মায়া। কতক্ষণে উতরিলা
যথায় পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরথী;
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে প্রেতপুরী নাম অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

প্রভাতিল বিভাবরী ; 'জয় রাম' নাদে
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে।
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি
রাবণ ; ভীষণ স্বন স্বনিল সে স্থলে
সাগরকল্লোলসম। বিস্ময়ে সুরথী
সুধিলা সারণে লক্ষি ;—"কহ ত্বরা করি,
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে ?
কহ শীঘ্র ! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ
কপট-সমরী মূঢ় সৌমিত্রি ? কে জানে—
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল !
অধিরামগতি স্রোতে বাঁধিল কৌশলে
যে রাম ; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে
জলমুখে ; বাঁচিল যে দুইবার মরি
সমরে ; অসাধ্য তার কি আছে জগতে ?
কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে ?"
করপুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা খেদে ;—
"কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে,
রাজেন্দ্র ? গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে,
মহৌষধ-দানে প্রভু, বাঁচাইল পুনঃ
লক্ষ্মণে ; তেঁই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে।
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভুজঙ্গ যেমতি,
গরজে সৌমিত্রি শূর—মত্ত বীরমদে ;
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত,
যথা করিযূথ, নাথ, শুনি যূথনাথে।"
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা স্বরথী
লঙ্কেশ ;—"বিধির বিধি কে পারে
খণ্ডাতে ?
বিমুখি অমর-মরে, সম্মুখ সমরে
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ
দৈববলে ? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে,
ভুলিলা স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি !
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু
তাহায় ? কি কাজ কিন্তু এ বৃথা
বিলাপে ?
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ডুবিল তিমিরে
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি। মরিল সংগ্রামে
শূলিশম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে
শক্তিধর। প্রাণ আমি ধরি কোন্ সাধে ?
আর কি এ দোঁহে ফিরি পাব
ভবতলে ?—
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী
রাঘব ; কহিও শূরে,—'রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্তদিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি !
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল রঘুপতি !—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা। ধন্য বীরকুলে
তুমি ! শুভক্ষণে ধনু ধরিলা নৃমণি !
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি ;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে ;
পরমনোরথ আজি পূরাও সুরথি !'
যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে।"
বন্দি রক্ষঃকুল-ইন্দ্রে, সঙ্গিদল সহ,
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল
ভীষণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত।

ফিরাইল রথ হাসি স্কন্দ তারকারি
মহাসুর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া
অসংখ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্রপাণি।
বেড়িল গন্ধর্ব্ব নর শত প্রহরণে
রক্ষেন্দ্রে; হুঙ্কারি শূর নিরস্তিলা সবে
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজি।
পলাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায়। আইলা রোষে দৈত্যকুল-অরি
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে।
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হুঙ্কারি
ঐরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্দ্ধপথে তাহে
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে।
কহিলা কর্ব্বুরপতি গর্ব্বে সুরনাথে;—
"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে, শচীকান্ত বলি,
চির কম্পমান তুমি, হত সে রাবণি,
তোমার কৌশলে, আজি কপট
সংগ্রামে।
তেঁই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি,
নির্লজ্জ? অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা
মুহূর্ত্তে। নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষ্মণে,
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!" ভীম গদা ধরি,
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে,
সঘনে কাঁপিলা মহী পদযুগভরে,
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝঞ্ঝনি।
হুঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে।
অমনি হরিল তেজঃ গরুড়; নারিলা
নাড়িতে দম্ভোলি দেব দম্ভোলি-
নিক্ষেপী।
প্রহারিলা ভীম গদা গজরাজশিরে
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে
ঝড়ে। ভীমাঘাতে হস্তী নিরস্ত, পড়িলা
হাঁটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে।
যোগাইলা মুহূর্ত্তেকে মাতলি সারথি
সুরথ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু
অভিমানে। হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।
কহিলা রাক্ষসপতি; "না চাহি
তোমারে
আজি, হে বৈদেহীনাথ! এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি
তুমি
শিবিরে, রাঘবশ্রেষ্ঠ!" নাদিল ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।
বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে
শূরেন্দ্র; কভু বা রথে কভু বা ভূতলে।
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে;
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে
অগ্নিরাশি; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল
রথচূড়ে রাজকেতু। যথা হেরি দূরে
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি
অম্বরে; চলিলা রক্ষঃ হেরি রণভূমে
পুত্রহা সৌমিত্রি-শূরে; ধাইলা চৌদিকে
হুহুঙ্কারে দেব-নর রক্ষিতে শূরেশে।
ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে।
বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে,
আইলা অঞ্জনাপুত্র,—প্রভঞ্জনসম
ভীমপরাক্রম হনু, গর্জ্জি ভীমনাদে।
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারাশি
চৌদিকে, রাক্ষসবৃন্দ পলাইলা রড়ে
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুষি লঙ্কাপতি
চোক্ চোক্ শরে শূর অস্থিরিলা শূরে।
অধীর হইলা হনু, ভূধর যেমতি
ভূকম্পনে। পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে
বীরেন্দ্র, আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা
নন্দনে, মিহির যথা নিজ করদানে
ভূষেন কুমুদবাঞ্ছা সুধাংশুনিধিরে।
কিন্তু মহারুদ্রতেজে তেজস্বী সুরথী

নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে ;—
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পলাইলা হনূ।
আইলা কিষ্কিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে
উদগ্রে, বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা
লঙ্কানাথ ;—"রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্ব্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে ?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ;
তারে ছাড়ি কেন হেথা রথিকুল মাঝে
তুই, রে কিষ্কিন্ধ্যানাথ ? ছাড়িনু, যা চলি
স্বদেশে। বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার, মূঢ় ? দেবর কে আছে
আর তার ?" ভীম রবে উত্তরিলা বলী
সুগ্রীব ;—"অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে
তোর সম, রক্ষোরাজ ? পরদারলোভে
সবংশে মজিলি, দুষ্ট। রক্ষঃকুলকালি
তুই রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে।
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে।"
 এতেক কহিয়া বলী গর্জ্জি নিক্ষেপিলা
গিরিশৃঙ্গ। অনম্বর আঁধারি ধাইল
শিখর ; সুতীক্ষ্ণ শরে কাটিলা সুরথী
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে।
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চূড়ামণি,
তীক্ষ্ণতম শরে শূর বিঁধিলা সুগ্রীবে
হুঙ্কারে। বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি,
পলাইলা ; পলাইলা সত্রাসে চৌদিকে
রঘুসৈন্য (জল যথা জাঙাল ভাঙিলে)
কোলাহলে ; দেবদল, তেজোহীন এবে,
পলাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা
যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে
পবন। সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষ্মণে
দেবাকৃতি। বীরমদে দুর্মদ সমরে
রাবণ, নাদিলা বলী হুহুঙ্কার রবে ;—
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হৃদয়ে
নাদে যথা মত্ত করী মত্তকরিনাদে।
দেবদত্ত ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে।
"এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ,"—কহিলা সরোষে
রাবণ,—"এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে,
নরাধম ? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি ?
শিখিধ্বজ শক্তিধর ? রঘুকুলমণি
ভ্রাতা তোর ? কোথা রাজা সুগ্রীব ? কে তোরে
রক্ষিবে পামর, আজি ? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উর্ম্মিলা,
ভাব্‌ দোঁহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে ; রক্তস্রোতঃ শুষিবে ধরণী।
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি !
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোরবেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল্য জগতে।"
 গর্জ্জিলা ভৈরবে রাজা বসাইয়া চাপে
অগ্নিশিখাসম শর ; ভীম সিংহনাদে
উত্তরিলা ভীমনাদী সৌমিত্রি কেশরী ;
"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম রক্ষঃকুলপতি !
নাহি ডরি যমে আমি ; কেন ডরাইব
তোমায় ? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথাসাধ্য কর, রথি ! আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা, পুত্রবর যথা।"
 বাধিল তুমুল রণ ; চাহিলা বিস্ময়ে
দেব-নর দোঁহা পানে ; কাটিলা সৌমিত্রি
শরজাল মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার রবে।
সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা ; "বাখানি
বীরপনা তোর আমি, সৌমিত্রি-কেশরি !
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্‌, সুরথি,
তুই ; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে।"

স্মরি পুত্রবরে শূর, হানিলা সরোষে
মহাশক্তি। বজ্রনাদে উঠিলা গর্জ্জিয়া,
উজ্জ্বলি অম্বরদেশে সৌদামিনীরূপে,
ভীষণরিপুনাশিনী। কাঁপিলা সভয়ে
দেব, নর। ভীমাঘাতে পড়িলা ভূতলে
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝঞ্চনি
দেব-অস্ত্র, রক্তস্রোতে আভাহীন এবে।
সপন্নগ গিরি সম পড়িলা সুমতি।
গহন কাননে যথা বিঁধি মৃগবরে
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুতগতি
তার পানে; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী
ধাইলা ধরিতে শবে। উঠিল চৌদিকে
আর্ত্তনাদ। হাহাকারে দেবনররথী
বেড়িলা সৌমিত্রি শূরে। কৈলাসসদনে
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী;—
"মারিল লক্ষ্মণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি
সংগ্রামে। ধুলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি
সুমিত্রানন্দন এবে। তুষিলা রাক্ষসে,
ভকত-বৎসল তুমি; লাঘবিলা রণে
বাসবের বীরগর্ব্ব; কিন্তু ভিক্ষা করি,
বিরূপাক্ষ, রক্ষ, নাথ লক্ষ্মণের দেহ!"
হাসিয়া কহিলা শূলী বীরভদ্র শূরে;—
"নিবার লঙ্কেশে, বীর!" মনোরথ-গতি
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে
বীরভদ্র; "যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
রক্ষোরাজ! হত রিপু, কি কাজ
সমরে?"
স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা।
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে;
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে
রাক্ষস; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী—
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাণ্ডবি উল্লাসে,
অট্টহাসি রক্তাধরে, ফিরিলা নিনাদি,
রক্তস্রোতে আর্দ্রদেহ। দেবদল মিলি
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা
বন্দিবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে।
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা অভিমানে
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে।

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টম সর্গ

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দির
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে
কিরীট ; রাখিলা খুলি অস্তাচলচূড়ে
দিনান্তে শিরের রত্ন তমোহা মিহিরে
দিনদেব। তারাদলে আইলা রজনী ;
আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি।
শত শত অগ্নিরাশি জ্বলিল চৌদিকে
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা
নীরবে। নয়নজল, অবিরল বহি,
ভ্রাতৃলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে,
গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে,
পড়ে তলে প্রস্রবণ। শূন্যমনাঃ খেদে
রঘুসৈন্য ;—বিভীষণ বিভীষণ রণে,
কুমুদ, অঙ্গদ, হনূ, নল, নীল বলী,
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু,
সুগ্রীব, বিষণ্ন সবে প্রভুর বিষাদে।
চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে ;—
"রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি
রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ,
আমারে ?
উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম
ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা
আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি। কেমনে
ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে ?
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ! না শাস্তি
সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্ সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে।
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ন মিতা সুগ্রীব সুমতি ;
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী ;
ব্যাকুল এ বলিদল। উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি।
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,
অভাগিনী। নাহি কাজ বিনাশি
রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি তুমি না ফিরিলে

সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?' কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে ?
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ
তুমি
আমার ? আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতা-কুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে।
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু, বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।
এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে ;
উচ্ছ্বসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে,
মহীরুহব্যূহ যথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে,
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে।
নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে
রঘুনন্দনের দুঃখে ; উৎসঙ্গ-প্রদেশে,
ধূর্জ্জটির পাদপদ্মে পড়িছে [illegible]
অশ্রুবারি [illegible]নে
[illegible], শতদলে শিশির যেমতি
প্রত্যুষে। সুধিলা প্রভু ; "কি হেতু,
সুন্দরি,
কাতরা তুমি হে আজি, কহ তা
আমারে !"

"কি না তুমি জান, দেব ?" উত্তরিলা
দেবী
গৌরী ; "লক্ষ্মণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে,
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, শুন, সকরুণে।
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে।
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পূজিবে দাসীরে
এ বিশ্বে ? বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি
আমায় ; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে।
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোষী তব পদে,
তাপসেন্দ্র ! তেঁই বুঝি, দণ্ডিলা এরূপে ?
কুক্ষণে আইলা ইন্দ্র আমার নিকটে !
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে !"
নীরবিলা মহাদেবী কাঁদি অভিমানে।
হাসি উত্তরিলা শম্ভু ; "এ অল্প বিষয়ে,
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি ?
প্রের রাঘবেন্দ্র-শূরে কৃতান্ত-নগরে।
মায়া সহ, সশরীরে, আমার প্রসাদে
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রথী।
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে
আবার ; এ নিরানন্দ ত্যজ, চন্দ্রাননে !
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি !
তমোময় যমদেশে অগ্নিস্তম্ভ সম
জ্বলি উজ্জ্বলিবে দেশ ; পূজিবে ইহারে
প্রেতকুল ; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা।"
কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে।
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা
অম্বিকায় ; মৃদুস্বরে কহিলা পার্ব্বতী ;—
"যাও তুমি লঙ্কাধামে, [illegible]
কাঁদি[illegible]ষ ; ডুবে জলাশয়ে
[illegible]মৈথিলীপতি, [illegible]
আকুল ; সম্বোধি তারে মোহিনি !
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে ; দশরথ [illegible] শোকে
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত,
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অগ্নিস্তম্ভ সম

তমোময় যমদেশে জ্বলি উজ্জ্বলিবে
অস্ত্রবর।" প্রণমিয়া উমায় চলিলা
মায়া। ছায়াপথে ছায়া পলাইলা দূরে,
রূপের ছটায় যেন মলিন। হাসিল
তারাবলী—মণিকুল সৌরকরে যথা।
পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা,
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী
লঙ্কা পানে। কতক্ষণে উতরিলা দেবী
যথায় সসৈন্যে ক্ষুণ্ণ রঘুকুলমণি।
পূরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয়-সৌরভে।
রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী;—
"মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি!
বাঁচিবে প্রাণের ভাই; সিন্ধুতীর্থ-জলে
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে
যমালয়ে; সশরীরে পশিবে, সুমতি,
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে।
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে
জীবন। হে ভীমবাহু চল শীঘ্র করি।
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ; নির্ভয়ে, সুরথি,
পশ তাহে; যাব আমি পথ দেখাইয়া,
তবাগ্রে। সুগ্রীব-আদি নেতৃপতি যত,
কহ সবে, রক্ষা তারা করুক লক্ষ্মণে।"
সবিস্ময়ে রাঘবেন্দ্র সাবধানি যত
নেতৃনাথে, সিন্ধুতীরে চলিলা সুমতি—
মহাতীর্থে। অবগাহি পূত স্রোতে দেহ
মহাভাগ, তুষি দেব-পিতৃলোক-আদি
তর্পণে, শিবির-দ্বারে উতরিলা ত্বরা
একাকী। উজ্জ্বলতর দেখিলা নৃমণি
দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলিপুটে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া রথী পূজিলা দেবীরে।
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর-ভূষণে
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে—
কি ভয় তাহার, দেব সুপ্রসন্ন যবে?
চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন-
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশিভাগে
সুধাংশুর অংশু পশি হাসে সে কাননে।
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে।
কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি
কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি
রোষে কল্লোলিছে যেন। দেখিলা সভয়ে
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত।
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী
বজ্রনাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ
উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে।
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে,
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা; ঘন ঘনাবলী,
উগরি পাবকরাশি, ভ্রমে শূন্যপথে
বাতগর্ভ, গর্জ্জি উচ্চে, প্রলয়ে যেমতি
পিনাকী, পিনাকে ইষু বসাইয়া রোষে।
সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্ম্মিত যেন! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি—
হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা
উল্লাসে।
সুধিলা বৈদেহীনাথ;—"কহ কৃপাময়ি,
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত?
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে?"
উত্তরিলা মায়াদেবী;—"কামরূপী
সেতু,
সীতানাথ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে,
ধূম্রাবৃত; কিন্তু যবে আসে পুণ্য-প্রাণী,
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা!
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি,
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে
প্রেতপুরে, কর্ম্মফল ভুঞ্জিতে এ দেশে।
ধর্ম্মপথগামী যারা যায় সেতুপথে
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব দ্বারে; পাপী যারা

সাঁতারিয়া নদী পার হয় দিবানিশি
মহাক্লেশে; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে,
জলে জলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন!
চল মোর সাথে তুমি; হেরিবে সত্বরে
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।"
ধীরে ধীরে রঘুবর চলিলা পশ্চাতে,
সুবর্ণ-দেউটি সম অগ্রে কুহকিনী
উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে
সভয়ে হেরিলা রাম বিরাট-মূরতি
যমদূত দণ্ডপাণি। গর্জ্জি বজ্রনাদে
সুধিল কৃতান্তচর; "কে তুমি? কি বলে,
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে
আত্মময়? কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব
দণ্ডাঘাতে মুহূর্ত্তেকে।" হাসি মায়াদেবী
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে।
নতভাবে নমি দূত কহিল সতীরে;—
"কি সাধ্য আমার, সাধ্বি, রোধি আমি গতি
তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ
উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে!"
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে।
লৌহময় পুরীদ্বার দেখিলা সম্মুখে
রঘুপতি; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি।
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি
ভীষণ তোরণ-মুখে;—"এই পথ দিয়া
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগে;—
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।"
অস্থিচর্ম্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু
থরথরি; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে,
বাড়বাগ্নিতেজে যথা জলদলপতি।
পিত্ত, শ্লেষ্মা, বায়ু, বলে কভু আক্রমিছে
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা;—
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুর্ম্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে
সুখাদ্য। তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে
ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি। নাচিছে, গাইছে
কভু, বিবাদিছে কভু, কাঁদিছে কভু বা,
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা।
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত-দেহ
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে—
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে।
তার পাশে বসি যক্ষ্মা শোণিত উগরে,
কাশি কাশি দিবানিশি; হাঁপায় হাঁপানি—
মহাপীড়া। বিসূচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি;
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী
শুভ্রজলরয়রূপে। তৃষারূপে রিপু
আক্রমিছে মুহুর্মুহুঃ; অঙ্গগ্রহ নামে
ভয়ঙ্কর যমচর গ্রাসিছে প্রবলে
ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র নাশি জীব বনে,
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে
কৌতুকে। অদূরে বসে সে রোগের পাশে
উন্মত্ততা,—উগ্র কভু, আহুতি পাইলে
উগ্র অগ্নিশিখা যথা; কভু হীনবলা।
বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত; কভু বা
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা
কালী। কভু গায় গীত করতালি দিয়া
উন্মদা; কভু বা কাঁদে; কভু হাসিরাশি
বিকট অধরে; কভু কাটে নিজ গলা
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে,
গলে দড়ি। কভু, ধিক্! হাব-ভাব-আদি
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে
কামাতুরা। মল, মূত্র, না বিচারি কিছু,
অন্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে।
কভু বা শৃঙ্খলাবদ্ধা, কভু ধীরা যথা
স্রোতোহীন প্রবাহিণী—পবন বিহনে।

আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে?
দেখিলা রাঘব রথী অগ্নিবর্ণ রথে
(বসন শোণিতে আর্দ্র, খর অসি করে)
রণে। রথমুখে বসে ক্রোধ সুতবেশে ;
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি
সম্মুখে। দেখিলা হত্যা, ভীম খড়্গপাণি ;
ঊর্দ্ধবাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে।
বৃক্ষশাখে গলে রজ্জু দুলিছে নীরবে
আত্মহত্যা, লোলজিহ্ব, উন্মীলিত আঁখি
ভয়ঙ্কর। রাঘবেন্দ্রে সম্ভাষি সুভাষে
কহিলেন মায়াদেবী ;—"এই যে দেখিছ,
বিকট শমনদূত যত, রঘুরথি!
নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমণ্ডলে
অবিশ্রাম, ঘোর বনে কিরাত যেমতি
মৃগয়ার্থে। পশ তুমি কৃতান্তনগরে,
সীতাকান্ত! দেখাইব আজি হে তোমারে
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে।
দক্ষিণ দুয়ার এই ; চৌরাশী নরক-
কুণ্ড আছে এই দেশে। চল ত্বরা করি।"
পশিলা কৃতান্তপুরে সীতাকান্ত বলী,
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ঋতুরাজ যেন
বসন্ত ; অমৃত কিম্বা জীবশূন্য দেহে।
অন্ধকারময় পুরী, উঠিছে চৌদিকে
আর্ত্তনাদ ; ভূকম্পনে কাঁপিছে সঘনে
জল, স্থল ; মেঘাবলী উগরিছে রোষে
কালাগ্নি ; দুর্গন্ধময় সমীর বহিছে,
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্মশানে।
কতক্ষণে রঘুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে
মহাহ্রদ ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে
কালাগ্নি ; ভাসিছে তাহে কোটি কোটি
প্রাণী
ছটফটি হাহাকারে ; "হায় রে, বিধাতঃ
নির্দ্দয়! সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে
এই হেতু? হা দারুণ! কেন না মরিনু
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে?
কোথা তুমি, দিনমণি? তুমি, নিশাপতি
সুধাংশু? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি
হেরি তোমা দোঁহে, দেব? কোথা সুত,
দারা,
আত্মবর্গ? কোথা, হায়, অর্থ, যার হেতু
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত—
করিনু কুকর্ম্ম, ধর্ম্মে দিয়া জলাঞ্জলি?"
এইরূপে পাপিপ্রাণ বিলাপে সে হ্রদে
মুহুর্মুহুঃ। শূন্যদেশে অমনি উত্তরে
শূন্যদেশভরা বাণী ভৈরব নিনাদে ;—
"বৃথা কেন মূঢ়মতি, নিন্দিস্ বিধিরে
তোরা? স্বকরম-ফল ভুঞ্জিস্ এ দেশে।
পাপের ছলনে ধর্ম্মে ভুলিলি কি হেতু?
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে।"
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মূরতি
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে ;
কাটে কৃমি ; বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী
উড়ি পড়ি ছায়াদেহে ছিঁড়ে নাড়ী-ভুঁড়ি
হুহুঙ্কারে। আর্ত্তনাদে পূরে দেশ পাপী।
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি ;—
"রৌরব এ হ্রদ নাম, শুন, রঘুমণি,
অগ্নিময়। পরধন হরে যে দুর্ম্মতি,
তার চিরবাস হেথা ; বিচারী যদ্যপি
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হ্রদে ;
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী।
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে।
নহে সাধারণ অগ্নি, কহিনু তোমারে,
জলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে,
রঘুবর! অগ্নিরূপে বিধিরোষ হেথা
জলে নিত্য। চল, রথি, চল দেখাইব
কুম্ভীপাকে ; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে
পাপিবৃন্দে যে নরকে ; ওই শুন, বলি!
অদূরে ক্রন্দনধ্বনি। মায়াবলে আমি
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুশ্রেষ্ঠ রথি!
কিম্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কূপে
কাঁদিছে আত্মহা পাপী, হাহাকার রবে;

ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিষাদে
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে।
শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি,
আনন্দসাগরে মগ্ন; সম্মুখে সৌমিত্রি
রথীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে
নবরস; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে
পূর্ণিমায়; কিম্বা পদ্ম, নিশা-অবসানে,
প্রফুল্ল। দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী
মিত্র, আর নেতৃ যত—দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে,—
দেবেন্দ্রে বেড়িয়া যেন দেবকুল-রথী।
কহিল সংক্ষেপে বার্ত্তা বার্ত্তাবহ
ত্বরা;—
"রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে,
সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গিদল সহ;—
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ, নরমণি!"
আদেশিলা রঘুবর; "আন ত্বরা করি,
বার্ত্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে।
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে?"
প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা—
(বন্দি রাজপদযুগ); "রক্ষঃকুলনিধি
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে
তব কাছে,—'তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে
সপ্তদিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি!
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে
যথাবিধি। বীরধর্ম্ম পাল, রঘুপতি!—
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত।
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা। ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি!
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি;
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে:—
পরমনোরথ আজি পুরাও, সুরথি!"
উত্তরিলা রঘুনাথ;—"পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি কহিনু তোমারে।
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্য্যে কার না বিদরে
হৃদয়? যে তরুরাজ জ্বলে তাঁর তেজে
অরণ্যে, মলিনমুখ সেও হে সে কালে।
বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে
তুমি, না ধরিব অস্ত্র সপ্তদিন আমি
সসৈন্যে। কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে,
ধর্ম্মকর্ম্মে রত জনে কভু না প্রহারে
ধার্ম্মিক!" এতেক কহি নীরবিলা বলী।
নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি;—
"নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে।
উচিত এ কর্ম্ম তব, শুন, মহামতি!
অনুচিত কর্ম্ম কভু করে কি সুজনে?
যথা রক্ষোদলপতি নৈকষেয় বলী;
নরদলপতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে—
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও
পদে—
কুক্ষণে ভেটিলে দোঁহে দোঁহে রিপুভাবে!
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র-রিপু;
খগেন্দ্র নাগেন্দ্রবৈরী; তাঁর মায়াছলে
রাঘব রাবণ-অরি—দোষিব কাহারে?"
প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে,
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে,
তিতিয়া বসন, মরি, নয়ন-আসারে,
শোকার্ত্ত। হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি
নেতৃবৃন্দে; রণসজ্জা ত্যজি কুতূহলে,
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে!
যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,—
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি
বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা—
রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে।
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা
পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলী;—
"কহ মোরে, বিধুমুখি, কেন হাহাকারে

এ দুদিন পুরবাসী ? শুনিনু সভয়ে
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে ;
কাঁপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন,
দূর বীরপদভরে, দেখিনু আকাশে
অগ্নিশিখাময় শর ; দিবা-অবসানে
জয়-নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে.
কে জিনিল ? কে হারিল ? কহ ত্বরা করি,
সমরে ! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে
প্রবোধ। না জানি হেতু জিজ্ঞাসি কাহারে।
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে।
বিকটা ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা,
করে খরসান অসি, চামুণ্ডারূপিণী,
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে,
ক্রোধে অন্ধা। আর চেড়ী রোধিল তাহারে ;
বাঁচিল এ পোড়া প্রাণ তেঁই, সুকেশিনি !
এখনও কাঁপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে।”
কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাষে ;—
“তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে
ইন্দ্রজিৎ। তেঁই লঙ্কা বিলাপে এরূপে
দিবানিশি। এত দিনে গতবল, দেবি,
কর্ব্বুর-ঈশ্বর বলী। কাঁদে মন্দোদরী ;
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে ;
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে,
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লক্ষ্মণ সুরথী
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলা সংগ্রামে—
বধিলা বাসবজিতে—অজেয় জগতে।”
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা ;—“সুবচনী তুমি
মম পক্ষে রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে।
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী !
শুভক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী
ধরিলা সুগর্ভে, সই ! এত দিনে বুঝি
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা
কৃপায়। একাকী এবে রাবণ দুর্ম্মতি
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে,—
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে !
কিন্তু শুন কাণ দিয়া ! ক্রমশঃ বাড়িছে
হাহাকার-ধ্বনি, সখি !”—কহিলা সরমা
করি সন্ধি, সিন্ধুতীরে লইছে তনয়ে
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি ! সপ্ত দিবা-নিশি
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে
বৈরিভাবে—এ প্রতিজ্ঞা করিলা নৃমণি
রাবণের অনুরোধে ;—দয়াসিন্ধু, দেবি,
রাঘবেন্দ্র। দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী—
বিদরে হৃদয়, সাধ্বি, স্মরিলে সে কথা !—
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে,
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা,
যাবে স্বর্গপুরে আজি। হরকোপানলে,
হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া,
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে ?”
কাঁদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রুনীরে
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্ত্তিমতী দয়া
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত,
কহিলা সজল আঁখি, সম্ভাষি সখীরে ;—
“কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি !
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী
আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা।
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী।
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ। ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর। অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন। মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান। হাদে দেখ হেথা,—
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে,

আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে ?
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে। বসন্তারম্ভে, হায় লো, শুখাল
হেন ফুল !"—"দোষ তব"—সুধিলা সরমা,
মুছিয়া নয়নজল—"কহ কি, রূপসি ?
কে ছিঁড়ে আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী,
বঞ্চিয়া রসালরাজে ? কে আনিল তুলি
রাঘব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষসদেশে ?
নিজ কর্ম্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি।
আর কি কহিবে দাসী ?" কাঁদিলা সরমা
শোকে। রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে
কাঁদিলা রাঘববাঞ্ছা—দুঃখী পর-দুঃখে।
খুলিল পশ্চিম-দ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে.
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ-পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে, পূরে দেশ গম্ভীর আরাবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে ;
বাজিরাজী সহ গজ ; রথিবৃন্দ রথে
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে।
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল। ঝক্ ঝক্ ঝকে
স্বর্ণ-বর্ম্ম ধাঁধে আঁখি ; রবিকরতেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড ; শিরোমণি শিরে ;
অসিকোষ সারসনে ; দীর্ঘ শূল হাতে ;—
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে !
বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী)
পরাক্রমে ভীমা সমা, রূপে বিদ্যাধরী,
রণবেশে ;—কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী,—
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে
নিশা যথা ! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা,
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে।
উচ্ছ্বসিছে কোন বামা ; কেহ বা কাঁদিছে
নীরবে ; চাহিছে কেহ রঘুসৈন্য পানে
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমতি
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে।
হায় রে, কোথা সে হাসি—সৌদামিনী-ছটা ?
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে
সর্ব্বভেদী ? চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা,
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশূন্য, কুসুম বিহনে
বৃন্ত যথা। ঢুলাইছে চামর চৌদিকে
কিঙ্করী ; চলিছে সঙ্গে বামাব্রজ কাঁদি
পদব্রজে ; কোলাহল উঠিছে গগনে।
প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে
বড়বার পৃষ্ঠে—অসি, চর্ম্ম, তূণ, ধনুঃ,
কিরীট মণ্ডিত, মরি, অমূল্য রতনে !
সারসন মণিময় ; কবচ খচিত
সুবর্ণে,—মলিন দোঁহে। সারসন স্মরি,
হায় রে, সে সরু কটি ! কবচ ভাবিয়া
সে সু-উচ্চ কুচযুগে—গিরিশৃঙ্গসম !
ছড়াইছে খই, কড়ি, স্বর্ণমুদ্রা আদি
অর্থ, দাসী ; সকরুণে গাইছে গায়কী ;
পেশল উরস হানি কাঁদিছে রাক্ষসী।
বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা
চক্রে ; ইন্দ্রচাপরূপী ধ্বজ চূড়দেশে ;—
কিন্তু কান্তিশূন্য আজি, শূন্যকান্তি যথা
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে
বিসর্জ্জন-অন্তে !—কাঁদে ঘোর কোলাহলে
রক্ষোরথী ক্ষণ বক্ষ হানি, মহাক্ষেপে
হতজ্ঞানে। রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ ;
তূণীর, ফলক, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র, গদা
আদি অস্ত্র ; সুকবচ, সৌরকর-রাশি-
সদৃশ কিরীট ; আর বীরভূষা যত।

সকরুণ গীতে গীতী গাহিছে কাঁদিয়া
রক্ষোদুঃখ। স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ,
ছড়ায় কুসুম যথা নড়ি ঘোর ঝড়ে
তরু। সুবাসিত জল ঢালে জলবহ,
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে
পদভর। চলে রথ সিন্ধুতীরমুখে।
স্ববর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে,
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,—
মর্ত্তে রতি মৃত কাম সহ সহগামী।
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, গলে ফুলমালা,
কঙ্কণ মৃণালভুজে; বিবিধ ভূষণে
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাঁদি,
চামরিণী সুচামর; কাঁদি ছড়াইছে
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে,
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাঁদে হাহারবে।
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা
মুখচন্দ্রে! কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি,
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা
দিনকর- কররাশি তোর বিম্বাধরে,
পঙ্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী—
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে!
শুখাইলে তরুরাজ, শুখায় রে লতা।
স্বয়ম্বরা বধূ ধনী। কাতারে কাতারে,
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোষশূন্য অসি
করে, রবিকর তাহে ঝলে ঝলঝলে,
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা নয়ন ঝলসে।
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে;
বহে হবির্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম, পুষ্প বহে রক্ষোবধূ
স্বর্ণপাত্রে; স্বর্ণকুম্ভে পূত অম্ভোরাশি
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে।
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে;
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী;
বাজিছে ঝাঁঝরী, শঙ্খ; দেয় হুলাহুলি
সধবা রাক্ষসনারী, আর্দ্র অশ্রুনীরে—
হায় রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে!

বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা
রাবণ;—বিশদ-বস্ত্র, বিশদ-উত্তরী,
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে;—
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষঃ—আবাল-বনিতা-
বৃদ্ধ; শূন্য করি পুরী, আঁধার রে এবে,
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে।
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ-নিনাদে।

কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে;—
"দশ শত রথী সঙ্গে যাও মহাবলী
যুবরাজ, রক্ষঃসহ মিত্রভাবে তুমি,
সিন্ধুতীরে। সাবধানে যাও, হে সুরথি!
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে।
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার! লক্ষ্মণ-শূরে হেরি পাছে রোষে,
পূর্ব্বকথা স্মরি মনে কর্ব্বুরাধিপতি,
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচূড়ামণি
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে.
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে।"

দশ শত রথী সাথে চলিলা সুরথী
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে
দেবকুল;—ঐরাবতে দেবকুলপতি,
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনন্তযৌবনা;
শিখিধ্বজে শিখিধ্বজ স্কন্দ তারকারি
সেনানী; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রথী;
মৃগে বায়ুকুলরাজ; ভীষণ মহিষে
কৃতান্ত; পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি;—

আইলা রজনীকান্ত শান্ত সুধানিধি,
মলিন তপনতেজে; আইলা সুহাসী
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত।
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,
কিন্নর, কিন্নরী। রঙ্গে বাজিল অম্বরে
দিব্য বাদ্য। দেব-ঋষি আইলা কৌতুকে,
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী।

উতরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকৌষিক বস্ত্র পরাই, থুইল
দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ
মহাতীর্থে সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী
খুলি রত্ন-আভরণ বিতরিলা সবে।
প্রণমিয়া গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে,
কহিলা;—"লো সহচরি, এতদিনে
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে;
কহিও পিতার পদে এ সব বারতা,
বাসন্তি! মায়েরে মোর"—হায় রে বহিল
সহসা নয়নজল। নীরবিলা সতী;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে।

মুহূর্ত্তে সংবরি শোক, কহিলা সুন্দরী;
"কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল
এতদিনে। যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব, সখি? ভুল না লো তারে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে।"

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষসবাদ্য; উচ্চে উচ্চারিল
বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি;
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে
হাহারব। পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে;
বিবিধ ভূষণ, বস্ত্র, চন্দন, কস্তুরী,
কেশর, কুঙ্কুম আদি দিলা রক্ষোবালা
যথাবিধি; পশুকুলে নাশি তীক্ষ্ণ শরে
ঘৃতাক্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে,
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে।

অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে;
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে।—
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা?—ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ। বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্মফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে।
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি সান্ত্বনাছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র, পুত্রবধূ আমার?'—সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?'

কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি
কয়ে ?
হা পুত্র ! হা বীরশ্রেষ্ঠ ! চিরজয়ী রণে !
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?"
অধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে।
নড়িল মস্তকে জটা ; ; ভীষণ গর্জ্জনে
গর্জ্জিল ভুজঙ্গবৃন্দ ; ধক্ ধক্ ধকে
জ্বলিল অনল ভালে ; ভৈরব কল্লোলে
কল্লোলিলা ত্রিপথগা; বরিষায় যথা
বেগবতী স্রোতস্বতী পর্ব্বতকন্দরে।
কাঁপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে ;
কাঁপিল আতঙ্কে বিশ্ব। সভয়ে অভয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধ্বী কহিলা মহেশে ;—
"কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা
দাসীরে ?
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে ;
নহে দোষী রঘুরথী। তবে যদি নাশ
অবিচারে তারে নাথ, কর ভস্ম আগে
আমায়।" চরণযুগ ধরিলা জননী।
সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধূর্জ্জটি ;—
"বিদরে হৃদয় মম, নগরাজবালে,
রক্ষোদুঃখে। জান তুমি কত ভালবাসি
নৈকষেয় শূরে আমি। তব অনুরোধে,
ক্ষমিব, হে ক্ষেমঙ্করি, শ্রীরাম লক্ষ্মণে।"

আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ত্রিশূলী ;
"পবিত্রি, হে সর্ব্বশুচি, তোমার পরশে,
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদম্পতী।"
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে।
সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিলা আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ-আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি। বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ;
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে।
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে ;
বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি ;
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে।
দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রাক্ষস। পরম যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশিতলে বিসর্জ্জিলা তাহে।
ধৌত করি দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;—
ভেদি অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে-
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে।
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে ॥

ইতি শ্রীমেঘনাদবধ-কাব্যে সংস্ক্রিয়া নাম নবমঃ সর্গঃ।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য

প্রথম সর্গ

বিরহ

বংশীধ্বনি

১

নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখি গে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।
চাতকী আমি সজনি, শুনি জলধর-ধ্বনি
কেমনে ধৈরজ ধরি থাকি লো এখন?
যাক্ মান, যাক্ কুল, মন-তরী পাবে কূল;
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ!

২

মানস সরসে, সখি, ভাসিছে মরাল, রে,
কমল কাননে!
কমলিনী কোন্ ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে?
যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে—
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি, রুষিবে শম্বর-অরি;
কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে?

৩

ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মন, রে,
মুরারির বাঁশী!

সুমন্দ মলয় আনে ও নিনাদ মোর কানে—
আমি শ্যাম-দাসী।
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে ;—
আমি কেন না কাটিব সরমের ফাঁসি ?
সৌদামিনী ঘন সনে, ভ্রমে সদানন্দ মনে ;—
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকাবিলাসী ?

৪

ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জু কুঞ্জবনে, রে,
যথা গুণমণি !
হেরি মোর শ্যামচাঁদ, পীরিতের-ফুল-ফাঁদ,
পাতে লো ধরণী।
কি লজ্জা ! হা ধিক্ তারে, ছয় ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধন লোভে সে রমণী !
চল, সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই,—
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচে লো সজনি ?

৫

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে, রে,
অবিরাম গতি :—
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী।
আমার প্রেম-সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি ? ধিক্ এ কুমতি !
আমার সুধাংশু-নিধি— দিয়াছে আমায় বিধি—
বিরহ-আঁধারে আমি ? ধিক্ এ যুকতি !

৬

নাচিছে কদম্বমূলে, বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ !
চল, সখি, ত্বরা করি দেখি গে প্রাণের হরি,
গোকুল-রতন।
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন ;
যৌবন মধুর কাল, আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন।

জলধর

১

চেয়ে দেখ, প্রিয়সখি, কি শোভা গগনে !
সুগন্ধ-বহ-বাহন, সৌদামিনী সহ ঘন
ভ্রমিতেছে মন্দগতি প্রেমানন্দ মনে ;
ইন্দ্র-চাপ রূপ ধরি, মেঘরাজ ধ্বজোপরি
শোভিতেছে কামকেতু—খচিত রতনে।

২

লাজে বুঝি গ্রহরাজ মুদিছে নয়ন !
মদন-উৎসবে এবে, মাতি ঘনপতি সেবে
রতিপতি সহ রতি ভুবনমোহন ;
চপলা চপলা হয়ে, হাসি প্রাণনাথে লয়ে
তুষিছে তাহায় দিয়ে ঘন আলিঙ্গন।

৩

নাচিছে শিখিনী সুখে কেকারব করি,
হেরি ব্রজ-কুঞ্জবনে, রাধা রাধাপ্রাণধনে,
নাচিত যেমতি যত গোকুল-সুন্দরী।
উড়িতেছে চাতকিনী, শূন্যপথে বিহারিণী,
জয়ধ্বনি করি ধনী—জলদ-কিঙ্করী।

৪

হায় রে, কোথায় আজি শ্যাম জলধর !
তব প্রিয় সৌদামিনী, কাঁদে নাথ একাকিনী,
রাধারে ভুলিলে কি হে রাধামনোহর ?
রত্নচূড়া শিরে পরি এসো বিশ্ব আলো করি,
কনক-উদয়াচলে যথা দিনকর।

৫

তব অপরূপ রূপ হেরি, গুণমণি,
অভিমানে ঘনেশ্বর যাবে যবে দেশান্তর,
আখণ্ডল-ধনু লাজে পলাবে অমনি ;
দিনমণি পুনঃ আসি উদিবে আকাশে হাসি ;
রাধিকার সুখে সুখী হইবে ধরণী।

৬

নাচিবে গোকুল-নারী, যথা কমলিনী
নাচে মলয়-হিল্লোলে সরসী-রূপসী-কোলে,
রুণু রুণু মধু বোলে বাজায়ে কিঙ্কিণী।
বসাইও ফুলাসনে এ দাসীরে তব সনে
তুমি নব জলধর, এ তব অধীনী।

৭

অরে আশা, আর কি রে হবি ফলবতী ?
আর কি পাইব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে,
পতি-হারা রতি কি লো পাবে রতি-পতি ?
মধু কহে, হে কামিনি, আশা মহা মায়াবিনী,
মরীচিকা কার তৃষা কবে তোষে সতি ?

যমুনাতটে

১

মৃদু কলরবে তুমি, ওহে শৈবলিনি,
কি কহিছ, ভাল করে কহ না আমারে।
সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি,
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী ?

২

তপনতনয়া তুমি ; তেঁই কাদম্বিনী
পালে তোমা শৈলনাথ-কাঞ্চন-ভবনে ;
জন্ম তব রাজকুলে (সৌরভ জনমে ফুলে),
রাধিকারে লজ্জা তুমি কর কি কারণে ?
তুমি কি জান না সেও রাজার নন্দিনী ?

৩

এসো, সখি, তুমি আমি বসি এ বিরলে ;
দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে।
তব কূলে, কল্লোলিনি, ভ্রমি আমি একাকিনী,
অনাথা অতিথি আমি তোমার সদনে—
তিতিছে বসন মোর নয়নের জলে।

৪

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার,
রতন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ।
ছিঁড়িয়াছি ফুল-মালা, জুড়াতে মনের জ্বালা,
চন্দনচর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন।
আর কি এ সবে সাধ আছে গো রাধার?

৫

তবে যে সিন্দূরবিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে।
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম,
জ্বলিছে এ রেখা আজি—কহিনু তোমারে—
গোপিলে এ সব কথা প্রাণ যেন ফাটে।

৬

বসো আসি, শশিমুখি, আমার আঁচলে;
কমল-আসনে যথা কমলবাসিনী।
ধরিয়া তোমার গলা, কাঁদি লো আমি অবলা,
ক্ষণেক ভুলি এ জ্বালা, ওহে প্রবাহিণি!
এসো গো বসি দুজনে এ বিজন স্থলে।

৭

কি আশ্চর্য্য! এত ক'রে করিনু মিনতি,
তবু কি আমার কথা শুনিলে না, ধনি?
এ সকল দেখেশুনে, রাধার কপাল-গুণে,
তুমিও কি ঘৃণিলা গো, রাধায় সজনি?
এই কি উচিত তব, ওহে স্রোতস্বতি?

৮

হায় রে, তোমারে কেন দোষি, ভাগ্যবতি?
ভিখারিণী রাধা এবে—তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে, তব সঙ্গিনী,
অর্পেন সাগর-করে তিনি তব পাণি;
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি।

৯

মৃদু হাসি নিশি আসি দেখা দেয় যবে,
মনোহর সাজে তুমি সাজ, লো কামিনি !
তারাময় হার পরি, শশধরে শিরে ধরি,
কুসুমদাম কবরী, তুমি বিনোদিনি,
দ্রুতগতি পতিপাশে যাও কলরবে।

১০

হায় রে, এ ব্রজে আজি কে আছে রাধার ?
কে জানে এ ব্রজজনে রাধার যাতন ?
দিবা অবসান হলে, রবি গেলে অস্তাচলে,
যদিও ঘোর তিমিরে ডোবে ত্রিভুবন,
নলিনী যেমতি জলে—এত জ্বালা কার ?

১১

উচ্চ তুমি, নীচ এবে আমি, হে যুবতি !
কিন্তু পর-দুঃখে দুঃখী না হয় যে জন,
বিফল জনম তার, অবশ্য সে দুরাচার।
মধু কহে, মিছে, ধনি, করিছ রোদন,
কাহার হৃদয়ে দয়া করেন বসতি ?

ময়ূরী

১

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী ?
আহা ! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি ?

২

আয়. পাখি, আমরা দুজনে
গলা ধরাধরি করি ভাবি লো নীরবে ;
নবীন নীরদে প্রাণ তুই করেছিস্ দান—
সে কি তোর হবে ?

আর কি পাইবে রাধা রাধিকারঞ্জনে ?
তুই ভাব্ ঘনে, ধনি, আমি শ্রীমাধবে।

৩

কি শোভা ধরয়ে জলধর,
গভীর গরজি যবে উড়ে সে গগনে !
স্বর্ণবর্ণ শক্র-ধনু— রতনে খচিত তনু—
চূড়া শিরোপর ;
বিজলী কনক-দাম পরিয়া যতনে,
মুকুলিত লতা যথা পরে তরুবর।

৪

কিন্তু ভেবে দেখ্ লো কামিনি,
মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে।
হায়, ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি
করে, রে শিখিনি !
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেন রাধা কুলকলঙ্কিনী।

৫

তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে, তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী ?
আহা ! কে না ভালবাসে শ্রীমধুসূদনে ?
মধু কহে, যা কহিলে সত্য, বিনোদিনি !

পৃথিবী

১

হে বসুধে, জগৎজননি !
দয়াবতী তুমি, সতি, বিদিত ভুবনে।
যবে দশানন-অরি,
বিসর্জ্জিলা হুতাশনে জানকী সুন্দরী,
তুমি গো রাখিলে, বরাননে !

তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা, বাসুকি-রমণি !

২

হে বসুধে, রাধা বিরহিণী।
তার প্রতি আজি তুমি বাম কি কারণে ?
শ্যামের বিরহানলে, সুভগে, অভাগী জ্বলে,
তারে যে কর না তুমি মনে ?
পুড়িছে অবলা বালা, কে সম্বরে তার জ্বালা,
হায়, এ কি রীতি তব, হে ঋতুকামিনি ?

৩

শমীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলে—
কিন্তু সে কি বিরহ-অনল, বসুন্ধরে ?
তা হ'লে বন-শোভিনী
জীবন যৌবনতাপে হারাত তাপিনী—
বিরহ দুরূহ দুহে হরে।
পুড়ি আমি অভাগিনী, চেয়ে দেখ না মেদিনি,
পুড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে।

৪

আপনি তো জান গো ধরণি !
তুমিও তো ভালবাস ঋতুকুলপতি।
তার শুভ আগমনে
হাসিয়া সাজহ তুমি নানা আভরণে—
কামে পেলে সাজে যথা রতি।
অলকে ঝলকে কত, ফুল-রত্ন শত শত।
তাহার বিরহ-দুঃখ ভেবে দেখ, ধনি !

৫

লোকে বলে, রাধা কলঙ্কিনী।
তুমি তারে ঘৃণা কেনে কর সীমন্তিনি ?
অনন্ত, জলধি-নিধি—
এই দুই বরে তোমা দিয়াছেন বিধি,
তবু তুমি মধুবিলাসিনী !
শ্যাম মম প্রাণস্বামী— শ্যামে হারায়েছি আমি,
আমার দুঃখে কি তুমি হও না দুঃখিনী ?

৬

হে সখি, এ অবোধ পরাণ
কেমনে করিব স্থির কহ গো আমারে ?
বসন্তরাজ বিহনে
কেমনে বাঁচ গো তুমি—কি ভাবিয়া মনে—
শেখাও সে সব রাধিকারে।
মধু কহে, হে সুন্দরি, থাক হে ধৈরজ ধরি,
কালে মধু বসুধারে করে মধুদান !

প্রতিধ্বনি

১

কে তুমি, শ্যামেরে ডাক, রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে ?
কে তুমি, কোন্ যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেমডোরে !

২

কুমুদিনী কায়-মনঃ সঁপে শশধরে—
ভুবনমোহন !
চকোরী শশীর পাশে, আসে সদা সুধা আশে,
নিশি হাসি বিহারয়ে লয়ে সে রতন ;
এ সকলে দেখিয়া কি কোপে কুমুদিনী ?
সজনী উভয় তার—চকোরী, যামিনী।

৩

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ-নন্দিনি !
পর্ব্বত-গহন-বনে, বাস তব, বরাননে,
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি !
নিরাকার ভারতি, কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে ?

৪

জানি আমি, হে সজনি, ভালবাস তুমি,
মোর শ্যামধনে।
শুনি মুরারির বাঁশী, গাইতে তুমি গো আসি
শিখিয়া শ্যামের গীত, মঞ্জু কুঞ্জবনে।
রাধা রাধা বলি যবে ডাকিতেন হরি—
রাধা রাধা বলি তুমি ডাকিতে, সুন্দরি!

৫

যে ব্রজে শুনিতে আগে সঙ্গীতের ধ্বনি,
আকাশসম্ভবে!
ভূতলে নন্দনবন, আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজি হাহাকার রবে।
কত যে কাঁদে রাধিকা, কি কব, সজনি,
চক্রবাকী সে—এ তার বিরহ-রজনী।

৬

এস, সখি, তুমি আমি ডাকি দুই জনে
রাধা-বিনোদন;
যদি এ দাসীর রব, কু-রব ভেবে মাধব
না শুনেন, শুনিবেন তোমার বচন।
কত শত বিহঙ্গিনী ডাকে ঋতুবরে—
কোকিলা ডাকিলে তিনি আসেন সত্বরে।

৭

না উত্তরি মোরে, রামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল!
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত,
কিন্তু আজি উচিত কি তোমার এ ছল?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ, কাঁদে; হাস, হাসে, মাধব-রমণি!

ঊষা

১

কনক-উদয়াচলে, তুমি দেখা দিলে,
হে সুর-সুন্দরি!
কুমুদ মুদয়ে আঁখি, কিন্তু সুখে গায় পাখী,
গুঞ্জরি নিকুঞ্জে ভ্রমে ভ্রমর-ভ্রমরী;
বরসরোজিনী ধনী, তুমি হে তার সজনী,
নিত্য তার প্রাণনাথে আন সাথে করি।

২

তুমি দেখাইলে পথ যায় চক্রবাকী
যথা প্রাণপতি।
ব্রজাঙ্গনে দয়া করি, লয়ে চল যথা হরি,
পথ দেখাইয়া তারে দেহ শীঘ্রগতি;
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আঁধা, আজি গো শ্যামের রাধা,
ঘুচাও আঁধার তার, হৈমবতি সতি!

৩

হায়, ঊষা, নিশাকালে আশার স্বপনে
ছিলাম ভুলিয়া;
ভেবেছিনু তুমি, ধনি, নাশিবে ব্রজ-রজনী,
ব্রজের সরোজরবি ব্রজে প্রকাশিয়া;
ভেবেছিনু কুঞ্জবনে পাইব পরাণধনে
হেরিব কদম্বমূলে রাধা-বিনোদিয়া।

৪

মুকুতা-কুণ্ডলে তুমি সাজাও, ললনে,
কুসুমকামিনী;
আন মন্দ সমীরণে বিহারিতে তার সনে,
রাধা-বিনোদনে কেন আন না রঙ্গিণি?
রাধার ভূষণ যিনি, কোথায় আজি গো তিনি?
সাজাও আনিয়া তাঁরে রাধা বিরহিণী।

৫

ভালে তব জলে, দেবি, আভাময় মণি—
বিমল-কিরণ

ফণিনী নিজ কুন্তলে, পরে মণি কুতুহলে-
কিন্তু মণি-কুলরাজা ব্রজের রতন।
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, এই লাগে মোর মনে—
ভূতলে অতুল মণি শ্রীমধুসূদন।

কুসুম

১

কেন এত ফুল তুলিলি, সজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী
তারার মালা ?
আর কি যতনে কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা ?

২

আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী ?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ?
অলি বঁধু তার ; কে আছে রাধার—
হতভাগিনী ?

৩

হায় লো, দোলাবি সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?
আর কি নাচে লো, তমালের তলে
বনমালিয়া ?
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর,—
গেছে উড়িয়া।

৪

আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশী
নিকুঞ্জবনে ?
ব্রজ-সুধানিধি শোভে কি লো হাসি
ব্রজ-গগনে ?

ব্রজ-কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী
ব্রজভবনে।

৫

হায় রে যমুনে, কেন না ডুবিল
তোমার জলে
অদয় অক্রূর, যবে সে আইল
ব্রজমণ্ডলে ?
ক্রূর দূত হেন বধিলে না কেন
বলে কি ছলে ?

৬

হরিল অধম মম প্রাণ হরি
ব্রজরতনে ;
ব্রজবন-মধু নিল ব্রজ-অরি,
দলি ব্রজবনে।
কবি মধু ভণে, পাবে, ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদনে।

মলয় মারুত

১

শুনেছি মলয় গিরি তোমার আলয়—
মলয়-পবন !
বিহঙ্গিনীগণ তথা, গাহে বিদ্যাধরী যথা,
সঙ্গীত-সুধায় পূরে নন্দন কানন ;
কুসুমকুলকামিনী, কোমলা কমলা জিনি,
সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন।

২

হায়, কেনে ব্রজে আজি ভ্রমিছ হে তুমি—
মন্দ সমীরণ ?
যাও সরসীর কোলে, দোলাও মৃদু হিল্লোলে,
সুপ্রফুল্ল নলিনীরে—প্রেমানন্দ মন।
ব্রজ-প্রভাকর যিনি, ব্রজ আজি ত্যজি তিনি
বিরাজেন অস্তাচলে—নন্দের নন্দন।

৩

সৌরভ-রতন দানে তুষিবে তোমারে
আদরে নলিনী ;
তব তুল্য উপহার, কি আজি আছে রাধার ?
নয়ন-আসারে, দেব, ভাসে সে দুঃখিনী।
যাও যথা পিকবধূ বরিষে সঙ্গীত-মধু,—
এ নিকুঞ্জে কাঁদে আজি রাধা বিরহিণী।

৪

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে ;
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে।
রাধার রোদনধ্বনি, বহ যথা শ্যামমণি—
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্যামের বিহনে।

৫

যাও চলি, মহাবলি, যথা বনমালী—
রাধিকা-বাসন ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ দুষ্টমতি, রোধে যদি তব গতি,
মোর অনুরোধে তারে ভেঙো, প্রভঞ্জন !
তরুরাজ যুদ্ধ-আশে, তোমারে যদি সম্ভাষে—
বজ্রাঘাতে যেও তায় করিয়া দলন।

৬

দেখি তোমা পীরিতের ফাঁদ পাতে যদি
নদী রূপবতী ;
মজো না বিভ্রমে তার, তুমি হে দূত রাধার,
হেরো না হেরো না, দেব, কুসুম-যুবতী।
কিনিতে তোমার মন, দিবে সে সৌরভ-ধন,
অবহেলি সে ছলনা যেয়ো আশুগতি !

৭

শিশিরের নীরে ভাবি অশ্রুবারি-ধারা,
ভুলো না, পবন !
কোকিলা শাখা উপরে, ডাকে যদি পঞ্চস্বরে,
মোর কিরে শীঘ্র করে ছেড়ো সে কানন।

স্মরি রাধিকার দুখ হইও সুখে বিমুখ—
মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী সে সুজন।

৮

উতরিবে যবে যথা রাধিকারমণ,
মোর দূত হয়ে,
কহিও গোকুল কাঁদে, হারাইয়া শ্যামচাঁদে—
রাধার রোদনধ্বনি দিও তারে লয়ে:
আর কথা, আমি নারী, শরমে কহিতে নারি,—
মধু কহে, ব্রজাঙ্গনে, আমি দিব কয়ে।

বংশীধ্বনি

১

কে ও বাজাইছে বাঁশী, সজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জ-বনে?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে।—
এ আগুনে কেনে আহুতি দান?
অমনি নারে কি জ্বালাতে প্রাণ?

২

বসন্ত-অন্তে কি কোকিলা গায়
পল্লব-বসনা শাখা-সদনে?
নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যায়।—
বংশীধ্বনি আজি নিকুঞ্জবনে?
হায়, ও কি আর গীত গাইছে?
না হেরি শ্যামে ও বাঁশী কাঁদিছে।

৩

শুনিয়াছি, সই, ইন্দ্র রুষিয়া,
গিরিকুল-পাখা কাটিলা যবে,
সাগরে অনেক নগ পশিয়া
রহিল ডুবিয়া—জলধিভবে।
সে শৈল সকল শির উচ্চ করি
নাশে এবে সিন্ধুগামিনী তরী।

৪

কে জানে কেমনে প্রেমসাগরে
বিচ্ছেদ-পাহাড় পশিলা আসি ?
কার প্রেমতরী নাশ না করে—
ব্যাধ যেন পাখী পাতিয়া ফাঁসী—
কার প্রেমতরী মগনে না জলে
বিচ্ছেদ-পাহাড়—বলে কি ছলে ?

৫

হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে
গত সুখ ? তারে পাব কি আর ?
বাসি ফুলে কি লো সৌরভ মিলে ?
ভুলিলে ভাল যা—স্মরণ তার ?
মধুরাজে ভেবে নিদাঘ-জ্বালা,
কহে মধু, সহ, ব্রজের বালা।

গোধূলি

১

কোথা রে রাখাল-চূড়ামণি ?
গোকুলের গাভীকুল, দেখ, সখি, শোকাকুল
না শুনে সে মুরলীর ধ্বনি।
ধীরে ধীরে গোষ্ঠে সবে পশিছে নীরব,—
আইল গোধূলি, কোথা রহিল মাধব ?

২

আইল লো তিমির যামিনী ;
তরুডালে চক্রবাকী বসিয়া কাঁদে একাকী—
কাঁদে যথা রাধা বিরহিণী।
কিন্তু নিশা অবসানে হাসিবে সুন্দরী ;
আর কি পোহাবে কভু মোর বিভাবরী ?

৩

ওই দেখ উদিছে গগনে—
জগত-জন-রঞ্জন— সুধাংশু রজনীধন,
প্রমদা কুমুদী হাসে প্রফুল্লিত মনে।

কলঙ্কী শশাঙ্ক, সখি, তোষে লো নয়ন—
ব্রজ-নিষ্কলঙ্ক-শশী চুরি করে মন।

৪

হে শিশির, নিশার আসার!
তিতিও না ফুলদলে ব্রজে আজি তব জলে,
বৃথা ব্যয় উচিত গো হয় না তোমার।
রাধার নয়ন-বারি ঝরি অবিরল,
ভিজাইবে আজি ব্রজে—যত ফুলদল।

৫

চন্দনে চর্চ্চিয়া কলেবর,
পরি নানা ফুলসাজ, লাজের মাথায় বাজ,
মজায় কামিনী এবে রসিক নাগর।
তুমি বিনা, এ বিরহ, বিকট-মূরতি;
কারে আজি ব্রজাঙ্গনা দিবে প্রেমারতি?

৬

হে মন্দ মলয়-সমীরণ।
সৌরভ-ব্যাপারী তুমি, ত্যজ আমি ব্রজভূমি—
অগ্নি যথা জ্বলে তথা কি করে চন্দন?
যাও হে, মোদিত কুবলয়-পরিমলে,
জুড়াও সুরতক্লান্ত সীমন্তিনী দলে।

৭

যাও চলি, বায়ু-কুলপতি!
কোকিলার পঞ্চস্বর, বহ তুমি নিরন্তর—
ব্রজে আজি কাঁদে যত ব্রজের যুবতী।
মধু ভণে, ব্রজাঙ্গনে, করো না রোদন,
পাবে বঁধু—অঙ্গীকারে শ্রীমধুসূদন।

গোবর্দ্ধন-গিরি

১

নমি আমি, শৈলরাজ, তোমার চরণে—
রাধা এ দাসীর নাম—গোকুল-গোপিনী ;
কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে,
আমি, দেব, কুলের কামিনী ?
কিন্তু দিবা অবসানে, হেরি তারে কে না জানে,
নলিনী মলিনী ধনী কাহার বিহনে—
কাহার বিরহানল-তাপে তাপিত সে সরঃ-সুশোভিনী ?

২

হে গিরি, যে বংশীধর ব্রজ-দিবাকর,
ত্যজি আজি ব্রজধাম গিয়াছেন তিনি।
নলিনী নহে গো দাসী রূপে, শৈলেশ্বর!
তবুও নলিনী যথা ভজে প্রভাকর,
ভজে শ্যামে রাধা অভাগিনী।
হারায়ে এ হেন ধনে, অধীর হইয়া মনে,
এসেছি তব চরণে কাঁদিতে, ভূধর !
কোথা মম শ্যাম গুণমণি ? মণিহারা আমি গো ফণিনী।

৩

রাজা তুমি ; বনরাজী ব্রততী-ভূষিত,
শোভে কিরীটের রূপে তব শিরোপরে ;
কুসুম-রতনে তব বসন খচিত ;
সুমন্দ প্রবাহ—যেন রজতে রঞ্জিত—
তোমার উত্তরীরূপ ধরে ;
করে তব তরুবলী, রাজদণ্ড, মহাবলি,
দেহ তব ফুলরজে সদা ধূসরিত ;—
অসীম মহিমা ধর তুমি, কে না তোমা পূজে চরাচরে ?

৪

বরাঙ্গনা কুরঙ্গিণী তোমার কিঙ্করী ;
বিহঙ্গিনীদল তব মধুর গায়িনী ;
যত বননারী তোমা সেবে, হে শিখরি,
সতত তোমাতে রত বসুধা সুন্দরী—
তব প্রেমে বাঁধা গো মেদিনী।

দিবাভাগে দিবাকর, তব, দেব, ছত্রধর,
নিশাভাগে দাসী তব সুতারা শর্ব্বরী।
তোমার আশ্রয় চায় আজি রাধা, শ্যাম-প্রেমভিখারিণী।

৫

যবে দেবকুলপতি রুষি, মহীধর,
বরষিলা ব্রজধামে প্রলয়ের বারি,—
যবে শত শত ভীমমূর্ত্তি মেঘবর,
গরজি গ্রাসিল আসি দেব দিবাকর,
বারণে যেমনি বারণারি,—
ছত্র সম তোমা ধরি, রাখিলা যে ব্রজে হরি,
সে ব্রজ কি ভুলিলা গো আজি ব্রজেশ্বর?
রাধার নয়নজলে এবে ডোবে ব্রজ! কোথা বংশীধারী?

৬

হে বীর! শরমহীনা ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা, দেব, সহিব কেমনে?
ডুবি আমি কুলবালা অকুল পাথারে,
কি করে নীরবে রব শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে।
কুলবতী যে রমণী, লজ্জা তার শিরোমণি—
কিন্তু এবে এ মনঃ কি বুঝিতে তা পারে?
মধু কহে, লাজে হানি বাজ, ভজ, বামা, শ্রীমধুসূদনে।

সারিকা

১

ওই যে পাখীটি, সখি, দেখিছ পিঞ্জরে রে,
সতত চঞ্চল—
কভু কাঁদে, কভু গায়, যেন পাগলিনী প্রায়,
জলে যথা জ্যোতিবিম্ব—তেমতি তরল।
কি ভাবে ভাবিনী যদি বুঝিতে সজনি,
পিঞ্জর ভাঙিয়া ওরে ছাড়িতে অমনি।

২

নিজে যে দুঃখিনী, পরদুঃখ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে;—

আজি ও পাখীর মন, বুঝি আমি বিলক্ষণ—
আমিও বন্দী লো আজি ব্রজ-কারাগারে।
সারিকা অধীর ভাবি কুসুম-কানন,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধাবিনোদন।

৩

বনবিহারিণী ধনী বসন্তের সখী রে,
শুকের সুখিনী!
বলে ছলে ধরে তারে, বাঁধিয়াছ কারাগারে—
কেমনে ধৈরয ধরি রবে সে কামিনী?
সারিকার দশা, সখি, ভাবিয়া অন্তরে,
রাধিকারে বেঁধো না লো সংসার-পিঞ্জরে!

৪

ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে,
হইয়া সদয়;
ছাড়ি দেহ যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী,
শুকে দেখি সুখে ওর জুড়াবে হৃদয়।
সারিকার ব্যথা সারি, ওলো দয়াবতি,
রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি।

৫

এ ছার সংসার আজি আঁধার, সজনি রে,
রাধার নয়নে।
কেন তবে মিছে তারে, রাখ তুমি এ আঁধারে—
সফরী কি ধরে প্রাণ বারির বিহনে?
দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনস্থলী;
লাগুক কুলের মুখে কলঙ্কের কালী।

৭

ভাল, যে বাসে, সজনি, কি কাজ তাহার রে,
কুল-মান-ধনে?
শ্যামপ্রেমে উদাসিনী রাধিকা শ্যাম-অধীনী—
কি কাজ তাহার আজি রত্ন-আভরণে?
মধু কহে, কুলে ভুলি কর লো গমন—
শ্রীমধুসূদন, ধনি, রসের সদন।

কৃষ্ণচূড়া

১

এই যে কুসুম, শিরোপরে পরেছি যতনে,
মম শ্যাম-চূড়া-রূপ ধরে এ ফুল-রতনে।
বসুধা নিজ কুন্তলে, পরেছিল কুতূহলে,
এ উজ্জ্বল মণি,
রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী ?

২

এই যে কম মুকুতাফল, এ ফুলের দলে,
হে সখি, এ মোর আঁখিজল, শিশিরের ছলে।
লয়ে কৃষ্ণচূড়ামণি, কাঁদিনু আমি, সজনি,
বসি একাকিনী,
তিতিনু নয়ন-জলে ; সেই জল সেই দলে,
গলে পড়ে শোভিতেছে, দেখ লো কামিনী।

৩

পাইয়া এ কুসুম-রতন—শোন লো যুবতি,
প্রাণ-হরি করিনু স্মরণ—স্বপনে যেমতি।
দেখিনু রূপের রাশি, মধুর অধরে বাঁশী,
কদমের তলে,
পীতধড়া স্বর্ণ-রেখা, নিকষে যেন লো দেখা,
কুঞ্জ-শোভা বরগুঞ্জমালা দোলে গলে।

৪

মাধবের রূপের মাধুরী, অতুল ভুবনে —
কার মন নাহি করে চুরি, কহ, লো ললনে ?
যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মন কিনিয়া,
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায় ?
মধু কহে, তাও কভু হয় কি সুন্দরি ?

নিকুঞ্জবনে

১

যমুনা-পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী,
হে নিকুঞ্জবন!
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে
হে সখে, দেখাও মোরে ব্রজের রঞ্জন।
সুধাংশু-সুধার হেতু বাঁধিয়া আশার সেতু,
কুমুদিনী-মন যথা উঠে গো গগনে,
হেরিতে মুরলীধর— রূপে জিনি শশধর—
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে—
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ
নন্দের নন্দন!

২

তুমি জান কত ভালবাসি শ্যামধনে,
আমি অভাগিনী;
তুমি জান, সুভাজন, হে কুঞ্জ-কুল-রাজন্,
এ দাসীরে কত ভালবাসিতেন তিনি।
তোমার কুসুমালয়ে, যবে গো অতিথি হয়ে,
বাজায়ে বাঁশরী ব্রজ মোহিত মোহন,
তুমি জান কোন্ ধনী, শুনি সে মধুর ধ্বনি,
অমনি আসি সেবিত ও রাঙা-চরণ,—
যথা শুনি জলদ-নিনাদ ধায় রড়ে
প্রমদা শিখিনী।

৩

সে কালে—জ্বলে রে মন স্মরিলে সে কথা,
মঞ্জু কুঞ্জবন,—
ছায়া তব সহচরী, সোহাগে বসাতো ধরি,
মাধবে অধিনী সহ পাতি ফুলাসন;
মুঞ্জরিল তরুবলী, গুঞ্জরিত যত অলি,
কুসুম-কামিনী তুলি ঘোমটা অমনি,
মলয়ে সৌরভ বন, বিতরিত অনুক্ষণ,
দাতা যথা রাজেন্দ্রনন্দিনী—গন্ধামোদে
মোদিয়া কানন।

৪

পঞ্চস্বরে কত যে গাইত পিকবর
মদন-কীর্ত্তন,—
হেরি মম শ্যামধন, ভাবি তারে নবঘন,
কত যে নাচিত সুখে, শিখিনী, কাননে,—
ভুলিতে কি পারি তাহা, দেখেছি শুনেছি যাহা ?
রয়েছে সে সব লেখা রাধিকার মনে।
নলিনী ভুলিবে যবে রবি-দেবে, রাধা তবে
ভুলিবে, হে মঞ্জু কুঞ্জ, ব্রজের রঞ্জনে।
হায় রে, কে জানে যদি ভুলি যবে আসি
গ্রাসিবে শমন।

৫

কহ, সখে, জান যদি কোথা গুণমণি—
কাম-বঁধু যথা মধু, তুমি হে শ্যামের বঁধু,
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ ?
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন ?
তব পদে বিলাপিনী কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ, কুঞ্জবর !
তোমার হৃদয়ে দয়া, পদ্মে যথা পদ্মালয়া,
বধো না রাধার প্রাণ না দিয়ে উত্তর।
মধু কহে, শুন ব্রজাঙ্গনে, মধুপুরে
শ্রীমধুসূদন।

সখী

১

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?

২

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুমকানন ?
জলহীনা স্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন ?
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন ?

৩

হায় লো সয়েছি কত, শ্যামের বিহনে—
কতই যাতন,
যে জন অন্তরযামী, সেই জানে আর আমি,
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন ?
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন ?

৪

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর-
কুমুদ-বাসন।
বিষাদ-নিশ্বাস-বায় ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,
কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন ?
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ ?

৫

শিখিনী ধরি, সজনি, গ্রাসে মহাফণী—
বিষের সদন !
বিরহ-বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে
কুলবালা এ জালায় ধরে কি জীবন ?
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকানন্দন ?

৬

এই দেখ, ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ-গাঁথন ;
দোলাইব শ্যাম গলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন।

হ্লাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন ?

৭

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
মধু—যার মধুধ্বনি— কহে, কেন কাঁদ, ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ?

বসন্তে

১

ফুটিল বকুলফুল কেন লো গোকুলে আজি,
কহ তা, সজনি ?
আইলা কি ঋতুরাজ ? ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী ?
মুছিয়া নয়ন-জল চল্ লো সকলে চল্,
শুনিব তমালতলে বেণুর সুরব ;—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব।

২

যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই,
কুসুমকাননে,
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ-মনে,
সে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুলভবন ?
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন।

৩

স্বন্ স্বন্ স্বনে, শুন বহিছে পবন, সই,
গহন কাননে ;
হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাইছে মঙ্গলগীত,
বিহঙ্গমগণে।

কুবলয়-পরিমল, নহে এ ; সজনি, চল্,—
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন।
হায় লো, শ্যামের বপুঃ সৌরভসদন!

৪

উচ্চ বীচিরবে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই,
রাধায়, সজনি!
কল কল কল কলে, সু-তরঙ্গদল চলে,
যথা গুণমণি।
সুধাকর-কররাশি, সম লো শ্যামের হাসি,
শোভিছে তরল জলে ; চল ত্বরা করি—
ভুলি গে বিরহ-জ্বালা হেরি প্রাণ-হরি!

৫

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা, গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে ;
মরমরে পাতাদল, মৃদুরবে বহে জল,
মলয় হিল্লোলে ;—
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে,—
কি সুখ লভিব, সখি, দেখ ভাবি মনে,
পাই যদি হেন স্থলে গোকুল-রতনে?

৬

কেন এ বিলম্ব আজি, কহ ওলো সহচরি,
করি এ মিনতি?
কেন অধোমুখে কাঁদ, আবরি বদনচাঁদ,
কহ, রূপবতি!
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি ওলো বিধুমুখি,
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে?
কে বিলম্বে হেন কালে? চল কুঞ্জবনে!

৭

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমল-পদ,
চল ত্বরা করি ;
দেখিব কি মিষ্ট হাসে, শুনিব কি মিষ্ট ভাষে,
তোষেন শ্রীহরি—

দুঃখিনী দাসীরে ; চল, হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে, চল লো সজনি ;—
সুধে মধু, শূন্য-কুঞ্জে কি কাজ, রমণি ?

বসন্তে

১

সখি রে,—
বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে।
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল, চল লো বনে !
চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি ব্রজরমণে।

২

সখি রে,—
উদয়-অচলে উষা, দেখ, আসি হাসিছে।
এ বিরহ-বিভাবরী, কাটানু ধৈরজ ধরি,
এবে লো রব কি করি ?—প্রাণ কাঁদিছে !
চল লো নিকুঞ্জে যথা কুঞ্জমণি নাচিছে !

৩

সখি রে,—
পূজে ঋতুরাজে আজি ফুলজালে ধরণী।
ধূপরূপে পরিমল, আমোদিছে বনস্থল,
বিহঙ্গমকুলকল—মঙ্গল-ধ্বনি।
চল লো নিকুঞ্জে পূজি শ্যামরাজে, সজনি !

৪

সখি রে,—
পাদ্যরূপে অশ্রুধারা দিয়া ধোব চরণে।
দুই কর-কোকনদে, পূজিব রাজীব-পদে ;
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে, ভাবিয়া মনে।
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে।

৫

সখি রে,—
  এ যৌবন-ধন দিব উপহার রমণে।
ভালে যে সিন্দূরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু;—
  দেখিব লো দশ-ইন্দু সুনখগণে!
  চিরপ্রেম-বর মাগি লব, ওলো ললনে!

৬

সখি রে,—
  বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে।
পিককুল কলকল, চঞ্চল অলিদল,
  উছলে সুরবে জল, চল লো বনে!
  চল লো, জুড়াব আঁখি দেখি—মধুসূদনে।

ইতি শ্রীব্রজাঙ্গনাকাব্যে বিরহো নাম প্রথমঃ সর্গঃ।

কৃষ্ণকুমারী নাটক

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

ভীমসিংহ	···	উদয়পুরের রাজা।	নারায়ণ মিশ্র	···	রাজমন্ত্রী।
বলেন্দ্র সিংহ	···	রাজভ্রাতা।	ধনদাস	···	রাজসহচর।
সত্যদাস		রাজমন্ত্রী।	অহল্যাদেবী	···	ভীমসিংহের পাটেশ্বরী।
জগৎসিংহ	···	জয়পুরের রাজা।	কৃষ্ণকুমারী	···	ভীমসিংহের দুহিতা।

তপস্বিনী, বিলাসবতী, মদনিকা, ভৃত্য, রক্ষক, দূত, সন্ন্যাসী ইত্যাদি।

মঙ্গলাচরণ

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, মহাশয়েষু।

মহাশয়!

আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নট-কুল-শিরোমণি; ইহার দোষ-গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষতঃ, আমার এই বাঞ্ছা, যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিত-সম্প্রদায় জানিতে পারেন, যে আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিতেন।

আমাদিগের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, দর্শনকাব্যের উন্নতি-বিষয়ে যে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দর্শনকাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি, যে মৃত রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অন্যান্য মহাশয়েরা যত্নবান্ হন। এই কাব্য-বিষয়ে উক্ত রাজা মহাশয় আমাকে যে কতদূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না, যে আর এ পথের পথিক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিকূলতা প্রকাশ করিলেন?

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এ দেশে এত দূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্ব্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য, যে আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, এ অভিনব কাব্য আপনার এবং অন্যান্য গুণগ্রাহী মহোদয়গণ সমীপে আদরণীয় হইলে, পরিশ্রম সফল বোধ করিব, ইতি।

গ্রন্থকারস্য

নিবেদনমিতি।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—রাজগৃহ।

(রাজা জয়সিংহ, পশ্চাতে পত্র হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। আঃ, কি আপদ্‌! তোমরা কি আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম কত্যে দেবে না? তুমিই যা হয় একটা বিবেচনা করগে না।

মন্ত্রী। মহারাজ, অনন্তদেবই পৃথিবীর ভার সর্ব্বদা সহ্য করেন। আপনি এতে বিরক্ত হবেন না।

রাজা। হা! হা! মন্ত্রিবর, অনন্তদেবের সঙ্গে আমার তুলনাটা কি প্রকারে সঙ্গত হয়? তিনি হলেন দেবাংশ, আমি একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য মাত্র। আহার, নিদ্রা, সময়বিশেষে আরাম—এ সকল না হলে আমার জীবন রক্ষা করা দুষ্কর। তা দেখ, আমার এখন কিঞ্চিৎ অলস ইচ্ছা হচ্যে। এ সকল পত্র না হয় সন্ধ্যার পর দেখা যাবে, তাতে হানি কি? যবনদল কিম্বা মহারাষ্ট্রের সৈন্য ত এই মুহূর্ত্তেই এ নগর আক্রমণ কত্যে আস্‌চে না—

(ধনদাসের প্রবেশ)

আরে ধনদাস? এস, এস, তবে ভাল আছ ত?

ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের চিরদাস। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে এর কি অমঙ্গল আছে?

মন্ত্রী। (স্বগত) সব প্রতুল হলো—আর কি? একে মনসা, তায় আবার ধূনার গন্ধ! এ কর্ম্মনাশাটা থাকতে দেখছি কোন কর্ম্মই হবে না। দূর হোক্‌! এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ করা পণ্ড পরিশ্রম।

[প্রস্থান।

রাজা। তবে সংবাদ কি, বল দেখি?

ধন। (সহাস্য বদনে) মহারাজ, এ নিকুঞ্জবনের প্রায় সকল ফুলেই আপনার এক একবার মধুপান করা হয়েছে, নূতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্ডা ধুতুরা প্রভৃতি গোটাকতক কদর্য্য ফুল বাকি আছে। কৈ? জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না।

রাজা। সে কি হে? সাগর বারিশূন্য হলো না কি?

ধন। আর মহারাজ! এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে?

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি, বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, তার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা ত নয়, সাতটা সাগর আছে!

রাজা। ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তবে এখন উপায় কি, বল দেখি?

ধন। আজ্ঞা, উপায়ের কথা পরে নিবেদন করছি। আপনি অগ্রে এই চিত্রপটখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন দেখি। এখানি একবার আপনাকে দেখাবার নিমিত্তই আমি এখানে আনলেম।

রাজা। (চিত্রপট অবলোকন করিয়া) বাঃ, এমন কার প্রতিমূর্ত্তি হে? এমন রূপ ত আমি কখন দেখি নাই।

ধন। মহারাজ, আপনি কেন? এমন রূপ, বোধ হয়, এ জগতে আর কেউ কখন দেখে নাই।

রাজা। তাই ত! আহা! কি চমৎকার রূপ! ওহে ধনদাস, এ কমলিনীটি কোন্ সরোবরে ফুটেছে, আমাকে বলতে পার? তা হলে আমি বায়ুগতিতে এখনই এর নিকটে যাই।

ধন। মহারাজ. এ বিষয়ে এত ব্যস্ত হলে কি হবে? এ বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে। এর চারিদিকে রুদ্রচক্র অহর্নিশি ঘুরছে। একটি ক্ষুদ্র মাছিও এর নিকটে যেতে পারে না।

রাজা। কেন? বৃত্তান্তটা কি. বল দেখি শুনি?

ধন। আজ্ঞা, মহারাজ—

রাজা। বলই না কেন? তায় দোষ কি?

ধন। মহারাজ. ইনি উদয়পুরের রাজদুহিতা—এঁর নাম কৃষ্ণকুমারী!

রাজা। (সসম্ভ্রমে) বটে? (পট অবলোকন করিয়া) ধনদাস, তুমি যে বলছিলে এ সুধা চন্দ্রলোকে থাকে, সে যথার্থই বটে। আহা! যে মহদ্বংশে শত রাজসিংহ জন্মগ্রহণ করেছেন, যে বংশের যশঃসৌরভে এ ভারতভূমি চির পরিপূর্ণ, সে বংশে এরূপ অনুপমা কামিনীর সম্ভব না হলে আর কোথায় হবে? যে বিধাতা নন্দনকাননে পারিজাত পুষ্পের সৃজন করেছেন, তিনিই এই কুমারীকে উদয়পুরের রাজকুলের ললামরূপে সৃষ্টি করেছেন। আহা, দেখ, ধনদাস—

ধন। আজ্ঞা করুন।

রাজা। তুমি এ বংশনিদান বাপ্পা রায়ের যথার্থ নাম কি, তা জান ত?

ধন। আজ্ঞা—না।

রাজা। সে মহাপুরুষকে লোকে আদর করে বাপ্পা নাম দিয়েছিল; তাঁর যথার্থ নাম শৈলরাজ। আহা! তিনি যে শৈলরাজ, তা এ চিত্রপটখানি দেখলেই বিলক্ষণ জানা যায়।

ধন। কেমন করে, মহারাজ?

রাজা। মর্ মূর্খ! ভগবতী মন্দাকিনী শৈলরাজের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন কি না?

ধন। (স্বগত) মাছ ভায়া টোপটি ত গিলেছেন। এখন এঁকে কোন ক্রমে ডাঙায় তুলতে পাল্যে হয়!

রাজা। দেখ, ধনদাস!

ধন। আজ্ঞা করুন, মহারাজ!

রাজা। তুমি এ চিত্রপটখানি আমাকে দাও—

ধন। মহারাজ, এ অধীন আপনার ক্রীতদাস। এর যা কিছু আছে, সে সকলই মহারাজের। তবে কি না—তবে কি না—

রাজা। তবে কি, বল?

ধন। আজ্ঞা, এ চিত্রপটখানি এ দাসের নয়; তা হলে মহারাজকে এক্ষণেই দিতেম। উদয়পুর থেকে আমার একজন বান্ধব এ নগরে এসেছেন। তিনিই আমাকে এ চিত্রপটখানি বিক্রয় কত্যে দিয়েছেন।

রাজা। বেশ ত। তোমার বান্ধবকে এর উচিত মূল্য দিলেই ত হবে?

ধন। (স্বগত) আর যাবে কোথা? এইবার ফাঁদে ফেলেছি। (প্রকাশে) আজ্ঞা, তা হবে না কেন? তিনি বিক্রয় কত্যে এসেছেন; যথার্থ মূল্য পেলে না দেবেন কেন? তবে কি না, তিনি যে মূল্য প্রার্থনা করেন, সেটা কিছু অধিক বোধ হয়।

রাজা। ধনদাস, এ চিত্রপটখানি একটি অমূল্য রত্ন। ভাল, বল দেখি, তোমার বান্ধব কত চান?

ধন। (স্বগত) অমূল্য রত্ন বটে! তবে আর ভয় কি? (প্রকাশে) মহারাজ, তিনি বিশ সহস্র মুদ্রা চান। এর কমে কোন মতেই বিক্রয় কত্যে স্বীকার করেন না। অনেক লোক তাঁকে ষোল সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে তিনি——

রাজা। ভাল, তবে তিনি যা চান তাই দেওয়া যাবে। আমি কোষাধ্যক্ষকে এক পত্র দি, তুমি তার কাছ থেকে এ মুদ্রা লয়ে তোমার বন্ধুকে দিও। কৈ, এখানে যে লিখবার কোন উপকরণ নাই?

ধন। মহারাজ, আজ্ঞা করেন ত আমি এখনই সব এনে প্রস্তুত করে দি।

রাজা। তবে আন।

ধন। যে আজ্ঞা, আমি এলেম বলে।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) মহারাজ ভীমসিংহের যে এমন একটি সুন্দরী কন্যা আছে, তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। হে রাজলক্ষ্মি, তুমি কোন্ ঋষিবরের অভিশাপে এ জলধিতলে এসে বাস কচ্যো?

(মসীভাজন প্রভৃতি লইয়া ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ।)

ধন। মহারাজ, এই এনেছি। (রাজার উপবেশন এবং লিপিকরণ—স্বগত) মন্ত্রণার প্রথমেই ত ফল লাভ হলো। এখন দেখা যাক, শেষটা কিরূপ দাঁড়ায়। কৌশলের ত্রুটি হবে না। তার পর আর কিছু না হয়, জানলেম যে চোরের রাত্রিবাসই লাভ! আর মন্দই বা কি ? কোন ব্যয় নাই অথচ বিলক্ষণ লাভ হলো।

রাজা। এই নাও। (পত্রদান।)

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ!

রাজা। তুমি আমাকে যে অমূল্য রত্ন প্রদান কল্লে, এতে তোমার কাছে আমি চিরবাধিত থাকলেম।

ধন। মহারাজ, আমি আপনার দাস মাত্র। দেখুন মহারাজ, আপনি যদি এ দাসের কথা শোনেন, তা হলে আপনার অনায়াসে এ স্ত্রীরত্নটি লাভ হয়।

রাজা। (উঠিয়া) বল কি, ধনদাস ? আমার কি এমন অদৃষ্ট হবে ?

ধন। মহারাজ, আপনি উদয়পুরের রাজকুমারীর সঙ্গে পরিণয় ইচ্ছা প্রকাশ করবামাত্রেই, আপনার সে আশা ফলবতী হবে, সন্দেহ নাই। আপনার পূর্ব্ব-পুরুষেরা ঐ বংশে অনেক বার বিবাহ করেছেন ; আর আপনি কুলে, মানে, রূপে, গুণে সর্ব্বপ্রকারেই কুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র। যেমন পঞ্চালদেশের ঈশ্বর দ্রুপদ তাঁর কৃষ্ণাকে পৌরবকুলতিলক পার্থকে দিতে ব্যগ্র ছিলেন, আপনার নাম শুনলে মহারাজ ভীমসেনও সেইরূপ হবেন।

রাজা। হাঁ—উদয়পুরের রাজসংসারে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বিবাহ করেন বটে ; কিন্তু এই রাণা ভীমসেন নিতান্ত অভিমানী, যদি তিনি এ বিষয়ে অসম্মত হন, তবে ত আমার আর মান থাকবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি সূর্য্যবংশচূড়ামণি! মহোদয় ব্যক্তিরা আপনাদের গুণবিষয়ে প্রায়ই আত্মবিস্মৃত। এই জন্যে আপনি আপন মাহাত্ম্য জানেন না। জনক রাজা কি দাশরথিকে অবহেলা করেছিলেন ?

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা—তুমি একবার মন্ত্রিবরকে ডাক দেখি।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি, মন্ত্রীর কি মত হয়। এ বিষয়ে সহসা হস্তক্ষেপ করাটা উচিত নয়। আহা, যদি ভীমসিংহ এতে সম্মত হন, তবে আমার জন্ম সফল হবে। (উপবেশন।)

(মন্ত্রীর সহিত ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ।)

মন্ত্রী। দেব, অনুমতি হয় ত, এ পত্র কখানি রাজসম্মুখে পাঠ করি।

রাজা। (সহাস্য বদনে) না, না! ও সব সন্ধ্যার পরে দেখা যাবে। এখন

বসো! তোমার সঙ্গে আমার অন্য কথা আছে।

মন্ত্রী। (বসিয়া) আজ্ঞা করুন।

রাজা। দেখ, মন্ত্রিবর, মহারাজ ভীমসিংহের কি কোন সন্তান-সন্ততি আছে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা হাঁ, আছে।

রাজা। কয় পুত্র, কয় কন্যা, তা জান?

মন্ত্রী। আজ্ঞা না, এ আশীর্ব্বাদক কেবল রাজকুমারী কৃষ্ণার নাম শ্রুত আছে।

ধন। মহাশয়, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি পরম সুন্দরী?

মন্ত্রী। লোকে বলে যে যাজ্ঞসেনী স্বয়ং পুনরায় ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হয়েছেন!

ধন। তবে, মহাশয়, আপনি আমাদের মহারাজের সঙ্গে এ রাজকুমারীর বিবাহের চেষ্টা পান না কেন? মহারাজও ত স্বয়ং নরনারায়ণ অবতার!

মন্ত্রী। তাতে সন্দেহ কি? তবে কিনা এতে যৎকিঞ্চিৎ বাধা আছে।

রাজা। কি বাধা?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, মরুদেশের মৃত অধিপতি বীরসিংহের সঙ্গে এই রাজকুমারীর পরিণয়ের কথা উপস্থিত হয়েছিল; পরে তিনি অকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে সে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। আমি পরম্পরায় শুনেছি যে, সে দেশের বর্ত্তমান নরপতি মানসিংহ নাকি এই কন্যার পাণিগ্রহণ কত্যে ইচ্ছা করেন।

রাজা। বটে? বামন হয়ে চাঁদে হাত! এই মানসিংহ একটা উপপত্নীর দত্তক পুত্র, এ কথা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র। তা এ আবার কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ কত্যে চায়? কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা রাবণ কি বৈদেহীর উপযুক্ত পাত্র? দেখ, মন্ত্রি, তুমি এ দণ্ডেই উদয়পুরে লোক পাঠাও! আমি এ রাজকন্যাকে বরণ করবো। (উঠিয়া) মানসিংহ যদি এতে কোন অত্যাচার করে, তবে আমি তাকে সমুচিত প্রতিফল না দিয়ে ক্ষান্ত পাব না।

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার, এ কি ঘরাও বিবাদের সময়? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুর্দ্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।

রাজা। আঃ, দেশবৈরিদল! তুমি যে দেশবৈরিদলের কথা ভেবে একবারে বাতুল হলে! এক যে দিল্লীর সম্রাট, তিনি ত এখন বিষহীন ফণী। আর যদি মহারাষ্ট্রের রাজার কথা বল, সেটা ত নিতান্ত লোভী! যৎকিঞ্চিৎ অর্থ পেলেই ত তার সন্তোষ। তা যাও। তুমি এখন যথাবিধি দূত প্রেরণ করগে। মানসিংহের কি সাধ্য যে, সে আমার সঙ্গে বিবাদ করে?

ধন। (জনান্তিকে) মহারাজ, এ দাসকে পাঠালে ভাল হয় না?

রাজা। (জনান্তিকে) সে ত ভালই হয়। তুমি একজন সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়, তোমার যাওয়ায় হানি কি? (প্রকাশে) দেখ, মন্ত্রি, তুমি ধনদাসকে উদয়পুরে পাঠায়ে দাও।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আপনি তবে

আমার সঙ্গে আস্থন। এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য সেটা স্থির করা যাকগে।

রাজা। যাও, ধনদাস, যাও।

ধন। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[মন্ত্রী এবং ধনদাসের প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা, এমন মহার্হ রত্ন কি আমার ভাগ্যে আছে? তা দেখি, বিধাতা কি করেন। ধনদাস অত্যন্ত সুচতুর মানুষ; ও যদি সুচারুরূপে এ কর্ম্মটা নির্ব্বাহ কত্যে না পারে, তবে আর কে পারবে?

(ধনদাসের পুনঃপ্রবেশ।)

ধন। মহারাজ,—

রাজা। কি হে, তুমি যে আবার ফিরে এলে?

ধন। আজ্ঞা, মন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা কথার ঐক্য হচ্যে না। তারই জন্যে আবার রাজসন্মুখে এলেম।

রাজা। কি কথা?

ধন। আজ্ঞা, এ দাসের বিবেচনায় কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে নিলে ভাল হয়; কিন্তু মন্ত্রী এতে এই আপত্তি করেন যে, তা কত্যে গেলে অনেক অর্থের ব্যয় হবে!

রাজা। হা! হা! হা! বৃদ্ধ হলে লোকের এমনি বুদ্ধিই ঘটে! তবে মন্ত্রীর কি ইচ্ছা যে তুমি একলা যাও?

ধন। আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

রাজা। কি লজ্জার কথা! একে ত মহারাজ ভীমসেন অত্যন্ত অভিমানী, তাতে এ বিষয়ে যদি কোন ত্রুটি হয়, তা হলেই বিপরীত ঘটে উঠবে।

ধন। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এ দাসও তাই বলছিল।

রাজা। আচ্ছা—তুমি মন্ত্রীকে এই কথা বলগে, তিনি তোমার সঙ্গে এক শত অশ্ব, পাঁচটা হস্তী, আর এক সহস্র পদাতিক প্রেরণ করেন। এ বিষয়ে কৃপণতা কল্যে কাজ হবে না।

ধন। মহারাজ, আপনি প্রতাপে ইন্দ্র, ধনে কুবের, আর বুদ্ধিতে স্বয়ং বৃহস্পতি অবতার! বিবেচনা করে দেখুন দেখি, যখন সুরপতি বাসব সাগর মন্থন করো অমৃতলাভের বাসনা করেছিলেন, তখন কি তিনি সে বৃহৎ ব্যাপারে একলা প্রবৃত্ত হয়েছিলেন?

রাজা। দেখ, ধনদাস—

ধন। আজ্ঞা করুন—

রাজা। যেমন নলরাজা রাজহংসকে দময়ন্তীর নিকট দূত করে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তোমাকে তেমনি পাঠাচ্ছি। দেখো, ধনদাস, আমার কর্ম্ম যেন নিষ্ফল না হয়।

ধন। মহারাজ, আপনার কর্ম্ম সাধন কত্যে যদি প্রাণ যায়, তাতেও এ দাস

প্রস্তুত ; কিন্তু রাজচরণে আমার একটি নিবেদন আছে।

রাজা। কি ?

ধন। মহারাজ, নলরাজা যে হংসকে দূত পাঠিয়েছিলেন, তার সোনার পাখা ছিল ; এ দাসের কি আছে মহারাজ ?

রাজা। (সহাস্য বদনে) এই নাও। তুমি এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর।

ধন। মহারাজ, আপনি স্বয়ং দাতা কর্ণ।

রাজা। তবে আর বিলম্ব কেন ? তুমি মন্ত্রীর নিকট গিয়ে, অদ্যই যাতে যাত্রা করা হয়, এমন উদ্‌যোগ করগে। যাও, আর বিলম্ব করো না। আমি এখন বিলাসকাননে গমন করি। [প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন কর। আমার যা কর্ম্ম তা হয়েছে। (পরিক্রমণ) ধনদাস বড় সামান্য পাত্র নন। কোথায় উদয়পুরের এক জন বণিকের চিত্রপট কৌশলক্রমে প্রায় বিনা মূল্যেই হস্তগত করা হলো ; আবার তাই রাজাকে বিক্রয় করে বিলক্ষণ অর্থ সংগ্রহ করলেম ! এ কি সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম ! হা ! হা ! হা ! বিশ সহস্র মুদ্রা ! হা ! হা ! হা ! মধ্যে থেকে আবার এই অঙ্গুরীটিও লাভ হয়ে গেল ! (অবলোকন করিয়া) আহা ! কি চমৎকার মণিখানি ! আমার প্রপিতামহও এমন বহুমূল্য মণি কখন দেখেন নাই। যা হৌক, ধন্য ধনদাস ! কি কৌশলই শিখেছিলে ! জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলে থাকেন যে, গ্রহদল রবিদেবের সেবা কর্যে তাঁর প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন ; আমরাও রাজ-অনুচর ; তা আমরা যদি রাজপূজায় অর্থলাভ না করি, তবে আর কিসে করব ? তা এই ত চাই ! আরে, এ কালে কি নিতান্ত সরল হলে কাজ চলে ? কখন বা লোকের মিথ্যা গুণ গাইতে হয় ; কখন বা অহেতু দোষারোপ কর্ত্যে হয় ; কারো বা দুটো অসত্য কথায় মন রাখতে হয়, আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে হয় ; এই ত সংসারের নিয়ম। অর্থাৎ, যেমন কর্যে হৌক, আপনার কার্য্য উদ্ধার করা চাই ! তা না করে, যে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলে, সেটা কি মানুষ ? হুঁ ! তার মন ত বেশ্যার দ্বার বল্যেই হয় ! কোন আবরণ নাই। যার ইচ্ছা সেই প্রবেশ কর্ত্যে পারে। এরূপ লোকের ত ইহকালে অন্ন মেলা ভার আর পরকালে—পরকালে কি ? পরকালে বাপ নির্ব্বংশ —আর কি ! হা ! হা ! যাই, অগ্রে ত টাকাগুলো হাত করিগে, পরে একবার মন্ত্রীর কাছে যেতে হবে। আঃ ! সেটা আবার এক বিষম কণ্টক ! ভাল, দেখা যাক্, মন্ত্রী ভায়ার কত বুদ্ধি। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ।

(বিলাসবতী।)

বিলাস। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মহারাজ যে আজ এত বিলম্ব কচ্যেন, এর কারণ কি? (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল—আমি এ লম্পট জগৎসিংহের প্রতি এত অনুরাগিণী হলেম কেন? এ নবযৌবনের ছলনায় যাকে চিরদাস করবো মনে করেছিলাম, পোড়া মদনের কৌশলে আমিই আবার তার দাসী হলেম যে! আমি কি পাখীর মতন আহারের অন্বেষণে জালে পড়লেম? তা না হলে রাজাকে না দেখে আমার মনঃ এত চঞ্চল হয় কেন? (দীর্ঘনিশ্বাস) রাজার আসবার ত সময় হয়েছে; আমাকে আজ কেমন দেখাচ্যে, কে জানে? (দর্পণের নিকট অবস্থিতি।)

(মদনিকার প্রবেশ।)

(প্রকাশে) ওলো মদনিকে, একবার দেখ্‌ ত, ভাই, আমার মুখখানা আজ আরসিতে কেমন দেখাচ্যে?

মদ। আহা, ভাই, যেন একটি কনকপদ্ম বিমল সরোবরে ফুটে রয়েছে! তা ও সব মরুক্ গে যাক! এখন আমি যে কথা বলতে এলেম, তা আগে মন দিয়ে শোন।

বিলা। কি, ভাই? মহারাজ বুঝি আসছেন?

মদ। আর মহারাজ! মহারাজ কি আর তোমার আছেন যে আসবেন?

বিলা। কেন? কেন? সে কি কথা? কি হয়েছে, শুনি—

মদ। আর শুনবে কি। ঐ যে ধনদাস দেখচো, ওকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ও পোড়ারমুখোর মতন বিশ্বাসঘাতক মানুষ কি আর দুটি আছে?

বিলা। কেন? সে কি করেছে?

মদ। কি আর করবে? তুমি যত দিন তার উপকার করেছিলে, তত দিন সে তোমার ছিল, এখন সে অন্যপথ ভাবছে।

বিলা। বলিস্ কি লো? আমি ত তোর কথা কিছুই বুঝতে পাল্যেম না।

মদ। বুঝবে আর কি? তুমি উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের নাম শুনেছ?

বিলা। শুনবো না কেন? তিনি হিন্দুকুলের চূড়ামণি, তাঁর নাম কে না শুনেছে?

মদ। তোমার প্রিয়বন্ধু ধনদাস সেই রাজার মেয়ে কৃষ্ণার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে।

বিলা। এ কথা তোকে কে বললে?

মদ। কেন? এ নগরে তুমি ছাড়া, বোধ হয়, এ কথা সকলেই জানে। ধনদাস যে স্বয়ং কাল সকালে পত্র কত্যে উদয়পুরে যাত্রা করবে! ও কি ও?

তুমি যে কাঁদতে বসলে? ছি! ছি! এ কথা শুনে কি কাঁদতে হয়! মহারাজ ত আর তোমার স্বামী নন্, যে তোমার সতীনের ভয় হলো?

বিলা। যা, তুই এখন যা—(রোদন)

মদ। ও মা! এ কি? তোমার চক্ষের জল যে আর থামে না! কি আপদ্। আমি যদি, ভাই, এমন জানতেম, তা হলে কি আর এ কথা তোমাকে শোনাই?—ঐ যে ধনদাস এদিকে আসছে। দেখ, ভাই, তুমি যদি এ বিষয় নিবারণ কত্যে চাও, তবে তার উপায় চেষ্টা কর। কেবল চক্ষের জল ফেললে কি হবে? তোমার চক্ষে জল দেখে কি মহারাজ ভুলবেন, না ধনদাস ডরাবে?

বিলা। আয়, ভাই, তবে আমরা একটু সরে দাঁড়াই। ঐ ধনদাস আস্‌ছে। দেখি না, ও এখানে এসে কি করে? (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। (স্বগত) হা! হা! মন্ত্রীভায়া আমার সঙ্গে অধিক সৈন্য পাঠাতে নিতান্ত অসম্মত ছিলেন, কিন্তু এমনি কৌশলটি করলেম যে ভায়ার আমার মতেই শেষে মত দিতে হলো! হা! হা! রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাঁদে সকলকেই পড়তে হয়! শর্ম্মা আপন কর্ম্মটি ভোলেন না! এই ত আপাততঃ সৈন্যদলের ব্যয়ের জন্যে যে টাকাটা পাওয়া যাবে, সেটা হাত কত্যে হবে, আর পথের মধ্যে যেখানে যা পাব, তাও ছাড়া হবে না। এত লোক যার সঙ্গে, তার আর ভয় কি? (চিন্তা করিয়া) বিলাসবতীর উপর মহারাজের যে অনুরাগটি ছিল, তার ত দিন দিন হ্রাস হয়ে আসছে। এখন আর কেন? এর দ্বারায় ত আমার আর কোন উপকার হতে পারে না। তবে কি না—স্ত্রীলোকটা পরমসুন্দরী। ভাল—তা একবার দেখাই যাক না কেন? (প্রকাশে) কৈ হে, বিলাসবতী কোথায়? কৈ, কেউ যে উত্তর দেয় না?

(বিলাসবতীর পুনঃপ্রবেশ।)

বিলা। কি হে, ধনদাস? তবে কি ভাবছিলে, বল দেখি শুনি?

ধন। আর কি ভাববো, ভাই? তোমার অপরূপ রূপের কথাই ভাবছিলেম।

বিলা। আমার অপরূপ রূপের কথা? এ কথা তোমাকে কে শিখিয়ে দিলে, বল দেখি?

ধন। আর কে শিখিয়ে দেবে, ভাই? আমার এই চক্ষু দুটিই শিখিয়ে দিয়েছে।

বিলা। বেশ, বেশ! ওহে ধনদাস! তুমি যে এক জন পরম রসিক পুরুষ হয়ে পড়লে হে!

ধন। আর ভাই, না হয়ে করি কি? দেখ, গৌরীর চরণ স্পর্শে একটা পাষাণ মহারত্নের শোভা পেয়েছিল, তা এ ধনদাস ত তোমারই দাস।

বিলা। ভাল ধনদাস, তুমি নাকি মহারাজের কাছে একখানি চিত্রপট বিশ

হাজার টাকায় বিক্রী করেছ?

ধন। অ্যাঁ—তা—না! এ—এ কথা তোমাকে কে বললে?

বিলা। যে বলুক না কেন? এ কথাটা সত্য ত?

ধন। না, না। এমন কথা তোমাকে কে বললে? তুমিও যেমন ভাই! আজ কাল বিশ হাজার টাকা কে কাকে দিয়ে থাকে?

বিলা। এ আবার কি? তুমি ভাই, এ অঙ্গুরীটি কোথায় পেলে?

ধন। (স্বগত) আঃ! এ মাগী ত ভারী জ্বালাতে আরম্ভ কল্যে হে! (প্রকাশে) এ অঙ্গুরীটি মহারাজ আমাকে রাখতে দিয়েছেন।

বিলা। বটে? তাই ত বলি! ভাল, ধনদাস, মরুভূমি আকাশের জল পেলে যেমন যত্নে রাখে, বোধ হয়, তুমিও মহারাজের কোন বস্তু পেলে তেমনি যত্নে রাখ; না?

ধন। কে জানে, ভাই। তুমি এ কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

বিলা। না—তা পারবে কেন? তোমার মতন সরল লোক ত আর দুটি নাই। আমি বলছিলেম কি, যে মরুভূমি যেমন জল পাবামাত্রেই তাকে একবারে শুষে নেয় তুমিও রাজার কোন দ্রব্যাদি পেলে ত তাই কর? সে যাক্ মেনে; এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি নাকি উদয়পুরের রাজকন্যার সঙ্গে মহারাজের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যো?

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ বাঘিনী আবার এ সব কথা কেমন করে শুনলে?

বিলা। কি গো ঘটক মহাশয়, আপনি যে চুপ করে রইলেন?

ধন। তোমাকে এ সব মিছে কথা কে বল্লে, বল ত?

বিলা। মিছে কথা বৈ কি? আমি তোমার ধূর্ত্তপনা এত দিনে বিলক্ষণ করে টের পেয়েছি; তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছ, আর আমাকে যে সব কথা বলেছ, সে সব মহারাজ শুনলে, তোমাকে উদয়পুরে ঘটকালি কত্যে না পাঠিয়ে, একবারে যমপুরে পাঠাতেন! তা তুমি জান?

ধন। তা এখন তুমি বলবেই ত! তোমার দোষ কি ভাই? এ কালের ধর্ম্ম! এ কলিকাল কিনা! এ কালে যার উপকার কর, সে আবার অপকার করে! মনে করে দেখ দেখি, ভাই, তুমি কি ছিলে, আর কি হয়েছ! এখন যে তুমি এই রাজ-ইন্দ্রাণীর সুখভোগ কচ্যো, সেটি কার প্রসাদে? তা এখন আমার নামে চুকলি না কাটলে চলবে কেন? তুমি যদি আমার অপবাদ না করবে, ত আর কে করবে? তুমিও ত এক জন কলিকালের মেয়ে কিনা।

বিলা। হাঁ—আমি কলিকালের মেয়েমানুষ বটি; কিন্তু তুমি যে স্বয়ং কলি অবতার। তুমি আমাকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাও, কিন্তু সে সব কথা তুমি আপনি একবার মনে করে দেখ দেখি। তুমিই না অর্থের লোভে আমার ধর্ম্ম

নষ্ট করালে? আমি যদিও দুঃখী লোকের মেয়ে, তবুও ধর্ম্মপথে ছিলেম। এখন, ধনদাস, তুমিই বল দেখি, কোন্ দুষ্ট বেদে এ পাখীটিকে ফাঁদ পেতে ধরে এনে এ সোনার পিঞ্জরে রেখেছে? (রোদন।)

ধন। (স্বগত) এ মেয়েমানুষটিকে আর কিছু বলা ভাল হয় না; এ যে সব কথা জানে, তা মহারাজ শুনলে আর নিস্তার থাকবে না। (প্রকাশে) আমি ত ভাই তোমার হিত বৈ অহিত কখনও করি নাই; তা তুমি আমার উপর এ বৃথা রাগ কর কেন?

বিলা। এ বিবাহের কথা তবে কে তুললে?

ধন। তা আমি কেমন করে জানবো?

বিলা। কেমন করে জানবে? তুমি হচ্যো এর ঘটক, তুমি জানবে না ত আর কে জানবে?

ধন। হা! হা! তোমাদের মেয়েমানুষের এমনি বুদ্ধিই বটে! আরে আমি যে ঘটক হয়েছি, সে কেবল তোমার উপকারের জন্যে বৈ ত নয়! তুমি কি ভেবেছ, যে আমি গেলে আর এ বিবাহ হবে? সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক! তার পর তখন টের পাবে, ধনদাস তোমার কেমন বন্ধু।

নেপথ্যে। ওগো, ধনদাস মহাশয় এ বাড়ীতে আছেন? মহারাজ তাঁকে একবার ডাকছেন।

ধন। ঐ শোন! আমি ভাই, এখন বিদায় হই। তুমি এ বিষয়ে কোন মতেই ভাবিত হইও না। যদিও মহারাজ এ বিবাহ করেন, তবু আমি বেঁচে থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার যে এই নবযৌবন আর রূপ, এ ধনপতির ভাণ্ডার! (স্বগত) এখন রূপ নিয়ে ধুয়ে খাও; আমি ত এই তোমার মাথা খেতে চললেম! [প্রস্থান।

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ও স্বগত) এখন কি যে অদৃষ্টে আছে, কিছুই বলা যায় না। কৈ? মহারাজ ত আজ আর এলেন না!

(মদনিকার পুনঃপ্রবেশ।)

মদ। কেমন, ভাই? আমি যা বলেছিলেম, তা সত্য কি না? তবে এখন এর উপায় কি? এ বিবাহ হলে, তুমি চিরকালের জন্যে গেলে!

বিলা। আর উপায় কি?

মদ। উপায় আছে বৈ কি। ভাবনা কি? ধনদাস ভাবে যে ওর মতন সুচতুর মানুষ আর দুটি নাই; কিন্তু এইবার দেখা যাবে ও কত বুদ্ধি ধরে। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ও দুষ্টকে ঠকান বড় কথা নয়।

বিলা। তবে চল। [উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজগৃহ।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ।)

অহ। ভগবতি, আমার দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন! আমি যে বেঁচে আছি, সে কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে বৈ ত নয়! আহা! মহারাজের মুখখানি দেখলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ভগবতি, আমরা কি পাপ করেছি, যে বিধাতা আমাদের প্রতি একবারে এত বাম হলেন?

তপ। রাজমহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। সংসারের নিয়মই এই। কখন সুখ, কখন শোক, কখন হর্ষ, কখন বিষাদ আছেই ত! লোকে যাকে রাজভোগ বলে, সে যে কেবল সুখভোগ, তা নয়। দেখুন, যে সকল লোক সাগরপথে গমনাগমন করে, তারা কি সর্ব্বদাই শান্ত বায়ু সহযোগে যায়? কত মেঘ, কত ঝড়, বৃষ্টি, সময়বিশেষে যে তাদের গতিরোধ করে, তার কি সংখ্যা আছে?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, সেই প্রলয়-ঝড় যে দেখেছে, সেই জানে, যে সে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! আপনি যদি আমাদের দুরবস্থার কথা শোনেন, তা হলে—

তপ। দেবি, আমি চির-উদাসিনী। এ ভব-সাগরের কল্লোল আমার কর্ণকুহরে প্রায়ই প্রবেশ কত্যে পারে না। তবে যে—

অহ। (অতি কাতরভাবে) ভগবতি, মহারাজের বিরস বদন দেখলে আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না। আহা! সে সোনার শরীর একবারে যেন কালি হয়ে গেছে! বিধাতার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা!

তপ। মহিষি, সুবর্ণকান্তি অগ্নির উত্তাপে আরও উজ্জ্বল হয়। তা আপনাদের এ দুরবস্থা আপনাদের গৌরবের বৃদ্ধি বৈ কখনও হ্রাস করবে না। দেখুন, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি পর্য্যন্ত ক্লেশ না সহ্য করেছিলেন!

অহ। ভগবতি, আমার বিবেচনায় এ রাজভোগ করা অপেক্ষা যাবজ্জীবন বনে বাস করা ভাল। রাজপদ যদি সুখদায়ক হতো, তা হলে কি আর ধর্ম্মরাজ রাজ্যত্যাগ করে মহাযাত্রায় প্রবৃত্ত হতেন?

তপ। হাঁ—তা সত্য বটে। ভাল, রাজমহিষি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; বলি, আপনারা রাজকুমারীর বিবাহের বিষয়ে কি স্থির করেছেন, বলুন দেখি?

অহ। আর কি স্থির করবো ? মহারাজের কি সে সব বিষয়ে মন আছে ? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আপনাকে আর কি বলবো, আমি এমন একটু সময় পাই না, যে মহারাজের কাছে এ কথাটিরও প্রসঙ্গ করি।

তপ। সে কি মহিষি ? এ কর্ম্মে অবহেলা করা ত কোন মতেই উচিত হয় না। সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার যৌবনকাল উপস্থিত ; তা তার এ সময় বিবাহ না দিলে, আর কবে দেবেন ?—ঐ না মহারাজ এই দিকে আসচেন ?

অহ। ভগবতি, একবার মহারাজের মুখপানে চেয়ে দেখুন ! হে বিধাতঃ, এ হিন্দুকুলসূর্য্যকে তুমি এ রাহুগ্রাস হতে কবে মুক্ত করবে ? হায়, এ কি প্রাণে সয় ! (রোদন।)

তপ। দেবি, শান্ত হউন। আপনার এ সময়ে এত চঞ্চলা হওয়া উচিত নয়। মহারাজ আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে যে কত দূর ক্ষুণ্ণ হবেন, তা আপনিই বিবেচনা করুন !

অহ। ভগবতি, মহারাজের এ দশা দেখলে কি আর বাঁচতে ইচ্ছা হয় ! হে বিধাতঃ, আমি কোন্ জন্মে কি পাপ করেছিলেম, যে তুমি আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে ? (রোদন)

তপ। (স্বগত) আহা ! পতির দুঃখ দেখে পতিপরায়ণা স্ত্রী কি স্থির হতে পারে ? (প্রকাশে) মহিষি, আপনি এখন একটু সরে দাঁড়ান, পরে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবেন। (হস্ত ধরিয়া) আসুন, আমরা দুজনেই একবার সরে দাঁড়াই গে। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(ভৃত্যসহিত রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ।)

রাজা। রামপ্রসাদ !

ভৃত্য। মহারাজ !

রাজা। এই পত্র কখানা সত্যদাসকে দে আয়। আর দেখ্, তাঁকে বলিস্, যে এ সকলের উত্তর যেন আজই পাঠিয়ে দেন।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ !

রাজা। উত্তরের মর্ম্ম যা যা হবে, তা আমি প্রতি পত্রের পৃষ্ঠে লিখে দিয়েছি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ ! [প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে বিধাতঃ, একেই কি লোকে রাজভোগ বলে !

তপ। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজ, চিরজীবী হউন !

রাজা। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, বহু দিনের পর আপনার পাদপদ্ম দর্শন করে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হলেম, তার আর কি বলবো ? রাজমহিষী কোথায় ? তাঁকে যে এখানে দেখচি নে ?

তপ। আজ্ঞা, তিনি এই ছিলেন, বোধ করি আবার এখনি আসবেন।

রাজা। ভগবতি, আপনি এত দিন কোথায় ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা—আমি তীর্থ-পর্য্যটনে যাত্রা করেছিলেম। মহারাজের সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল ত?

রাজা। এই যেমন দেখ্‌ছেন। ভগবান্‌ একলিঙ্গের প্রসাদে আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে রাজলক্ষ্মী এখনও ত এ রাজগৃহে আছেন, কিন্তু এর পর থাকবেন কি না, তা বলা দুষ্কর।

তপ। মহারাজ, এমন কথা কি বলতে আছে? মন্দাকিনী কি কখন শৈলরাজগৃহ পরিত্যাগ করেন? কমলা এ রাজভবনে ত্রেতাযুগ অবধি অবস্থিতি কচ্যেন; শরৎকালের শশীর ন্যায় বিপদ্‌মেঘ হতে পুনঃ পুনঃ মুক্তা হয়ে পৃথিবীকে আপন শোভায় শোভিত করেছেন। এ বিপুল রাজকুল কি কখন শ্রীভ্রষ্ট হতে পারে? আপনি এমন কথা মনেও করবেন না।

(অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ।)

আসুন, মহিষী আসুন।

অহল্যা। (রাজার হস্ত ধরিয়া) নাথ, এত দিনের পর যে একবার অন্তঃপুরে পদার্পণ কল্যে, এও এ দাসীর পরম সৌভাগ্য।

রাজা। দেবি, আমি যে তোমার কাছে কত অপরাধী আছি, তা মনে কল্যে অত্যন্ত লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি? আমি কোন প্রকারেই ইচ্ছাকৃত দোষে দোষী নই। তা এসো, প্রিয়ে, বসো! (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসন পরিগ্রহ করুন। (সকলের উপবেশন।)

(ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ।)

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার, মন্ত্রিমহাশয় এই পত্রখানি রাজসম্মুখে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজা। কৈ, দেখি। (পত্র পাঠ করিয়া) আঃ, এত দিনের পর, বোধ হয়, এ রাজ্য কিছু কালের জন্যে নিরাপদ্‌ হলো। [ভৃত্যের প্রস্থান।

অহ। নাথ! এ কি প্রকারে হলো?

রাজা। মহারাষ্ট্রের অধিপতির সঙ্গে একপ্রকার সন্ধি হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি এই পত্রে অঙ্গীকার করেছেন, যে ত্রিশ লক্ষ মুদ্রা পেলে স্বদেশে ফিরে যাবেন। দেবি, এ সংবাদে রাজা দুর্য্যোধনের মতন আমার হর্ষবিষাদ হলো। শত্রুবলস্বরূপ প্লাবন যে এ রাজভূমি ত্যাগ কল্যে, এ হর্ষের বিষয় বটে; কিন্তু যে হেতুতে ত্যাগ কল্যে, সে কথাটি মনে হলে আমার আর এক দণ্ডের জন্যেও প্রাণধারণ কর্ত্যে ইচ্ছা করে না। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হায়, হায়! আমি ভুবনবিখ্যাত শৈলরাজের বংশধর, আমাকে একজন দুষ্ট, লোভী গোপালের ভয়ে অর্থ দিয়ে রাজ্য রক্ষা কর্ত্যে হলো! ধিক্‌ আমাকে! এ অপেক্ষা আমার আর কি গুরুতর অপমান হতে পারে?

তপ। মহারাজ, আপনি ত সকলই অবগত আছেন। দ্বাপরে চন্দ্রবংশপতি

যুধিষ্ঠির বিরাট রাজার সভাসদ্‌পদে নিযুক্ত হয়ে কালযাপন করেন। এই সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি নলও সারথিপদ গ্রহণ করেছিলেন। তা এ সকল বিধাতার লীলা বৈ ত নয়।

রাজা। আজ্ঞা, হাঁ, তার সন্দেহ কি?

অহ। মহারাষ্ট্রের অধিপতি যে সসৈন্যে স্বদেশে গেলেন, এ কেবল ভগবান্ একলিঙ্গের অনুগ্রহে।

রাজা। (সহাস্য বদনে) দেবি, তুমি কি ভেবেছ, যে নরাধম আমাদের একবারে পরিত্যাগ করে গেল? বিড়াল একবার যেখানে দুধের গন্ধ পায়, সে স্থান কি ছাড়তে চায়? ধনের অভাব হলেই ও যে আবার আসবে, তার সন্দেহ নাই।

তপ। মহারাজ, যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের কর্ত্তা, তিনিই আপনাকে ভবিষ্যতে রক্ষা করবেন, আপনি সে বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হবেন না।

অহ। নাথ, এ জঞ্জাল ত এক প্রকার মিটে গেল। এখন তোমার কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে মনোযোগ কর।

রাজা। তার জন্যে এত ব্যস্ত হবার আবশ্যক কি?

অহ। সে কি, নাথ? এত বড় মেয়ে হলো, আর কি তাকে আইবড় রাখা যায়? (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি।)

রাজা। এ কি, আহা! এ বংশীধ্বনি কে কচ্চ্যে?

অহ। (অবলোকন করিয়া) ঐ যে তোমার কৃষ্ণা তার সখীদের সঙ্গে উদ্যানে বিহার কচ্চ্যে।

তপ। আহা, মহারাজ, দেখুন, বনদেবী আপন সহচরীগণ লয়ে বনে ভ্রমণ কচ্চ্যেন!

অহ। নাথ, তোমার কি এই ইচ্ছা যে কোন পাষণ্ড যবন এসে এই কমলটিকে এ রাজসরোবর থেকে তুলে নে যায়?

রাজা। সে কি প্রিয়ে!

অহ। মহারাজ, দিল্লীর অধিপতি, কিম্বা অন্য কোন যবনরাজ, জনরবস্বরূপ বায়ুসহযোগে এ পদ্মের সৌরভ পেলে কি আর রক্ষা থাকবে? কেন, তোমার পূর্ব্বপুরুষ ভীমসেনের প্রণয়িনী পদ্মিনী দেবীর কথা তুমি কি বিস্মৃত হলে? (নেপথ্যে দূরে বংশীধ্বনি।)

রাজা। আহা! কি মধুর ধ্বনি!

নেপথ্যে গীত।

রাগিণী মুলতানী—কাওয়ালী।

শুনিয়ে মোহন মুরলী-গান।
করি অনুমান, গেল বুঝি কুলমান॥

প্রাণ কেমন করে, সুমধুর স্বরে,
ধৈরয মন না ধরে ;
সাধ সতত হয় শ্যাম দরশনে,
লাজ ভয় হলো অবসান।
নারি, সহচরি, রহিতে ভবনে,
ত্রিভঙ্গ শ্যাম বিহনে,
চিত যে বঞ্চিত ত্বরিত মিলনে,
না দেখি তাহার সুবিধান ॥

তপ। আ, মরি, মরি ! কি সুধাবর্ষণ ! মহারাজ, আমরা তপোবনে কখন কখন এইরূপ সুস্বর আকাশমার্গে শুনে থাকি। তাতে করে আমার জ্ঞান ছিল, যে সুরসুন্দরী ভিন্ন এ স্বর অন্যের হয় না।

রাজা। আহা, তাই ত ! ভাল, মহিষি ! কৃষ্ণার এখন বয়েস কত হলো ?

আহা। সে কি, মহারাজ ? তুমি কি জান না ? কৃষ্ণা যে এই পনেরতে পা দিয়েছে !

তপ। মহারাজ, এ কলিকালে স্বয়ম্বরের প্রথাটা একবারেই উঠে গেছে ; নতুবা আপনার এ কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ-লোভে এত দিন সহস্র সহস্র রাজা এসে উপস্থিত হতেন।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে ! এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হলে, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই ত এ বিশ্বাস হয় না।। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায় ! হায় ! যেমন কোন লবণাম্বু-তরঙ্গ কোন সুমিষ্ট-বারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ্ হতে কখন অব্যাহতি পাবো ?

অহ। হা অদৃষ্ট ! এখন কি আর সে কাল আছে ? স্বয়ম্বর-সমারোহ দূরে থাকুক, এখন যে রাজকুলে সুন্দরী কন্যা জন্মে, সে কুলের মান রক্ষা করা ভার।

তপ। তা সত্য বটে। প্রভো, তোমারই ইচ্ছা ! মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহরূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পুণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন ? অদ্যাবধি চন্দ্রসূর্য্যের উদয় হচ্যে, এখনও এক পাদ ধর্ম্ম আছে।

রাজা। আর ভাগ্যে যা আছে, তাই হবে। দেবি, তুমি কৃষ্ণাকে একবার এখানে ডাক ত। আহা ! অনেক দিন হলো, মেয়েটিকে ভাল করে দেখি নাই।

অহ। এই যে ডেকে আনি।

তপ। মহিষি, আপনার যাবার আবশ্যক কি ? আমিই যাচ্যি।

অহ। (উঠিয়া) বলেন কি, ভগবতি? আপনি যাবেন কেন?

রাজা। (অবলোকন করিয়া) আর কাকেও যেতে হবে না। ঐ দেখ, কৃষ্ণা আপনিই এই দিকে আসচে।

তপ। আহা! মহারাজ, আপনার কি সৌভাগ্য! মহিষি, আপনাকেও আমি শত ধন্যবাদ দি, যে আপনি এ দুর্ল্লভ রত্নটিকে লাভ করেছেন। আহা! আপনি কি স্বয়ং উমাকে গর্ভে ধরেছেন? আপনারা যে পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্য করেছিলেন, তার সংখ্যা নাই।

অহ। (উপবেশন করিয়া সজলনয়নে) ভগবতি, এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মেয়েটি স্বচ্ছন্দে থাকে। ওর রূপলাবণ্য, সচ্চরিত্র, আর বিদ্যাবুদ্ধি দেখে, আমার মনে যে কত ভাব উদয় হয়, তা বল্‌তে পারি নে।

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ।)

এসো মা, এসো। মা, তুমি কি ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে চিনতে পাচ্যো না?

কৃষ্ণা। ভগবতীর শ্রীচরণ অনেক দিন দর্শন করি নাই, তাইতে, মা, ওঁকে প্রথমে চিনতে পারি নাই। (প্রণাম করিয়া) ভগবতি, আপনি এ দাসীর দোষ মার্জ্জনা করুন।

তপ। বৎসে, তুমি চিরসুখিনী হও। (রাণীর প্রতি) মহিষি, যখন আমি তীর্থযাত্রায় যাই, তখন আপনার এ কনকপদ্মটি মুকুলমাত্র ছিল।

রাজা। বসো, মা, বসো। তুমি ও উদ্যানে কি করছিলে মা?

কৃষ্ণা। (বসিয়া) আজ্ঞা, আমি ফুলগাছে জল দিয়ে, শিক্ষক মহাশয় যে নূতন তানটি আজ শিখিয়ে দিয়েছেন, তাই অভ্যাস করছিলাম। পিতঃ, আপনি অনেক দিন আমার উদ্যানে পদার্পণ করেন নাই, তা আজ একবার চলুন। আহা! সেখানে যে কত প্রকার ফুল ফুটেছে, আপনি দেখে কত আনন্দিত হবেন এখন।

অহ। ওটি কি ফুল, মা?

কৃষ্ণা। মা! এটি গোলাব; আমার ঐ উদ্যান থেকে তোমার জন্যে তুলে এনেছি। (মাতার হস্তে অর্পণ।)

রাজা। পূর্ব্বকালে এ পুষ্প এ দেশে ছিল না। যে সর্পের সহকারে আমরা এই মণিটি পেয়েছি, তার গরলে এ ভারতভূমি প্রতিদিন দগ্ধ হচ্যে। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া)। এ কুসুমরত্ন দুষ্ট যবনেরাই এ দেশে আনে। (দূরে দুন্দুভিধ্বনি।)

সকলে। (চকিতে) এ কি?

রাজা। রামপ্রসাদ!

নেপথ্যে। মহারাজ?

(ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। দেখ্‌ ত, এ দুন্দুভিধ্বনি হচ্যে কেন?

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ! [প্রস্থান।

রাজা। এ আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো, দেখ! মহারাষ্ট্রপতি সন্ধি অবহেলা করে, আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন না কি? (উঠিয়া) আঃ! এ ভারতভূমিতে এখন এইরূপ মঙ্গলধ্বনিই লোকের কর্ণকুহরে সচরাচর প্রবেশ করে। আমি শুনেছি যে, কোন কোন সাগরে ঝড় অনবরতই বইতে থাকে, তা এ দেশেরও কি সেই দশা ঘটলো! হায়, হায়!—

(ভৃত্যের পুনঃপ্রবেশ।)

কি সমাচার?

ভৃত্য। আজ্ঞা মহারাজ, সকলই মঙ্গল। জয়পুরের অধিপতি রাজা জগৎসিংহ রায় রাজসম্মুখে কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। বটে? আঃ, রক্ষা হোক!—আমি ভাবছিলাম, বলি বুঝি আবার কি বিপদ্ উপস্থিত হলো।—জয়পুরের অধিপতি আমার পরম আত্মীয়। জগদীশ্বর করুন, যেন তিনি কোন বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে আমার নিকট দূত না পাঠিয়ে থাকেন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আমাকে এখন বিদায় দিন। (রাণীর প্রতি) প্রেয়সি, আমাকে পুনরায় রাজসভায় যেতে হলো।

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) জীবিতেশ্বর, এ অধীনীর এমন কি সৌভাগ্য, যে ক্ষণকালও নাথের সহবাসসুখ লাভ করে!

রাজা। দেবি, এ বিষয়ে তোমার আক্ষেপ করা বৃথা। লোক যাকে নরপতি বলে, বিশেষ বিবেচনা করে দেখলে, সে নরদাস বৈ নয়। অতএব যার এত লোকের সন্তোষণ কত্তে হয়, সে কি তিলার্দ্ধের নিমিত্তেও বিশ্রাম কত্তে পারে?

[ভৃত্যের সহিত প্রস্থান।

অহ। ভগবতি, চলুন, তবে আমরাও যাই। (কৃষ্ণার প্রতি) এসো, মা—আমরা তোমার পুষ্পোদ্যানে একবার বেড়িয়ে আসিগে।

কৃষ্ণা। যাবে, মা? চল না।—দেখ, মা, আজ পিতা একবার আমার উদ্যানটি দেখলেন না

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজপথ।

(পুরুষবেশে মদনিকার প্রবেশ।)

মদ। (স্বগত) হা! হা! হা! তোমার নাম কি, ভাই?—আমার নাম মদনমোহন। হা! হা! হা!—না না;—এমন করে হাসলে হবে না। (আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) বড় চমৎকার বেশটা হয়েছে, যা হোক! কে বলে যে আমি বিলাসবতীর সখী মদনিকা? হা! হা! হা!—দূর হোক!—মনে করি যে

হাসবো না ; আবার আপনা-আপনি হাসি পায়। ধনদাস স্বয়ং ধূর্ত্তচূড়ামণি, সে যখন আমাকে চিনতে পারে নাই, তখন আর ভয় কি ?—বিলাসবতীর নিতান্ত ইচ্ছা যে, এ বিবাহটা কোন মতে না হয় ; তা হলে ধনদাসের মুখে এক প্রকার চুণকালি পড়ে। দেখা যাক্, কি হয়। আমি ত ভাণ্ডা মঙ্গলচণ্ডী এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আবার রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর নামে জাল করে এক পত্রও লিখেছি। হা ! হা ! হা ! পত্রখানা যে কৌশল করে লেখা হয়েছে, মানসিংহ তা পাবা মাত্রেই কৃষ্ণার জন্য একবারে অস্থির হবে। রুক্মিণীদেবী, শিশুপালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে, যদুপতিকে যেরূপ মিনতি করে পত্র লিখেছিলেন, আমরাও সেইরূপ করে লিখে দিয়েছি। এখন দেখা যাক্, আমাদের এ শিশুপালের ভাগ্যে কি ঘটে ? ঐ ধনদাস মন্ত্রীর সঙ্গে এ দিকে আসচে। আমি ঐ মন্ত্রীকে বিলাসবতীর কথা যে করে বলেছি, বোধ হয়, এর মন আমাদের রাজার উপর সম্পূর্ণ চটে গেছে। দেখি না, ওদের কি কথোপকথন হয়। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। মন্ত্রী মহাশয়, যৌবনাবস্থায় লোকে কি না করে থাকে ? তা আমাদের নরপতি যে কখন কখন ভগবান্ কন্দর্পের সেবক হন, সে কিছু বড় অসম্ভব নয়। মহারাজের অতি অল্প বয়েস। বিশেষতঃ আপনিই বলুন দেখি, বড় বড় ঘরে কি কাণ্ড না হচ্চ্যে ?

সত্য। আজ্ঞা, তা সত্য বটে ! কিন্তু আমি শুনেছি, যে জয়পুরের অধিপতি বিলাসবতী নামে একটা বারবিলাসিনীর এত দূর বাধ্য, যে—

ধন। হা ! হা ! বলেন কি মহাশয় ? অলি কি কখন কোন ফুলের বাধ্য হয়ে থাকে ?

সত্য। মহাশয়, আমি শুনেছি, যে এই বিলাসবতী বড় সামান্য পুষ্প নয়।

ধন। (স্বগত) তা বড় মিথ্যা নয় ! নৈলে কি আমার মন টলে ! (প্রকাশে) আজ্ঞা, আপনাকে এ কথা কে বল্যে ? সে একটা সামান্য স্ত্রী, আজ আছে কাল নাই।

সত্য। মহাশয়, রাজনন্দিনী কৃষ্ণা রাজকুলপতি ভীমসিংহের জীবন-স্বরূপ। তা তিনি যে এ সব কথা শুনলে, এ বিবাহে সম্মত হন, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

ধন। কি সর্ব্বনাশ ! মহাশয়, এ কথা কি মহারাজের কর্ণগোচর করা উচিত ?

সত্য। আজ্ঞা, তা ত নয় ; কিন্তু জনরবের শত রসনা কে নিরস্ত করবে ? এ বিবাহের কথা প্রচার হলে যে কত লোকে কত কথা কবে, তার কি আর সংখ্যা আছে ?

ধন। মহাশয়, চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলে কি কেউ তাঁকে অবহেলা করে?

সত্য। আজ্ঞা, না। কিন্তু এ ত সেরূপ কলঙ্ক নয়। এ যে রাহুগ্রাস! এতে আপনাদিগের নরপতির শ্রীর সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা!

ধন। (স্বগত) এ ত বিষম বিভ্রাট! বিভ্রাটই বা কেন? বরঞ্চ আমারই উপকার। মহারাজ যদি এ সারিকাটিকে পিঞ্জর খুলে ছেড়ে দেন, তা হলে আর পায় কে? আমি ত ফাঁদ পেতেই বসে আছি।

সত্য। মহাশয় যে নিরুত্তর হলেন?

ধন। আজ্ঞা—না; ভাবছি কি বলি, এ তুচ্ছ বিষয়ে যদি আপনার এত দূর বিরাগ জন্মে থাকে, তবে না হয় আমি মহারাজকে এই সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখি, যে তিনি পত্রপাঠমাত্রই সে দুষ্টা স্ত্রীকে দেশান্তর করেন। তা হলে বোধ করি, আর কোন আপত্তি থাকবে না।

সত্য। আজ্ঞা, এর অপেক্ষা আর সুপরামর্শ কি আছে? রাজা জগৎসিংহ যদি এ কর্ম্ম করেন, তা হলে ত এ বিবাহের পক্ষে কোন বাধাই নাই।

ধন। আজ্ঞা, এ না করবেন কেন? তাম্রের পরিবর্ত্তে স্বর্ণকে না গ্রহণ করে?

সত্য। তবে আমি এখন বিদায় হই। আপনিও বাসায় যেয়ে বিশ্রাম করুন। মহারাজের সহিত পুনরায় সায়ংকালে সাক্ষাৎ হবে এখন। [প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) আমাদের মহারাজের সুখ্যাতিটি দেখছি বিলক্ষণ দেদীপ্যমান। ভাল, এই যে জনরব, একে কি নীরব করবার কোন পন্থাই নাই? কেমন করেই বা থাকবে? এর গতি মহানদের গতির তুল্য। প্রথমতঃ পর্ব্বত-নির্ঝর থেকে জল ঝরে একটি জলাশয়ের সৃষ্টি হয়, তা থেকে প্রবাহ বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে বেগবান্ হয়, পরে আর আর স্রোতের সহকারে মহাকায় ধারণ করে। এ জনরবের ব্যাপারও সেইরূপ। (মদনিকাকে দূরে দর্শন করিয়া) আহাহা! এ সুন্দর বালকটি কে হে? একে যেন চিনি চিনি বোধ হচ্যে।—একে কি আর কোথাও দেখেছি? (প্রকাশে) ওহে ভাই, তুমি একবার এই দিকে এসো ত।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আপনি কি আজ্ঞা কচ্যেন?

ধন। তোমার নাম কি, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমার নাম মদনমোহন।

ধন। বাঃ, তোমার বাপ মা বুঝি তোমার রূপ দেখেই এ নামটি রেখেছিলেন? তুমি এখানে কি কর, ভাই?

মদ। আজ্ঞা, আমি রাজসংসারে থেকে লেখাপড়া শিখি।

ধন। হুঁ! মুক্তাফলের আশাতেই লোকে সমুদ্রে ডুব দেয়। রাজসংসার অর্থরত্নাকর। তা তুমি এমন স্থানে কি কেবল লেখাপড়াই কর? কেন, তোমাদের দেশে কি টোল নাই? সে যা হোক, তুমি রাজনন্দিনী কৃষ্ণাকে দেখেছ?

মদ। আজ্ঞা, দেখবো না কেন? যারা চন্দ্রলোকে বাস করে, তাদের কি আর অমৃত দেখতে বাকি থাকে?

ধন। বাহবা, বেশ! আচ্ছা ভাই, বল দেখি, তোমাদের রাজকুমারী দেখতে কেমন?

মদ। আজ্ঞা, সে রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নয়; কিন্তু তিনি বিলাসবতীর কাছে নন।

ধন। অঁ্যা—কার কাছে নন?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কিছু কাণে খাট বটে?—বিলাসবতী! বিলাসবতী! শুনতে পেয়েছেন?

ধন। অঁ্যা—বিলাসবতী কে?

মদ। হা! হা! বিলাসবতী কে তা কি আপনি জানেন না? হা! হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! তার নাম এ ছোঁড়া আবার কোথ্‌ থেকে শুনলে? (প্রকাশে) আমি তাকে কেমন করে জানবো?

মদ। আঃ, আমার কাছে আর মিছে ছলনা করেন কেন? আপনি মন্ত্রিবরকে যা যা বলছিলেন, আমি তা সব শুনেছি।

ধন। (স্বগত) এ কথার আর অধিক আন্দোলন কিছু নয়। (প্রকাশে) হ্যাঁ দেখ ভাই, আমার দিব্য, তুমি যা শুনেছ, শুনেছ; কিন্তু অন্যের কাছে এ কথার আর প্রসঙ্গ করো না।

মদ। কেন? তাতে হানি কি?

ধন। না ভাই, তোমাকে না হয় আমি কিছু মেঠাই খেতে দিচ্চি, এ সব রাজা-রাজড়ার কথায় তোমার থেকে কাজ কি?

মদ। (সরোষে) তুমি ত ভারি পাগল হে! আমাকে কি কচি ছেলে পেয়েছো, যে মেঠাই দেখিয়ে ভোলাবে?

ধন। তবে বল, ভাই, তুমি কি পেলে সন্তুষ্ট হও?

মদ। আচ্ছা, তোমার হাতে ঐ যে অঙ্গুরীটি আছে ঐটি আমাকে দেও, তা হলে আমি আর কাকেও কিছু বলবো না।

ধন। ছি ভাই, তুমি আমাকে পাগল বলছিলে; আবার তুমিও পাগল হলে না কি? এ নিয়ে তুমি কি করবে? এ কি কাকেও দেয়?

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এই রাজমহিষীর কাছে যাই। (গমনোদ্যত।)

ধন। ওহে ভাই, আরে দাঁড়াও, রাগ ভরেই চল্যে যে? একটা কথাই শুনে যাও। (স্বগত) এ কথা প্রচার হলে সব বিফল হবে। এখন করি কি? এ অমূল্য অঙ্গুরীটিই বা দি কেমন করে!—কি করা যায়? দিতে হলো!—হায়! হায়! এ অঙ্গুরীটি যে কত যত্নে মহারাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেম—আর ভাবলেই বা কি হবে?

মদ। ও মহাশয়, আপনি কাঁদছেন না কি? হা! হা! হা!

ধন। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! একটা শিশু আমাকে ঠকালে হে? ছি! ছি! আর কি করি? দি। ভাল, এ কর্ম্মটি সফল কত্যে পাল্যে, রাজার নিকট বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ পাবার সম্ভাবনা আছে। (প্রকাশে) এই নাও, ভাই। দেখো, ভাই, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

মদ। (অঙ্গুরী লইয়া) যে আজ্ঞা—তবে আমি চল্যেম। (অন্তরালে অবস্থিতি।)

ধন। (স্বগত) দূর ছোঁড়া হতভাগা! আজ যে কি কুলগ্নে তোর মুখ দেখেছিলেম, তা বলতে পারি নে। আর কি হবে, যাই, এখন বাসায় যাই।

[প্রস্থান।

মদ। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) হা! হা! ধনদাসের দুঃখ দেখলে কেবল হাসি পায়। হা! হা! বেটা যেমন ধূর্ত্ত, তেমনি প্রতিফল হয়েছে!—এখনই হয়েছে কি? একে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে, তা নৈলে আমার নামই নয়। তা এখন কেন যাই না! একবার নারীবেশ ধরে রাজকুমারী কৃষ্ণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিগে। ভাল, আমার পরিচয়টা কি দেব? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, তাই ভাল! মরুদেশের রাজা মানসিংহের দূতী। হা! হা! হা! [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(উদয়পুর—রাজ-উদ্যান।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। মহিষি, এ পরম আহ্লাদের বিষয় বটে। জয়পুরের রাজবংশ ভগবান্ অংশুমালীর এক মহাতেজোময় অংশস্বরূপ। তা মহারাজ জগৎসিংহ যে কৃষ্ণকুমারীর উপযুক্ত পাত্র, তার সন্দেহ নাই।

অহ। আজ্ঞা, হাঁ; এ কথা অবশ্যই স্বীকার কত্যে হবে।

তপ। আমি শুনেছি, যে রাজার অতি অল্প বয়েস; আর তিনি এক জন পরম ধর্ম্মপরায়ণ ও বিদ্যানুরাগী পুরুষ।

অহ। আপনার আশীর্ব্বাদে যেন এ সকল সত্যই হয়। প্রলয়-ঝড় কমলিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলে; কিন্তু মলয়সমীরণ বইলে তার শোভা যে দ্বিগুণ বেড়ে উঠে! গুণহীন স্বামীর হাতে পড়লে কি স্ত্রীলোকের শ্রী থাকে? (চিন্তা করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি এই কৃষ্ণার বিবাহের বিষয়ে যে কতদূর ব্যগ্র ছিলাম, তার আর কি বলবো? কিন্তু এখন যে তার বিবাহ হবে, এ কথা আমার মনে উদয় হলে, আমার প্রাণটা যেন কেঁদে উঠে। (রোদন।)

তপ। আহা! মায়ের প্রাণ কি না! হতেই ত পারে।

অহ। ভগবতি, আমার এ হৃদয়-সরোবরের পদ্মটি কাকে দেবো? কে তুলে লয়ে চলে যাবে? আমি যে সারিকাটিকে এত দিন প্রাণপণে পালন কল্যেম, তাকে আমি কেমন করে পরের হাতে দেবো? আমার এ আঁধার ঘরের মণিটি গেলে আমি কেমন করে প্রাণধারণ করবো? (রোদন।)

তপ। দেবি, এ সকল বিধাতার নিয়ম। যেখানে কন্যা, সেখানেই এ যাতনা সহ্য কত্যে হয়। দেখুন, গিরীশমহিষী মেনকা, সম্বৎসরের মধ্যে তাঁর উমার চন্দ্রানন কেবল তিনটি দিন বৈ দেখতে পান না। তা ও চিন্তা বৃথা। চলুন, এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই। বোধ হয়, মহারাজ এতক্ষণ রাজসভা থেকে উঠেছেন।

অহ। যে আজ্ঞা,—তবে চলুন। [উভয়ের প্রস্থান।

(কৃষ্ণকুমারী এবং মদনিকার প্রবেশ।)

কৃষ্ণা। বল কি, দূতি? তোমার কথা শুনলে আমার ভয় হয়। তুমি এত ক্লেশ পেয়ে এখানে এলে?

মদ। রাজনন্দিনি, পোষা পাখী পিঞ্জর থেকে উড়ে বেরুলে, যেমন বনের পাখী সকল তার পশ্চাতে লাগে, আমারও প্রায় সেই দশা ঘটেছিল। কিন্তু আপনার চন্দ্রানন দেখে আমি সে সব দুঃখ এতক্ষণে ভুললেম।

কৃষ্ণা। ভাল, দূতি, রাজা মানসিংহ আমার পিতার কাছে দূত না পাঠিয়ে তোমাকে আমার কাছে পাঠালেন কেন?

মদ। আজ্ঞা, রাজনন্দিনি, আপনি অতি বুদ্ধিমতী। আপনি ত বুঝতেই পারেন। যে যাকে ভালবাসে, সে তার মন না জেনে কি কোন কর্ম্মে হাত দেয়?

কৃষ্ণা। (সহাস্যবদনে) কেন? তোমাদের মহারাজ কি আমাকে ভাল-বাসেন?

মদ। রাজনন্দিনি, ভালবাসেন কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা কচ্যেন? আমাদের মহারাজ রাতদিন কেবল আপনার কথাই ভাবচেন, আপনার নামই কচ্যেন। তাঁর কি আর কোন কর্ম্মে মন আছে?

কৃষ্ণা। কি আশ্চর্য্য! তিনি ত আমাকে কখনও দেখেন নাই। তবে যে তিনি আমার উপর এত অনুরক্ত হলেন, এর কারণ? ভাল দূতি, বল দেখি, তোমাদের মহারাজের কয় রাণী?

মদ। রাজনন্দিনি, মহারাজের এখনও বিবাহ হয় নাই। আমি শুনেছি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে আপনাকে না পেলে তিনি আর কাকেও বিবাহ করবেন না।

কৃষ্ণা। সত্য না কি?

মদ। রাজনন্দিনি, আমি কি আপনার কাছে আর মিথ্যা কথা বলছি!

মহারাজ আপনার রূপ প্রথমে স্বপ্নে দেখেন, তার পর লোকের মুখে আবার আপনার গুণ শুনে তিনি যেন একবারে পাগল হয়ে উঠেছেন।

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, আমার মাথা খাও, তুমি যথার্থ বল দেখি, তোমাদের রাজা দেখতে কেমন ?

মদ। রাজনন্দিনি, তাঁর রূপের কথা এক এক করে আপনাকে আর কি বলবো ? তাঁর সমান রূপবান্ পুরুষ আমরা চক্ষে ত কখন দেখি নাই। আহা! রাজনন্দিনি, সে রূপের কথা আমাকে মনে করে দিলেন, আমার মনটা যেন একবারে শিহরে উঠলো। আ, মরি মরি! কি বর্ণ; কি গঠন! যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। রাজনন্দিনি, আমি সঙ্গে করে মহারাজের একখানা চিত্রপট এনেছি; আপনি যদি দেখতে চান, ত আমি কোন সময়ে এনে দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, যে তাঁর কেমন রূপ।

কৃষ্ণ। (স্বগত) এ দূতীর কথা কি সত্য হবে? হতেও পারে। (প্রকাশে) দেখ দূতি, তুমি আবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। এখন আমি যাই। আমার সখীরা ঐ সরোবরের কূলে আমার অপেক্ষা কচ্যে।

মদ। যে আজ্ঞা।

কৃষ্ণা। (কিঞ্চিৎ গমন করিয়া) দেখো, তুমি ভুল না, দূতি! তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। [প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) লোকে বিলাসবতীকে রূপবতী বলে। কিন্তু মহারাজ যদি এ নারীরত্নটি পান, তা হলে কি আর তার মুখ দেখতে চাইবেন? আহা! এমন রূপ কি আর এ পৃথিবীতে আছে? আবার গুণও তেমনি! যেন সাক্ষাৎ কমলা। আহা! এমন সরলা স্ত্রী কি আর হবে? (চিন্তা করিয়া) সে যা হোক, এঁর মনটা রাজা মানসিংহের দিকে একবার ভাল করে লওয়াতে পাল্যে হয়। নদী একবার সমুদ্রের অভিমুখী হলে, আর কি কোন দিকে ফেরে? (চিন্তা করিয়া) রাজা মানসিংহের দুত যে অতি ত্বরাই এখানে আসবে, তার কোন সন্দেহ নাই। তিনি কি আর সে পত্র পেয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন? এই যে মহারাজ ভীমসিংহ এই দিকে আসচেন। আমি এই গাছটার আড়ালে একটু দাঁড়াই না কেন? (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(রাজার সহিত অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ।)

তপ। মহারাজ, রাজদূতের নামটা কি বলছিলেন ?

রাজা। আজ্ঞা, তার নাম ধনদাস। ব্যক্তিটে অতি গুণবান্ আর বহুদর্শী। আর রাজা জগৎসিংহ স্বয়ং মহাগুণী পুরুষ, তাঁর সুখ্যাতিও বিস্তর।

তপ। মহারাজ, আপনাদের প্রতি ভগবান্ একলিঙ্গের অসীম কৃপা বলতে হবে। এই দেখুন, কি আশ্চর্য্য ঘটনা! তিনি রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রকে জানকী সুন্দরীর পাণিগ্রহণ কত্যে এনে উপস্থিত করে দিলেন। এ হতে আর আনন্দের

বিষয় কি আছে, বলুন?

রাজা আজ্ঞা, সকলই আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

তপ। আমার মানস এই, যে এ পরিণয়-ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হলে আমি আবার তীর্থযাত্রায় নির্গত হবো। তা এতে আর বিলম্ব কি? শুভ কর্ম্ম শীঘ্রই করা উচিত।

অহ। নাথ, তবে আর এ কর্ম্মে বিলম্বের প্রয়োজন কি? আমার কৃষ্ণা— (রোদন।)

রাজা। (হাত ধরিয়া) প্রিয়ে, এ শুভ কর্ম্মের কথা উপলক্ষে কি তোমার রোদন করা উচিত?

অহ। প্রাণেশ্বর, আমার হৃদয়নিধিকে কেমন করে একজন পরের হাতে সমর্পণ করবো? (রোদন।)

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) দেবি, বিধাতার বিধি কে খণ্ডন কত্যে পারে? ভেবে দেখ, তুমি আপনি এখন কোথায় আছ, আর আগেই বা কোথায় ছিলে! বিধাতার সৃষ্টি এইরূপেই চলে আসচে। কত শত কুসুম-লতা, কত শত ফলবৃক্ষ লোকে এক উদ্যান থেকে এনে আর এক উদ্যানে রোপণ করে; আর তারাও নূতন আশ্রমে ফল-ফুলে শোভমান হয়।

নেপথ্যে গীত।

আশাগৌরী—আড়া

অসুখী ভ্রমরদলে।
নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে॥
অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিল,
কুমুদী হেরি হাসিল,
যুবক যুবতী, হরষিত অতি,
বিরহিণী ভাসিছে আঁখিজলে।
চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত,
কপোতী পতি-মিলিত,
নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে,
কার মনঃ দহিছে দুখানলে॥

রাজা। আহা!

অহ। মহারাজ, আমার এ কোকিলটি এ বনস্থলী ছেড়ে গেলে কি আর আমি বাঁচবো? (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। দেখুন, আপনার দুঃখে মহারাজও অতি বিষণ্ন হচ্যেন।

(কৃষ্ণার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। এসো, মা, এসো। (শিরশ্চুম্বন।)

কৃষ্ণা। পিতঃ, মা আমার এমন কচ্যেন কেন? তুমি কাঁদ কেন মা?

অহ। (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) বাছা, তুমি কি এত দিনের পর তোমার এ দুঃখিনী মাকে ছেড়ে চললে? আমার আর কে আছে, মা, যে আমাকে এমন করে মা বলে ডাকবে? (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি মা! তোমাকে ছেড়ে আমি কার কাছে যাব মা? (রোদন।)

রাজা। ভগবতি, মোহস্বরূপ কুসুমের কণ্টক কি সামান্য তীক্ষ্ণ!

তপ। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? এই জন্যেই পূর্ব্বকালে মহর্ষিকুলে প্রায় অনেকেই সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, বনবাসী হতেন।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

রাজা। কি সমাচার, রামপ্রসাদ?

ভৃত্য। ধর্ম্মাবতার, মরুদেশের ঈশ্বর রাজা মানসিংহ রায় রাজসম্মুখে দূত প্রেরণ করেছেন।

রাজা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন কেন? (প্রকাশে) আচ্ছা, সত্যদাসকে দূতের যথাবিধি সমাদর কত্যে বল্‌গে যা। আমি ত্বরায় যাচ্যি।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

রাজা। প্রিয়ে, চল, আমরা অন্তঃপুরে যাই। আমাকে আবার রাজসভায় যেতে হলো।

কৃষ্ণা। (স্বগত) এ দূতীর কথা যদি সত্য হয়, তা হলে, বোধ হয়, এ দূত আমার জন্যেই এসেছে। এখন পিতা কি স্থির করেন, বলা যায় না।

অহ। চলুন। (তপস্বিনীর প্রতি) ভগবতি, আপনিও আসুন।

[সকলের প্রস্থান।

মদ। (চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হুইয়া স্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক দেখলে বুক ফেটে যায়। তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্নেহ না করবে, তবে আর করবে কাকে? এই যে নূতন দূত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভাল করে জানতে পেলেম না। যাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি। আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্যে, যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন।—আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন! এখন গিয়ে ত আবার পুরুষ-বেশ ধরিগে। এ যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে আজ ধনদাসের সর্ব্বনাশ করবো। হা! হা! যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বলে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম! যে মহাদেব ত্রিভুবনকে এক নিমিষে নষ্ট কত্যে পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার

পদতলে ফেলে রেখেছেন। হায়! হায়! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে? এইবার দেখাই যাবে, ধনদাসের কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি।—এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে আসচেন। হয়েছে আর কি! ——মুখ দেখে বেশ বোধ হচ্যে, মনটা যেন একটু ভিজেচে। তাই যদি না হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব দাঁড়ায়! হা, হা, হা! এ ত মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্ত্তি নয়। নাই বা হলো বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হোক না কেন, ইঁদুর ধরতে পাল্যেই হয়।

(কৃষ্ণার পুনঃপ্রবেশ।)

কৃষ্ণা। এই যে! দূতি, তুমি আমার তল্লাস কচ্যো না কি? তোমাদের মহারাজ যে দূত পাঠিয়েছেন, আমি এই শুনে এলেম। আমি ভেবেছিলাম, তুমি যেন আমাকে একটা উপকথাই কইতেছিলে—

মদ। রাজনন্দিনি, তাও কি কখন হয়? আমাদের মতন লোকের কি কখন এমন সাহস হয়ে থাকে?

কৃষ্ণা। দেখ, দূতি, এ বিষয়ে আমি দেখছি, একটা না একটা বিবাদ ঘটে উঠবে। তুমি কি শোননি, যে জয়পুরের রাজাও আমার জন্যে দূত পাঠিয়েছেন?

মদ। রাজনন্দিনি, তাতে কি আমাদের মহারাজ ডরাবেন? আপনি অনুমতি দিলে জয়পুরকে এক মুহূর্ত্তে ভস্মরাশি করে ফেলতে পারেন।

কৃষ্ণা। (সহাস্যবদনে) তুমি ত তোমার রাজার প্রশংসা সর্ব্বদাই কচ্যো। তা দেখি, কি হয়।

মদ। রাজনন্দিনি, আপনি মহারাজের দিকে হলে, তাঁকে আর কে পায়?

কৃষ্ণা। (হাসিয়া) দেখ, দূতি, পারিজাতফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদুপতির বিবাদ ত আরম্ভ হলো। এখন দেখি, কে জেতেন। তুমি তবে এখন তোমাদের রাজদূতের সঙ্গে একবার দেখা করগে।

মদ। যে আজ্ঞা। (কিঞ্চিৎ গিয়া পুনরাগমনপূর্ব্বক) রাজনন্দিনি, আপনাকে যে আমাদের মহারাজের একখানা চিত্রপট দেখাব, বলেছিলাম, এই দেখুন। (হস্তে প্রদান) এখানি এখন আপনার কাছে থাক; আমাকে আবার ফিরে দেবেন। [প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাজা মানসিংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত চঞ্চল হলো, এর কারণ কি? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) অ্যাঁ, এমন রূপ! আহা! কি অধর! কি হাস্য! এমন রূপবান্ পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে? আ মরি, মরি!—ও দূতী যা বলেছিল, তা সত্য বটে! হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি তা হবে?—আমার মনটা যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠলো। —না—এখানে আর থাকা উচিত নয়; কে আবার এসে দেখবে। যাই,

আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জ্জনে চিত্রপটখানি দেখিগে। আহা, কি চমৎকার—

[চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজনিকেতন-সম্মুখে।

(মরুদেশের দূত এবং [পুরুষবেশে] মদনিকার প্রবেশ।)

দূত। কি আশ্চর্য্য! তবে এ পত্রের কথাটা সত্য?

মদ। আজ্ঞা, হাঁ, সত্য বৈ কি? রাজকুমারী পত্র লিখে প্রথমে আমাকে দেন; তার পর আমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে আপনাদের দেশে পাঠাই।

দূত। যা হউক, আমাদের মহারাজের অতি সৌভাগ্য বলতে হবে, তা না হলে তোমাদের সুকুমারী কি তাঁর প্রতি এত অনুরক্ত হন? আহা! বিধাতার কি অদ্ভুত লীলা! কেউ বা মহামণির লোভে অন্ধকারময় খনিতে প্রবেশ করে, আর কেউ বা তা পথে কুড়িয়ে পায়! এ সকল কপালগুণে ঘটে বৈ ত নয়! মহারাজ এ পত্র পাওয়া অবধি যেরূপ হয়ে উঠেছেন, তার আর তোমাকে কি বলবো?

মদ। দেখুন, দূত মহাশয়, আপনি একটু সাবধান হয়ে চলবেন। এ পত্রের কথা এখানে প্রকাশ করবেন না, তা হলে রাজনন্দিনী লজ্জায় একবারে প্রাণত্যাগ করবেন।

দূত। হাঁ, সে কি কথা! আমি ত পাগল নই। এ কথাও কি প্রকাশ কত্যে আছে?

মদ। এই যে জয়পুরের দূত ধনদাস, ওকে, বোধ হয় আপনি ভাল করে চেনেন না।

দূত। না, ওঁর সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই।

মদ। মহাশয়, ওটা যে আপনাদের রাজার কত নিন্দা করে, তা শুনলে বোধ হয়, আপনি অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠবেন?

দূত। বটে?

মদ। আর তাতে রাজনন্দিনী যে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ, তা আর আপনাকে কি

বলবো ? মহাশয়, ওকে একবার কিছু শিক্ষা দিতে পারেন ? তা হলে বড় ভাল হয়।

দূত। কেন ? ওটা বলে কি ?

মদ। মহাশয়, ওটা যা বলে, সে কথা আমাদের মুখে আনতে লজ্জা করে। ও লোকের কাছে বলে বেড়ায় কি যে, মহারাজ মানসিংহ একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীর দত্তক পুত্র মাত্র ; আর তিনি মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী নন।

দূত। অ্যাঁ—কি বল্লে ? ওর এত বড় যোগ্যতা ? কি বলবো, আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, নতুবা এই দণ্ডেই ওর মস্তকচ্ছেদ কত্তোম !

মদ। মহাশয়, এতে এত রাগলে কাজ চলবে না। যদি বাক্যবাণ দ্বারা ও দুরাচারকে কোন দণ্ড দিতে পারেন, ভালই ; নচেৎ অন্য কোন অত্যাচার করাটা ভাল হয় না।

দূত। আচ্ছা, আমি এখন রাজমন্ত্রীর কাছে যাই। এর পর যা পরামর্শ হয়, করা যাবে। শৃগালের মুখে সিংহের নিন্দা ! এ কি কখন সহ্য হয়। [প্রস্থান।

মদ। (স্বগত) বাঃ, কি গোলযোগই বাধিয়ে দিয়েছি ! এখন জগদীশ্বর এই করুন, যেন এতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কোন ব্যাঘাত না জন্মে। ভাল, এও ত বড় আশ্চর্য্য ! আমি একজন বেশ্যার সহচরী ; বনের পাখীর মতন কেবল স্বেচ্ছার অধীন ; কখনই সংসার-পিঞ্জরে বদ্ধ হই নাই। কিন্তু এ সুকুমারী রাজকুমারীর প্রকৃতি দেখে আমার মনটা এমন হলো কেন ?—সত্য বটে !—লজ্জা আর সুশীলতাই স্ত্রীজাতির প্রধান অলঙ্কার। আহা ! এ দুটি পদ্ম এ সরোবর থেকে যে আমি কি কুলগ্নে তুলে ফেলেছিলাম, তা কেবল এখন বুঝতে পাচ্চি। এই যে ধনদাস এ দিকে আসচে।

(ধনদাসের প্রবেশ।)

মহাশয়, ভাল আছেন ত ?

ধন। আরে মদন যে ! তবে ভাল আছ ত ? ভাই, তুমি সে অঙ্গুরীটি কোথায় রেখেছো ?

মদ। আজ্ঞা, আপনাকে বলতে লজ্জা করে ! আর বোধ হয়, আপনি তা শুনলেও রাগ করবেন !

ধন। সে কি ! কেন ? রাগ করবো কেন ?

মদ। আজ্ঞা, তবে শুনুন। এই নগরে মদনিকা বলে একটি বড় সুন্দরী মেয়েমানুষ আছে, তাকে আমি বড় ভালবাসি ! সেই আমার কাছ থেকে সে অঙ্গুরীটি কেড়ে নিয়েছে।

ধন। কি সর্ব্বনাশ ! তেমন অমূল্য রত্ন কি একটা বেশ্যাকে দিতে হয় ? তোমার ত নিতান্ত শিশুবুদ্ধি হে। ছি ! ছি! আর তুমি এত অল্প বয়সে এমন সব লোকের সঙ্গে সহবাস কর ?

মদ। দেখুন দেখি, এই আপনি বললেন, রাগ করবো না, তবে আবার রাগ করেন কেন ?

ধন। (স্বগত) তাও বটে ; আমিই বা রাগ করি কেন ? (প্রকাশে) হা ! হা ! ওহে, আমি তামাসা কচ্ছিলেম। যা হউক, তুমি যে, দেখচি, একজন বিলক্ষণ রসিক পুরুষ হে। ভাল, তোমার এ মদনিকা কোথায় থাকে, বল দেখি, ভাই।

মদ। আজ্ঞা, তার বাড়ী গড়ের বাইরে।

ধন। (স্বগত) স্ত্রীলোকটার বাড়ীর সন্ধান পেলে অঙ্গুরীটা না হয় কিছু দিয়ে কিনে লওয়ার চেষ্টা পাওয়া যায়। আর যদি সহজে না দেয়, তারও উপায় করা যেতে পারে। (প্রকাশে) হাঁ, কোথায় বললে, ভাই ?

মদ। আজ্ঞা, এই গড়ের বাইরে।

ধন। ভাল, সে মেয়েমানুষটি দেখতে ভাল ত ?

মদ। আজ্ঞা, বড় মন্দ নয়। মহাশয়, এ দিকে দেখছেন, রাজা মানসিংহের দূত মন্ত্রীর সঙ্গে এই দিকে আসচেন।

ধন। ভাল কথা মনে কল্যে, ভাই। তোমাকে আমি যে কথা অন্তঃপুরে বলতে বলেছিলেম, তা বলেছো ত ?

মদ। আজ্ঞা, আপনার কাজে আমার কি কখন অবহেলা আছে ?

ধন। তোমার যে ভাই কত গুণ, তা আমি একমুখে কত বলবো ?—তা বল দেখি, তোমার মদনিকা কোথায় থাকে ?

মদ। তার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত হচ্যেন কেন ? এক দিন, না হয়, আপনার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো, তা হলেই ত হবে ? আমি এখন যাই, আর দাঁড়াব না। (স্বগত) দেখি, এ ঘটক ভায়ার ভাগ্যে আজ কি ঘটে।

[প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) অঙ্গুরীটির উদ্ধার না কল্যে আমার মন কোন মতে স্থির হচ্যে না। সেটির মূল্য প্রায় দশ হাজার টাকা। তা কি সহজে ত্যাগ করা যায় ? আহা ! মহারাজকে যে কত প্রকারে ভুলিয়ে সেটি পেয়েছিলাম, তা মনে পড়লে চক্ষে জল আসে। তা বড় দায়ে না পড়লে আর সে আমার হাতছাড়া হতে পারতো না। দেখি, এই মদনিকার বাড়ীর সন্ধানটা পেলে একবার বুঝতে পারি। ধনদাসের চতুরতা কি নিতান্তই বিফল হবে ?

(সত্যদাসের সহিত দূতের পুনঃপ্রবেশ।)

সত্য। এই যে ধনদাস মহাশয় এখানে রয়েছেন। তা চলুন, একবার রাজসভাতে যাওয়া যাউক।

দূত। মহাশয়, ইনি রাজা জগৎসিংহের দূত না ?

সত্য। আজ্ঞা হাঁ।

দূত। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, আমরা যখন উভয়েই একটি অমূল্য রত্নের

আশায় এ দেশে এসেছি, তখন আমরা উভয়ে উভয়ের বিপক্ষ বটে, কিন্তু তা বলে আমাদের পরস্পরে কি কোন অসদ্ব্যবহার করা উচিত ?

ধন। আজ্ঞা, তাও কি হয় ?

দূত। তবে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি ;—বলি, আপনি যে নিরন্তর মরুদেশের রাজ্যেশ্বরের নিন্দা করেন, সেটা কি আপনার উপযুক্ত কর্ম্ম ?

ধন। বলেন কি মহাশয় ? এ কথা আপনাকে কে বললে ?

দূত। মহাশয়, বাতাস না হলে বৃক্ষপল্লব কখনই নড়ে না।

ধন। মহাশয়ের আমার সঙ্গে নিতান্ত বিবাদ করবার ইচ্ছা বটে !

দূত। আপনার সঙ্গে আমার বিবাদ করায় কি ফল ? কিন্তু আপনি যে এ দুষ্কর্ম্মের সমুচিত ফল পাবেন, তার সন্দেহ নাই। আপনাদের নরপতি বেশ্যাদাস ; নৃত্য, গীত, প্রেমালাপ—এই সকল বিদ্যাতেই পরম নিপুণ ; তা তিনি কি রাজেন্দ্রকেশরী মানসিংহের সমতুল্য ব্যক্তি ? না সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র ?

ধন। (সত্যদাসের প্রতি) মহাশয়, শুনলেন ত ? (কর্ণে হস্ত দিয়া দূতের প্রতি) ঠাকুর, কি বলবো, তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তা না হলে তোমাকে আমি আজ অমনি ছাড়তেম না।

দূত। কেন ? তুমি কি কত্যে ? ওঃ ! বড় স্পর্দ্ধা যে !

সত্য। মহাশয়রা ক্ষান্ত হউন। আপনাদের এ বৃথা বাগ্‌দ্বন্দ্বে প্রয়োজন কি ? বিশেষতঃ এ স্থলে কি আপনাদের এরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করা উচিত ?

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু আপনি বিবেচনা করুন, আমার এ বিষয়ে অপরাধ কি ? উনিই ত বিবাদ কচ্চ্যেন।

(বলেন্দ্র সিংহের প্রবেশ।)

বলে। এ কি এ, মহাশয় ? আপনাদের মধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত যে ! আপনারা কি লক্ষ্যভেদ হতে না হতেই যুদ্ধ আরম্ভ কল্যেন ?

দূত। আজ্ঞা, না। যুদ্ধ আরম্ভ হবে কেন ? তবে কি না, এই জয়পুরের দূত মহাশয়কে আমি দুই একটা হিতোপদেশ দিচ্ছিলেম।

বলে। কি হিতোপদেশ দিলেন, বলুন দেখি ? আপনার ত এই ইচ্ছা, যে উনি এ বিবাহের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করেন ? হা ! হা ! হা !

ধন। হা ! হা ! হা ! আজ্ঞা, এক প্রকার তাই বটে।

দূত। আজ্ঞা, হাঁ, আমার বিবেচনায় ওঁর তাই করা উচিত হচ্যে। মহাশয়, মান বড় পদার্থ। অতএব এমন যে মান, এর রক্ষার বিষয়ে অবহেলা করা অতি অকর্ত্তব্য।

বলে। হা ! হা ! দূত মহাশয়, আপনি, যে দেখছি স্বয়ং চাণক্য অবতার ! ভাল মহাশয়, আমি শুনেছি, যে আপনাদের মরুদেশে ভগবতী পৃথিবী না কি বন্ধ্যা নারীর স্বভাব ধরেন ? তা বলুন দেখি, আপনাদের রাজকর্ম্ম কিরূপে চলে ?

দূত। বীরবর, বন্ধ্যা স্ত্রী লয়ে কি কেউ সংসার করে না?

বলে। হা! হা! বেশ। (ধনদাসের প্রতি) ওগো মহাশয়, আপনাদের অম্বরদেশের বর্ণনটা একবার করুন দেখি শুনি।

ধন। আজ্ঞা, আমার কি সাধ্য, যে তার বর্ণন করি? যদি পঞ্চানন হন, তথাপি অম্বরের সুখ-সম্পত্তির সুচারুরূপে বর্ণন হয় না।—মহাশয়, আমাদের অম্বর সাক্ষাৎ অম্বরপ্রদেশই বটে। সেখানে অঙ্গনাকুল তারাকুল-তুল্য সুন্দর; আর মেঘে যেমন সৌদামিনী আর বারিবিন্দু, রাজভাণ্ডারে তেমনি হীরক ও মুক্তা প্রভৃতি, তাতে আবার আমাদের মহারাজ ত স্বয়ং শশধর——

দূত। হাঁ, শশধরের ন্যায় কলঙ্কী বটেন।

বলে। হা! হা! কি বল, ধনদাস?

ধন। আজ্ঞা, ও কথায় আর কি বলবো? পেচক সূর্য্যের আলো ত কখনই সহ্য কত্যে পারে না। আর যদিও ক্ষুধার পীড়নে রাত্রিকালে কোটরের বাহির হয়, তবু সে চন্দ্রের প্রতি কখনও প্রকাশিত নয়নে দৃষ্টিপাত করতে পারে না। তেজোময় বস্তুমাত্রেই তার চক্ষের বিষ।

বলে। হা! হা! হা! কেমন, দূতবর, এইবারে? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) ও আবার কি? (নেপথ্যে বাদ্য।)

সত্য। এই যে মহারাজ রাজসভায় আসচেন। চলুন, আমরা এখন যাই।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রক্ষক। (যোড়করে) বীরবর, গণেশগঙ্গাধর শাস্ত্রী নামে এক জন দূত মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে সিংহদ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনার কি আজ্ঞা হয়?

বলে। দূত? মহারাষ্ট্রপতির শিবির থেকে? আচ্ছা, তাঁকে রাজসভায় নে যাও; আমি যাচ্চি। চলুন তবে আমরা সকলেই একবার রাজসভায় যাই।

[সকলের প্রস্থান।

(মদনিকার পুনঃপ্রবেশ।)

মদ। (স্বগত) এখন ত আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে; আর এ নগরে বিলম্ব করবার প্রয়োজন কি? আমার কৌশলক্রমে রাজনন্দিনী রাজা মানসিংহের উপর এমন অনুরাগিণী হয়েছেন, যে তিনি রাজা জগৎসিংহের নাম শুনলে একবারে যেন জলে উঠেন; আর আমার পত্র পেয়ে মানসিংহও দূত পাঠিয়েছেন। তবে আর এখানে থেকে কি হবে?—যাব বটে, কিন্তু রাজনন্দিনীকে ছেড়ে যেতে প্রাণটা যেন কেমন করে। আহা! এমন সুশীলা মেয়ে কি আর দুটি আছে? হে পরমেশ্বর, এই যে আমি বনে আগুন লাগিয়ে চল্লেম, এ যেন দাবানলের রূপ ধরে এ সুলোচনা কুরঙ্গিণীকে দগ্ধ না করে। প্রভু, তুমিই একে কৃপা করে রক্ষা করো। যাই, আমাকে আবার ধনদাসের আগে জয়পুরে পঁহুছিতে হবে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—রাজ-উদ্যান।

(তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমি ত্রিপতিতে ভগবান্ গোবিন্দরাজের মন্দিরে কৃষ্ণকুমারীর বিষয়ে যে কুস্বপ্নটা দেখেছিলাম, তা কি যথার্থই হলো? রাজা মানসিংহ ও রাজা জগৎসিংহ উভয়েই যখন রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ আশায় এ নগরে দূত প্রেরণ করেছেন, তখন এ মাতঙ্গদ্বয় কি বিনা যুদ্ধে নিরস্ত হবে? না এদের ভয়ঙ্কর বিগ্রহে বনস্থলীর সামান্য দুর্দ্দশা ঘটবে? হায়, হায়, কি বিধাতার বিড়ম্বনা! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) দীনবন্ধো, তুমিই সত্য। কৃষ্ণাও দেখছি রাজা মানসিংহের প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী হয়ে উঠেছে। তা যাই, এ সব কথা রাজমহিষীকে একবার জানান কর্ত্তব্য। [প্রস্থান।

(কৃষ্ণকুমারীর প্রবেশ।)

কৃষ্ণা। (স্বগত) সে দূতীটি পাখী হয়ে উড়ে গেল না কি? আমি যে তার অন্বেষণে কত স্থানে লোক পাঠিয়েছি, তার আর সংখ্যা নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) কি আশ্চর্য্য! এ যে কি মায়াবলে আমাকে এত উতলা করে গেল, আমি ত তার কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। হা রে, অবোধ মনঃ! কেন বৃথা এত চঞ্চল হোস্? নিশার স্বপ্ন কি কখন সফল হয়? এ দূতীটি কি আমাকে ছলনা করে গেল? তাই বা কেমন করে বলি? ওদের রাজার দূত পর্য্যন্ত এসেচে। (চিন্তা করিয়া) ভগবতী কপালকুণ্ডলাকে আমার মনের কথাগুলি বলে কি ভাল করেছি?—তা এরূপ রহস্য কি মনে গোপন করে রাখা যায়? যেমন কীট ফুলের মুকুল কেটে নির্গত হয়, এও তাই করে। ঐ যে ভগবতী মার সঙ্গে কথা কইতে কইতে এই দিকে আসচেন। বুঝি আমার কথাই হচ্চে। ও মা, ছি! ছি! কি লজ্জা! মা শুনলে বলবেন কি? আমি মাকে এ মুখ আর কেমন করে দেখাবো? বিধাতা যে এ অদৃষ্টে কি লিখেছেন, কিছুই বলা যায় না। যাই, এখন সঙ্গীতশালায় পালাই। [প্রস্থান।

(অহল্যাদেবীর সহিত তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ।)

অহ। বলেন কি, ভগবতি! আপনি কি এ কথা কৃষ্ণার মুখে শুনেছেন?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ। সে আপনিই বলেছে।

অহ। কি আশ্চর্য্য!——

তপ। মহিষি, লজ্জা যুবতীর হৃদয়মন্দিরে দৌবারিকস্বরূপ। তার পরাভব করা কি সহজ কর্ম্ম? আমি যে কত কৌশলে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছি, তা আপনাকে আর কি বলবো?

অহ। আহা! এই জন্যেই বুঝি মেয়েটিকে এত বিরস-বদন দেখতে পাই!

ভাল, ভগবতি, কৃষ্ণা যে রাজা মানসিংহের উপর এত অনুরাগিণী হলো, এর কারণ কিছু বুঝতে পেরেছেন ?

তপ। মহিষি, ও সকল দৈবঘটনা ! ঐ যে সূর্য্যমুখী ফুলটি দেখছেন, ওটি ফুটলেই সূর্য্যদেবের পানে চেয়ে থাকে ; কিন্তু কেন যে চায়, তা কেউ বলতে পারে না।

অহ। সূর্য্যদেবের উজ্জ্বল কান্তি দেখে সূর্য্যমুখী তাঁর অধীন হয় ; আমার কৃষ্ণা ত আর রাজা মানসিংহকে দেখে নাই—

তপ। দেবি ! মনচক্ষু দিয়ে লোকে কি না দেখতে পায় ? বিশেষ ভগবান্ কন্দর্পের যে কি লীলাখেলা তা কি আপনি জানেন না ? দময়ন্তী সতী কি রাজা নলকে আপন চর্ম্মচক্ষে দেখে, তাঁর প্রতি অনুরাগিণী হয়েছিলেন ? (সচকিতে) আহা, কি মনোহর সৌরভ ! দেবি, দেখুন দেখি, এই যে সুগন্ধটি গন্ধবহের সহকারে আকাশে ভাসছে, এর যে কোন্ ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্যি না। কিন্তু আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হচ্যে, যে সে ফুলটি অতীব সুন্দর। এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুসুমের সুচারুতার ব্যাখ্যা কচ্যে। দেবি, যশঃস্বরূপ সৌরভেরও, জানবেন, এই রীতি। মরুদেশের অধিপতি মানসিংহ রায় ত একজন যশোহীন পুরুষ নন।

অহ। আজ্ঞা, তা সত্য বটে। (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি।)

তপ। দেখুন মহিষি, রাজনন্দিনীর মনের যা ভাব, তা এখনই প্রকাশ হবে।

নেপথ্যে গীত।

ভৈরবী—মধ্যমান।

তারে না হেরে আঁখি ঝুরে,
প্রাণ হরে কামশরে জরজরে।
রজনী দিবসে মানসে নাহি সুখ,
মনোদুখ তোমা বিনে, সই, কহিব কাহারে।
মলয় পবন দাহন সদা করে,
কোকিলের কুহরবে তায় হৃদয় বিদরে॥

তপ। আহা ! ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হলে, কোকিলকে কি কেউ নীরব করে রাখতে পারে ? সে অবশ্যই আপন মনের কথা বনস্থলে দিবারাত্র পঞ্চস্বরে ব্যক্ত করে। যৌবনকালে এলে মানবজাতির হৃদয়ও সেইরূপ চুপ করে থাকতে পারে না।

অহ। সে যা হউক। ভগবতি, আপনার কথাটা শুনে যে আমার মন কত উতলা হয়ে উঠলো, তা বলতে পারি না। হায়, হায়, আমার মতন হতভাগিনী স্ত্রী কি আর আছে ? মেয়েটির ভাল করে বিবাহ দেবো, এই সাধটি বড় সাধ ছিল ; কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় দেখছি সকলই বিফল হলো। (রোদন।)

তপ। কেন, মহিষি? বিফলই বা হবে কেন?

অহ। ভগবতি, আপনি কি ভেবেছেন, যে মহারাজ মরুদেশের রাজাকে মেয়ে দেবেন? একে ত রাজা মানসিংহের সঙ্গে তাঁর বড় সদ্ভাব নাই, তাতে আবার জয়পুরের দূত এখানে এসেছে।

তপ। তা হলই বা! যে ধীবর প্রথমে ডুব দেয়, তাকেই কি সাগর উৎকৃষ্ট মুক্তাফল দিয়ে থাকেন? এ কি কথা, মহিষি? আপনাদের কন্যা, আপনারা যাকে ইচ্ছা হয়, তাকেই দেবেন; এতে আবার অগ্রপশ্চাৎ কি?

অহ। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, আমরা কি স্বেচ্ছাধীন?—আহা! ভগবতি, একবার এ দিকে চেয়ে দেখুন। (অগ্রসর হইয়া) এসো, মা, এসো—

(কৃষ্ণার পুনঃপ্রবেশ।)

তোমার আজ এত বিরস বদন দেখছি কেন?

কৃষ্ণা। না, মা, বিরসবদন হবো কেন?

অহ। ওকি ও? তুমি কাঁদচো কেন মা?

কৃষ্ণা। (নিরুত্তরে রাণীর গলা ধরিয়া রোদন।)

অহ। ছি মা, ছি! কেন? তোমার কিসের অভাব, যে তুমি এমন দুঃখিত হলে?

তপ। (স্বগত) আহা, এ ব্রতে নূতন ব্রতী কি না! সুতরাং ব্রতের উদ্দেশ্য-দেবতাকে না পেলে কি আর স্থির হতে পারে।

অহ। ছি! ছি! ও কি, মা?

কৃষ্ণা। মা, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তোমরা আমাকে জলে ভাসিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছো? (রোদন।)

অহ। বালাই! কেন মা? তোমাকে জলে ভাসিয়ে দেবো কেন? মেয়েরা কি চিরকাল বাপের ঘরে থাকে, মা? (রোদন।)

তপ। বৎসে, পক্ষিশাবক কি চিরকাল জন্মনীড়ে থেকে কালাতিপাত করে? এই যে তোমার মা, ইনি কেমন করে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতির গৃহে বাস কচ্যেন? তুমিও তো তাই করবে; তাতে আর ক্ষোভ কি?

কৃষ্ণা। ভগবতি,—(রোদন।)

অহ। স্থির হও, মা, স্থির হও। ছি, মা, কেঁদো না। (রোদন।)

কৃষ্ণা। মা, আমাকে এতদিন প্রতিপালন করে কি অবশেষে বনবাস দেবে? (রোদন।)

তপ। মহিষি, ঐ যে মহারাজ এই দিকেই আসচেন। উনি আপনাদের দুজনকে এ দশায় দেখলে অত্যন্ত দুঃখিত হবেন। তা আপনি এক কর্ম্ম করুন, রাজনন্দিনীকে লয়ে একটু সরে যান।

অহ। আয় মা, আমরা এখন যাই। [অহল্যাদেবী ও কৃষ্ণার প্রস্থান।

তপ। (স্বগত) আমি ভেবেছিলাম, যে অনিদ্রা, নিরাহার, কঠোর তপস্যা —এ সকল সংসার-মায়া-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দান করে। তা কৈ? আমি যে সে মুক্তি লাভ করেছি, এমন ত কোনমতেই বোধ হয় না। আহা! এঁদের দুজনের শোক দেখলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, এই মানব-হৃদয়ে তুমি যে ইন্দ্রিয় সকলের বীজ রোপণ করেছ, তাদের নির্ম্মূল করা কি মনুষ্যের সাধ্য? বিলাপধ্বনি শুনলে যোগীন্দ্রেরও মন চঞ্চল হয়ে উঠে।

(রাজা ভীমসিংহের প্রবেশ।)

রাজা। ভগবতি, মহিষী না এখানে ছিলেন?

তপ। আজ্ঞা, হাঁ, তিনি এই ছিলেন; বোধ হয়, আবার এখনি এলেন বলে।

রাজা। তাঁর সঙ্গে আমার কোন বিশেষ কথা আছে। (পরিক্রমণ করিয়া) বোধ হয়, আপনিও শুনে থাকবেন, মরুদেশের অধিপতি রাজা মানসিংহ রায়ও কৃষ্ণার পাণিগ্রহণ ইচ্ছায় আমার নিকট দূত পাঠিয়েছেন।

তপ। আজ্ঞা, হাঁ, শুনেছি বটে।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ সব কেবল আমার কপালগুণে ঘটে!

তপ। আজ্ঞা, সে কি, মহারাজ? এমন ত সর্ব্বত্রেই হচ্চো।

রাজা। ভগবতি, আপনি চিরতপস্বিনী, সুতরাং এ দেশের লোকের চরিত্র বিশেষরূপে জানেন না। এই বিবাহ উপলক্ষে যে কত গোলযোগ হয়ে উঠবে তার কি সংখ্যা আছে?

(অহল্যাদেবীর পুনঃপ্রবেশ।)

প্রেয়সি, তোমার কৃষ্ণার বিবাহ যে স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন হয়, এমন ত আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।

অহ। সে কি, নাথ?

রাজা। আর বলবো কি বল? এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের অধিপতি আবার রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়ে, আমাকে অনুরোধ কচ্চোন যে—

তপ। নরনাথ, তবে রাজনন্দিনীকে রাজা মানসিংহকেই প্রদান করুন না কেন? তিনিও ত একজন সামান্য রাজা নন—

অহ। জীবিতেশ্বর, এ দাসীরও এই প্রার্থনা।

রাজা। বল কি, দেবি? রাজা জগৎসিংহ আমার একজন পরম আত্মীয়; তাতে আবার তাঁর দূতই আগে এসেছে; এখন আমি কি বলে তাঁকে এ বিষয়ে নিরাশ করি? (দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) হে বিধাতঃ, তুমি এই যে প্রমাদ-অগ্নির সূত্র কল্যে, এ কি রক্তস্রোতঃ ব্যতীত আর কিছুতেই নির্ব্বাণ হবে?

অহ। প্রাণেশ্বর, মহারাষ্ট্রপতি এতে যে হাত দেন, এর কারণ কি? তিনি

না স্বদেশে ফিরে যেতে উদ্যত ছিলেন ?

রাজা। দেবি, তুমি সে নরাধমের চরিত্র ত ভাল করে জান না। সে ত এই চায়। একটা ছল ছুঁতা পেলে হয়।

তপ। ভাল, মহারাজ, তুমি যদি এ বিষয়ে সম্মত না হও, তা হলে মহারাষ্ট্র-পতি কি করবেন ?

রাজা। তা হলে তার দস্যুদল আবার দেশ লুট কত্যে আরম্ভ করবে। হায় ! হায় ! তাতে কি আর দেশে কিছু থাকবে ? ভগবতি, আমার কি আর এখন সে অবস্থা আছে, যে আমি এমন প্রবল শত্রুকে নিরস্ত করি ?

তপ। মহারাজ, মা কমলার প্রসাদে আপনার কিসের অভাব ?

অহ। (রাজার হস্তধারণ করিয়া) নাথ, এতে এত উতলা হইও না। বোধ হচ্যে, ভগবান্ একলিঙ্গের প্রসাদে এ উদ্বেগ অতি ত্বরায়ই শান্ত হবে।

রাজা। মহিষি, তুমি ত রাজপুত্রী। তুমি কি জান না, যে এ বিবাহে আমি যাকে নিরাশ করবো, সে তৎক্ষণাৎ অসিকোষ দূরে নিক্ষেপ করবে ? প্রিয়ে, তোমার কৃষ্ণা কি সতীর মতন আপন পিতার সর্ব্বনাশ কত্যে এসেছে? হায়, আমি বিধাতার নিকট এমন কি পাপ করেছি, যে তিনি আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন ? আমার এমন অমূল্য রত্নটিও কি অনল হয়ে আমাকে দগ্ধ কত্যে লাগলো ? আমার হৃদয়নিধি হতে যে আমার সর্ব্বনাশের সূচনা হবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। ও কি ? মহিষি, আপনি কি করেন ?

অহ। ভগবতি, শমন কি আমাকে বিস্মৃত হয়েছেন ? (রোদন।)

তপ। বালাই ! তিনি আপনার শত্রুকে স্মরণ করুন। মহারাজ, আজ্ঞা হয় ত, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই।

অহ। নাথ, আমার কৃষ্ণার এতে দোষ কি, বলুন দেখি ? বাছা ত আমার ভালমন্দ কিছুই জানে না। মহারাজ, তাকে এমন করে বল্যে কি মায়ের প্রাণে সয় ?—বাছা, কেনই বা তোর এ অভাগিনীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল !—(রোদন।)

রাজা। (হস্ত ধরিয়া) দেবি, আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা কর। হায় ! হায় ! আমি কি নরাধম ! আমার মতন ভাগ্যহীন পুরুষ, বোধ করি, আর নাই। এমন অমৃতও আমার পক্ষে বিষ হলো ! তা চল, প্রিয়ে, এখন অন্তঃপুরে যাই। সূর্য্যদেবও অস্তাচলে চললেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে দিননাথ, তোমাকে যে লোকে এই রাজকুলের নিদান বলে ; তা তুমিও কি এর দুঃখে মলিন হলে ! [সকলের প্রস্থান।

(কৃষ্ণকুমারীর পুনঃপ্রবেশ।)

কৃষ্ণা (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) আহা ! সে এক সময় আর এ এক সময় ! আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম ? এ সকল কি আমার আর ভাল লাগে ?

(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা ! আমি এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে বনবিনোদিনী নাম দিয়েছিলাম। এই সুচারু শমীবৃক্ষটিকে সখী বলে বরণ করেছিলাম। (সচকিতে) ও কি ? আহা ! সখি, তুমি কি এ হতভাগিনীর দুঃখ দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়চো ? কেন ? তুমি ত চিরসুখিনী ; তোমার খেদের বিষয় কি ? মলয়সমীরণ তোমার একান্ত অনুগত, সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে মধুর স্বরে প্রেমালাপ কচ্চো ; তা তুমি কি পরের দুঃখ বুঝতে পার ? কি আশ্চর্য্য। (চিন্তা করিয়া) হায়, হায় ! এ মায়াবিনী যে কি কুলগ্নে এ দেশে এসেছিল, তা বলা যায় না। কি আশ্চর্য্য ! আমি যাঁকে কখন দেখি নাই ; যাঁর নাম কখন শুনি নাই ; যাঁর সহিত কখন বাক্যালাপ করি নাই ; তাঁর জন্যে আমার প্রাণ অস্থির হয় কেন ? কেবল সেই দূতীর কুহকেই আমার মন এত চঞ্চল হলো ? আহা ! আমি কেনই বা সে চিত্রপট দেখেছিলাম ? কেনই বা সে মনোহর মূর্ত্তি আমার হৃদ্‌পদ্মে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম ? লোকে বলে, যে সে মরুদেশ অতি বন্ধ্যাস্থল ; সেখানে বসুমতী না কি সর্ব্বদা বিধবাবেশ ধরে থাকেন ; কুসুমাদিরূপ কোন অলঙ্কার পরেন না। কিন্তু আশ্চর্য্য ! আমার মনে সে দেশ যেন নন্দনকানন বোধ হচ্চে। আমি তার বিষয় যে কত মনে করি, তা আমার মনই জানে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একবার যাই, দেখি গে, সে দূতের কোন অন্বেষণ পাওয়া গেল কি না ! (পরিক্রমণ করিয়া সচকিতে) এ কি ? এ উদ্যান হঠাৎ এমন পদ্মগন্ধে পরিপূর্ণ হলো কেন ? (সভয়ে) কি আশ্চর্য্য ! আমি যে গতিহীন হলেম ! আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন সহসা শিহরে উঠলো। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ও কি ? ও ! ও ! ও ! (মূর্চ্ছা-প্রাপ্তি ; আকাশে কোমল বাদ্য।)

(বেগে তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ ! (কৃষ্ণাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) এ কি এ ? সর্ব্বনাশ ! ভাগ্যে আমি এই দিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম। উঠ, মা, উঠ ! এমন কেন হলো ?

কৃষ্ণা। (সুপ্তভাবে) দেবি, আপনি ঐ মিষ্ট কথাগুলিন আবার বলুন। আমি ভাল করে শুনি। কি বললেন ? আহা ! "যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা থাকে না।" আহা ! এ অভাগিনীর কপালে কি এমন সুখ আছে ?

তপ। সে কি মা ? ও কি বলচো ? (স্বগত) হায়, হায়, দেখ দেখি, বিধাতার কি বিড়ম্বনা ! একে ত এ রাক্ষসী বেলা, তাতে আবার কৃষ্ণার নব-যৌবন ; কে জানে কার দৃষ্টি—

কৃষ্ণা। (উঠিয়া সসম্ভ্রমে) ভগবতি, আপনি আবার এখানে কোথ্‌থেকে এলেন ?

তপ। কেন, মা, সে কি ?

কৃষ্ণা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভগবতি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম, তা শুনলে আপনি একবারে অবাক হবেন!

তপ। কি স্বপ্ন, মা?

কৃষ্ণা। বোধ হলো, যেন আমি কোন স্বর্ণমন্দিরে একখানি কমল-আসনে বসে রয়েছি, এমন সময়ে একটি পরম সুন্দরী স্ত্রী একটি পদ্ম হাতে করে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বললেন,—"বাছা, তুমি আমাকে প্রণাম কর। আমি সম্পর্কে তোমার জননী হই।"

তপ। তার পর?

কৃষ্ণা। আমি প্রণাম কল্যেম। তার পর তিনি বললেন,—"দেখ বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই। আমি এই কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম্ম কর, তা হলে আমারই মতন যশস্বিনী হবে।"

তপ। তার পর, তার পর?

কৃষ্ণা। উঃ, ভগবতি, আপনি আমাকে একবার ধরুন। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপচে।

তপ। কি সর্ব্বনাশ! চল, মা, তুমি অন্তঃপুরে চল। এখানে আর থেকে কাজ নাই। দেখ, মা, আমাকে যা বললে, এ কথা তুমি আর কাকেও বলো না। (আকাশে কোমল বাদ্য।)

কৃষ্ণ। আহা হা! ভগবতি, ঐ শুনুন!

তপ। কি সর্ব্বনাশ! বৎসে, আমি কি শুন্‌বো?

কৃষ্ণা। সে কি, ভগবতি? শুনলেন না, কেমন সুমধুর ধ্বনি! আহা, হা!

তপ। চল, মা, এখানে আর থেকে কাজ নাই। তুমি শীঘ্র করে এখান থেকে চল। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—নগরতোরণ।

(বলেন্দ্র সিংহ এবং কতিপয় রক্ষকের প্রবেশ।)

বলে। রঘুবীরসিংহ।—

প্রথ। (যোড়করে) কি আজ্ঞা, বীরবর?

বলে। দেখ, তোমরা সকলে অতি সাবধানে থেকো। আজ কাকেও এ নগরে প্রবেশ কত্যে দিও না।

প্রথ। যে আজ্ঞা! আপনার বিনা অনুমতিতে, কার সাধ্য, এ নগরে প্রবেশ করে।

বলে। আর দেখ, যদি মহারাষ্ট্রপতির শিবিরে কোন গোলযোগ শুনতে পাও, তবে তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিও।

প্রথ। যে আজ্ঞা।

বলে। (অবলোকন করিয়া স্বগত) এই মহারাষ্ট্রের শৃগালটা কি সামান্য ধূর্ত্ত? এমন অর্থলোভী, অহিতকারী নরাধম দস্যু কি আর দুটি আছে? কিন্তু মানসিংহের সহিত এর যে সহসা এত সৌহার্দ্দ হলো, এর কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারি না। (চিন্তা করিয়া) কোন না কোন কারণ অবশ্যই আছে। তা নইলে এমন পাত্র নয়, যে বৃথা ক্লেশ স্বীকার করে। কৃষ্ণাকে যে বিবাহ করুক না কেন, ওর তাতে বয়ে গেল কি? [প্রস্থান।

নেপথ্যে। (রণবাদ্য।)

দ্বিতী। ভাল, রঘুবীরসিংহ—

প্রথ। কি হে?

দ্বিতী। তোমাকে, ভাই, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো; তুমি নাকি সর্ব্বদাই আমাদের সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের নিকট থাকো; রাজসংসারের বৃত্তান্ত তুমি যত জান, এত আর কেউ জানে না।

প্রথ। হাঁ, কিছু কিছু জানি বটে। তা কি জিজ্ঞাসা করবে, বলই না শুনি।

দ্বিতী। দেখ, ভাই, আমি শুনেছিলাম, যে এই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদের মহারাজের সন্ধি হয়েছিল; তা উনি যে আবার এসে থানা দিয়ে বসলেন, এর কারণ?

প্রথ। সে কি? তুমি কি এর কিছুই শোন নাই?

দ্বিতী। না, ভাই।

তৃতী। কৈ? আমরা ত এর কিছুই জানি না।

প্রথ। মরুদেশের রাজা মানসিংহ, আর জয়পুরের অধিপতি জগৎসিংহ, উভয়েই আমাদের রাজনন্দিনীকে বিবাহ করার আশায় দূত পাঠিয়েছেন।

তৃতী। হাঁ, তা ত জানি। বলি, এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের রাজা হাত দেন কেন?

প্রথ। আমাদের মহারাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা, যে মেয়েটি জয়সিংহকে দেন; কিন্তু এ রাজার সঙ্গে জয়সিংহের চিরকাল বিবাদ; এঁর ইচ্ছা যে মহারাজ রাজকুমারীকে মানসিংহকে প্রদান করেন।

দ্বিতী। ভাল, ভাই, ইনি যদি বিবাহের ঘটকালি কত্যেই এসেচেন, তবে আবার সঙ্গে এত সৈন্য-সামন্তের প্রয়োজন কি?

প্রথ। হা! হা! এও বুঝতে পাল্যে না, ভাই! এর মত ভিখারী ত আর

ছুটি নাই। এ ত এমনি গোলযোগই চায়। একটা কিছু উপলক্ষ হলেই, ছলে হোক, বলে হোক, এর ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হয়।

দ্বিতী। তা সত্য বটে। তা আমাদের মহারাজ কি স্থির করেছেন জান?

প্রথ। আর কি স্থির করবেন? জয়পুরের রাজদূতকে বিদায় করবার অনুমতি দিয়াছেন। আর অল্পদিনের মধ্যেই মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে সাক্ষাৎ করবেন। তার পর বিবাহের বিষয় কি হয়, বলা যায় না।

তৃতী। ভাল, তুমি কি বোধ কর, ভাই, যে জয়পুরের রাজা এতে চুপ করে থাকবেন?

প্রথ। বলা যায় না। শুনেছি, রাজা না কি বড় রণপ্রিয় নন। তবু যা হউক, রাজপুত্র কি না? এত অপমান কি সহ্য কত্যে পারবেন?

তৃতী। ওহে, এদিকে দুজন কে আসছে, দেখ দেখি।

প্রথ। সকলে সতর্ক হও হে। যেন মন্ত্রী মহাশয় বোধ হচ্যে।

(সত্যদাস এবং ধনদাসের প্রবেশ।)

সত্য। রঘুবীরসিংহ—

প্রথ। (যোড়করে) আজ্ঞা।

সত্য। সব মঙ্গল ত?

প্রথ। আজ্ঞা, হাঁ।

সত্য। আচ্ছা। (ধনদাসের প্রতি) মহাশয়, একটু এই দিকে আসুন।

ধন। মন্ত্রী মহাশয়, এ কর্ম্মটা কি ভাল হলো?

সত্য। আজ্ঞা, ও কথা আর বলবেন না। মহারাজ যে এতে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ন, তা আপনিই কেন বুঝে দেখুন না! কিন্তু কি করেন? এতে ত আর কোন উপায় নাই।

ধন। আজ্ঞা, হাঁ, এ কথা যথার্থ বটে। কিন্তু আমার, দেখছি, সর্ব্বনাশ হলো! আমি যে কি কুলগ্নে আপনার দেশে এসেছিলাম, তা বলতে পারিনে।

সত্য। কেন, মহাশয়?

ধন। আর কেন মহাশয়? প্রথমতঃ দেখুন, আমার যা কিছু ছিল, সে সব ঐ দস্যুদল লুটে নিলে। তার পর রাজা মানসিংহের দূতের হাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত অপমান সহ্য করেছি, তা ত আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আবার—

সত্য। মহাশয়, যা হয়েছে, হয়েছে। ও সব কথা আর মনে করবেন না। এখন অনুগ্রহ করে এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ করুন। মহারাজ এটি আপনাকে দিতে দিয়েছেন।

ধন। মহারাজের প্রসাদ শিরোধার্য্য। (অঙ্গুরীয় গ্রহণ।)

সত্য। মহাশয়, আপনি একজন সুচতুর মনুষ্য। অতএব আপনাকে অধিক বলা বাহুল্য। আপনি মহারাজ জগৎসিংহকে এ বিষয়ে ক্ষান্ত হতে পরামর্শ

দেবেন। এ আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। (চিন্তা করিয়া) দেখুন, আপনি যদি এ কর্ম্ম করতে পারেন, তা হলে মহারাজ আপনাকে যথেষ্ট পরিতুষ্ট করবেন।

ধন। যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টার ত্রুটি করবো না। তার পর জগদীশ্বরের হাত।

সত্য। আমি কর্ম্মকারকদের প্রতি রাজ-আদেশ পাঠিয়েছি। আপনার পথে কোন ক্লেশ হবে না।

ধন। তবে আমি এখন বিদায় হই।

সত্য। যে আজ্ঞা, আসুন তবে। [প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) দেখি দেখি, অঙ্গুরীটি কেমন? (অবলোকন করিয়া) বাঃ! এটি যে মহারত্ন! এর মূল্য প্রায় লক্ষ টাকা হবে। হা! হা! ধনদাসের ভাগ্য! মাটি ছুঁলে সোনা হয়! হা হা হা! যাকে বিধাতা বুদ্ধি দেন, তাকে সকলি দেন। (চিন্তা করিয়া) এ বিবাহে কৃতকার্য্য হলেম না বলে যদি মহারাজ বিরক্ত হন, হলেনই বা; না হয়, ওঁর রাজ্য ত্যাগ করে অন্যত্রে গিয়ে বাস করবো। আর কি! আমার ত এখন আর ধনের অভাব নাই। হা! হা! বুদ্ধিবলেই ধনদাস ধনপতি! তবে কিনা, এই একটা বাধা দেখছি; বিলাসবতীর আশাটা তা হলে একবারে ছাড়তে হয়। যে মৃগ লক্ষ্য করে এতদিন বনে বনে পর্য্যটন কল্যেম, তাকে এখন এক প্রকার আয়ত্ত করে কেমন করে ফেলে যাই? (চিন্তা করিয়া) কেন? ফেলেই বা যাব কেন? আমি কি আর একটা বেশ্যাকে ভুলাতে পারবো না? কত কত লোক স্বর্গ-কন্যাকে বশ করেছে, আর আমি কি একটা বারাঙ্গনার মনঃ চুরি কত্যে পারবো না? হা! হা! তা দেখি কি হয়। [প্রস্থান।

প্রথ। (অগ্রসর হইয়া) ওহে, তোমরা কেউ এ লোকটিকে চেন?

দ্বিতী। চিনবো না কেন? ও যে জয়পুরের দূত। আঃ, এক দিন রাত্রে, ভাই, ও যে আমাকে কষ্টটা দিয়েছিল, তা আর কি বলবো?

তৃতী। কেন? কেন?

দ্বিতী। আমি, ভাই, পুরস্কারের লোভে মদনিকা বলে একটা মেয়েমানুষের তত্ত্বে ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সমস্ত রাতটা ঘুরে ঘুরে মলেম, কিছুই হলো না! শেষে প্রাতঃকালে বাসায় ফিরে যাবার সময় বেটা আমাকে কেবল চারটি গণ্ডা পয়সা হাতে দিয়ে বল্যে কি, যে তুমি মিঠাই কিনে খেও। হা! হা! হা!

প্রথ। হা! হা! যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল! (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) উঃ, রাত্রি যে প্রভাত হলো।

নেপথ্যে গীত।

ভৈরব—কাওয়ালী।

যাইতেছে যামিনী, বিকসিত নলিনী।
প্রিয়তম দিবাকর হেরিয়ে
প্রমোদিনী ভানুভামিনী;

শশী চলিল তাই হেরে
বিষাদে বিমলিনী কুমুদিনী
অতি দুখিনী।
মধুকর ধায় মধুর কারণে ফুলবনে,
বিহঙ্গের মধুর স্বরে মোহিত করে
প্রমোদ ভরে বিপিনচরে,
নবতৃণাসনে হরষিত মনোহরিণী ॥

তৃতী। ঐ শুনলে ত? চল, আমরা এখন যাই। (নেপথ্যে রণবাদ্য।)

প্রথ। হাঁ—চল—। ঐ যে আর এক দল আসচে।

[সকলে প্রস্থান।

চতুর্থাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—রাজগৃহ।

(রাজা জগৎসিংহ এবং মন্ত্রী।)

রাজা। বল কি, মন্ত্রি? এ সংবাদ তোমাকে কে দিলে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ধনদাস হয় অদ্য বৈকালে কি কল্য প্রাতে এসে উপস্থিত হবে। তার মুখে এ সকল কথা শুনলেই ত আপনি বিশ্বাস করবেন?

রাজা। কি আপদ্! আমি কি আর তোমার কথায় অবিশ্বাস কচ্যি হে? আমি জিজ্ঞাসা কচ্যি কি, বলি, এ কথা তুমি কার কাছে শুনলে?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমারই কোন চরের মুখে শুনেছি। সে অতি বিশ্বাসযোগ্য পাত্র।

রাজা। বটে? তবে রাজা ভীমসিংহ আমাকে অবহেলা করে মানসিংহকেই কন্যা প্রদান করবেন, মানস করেছেন?

মন্ত্রী। আজ্ঞা শুনেছি, যে রাজকুলপতি ভীমসিংহের আপনার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ; তিনি কেবল দায়গ্রস্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছেন। মহারাজ, আমি ত পুর্ব্বেই এ সকল কথা রাজসম্মুখে নিবেদন করেছিলাম, কিন্তু আমার দৌর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সময়ে ধনদাসের পরামর্শই শুনলেন।

রাজা। আঃ, সে গত বিষয়ের অনুশোচনে ফল কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার সন্দেহ কি? তবে কি না, বিবেচনা করুন, ধনদাসই এই

অনর্থের মূল। সেই কেবল স্বার্থসাধনের জন্যে এ রাজ্যের সর্ব্বনাশটা কল্যে!

রাজা। কেন? কেন? তার অপরাধ কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমি আর কি বলবো? ধনদাসের চরিত্র ত আপনি বিশেষরূপে জানেন না।

রাজা। কেন? কি হয়েছে, বল না।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, এ সকল কথা রাজসম্মুখে কওয়া আমার কোন মতেই উচিত হয় না। কিন্তু—

রাজা। কেন? ধনদাসের এতে অপরাধটা কি?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজকুমারী কৃষ্ণার প্রতিমূর্ত্তি যে ও আপনাকে কেন এনে দেখায়, তা কি আপনি এখনও বুঝতে পাচ্যেন না?

রাজা। কৈ, না! কি কারণ, বল দেখি শুনি।

মন্ত্রী। এই বিবাহের উপলক্ষে একটা গোলযোগ বাধিয়ে আপনার উদর পূর্ণ করবে, এই কারণ, আর কারণ কি? মহারাজ, ওর মত স্বার্থপর মানুষ কি আর দুটি আছে?

রাজা। বটে? তাই ও এ বিষয়ে এত উদ্যোগী হয়েছিল? আমি তখন বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা ও আগে ফিরে আসুক। তা এখন এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য বল দেখি?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে নিরস্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

রাজা। (সরোষে) বল কি, মন্ত্রি! তুমি উন্মাদ হলে না কি? এমন অপমান কি কেউ কোথাও সহ্য কত্যে পারে?—কেন, আমার কি অর্থ নাই?—সৈন্য নাই? না কি বল নাই?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে মহারাজের অভাব কিসের?

রাজা। তবে আমাকে এতে ক্ষান্ত হতে বলচো কেন? মান অপেক্ষা কি ধন না জীবন প্রিয়তর? ছি! তুমি এমন কথা মুখেও আন! দেখ, প্রতি দুর্গ-পতিকে তুমি এখনই গিয়ে পত্র পাঠাও, যে তারা পত্রপাঠমাত্র সসৈন্যে এ নগরে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখ—

মন্ত্রী। আজ্ঞা করুন—

রাজা। তুমি যে সে দিন ধনকুলসিংহের কথা বলছিলে, তিনি কে, আমাকে ভাল করে বল দেখি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি মরুদেশের মৃত রাজা ভীমসিংহের পুত্র। কিন্তু তাঁর পিতার লোকান্তরপ্রাপ্তির পর জন্ম হওয়ায়, কোন কোন লোকে বলে যে তিনি বাস্তবিক ভীমসিংহের পুত্র নন।

রাজা। বটে? মরুদেশের বর্ত্তমান রাজা মানসিংহ ত গোমানসিংহের পুত্র। গোমানসিংহ ধনকুলসিংহের পিতামহ বীরসিংহের কনিষ্ঠ ছিলেন। তা ধনকুল-

সিংহই মরুদেশের প্রকৃত অধিকারী।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কলিকালে কি আর ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আছে? যার শক্তি তারই জয়। কুমার ধনকুলসিংহ কি আর রাজসিংহাসন পাবেন?

রাজা। অবশ্য পাবেন। আমি তাঁকে মরুদেশের সিংহাসনে বসাবো। দেখ মন্ত্রি, তুমি শীঘ্র গিয়ে পত্র লেখ। মানসিংহের এত বড় যোগ্যতা, যে সে আমার বিপক্ষতা করে! এখন দেখি সে আপন রাজ্য কি করে রাখে!

মন্ত্রী। মহারাজ,—

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি! যাও—

মন্ত্রী। মহারাজ. আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এই মহৎকুলের প্রসাদে মনুষ্যত্ব লাভ করেছি। আপনার স্বর্গীয় পিতা—

রাজা। আঃ! কি উৎপাত! আমি কি আর তোমাকে চিনি না, মন্ত্রি, যে তুমি আমাকে আপন পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্যে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা নয়। তবে কি না, আমার পরামর্শে এ বিষম কাণ্ডে সহসা প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না।

রাজা। মন্ত্রি, মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়; কিন্তু অপযশঃ চিরস্থায়ী। আমি যদি এ অপমান সহ্য করি, তা হলে ভবিষ্যতে লোকে আমাকে কাপুরুষের দৃষ্টান্তস্থল করবে। বরঞ্চ ধনে প্রাণে মরবো, সেও ভালো, কিন্তু এ কথাটা যেন কেউ না বলে, যে অম্বর-অধিপতি মরুদেশের রাজার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন। ছি! ছি! আমার সে অপযশঃ হতে সহস্রগুণে মরণ ভাল। তা তুমি যাও।

মন্ত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) যে আজ্ঞা, মহারাজ! (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়! হায়! দুষ্ট ধনদাসটাই এই অনর্থ ঘটালে! [প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) এই ত আর এক কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ আরম্ভ হলো! এত দিন রাজভোগে মত্ত ছিলাম, এখন একটু পরিশ্রমই করে দেখি। তরবারি চিরকাল কোষে আবদ্ধ থাকলে মলিন ও কলঙ্কিত হয়। (চিন্তা করিয়া) যা হউক ধনদাসকে এবার বিলক্ষণ দণ্ড দিতে হবে। আমি যত কুকর্ম্ম করেছি, সকলেতেই ঐ দুষ্ট আমার গুরু। ওঃ! বেটার কি চমৎকার বুদ্ধি! তা দেখি, এবারও কি হয়। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—বিলাসবতীর গৃহ।

(বিলাসবতী এবং মদনিকা)

বিলা। বাঃ, তোর ভাই কি বুদ্ধি! ধন্য যা হউক!

মদ। (সহাস্যবদনে) সে বড় মিছা কথা নয়। আমি উদয়পুরে যে সকল কাণ্ড করে এসেছি, তা মনে হলে আপনা-আপনি হেসে মত্তে হয়। হা! হা! হা!

বিলা। তাই ত, কি আশ্চর্য্য! ভাল, ধনদাস কি তোকে যথার্থই চিনতে পারে নাই?

মদ। তা পারলে কি ও আমাকে আর এ অঙ্গুরীটি দিত?

বিলা। ভাল, ভাই, তুই লোকের কাছে কি বলে আপনার পরিচয়টা দিতিস্?

মদ। কেন? উদয়পুরের লোককে বলতেম, আমার জয়পুরে বাড়ী। আর জয়পুরের লোককে বলতেম, আমার উদয়পুরে বাড়ী। আর যেখানে দেখতেম, দুই দেশেরই লোক আছে, সেখানে আদতে যেতাম না।

বিলা। বাঃ, তোর কি বুদ্ধি, ভাই!

মদ। হা! হা! রাজমন্ত্রী, রাজা মানসিংহের দূত, রাজকুমারী, আমি কার সঙ্গে না দেখা করেছি? আর কত বেশ যে ধরতেম, তার আর কি বলবো?

বিলা। তাই ত! ভাল, মদনিকে, রাজকুমারী কৃষ্ণা নাকি বড় সুন্দরী?

মদ। আহা! সুন্দরী বলে সুন্দরী? ও কথা, ভাই, আর জিজ্ঞাসা করো না। আমি বলি, এমন রূপলাবণ্য পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ।)

বিলা। ও কি লো? তুই যে একবারে বিরসবদন হলি? কেন? তিনি কি এতই তোর মনঃ ভুলিয়েছেন? ই! ই! অবাক্ কল্যে মা!

মদ। ভাই, বলবো কি! রাজনন্দিনী কৃষ্ণার কথা মনে হলে প্রাণ যেন কেঁদে উঠে। আহা! সে মুখ যে একবার দেখে, সে কি আর ভুলতে পারে?

বিলা। বলিস্ কি লো? তিনি কি এমন সুন্দরী? কি আশ্চর্য্য! আয়, ভাই, আমরা এখানে বসি। তবে আমাকে রাজকুমারীর কথাটা ভাল করে বল দেখি, শুনি।

মদ। কেন? তাঁর কথা শুনে আর তোমার কি উপকার হবে, বল?

বিলা। কে জানে ভাই? তোর মুখে তাঁর কথা শুনে আমার এমনি ইচ্ছা হচ্যে, যে উদয়পুরে গিয়ে তাঁকে একবার দেখে আসি।

মদ। যে, ভাই, কৃষ্ণকুমারীকে কখন দেখে নাই, বিধাতা তাকে বৃথা চক্ষু

দিয়েছেন !—সে যাক্ মেনে, এখন মহারাজ কদিন এখানে আসেন নাই, বলদেখি ?

বিলা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করিস্ ? আজ তিন দিন।

মদ। বটে ? তবে তিনি ধনদাসের ফিরে আসার দিন অবধি আর এখানে আসেন নাই। বোধ করি, তিনি, এ বিবাহের বিষয়ে বড় ক্ষুণ্ণ হয়েছেন ! তা হবেনই ত। তাঁর দূতকে আমি যে জুতো খাইয়ে এসেছি,—হা ! হা ! ধনদাস, ভাই, আর এ জন্মেও কারো ঘটকালি করবে না। হা ! হা ! হা !

বিলা। হা ! হা ! হা ! বোধ হয় না।

মদ। দেখ, সখি, মহারাজ বোধ করি, আজ এখানে আসবেন এখন। তা তুমি, ভাই, যদি তাঁকে আজ পায়ে না ধরিয়ে ছাড়, তবে আমি আর এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা কইব না।

বিলা। ও মা, সে কি লো ? ছি ! ছি ! তাও কি কখন হয় ?

মদ। হবে না কেন ? বুদ্ধি থাকলেই সব হয়। এই যে এসো না, তোমাকে না হয় মানভঙ্গের পালাটা অভিনয় করে দেখিয়ে দিই। (উপবেশন) আমি যেন মানিনী নায়িকা, বসে আছি ; তুমি নায়ক হয়ে এসে আমাকে সাধো।

(বদনাবৃতকরণ।)

বিলা। হা ! হা। হা ! বেশ লো বেশ ! তুই, ভাই, কত রঙ্গই জানিস্ ! তা আমি এখন কি করবো বল্ ?

মদ। (গাত্রোত্থান করিয়া) কি আপদ্। তুমিই না হয় মান করে বসো। আমি নায়ক হয়ে সাধি।

বিলা। (উপবেশন করিয়া) আচ্ছা—এই আমি বসলেম।

মদ। এখন মান কর।

বিলা। এই কল্যেম। (বদনাবৃতকরণ ।)

মদ। হে সুন্দরি ! তোমার বদনশশীকে অভিমানরূপ রাহুগ্রাসে দেখে আজ আমার চিত্ত-চকোর—

বিলা। হা ! হা ! হা !

মদ। ছি ! ছি ! ও কি ? ঐ ত সব নষ্ট কল্যে।—এমন সময়েকি হাসতে হয় ?

বিলা। ঐ মা মহারাজ এই দিকে আসচেন ?

মদ। তাই ত। দেখো, ভাই, মহারাজ এলে যেন এমন করে হেসে উঠ না। আমি এখন যাই। এত দিনের পর আজ ধনদাসের মাথা খাবার যোগাড় হয়েছে।

[প্রস্থান।

(রাজা জগৎসিংহের প্রবেশ)

রাজা। (স্বগত) আজ তিন দিন এখানে আসি নাই। আর কেমন করেই বা আসবো ? আমার কি আর নিশ্বাস ত্যাগ করবার সাবকাশ ছিল !—এ তিন

দিনে প্রায় নব্বই হাজার সৈন্য এসে এ নগরে একত্র হয়েছে। আর ধনকুলসিংহও প্রায় আট, দশ হাজার লোক সঙ্গে করে আসচেন। শত সহস্র বীর। দেখি, এখন মানসিংহ আপন রাজ্য কেমন করে রক্ষা করে? সে যাক। এ গৃহে ত পুষ্প-ধনুঃ আর পঞ্চশর ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের কথা নাই। এ ভগবান্ কন্দর্পের রণ-ভূমি। তা কৈ, বিলাসবতী কোথায়? (প্রকাশে) ওহে, বসন্ত এলে কি কোকিল নীরবে থাকে? (অবলোকন করিয়া) এই যে—কেন, প্রিয়ে, তুমি এত বিরসবদন হয়ে বসে রয়েছো কেন? এ কি—এ কয়েক দিন না আসতে তুমি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছ? (নিকটে উপবেশন।) দেখ ভাই, তুমি কখন এমন ভেবো না, যে আমি সাধ করে তোমার কাছে আসি নাই।—কি আশ্চর্য্য! আমার সঙ্গে কথা কইলে কি, ভাই, তোমার জাত যাবে? একটা কথাই কও। এ কি? একবারে নিস্তব্ধ!—তা তুমি যদি ভাই, আমার সঙ্গে একান্তই কথা না কবে, তবে বল, আমি ফিরে যাই। আমি শত সহস্র কর্ম্ম ফেলে রেখে তোমার এখানে এলেম, আর তুমি নীরব হয়ে বসে রইলে?

বিলা। যাও না কেন; আমি কি তোমাকে বারণ কচ্যি?

রাজা। কেন, ভাই, আমি কি অপরাধ করেছি, যে তুমি আজ আমার উপর এত দয়াহীন হলে?

বিলা। সে কি, মহারাজ? আপনি হচ্যেন রাজকুলচূড়ামণি; তাতে আবার রাজা ভীমসিংহের জামাই হবেন;—আমি একজন—

রাজা। তুমি, দেখছি, ভাই, আমার উপর যথার্থ ই রেগেছো।—ছি! ও কি? তুমি যে আবার নীরব হলে? দেখ, যে ব্যক্তি এত অনুগত, তার উপর কি এত রাগ করা উচিত? (নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি) আহা! এমন সুমধুর ধ্বনি শুনলেও কি তোমার আর রাগ যায় না!

নেপথ্যে গীত।

কাফিজংলা—যৎ।

মনে বুঝে দেখ না,
এ মান সহজে যাবে না, তা কি জান না?
যে করে তোমারে যতন অতি,
চাতুরী তাহার প্রতি;
তার প্রতিকার না হলে আর
কোন কথা কবে না।
যে দোষে তোমার মনোমোহিনী
হয়েছে অভিমানিনী,
সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি,
পায়ে ধরে সাধ না।

রাজা। হা! হা! হা! সত্য বটে! দেখ, ভাই, তোমার সখীরা আমাকে বড় সৎপরামর্শ দিচ্যে। তা এসো, তোমার পায়েই ধরি! এখন তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা কর। (পদধারণ।)

বিলা। (ব্যগ্রভাবে) করেন কি, মহারাজ? ছি! ছি! আমি কেবল আপনার সঙ্গে পরিহাস কচ্ছিলেম বৈ ত নয়। বলি, দেখি, মহারাজ নারীর মান রাখেন কি না।

রাজা। আর, ভাই, পরিহাস! ভাগ্যে তোমার রোগের ঔষধ পেলেম, তাই রক্ষা।—যা হউক, এখন ত আমাদের আবার ভাব হলো?

বিলা। কেন, সখে, আমাদের ত ভাবের অভাব কখনই ছিল না!

(মদনিকার পুনঃপ্রবেশ।)

রাজা। আরে এসো! দেখ, সখি, তোমাকে দেখলে আমার ভয় হয়।

মদ। ও মা!—সে কি মহারাজ? আপনি কি কথা আজ্ঞা করেন?

রাজা। তুমি সখি, মদন-কেতু। তুমি যে স্থানে বায়ু-চালনা কত্যে থাক, সেখানে কি আর রক্ষা থাকে? অনবরত কামদেবের রণভেরী বাজতে থাকে, প্রমাদ-প্রেমযুদ্ধ উপস্থিত হয়, তার পঞ্চশরের আঘাতে লোকের প্রাণ বাঁচান ভার হয়ে উঠে।

মদ। আপনার তার নিমিত্তে চিন্তা কি, মহারাজ? আপনি যদি মদনের শেলাঘাতে পড়েন, তার উচিত ঔষধ আপনার কাছেই ত রয়েছে। এমন বিশল্যকরণী থাকতে আপনার ভয় কি?

রাজা। হা! হা! সাবাশ্, সখি, ভাল কথা বলেছো। তুমি, ভাই, সরস্বতীর পিতামহী!—যা হউক, বড় তুষ্ট হলেম। এই নাও। (স্বর্ণহার প্রদান।)

মদ। (প্রণাম করিয়া) আমি মহারাজের এক জন ক্ষুদ্র দাসী মাত্র।

রাজা। বসো। (মদনিকার উপবেশন।) দেখ, সখি, তুমি ধনদাসের বিষয়ে আমাকে যে সকল কথা বলছিলে, সে কি সত্য?

মদ। মহারাজ, আপনি যদি এ দাসীর কথায় প্রত্যয় না করেন, আমার সখীকে বরং জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। ধনদাস যে পরম ধূর্ত্ত আর স্বার্থপর, তা আমি এখন বিলক্ষণ টের পেয়েছি; কিন্তু ওর যে এত দূর সাহস, এ, ভাই, আমার কখনই বিশ্বাস হয় না।

মদ। মহারাজ, স্বচক্ষে দেখলে, স্বকর্ণে শুনলে ত আপনার বিশ্বাস হবে?

রাজা। হাঁ, তা হবে না কেন? এর অপেক্ষা আর সাক্ষ্য কি আছে?

মদ। আচ্ছা, তবে আমি এলেম বলে। [প্রস্থান।

বিলা। নরনাথ, দুষ্ট ধনদাসই এ সব অনর্থের মূল।

রাজা। তার সন্দেহ কি? আমার এ বিবাহে কি প্রয়োজন ছিল? বিশেষতঃ

(হস্ত ধরিয়া) বিশেষতঃ, তুমি থাকতে, ভাই, আমি কি আর কাকেও ভালবাসতে পারি!

বিলা। ঐ ত, মহারাজ, এই সকল মধুমাখা কথা কয়েই আপনারা কেবল আমাদের মনঃ চুরি করেন। (নিকটবর্ত্তিনী হইয়া) যথার্থ বলুন দেখি, মহারাজ, এ বিবাহে আপনার এখনও মন আছে কি না?

রাজা। রাম বল! এ বিবাহে আমার কি আবশ্যক? তবে কি না ধনদাসের মন্ত্রণা শুনে আমার, ভাই, অহি-মূষিকের ব্যাপার হয়েছে। মানটা ত রক্ষা করা চাই। সেই জন্যই এ সব উদ্যোগ।

(মদনিকার পুনঃপ্রবেশ।)

মদ। মহারাজ, আপনি সত্বর এই দিকে একবার পদার্পণ কল্যে ভাল হয়। ধনদাস আসচে। (বিলাসবতীর প্রতি) ভাই, এখন মহারাজকে একবার প্রমাণটা দেখিয়ে দেও। (রাজার প্রতি) আসুন তবে, মহারাজ।

রাজা। (উঠিয়া) আচ্ছা, তবে চল। তুমি যেখানে যেতে বল, সেখানেই যাব। এমন মাঝির হাতে নৌকা দেব, তার ভয় কি?

(উভয়ের অন্তরালে অবস্থিতি।)

বিলা। (স্বগত) ধনদাস ধূর্ত্তরাজ, কিন্তু মদনিকা আজ যে ফাঁদ পেতেছে, তা থেকে এ শৃগাল ভায়ার নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর।

(ধনদাসের প্রবেশ।)

এসো, এসো, ধনদাস, বসো। তবে, ভাই, ভাল আছ ত?

ধন। (বসিয়া) আর, ভাই, ভাল! কেমন করে ভাল থাকবো, বল? উদয়পুর থেকে ফিরে আসা অবধি মহারাজ একবারও আমাকে রাজসম্মুখে ডাকেন নাই। আর কত লোকের মুখে যে কত কথা শুনি, তার আর কি বলবো? তবে তুমি যে আমাকে মনে রেখেছ, এই ভাল।

বিলা। গগন কি, ভাই, চিরকাল মেঘাবৃত থাকে?

ধন। না, তা ত থাকে না। তবে কি না, তুমি যদি, ভাই আমার এ মেঘাবৃত গগনের পূর্ণশশী হও, তা হলে আমাকে আর পাবে কে?

মদ। (জনান্তিকে) মহারাজ, শুনছেন?

রাজা। (জনান্তিকে) চুপ—

ধন। (স্বগত) মদনিকা না হবে ত সহস্রবার আমাকে বলেচে. যে বিলাসবতী মনে মনে আমাকেই ভালবাসে। আর এর ভাবভঙ্গি দেখলে সে কথাটায় এক প্রকার বিলক্ষণ বিশ্বাসও হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে? আমি তোমাকে কত ভালবাসি, তা কি তুমি জান না?

বিলা। (ব্রীড়াসহকারে) তা ভাই, আমি কেমন করে জানবো?

ধন। সে কি, ভাই? তুমি কি এও জান না, যে ভেক সর্ব্বদা কমলিনীর

সহিত সহবাস করে বটে, কিন্তু সে ফুল যে কি সুধারসের আকর, তা কেবল মধুকরই জানে। তুমি যে কি পদার্থ, তা কি গাড়ল রাজাগুলার কর্ম্ম বোঝা? হা! হা! হা! হাঃ!

রাজা। (জনান্তিকে) শুনলে? শুনলে বেটার স্পর্দ্ধার কথা? ইচ্ছা হয় যে এ নরাধমের মাথাটা এই মুহূর্ত্তেই কেটে ফেলি। (অসি নিষ্কোষকরণে উদ্যত।

মদ। (জনান্তিকে) ও কি মহারাজ? আপনি করেন কি? (হস্ত ধারণ।)

ধন। দেখ, বিলাসবতি,—

বিলা। কি বল, ভাই?

ধন। আমি, ভাই, তোমার নিতান্ত চিহ্নিত দাস, আর আমি এ রাজসংসারে কর্ম্ম করে যা কিছু সংগ্রহ করেছি, সে সকলই তোমার। (স্বগত) এ মাগীর কাছে রাজদত্ত যে সকল বহুমূল্য রত্ন আছে, তার কাছে সে কোথায় লাগে? তা একে একবার হাত করবার কি? এ দেশ থেকে একে একবার নে যেতে পাল্যে হয়। (প্রকাশে) তুমি যে, ভাই, চুপ করে রইলে?

বিলা। আমি কি বলবো?

ধন। দেখ, কাল সকালে তো রাজা সৈন্য লয়ে মরুদেশ আক্রমণ কত্যে যাত্রা করবে। তা সে শস্ত্রবিদ্যায় যত নিপুণ, তা কারই অগোচর নাই! রণভূমি দেখে মূর্চ্ছা না গেলে বাঁচি। হা! হা! হা! তা আমি বেশ জানি, এমন ভীত মানুষ তো আর দুটি নাই।

রাজা। (জনান্তিকে) কি! বেটা এত বড় কথা আমাকে বলে? (মারিতে উদ্যত।)

মদ। (ধরিয়া জনান্তিকে) করেন কি মহারাজ? একটু শান্ত হউন, আরো কি বলে, শুনুন না।

ধন। আমার বিলক্ষণ বোধ হচ্যে, যে হয় এ যুদ্ধে মারা যাবে, নয় ত মুখে চুণকালি নিয়ে দেশে ফিরে আসবে।—

রাজা। (জনান্তিকে) ভাল, দেখি, কার মুখে চুণকালি পড়ে। কৃতঘ্ন! পামর!

ধন। তা তুমি যদি, ভাই, বল, তবে আমি সব প্রস্তুত করি। চল, আমরা কাল দুজনে এ দেশ থেকে চলে যাই। ও অধম কাপুরুষের কাছে থাকলে তোমার আর কি উপকার হবে? বালির বাঁধের ভরসা কি বল?

রাজা। (অগ্রসর হইয়া সরোষে ধনদাসের গলদেশ আক্রমণ করিয়া) রে দুরাচার নরাধম দাসীপুত্র! এই কি তোর কৃতজ্ঞতা! তুই যে দেখছি, চির-উপকারী জনের গলায় ছুরি দিতে পারিস্।

ধন। (সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! ইনি যে এখানে ছিলেন, তা ত আমি স্বপ্নেও জানতেম না। কি হবে? কোথায় যাব? এইবারে গেলেম, আর কি! এই

দুশ্চারিণী মাগীই আমাকে মজালে।

রাজা। তোর মুখে যে আর কথাটি নাই? তুই যে কেমন লোক, তা আমি এত দিনের পর টের পেলেম। তোর অসাধ্য কর্ম্ম নাই। তা বসুমতী এমন দুরাচার পাষণ্ডের ভার আর সহ্য করবেন না! (অসি নিষ্কোষ।)

বিলা। (সসম্ভ্রমে রাজার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ, করেন কি? ক্ষমা দেন। এ ক্ষুদ্র প্রাণীর শোণিতে আপনার অসি কলঙ্কিত হবে মাত্র। সিংহ কখন শৃগালকে আক্রমণ করে না। তা মহারাজ, আমাকে এর প্রাণটি ভিক্ষা দেন।

রাজা। প্রিয়ে, তোমার কথা অন্যথা কত্যে পারি না। আচ্ছা, প্রাণদণ্ড করবো না। (অসি কোষস্থ করিয়া) কিন্তু যাতে আমাকে ওর মুখাবলোকন কত্যে না হয়, এমন দণ্ডবিধান করা আবশ্যক।—রক্ষক?—

নেপথ্যে। মহারাজ!

(রক্ষকের প্রবেশ।)

রাজা। দেখ্‌, এ দুরাচারকে নগরপালের নিকট এই মুহূর্ত্তে লয়ে যা। আর তাকে বল্‌গে, যে এর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গালে চুণকালি দিয়ে, একে দেশান্তর করে দেয়। আর এর যা কিছু সম্পত্তি আছে, সব দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করে।

রক্ষ। যে আজ্ঞা, ধর্ম্মাবতার! (ধনদাসের প্রতি) চল,—

ধন। (করযোড়ে সজল নয়নে) মহারাজ—

রাজা। চুপ, বেহায়া! আর আমি তোর কোন কথা শুনতে চাই নে। নে যা একে! ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

রক্ষ। চল। [ধনদাসকে লইয়া রক্ষকের প্রস্থান।

মদ। (অগ্রসর হইয়া) আহা! প্রাণটা বেঁচেছে যে, এই রক্ষা। এখনই ভায়ার লীলা সংবরণ হয়েছিল আর কি। হা! হা! যা হউক, ইঁদুর ভায়া সমস্ত রাত্রি চুরি করে করে খেয়ে, শেষ রাত্রে ফাঁদে পড়েছেন। হা! হা! হা!

বিলা। এ সব, ভাই, তোরই কৌশলে ঘটলো। যা হউক, মহারাজ যে ওর প্রাণটি দিলেন, এই পরম লাভ। তবে কি না, মহারাজের চোখ দুটি যে এত দিনে খুললো, এও আহ্লাদের বিষয়।

রাজা। এ দুরাচার আমাকে যে সব কুপথে ফিরিয়েছে, তা মনে হলে লজ্জা হয়। কিন্তু কি করি, কেবল তোমার অনুরোধে ওটাকে অল্প দণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিতে হলো।

নেপথ্যে। (রণবাদ্য) (মহারাজের জয় হউক) (রাজকুমারের জয় হউক)।

রাজা। (সচকিতে) বোধ হয়, কুমার ধনকুলসিংহ এসে উপস্থিত হলেন। প্রিয়ে, এখন আমাকে বিদায় দিতে হবে। আমাকে এখন যেতে হলো।

বিলা। সে কি, মহারাজ? এত শীঘ্র? তবে আবার কখন দেখা হবে, বলুন?

রাজা। তা ভাই, কেমন করে বলবো? আমি কাল প্রাতেই যুদ্ধে যাত্রা করবো! যদি বেঁচে থাকি তবে আবার দেখা হবে, নচেৎ এ জন্মের মত এই সাক্ষাৎ হলো। (হস্ত ধরিয়া) দেখ, ভাই, যদি আমি মরেই যাই, তা হলে আমাকে নিতান্ত ভুল না, এক একবার মনে করো, আর অধিক কি বলবো।

বিলা। (নিরুত্তরে রোদন।)

মদ। (সজল নয়নে) বালাই, মহারাজ, এমন কথা কি মুখে আনতে আছে!

রাজা। সখি, এ বড় সামান্য ব্যাপার ত নয়। পৃথিবীর ক্ষত্রিয়কুল এ রণক্ষেত্রে একত্র হবে! সে যা হউক, এখন এসো বিলাসবতী, আমাকে হাস্যমুখে বিদায় দাও এসে।

মদ। এসো সখি, মহারাজের সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত যাই। আর কাঁদলে কি হবে, ভাই? এখন পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা কর, যে মহারাজ যেন ভালয় ভালয় স্বরাজ্যে ফিরে আসেন। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

জয়পুর—নগরপ্রান্তে রাজপথ-সম্মুখে দেবালয়।

(দেবালয়ের গবাক্ষদ্বারে বিলাসবতী এবং মদনিকা।)

মদ। আর কেন সখি? চল, এখন বাড়ী গিয়ে স্নানাদি করা যাক্‌গে, বেলা প্রায় দুই প্রহর হলো। বিশেষ, দেবদর্শনের ছলে এখানে এসেছি, আর এখানে থাকলে লোকে বলবে কি?

নেপথ্যে। (রণবাদ্য।)

বিলা। ঐ শোন লো শোন। মহারাজ বুঝি আবার ফিরে আসচেন।

মদ। তোমার এমনি ইচ্ছাটাই বটে! ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি, কে আসচে?

বিলা। সখি, আমি চক্ষের জলে একবারে যেন অন্ধ হয়ে পড়েছি। তা কৈ? আমি ত কাকেও দেখতে পাচ্যি না।

মদ। এখন, ভাই, কাঁদলে আর কি হবে? ঐ দেখ, মন্ত্রী মহাশয় আসচেন।

(নীচে মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? হায়, একটা তুচ্ছ অগ্নিকণা এই ঘোরতর দাবানল হয়ে জ্বলে উঠলো! আহা, এতে যে কত সুন্দর তরু আর কত পশু পক্ষী পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে, তার কি আর সংখ্যা আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস) এখন আর আক্ষেপ করা বৃথা! এ জলস্রোতঃ যখন পর্ব্বত থেকে বেরিয়েছে, তখন এর গতি রোধ করা কার সাধ্য? (নেপথ্যাভিমুখে) এ কি? অর্জ্জুনসিংহ,

তোমার দল যে এখনও এখানে রয়েছে ?

নেপথ্যে। আজ্ঞা, এই আমরা চললেম, আর কি।

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! তোমার কি কিছুমাত্র ভয় নাই ?. এ কি ? এ সব ময়দার গাড়ী এখনও পড়ে রয়েছে ?

নেপথ্যে। মহাশয়, গরু পাওয়া ভার।

মন্ত্রী। (কর্ণ দিয়া) অ্যাঁ—কি বললে ? গরু পাওয়া ভার! কি সর্ব্বনাশ! তোমরা তবে কি কত্যে আছ ?

নেপথ্যে। উঠ হে, উঠ, শীঘ্র করে গাড়ীগুলন যুতে ফেল।

ঐ। আজ্ঞা, এই হলো আর কি।

ঐ। ওহে বাদ্যকরেরা, তোমরা ঘুমুতে লাগলে না কি ? বাজাও! বাজাও!

ঐ। মহাশয়, আশীর্ব্বাদ করুন, এই আমরা চললেম। বাজাও হে, বাজাও!

ঐ। (রণবাদ্য) মহারাজের জয় হউক!

মন্ত্রী। (স্বগত) দেখিগে, আর কোন্ দল কোথায় কি কচ্যে ? আঃ, এ সব কি একজন হতে হয়ে উঠে! ভগবান্ সহস্রলোচন পারেন কি না, সন্দেহ; আমার ত দুই চক্ষুঃ বৈ নয়! [প্রস্থান।

বিলা। মদনিকে, চল, ভাই, আমরা ওই ময়দার গাড়ীর পেছনে পেছনে মহারাজের নিকট যাই!

মদ। তুমি, সখি, পাগল হলে না কি ? চল বরং বাড়ী যাই। দেখ, বেলা প্রায় দুই প্রহরের অধিক হলো। এখন রাজহংসীরা সরোবরে ভেসে গা শীতল কচ্যে। তা আমাদের আর এখানে থাকা উচিত হয় না।

বিলা। আমার কি আর, ভাই, ঘরে ফিরে যেতে মনঃ আছে ?

মদ। হা! হা! হা! তুমি, ভাই, কৃষ্ণযাত্রা আরম্ভ কল্যে না কি ? হা! হা! হা! সখি, কৃষ্ণ বিনে এ পোড়া প্রাণ আর বাঁচে না। হা! হা! হা! ওহে রাধে! এ যমুনা-পুলিনে বসে একলা কাঁদলে আর কি হবে ? তোমার বংশীবদন যে এখন মধুপুরে কুব্জা সুন্দরীকে লয়ে কেলি কচ্যেন। হা! হা! হা!

বিলা। ছি; যাও মেনে, ভাই! ও সব তামাসা এখন আর ভাল লাগে না।

মদ। এ কি ? ধনদাস না ?

(নীচে দরিদ্রবেশে ধনদাসের প্রবেশ।)

ধন। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল ? এত কাল রাজসংসারে থেকে নানাবিধ সুখ ভোগ করে, অবশেষে অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর কুক্কুরের ন্যায় আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফিরতে হলো ? তা তোমারই বা দোষ কি ? আমারই কর্ম্মের দোষ। পাপকর্ম্মের প্রতিফল

এইরূপেই ত হয়ে থাকে। হায়! হায়! লোভমদে মত্ত হলে লোকের কি আর জ্ঞান থাকে? তা না হলে রঘুপতি কি সীতাকে ফেলে স্বুবর্ণমৃগের অনুসরণ কত্যেন? এই লোভমদে মত্ত হয়ে আমি যে কত কুকর্ম্ম করেছি, তার সংখ্যা নাই। (রোদন) প্রভু, আমার অশ্রুজল দিয়ে তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আত্মাকে ধৌত কর! (রোদন) হায়! হায়! আমার যদি এ জ্ঞান পূর্ব্বে হতো, তবে কি আর আমার এ দুর্দ্দশা ঘটতো?

মদ। আহা! সখি, শুনলে ত? দেখ. সখি, ধনদাসের দশা দেখে আমার যে কি পর্য্যন্ত দুঃখ হচ্যে, তা আর কি বলবো? তুমি, ভাই, এখানে একটু থাক, আমি গিয়ে ওর সঙ্গে গোটা দুই কথা কয়ে আসি। [প্রস্থান।

ধন। (স্বগত) ধনসঞ্চয়ের নিমিত্তে লোকে কি না করে? কিন্তু সে ধন কারো সঙ্গে যায় না। হায়, এ কথাটি যে লোকে কেন না বোঝে, এই আশ্চর্য্য। এই যে আমি এত করে একগাছি রত্নমালা গেঁথেছিলাম, সেগাছি এখন কোথায় গেলো? কে ভোগ করবে? হাঃ!

(মদনিকার প্রবেশ।)

মদ। ধনদাস যে।

ধন। অ্যাঁ—কেন—কে ও? মদনিকা? (স্বগত) আরো কি যন্ত্রণা বাকি আছে? (প্রকাশে) দেখ, ভাই, আমি যতদূর দণ্ড পেতে হয়, তা পেয়েছি, তা তুমি আবার—

মদ। না না, তোমার ভয় নাই। আমি তোমার আর কোন মন্দ করবো না। তোমার দুঃখে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখী হয়েছি, তা তোমাকে আর কি বলবো? ধনদাস, আমি, ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়। তা, ভাই, যা হবার হয়েছে, এখন এই নাও, আমি তোমাকে এই অঙ্গুরীটি দিলেম।

ধন। (সচকিতে) আঃ, এ অঙ্গুরীটি, ভাই, তুমি কোথা পেলে?

মদ। কেন? তুমিই যে আমাকে দিয়েছিলে! এখন ভুলে গেলে না কি? উদয়পুরের মদনমোহনকে তোমার মনে পড়ে কি? (ঈষৎ হাস্য।)

ধন। অ্যাঁ—কাকে বললে ভাই?

মদ। মদনমোহনকে—যে তোমাকে মদনিকাকে দেখাতে চেয়েছিল। আজ তা হলো ত? এই দেখ—আমিই সেই মদনিকা।

ধন। তুমি কি তবে উদয়পুরে গিয়েছিলে?

মদ। আর কেমন করে বলবো? আমি না হলে এ সকল ঘটনা ঘটায় কে? ধনদাস, তুমি ভেবেছিলে, যে তোমার চেয়ে ধূর্ত্ত আর নাই; কিন্তু এখন টের পেলে ত, যে সকলেরই উপর উপর আছে? ভেবে দেখ, ভাই, তুমি কত বড় দুষ্ট ছিলে। সে হউক, ঢের হয়েছে। এখন যদি তোমার সে দুষ্টবুদ্ধি গিয়ে

থাকে, তবে আমার সঙ্গে এসো। দেখি, আমি যাকে ভেঙেছি, তাকে আবার গড়তে পারি কি না।

ধন। তোমার কথা, শুনে, ভাই, আমি অবাক্ হয়েচি! তুমিই তবে সেই মদনমোহন? কি আশ্চর্য্য!—আমি কি কিছুমাত্র চিনতে পারি নাই?

মদ। এসো, তুমি আমার সঙ্গে এসো। ঐ দেখ, বিলাসবতী উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাছে, ভাই, আর পীরিতের কথার নামও করো না। আর দেখ, এ জন্মে কাকেও মেয়েমানুষ বলে অবহেলা করো না। তার ফল ত দেখলে? কি বল? হা! হা! হা! (বিলাসবতীর প্রতি) এস, সখি, তুমি একবার নেবে এস! আমার ভারী খিদে পেয়েছে। চল হে, ধনদাস, চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর রাজগৃহ।

(রাজা ভীমসিংহ এবং মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। কি সর্ব্বনাশ! তার পর?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, রাজা মানসিংহ অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে হয় তিনি সুকুমারী রাজকুমারী কৃষ্ণাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরকে ভস্মসাৎ করে মহারাজের রাজ্য ছারখার করবেন। রাজা জগৎসিংহেরও এইরূপ পণ।

রাজা। (ক্ষোভ ও বিরক্তির সহিত) বটে? এ কলিকালে লোকে একেই কি বীরত্ব বলে থাকে? (ললাটে করপ্রহার করিয়া) হায়! হায়! মৃতদেহে কে না খড়্গ প্রহার কত্যে পারে? আমার যদি এমন অবস্থা না হতো, তা হলে কি আর এঁরা এত দর্প কত্যে পারতেন? দেখ, আমার ধনাগার অর্থশূন্য; সৈন্য বীরশূন্য। সুতরাং আমি অভিমন্যুর মতন এ সপ্তরথীর মধ্যে যেন নিরস্ত্র হয়ে রয়েছি; তা আমার সর্ব্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়।—হে বিধাতঃ, এ অপমান আমাকে আর কত দিন সহ্য কত্যে হবে? শমন আমাকে কত দিনে গ্রাস করবেন?

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি এত চঞ্চল হলে—

রাজা। (সরোষে) বল কি, সত্যদাস? এ সকল কথা শুনে স্থির হয়ে থাকা যায়? মরুদেশের অধিপতি কে, যে তিনি আমাকে শাসান? আর রাজা জগৎসিংহও যে এখন আত্মবিস্মৃত হলেন, এও বড় আশ্চর্য্য! (পরিক্রমণ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) হায়! হায়! এ কি রাগের সময়? আমাদের এখন যে অবস্থা, তাতে কি এ প্রবল বৈরিদলকে কটূক্তিতে বিরক্ত করা উচিত? (দীর্ঘ-নিশ্বাস) হা বিধাতঃ, কুমারী কৃষ্ণাকে লয়ে যে এত বিভ্রাট ঘটবে, এ স্বপ্নেরও অগোচর।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সত্যদাস, বসো।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, মহারাজ। (উপবেশন।)

রাজা। এখন এতে কি কর্ত্তব্য, তা বল দেখি? আমি ত কোন দিকেই এ বিপদ্‌সাগরের কূল দেখতে পাচ্ছি না। (দীর্ঘনিশ্বাস) মন্ত্রি, এ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হওয়া অবধি আমি কত যে সুখভোগ করেছি, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। তা বিধাতা কি অপরাধ দেখে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলেন, বল দেখি? এমন যে মণিময় রাজকিরীট, এও আমার শিরে যেন অগ্নিময় হলো! হায়! শমন কি আমাকে বিস্মৃত হলেন? এ কৃষ্ণা আমার গৃহে কেন জন্মেছিল? হায়!

মন্ত্রী। নরনাথ, এ সূর্য্যবংশীয় রাজারা পূর্ব্বকালে আপন কুল-মান রক্ষার্থে যা যা কীর্ত্তি করে গেছেন, তা কি আপনার কিছুই মনে হয় না?

রাজা। সত্যদাস, তুমি ও সকল কথা আমাকে এখন আর কেন স্মরণ করিয়ে দাও? আলোক থেকে অন্ধকারে এসে পড়লে, সে অন্ধকার যেন দ্বিগুণ বোধ হয়; ও সব পূর্ব্বকথা মনে হলে কি আমার আর এক দণ্ডও বাঁচতে ইচ্ছা করে——

মন্ত্রী। মহারাজ——

রাজা। হায়, এ শৈলরাজের বংশে আমার মতন কাপুরুষ আর কে কবে জন্মগ্রহণ করেছে? ব্যাধের ভয়ে শৃগাল গহ্বরে প্রবেশ করে; কিন্তু সিংহের কি সে রীতি?

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

এসো, ভাই, বসো। তুমি এ সকল সংবাদ শুনেছ ত?

বলে। (উপবেশন করিয়া) আজ্ঞা, হাঁ, মন্ত্রীর নিকট সকলই অবগত হয়েছি। আর আমিও যে কয়েক জন দূত পাঠিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে তিন জন ফিরে এসেছে। যবনপতি আমীর আর মহারাষ্ট্রপতি মাধবজী, উভয়েই রাজা মানসিংহের পক্ষ হয়েছেন!

রাজা। সে কি! আমীর না ধনকুলসিংহের দলে ছিলেন?

বলে। আজ্ঞা, ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি প্রবঞ্চনায় ধনকুলসিংহের প্রাণনাশ করে, এখন আবার রাজা মানসিংহের সহায় হয়েছেন।

রাজা। অ্যাঁ! বল কি? আহাহা! আমি দেখছি, বিশ্বাসঘাতকতা এ যবনকুলের কুলব্রত।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ নাই; ভারতবর্ষে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ

পাওয়া যাচ্যে।

রাজা। জয়পুর থেকে, ভাই, কি সংবাদ এসেছে, বল দেখি শুনি।

বলে। আজ্ঞা, রাজা জগৎসিংহও প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন কচ্যেন। আর অনেক অনেক রাজপুতবীরও তাঁর সহায় হয়েছেন।

মন্ত্রী। হায়! হায়! এ সমরের কথা শুনলে যে কত দিক্ থেকে কত লোক গর্জ্জে উঠবে, তার সংখ্যা নাই। ঝড় আরম্ভ হলে সাগরের তরঙ্গসমূহ কখনই শান্তভাবে থাকে না।

রাজা। না, তা ত থাকেই না। তবে এখন এতে কি কর্ত্তব্য? তুমি কি বল, বলেন্দ্র?

বলে। আজ্ঞা, আর কি বলবো? মহারাজের কিম্বা স্বদেশের হিতসাধনে যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে কি না, এ বিপদ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। যা হোক, যে পর্য্যন্ত আমার কায়-প্রাণে বিচ্ছেদ না হয়, আমি যত্নে কখনই বিরত হবো না। এখন দেবতারা——

রাজা। ভাই, এখন কি আর সে কাল আছে, যে দেবতারা মানবজাতির দুঃখে দুঃখী হবেন? দুরন্ত কলির প্রতাপে অমরকুলও অন্তর্হিত হয়েছেন। তবে এখনও যে চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হয়ে থাকে, সে কেবল বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধি বলে।

বলে। যদি আপনি আজ্ঞা করেন, তা হলে না হয় একবার দেখি, বিধাতা আমাদের অদৃষ্টে কি লিখেছেন।

রাজা। (দীর্ঘশ্বাস) তা, ভাই, আর দেখতে হবে কেন? বুঝেই দেখ না, যদি কোন ব্যক্তি 'বিধাতা আমার কপালে কি লিখেছেন, দেখি', এই বলে কোন উচ্চ পর্ব্বত থেকে লাফ দেয়, কিম্বা জলন্ত অনলে প্রবেশ করে, তা হলে বিধাতা যে তার কপালে কি লিখেছেন, তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পায়।

বলে। আজ্ঞা, তা যথার্থ বটে। তবু,——

মন্ত্রী। (বলেন্দ্রের প্রতি) আপনি একবার এই পত্রখানি পড়ে দেখুন দেখি। (পত্রপ্রদান।)

রাজা। ও কি পত্র, মন্ত্রি?

মন্ত্রী। মহারাজ, এ পত্রখানি আমি গত রাত্রে পাই। কিন্তু এ যে কে কোথ্থেকে লিখেছে আর কে দিয়ে গেছে, তার আমি কোন সন্ধানই পাচ্চি না।

বলে। কি সর্ব্বনাশ! রাম, রাম, রাম, রাম!—এমন কথা কি মুখে আনতে আছে!

রাজা। কেন, ভাই. বৃত্তান্তটা কি, বল দেখি, শুনি?

বলে। আজ্ঞা, এ কথা আমি মুখে উচ্চারণ কত্যে পারি না, যদি আপনার

ইচ্ছা হয়, পড়ে দেখুন। এ কথা আপনার কর্ণগোচর করা আমার সাধ্য নয়।

(রাজাকে পত্র-প্রদান।)

মন্ত্রী। কথাটা অত্যন্ত ভয়ানক বটে, কিন্তু——

বলে। রাম! রাম! আর ও কথার প্রয়োজন কি? রাম! রাম! এও কি কথা! ছি, ছি, ছি!

মন্ত্রী। (জনান্তিকে) তা—বলি—বলি—এ উপায় ভিন্ন আর যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তা বরং আপনি বিবেচনা করে দেখুন——

বলে। আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করেছি। মহাশয়, এ কি মনুষ্যের কর্ম্ম?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, কুলমান রক্ষা করা মানবজাতির প্রধান কর্ম্ম। বিশেষতঃ ক্ষত্রকুলের যে কি রীতি, তা ত আপনি জানেন।

রাজা। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) মন্ত্রি,——

মন্ত্রী। মহারাজ!

রাজা। এ পত্রখানি তোমাকে কে লিখেছে হে?

মন্ত্রী। মহারাজ, তা আমি বলতে পারি না।

রাজা। দেখ, মন্ত্রি, এ চিকিৎসক অতি কটু ঔষধের ব্যবস্থা দেয় বটে, কিন্তু এ দেখছি, রোগ নিরাকরণ করতে সুনিপুণ। (দীর্ঘনিশ্বাস এবং নীরবে অবস্থান।)

মন্ত্রী। আজ্ঞা, হাঁ। আর বোধ হয়, এ রোগের এ ভিন্ন আর কোন ঔষধ নাই।

রাজা। বলেন্দ্র——

বলে। আজ্ঞা——

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাই, কি হবে?

বলে। আজ্ঞা, এ পত্রখানি আমাকে দেন, আমি ছিঁড়ে ফেলি। এ যে শত্রুর লিপি, তার কোন সন্দেহ নাই। কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। তুমি কি বল, সত্যদাস?

মন্ত্রী। মহারাজ, বিপদ্‌কাল উপস্থিত হলে, লোকে রক্ষা হেতু আপন বক্ষঃ বিদীর্ণ করেও দেবপূজায় রক্তদান করে থাকে।

রাজা। সত্যদাস, তা যথার্থ বটে। কিন্তু বক্ষঃ বিদীর্ণ করে রক্ত দেওয়াতে আর এ কর্ম্মেতে অনেক পৃথক্।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা বটে। সে যাতনা অপেক্ষা এ যাতনা অধিকতর, কিন্তু বিবেচনা করে দেখুন, এ সময়ে সর্ব্বনাশ হবার সম্ভাবনা; তা সর্ব্বনাশ অপেক্ষা——

রাজা। সত্যদাস, এ কথাটা মনে হলে সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হয়, আর চতুর্দ্দিক্ যেন অন্ধকার দেখি। আঃ, কি হলো! হা পরমেশ্বর!—না, না, না, —এও কি হয়!—

মন্ত্রী। মহারাজ, মনে করে দেখুন, কত শত রাজসতী এই বংশের মান-রক্ষার্থে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দেহত্যাগ করেছেন; বিশেষতঃ যিনি নরপতি, তিনি প্রজাগণের পিতা-স্বরূপ, তা এক জনের মায়ায় কি শত সহস্র জনকে ধনে প্রাণে নষ্ট করা উচিত?

রাজা। হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু তা বলে আমি কি এই অদ্ভুত নিষ্ঠুর ব্যাপারে সম্মত হতে পারি? আর রাজমহিষী এ কথা শুনলেই বা কি বলবেন? আমাদের পুরুষকুলে জন্ম, সুতরাং আমরা অনেক সহ্য কত্তে পারি; কিন্তু—

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তিনি এ কথা কেমন করে টের পাবেন?

রাজা। সত্যদাস, এ কথা কি গোপনে থাকবে?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, তা না থাকতে পারে। তবে কি না, এটা একবার চুকে গেলে আর ততো ভাবনা নাই। কারণ, যে বিধাতা হতে শোকের সৃষ্টি হয়েছে, তিনিই আবার সেই শোককে অল্পজীবী করেছেন। অতএব শোক কিছু চিরস্থায়ী নয়।

রাজা। (চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।—না,—তাতেই বা কি হবে? কেবল আত্মহত্যার পাপ গ্রহণ করা। বিশেষতঃ আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ্ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না,—কৃষ্ণা থাকতে এ বিবাদ যে মেটে, এমন ত কোন মতে বোধ হয় না। আর এ বিপদ ভঞ্জন না হলেও সর্ব্বনাশ। উঃ—না,—না, (গাত্রোত্থান) তা বলে আমি এ কর্ম্মে সম্মত হতে পারি? সত্যদাস, এমন কর্ম্ম চণ্ডালেও কত্তে পারে না। আর চণ্ডাল ত মনুষ্য, এমন কর্ম্ম পশু-পক্ষীরাও কত্তে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করে।

মন্ত্রী। আজ্ঞা, মহারাজ, এ তর্ক-বিতর্কের বিষয় নয়। আপনি কি বলেন, বীরবর?

বলে। আমি এতে আর কি বলবো?

রাজা। বলেন্দ্র, আমি কি, ভাই, ইচ্ছা করে আমার স্নেহপুত্তলিকা কৃষ্ণার প্রাণনাশ কত্তে সম্মত হতে পারি? যে এ পত্র লিখেছে, বোধ হয়, অপত্যস্নেহ যে কার নাম, সে তা কখনই জানে না। ভাই, এ কথাটা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে উঠে, তার আর কি বলবো? উঃ—(বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান) হে বিধাতঃ—আমার অদৃষ্টে কি এই লিখেছিলে? আহা! এমন সরলা বালা!—আমার প্রাণপ্রতিমা নিরপরাধে—আহা! ও মা কৃষ্ণা——আঃ!—(মূর্চ্ছা প্রাপ্তি।)

মন্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলে। হায়, এ কি হলো?—কি হবে? এখানে কে আছে রে?

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। কি সর্ব্বনাশ! এ কি?—মহারাজ!—এ কি?

মন্ত্রী। বীরবর, এ দেখছি, বিষম বিপদ উপস্থিত। তা আসুন, আমরা মহারাজকে এখান থেকে নিয়ে যাই। রামপ্রসাদ, তুই শীঘ্র গিয়ে রাজবৈদ্যকে ডেকে আনগে যা।

ভৃত্য। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

মন্ত্রী। আপনি মহারাজকে ধরুন। [রাজাকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—একলিঙ্গের মন্দির-সম্মুখ।

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। (স্বগত) উঃ, কি অন্ধকার! আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ভয়ানক স্থান। এখানে যে কত ভূত, কত প্রেত, কত পিশাচ থাকে, তার কি সংখ্যা আছে? মহারাজ যে এমন সময়ে এ দেউলে কেন এলেন, তা ত কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। (সচকিতে) ও বাবা! ও কি ও? তবে ভাল!—একটা পেঁচা! আমার প্রাণটা একবারে উড়ে গেছলো। শুনেছি, পেঁচাগুলো ভূতুড়ে পাখী। তা হতে পারে। ও মধুর স্বর ভূতের কানে বই আর কার কানে ভাল লাগবে? দূর! দূর! (পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! আজ কদিন হলো, মহারাজ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আহার-নিদ্রা, রাজকর্ম্ম, সকলই একবারে পরিত্যাগ করেছেন, আর সর্ব্বদাই 'হে বিধাতঃ, আমার কপালে কি এই ছিল! বৎসে কৃষ্ণা, যে তোমার রক্ষক, তাকেই কি আবার গ্রহদোষে তোমার ভক্ষক হতে হলো!' কেবল এই সকল কথাই ওঁর মুখে শুনতে পাই। (নেপথ্যে পদশব্দ—সচকিতে) ও আবার কি? লম্বা যেন তালগাছ! ও বাবা! কি সর্ব্বনাশ! এ কি নন্দী, না ভৃঙ্গী, না বীরভদ্র? বুঝি বীরভদ্রই হবে। তা না হলে এমন দীর্ঘ আকার আর কার আছে? উঃ! ও বাবা! এ দিকেই যে আসচে।

(রক্ষকের প্রবেশ।)

কে ও? ও! রঘুবীরসিংহ! আঃ! বাঁচলেম। আমি, ভাই, তোমাকে বীরভদ্র ভেবে পলাতে উদ্যত হয়েছিলাম। তা তুমিও প্রায় বীরভদ্র বট।

রক্ষ। চুপ কর হে, এত চেঁচিয়ে কথা কইও না।

ভৃত্য। কেন? কেন? কি হয়েছে?

রক্ষ। মহারাজ, বোধ হয়, অত্যন্ত সঙ্কটে পড়েছেন; বাঁচেন কি না সন্দেহ।

ভৃত্য। বল কি, রঘুবীরসিংহ?

রক্ষ। মহারাজ থেকে থেকে কেবল মূর্চ্ছা যাচ্যেন। ভগবান্ শম্ভুদাস আর তাঁর প্রধান প্রধান চেলারা অনেক ঔষধপত্র দিচ্যেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠচে না। আহা, মহারাজের দুঃখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আর রাজকুমার বলেন্দ্রও দেখছি অত্যন্ত কাতর। দেখ, ভাই, বড় ঘরে ভেয়ে ভেয়ে এমন প্রণয় আমি কোথাও দেখি নাই। দুই জনে যেন এক প্রাণ।

ভৃত্য। তার আর সন্দেহ কি?

রক্ষ। তুমি ত, ভাই, সর্ব্বদাই মহারাজের কাছে থাক। তা মহারাজের এমন হবার কারণটা কিছু বুঝতে পার?

ভৃত্য। কৈ, না! কেন? তুমিও ত, ভাই, রাজকুমারের ওখানে থাক। তা তুমি কি কিছু জান না?

রক্ষ। কে জানে, ভাই, কিছুই ত বুঝতে পারি না। তবে অনুমানে বোধ হয়, রাজকুমারী কৃষ্ণার বিবাহ-বিষয়ই এ বিপদের মূল কারণ; দেখ, এ কয়েক দিন সেনানী মহাশয়ের আর মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে সর্ব্বদা তাঁরই নাম শুনতে পাই।

ভৃত্য। বটে? আমিও, ভাই, মহারাজের মুখে তাই শুনি।

(বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ কি আমার কর্ম্ম? হস্তী সুকুমার কুসুমকে দলন করে ফেলে বটে,—তা সে পশু বৈ ত নয়। রূপ-লাবণ্য-গুণ-বিষয়ে তার চক্ষুঃ অন্ধ। কিন্তু মনুষ্য কি কখন পশুর কাজ কত্যে পারে? না, না, এ আমার কর্ম্ম নয়। আমার এখনি এ স্থান হতে প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য। (প্রকাশে) রঘুবীরসিংহ!

রক্ষ। কি আজ্ঞা, বীরপতি!

বলে। শীঘ্র আমার ঘোড়া আনতে বল।

রক্ষ। যে আজ্ঞা! (ভৃত্যের প্রতি) ওহে, বড় অন্ধকারটা হয়েছে; এসো না, ভাই, আমরা দুজনেই যাই।

ভৃত্য। আচ্ছা, চল। [উভয়ের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর প্রবেশ।)

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, রক্ষা করুন, আর কি বলবো? আপনি এত বিরক্ত হলে সর্ব্বনাশ হয়! আসুন, মহারাজ আবার আপনাকে ডাকছেন।

বলে। (হস্ত ছাড়াইয়া) তুমি বল কি, মন্ত্রি? আমি কি চণ্ডাল? না পাষণ্ড? এ কি আমার কর্ম্ম? এ কলঙ্কসাগরে মহারাজ আমাকে কেন মগ্ন কত্যে চান? অ্যাঁ? আমি কি বলে মনকে প্রবোধ দেবো, বল দেখি? কৃষ্ণা আমারি প্রাণপুত্তলিকা। আমি কেমন করে নিরপরাধে তার প্রাণ বিনষ্ট করি? —ঐহিক সুখের জন্যে লোক পরকাল নষ্ট করে; কেন না, পরকালে যে কি ঘটবে তার নিশ্চয় নাই। কিন্তু তুমি বল দেখি, পাপকর্ম্মের প্রতিফল কি ইহ-

কালেও ভোগ কত্যে হয় না ?—মন্ত্রি, তুমি এ ঘৃণাস্পদ কর্ম্ম কত্যে আমাকে আর অনুরোধ করো না।

মন্ত্রী। (হস্ত ধরিয়া) রাজকুমার, আপনি মন্দিরের ভিতরে আসুন। এ সব কথার যোগ্য স্থল এ নয়। [উভয়ের প্রস্থান।

(চারি জন সন্ন্যাসীর প্রবেশ।)

সকলে। (মন্দিরের সম্মুখে প্রণাম করিয়া) বোম্ ভোলানাথ ! (সকলে উপবেশন এবং শিবস্তব গীতান্তে) বোম্ মহাদেব !

প্রথম। গোসাঁই জি, আপনি যে বলছিলেন, অদ্য রাত্রে মহারাজের কোন বিপদ্ হবে, এর কারণ কি? আর আপনিই বা তা কি প্রকারে জানতে পারলেন ?

দ্বিতীয়। বাপু, তোমরা আমার চেলা। অতএব তোমাদের নিকট আমার কোন বিষয় গোপন রাখা অতি অকর্ত্তব্য। অদ্য সায়ংকালীন ধ্যানে দেখলেম, যেন দেবদেবের চক্ষে জলধারা পড়ছে ! কিঞ্চিৎ পরে রাজভবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে বোধ হলো, যেন সে স্থল হতে একটা রক্তস্রোতঃ নির্গত হচ্যে। তৎপরে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখলেম, যেন প্রচণ্ড অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী দগ্ধ হচ্যেন, আর সকল দেবগণ হাহাকার কচ্যেন। এ সকলের পরেই এক ঘোরতর অন্ধকার আর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হলো। বাপু, এ সকল কুলক্ষণ। এতে যেন কোন বিশেষ বিপদ্ উপস্থিত হবে তার সন্দেহ নাই।

প্রথম। তা আপনি কেন মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করান না ?

দ্বিতীয়। বাপু, বিধাতার যা নির্ব্বন্ধ তা অবশ্যই ঘটবে; অতএব মহারাজকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে কেবল তাঁকে উদ্বিগ্ন করা হবে। আর কোন উপকার নাই।

তৃতীয়। এই ত এক যুদ্ধ উপস্থিত, আর কি বিপদ্ ঘটতে পারে ?

দ্বিতীয়। তা কেবল ভগবান্ একলিঙ্গই জানেন। আমার অনুমান হয়, যার নিমিত্তে এই যুদ্ধ উপস্থিত, তার প্রতিই কোন অনিষ্ট ঘটতে পারে। যা হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এক্ষণে চল, আমরা এ স্থান হতে প্রস্থান করি। আকাশ যেরূপ মেঘাবৃত হয়েছে, বোধ হয়, অতি ত্বরায় একটা ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হবে।

সকলে। বোম্ কেদার ! হর-হর-হর ! বোম্-বোম্-বোম্ !

[সকলের প্রস্থান।

(বলেন্দ্র এবং মন্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

মন্ত্রী। রাজকুমার, পিতৃসত্যপালনহেতু রঘুপতি রাজভোগ পরিত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য। তা মহারাজের আজ্ঞা অবহেলা করা আপনার কোন মতেই উচিত হয় না।

বলে। আর ও সব কথায় আবশ্যক কি ? আমি যখন মহারাজের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন কি আর তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে ?

মন্ত্রী। আজ্ঞা, না, তা কেমন করে থাকবে ?

বলে। দেখ, মন্ত্রি, তুমি মহারাজকে সাবধানে রাজপুরে আন। হায়, হায় ! আমার অদৃষ্টে এমন কেন ঘটলো ? অবশ্য আমার পূর্ব্বজন্মে কোন পাপ ছিল ; তা না হলে—

নেপথ্যে। বীরবর, আপনার ঘোড়া প্রস্তুত।

বলে। আচ্ছা। আমি চললেম, মন্ত্রি ! [প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) রাজকুমার যে এ দুরূহ কর্ম্মে সম্মত হবেন, এমন ত কোন সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা হউক, এখন বহু কষ্টে সম্মত হলেন। আহা ! রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। হায়, হায় ! হে বিধাতঃ, এ কি তোমার সামান্য বিড়ম্বনা !

(রাজার প্রবেশ।)

রাজা। সত্যদাস, বলেন্দ্র কি গেছে ? হায়, হায় ! হে বিধাতঃ ! আমার অদৃষ্টে কি তুমি এই লিখেছিলে ? বাছা, আমি কি আর তোমার সে চন্দ্রানন দেখতে পাব না ? হায়, হায় ! ছিঃ, আমি কি পাষণ্ড ! নরাধম—

মন্ত্রী। মহারাজ, এখন চলুন, রাজপুরে চলুন।

রাজা। সত্যদাস, আমি ও মশানে আর কেমন করে প্রবেশ করবো ?

মন্ত্রী। ধর্ম্মাবতার——

রাজা। সত্যদাস, তুমি আমাকে কেন আর ধর্ম্মাবতার বল ? আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম। আমি স্বয়ং কলি-অবতার।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ সকল বিধাতার ইচ্ছা বৈ ত নয় !

(ঝড় ও আকাশে মেঘগর্জ্জন।)

রাজা। (আকাশের প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া) রজনী দেবী বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন ; আর চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুণ্ডারূপে গর্জ্জন কচ্যেন। উঃ ! কি ভয়ানক ব্যাপার ! কি কালস্বরূপ অন্ধকার ! হে তমঃ, তুমি কি আমাকে গ্রাস কত্যে উদ্যত হয়েছো ? উঃ ! মেঘবাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান্ কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত কচ্যেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ ! এ কি প্রলয়কাল ! তা আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হউক না ? (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) হে কাল, আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র ! এ পাপাত্মাকে বিনষ্ট কর। হে নিশাদেবি ! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে আর কেন রাখ ? বিনাশ কর।—কৈ ? এখনও বজ্রঘাত হলো না ?—কৈ ? বিলম্ব কেন ? (হতজ্ঞানে আপন মস্তকে হস্ত দিয়া) এই নেও !—এই নেও ! (কিঞ্চিৎ নীরব) কৈ ? বজ্র ভয়ে পলায়ন কল্যেন না

কি ? (বিকট হাস্য ।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি বিপদ্ উপস্থিত ! মহারাজ যে ক্ষিপ্তপ্রায় হলেন। (প্রকাশে) মহারাজ, আপনি ও কি করেন ? আসুন, এক্ষণে রাজপুরে যাই।

রাজা। (না শুনিয়া) পরেমশ্বর, কি কল্যে ?—মৃত্যু হবে না ? কেন হবে না ? কেন ?—কেন ?—অ্যাঁ ! কি হবে ? তবে কি হবে ?—আমার কি হবে ? (রোদন।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি সর্ব্বনাশ ! এখন কি করি ? এঁকে লয়ে যাবার উপায় কি ?

রাজা। এ কি ? ও মা কৃষ্ণা ! কেন মা—এস, এস, একবার তোমার মস্তক চুম্বন করি। তোমার কি হয়েছে, মা ?—আহা !—আমি যে তোমার দুঃখী পিতা, মা। যাকে তুমি এত ভাল বাসতে।—(রোদন) ও কি ভাই বলেন্দ্র ? ও কি ?—ও কি ?—কি কর ?—কি কর ? এমন কর্ম্ম—ওঃ—(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি।)

মন্ত্রী। (স্বগত) এ কি ? এ কি ? এ কি সর্ব্বনাশ !—কি হবে ? এখানে যে কেউ নাই। (উচ্চৈঃস্বরে) কে আছিস রে ?

(ভৃত্য ও রক্ষকের প্রবেশ।)

ভৃত্য। এ কি ?—কি সর্ব্বনাশ !

মন্ত্রী। ধর, ধর, মহারাজকে শীঘ্র রাজপুরে লয়ে চল।

[রাজাকে লইয়া প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়পুর—কৃষ্ণকুমারীর মন্দির।

(অহল্যাদেবী এবং তপস্বিনীর প্রবেশ।)

অহ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) ভগবতি, কৈ আমার কৃষ্ণা ত এখানে নাই ?

তপ। বোধ করি, তবে রাজনন্দিনী এখনও সঙ্গীতশালা থেকে আসেন নাই। তা আপনি এত উতলা হলেন কেন ?

অহ। (নিরুত্তরে রোদন।)

তপ। (হস্ত ধরিয়া) ছি, ছি ! ও কি মহিষি ! স্বপ্নও কি কখন সত্য হয় ! তা হলে এ পৃথিবীতে যে কত শত দরিদ্র রাজা হতো, আর কত শত রাজা দরিদ্র হতেন, তার সীমা নাই। কত লোক যে কত কি স্বপ্নে দেখে, তা কি সব সত্য হয় ?

অহ। ভগবতি, আমার প্রাণ কেমন কচ্যে ; আপনি আমার কৃষ্ণাকে

ডাকুন। আমি একবার তার চাঁদবদনখানি ভাল করে দেখি। (রোদন।)

তপ। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন না। আপনি এমন কি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, বলুন দেখি শুনি ?

অহ। ভগবতি, সে স্বপ্নের কথা মনে হলে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরে উঠে। (রোদন।)

তপ। কেন, বৃত্তান্তটাই কি ?

অহ। আমার বোধ হলো, যেন আমি ঐ দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে এক জন ভীমরূপী বীরপুরুষ একখানা অসি হস্তে করে এই মন্দিরে এসে প্রবেশ কল্যে—

তপ। কি আশ্চর্য্য। তার পর ?

অহ। আমার কৃষ্ণা যেন ঐ পালঙ্কের উপর একলা শুয়ে আছে। আর ঐ বীরপুরুষ কল্যে কি, যেন ঐ পালঙ্কের নিকটে এসে তাকে খড়্গাঘাত কত্যে উদ্যত হলো ! আমি ভয়ে চীৎকার করে উঠলেম আর নিদ্রাভঙ্গ হয়ে গেল। ভগবতি, আমার কপালে কি হবে, বলতে পারি না। (রোদন।)

তপ। আপনি কি জানেন না, মহিষি, যে স্বপ্নে মন্দ দেখলে ভাল হয়, আর ভাল দেখলে মন্দ হয় ?

অহ। সে যা হৌক, ভগবতি, আমি আজ রাত্রে আমার কৃষ্ণাকে কখনই এ মন্দিরে শুতে দেবো না।

তপ। (সহাস্য বদনে) কেন মহিষি, তাতে দোষ কি ? (নেপথ্যে যন্ত্র-ধ্বনি) ঐ শুনুন ! আমি বলেছিলাম কি না, যে রাজনন্দিনী সঙ্গীতশালায়আছেন। তা চলুন, আমরা সেখানেই যাই। মহিষি, আপনি কৃষ্ণার সম্মুখে কোন মতেই এত উতলা হবেন না। মেয়েটি আপনাকে এ অবস্থায় দেখলে অত্যন্ত বিষণ্ন হবে। তা তাকে আর কেন বৃথা মনঃপীড়া দেবেন ? আর বিবেচনা করে দেখুন না কেন, স্বপ্ন নিদ্রাদেবীর ইন্দ্রজাল বৈত নয়। চলুন, আমরা এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(খড়্গ-হস্তে বলেন্দ্রসিংহের প্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) আমি যে কত শত বার এই মন্দিরে প্রবেশ করেছি, তার সংখ্যা নাই। কিন্তু আজ প্রবেশ কত্যে যেন আমার পা আর উঠতে চায় না। তা হবেই ত। চোরের মতন সিঁদ কেটে গৃহস্থের ঘরে ঢোকা কি বীরপুরুষের ধর্ম্ম ? হায় ! মহারাজ কেন আমাকে এই বিষম ঝনৃঝাটে ফেললেন ? এ নিদারুণ কর্ম্ম কি অন্য কারো দ্বারা হতে পারতো না ? ইচ্ছা করে, যে কৃষ্ণাকে না মেরে আপনিই মরি ! (দীর্ঘনিশ্বাস) কিন্তু তাতে ত কোন ফল দর্শাবে না। (শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া) কৈ ? কৃষ্ণা ত এখানে নাই। বোধ হয় এখনও শুতে আসে নাই। তা এখন কি করি ? (পরিক্রমণ।) (নেপথ্যে গীত।) (স্বগত) আহা !

হে বিধাতঃ, আমি কি এমন কোকিলাকে চিরকালের জন্যে নীরব কত্যে এলেম? এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? এই যে কৃষ্ণা এ দিকে আসছেন। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তুমি কি নিমিত্ত এ রাজবংশের প্রতি প্রতিকূল হলে! এমন নিধি দিয়ে কি আবার তাকে অপহরণ করবে! হায়, হায়! বৎসে, তুমি কেন এ নিষ্ঠুর ব্যাঘ্রের গ্রাসে পড়তে আসচো? (অন্তরালে অবস্থিতি।)

(কৃষ্ণার সহিত তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ।)

তপ। বাছা, এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি গানবাদ্যেতে মত্ত থাকতে হয়? যাও, রাজমহিষী যে শয়নমন্দিরে গেলেন। তুমিও গিয়ে শয়ন করগে, আর বিলম্ব করো না।

কৃষ্ণা। ভাল, ভগবতি, মাকে আজ এত উতলা দেখলেম কেন, বলুন দেখি? উনি আমাকে আজ রাত্রে এ মন্দিরে শুতে মানা করেছিলেন কেন?

তপ। রাজনন্দিনি! একে ত মায়ের প্রাণ, তাতে আবার তুমি তাঁর একটি-মাত্র মেয়ে। আর এখন এ বিবাহের বিষয়ে যে গোলযোগ বেধে উঠেছে—

কৃষ্ণা। (সহাস্য বদনে) তবে মা কি ভাবেন, যে আমাকে কেউ এ মন্দির থেকে চুরি কর্য়ে নে যাবে?

তপ। বৎসে, তাও কি কখনও হয়! চন্দ্রলোক থেকে অমৃত অপহরণ করা কি যার তার সাধ্য।

কৃষ্ণা। (গবাক্ষ খুলিয়া) উঃ, ভগবতি, দেখুন, কি অন্ধকার রাত্রি! নিশানাথের বিরহে রজনী দেবী যেন বেশভূষা পরিত্যাগ করে দুঃখসাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছেন।

তপ। (সহাস্য বদনে) বাছা, তুমি আবার এ সব কথা কোত্থেকে শিখলে! যাও, শয়ন করগে। আমিও এখন কুটীরে যাই। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হলো।

কৃষ্ণা। যে আজ্ঞা।

তপ। তবে আমি এখন আসিগে। [প্রস্থান।

কৃষ্ণা। (স্বগত) রাজা মানসিংহ একবার যুদ্ধে হেরেছিলেন বটে, কিন্তু শুনেছি, তিনি নাকি আবার অনেক সৈন্য সামন্ত লয়ে জয়পুরের রাজাকে আক্রমণ করবার উদ্যোগে আছেন;—তা দেখি, বিধাতা আমার কপালে কি করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস) সুভদ্রার জন্য অর্জ্জুন যেমন যদুকুলের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করেছিলেন, এও বুঝি সেইরূপ হয়ে উঠলো। (গবাক্ষ খুলিয়া) ইঃ, কি ভয়ানক বিদ্যুৎ! যেন প্রলয়কালের বিস্ফুলিঙ্গ পাপাত্মার অন্বেষণে পৃথিবী পর্য্যটন কচ্যে। আর মেঘের গর্জ্জন শুনলে মহামহা বীরপুরুষের হৃৎকম্প হয়! উঃ, কি ভয়ঙ্কর ঝড়ই হচ্যে! আজ এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত? এ মন্দির পর্ব্বতের ন্যায় অটল; প্রবল ঝড় বইলেও এতে কোন ভয় নাই। কিন্তু যারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে

থাকে, না জানি তাদের কত কষ্ট হচ্যে! আহা! পরমেশ্বর, তাদের রক্ষা করুন! হে বিধাতঃ, সেই মনুষ্য. সেই বুদ্ধি, সেই আকার, কিন্তু কেউ বা অপূর্ব্ব উচ্চ সুবর্ণ-অট্টালিকায় ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য ভোগ কচ্যে, আর কেউ বা আশ্রয়বিহীন হয়ে বৃক্ষ-মূলে অতি কষ্টে কালাতিপাত করে। কিন্তু তাও বলি, অট্টালিকায় বাস কল্যেই যে লোক সুখী হয়, এমন নয়। আমার ত কিছুরই অভাব নাই, তবে কেন আমি সুখী হই না? মনের সুখই সুখ। (দীর্ঘনিশ্বাস) ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হলো কেন? পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল লাগচে না। আমার মনঃ যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি, দেখি, যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হতে পারি। তাই যাই। হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রতি দয়া করে এর মনের চঞ্চলতা দূর কর। প্রভু, এ দাসী তোমার নিতান্ত শরণাগত। (শয়ন।)

(বলেন্দ্রসিংহের পুনঃপ্রবেশ।)

বলে। (স্বগত) হায়! হায়! আমি এমন কর্ম্ম কত্যে এলেম, যে পাছে একবারে রসাতল প্রবেশ করি, এই ভয়ে পৃথিবীতে পাদক্ষেপণ কত্যেও আশঙ্কা হচ্যে। আমার এমনি বোধ হচ্যে যেন পদে পদে মেদিনী আমাকে গ্রাস কত্যে আসচেন। তা হলেও এক প্রকার ভাল হয়। রজনী দেবি, তুমিই আমার সাক্ষী। আমি এ কর্ম্ম আপন ইচ্ছায় কচ্যি না। (নিকটবর্ত্তী হইয়া) হায়! হায়! আমি এ রাজকুলমৃণাল থেকে এ প্রফুল্ল কনক-পদ্মটি যথার্থই কি ছিন্ন-ভিন্ন কত্যে এলেম? এমন সুবর্ণ-মন্দিরে সিঁদ দিয়ে এর জীবনরূপ ধন অপহরণ করা অপেক্ষা কি আর পাপ আছে! (চিন্তা করিয়া) তা কি করি? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অবহেলা করাও মহাপাপ। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার দেখচি, মারীচ রাক্ষসের দশা ঘটলো, কোন দিকেই পরিত্রাণ নাই। তা জন্মের মতন বাছার চন্দ্রবদনখানি একবার দেখে নি। (মুখ দেখিয়া) হে বিধাতঃ! আমি কি রাহু হয়ে এমন পূর্ণশশীকে গ্রাস কত্যে এলেম? আমি কি প্রলয়ের কালরূপে একে চিরকালের নিমিত্তে জলমগ্ন কত্যে এলেম? (নয়নমার্জ্জন) আহা মা! আমি নিষ্ঠুর চণ্ডাল! নিরপরাধে তোমার প্রাণ নষ্ট কত্যে এসেছি। আহা! বাছা এখন নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিরাম লাভ কচ্যেন; আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্ন দ্বারা পরম সুখানুভব কচ্যেন; কিন্তু নিকটে যে পিতৃব্যস্বরূপ কাল এসে উপস্থিত হয়েছে, তা ভ্রমেও জানেন না। হায়! হায়! যাকে আমি এত প্রাণতুল্য ভালবাসি, যার মমতাগুণে যুদ্ধজীবী জনের কঠিন হৃদয়ে অপার স্নেহরস প্রবাহিত হয়েছে, তাকে কি আমার নষ্ট কত্যে হলো? বলেন্দ্রের অস্ত্রের কি শেষে এই কীর্ত্তি হলো? ধিক্! ধিক্! (চিন্তা করিয়া) তবে আর কেন?—ওঃ! এ স্নেহ-নিগড় ভগ্ন করা কি মনুষ্যের কর্ম্ম? দ্রৌপদীর বস্ত্রের ন্যায় একে যত খোল, ততই বাড়ে! হে পৃথিবি, তুমি সাক্ষী। হে রজনী দেবি, তুমি সাক্ষী। (মারিতে হস্ত উত্তোলন।)

কৃষ্ণা। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) অ্যাঁ—অ্যাঁ—কাকা! এ কি! এ কি?

বলে। (অসি ভূতলে নিক্ষেপ।)

কৃষ্ণা। অ্যাঁ—কাকা! এ কি? আপনি যে এমন সময়ে এখানে এসেছেন?

বলে। না, এমন কিছু নয়। কেবল তোমাকে একবার দেখতে এসেছি। তা বৎসে! তা বৎসে! আমাকে বিদায় দেও। আমি চল্যেম।

কৃষ্ণা। কাকা! আপনি একজন মহা বীরপুরুষ; তা আপনার কি এ দাসীর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত?

বলে। (বদনাবৃত করিয়া নিরুত্তরে রোদন।)

কৃষ্ণা। (অসি অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি! (অসি বক্ষঃস্থলে গোপন ও প্রকাশে) কাকা, আমি আপনার পায়ে ধচ্যি, আপনি আমাকে সকল বৃত্তান্ত খুলে বলুন।

বলে। বাছা, তুমি এ নরাধম নিষ্ঠুরকে আর কাকা বলো না। আমি ত তোমার কাকা নই, আমি চণ্ডাল, আমি তোমার কাল হয়ে এসেছিলাম। (রোদন।)

কৃষ্ণা। সে কি, কাকা?

বলে। হা আমার কুললক্ষ্মী!—হে পৃথিবি, তুমি দ্বিধা হয়ে আমাকে স্থান দান কর। (রোদন।)

কৃষ্ণা। (হস্ত ধারণ) কেন, কাকা, আপনি এত চঞ্চল হলেন কেন?

বলে। কৃষ্ণা, আমি তোমার প্রাণ নষ্ট কত্যে এসেছিলাম।

কৃষ্ণা। কেন, কাকা, আপনার কাছে আমি কি অপরাধ করেছি?

বলে। বাছা, তুমি স্বয়ং কমলা অবতীর্ণা! তুমি কি অপরাধ কাকে বলে, তা জান? (রোদন) মরুদেশের রাজা মানসিংহ আর জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ, উভয়েই এই প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে, হয় তোমাকে বিবাহ করবেন, নয় উদয়পুরীকে ভস্মরাশি কর্যে এ রাজ্য লণ্ডভণ্ড করবেন। আমাদের যে এখন কি অবস্থা, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান! এই জন্যেই—

কৃষ্ণা। কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা, যে—

বলে। মা, আমি আর কি বলব? তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কর্ম্ম কত্যে প্রবৃত্ত হই?

কৃষ্ণা। বটে? তা এর নিমিত্তে আপনি এত কাতর হচ্যেন কেন? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে। আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মতন বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী। রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীরকেশরী। আপনার ভাইঝি আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি? (আকাশে কোমল বাদ্য)। ঐ শুনুন! কাকা, একবার ঐ দুয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন। আহা! কি অপরূপ রূপলাবণ্য! উনিই পাদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে আর একবার

দেখা দিয়েছিলেন। জননি, তোমার দাসী এলো বলে। দেখ, কাকা, এ মন্দির সহসা নন্দন-কাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য!

নেপথ্যে। (পদশব্দ।)

বলে। এ কি? এ কি?

(রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্ত্রীর প্রবেশ।)

রাজা। (ক্ষিপ্তপ্রায় ইতস্ততঃ অবলোকন।)

মন্ত্রী। (কৃষ্ণাকে দেখিয়া স্বগত) এই যে, তবে এখনও হয় নাই? আঃ! রক্ষা হউক! (অগ্রসর হইয়া বলেন্দ্রের প্রতি জনান্তিকে) রাজকুমার, আর দেখেন কি? সর্ব্বনাশ উপস্থিত! মহারাজ হঠাৎ উন্মাদপ্রায় হয়েছেন।

বলে। সে কি? সর্ব্বনাশ! (রাজার নিরাসনে উপবেশন।) হায়, হায়! কি হলো! তা মন্ত্রি, তুমি ওঁকে এখানে আনলে কেন?

মন্ত্রী। কি করি? উনি আপনিই এই দিকে এলেন। সুতরাং, আমাকে ওঁর সঙ্গে আসতে হলো। কি জানি, যদি অন্য কোথাও যান। আর একটা ভাবলেম, যে মহারাজের যখন এ অবস্থা হলো, তখন এ গুরুতর পাপকর্ম্মে প্রয়োজন কি? তাই আপনাকে নিবেদন কত্যে এলেম। এর পর আমার অদৃষ্টে যা হবার হবে।— হায়, হায়, রাজকুমার—

রাজা। বলেন্দ্র! ছি ভাই! এমন কর্ম্মও করে! (গাত্রোত্থান করিতে করিতে) কর কি, কর কি? না,—না,না,না,—মানসিংহ, মানসিংহ, মানসিংহ! হুঁ! তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি এই চল্যেম। (কিঞ্চিৎ গমন) এই যে আমার কৃষ্ণা! কেন, মা?—কেন?—মা, একবার বীণাধ্বনি কর।—মা, একটি গান কর—আহাহা—ঐ, ঐ, হা আমার কুললক্ষ্মি! তুমি কোথা গেলে!

(রোদন।)

কৃষ্ণা। (রাজার অবস্থাকে শোক জ্ঞান করিয়া) কাকা, পিতা এমন কচ্যেন কেন? পিতঃ, আপনি এ সামান্য বিষয়ে এত আক্ষেপ করেন কেন? জীব মাত্রেই শমনের অধীন। তা এতে দুঃখ কল্যে আর কি হবে? জীবন কখনই চিরস্থায়ী নয়। যে আজ না মরে, সে কাল মরবে। কুলমান রক্ষার জন্যে প্রাণদান অপেক্ষা আর কি পুণ্যকর্ম্ম আছে? (আকাশে কোমল বাদ্য।) ঐ শুনুন! রাজসতী পদ্মিনী আমাকে ডাকছেন। উনি এর আগে আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, যে "কুলমান রক্ষার জন্যে যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" পিতঃ, আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। এই অন্তকালে যে মায়ের পা দুখানি দেখতে পেলেম না, এই একটা বড় দুঃখ মনে রৈল! (রোদন।)

বলে। ছি, ছি, ছি! তুমি ও সকল কথা আর মুখে এনো না। তোমার শত্রুর অন্তকাল উপস্থিত হউক।

কৃষ্ণা। কাকা, এমন জীব নাই, যে বিধাতা তার অদৃষ্টে মরণ লেখেন নাই। কিন্তু সকলের ভাগ্যে মৃত্যু যশোদায়ক হয় না। অনেক তরুকে লোকে কেটে পুড়িয়ে ফেলে; কিন্তু আবার কোন কোন তরুর কাষ্ঠে দেব-প্রতিমা নির্ম্মাণ হয়। কুলমান-রক্ষার্থে কিম্বা পরের উপকারের জন্যে যে মরে, সে চিরস্মরণীয় হয়।

বলে। তুমি, মা, আর ও সব কথা কইও না। তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমার অপেক্ষা কি এ রাজপদ প্রিয়তর?

কৃষ্ণা। কাকা, আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন না। আপনি আমাকে বাল্যকালাবধি প্রাণতুল্য ভালবাসেন, তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে আমাকে বিদায় দেন। পিতঃ, আপনি নরপতি; বিধাতা আপনাকে কত শত সহস্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্তে এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন; তা আপনার তাদের সুখ-দুঃখ বিস্মৃত হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আপনি এ দাসীকে জন্মের মতন বিদায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন? আমি কি অপরাধ করেছি যে আপনি আর আমার সঙ্গে কথা কবেন না? পিতঃ, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এ ভব-যন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়ে সুরপুরীতে যেতে পারি। (চরণে পতন।)

রাজা। এ না মানসিংহের দূত?—এত বড় স্পর্দ্ধা, আমাকে রুদ্ধ করে?

কৃষ্ণা। (উঠিয়া) কেন, পিতঃ, আমি আপনার নিকট কি অপরাধ করেছি?

রাজা। কি অপরাধ?—আমার নিকটে ছলনা? দূর হঃ, দূর হঃ!

মন্ত্রী। এ কি সর্ব্বনাশ!—

কৃষ্ণা। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল? এ সময়ে পিতাও কি বিমুখ হলেন? কাকা, আমি পিতার নিকটে কি অপরাধ করেছি, যে উনি আমার প্রতি বিরক্ত হলেন? (আকাশে কোমল বাদ্য।) আঃ! আমি এই যাই।—কাকা, আপনার চরণে ধরি, (চরণে পতন) আপনিই আমাকে বিদায় দেন।

বলে। উঠ মা, উঠ! ছি, মা, ছি! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন) তুমি আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব! তোমাকে বিদায়—(আকাশে কোমল বাদ্য।)

কৃষ্ণা। জননি, এই আমি এলেম। (সহসা খড়্গাঘাত ও শয্যোপরি পতন।)

সকলে। এ কি! এ কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

বলে। হে বিধাতঃ, তোমার মনে কি এই ছিল? হে পরমেশ্বর, আমাদের কি করলে? বৎস, তুমি কি আমাদের যথার্থই ত্যাগ করলে! হায়, হায়! (রোদন।)

(তপস্বিনীর প্রবেশ।)

তপ। এ কি? (অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ রাজকুললক্ষ্মী এ

অবস্থায় কেন? হায়, হায়! এ রত্নদীপ কে নির্ব্বাণ কল্যে?—হায়, হায়! (রোদন।)

বলে। আর ভগবতি, আমাদের কি হবে? এদিকে এই, আবার ওদিকে মহারাজের দশা দেখেছেন? আহাহা! দাদা, তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! ভগবতি—

তপ। কেন, কেন? মহারাজের কি হয়েছে? উনি অমন কচ্যেন কেন?

বলে। আর ভগবতি, সকলই আমার অদৃষ্টে করে! মহারাজ হঠাৎ মহা উন্মাদ হয়ে উঠেছেন।

তপ। কেন? কারণ কি?

(অহল্যাদেবীর বেগে প্রবেশ।)

অহ। (নেপথ্য হইতে) কৈ? কৈ? আমার কৃষ্ণা কোথায়? (অবলোকন করিয়া) এ কি! আমার কৃষ্ণা এমন হয়ে রয়েছে কেন?—অ্যাঁ!—এ যে রক্ত!—মহারাজ, এমন কে করলে?

তপ। মহিষি, মহারাজকে আপনি আর কেন জিজ্ঞাসা কচ্যেন? ওঁতে কি আর উনি আছেন?

অহ। তবে বুঝি উনিই এ কর্ম্ম করেছেন? ওমা, আমার কি সর্ব্বনাশ হলো! (কৃষ্ণার মুখাবলোকন করিয়া রোদন) আহা! বাছা আমার স্বুবর্ণ-লতার ন্যায় পড়ে আছেন! ওমা কৃষ্ণা, আমি তোমার অভাগিনী মা এসে ডাকছি যে! ও মা, তুমি আমাকে কি অপরাধে ছেড়ে চল্যে, মা? উঠ, মা, উঠ। ও মা, ও মা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছো? (রোদন।)

কৃষ্ণা। (মৃদুস্বরে) মা,—এসেছো?—আমাকে পায়ের ধূলো দেও। মা,—পিতা আমার উপর অত্যন্ত রাগ করেছেন,—তুমি ওঁকে আমার সকল দোষ ক্ষমা করতে বলো। মা, আমি তোমার নিকটেও অনেক বিষয়ে অপরাধী আছি, সে সকল ক্ষমা করে আমাকে এ জন্মের মতন বিদায় দেও। মা, তোমার এ দুঃখিনী মেয়েকে এর পর এক এক বার মনে করো। (মৃত্যু—আকাশে কোমল বাদ্য।)

অহ। ওমা, তুমি কি অপরাধ করেছিলে, মা? (রোদন) এ কি! আবার যে মা আমার চুপ করলেন! ও মা, কৃষ্ণা! ও মা! ও মা! ও মা! (মূর্চ্ছা।)

তপ। এ আবার কি হলো?—রাজমহিষী যে হঠাৎ অজ্ঞান হলেন! মহিষি, উঠুন, মহিষি, উঠুন! হায়, হায়! একবারে কি সব ছারখার হলো?

অহ। (চেতন পাইয়া) ভগবতি, আমি কি স্বপ্ন—মহারাজ, এ কর্ম্ম কে করলে? ঠাকুরপো, তুমিই বল না কেন?—ও কি? (উঠিয়া) তোমরা যে সকলেই চুপ করে রৈলে?

রাজা। আঃ! (অগ্রসর হইয়া) মহিষী যে! (হস্ত ধরিয়া) দেখ, তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছো? কৈ?

অহ। মহারাজ, তুমি ও হাত দিয়ে আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার হাতে আমার কৃষ্ণার রক্ত লেগে রয়েছে। মহারাজ, আমি তোমার কাছে এ জন্মের মতন বিদায় হলেম্‌। [বেগে প্রস্থান।

মন্ত্রী। ভগবতি, আপনি একবার যান, মহিষী কোথায় গেলেন, দেখুন গে।

[তপস্বিনীর প্রস্থান।

রাজা। মহিষি, কোথা যাও? কোথা যাও?—গেলে, গেলে, গেলে? তুমিও গেলে? (রোদন) হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! হা কৃষ্ণা! আমি যাই মা, আমি যাই। ভাই বলেন্দ্র, কৃষ্ণা!—কৃষ্ণা! আমার কৃষ্ণা! (রোদন।)

মন্ত্রী। রাজকুমার, আমি চিরকাল এই বংশের অধীন, আমাকে কি শেষে এই দেখতে হলো? (রোদন।)

(অন্তঃপুরে রোদনধ্বনি, তপস্বিনীর পুনঃপ্রবেশ।)

তপ। হায়! হায়! কি হলো!—রাজকুমার, রাজমহিষীও স্বর্গারোহণ কল্যেন। হায়, হায়! আমি এমন সর্ব্বনাশ কোথাও দেখি নাই। এ কি বিধাতার সামান্য বিড়ম্বনা? হায়, হায়, হায়?

বলে। মন্ত্রি, আর কি? সকলই শেষ হলো। (রোদন) হায়! হায়! হায়! মৃত্যু কি আমাকে ভুলে আছেন? দাদা, ঐ দেখুন আমাদের রাজকুল-লক্ষ্মী মহানিদ্রায় অবশ হয়ে আছেন! আর এ রাজ্যে প্রয়োজন কি? হায়, হায়!

রাজা। বলেন্দ্র, ভাই, কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!—আমার কৃষ্ণা!

বলে। আহাহা! দাদা, তোমার জ্ঞান শূন্য হয়েছে, তুমি এর কিছুই জানতে পাচ্যো না। হায়! হায়! হায়! তা, ভাই, এ তো তোমার সৌভাগ্য বলতে হবে! হায়, এমন সময়ে জ্ঞান থাকার চেয়ে অজ্ঞান হওয়া ভাল! এ যাতনা কি সহ্য করা যায়! (রোদন।)

সত্য। রাজকুমার, আর আক্ষেপ করা বৃথা। মহারাজকে এখান থেকে লয়ে যাওয়া যাক। আর আসুন, এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, দেখা যাকগে। এ দিকের তো সকলই শেষ হলো। হায়, হায়! হে বিধাতঃ, তোমার কি অদ্ভুত লীলা! আসুন রাজকুমার, আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?

(যবনিকা-পতন।)

গ্রন্থ সমাপ্ত।

বীরাঙ্গনা কাব্য

মঙ্গলাচরণ

বঙ্গকুলচূড়

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের

চিরস্মরণীয় নাম এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া, কাব্যকার ইহা উক্ত মহানুভবের নিকট যথোচিত সম্মানের সহিত উৎসর্গ করিল ইতি।

১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন।

প্রথম সর্গ

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা

[শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও মেনকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, জনকজননী কর্তৃক শৈশবাবস্থায় পরিত্যক্ত হওয়াতে, কণ্বমুনি তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। একদা মুনিবরের অনুপস্থিতিতে রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া-প্রসঙ্গে তাঁহার আশ্রমে প্রবেশ করিলে শকুন্তলা রাজ-অতিথির যথাবিধি সৎকার সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলার অসাধারণ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া, এবং তিনি যে ক্ষত্রকুলোদ্ভবা, এই কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্ত হন। পরে রাজা তাঁহাকে গুপ্তভাবে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজা দুষ্মন্ত, স্বরাজ্যে গমনান্তর শকুন্তলার কোন তত্ত্বাবধান না করাতে, শকুন্তলা রাজসমীপে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বননিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র! যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?

হায়, আশামদে মত্ত আমি পাগলিনী!
হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে;
পবন-স্বনন যদি শুনি দূর বনে;
অমনি চমকি ভাবি,—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজীরাজী, সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর কিঙ্করী সহ। আশার ছলনে
প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, ডাকি সখীদ্বয়ে;
কহি,—'হাদে দেখ্, সই, এত দিনে আজি
স্মরিলা লো প্রাণেশ্বর এ তাঁর দাসীরে!
ওই দেখ্, ধূলারাশি উঠিছে গগনে!
ওই শোন্ কোলাহল! পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে।'
নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা,
কাঁদে অনসূয়া সই বিলাপি বিষাদে!

দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জবনে,
যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে
পদযুগ; চারিদিকে চাহি ব্যগ্রভাবে।
দেখি প্রফুল্লিত ফুল, মুকুলিত লতা;
শুনি কোকিলের গীত, অলির গুঞ্জর,
স্রোতোনাদ; মরমরে পাতাকুল নাচি;
কুহরে কপোত, সুখে বৃক্ষশাখে বসি,
প্রেমালাপে কপোতীর মুখে মুখ দিয়া।
সুধি গঞ্জি ফুলপুঞ্জে,—'রে নিকুঞ্জশোভা,
কি সাধে হাসিস্ তোরা? কেন সমীরণে
বিতরিস্ আজি হেথা পরিমল-সুধা?'
কহি পিকে,—'কেন তুমি, পিককুল-পতি,
এ স্বরলহরী আজি বরিষ এ বনে?
কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দকালে?
মদনের দাস মধু; মধুর অধীনে
তুমি; সে মদন মোহে যাঁর রূপ-গুণে,
কি সুখে গাও হে তুমি তাঁহার বিরহে?'

অলির গুঞ্জর শুনি ভাবি—মৃদুস্বরে
কাঁদিছেন বনদেবী দুঃখিনীর দুঃখে!
শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে
নিন্দিছেন বনদেব তোমায় নৃমণি,—
কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে।
কহি পত্রে, 'শোন্, পত্র,—সরস দেখিলে
তোরে, সমীরণ আসি নাচে তোরে লয়ে
প্রেমামোদে; কিন্তু যবে শুখাইস্ কালে
তুই, ঘৃণা করি তোরে তাড়ায় সে দূরে;—
তেমতি দাসীরে কি রে ত্যজিলা নৃপতি?'
মুদি পোড়া আঁখি বসি রসালের তলে;
ভ্রান্তিমদে মাতি ভাবি, পাইব সত্বরে
পাদপদ্ম! কাঁপে হিয়া দুরু দুরু করি
শুনি যদি পদশব্দ! উল্লাসে উন্মীলি
নয়ন, বিষাদে কাঁদি হেরি কুরঙ্গীরে!
গালি দিয়া দূর তারে করি করাঘাতে।
ডাকি উচ্চে অলিরাজে, কহি,—'ফুলসখে
শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি
এ পোড়া অধর পুনঃ। রক্ষিতে দাসীরে
সহসা দিবেন দেখা পুরু-কুল-নিধি।'
কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত! কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে?
কাঁদিয়া প্রবেশি, প্রভু, সে লতামণ্ডপে
যথায়—ভাবিয়া দেখ, পড়ে যদি মনে,
নরেন্দ্র, যথায় বসি, প্রেমকুতূহলে,
লিখিল কমলদলে গীতিকা অভাগী,—
যথায় সহসা তুমি প্রবেশি জুড়ালে
বিষম বিরহজ্বালা! পদ্মপর্ণ নিয়া
কত যে কি লিখি নিত্য কব তা কেমনে?
কভু প্রভঞ্জনে কহি কৃতাঞ্জলি-পুটে;—
'উড়ায়ে লেখন মোর, বায়ুকুলরাজা,
ফেল রাজপদ-তলে যথা রাজালয়ে
বিরাজেন রাজাসনে রাজকুলমণি!'
সম্বোধি কুরঙ্গে কভু কহি শূন্যমনে;—
'মনোরথ-গতি তোরে দিয়াছেন বিধি,
কুরঙ্গ! লেখন লয়ে, যা চলি সত্বরে
যথায় জীবিতনাথ! হায়, মরি আমি
বিরহে! শৈশবে তোরে পালিনু যতনে;
বাঁচা রে এ পোড়া প্রাণ আজি কৃপা করি!'
আর যে কি কই কারে, কি কাজ কহিয়া,
নরেশ্বর? ভাবি দেখ, পড়ে যদি মনে,
অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় বিনা,
নাহি জন জানে, হায়, এ বিজন বনে
অভাগীর দুঃখ-কথা! এ দুজন যদি
আসে কাছে, মুছি আঁখি অমনি; কেন না,
বিবশা দেখিলে মোরে রোষে ঋষিবালা,
নিন্দে তোমা, হে নরেন্দ্র, মন্দ কথা কয়ে!—
বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে!
ফাটি অন্তরিত রাগে—বাক্য নাহি ফোটে!
আর আর স্থল যত,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ভ্রমি সে সকল স্থলে! যে তরুর মূলে
গান্ধর্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে,
যে নিকুঞ্জে ফুলসজ্জা সাজাইয়া সাধে
সেবিল চরণ দাসী কানন-বাসরে,—
কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,

ধীমান্, যখন পশি সে নিকুঞ্জ-ধামে !—
হে বিধাতঃ ! এই কি রে ছিল তোর
মনে ?
এই কি রে ফলে ফল প্রেমতরু-শাখে ?
এইরূপে ভ্রমি নিত্য আমি অনাথিনী,
প্রাণনাথ! ভাগ্যে বৃদ্ধা গৌতমী তাপসী
পিতৃস্বসা,—মনঃ তাঁর রত তপজপে ;
তা না হলে, সর্ব্বনাশ অবশ্য হইত
এত দিনে ! নাহি সাধ বাঁধিতে কবরী
ফুলরত্নে আর, দেব ! মলিন বাকলে
আবরি মলিন দেহ ; নাহি অন্নে রুচি ;
না জানি কি কহি কারে, হায়, শূন্যমনে !
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, পড়ি ভূমিতলে,
হারাই সতত জ্ঞান ; চেতনা পাইয়া
মিলি যবে আঁখি, দেখি তোমায় সম্মুখে !
অমনি পসারি বাহু ধাই ধরিবারে
পদযুগ ; না পাইয়া কাঁদি হাহারবে !
কে কবে, কি পাপে সহি হেন বিড়ম্বনা !
কি পাপে পীড়েন বিধি, সুধিব তা
কারে ?
দয়া করি কভু যদি বিরামদায়িনী
নিদ্রা, সুকোমল কোলে, দেন স্থান
মোরে,
কত যে স্বপনে দেখি, কব তা কেমনে ?
স্বর্ণ-রত্ন-সংঘটিত দেখি অট্টালিকা ;
দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে ;
ফুলশয্যা ; বিদ্যাধরী-গঞ্জিনী কিঙ্করী ;
কেহ গায়, কেহ নাচে ; যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ! দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি,
অলকা-সদনে যেন ! শুনি বীণা-ধ্বনি ;
গন্ধামোদে মাতে মনঃ, নন্দন-কাননে—
(শুনেছি এ কথা, নাথ, তাত কণ্বমুখে)
নন্দন-কাননান্তরে বসন্তে যেমনি !
তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণ-সিংহাসনে !
শিরোপরি রাজছত্র ; রাজদণ্ড হাতে,
মণ্ডিত অমূল্য রত্নে : সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে !
কত যে জাগিয়া কাঁদি কব তা কাহারে !
জানে দাসী, হে নরেন্দ্র, দেবেন্দ্র-সদৃশ
ঐশ্বর্য্য, মহিমা তব ; অতুল জগতে
কুল মান ধনে তুমি, রাজকুলপতি !
কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব ! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ
মনে,—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে !
বননিবাসিনী আমি, বাকল-বসনা,
ফলমূলাহারী নিত্য, নিত্য কুশাসনে
শয়ন ; কি কাজ, প্রভু, রাজসুখ-ভোগে ?
আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী ; কুমুদী তাঁরে পূজে মর্ত্ত্যতলে !
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে !
চির-অভাগিনী আমি ! জনক জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি কি
পাপে ?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে।
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি ? কোন্ দোষে, কহ, কান্ত।
শুনি,
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ-যুগে ?
এ মনে যে সুখপাখী ছিল বাসা বাঁধি,
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে
নরাধিপ ? শুনিয়াছি রথিশ্রেষ্ঠ তুমি,
বিখ্যাত ভারতক্ষেত্রে ভীমবাহুবলে ;
কি যশঃ লভিলা, কহ, যশস্বি, বিনাশি—
অবলা কুলের বালা আমি—সুখ মম ?
আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে ;
কি কব তাঁহারে নাথ, কহ, তা
দাসীরে ?
নিন্দে অনসূয়া যবে মন্দ কথা কয়ে,
অপবাদে প্রিয়ম্বদা তোমায়,—কি বলে

বুঝাবে এ দোঁহে দাসী, কহ তা
দাসীরে ?
কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব
এ পোড়া পরাণ আমি—এ মিনতি
পদে !
বনচর চর, নাথ ! না জানি কিরূপে
প্রবেশিবে রাজপুরে, রাজ-সভাতলে ?
কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি, ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে !
জীবনের আশা, হায়, কে ত্যজে
সহজে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে শকুন্তলাপত্রিকা নাম প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

সোমের প্রতি তারা

[যৎকালে সোমদেব—অর্থাৎ চন্দ্র—বিদ্যাধ্যয়ন করণাভিলাষে দেবগুরু বৃহস্পতির আশ্রমে বাস করেন, গুরুপত্নী তারাদেবী তাঁহার অসামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে বিমোহিতা হইয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমাসক্তা হন ; সোমদেব, পাঠ সমাপনান্তে গুরু-দক্ষিণা দিয়া বিদায় হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তারাদেবী আপন মনের ভাব আর প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে পারিলেন না ; ও সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সোমদেবকে এই নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখেন। সোমদেব যে এতাদৃশী পত্রিকাপাঠে কি করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহার পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন নাই। পুরাণজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।]

কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা ? গুরুপত্নী
আমি
তোমার, পুরুষরত্ন, কিন্তু ভাগ্যদোষে,
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা
দুখানি !—
কি লজ্জা ! কেমনে তুই, রে পোড়া
লেখনি,
লিখিলি এ পাপ কথা,—হায় রে,
কেমনে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে। হস্তদাসী সদা
তুই ; মনোদাস হস্ত ; সে মনঃ পুড়িলে
কেন না পুড়িবি তুই ? বজ্রাগ্নি যদ্যপি
দহে তরুশিরঃ, মরে পদাশ্রিত লতা !
হে স্মৃতি, কুকর্ম্মে রত দুর্ম্মতি যেমতি
নিবায় প্রদীপ, আজি চাহে নিবাইতে

তোমায় পাপিনী তারা! দেহ ভিক্ষা, ভুলি
কে সে মনঃ-চোর মোর, হায়, কেবা আমি!—
ভুলি ভূতপূর্ব্ব কথা,—ভুলি ভবিষ্যতে!
এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,—ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে!
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি, কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবনপথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ!—তারানাথ? কে তোমারে দিল
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে!
এ পোড়া মনের কথা জানিল কি ছলে
নামদাতা? ভেবেছিনু, নিশাকালে যথা
মুদিত-কমল-দলে থাকে গুপ্তভাবে
সৌরভ, এ প্রেম, বঁধু, আছিল হৃদয়ে
অন্তরিত; কিন্তু—ধিক্, বৃথা চিন্তা, তোরে!
কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে?
এস তবে, প্রাণসখে, তারানাথ তুমি;
জুড়াও তারার জ্বালা! নিজ রাজ্য ত্যজি,
ভ্রমে কি বিদেশে রাজা, রাজকাজ ভুলি?
সদর্পে কন্দর্প নামে মীনধ্বজ রথী,
পঞ্চ খর শর তূণে, পুষ্পধনুঃ হাতে,
আক্রমিছে পরাক্রমি অসহায় পুরী;—
কে তারে রক্ষিবে, সখে, তুমি না রক্ষিলে?
যে দিন—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে!—
যে দিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশিকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে!
এ পোড়া বদন মুহুঃ হেরিনু দর্পণে;
বিনাইনু যত্নে বেণী; তুলি ফুলরাজী,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে!
চির পরিধান মম বাকল; ঘৃণিনু
তাহায়! চাহিনু, কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলি, সিঁথি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে!
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে!
হায় রে, অবোধ আমি! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে?
কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে,
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী!
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!
বিদ্যালাভ-হেতু যবে বসিতে, সুমতি,
গুরুপদে; গৃহকর্ম্ম ভুলি, পাপীয়সী
আমি, অন্তরালে বসি শুনিতাম সুখে
ও মধুর স্বর, সখে, চির-মধু-মাখা!
কি ছার নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা?
কি ছার মুরজ, বীণা, মুরলী, তুম্বকী?
বর্ষ বাক্যসুধা তুমি, নাচিবে পুলকে
তারা, মেঘনাদে মাতি ময়ূরী যেমতি!
গুরুর আদেশে যবে গাভীবৃন্দ লয়ে,
দূর বনে, সুরমণি, ভ্রমিতে একাকী
বহু দিন; অহরহঃ, বিরহ-দহনে,
কত যে কাঁদিত তারা, কব তা কাহারে—
অবিরল অশ্রুজল মুছি লজ্জাভয়ে!
গুরুপত্নী বলি যবে প্রণমিতে পদে,
সুধানিধি, মুদি আঁখি, ভাবিতাম মনে,
মানিনী যুবতী আমি, তুমি প্রাণপতি,
মান-ভঙ্গ আশে নত দাসীর চরণে!
আশীর্ব্বাদ-ছলে মনে নমিতাম আমি!
গুরুর প্রসাদ-অন্নে সদা ছিল রত,
তারাকান্ত; ভোজনান্তে আচমন-হেতু
যোগাইতে জল যবে গুরুর আদেশে
বহির্দ্বারে, কত যে কি রাখিতাম পাতে
চুরি করি আনি আমি, পড়ে কি হে মনে?

হরীতকী-স্থলে, সখে, পাইতে কি কভু
তাম্বূল শয়নধামে ? কুশাসন-তলে,
হে বিধু, সুরভি ফুল কভু কি দেখিতে ?
হায় রে, কাঁদিত প্রাণ হেরি তৃণাসনে,
কোমল কমল-নিন্দা ও বরাঙ্গ তব ;
তেঁই, ইন্দু, ফুলশয্যা পাতিত দুঃখিনী !
কত যে উঠিত সাধ, পাড়িতাম যবে
শয়ন, এ পোড়া মনে, পার কি বুঝিতে ?
পূজাহেতু ফুলজাল তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল। হাসি তুমি কহিতে, সুমতি,
"দয়াময়ী বনদেবী ফুল অবচয়ি,
রেখেছেন নিবারিতে পরিশ্রম মম !"
কিন্তু সত্য কথা এবে কহি, গুণনিধি ;—
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে
এ কিঙ্করী ; ফুলরাশি তুলি চারিদিকে
রাখিত তোমার জন্যে ! নীর-বিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশু-নিধি,
অভাগীর অশ্রুবিন্দু—কহিনু তোমারে !
কত যে কহিত তারা—হায়,
পাগলিনী !—
প্রতি ফুলে, কেমনে তা আনিব এ মুখে ?
কহিত সে চম্পকেরে,—"বর্ণ তোর হেরি,
রে ফুল, সাদরে তোরে তুলিবেন যবে
ও কর-কমলে, সখা, কহিস তাঁহারে,—
'এ বর-বরণ মম কালি অভিমানে
হেরি যে বর-বরণ, হে রোহিণীপতি,
কালি সে বর-বরণ তোমার বিহনে !' "
কহিত সে কদম্বেরে,—না পারি কহিতে
কি যে সে কহিত তারে, হে সোম,
শরমে !—
রসের সাগর তুমি, ভাবি দেখ মনে !
শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে,
কি আর কহিব তা [illegible]? শুনিলে হাসিবে,
হে সুহাসি ! নাহি জ্ঞান ; না জানি কি
লিখি !
ফাটিত এ পোড়া প্রাণ হেরি
তারাদলে !
ডাকিতাম মেঘদলে চির আবরিতে
রোহিণীর স্বর্ণকান্তি। ভ্রান্তিমদে মাতি,
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে !
প্রফুল্ল কুমুদে হ্রদে হেরি নিশাযোগে
তুলি ছিঁড়িতাম রাগে ;—আঁধার
কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায় ! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে,
কহিতাম অভিমানে,—'হে দারুণ বিধি,
নাহি কি যৌবন মোর—রূপের মাধুরী?
তবে কেন,—' কিন্তু বৃথা স্মরি পূর্ব্বকথা !
নিবেদিব, দেবশ্রেষ্ঠ, দিন দেহ যবে !
তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে ;
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা
তারে !
দেহ ভিক্ষা—ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবানিশি ! দিবানিশি সেবি দাসী-
ভাবে
ও পদ-যুগল, নাথ,—হা ধিক্, কি
পাপে,
হায় রে, কি পাপে, বিধি, এ তাপ
লিখিলি
এ ভালে ? জনম মম মহা ঋষিকুলে,
তবু চণ্ডালিনী আমি ! ফলিল কি এবে
পরিমলাকর ফুলে, হায়, হলাহল ?
কোকিলের নীড়ে কি রে রাখিলি
গোপনে
কাকশিশু ? কর্ম্মনাশা—পাপ-
প্রবাহিণী !—
কেমনে পড়িল বহি জাহ্নবীর জলে ?
ক্ষম, সখে !—পোষা পাখী, পিঞ্জর
খুলিলে,

চাহে পুনঃ পশিবারে পূর্ব্ব-কারাগারে।
এস তুমি ; এস শীঘ্র! যাব কুঞ্জ-বনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে!
দেহ পদাশ্রয় আসি,—প্রেম-উদাসিনী
আমি! যথা যাও যাব ; করিব যা
কর ;—
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে!
কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্ব জনে
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।
এস, হে তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিণী,
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে,
সুধাময় ; কোন্ দোষে দোষী তব পদে
অভাগিনী? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপঃ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে!
কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস শীঘ্র করি!
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি!
আর কি লিখিবে দাসী? সুপণ্ডিত
তুমি,
ক্ষম ভ্রম ; ক্ষম দোষ! কেমনে পড়িব
কি কহিল পোড়া মনঃ, হায়, কি লিখিল
লেখনী? আইস, নাথ, এ মিনতি পদে!
লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে,
কাঁপি ভয়ে—কাঁদি খেদে—মরিয়া
শরমে!
লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে
লিখিনু! ক্ষমিও দোষ, দয়াসিন্ধু তুমি!
আইলে দাসীর পাশে, বুঝিব ক্ষমিলে
দোষ তার, তারানাথ! কি আর কহিব?
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে তারাপত্রিকা নাম দ্বিতীয় সর্গ

তৃতীয় সর্গ

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি-ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণীদেবীকে পৌরাণিক ইতিবৃত্তে স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি আজন্ম বিষ্ণুপরায়ণা ছিলেন। যৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্যোগী হইলে, রুক্মিণী দেবী নিম্নলিখিত পত্রখানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথের সমীপে প্রেরণ করেন। রুক্মিণী-হরণ-বৃত্তান্ত এস্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য।]

শুনি নিত্য ঋষিমুখে, হৃষীকেশ তুমি,
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনীমণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি পাপী-জনে,
চাহে পদাশ্রয়, নমি ও রাজীবপদে,
রুক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্রী, চিরদাসী তব;—
তার, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-
কালে!

কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি?
কি সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে? মুদে আঁখি, হে দেব,
শরমে,
না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী;
কাঁপে হিয়া থরথরে! না জানি কি করি;
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখকাহিনী!
শুন তুমি, দয়াসিন্ধু! হায় তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে!

নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে
কায় মনঃ অভাগিনী স'পিয়াছে তারে;
দেবে সাক্ষী করি বরি দেবনরোত্তমে
বরভাবে! নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি; কিন্তু কহি, শুন,
পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
সে নাম,—জগত কর্ণে সুধার লহরী!
কে যে তিনি? জন্ম তাঁর কোন্
মহাকুলে?
অবধান কর, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে;
তুলিয়া কুসুমরাশি, মালিনী যেমতি
গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি
গাঁথিব গাথায়, নাথ, দেহ পদ-ছায়া।

গৃহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে।—
রাজদ্বেষে পিতা মাতা ছিলা বন্দীভাবে,
দীনবন্ধু, তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে।
খনিগর্ভে ফলে মণি; মুক্তা শুক্তিধামে!
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে;
শত শরদের শশী-সদৃশী শোভিল
বিভা! গন্ধামোদে মাতি স্বনিলা সুস্বনে
সমীরণ; নদ-নদী কলকলকলে
সিন্ধুপদে সুসংবাদ দিলা দ্রুতগতি;
কল্লোলিলা জলপতি গম্ভীর নিনাদে!
নাচিল অপ্সরা স্বর্গে; মর্ত্ত্যে নরনারী!
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে!
বৃষ্টিলা কুসুম দেব; পাইল দরিদ্র
রতন; জীবন পুনঃ জীবশূন্য জন!
পূরিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে।

জন্মান্তে জনমদাতা, ঘোর নিশাযোগে

গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিল নন্দনে
মহা যত্নে। মহারত্নে পাইলে যেমতি
আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা
গোকুলে গোপ-দম্পতী আনন্দ-সলিলে।
আদরে পালিলা বালে গোপ-কুল-রাণী
পুত্রভাবে। বাল্যকালে বাল্য-খেলা যত
খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বর্ণিতে?
কে কবে, কি ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
পূতনারে? কাল নাগ কালীয়, কি দেখি
লইল আশ্রয় নমি পাদ-পদ্ম-তলে?
কে কবে, বাসব যবে রুষি, বরষিলা
জলাসার, কি কৌশলে গোবর্দ্ধনে তুলি
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে?
আর আর কীর্ত্তি যত বিদিত জগতে।
যৌবনে করিলা কেলি গোপীদলে লয়ে
রসরাজ; মজাইলা গোপ-বধূ-ব্রজ
বাজায়ে বাঁশরী, নাচি তমালের তলে!
বিহারিলা গোষ্ঠে প্রভু, যমুনা-পুলিনে!
এইরূপে কতকাল কাটাইলা সুখে
গোপধামে গুণনিধি; পরে বিনাশিয়া
পিতৃ-অরি অরিন্দম, দূর সিন্ধু-তীরে
স্থাপিলা সুন্দরী পুরী। আর কব কত?
দেখ চিন্তি, চিন্তামণি, চেন যদি তারে!
না পার চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি যদি পারে হে বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী। চিত্রপটে যেন,
চিত্রিত সে মূর্ত্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে!
নবীন-নীরদ-বর্ণ; শিখিপুচ্ছ শিরে;
ত্রিভঙ্গ; সুগল-দেশে বর-গুঞ্জমালা;
মধুর অধরে বাঁশী; বাস পীত ধড়া;
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজীবচরণে—
যোগীন্দ্র-মানস-পদ্ম! মোক্ষ-ধাম ভবে!
যত বার হেরি, দেব, আকাশমণ্ডলে,
ঘনবরে, শক্র-ধনুঃ চূড়ারূপে শিরে;
তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে;—পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি আমি, পূজি ভক্তিভাবে!
ভ্রান্তিমদে মাতি কহি,—'প্রাণকান্ত মম
আসিলেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে।'
উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে!
নাচিলে ময়ূরী, তারে মারি, যদুমণি!
মন্দ্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি,
গোপ-কুল-বালা আমি; বেণুর সুরবে
ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে!
কহি শিখিবরে,—'ধন্য তুই পক্ষিকুলে,
শিখণ্ডি! শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যার,
পূজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জ্জটি!'—
আর পরিচয় কত দিব পদযুগে?
শুন এবে দুঃখ-কথা। হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপি সে সুশ্যাম মূর্ত্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন বিপিনে,
পূজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে,
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
বরবেশে, বরিবারে, হায় অভাগীরে!
কি লজ্জা! ভাবিয়া দেখ, হে দ্বারকাপতি!
কেমনে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে রুক্মিণী?
স্বেচ্ছায় দিয়েছে দাসী, হায়, এক জনে
কায় মনঃ; অন্য জনে—ক্ষম, গুণনিধি!—
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে।
কি পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে?
আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি,
গদাধর! রূপ গুণ থাকিত যদ্যপি
এ দাসীর,—কহিতাম, 'আইস, মুরারি,
আইস; বাহন তব বৈনতেয় যথা
হরিল-অমৃতরস পশি চন্দ্রলোকে,
হর অভাগীরে তুমি প্রবেশি এ দেশে!'
কিন্তু নাহি রূপ গুণ; কোন্ মুখ দিয়া
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা!
দীন আমি; দীনবন্ধু তুমি, যদুপতি;
দেহ লয়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,

যাঁর দাসী করি বিধি সৃজিলা তাহারে!
রুক্ম নামে সহোদর,—দুরন্ত সে অতি;
বড় প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্বর বলী;
শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা। চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবানিশি;—
নীরবে দুজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে!
লইনু শরণ আজি ও রাজীব-পদে:—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে!
কি ছলে ভুলাই মনঃ কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি!
বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে;
'যমুনা' বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি! কূলে তার কত যে রোপেছি
তমাল, কদম্ব—তুমি হাসিবে শুনিলে।
পুষিয়াছি সারী শুক, ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জবনে; অলিকুল গুঞ্জরে সতত;
কুহরে কোকিল ডালে; ফোটে ফুলরাজি।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে।
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া!
কিম্বা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তার পদে।
আছে বহু গাভী গোষ্ঠে; নিজ কর দিয়া
সেবে দাসী তা সবারে। কহ হে রাখালে
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যদুমণি!
যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা;
যতনে কুড়ায়ে রাখি, যদি পাই পড়ি
শিখিপুচ্ছ ভূমিতলে;—কত যে কি করি,
হায়, পাগলিনী আমি! কি কাজ কহিয়া?
আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্দ্ধর তুমি,
মুরারি! নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী
কংসজিৎ; মধুনামে দৈত্য-কুল-রথী,
বধিলা, মধুসূদন, হেলায় তাহারে!
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি!
কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে;
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এ দেশে,
হর মোরে! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে রুক্মিণী-পত্রিকা নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

দশরথের প্রতি কেকয়ী

[কোন সময়ে রাজর্ষি দশরথ কেকয়ী দেবীর নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তিনি তাঁহার গর্ভজাত-পুত্র ভরতকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কাল-ক্রমে রাজা স্বসত্য বিস্মৃত হইয়া কৌশল্যানন্দন রামচন্দ্রকে সে পদ প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে, কেকয়ী দেবী মন্থরা-নাম্নী দাসীর মুখে এ সংবাদ পাইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে !
কহ তুমি ;—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে ; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারী-ব্রজ
মুহুর্মুহুঃ হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী ?
কেন এত বীণা-ধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘু-কুল-শ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধনজাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে ?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জনস্রোতঃ কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘু-কুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা, প্রভু,
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘু-কুল-রথি !
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে !
কহ, শুনি, হে রাজন্ ; এ বয়সে পুনঃ
পাইলা কি ভাগ্যবলে—ভাগ্যবান্ তুমি
চিরকাল !—পাইলা কি পুনঃ এ বয়সে—
রসময়ী নারী-ধনে, কহ, রাজ-ঋষি ?
হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি !
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—'অসত্যবাদী রঘু-কুল-পতি !
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙেন সহজে !
ধর্ম্ম শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে।"
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি,
নররাজ ; কিংবা দিয়া চুণ-কালি গালে
খেদাও গহন-বনে ! যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে

এ কলঙ্ক? লোক-মাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।
না পড়ি ঢলিয়া আর নিতম্বের ভরে!
নহে গুরু উরু-দ্বয়, বর্ত্তুল কদলী-
সদৃশ! সে কটি, হায়, কর-পদ্মে ধরি
যাহায়, নিন্দিতে তুমি সিংহে প্রেমাদরে,
আর নহে সরু, দেব! নম্রশিরঃ এবে
উচ্চ কুচ! সুধা-হীন অধর! লইল
লুটিয়া কুটিল কাল. যৌবন-ভাণ্ডারে
আছিল রতন যত; হরিল কাননে
নিদাঘ কুসুম-কান্তি, নীরসি কুসুমে!
কিন্তু পূর্ব্বকথা এবে স্মর, নরমণি!—
সেবিনু চরণ যবে তরুণ যৌবনে,
কি সত্য, করিলা, প্রভু, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
মোর কাছে? কাম-মদে মাতি যদি তুমি
বৃথা আশা দিয়া মোরে ছলিলা, তা
কহ;—
নীরবে এ দুঃখ আমি সহিব তা হলে!
কামীর কুরীতি এই শুনেছি জগতে,
অবলার মনঃ চুরি করে সে সতত
কৌশলে, নির্ভয়ে ধর্ম্মে দিয়া
জলাঞ্জলি;—
প্রবঞ্চনা-রূপ ভস্ম মাখে মধুরসে!
এ কুপথে পথী কি হে সূর্য্য-বংশ-পতি?
তুমিও কলঙ্ক-রেখা লেখ সুললাটে,
(শশাঙ্ক-সদৃশ) এবে, দেব দিনমণি!
ধর্ম্মশীল বলি. দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর,—জিতেন্দ্রিয়, নিত্য সত্যপ্রিয়!
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে! কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারত-রত্ন, রঘু-চূড়ামণি?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব
পদে?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী?
তিন রাণী তব, রাজা! এ তিনের
মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে? পুত্র তব চারি, নরমণি!
গুণশীলোত্তম রাম, কহ কোন্ গুণে?
কি কুহকে, কহ, শুনি কৌশল্যা মহিষী
ভুলাইল মনঃ তব? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি?
কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন
অকারণে—
যাহা ইচ্ছা কর, দেব, কার সাধ্য রোধে
তোমায়? নরেন্দ্র তুমি। কে পারে
ফিরাতে
প্রবাহে? বিতংসে কেবা বাঁধে
কেশরীরে?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ-পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী! দেশ-দেশান্তরে
ফিরিব; যেখানে যাব, কহিব সেখানে.
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে!
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙালে,
তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
পুষি সারী শুক, দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা, দিবস রজনী।
শিখিলে এ কথা, তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে। গাইবে তারা বসি বৃক্ষ-শাখে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
শিখি পক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু কুল-পতি!'
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গ-দেহে!

রচি গাথা শিখাইব পল্লী-বাল-দলে।
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
'পরম অধর্ম্মাচারী রঘু-কুল-পতি!'
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি!
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্যা
মহিষী,—
(এত যে বয়স, তবু লজ্জাহীন তুমি!)
যুবরাজ পুত্র রাম; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ;—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি!
পিতৃ-মাতৃ-হীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন; প্রবেশিতে তব পাপ-পুরে।
চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে
লেখন। না থাকে যদি পাপ এ শরীরে;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী;
বিচার করুন ধর্ম্ম ধর্ম্ম-রীতি-মতে;

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে কেকয়ী-পত্রিকা নাম চতুর্থ সর্গ

পঞ্চম সর্গ

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা

[যৎকালে রামচন্দ্র পঞ্চবটীবনে বাস করেন, লঙ্কাধিপতি রাবণের ভগিনী সূর্পণখা রামানুজের মোহন-রূপে মুগ্ধা হইয়া, তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। কবিগুরু বাল্মীকি রাজেন্দ্র রাবণের পরিবারবর্গকে প্রায়ই বীভৎস রস দিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে সে রসের লেশমাত্রও নাই। অতএব পাঠকবর্গ বাল্মীকিবর্ণিতা বিকটা সূর্পণখাকে স্মরণপথ হইতে দূরীকৃতা করিবেন।]

কে তুমি,—বিজন বনে ভ্রম হে
একাকী,
বিভূতি-ভূষিত-অঙ্গ? কি কৌতুকে, কহ,
বৈশ্বানর, লুকাইছ ভস্মের মাঝারে—
মেঘের আড়ালে যেন পূর্ণশশী আজি?
ফাটে বুক জটাজূট হেরি তব শিরে,
মঞ্জুকেশি! স্বর্ণশয্যা ত্যজি জাগি আমি
বিরাগে, যখন ভাবি, নিত্য নিশাযোগে
শয়ন, বরাঙ্গ, তব, হায় রে, ভূতলে!
উপাদেয় রাজ-ভোগ যোগাইলে দাসী,

কাঁদি ফিরাইয়া মুখ, পড়ে যবে মনে
তোমার আহার নিত্য ফল মূল, বলি!
সুবর্ণ-মন্দিরে পশি নিরানন্দ-গতি,
কেন না—নিবাস তব বঞ্জুল মঞ্জুলে!
হে সুন্দর, শীঘ্র আসি কহ মোরে শুনি,—
কোন দুঃখে ভব-সুখে বিমুখ হইলা
এ নব যৌবনে তুমি? কোন্ অভিমানে
রাজবেশ ত্যজিলা হে উদাসীর বেশে?
হেমাঙ্গ মৈনাক-সম, হে তেজস্বি, কহ,
কার ভয়ে ভ্রম তুমি এ বন-সাগরে
একাকী, আবরি তেজঃ, ক্ষীণ, ক্ষুণ্ণ খেদে?
তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে।—
যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র; দিব সেনা তব-বিজয়িনী,
রথ, গজ, অশ্ব, রথী—অতুল জগতে!
বৈজয়ন্ত-ধামে নিত্য শচীকান্ত বলী
ত্রস্ত অস্ত্র-ভয়ে যার, হেন ভীম রথী
যুঝিবে তোমার হেতু—আমি আদেশিলে!
চন্দ্রলোকে, সূর্য্যলোকে,—যে লোকে ত্রিলোকে
লুকাইবে অরি তব, বাঁধি আনি তারে
দিব তব পদে, শূর! চামুণ্ডা আপনি,
(ইচ্ছা যদি কর তুমি) দাসীর সাধনে,
(কুলদেবী তিনি, দেব,) ভীমখাণ্ডা হাতে,
ধাইবেন হুহুঙ্কারে নাচিতে সংগ্রামে—
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস!—যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র;—অলকার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মনঃ; নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি দিব রত্ন-জালে!
মণিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে।
প্রেম-উদাসীন যদি তুমি, গুণমণি,
কহ, কোন্ যুবতীর—(আহা, ভাগ্যবতী
রামাকুলে সে রমণী!)—কহ শীঘ্র করি—
কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব? অনিমিষে রূপ তার ধরি,
(কামরূপা আমি, নাথ) সেবিব তোমারে!
আনি পারিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব
শয্যা তব! সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী,
নৃত্য গীত রঙ্গে রত। অপ্সরা কিন্নরী,
বিদ্যাধরী,—ইন্দ্রাণীর কিঙ্করী যেমতি,
তেমতি আমারে সেবে দশ শত দাসী।
সুবর্ণ-নির্ম্মিত গৃহে আমার বসতি—
মুক্তাময় মাঝ তার; সোপান খচিত
মরকতে; স্তম্ভে হীরা, পদ্মরাগ মণি;
গবাক্ষে দ্বিরদ-রদ; রতন কপাটে!
সুকল স্বরলহরী উথলে চৌদিকে
দিবানিশি; গায় পাখী সুমধুর স্বরে;
সুমধুরতর স্বরে গায় বীণাবাণী
বামাকুল! শত শত কুসুম কাননে
লুটি পরিমল, বায়ু অনুক্ষণ বহে!
খেলে উৎস; চলে জল কলকল কলে।
কিন্তু বৃথা এ বর্ণনা। এস, গুণনিধি,
দেখ আসি,—এ মিনতি দাসীর ও পদে!
কায়, মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে!
ভুঞ্জ আসি রাজ-ভোগ দাসীর আলয়ে;
নহে কহ, প্রাণেশ্বর! অম্লান বদনে,
এ বেশ-ভূষণ ত্যজি, উদাসিনী-বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন, পাদ-পদ্ম তব!
রতন-কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন; ঘুচাইয়া বেণী,
মণ্ডি জটাজূটে শিরঃ; ভুলি রত্নরাজী,
বিপিন-জনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী।
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি

গলদেশে ! প্রেম-মন্ত্র দিও কর্ণ-মূলে ;
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে !
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু ?—বিরলে লিখিয়া
লেখন, রাখিনু, সখে, এই তরুতলে।
নিত্য তোমা হেরি হেথা ; নিত্য ভ্রম তুমি
এই স্থলে। দেখ চেয়ে ; ওই যে শোভিছে
শমী,—লতাবৃতা, মরি,ঘোমটায় যেন,
লজ্জাবতী!—দাঁড়াইয়া উহার আড়ালে,
গতিহীনা লজ্জাভয়ে, কত যে চেয়েছি
তব পানে, নরবর—হায় ! সূর্য্যমুখী
চাহে যথা স্থির-আঁখি সে সূর্য্যের পানে !—
কি আর কহিব তার ? যতক্ষণ তুমি
থাকিতে বসিয়া, নাথ ; থাকিত দাঁড়ায়ে
প্রেমের নিগড়ে বদ্ধা এ তোমার দাসী !
গেলে তুমি শূন্যাসনে বসিতাম কাঁদি !
হায় রে, লইয়া ধূলা, সে স্থল হইতে
যথায় রাখিতে পদ, মাখিতাম ভালে,
হব্য-ভস্ম তপস্বিনী মাখে ভালে যথা !
কিন্তু বৃথা কহি কথা ! পড়িও নৃমণি,
পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি পদে !
যদি ও হৃদয়ে দয়া উদয়ে, যাইও
গোদাবরী-পূর্ব্বকূলে ; বসিব সেখানে
মুদিত কুমুদীরূপে আজি সায়ংকালে ;
তুষিও দাসীরে আসি শশধর-বেশে !
লয়ে তরী সহচরী থাকিবেক তীরে ;
সহজে হইবে পার। নিবিড় সে পারে—
কানন, বিজন দেশ। এস, গুণনিধি ;
দেখিব প্রেমের স্বপ্ন জাগি হে দুজনে !
যদি আজ্ঞা দেহ, এবে পরিচয় দিব
সংক্ষেপে। বিখ্যাত, নাথ, লঙ্কা, রক্ষঃপুরী
স্বর্ণময়ী, রাজা তথা রাজ-কুল-পতি
রাবণ ; ভগিনী তাঁর দাসী ; লোকমুখে
যদি না শুনিয়া থাক, নাম সূর্পণখা।
কত যে বয়স তার ; কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি !
আইস মলয়-রূপে ; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি।
আইস ভ্রমররূপে, না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন-ফুল, যাইও উড়িয়া
গুঞ্জরি বিরাগ রাগে ! কি আর কহিব ?
মলয় ভ্রমর, দেব, আসি সাধে দোঁহে
বৃন্তাসনে মালতীরে ! এস, সখে, তুমি ;—
এই নিবেদন করে সূর্পণখা পদে।
শুন নিবেদন পুনঃ। এত দূর লিখি
লেখন, সখীর মুখে শুনিনু হরষে,
রাজরথী দশরথ অযোধ্যাধিপতি,
পুত্র তুমি, হে কন্দর্প-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারি,
তাঁহার ;অগ্রজ সহ পশিয়াছ বনে
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু। কি আশ্চর্য্য ! মরি,—
বালাই লইয়া তব, মরি, রঘুমণি,
দয়ার সাগর তুমি ! তা না হলে কভু
রাজ্য-ভোগ ত্যজিতে কি ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে ?
দয়ার সাগর তুমি। কর দয়া মোরে,
প্রেম-ভিখারিণী আমি তোমার চরণে!
চল শীঘ্র যাই দোঁহে স্বর্ণ-লঙ্কাধামে।
সম পাত্র মানি তোমা, পরম আদরে,
অর্পিবেন শুভক্ষণে-রক্ষ-কুল-পতি
দাসীরে কমল-পদে। কিনিয়া নৃমণি,
অযোধ্যা-সদৃশ রাজ্য শতেক যৌতুকে,
হবে রাজা ; দাসীভাবে সেবিবে এ দাসী !
এস শীঘ্র, প্রাণেশ্বর ; আর কথা যত
নিবেদিব পাদ-পদ্মে বসিয়া বিরলে।

ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে; আনন্দে বহিছে
অশ্রু-ধারা! লিখেছে কি বিধাতা এ ভালে
হেন সুখ, প্রাণসখে? আসি ত্বরা করি,
প্রশ্নের উত্তর, নাথ, দেহ এ দাসীরে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে সূর্পণখাপত্রিকা নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

অর্জ্জুনের প্রতি দ্রৌপদী

[যৎকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বনে বাস করেন, তৎকালে বীরবর অর্জ্জুন বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত অস্ত্রশিক্ষার্থ সুরপুরে গমন করিয়াছিলেন। পার্থের বিরহে কাতরা হইয়া, দ্রৌপদী দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি এক ঋষিপুত্রের সহযোগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

হে ত্রিদশালয়-বাসি, পড়ে কভু মনে
এ পাপ-সংসার আর? কেন বা পড়িবে?
কি অভাব তব, কান্ত, বৈজয়ন্ত-ধামে
দেব-ভোগ-ভোগী তুমি, দেব-সভা-মাঝে
আসান দেবেন্দ্রাসনে! সতত আদরে
সেবে তোমা সুরবালা,—পীনপয়োধরা
ঘৃতাচী। সু-উরু রম্ভা; নিত্য-প্রভাময়ী
স্বয়ম্প্রভা; মিশ্রকেশী—সুকেশিনী ধনী!
উর্ব্বশী—কলঙ্ক-হীনা শশিকলা দিবে!
নিবিড়-নিতম্বী-সহা সহ চিত্রলেখা
চারুনেত্রা; সুমধ্যমা তিলোত্তমা বামা;
সুলোচনা সুলোচনা; কেহ গায় সুখে;
কেহ নাচে,—দিব্য বীণা বাজে দিব্য তালে;
মন্দার-মণ্ডিত বেণী দোলে পৃষ্ঠদেশে!
কস্তুরী কেশর ফুল আনে কেহ সাধে!
কেহ বা অধর-মধু যোগায় বিরলে,
সুমৃণাল ভুজে তোমা বাঁধি, গুণনিধি!
রসিক নাগর তুমি; নিত্য রসবতী
সুরবালা;—শত ফুল প্রফুল্ল যে বনে,
কি সুখে বঞ্চিত, সখে, শিলীমুখ তথা?
নন্দন-কাননে তুমি আনন্দে, সুমতি
ভ্রম নিত্য! শুনিয়াছি ঋতুরাজ নাকি
সাজান সে বনরাজি বিরাজি সে বনে
নিরন্তর; নিরন্তর গায় পাখী শাখে;
না শুখায় ফুলকুল; মণি মুক্তা হীরা
স্বর্ণ-মরকতে বাঁধা সরোরোধঃ যত!
মন্দ মন্দ সমীরণ বহে দিবা নিশি
গন্ধামোদে পূরি দেশ। কিন্তু এ বর্ণনে

কি কাজ ? শুনেছে দাসী কর্ণে মাত্র যাহা,
নিত্য স্বনয়নে তুমি দেখ তা, নৃমণি !
সশরীরে স্বর্গভোগ ! কার ভাগ্য হেন
তোমা বিনা, ভাগ্যবান্, এ ভব-মণ্ডলে ?
ধন্য নর-কুলে তুমি ! ধন্য পুণ্য তব !
পড়িলে এ সব কথা মনে, শূরমণি,
কেমনে ভাবিব, হায়, কহ তা আমারে,
অভাগী দাসীর কথা পড়ে তব মনে ?
তবে যদি নিজগুণে, গুণনিধি তুমি,
ভুলিয়া না থাক তারে,—আশীর্ব্বাদ কর,
নমে পদে, ধনঞ্জয়, দ্রুপদ-নন্দিনী—
কৃতাঞ্জলিপুটে দাসী নমে তব পদে !
হায়, নাথ, বৃথা জন্ম নারীকুলে মম !
কেন যে লিখিলা বিধি এ পোড়া কপালে
হেন তাপ ; কোন্ পাপে দণ্ডিলা দাসীরে
এরূপে, কে কবে মোরে ? সুধিব কাহারে ?

রবি-পরায়ণা, মরি, সরোজিনী ধনী,
তবু নিত্য সমীরণ কহে তার কানে
প্রেমের রহস্য কথা ! অবিরল লুটে
পরিমল ! শিলীমুখ, গুঞ্জরি সতত
(কি লজ্জা !) অধর-মধু পান করে সুখে !
সৃজিলা কমলে যিনি, সৃজিলা দাসীরে
সেই নিদারুণ বিধি ! কারে নিন্দি, কহ,
অরিন্দম ? কিন্তু কহি ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,
শুন তুমি, প্রাণকান্ত ! রবির বিরহে,
নলিনী মলিনী যথা মুদিত বিষাদে—
মুদিত এ পোড়া প্রাণ তোমার বিহনে !
সাধে যদি শত অলি গুঞ্জরিয়া পদে ;
সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে
সমীরণ, ফোটে কি হে কভু পঙ্কজিনী,
কনক-উদয়াচলে না হেরি মিহিরে,
কিরীটি ! আঁধার বিশ্ব এ পোড়া নয়নে,
হায় রে, আঁধার নাথ, তোমার বিরহে,—
জীবশূন্য, রবশূন্য, মহারণ্য যেন !
আর কি কহিব, দেব, ও রাজীব-পদে ?
পাঞ্চালীর চির-বাঞ্ছা, পাঞ্চালীর পতি
ধনঞ্জয় ! এই জানি, এই মানি মনে।
যা ইচ্ছা করুন ধর্ম্ম, পাপ করি যদি
ভালবাসি নৃমণিরে,—যা ইচ্ছা, নৃমণি !
হেন সুখ ভুঞ্জি, দুঃখ কে ডরে ভুঞ্জিতে ?
যজ্ঞানলে জনমিল দাসী যাজ্ঞসেনী,
জান তুমি মহাযশা ! তরুণ যৌবনে
রূপ-গুণ-যশে তব, হায় রে, বিবশা,
বরিনু তোমায় মনে ! সখীদলে লয়ে
কত যে খেলিনু খেলা কহিব কেমনে ?
বৈদেহীর সুকাহিনী শুনি লোকমুখে
শিবের মন্দিরে পশি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া,
পূজিতাম শিবধনুঃ ! কহিতাম সাধে,—
'ঋষি-বেশে স্বপ্ন আশু দেখাও জনকে
(জানি কামরূপ তুমি !) দিতে এ দাসারে
সে পুরুষোত্তমে, যিনি দুই খণ্ড করি,
সে কোদণ্ড, ভাঙ্গিবেন তোমায় স্ববলে !
তা হলে পাইব নাথে,'বলী-শ্রেষ্ঠ তিনি!'
শুনি বৈদর্ভীর কথা, ধরিতাম ফাঁদে
রাজহংসে ; দিয়া তারে আহার, পরায়ে
সুবর্ণ-ঘুংঘুর পায়ে, কহিতাম কানে,—
'যমুনার তীরে পুরী বিখ্যাত জগতে
হস্তিনা ;—তথায় তুমি, রাজহংসপতি,
যাও শীঘ্র শূন্য-পথে, হেরিবে সে পুরে
নরোত্তমে ; তাঁর পদে কহিও, দ্রৌপদী
তোমার বিরহে মরে দ্রুপদ-নগরে !"
এই কথা কয়ে তারে দিতাম ছাড়িয়া।
হেরিলে গগনে মেঘে, কহিতাম নমি;—
'বাহন যাঁহার তুমি, মেঘ-কুল-পতি,
পুত্র-বধূ তাঁর আমি ; বহ তুলি মোরে,
বহ যথা বারি-ধারা, নাথের চরণে

জল দানে চাতকীরে তোষ দাতা তুমি,
তোমার বিরহে, হায়, তৃষাতুরা যথা
সে চাতকী, তৃষাতুরা আমি ঘনমণি!
মোর সে বারিদ-পদে দেহ মোরে লয়ে!'
আর কি শুনিবে, নাথ? উঠিল যৎকালে
জনরব,—'জতুগৃহে দহি মাতৃ-সহ
ত্যজিলা অকালে দেহ পঞ্চ পাণ্ডুরথী'—
কত যে কাঁদিনু আমি, কব তা কাহারে?
কাঁদিনু—বিধবা যেন হইনু যৌবনে!
প্রাথিনু রতিরে পূজি,—'হর-কোপানলে,
হে সতি, পুড়িলা যবে প্রাণ-পতি তব,
কত যে সহিলা দুঃখ, তাই স্মরি মনে,
বাঁচাও মদনে মোর,—এই ভিক্ষা মাগি!'
পরে স্বয়ম্বরোৎসব। আঁধার দেখিনু
চৌদিক পশিনু যবে রাজসভা-মাঝে।
সাধিনু মাটিরে কাটি হইতে দুখানি!
দাঁড়াইয়া লক্ষ্য-তলে কহিনু, 'খসিয়া
পড় তুমি পোড়া শিরে বজ্রাগ্নি-সদৃশ,
হে লক্ষ্য! জ্বলিয়া আমি মরি তব তাপে,
প্রাণ-পতি জতুগৃহে জলিলা যেমতি!
না চাহি বাঁচিতে আর! বাঁচিব কি সাধে?'
উঠিল সভায় রব,—নারিলা ভেদিতে
এ অলক্ষ্য লক্ষ্যে আজি ক্ষত্রবীর যত।'—
জান তুমি, গুণমণি, কি ঘটিল পরে।
ভস্মরাশি-মাঝে গুপ্ত বৈশ্বানর-রূপে
কি কাজ করিলা তুমি, কে না জানে ভবে,
রথীশ্বর? বজ্রনাদে ভেদিল আকাশে
মৎস্য-চক্ষুঃ তীক্ষ্ণ শর! সহসা ভাসিল
আনন্দ-সলিলে প্রাণ; শুনিনু সুবাণী
(স্বপ্নে যেন!) 'এই তোর পতি, লো পাঞ্চালি!
ফুল-মালা দিয়ে গলে, বর নরবরে!'
চাহিনু বরিতে, নাথ, নিবারিলা তুমি
অভাগীর ভাগ্য-দোষে! তা হলে কি তবে
এ বিষম তাপে, হায়, মরিত এ দাসী?
কিন্তু বৃথা এ বিলাপ!—হুহুঙ্কারি রোষে
লক্ষ রাজরথী যবে বেড়িল তোমারে;
অম্বুরাশি-নাদ সম কম্বুরাশি যবে
নাদিল সে স্বয়ম্বরে;—কি কথা কহিয়া
সাহসিলা এ দাসীরে, পড়ে কি হে মনে?
যদি ভুলে থাক তুমি, ভুলিতে কি পারে
দ্রৌপদী? আসন্নকালে সে সুকথাগুলি
জপিয়া মরিব, দেব, মহামন্ত্র-জ্ঞানে!
কহিলে সম্বোধি মোরে সুমধুর-স্বরে;—
'আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও, রূপসি!
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি,
চন্দ্রমুখি! যতক্ষণ ফণীন্দ্রের দেহে
থাকে প্রাণ, কার সাধ্য হরে শিরোমণি?
আমি পার্থ!'—ক্ষম, নাথ, লাগিল তিতিতে
অনর্গল অশ্রুজলে এ লিপি! কেন না,—
হায় রে, কেন না আমি মরিনু চরণে
সে দিন!—কি লিখি, হায়, না পাই দেখিতে!
আঁধা, বঁধু, অশ্রুনীরে এ তব কিঙ্করী!—* *
* * এত দূর লিখি কালি, ফেলাইনু দূরে
লেখনী। আকুল প্রাণ উঠিল কাঁদিয়া
স্মরি পূর্ব্ব-কথা যত। বসি তরু-মূলে,
হায় রে, তিতিনু, নাথ, নয়ন আসারে!

কে মুছিল চক্ষুঃ-জল ? কে মুছিবে কহ ?
কে আছে এ অভাগীর এ ভব-মণ্ডলে ?
ইচ্ছা করে ত্যজি প্রাণ ডুবি জলাশয়ে ;
কিম্বা পান করি বিষ ; কিন্তু ভাবি যবে,
প্রাণেশ, ত্যজিলে দেহ আর না পাইব
হেরিতে ও পদযুগ—সান্ত্বনি পরাণে,
ভুলি অপমান, লজ্জা, চাহি বাঁচিবারে।
অগ্নিতাপে তপ্তা সোনা গলে হে
সোহাগে,
পায় যদি সোহাগায় ! কিন্তু কহ, রথি,
কবে ফিরি আসি দেখা দিবে এ কাননে ?
কহ ত্রিদিবের বার্ত্তা। কবীশ্বর তুমি,
গাঁথি মধুমাখা গাথা পাঠাও দাসীরে।
ইচ্ছা বড়, গুণমণি, পরিতে অলকে
পারিজাত ; যদি তুমি আন সঙ্গে করি,
দ্বিগুণ আদরে ফুল পরিব কুন্তলে !
শুনেছি কামদা নাকি দেবেন্দ্রের পুরী ;—
এ দাসীর প্রতি যদি থাকে দয়া হৃদে,
ভুলিতে পার হে যদি সুর-বালা-দলে,
এ কামনা কামধুকে কর দয়া করি,
পাও যেন অভাগীরে চরণ-কমলে
ক্ষণ কাল ! জুড়াইব নয়ন, সুমতি,
ও রূপ-মাধুরী হেরি—ভুলি এ বিচ্ছেদ ;
অপ্সরা-বল্লভ তুমি ; নর-নারী দাসী ;
তা বলে করো না ঘৃণা—এ মিনতি
পদে !

স্বর্ণ-অলঙ্কার যারা পরে শিরোদেশে,
কণ্ঠে, হস্তে ; পরে না কি রজত চরণে ?
কি ভাবে কাটাই কাল এ বিকট বনে
আমরা, কহিব এবে, শুন, গুণনিধি।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রত সদা ধর্ম্মরাজ ঋষি ;
ধৌম্য পুরোহিত নিত্য তুষেন রাজনে
শাস্ত্রালাপে। মৃগয়ায় রত ভ্রাতা তব
মধ্যম ; অনুজ-দ্বয়, মহা-ভক্তিভাবে,
সেবেন অগ্রজ-দ্বয়ে ; যথাসাধ্য, দাসী
নির্ব্বাহে, হে মহাবাহু, গৃহ-কার্য যত।
কিন্তু ক্ষুণ্ণমনা সবে তোমার বিহনে !
স্মরি তোমা অশ্রুনীরে তিতেন নৃপতি,
আর তিন ভাই তব। স্মরিয়া তোমারে,
আকুল এ পোড়া প্রাণ, হায়,
দিবানিশি !

পাই যদি অবসর, কুটীর তেয়াগি
স্মৃতি-দূতী সহ, নাথ, ভ্রমি একাকিনী,
পূর্ব্বের কাহিনী যত শুনি তার মুখে !
পাণ্ডব-কুল ভরসা, মহেষ্বাস, তুমি !
বিমুখিবে তুমি, সখে, সম্মুখ-সমরে
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শূরে ; নাশিবে
কৌরবে !
বসাইবে রাজাসনে পাণ্ডু-কুল-রাজে ;—
এই গীতি গায় আশা নিত্য এ আশ্রমে !
এ সঙ্গীত-ধ্বনি, দেব, শুনি জাগরণে।
শুনি স্বপ্নে নিশাভাগে এ সঙ্গীত-ধ্বনি।
কে শিখায় অস্ত্র তোমা, কহ, সুরপুরে,
অস্ত্রী-কুল-গুরু তুমি ? এই সুর-দলে
প্রচণ্ড গাণ্ডীব তুমি টঙ্কারি হুংকারে,
দমিলা খাণ্ডব-রণে ; জিনিলা একাকী
লক্ষরাজে, রথিরাজ, লক্ষ্য-ভেদ কালে ;
নিপাতিলা ভূমিতলে বলে ছদ্মবেশী
কিরাতেরে ! এ ছলনা, কহ, কি কারণে ?
এস ফিরি, নররত্ন ! কে ফেরে বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী ?
কিন্তু যদি সুরনারী প্রেম-ফাঁদ পাতি
বেঁধে থাকে মনঃ, বঁধু, স্মর ভ্রাতৃ-ত্রয়ে—
তোমার বিরহ-দুঃখে দুঃখী অহরহ !
আর কি অধিক কব ? যদি দয়া থাকে,
আসি দেখ কি দশায় তোমার বিরহে,
কি দশায়, প্রাণেশ্বর, নিবাসি এ দেশে ?
পাইয়াছি দৈবে, দেব, এ বিজন বনে
ঋষিপত্নী পুণ্যবতী ; পূর্ব্ব পুণ্য-বলে
স্বেচ্ছাচর পুত্র তাঁর ! তেজস্বী সুশিশু
দিবামুখে রবি যেন ! বেদ অধ্যয়নে
সদা রত। দয়া করি বহিবেন তিনি,

মাতৃ-অনুরোধে পত্র, দেবেন্দ্র সদনে।'
যথাবিধি পূজা তাঁর করিও, সুমতি !
লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা।
কি কহিনু, নরোত্তম? কি কাজ উত্তরে?
পত্রবহ সহ ফিরি আইস এ বনে।

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে দ্রৌপদী-পত্রিকা নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

দুর্য্যোধনের প্রতি ভানুমতী

[ভগদত্ত-পুত্রী ভানুমতী দেবী রাজা দুর্য্যোধনের পত্নী। কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন পাণ্ডবকুলের সহিত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে যাত্রা করিলে অল্পদিনের মধ্যে রাজমহিষী ভানুমতী তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
করি যাত্রা, পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র-রণে।
নাহি নিদ্রা; নাহি রুচি, হে নাথ, আহারে!
না পারি দেখিতে চোখে খাদ্যদ্রব্য যত।
কভু যাই দেবালয়ে; কভু রাজোদ্যানে;
কভু গৃহ চূড়ে উঠি, দেখি নিরখিয়া
রণ-স্থল। রেণু-রাশি গগন আবরে
ঘন ঘনজালে যেন; জ্বলে শর-রাশি,
বিজলীর ঝলা সম ঝলসি নয়নে!
শুনি দূর সিংহনাদ, দূর শঙ্খ-ধ্বনি,
কাঁপে হিয়া থরথরে! যাই পুনঃ ফিরি।
স্তম্ভের আড়ালে, দেব, দাঁড়ায়ে নীরবে,
শুনি সঞ্জয়ের মুখে যুদ্ধের বারতা,
যথা বসি সভাতলে অন্ধ নরপতি!
কি যে শুনি, নাহি বুঝি—আমি পাগলিনী!
মনের জ্বালায় কভু জলাঞ্জলি দিয়া
লজ্জায় পড়িয়া কাঁদি শাশুড়ীর পদে,
নয়ন-আসারে ধৌত করি পা-দুখানি!
নাহি সরে কথা মুখে, কাঁদি মাত্র খেদে!
নারি সান্ত্বনিতে মোরে, কাঁদেন মহিষী;
কাঁদে কুরু-বধূ যত! কাঁদে উচ্চ-রবে,
মায়ের আঁচল ধরি, কুরু-কুল-শিশু,
তিতি অশ্রুনীরে, হায়, না জানি কি হেতু।
দিবানিশি এই দশা রাজ-অবরোধে।

কুক্ষণে মাতুল তব—ক্ষম দুঃখিনীরে!—
কুক্ষণে মাতুল তব, ক্ষত্র কুল-গ্লানি,
আইলা হস্তিনাপুরে! কুক্ষণে শিখিলা
পাপ অক্ষ-বিদ্যা, নাথ, সে পাপীর কাছে!
এ বিপুল কুল, মরি, মজালে দুর্ম্মতি,
কাল-কলিরূপে পশি এ বিপুল-কুলে!

ধর্ম্মশীল কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ-সম
কে আছে, কহ তা, শুনি? দেখ ভীমসেনে,
ভীম পরাক্রমী শূর, দুর্ব্বার সমরে!
দেব-নর-পূজ্য পার্থ—অব্যর্থ প্রহরী!
কত গুণে গুণী, নাথ, নকুল সুমতি,
সহ শিষ্ট সহদেব, জান না কি তুমি?
মেদিনী-সদনে রমা দ্রুপদ-নন্দিনী!
কার হেতু এ সবারে ত্যজিলা ভূপতি?
গঙ্গাজল-পূর্ণ ঘটে, হায়, ঠেলি ফেলি,
কেন অবগাহ দেহ কর্ম্মনাশা জলে?
অবহেলি দ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি?
অম্বু-বিম্ব, নীর-বৃন্দ ফুলদুর্ব্বাদলে
নহে মুক্তাফল, দেব! কি আর কহিব?
কি ছলে ভুলিলা তুমি, কে কবে আমারে?

এখনও দেহ ক্ষমা, এই ভিক্ষা মাগি
ক্ষত্রমণি! ভাবি দেখ,—চিত্রসেন যবে,
কুরুবধূদলে বাঁধি তব সহ রথে,
চলিল গন্ধর্ব্বদেশে, কে রাখিল আসি
কুলমান প্রাণ তব, কুরুকুলমণি?
বিপদে হেরিলে অরি, আনন্দ-সলিলে
ভাসে লোক; তুমি যার পরমারি রাজা,
ভাসিল সে অশ্রুনীরে তোমার বিপদে।
হে কৌরবকুলনাথ, তীক্ষ্ণ শরজালে
চাহ কি বধিতে প্রাণ তাহার সংগ্রামে,
প্রাণ, প্রাণাধিক মান রক্ষিল যে তব,
অসহায় যবে তুমি,—হায়, সিংহ সম,
আনায় মাঝারে বদ্ধ রিপুর কৌশলে?
—হে দয়া, কি হেতু, মাতঃ, এ পাপ সংসারে
মানব-হৃদয়ে তুমি কর গো বসতি!
কেন গর্ব্বী কর্ণে তুমি কর্ণদান কর
রাজেন্দ্র? দেবতাকুলে জিনিল যে রণে;
তোমা সহ কুরুসৈন্য দলিল একাকী
মৎস্যদেশে; আঁটিবে কি রাধেয় তাহারে?
হায়, বৃথা আশা, নাথ! শৃগাল কি কভু
পারে বিমুখিতে, কহ, মৃগেন্দ্র সিংহেরে?
সুতপুত্র সখা তব? কি লজ্জা, নৃমণি,
তুমি চন্দ্রবংশচূড় ক্ষত্রবংশপতি?

জানি আমি, ভীমবাহু ভীষ্ম পিতামহ;
দেব-নর-ত্রাস বীর্য্যে দ্রোণাচার্য্য গুরু।
স্নেহ-প্রবাহিণী কিন্তু এ দোঁহার বহে
পাণ্ডবসাগরে, কান্ত, কহিনু তোমারে!
যদিও না হয় তাহা; তবুও কেমনে,
হায় রে, প্রবোধি, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে?—
উত্তর-গোগৃহ-রণে জিনিল কিরীটী
একাকী এ বীরদ্বয়ে! সৃজিলা কি তুমি,
দাবাগ্নির রূপে, বিধি, জিষ্ণু ফাল্গুনীরে,
এ দাসীর আশা-বন নাশিতে অকালে?

শুন, নাথ; নিদ্রা-আশে মুদি যদি কভু
এ পোড়া নয়ন দুটি; দেখি মহাভয়ে
শ্বেত-অশ্ব কপিধ্বজ স্যন্দন সম্মুখে!

রথমধ্যে কালরূপী পার্থ! বাম করে
গাণ্ডীব,—কোদণ্ডোত্তম! ইরম্মদ-তেজা
মর্ম্মভেদী দেব-অস্ত্র শোভে হে দক্ষিণে!
কাঁপে হিয়া ভাবি শুনি দেবদত্ত-ধ্বনি!
গরজে বায়ুজ-ধ্বজে কাল-মেঘ যেন!
ঘর্ঘরে গম্ভীর রবে চক্র উগারিয়া
কালাগ্নি। কি কব, দেব, কিরীটের
আভা?
আহা, চন্দ্রকলা যেন চন্দ্রচূড়-ভালে!
উজলিয়া দশ দিশ, কুরুসৈন্য-পানে
ধায় রথবর বেগে! পালায় চৌদিকে
কুরুসৈন্য,—তমঃ-পুঞ্জ রবির দর্শনে
যথা! কিংবা বিহঙ্গম হেরিলে অদূরে
বজ্রনখ বাজে যথা পালায় কূজনি
ভীতচিত; মীলি আঁখি অমনি কাঁদিয়া!
কি কব ভীমের কথা, মদকল-করী-
সদৃশ উন্মদ দুষ্ট নিধন-সাধনে!
জবাযুগ-সম আঁখি—রক্তবর্ণ সদা;
মার, মার, শব্দ মুখে! ভীম গদা হাতে,
দণ্ডধর-হাতে, হায়, কালদণ্ড যথা!
শুনেছি লোকের মুখে, দেব-সমাগমে
ধরিলা দুরন্তে গর্ভে কুন্তী ঠাকুরাণী।
কিন্তু যদি দেব পিতা, যমরাজ তবে—
সর্ব্ব-অন্তকারী যিনি! ব্যাঘ্রী বুঝি দিল
দুগ্ধ দুষ্টে! নর-নারী-স্তন-দুগ্ধ কভু
পালে কি, কহ, হে নাথ, হেন নর-যমে?
বাড়িতে লাগিল লিপি; তবুও কহিব
কি কুস্বপ্ন, প্রাণনাথ, গত নিশাকালে
দেখিনু;—বুঝিয়া দেখ, বিজ্ঞতম তুমি;
আকুল সতত প্রাণ, না পারি বুঝিতে
এ কুহক! গত রাত্রে বসি একাকিনী
শয়ন-মন্দিরে তব—নিরানন্দ এবে—
কাঁদিনু। সহসা, নাথ, পূরিল সৌরভে
দশ দিশ; পূর্ণ-চন্দ্র-আভা জিনি আভা
উজ্জ্বলিল চারি দিক; দাসীর সম্মুখে
দাঁড়াইলা দেববালা—অতুলা জগতে!
চমকি চরণ-যুগে নমিনু সভয়ে।
মুছিয়া নয়ন-জল, কহিলা কাতরে
বিধুমুখী,—'বৃথা খেদ, কুরুকুলবধূ,
কেন তুমি কর আর? কে পারে খণ্ডাতে
বিধির বাঁধন, হায়, এ ভব-মণ্ডলে?
ওই দেখ যুদ্ধক্ষেত্র!'—দেখিনু তরাসে,
যত দূর চলে দৃষ্টি, ভীম রণভূমি!
বহিছে শোণিত-স্রোত প্রবাহিণীরূপে;
পড়িয়াছে গজরাজি, শৈলশৃঙ্গ যেন
চূর্ণ বজ্রে; হতগতি অশ্ব; রথাবলী
ভগ্ন; শত শত শব! কেমনে বর্ণিব
কত যে দেখিনু, নাথ, সে কাল মশানে!
দেখিনু রথীন্দ্র এক শরশয্যোপরি।
আর এক মহারথী পতিত ভূতলে,
কণ্ঠে শূন্যগুণ ধনুঃ;—দাঁড়ায়ে নিকটে,
আস্ফালিছে অসি অরি মস্তক ছেদিতে!
আর এক বীরবরে দেখিনু শয়নে
ভূশয্যায়! রোষে মহী গ্রাসিয়াছে ধরি
রথচক্র; নাহি বক্ষে কবচ; আকাশে
আভাহীন ভানুদেব,—মহাশোকে যেন!
অদূরে দেখিনু হ্রদ; সে হ্রদের তীরে
রাজরথী একজন যান গড়াগড়ি
ভগ্ন-উরু! কাঁদি উচ্চে, উঠিনু জাগিয়া!
কেন এ কুস্বপ্ন, দেব, দেখাইলা মোরে?

এস তুমি, প্রাণনাথ, রণ পরিহরি !
পঞ্চখানি গ্রাম মাত্র মাগে পঞ্চরথী ।
কি অভাব তব, কহ ? তোষ পঞ্চজনে ;
তোষ অন্ধ বাপ-মায়ে ; তোষ অভাগীরে ;-
রক্ষ কুরুকুল, ওহে কুরুকুলমণি !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনাকাব্যে ভানুমতী-পত্রিকা নাম সপ্তম সর্গ ।

অষ্টম সর্গ

জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা

[অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলা দেবী সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথের মহিষী । অভিমন্যুর নিধনান্তর পার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তচ্ছ্রবণে দুঃশলা দেবী নিতান্ত ভীতা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি জয়দ্রথের নিকট প্রেরণ করেন ।]

কি যে লিখিয়াছে বিধি এ পোড়া কপালে,
হায়, কে কহিবে মোরে,—জ্ঞানশূন্য আমি !
শুন নাথ, মনঃ দিয়া ;—মধ্যাহ্নে বসিনু
অন্ধ-পিতৃপদতলে, সঞ্জয়ের মুখে
শুনিতে রণের বার্ত্তা। কহিলা সুমতি—
(না জানি পূর্ব্বের কথা ; ছিনু অবরোধে
প্রবোধিতে জননীরে ;) কহিলা সুমতি
সঞ্জয়, 'বেড়িল পুনঃ সপ্ত মহারথী
সুভদ্রানন্দনে, দেব ! কি আশ্চর্য্য, দেখ,—
অগ্নিময় দশ দিশ পুনঃ শরানলে !
প্রাণপণে যোঝে যোধ ; হেলায় নিবারে
অস্ত্রজালে শূরসিংহ ! ধন্য শূরকুলে
অভিমন্যু !' নীরবিলা এতেক কহিয়া
সঞ্জয় । নীরবে সবে রাজসভাতলে
সঞ্জয়ের মুখপানে রহিলা চাহিয়া ।
'দেখ, কুরুকুলনাথ,'—পুনঃ আরম্ভিলা
দূরদর্শী,—'ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পুনঃ
পালাইছে সপ্তরথী ! নাদিছে ভৈরবে
আর্জ্জুনি, পাবক যেন গহন বিপিনে।
পড়িছে অগণ্য রথী, পদাতিক-ব্রজ ;
গরজি মরিছে গজ বিষম পীড়নে ;
সভয়ে হ্রেষিছে অশ্ব ! হায়, দেখ চেয়ে,
কাঁদিছেন পুত্র তব দ্রোণগুরুপদে !—
মজিল কৌরব আজি আর্জ্জুনির রণে !'

কাঁদিলা আক্ষেপে পিতা; কাঁদিয়া মুছিনু
অশ্রুধারা। দূরদর্শী আবার কহিলা;—
'ধাইছে সমরে পুনঃ সপ্ত মহারথী,
কুরুরাজ! লাগে তালি কর্ণমূলে শুনি
কোদণ্ড-টঙ্কার, প্রভু! বাজিল নির্ঘোষে
ঘোর রণ। কোন রথী গুণসহ কাটে
ধনুঃ; কেহ রথচূড়, রথচক্র কেহ।
কাটিয়া পাড়িলা দ্রোণ ভীম অস্ত্রাঘাতে
কবচ; মরিল অশ্ব; মরিল সারথি!
রিক্তহস্ত এবে বীর, তবুও যুঝিছে
মদকল হস্তী যেন মত্ত রণমদে!'—
নীরবিয়া ক্ষণকাল কহিলা কাতরে
পুনঃ দূরদর্শী,—'আহা! চিররাহু-গ্রাসে
এ পৌরব-কুল-ইন্দু পড়িলা অকালে!
অন্যায় সমরে, নাথ, গতজীব, দেখ,
আর্জ্জুনি। হুঙ্কারে, শুন, সপ্ত জয়ী রথী,
নাদিছে কৌরবকুল জয় জয় রবে!
নিরানন্দে ধর্ম্মরাজ চলিলা শিবিরে।'
হরষে বিষাদে পিতা, শুনি এ বারতা,
কাঁদিলা; কাঁদিনু আমি। সহসা ত্যজিয়া
আসন সঞ্জয় বুধ, কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা সভয়ে,—'উঠ, কুরুকুলপতি!
পূজ কুলদেবে শীঘ্র জামাতার হেতু!
ওই দেখ, কপিধ্বজে ধাইছে ফাল্গুনী
অধীর বিষম শোকে! গরজে গম্ভীরে
হনূ স্বর্ণরথচূড়ে! পড়িছে ভূতলে
খেচর, ভূচরকুল পালাইছে দূরে!
ঝকঝকে দিব্য বর্ম্ম; খেলিছে কিরীটে
চপলা; কাঁপিছে ধরা থর থর থরে!
পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে কুরু; পাণ্ডু-গণ্ড ত্রাসে
আপনি পাণ্ডব, নাথ, গাণ্ডীবীর কোপে!
মুহুর্মুহুঃ ভীমবাহু টংকারিছে বামে
কোদণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডত্রাস! শুন কর্ণ দিয়া,
কহিছে বীরেশ রোষে ভৈরব নিনাদে;—
"কোথা জয়দ্রথ এবে—রোধিল যে বলে
ব্যূহমুখ? শুন, কহি, ক্ষত্ররথী যত;
তুমি, হে বসুধা, শুন, তুমি জলনিধি;
তুমি, স্বর্গ, শুন; তুমি, পাতাল, পাতালে;
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জীব এ জগতে
আছ যত, শুন সবে! না বিনাশি যদি
কালি জয়দ্রথে রণে, মরিব আপনি!
অগ্নিকুণ্ডে পশি তবে যাব ভূতদেশে,
না ধরিব অস্ত্র আর এ ভব-সংসারে!"—
অজ্ঞান হইয়া আমি পিতৃপদতলে
পড়িনু! যতনে মোরে আনিয়াছে হেথা—
এই অন্তঃপুরে—চেড়ী, পিতার আদেশে।
কহ, এ দাসীরে, নাথ, কহ সত্য করি,
কি দোষে আবার দোষী জিষ্ণুর সকাশে
তুমি? পূর্ব্বকথা স্মরি চাহে কি দণ্ডিতে
তোমায় গাণ্ডীবী পুনঃ? কোথায় রোধিলে
কোন্ ব্যূহমুখ তুমি, কহ তা আমারে!
কহ শীঘ্র, নহে দেব, মরিব তরাসে!
কাঁপিছে এ পোড়া হিয়া থরথর করি!
আঁধার নয়ন, হায়, নয়নের জলে!
নাহি সরে কথা, নাথ, রসশূন্য মুখে!
কাল অজগর-গ্রাসে পড়িলে কি বাঁচে
প্রাণী? ক্ষুধাতুর সিংহ ঘোর সিংহনাদে
ধরে যবে বনচরে, কে তারে তাহারে?

কে কহ, রক্ষিবে তোমা, ফাল্গুনী
রুষিলে!
হে বিধাতঃ কি কুক্ষণে, কোন্
পাপদোষে
আনিলে নাথেরে হেথা, এ কাল সমরে,
তুমি? শুনিয়াছি আমি, যে দিন জন্মিলা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অমঙ্গল ঘটিল সে দিনে!
নাদিল কাতরে শিবা; কুকুর কাঁদিল
কোলাহলে; শূন্যমার্গে গর্জ্জিল ভীষণে
শকুনি গৃধিনীপাল! কহিলা জনকে
বিদুর,—সুমতি তাত, 'ত্যজ এ নন্দনে,
কুরুরাজ; কুরুবংশ-ধ্বংস-রূপে আজি
অবতীর্ণ তব গৃহে!' না শুনিলা পিতা
সে কথা! ভুলিলা, হায়, মোহের
ছলনে!
ফলিল সে ফল এবে, নিশ্চয় ফলিল!
শরশয্যাগত ভীষ্ম, বৃদ্ধ পিতামহ—
পৌরব-পঙ্কজ-রবি চির-রাহুগ্রাসে!
বীর্য্যাঙ্কুর অভিমন্যু হতজীব রণে!
কে ফিরে আসিবে বাঁচি এ কাল সমরে?
এস তুমি, এস নাথ, রণ পরিহরি!
ফেলি দূরে বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণ, ধনুঃ,
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে।
এস, নিশাযোগে দোঁহে যাইব গোপনে
যথায় সুন্দরী পুরী সিন্ধুনদতীরে
হেরে নিজ প্রতিমূর্ত্তি বিমল সলিলে,
হেরে হাসি সুবদনা স্ববদন যথা
দর্পণে! কি কাজ রণে তোমার? কি
দোষে
দোষী তব কাছে, কহ, পঞ্চ-পাণ্ডুরথী?
চাহে কি হে অংশ তারা তব রাজ্যধনে?
তবে যদি কুরুরাজে ভালবাস তুমি,
মম হেতু, প্রাণনাথ; দেখ ভাবি মনে,
সমপ্রেমপাত্র তব কুন্তীপুত্র বলী।
ভ্রাতা মোর কুরুরাজ; ভ্রাতা পাণ্ডুপতি!
এক জন জন্যে কেন ত্যজ অন্য জনে,
কুটুম্ব উভয় তব?—আর কি কহিব?
কি ভেদ হে নদদ্বয়ে জন্ম হিমাদ্রিতে?
তবে যদি গুণ দোষ ধর, নরমণি;—
পাপ অক্ষক্রীড়া-ফাঁদ কে পাতিল, কহ?
কে আনিল সভাতলে (কি লজ্জা!)
ধরিয়া
রজঃস্বলা ভ্রাতৃবধূ? দেখাইল তাঁরে
উরু? কাড়ি নিতে তাঁর বসন চাহিল—
উলঙ্গিতে অঙ্গ, মরি, কুলাঙ্গনা তিনি?
ভ্রাতার সুকীর্ত্তি যত, জান না কি তুমি?
লিখিতে সরমে, নাথ, না সরে লেখনী!
এস শীঘ্র, প্রাণসখে, রণভূমি ত্যজি!
নিন্দে যদি বীরবৃন্দ তোমায়, হাসিও
স্বমন্দিরে বসি তুমি! কে না জানে, কহ,
মহারথী রথিকুলে সিন্ধু-অধিপতি?
যুঝেছ অনেক যুদ্ধে; অনেক বধেছ
রিপু; কিন্তু এ কৌন্তেয়, হায়, ভবধামে
কে আছে প্রহরী, কহ, ইহার সদৃশ?
ক্ষত্রকুল-রথী তুমি, তবু নরযোনি;
কি লাজ তোমার, নাথ, ভঙ্গ যদি দেহ
রণে তুমি হেরি পার্শ্বে দেবযোনি-জয়ী?
কি করিলা আখণ্ডল খাণ্ডবদাহনে?
কি করিলা চিত্রসনে গন্ধর্ব্বাধিপতি?
কি করিলা লক্ষ রাজা স্বয়ম্বর-কালে?

স্মর, প্রভু ! কি করিলা উত্তর গোগৃহে
কুরুসৈন্য-নেতা যত পার্থের প্রতাপে ?
এ কালাগ্নি-কুণ্ডে, কহ, কি সাধে
পশিবে ?
কি সাধে ডুবিবে, হায়, এ অতল জলে ?
ভুলে যদি থাক মোরে, ভুল না নন্দনে,
সিন্ধুপতি ;—মণিভদ্রে ভুল না, নৃমণি !
নিশার শিশির যথা পালয়ে মুকুলে
রসদানে ; পিতৃস্নেহ, হায় রে, শৈশবে
শিশুর জীবন, নাথ, কহিনু তোমারে !
জানি আমি কহিতেছে আশা তব
কানে—
মায়াবিনী !—'দ্রোণ-গুরু সেনাপতি
এবে ;
দেখ কর্ণ ধনুর্দ্ধরে ; অশ্বত্থামা শূরে ;
কৃপাচার্য্যে ; দুর্য্যোধনে—ভীমগদাপাণি !
কাহারে ডরাও তুমি, সিন্ধুদেশপতি ?
কে সে পার্থ ? কি সামর্থ্য তাহার
নাশিতে
তোমায় ?'—শুন না, নাথ, ও মোহিনী
বাণী !
হায়, মরীচিকা আশা ভব-মরুভূমে !
মুদি আঁখি ভাব,—দাসী পড়ি পদতলে ;
পদতলে মণিভদ্র কাঁদিছে নীরবে !
ছদ্মবেশে রাজদ্বারে থাকিব দাঁড়ায়ে
নিশীথে ; থাকিবে সঙ্গে নিপুণিকা সখী,
লয়ে কোলে মণিভদ্রে। এসো ছদ্মবেশে,
না কয়ে কাহারে কিছু ! অবিলম্বে যাব
এ পাপ নগর ত্যজি সিন্ধুরাজালয়ে !
কপোতমিথুন সম যাব উড়ি নীড়ে !—
ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরুপাণ্ডুকুলে !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে দুঃশলা-পত্রিকা নাম অষ্টম সর্গ।

নবম সর্গ

শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী

[জাহ্নবী দেবীর বিরহে রাজা শান্তনু একান্ত কাতর হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বহু দিবস গঙ্গাতীরে উদাসীনভাবে কালাতিপাত করেন। অষ্টম বসু অবতার দেবব্রত (যিনি মহাভারতীয় ইতিবৃত্তে ভীষ্ম পিতামহ নামে প্রথিত) বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে জাহ্নবী দেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানির সহিত পুত্রবরকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।]

বৃথা তুমি, নরপতি, ভ্রম মম তীরে,—
বৃথা অশ্রুজল তব, অনর্গল বহি,
মম জলদল সহ মিশে দিবানিশি !
ভুল ভূতপূর্ব্ব কথা, ভুলে লোক যথা
স্বপ্ন—নিদ্রা অবসানে ! এ চিরবিচ্ছেদে
এই হে ঔষধ মাত্র, কহিনু তোমারে !

হর-শিব-নিবাসিনী হরপ্রিয়া আমি
জাহ্নবী। তবে যে কেন নর-নারীরূপে
কাটাইনু এতকাল তোমার আলয়ে,
কহি, শুন। ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সরোষে
ভূতলে জন্মিতে শাপ দিলা বসুদলে
যে দিন, পড়িল তারা কাঁদি মোর পদে,
করিয়া মিনতি স্তুতি নিষ্কৃতির আশে।
দিনু বর,—'মানবিনী ভাবে ভবতলে
ধরিব এ গর্ভে আমি তোমা সবাকারে।'

বরিনু তোমারে সাধে, নরবর তুমি,
কৌরব ! ঔরসে তব ধরিনু উদরে
অষ্ট শিশু,—অষ্ট বসু তারা, নরমণি !
ফুটিল এক মৃণালে অষ্ট সরোরুহ !
কত যে পুণ্য হে তব, দেখ ভাবি মনে !
সপ্ত জন ত্যজি দেহ গেছে স্বর্গধামে।
অষ্টম নন্দনে আজি পাঠাই নিকটে ;
দেবনররূপী রত্নে গ্রহ যত্নে তুমি,
রাজন্ ; জাহ্নবীপুত্র দেবব্রত বলী
উজ্জ্বলিবে বংশ তব, চন্দ্রবংশপতি ;—
যথা আদিপিতা তব চন্দ্রচূড়-চূড়ে।

পালিয়াছি পুত্রবরে আদরে, নৃমণি,
তব হেতু। নিরখিয়া চন্দ্রমুখ, ভুল
এ বিচ্ছেদ-দুঃখ তুমি। অখিল জগতে,
নাহি হেন গুণী আর, কহিনু তোমারে !
মহাচল-কুল-পতি হিমাচল যথা ;
নদপতি সিন্ধুনদ ! বন-কুলপতি
খাণ্ডব ; রথীন্দ্রপতি দেবব্রত রথী—
বশিষ্ঠের শিষ্যশ্রেষ্ঠ ! আর কব কত ?
আপনি বাগ্‌দেবী, দেব, রসনা-আসনে
আসীনা ; হৃদয়ে দয়া, কমলে কমলা ;
যমসম বল ভুজে ! গহন বিপিনে
যথা সর্ব্বভুক্ বহ্নি, দুর্ব্বার সমরে !
তব পুণ্যবৃক্ষ-ফল এই, নরপতি !
স্নেহের সরসে পদ্ম ! আশার আকাশে

পূর্ণশশী! যত দিন ছিনু তব গৃহে,
পাইনু পরম প্রীতি! কৃতজ্ঞতাপাশে
বেঁধেছ আমারে তুমি; অভিজ্ঞানরূপে
দিতেছি এ রত্ন আমি, গ্রহ শান্তমতি!
পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।
অসীম মহিমা তব; কুল মান ধনে
নরকুলেশ্বর তুমি এ বিশ্বমণ্ডলে!
তরুণ যৌবন তব,—যাও ফিরি দেশে,—
কাতরা বিরহে তব হস্তিনা নগরী!
যাও ফিরি, নরবর, আন গৃহে বরি
বরাঙ্গী রাজেন্দ্রবালে; কর রাজ্য সুখে!
পাল প্রজা; দম রিপু; দণ্ড পাপাচারে—
এই হে সুরাজনীতি;—বাড়াও সতত
সতের আদর সাধি সৎক্রিয়া যতনে।
বরিও এ পুত্রবরে যুবরাজ-পদে
কালে। মহাযশা পুত্র হবে তব সম,
যশস্বি! প্রদীপ যথা জ্বলে সমতেজে
সে প্রদীপ সহ, যার তেজে সে তেজস্বী!
কি কাজ অধিক কয়ে? পূর্ব্বকথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তিরসে কামগত মনঃ,
প্রণম সাষ্টাঙ্গে, রাজা! শৈলেন্দ্রনন্দিনী
রুদ্রেন্দ্র-গৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে!
যত দিন ভবধামে রহে এ প্রবাহ,
ঘোষিবে তোমার যশ, গুণ, ভবধামে!
কহিবে ভারতজন,—ধন্য ক্ষত্রকুলে
শান্তনু, তনয় যাঁর দেবব্রত রথী!
লয়ে সঙ্গে পুত্রধনে যাও রঙ্গে চলি
হস্তিনায়, হস্তিগতি! অন্তরীক্ষে থাকি
তব পুরে,—তব সুখে হইব হে সুখী,
তনয়ের বিধুমুখ হেরি দিবানিশি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে জাহ্নবী-পত্রিকা নাম নবম সর্গ।

দশম সর্গ

পুরুরবার প্রতি উর্ব্বশী

[চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরুরবা কোন সময়ে কেশী নামক দৈত্যের হস্ত হইতে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করেন। উর্ব্বশী রাজার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠকবর্গ কবি কালিদাসকৃত 'বিক্রমোর্ব্বশী' নামক নাটক পাঠ করিলে, ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে পারিবেন।]

স্বর্গচ্যুত আজি, রাজা, তব হেতু
আমি!—
গত রাত্রে অভিনিনু দেব-নাট্যশালে
লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাম নাটক; বারুণী
সাজিল মেনকা; আমি অম্ভোজা
ইন্দিরা।
কহিলা বারুণী,—'দেখ নিরখি চৌদিকে,
বিধুমুখি, দেবদল এই সভাতলে!
বসিয়া কেশব ওই! কহ মোরে শুনি,
কার প্রতি ধায় মনঃ?' গুরুশিক্ষা ভুলি,
আপন মনের কথা দিয়া উত্তরিনু—
'রাজা পুরুরবা প্রতি!' হাসিলা
কৌতুকে
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ, আর দেব যত;
চারি দিকে হাস্যধ্বনি উঠিল সভাতে!
সরোষে ভরতঋষি শাপ দিলা মোরে!
শুন, নরকুলনাথ! কহিনু যে কথা
মুক্তকণ্ঠে কালি আমি দেবসভাতলে,
কহিব সে কথা আজি—কি কাজ
শরমে?—
কহিব সে কথা আজি তব পদযুগে!'
যথা বহে প্রবাহিণী বেগে সিন্ধুনীরে,
অবিরাম; যথা চাহে রবিচ্ছবি পানে
স্থির আঁখি সূর্য্যমুখী; ও চরণে রত
এ মনঃ!—উর্ব্বশী, প্রভু, দাসী হে
তোমারি!
ঘৃণা যদি কর, দেব, কহ শীঘ্র, শুনি।
অমরা অপ্সরা আমি, নারিব
ত্যজিতে
কলেবর; ঘোর বনে পশি আরম্ভিব
তপঃ তপস্বিনীবেশে, দিয়া জলাঞ্জলি
সংসারের সুখে, শূর! যদি কৃপা কর,
তাও কহ; যাব উড়ি ও পদ-আশ্রয়ে,
পিঞ্জর ভাঙ্গিলে উড়ে বিহঙ্গিনী যথা
নিকুঞ্জে! কি ছার স্বর্গ তোমার
বিহনে?
শুভক্ষণে কেশী, নাথ, হরিল আমারে
হেমকূটে! এখনও বসিয়া বিরলে
ভাবি সে সকল কথা! ছিনু পড়ি রথে,
হায় রে, কুরঙ্গী যথা ক্ষত অস্ত্রাঘাতে!
সহসা কাঁপিল গিরি! শুনিনু চমকি
রথচক্রধ্বনি দূরে শতস্রোতঃ সম!
শুনিনু গম্ভীর নাদ—'অরে রে দুর্ম্মতি,
মুহূর্ত্তে পাঠাব তোরে শমনভবনে!'—
প্রতিনাদরূপে কেশী নাদিল ভৈরবে।
হারাইনু জ্ঞান আমি সে ভীষণ স্বনে!

পাইনু চেতনা যবে, দেখিনু সম্মুখে
চিত্রলেখা সখী সহ ও রূপমাধুরী—
দেবী-মানবীর বাঞ্ছা। উজ্জ্বল দেখিনু
দ্বিগুণ, হে গুণমণি তমঃ-সমাগমে
হেমকূট হৈমকান্তি—রবিকরে যেন!
রহিনু মুদিয়া আঁখি শরমে, নৃমণি;
কিন্তু এ মনের আঁখি মীলিল হরষে,
দিনান্তে কমলকান্তে হেরিলে যেমতি
কমল! ভাসিল হিয়া আনন্দ-সলিলে!
চিত্রলেখা পানে তুমি কহিলা
চাহিয়া,—
'যথা নিশা, হে রূপসি, শশীর মিলনে
তমোহীনা; রাত্রিকালে অগ্নিশিখা যথা
ছিন্নধূমপুঞ্জ-কায়া; দেখ নিরখিয়া,
এ বরাঙ্গ বররুচি রিচ্যমান এবে
মোহান্তে! ভাঙিলে পাড়, মলিনসলিলা
হয়ে ক্ষণ, এইরূপে বহেন জাহ্নবী,
আবার প্রসাদে, শুভে!'—আর যা
কহিলে,
এখনো পড়িলে মনে বাখানি, নৃমণি,
রসিকতা! নরকুল ধন্য তব গুণে!
এ পোড়া হৃদয়-কম্পে কম্পমান দেখি
মন্দারের দাম বক্ষে, মধুচ্ছন্দে তুমি
পড়িলা যে শ্লোক, কবি, পড়ে কি হে
মনে?
ম্রিয়মাণ জন যথা শুনে ভক্তিভাবে
জীবন-দায়ক মন্ত্র, শুনিল উর্ব্বশী,
হে সুধাংশু-বংশ-চূড়, তোমার সে
গাথা!
সুরবালা-মনঃ তুমি ভুলালে সহজে,
নররাজ! কেনই বা না ভুলাবে,
কহ?—
সুরপুর-চির-অরি অধীর বিক্রমে
তোমার, বিক্রমাদিত্য! বিধাতার বরে,
বজ্রীর অধিক বীর্য্য তব রণস্থলে!
মলিন মনোজ লাজে ও সৌন্দর্য্য হেরি!
তব রূপগুণে তবে কেন না মজিবে
সুরবালা? শুন রাজা! তব রাজবনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা বরে সাধে যথা
রসালে, রসালে বরে তেমতি নন্দনে
স্বয়ম্বরবধূ-লতা! রূপগুণাধীনা
নারীকুল, নরশ্রেষ্ঠ, কি ভবে কি দিবে—
বধির বিধান এই, কহিনু তোমারে!
কঠোর তপস্যা নর করি যদি লভে
স্বর্গভোগ, সর্ব্ব অগ্রে বাঞ্ছে সে ভুঞ্জিতে
যে স্থির-যৌবন-সুধা—অর্পিব তা পদে।
বিকাইব কায়মনঃ উভয়, নৃমণি,
আসি তুমি কেনো দোঁহে প্রেমের
বাজারে!
উর্ব্বীধামে উর্ব্বশীরে দেহ স্থান এবে,
উর্ব্বীশ! রাজস্ব দাসী দিবে রাজপদে
প্রজাভাবে নিত্য যত্নে।—কি আর
লিখিব?
বিষের ঔষধ বিষ,—শুনি লোকমুখে।
মরিতেছিনু, নৃমণি, জ্বলি কামবিষে,
তেঁই শাপবিষ বুঝি দিয়াছেন ঋষি,
কৃপা করি! বিজ্ঞ তুমি, দেখ হে
ভাবিয়া!
দেহ আজ্ঞা, নরেশ্বর, সুরপুর ছাড়ি
পড়ি ও রাজীব-পদে, পড়ে বারিধারা

যথা, ছাড়ি মেঘাশ্রয়, সাগর-আশ্রয়ে,—
নীলাম্বুরাশির সহ মিশিতে আমোদে!
লিখিনু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে
নন্দনে। ভূমিষ্ঠভাবে পূজিয়াছি, প্রভু,
কল্পতরুবরে, কয়ে মনের বাসনা।
সুপ্রফুল্ল ফুল, দেব, পড়িয়াছে শিরে!
বীচিরবে হরপ্রিয়া শ্রবণ-কুহরে
আমার কহেন,—'তুই হবি ফলবতী।'
এ সাহসে, মহেষ্বাস, পাঠাই সকাশে
পত্রিকা-বাহিকা সখী চারু চিত্রলেখা।
থাকিব নিরখি পথ, স্থির-আঁখি হয়ে
উত্তরার্থে, পৃথ্বীনাথ!—নিবেদনমিতি!

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে উর্ব্বশী-পত্রিকা নাম দশম সর্গ।

একাদশ সর্গ

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী-পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধরিলে,—পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। নীলধ্বজ রায় পার্থের সহিত বিবাদপরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে, রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া এই নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি;
হ্রেষে অশ্ব, গর্জ্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু! মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য!—কিন্তু কোন্ হেতু?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনীর লোহে?
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে!
টুট কিরীটীর গর্ব্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূলদণ্ড-শিরে!
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে!
নাশ, মহেষ্বাস, তারে। ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে!
জন্মে মৃত্যু,—বিধাতার এ বিধি জগতে।

ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ-সমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে,—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম্ম, ক্ষত্রকর্ম্ম সাধ ভুজবলে।
হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্ত্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী?
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব? তা না হলে, কহ মোরে কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি? কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশ সে কর, যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম এই কি, নৃমণি?
কোথা ধনুঃ, কোথা তূণ, কোথা চর্ম্ম অসি?
না ভেদি রিপুর বক্ষঃ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি
কর্ণ তার সভাতলে? কি কহিবে, কহ,—
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী,—কি কহিবে ক্ষত্রপতি যত?
নরনারায়ণ-জ্ঞানে, শুনিনু, পূজিছ
পার্থে, রাজা, ভক্তিভাবে;—এ কি ভ্রান্তি তব?
হায়, ভোজবালা কুন্তী—কে না জানে তারে,
স্বৈরিণী? তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে
(কি লজ্জা,) কি গুণে তুমি পূজ রাজরথি,
নরনারায়ণ-জ্ঞানে? রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে! আছিল মান,—তাও কি নাশিলি?
নরনারায়ণ পার্থ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জনমিলা আসি
হৃষীকেশ? কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ বেদে লেখে—
কি পুরাণে—এ কাহিনী? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব-কীর্ত্তন গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে!
ধীবর জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে,
ধর্ম্মমতি! কি দেখিয়া, বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি
কু-কুলের? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা? দ্রৌপদী বুঝি? আঃ মরি, কি সতী!
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব-সরসে
নলিনী! অলির সখী, রবির অধীনী,
সমীরণ-প্রিয়া! ধিক্! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা!
লোক-মাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী?

জানি আমি কহে লোক রথিকুল-পতি
পার্থ। মিথ্যা কথা, নাথ! বিবেচনা কর,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।—
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্ম্মতি
স্বয়ম্বরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী! দ্রোণাচার্য্য গুরু,—
কি কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখ স্মরি? বসুন্ধরা গ্রাসিলা সরোষে
রথচক্র যবে, হায়; যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশাঃ,
নাশিল বর্ব্বর তাঁরে। কহ মোরে, শুনি,
মহারথী-প্রথা কি হে এই, মহারথি?
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু, আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে!
কি না তুমি জান রাজা? কি কব
তোমারে?
জানিয়া শুনিয়া তবে কি ছলনে ভুল
আত্মশ্লাঘা, মহারথি? হায় রে কি পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি
নতশির,—হে বিধাতঃ!—পার্থের
সমীপে?
কোথা বীরদর্প তব? মানদর্প কোথা?
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে? কোকিলের কাকলী-লহরী
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে?
ভীরুতার সাধনা কি মানে বলবাহু?
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা। গুরুজন তুমি;
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীন! নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা! দুরন্ত ফাল্গুনী
(এ কৌন্তেয়-যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ!) নিঃসন্তানা করিল আমারে!
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি! কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে?
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি
বিজন জনার পক্ষে! এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা
কালে!—
হা প্রবীর! এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশ মাস দশ দিন, নানা যত্ন সয়ে,
এ উদরে? কোন্ জন্মে কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি বাছা
এ তাপ? আশার লতা তাই রে
ছিঁড়িলি!—
হা পুত্র! শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার? এই কি রে ছিল তোর
মনে?—
কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা? রে অবোধ, কে মুছিবে
তোরে?
কেন বা জ্বলিস্ মনঃ? কে জুড়াবে আজি
বাক্য-সুধারসে তোরে? পাণ্ডবের শরে

খণ্ড শিরোমণি তোর ; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে, মর্, অরে মণিহারা ফণি !—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নব মিত্র পার্থ সহ। মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে !
ক্ষত্রকুলবালা আমি ; ক্ষত্র-কুলবধূ ;
কেমনে এ অপমান সব ধৈর্য্য ধরি ?
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে !
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্তনগরে
লভি অন্তে! যাচি চির-বিদায় ও পদে !
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা?" বলি ডাক যদি
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা ?"
বলি !

ইতি শ্রীবীরাঙ্গনা-কাব্যে জনা-পত্রিকা নাম একাদশ সর্গ।

পরিশিষ্ট

[বীরাঙ্গনা কাব্য ২১ খানি পত্রিকা বা সর্গে সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা মধুসূদনের ছিল। ১১ খানি পত্রিকা প্রকাশ করিবার পর তিনি আরও কয়েকটি পত্রিকা রচনায় হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই অসম্পূর্ণ পত্রিকাগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল।]

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী

জন্মান্ধ নৃমণি তুমি ! এ বারতা পেয়ে
দূতমুখে, অন্ধা হলো গান্ধারী কিঙ্করী
আজি হতে। পতি তুমি ! কি সাধে
ভুঞ্জিব
সে সুখ, যে সুখভোগে বঞ্চিলা বিধাতা
তোমারে, হে প্রাণেশ্বর ! আনিতেছে
দাসী
কাপড়, ভাঁজিয়া তাহে, সাত বার বেড়ি
অন্ধিব এ চক্ষু দুটি কঠিন বন্ধনে,
ভেজাইব দৃষ্টি-দ্বারে কবাট। ঘটিল,
লিখিলা বিধি যা ভালে—আক্ষেপ না
করি ;
করিলে, ত্যজিব কেন রাজ-অট্টালিকা,
যাইতে যথায় তুমি দূর হস্তিনাতে ?
দেবাদেশে, নরবর, বরেছি তোমারে।

*   *   *

আর না হেরিবে কভু, দেব বিভাবসু,
তব বিভারাশি দাসী এ ভবমণ্ডলে ;
তুমিও বিদায় কর, হে রোহিণীপতি,
চারুচন্দ্র ! তারা-বৃন্দ তোমরা গো সবে!
আর না হেরিব কভু সখীদলে মিলি
প্রদোষে তোমা সকলে, রশ্মিবিম্ব যেন
অম্বরসাগরে, কিন্তু স্থিরকান্তি ; যবে
বহেন মলয়ানিল গহন বিপিনে,
বাসুকির ফণারূপ পর্য্যঙ্কে, সুন্দরী
বসুন্ধরা যান নিদ্রা নিঃশ্বাসি সৌরভে।
হে নদ তরঙ্গময়, পবনের রিপু
(যবে ঝড়াকারে তিনি আক্রমেন
তোমা),
হে নদি, পবনপ্রিয়া, সুগন্ধের সহ
তোমার বদন আসি চুম্বেন পবন,
হে উৎস গিরি-দুহিতা জননী মা তুমি !
নদ, নদী, আশীর্ব্বাদ কর এ দাসীরে।
গান্ধার-রাজনন্দিনী অন্ধা হলো আজি।
আর না হেরিবে কভু, হায়, অভাগিনী
তোমাদের প্রিয়মুখ। হে কুসুমকুল,
ছিনু তোমাদের সখী, ছিনু লো ভগিনী,
আজি স্নেহহীন হয়ে ছাড়িনু সবারে ;
স্নেহহীন এ কি কথা ? ভুলিতে কি পারি
তোমা সবে ? স্মৃতিশক্তি যতদিন রবে
এদেহে, স্মরিব আমি তোমা সবাকারে।

অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা

বাণ-পুরাধিপ বাণ-দানব-নন্দিনী
ঊষা, কৃতাঞ্জলিপুটে নমে তব পদে,
মহুবর! পত্রবাহ চিত্রলেখা সখী—
দেখা যদি দেহ, দেব, কহিবে বিরলে
প্রাণের রহস্যকথা প্রাণের ঈশ্বরে!
অকূল পাথারে নাথ, চিরদিন ভাসি
পাইয়াছি কূল এবে! এত দিনে বিধি
দিয়াছেন দিন আজি দীন অধীনীরে!
কি কহিনু? ক্ষম দেব, বিবশা এ দাসী
হরষে, সরসে যথা হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়া আকাশদেশে দেব নিশানাথে
চিরবাঞ্ছা; চাতকিনী কুতুকিনী যথা
মেঘের সুশ্যাম মূর্ত্তি হেরি শূন্যপথে,
তেমতি এ পোড়া প্রাণ নাচিছে পুলকে,
আনন্দজনিত জল বহিছে নয়নে।
দিয়াছি আদেশ, নাথ, সঙ্গিনী-সমূহে,
গাইছে মধুর গীত, মিলি তারা সবে
বাজায়ে বিবিধ যন্ত্র। ঊষার হৃদয়ে
আশালতা আজি ঊষা রোপিবে
কৌতুকে।
শুন এবে কহি, দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।

যযাতির প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা

দৈত্যকুল-রাজবালা শর্ম্মিষ্ঠা সুন্দরী
বলিতে সোহাগে যারে, নরকুলরাজা
তুমি, হে যযাতি, আজি ভিখারিণী হ'ল
ভবসুখে ভাগ্যদোষে দিয়া জলাঞ্জলি।
দাবানলে দগ্ধ হেরি বন-গৃহ, যথা
কুরঙ্গী শাবক সব সঙ্গে লয়ে চলে,
না জানে আবার কোথা আশ্রয় পাইবে।
হে রাজন্! শিশুত্রয় লয়ে নিজ সাথে
চলিল শর্ম্মিষ্ঠা-দাসী কোথায় কে জানে
আশ্রয় পাইবে তারা! মনে রেখ তুমি।
নয়নের বারি পড়ি ভিজিতে লাগিল
আঁচল. বুঝিয়া তবু দেখ প্রাণপতি,
কে তুমি, কে আমি নাথ, কি হেতু
আইনু
দাসীরূপে তব গৃহে, রাজবালা আমি!
কি হেতু বা থেকে গেনু তোমার সদনে,
দৈত্যকুল-রাজবালা আমি দাসীরূপে।

নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী

আর কত দিন, সৌরি, জলধির গৃহে
কাঁদিবে অধীনী রমা, কহ তা রমারে।
না পশে এ দেশে নাথ, রবিকররাশি,
না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু বিতরি;
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভা-রূপী
বিভা, জন্মি রত্নজালে, উজলয়ে পুরী।
তবুও, উপেন্দ্র, আজ ইন্দিরা দুঃখিনী।
বাম দামোদর; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে, বৈনতেয় কৃতাঞ্জলিপুটে—
দেখ দাঁড়াইয়া ওই; বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধুতীরে আজি।" হায়! না
জানিনু
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্ব্বাসার রোষে।

নলের প্রতি দময়ন্তী

পঞ্চ দেবে বঞ্চি সাধে স্বয়ম্বর-স্থলে
পূজিল রাজীব-পদ তব যে কিঙ্করী,
নরেন্দ্র, বিজন বনে অর্দ্ধ বস্ত্রাবৃতা
ত্যজিলে তুমি হে যারে. না জানি কি দোষে,
নমে সে বৈদর্ভী আজি তোমার চরণে।

বীরাঙ্গনাকাব্য সমাপ্ত

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

মঙ্গলাচরণ

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর
মহোদয় সমীপেষু—

বিনয়পুরঃসর নিবেদনমেতৎ,

যে উদ্দেশে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সূর্য্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন কথাই বলা বাহুল্য; কেন না এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সর্ব্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক, যে কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ, কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাব্য আমার নিকটে সর্ব্বদা সমাদৃত থাকিবেক, যেহেতু মহাশয়ের পাণ্ডিত্য, গুণগ্রাহকতা, এবং বন্ধুতাগুণে যে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত হইয়াছি, এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোন গুণ নাই যদ্দ্বারা আমি উহার যোগ্য হইতে পারি।

ইতি—গ্রন্থকারস্য

প্রথম সর্গ

ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে—
অভ্রভেদী, দেব-আত্মা, ভীষণদর্শন ;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল ;
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী—
যোগিকুলধ্যেয় যোগী ! নিকুঞ্জ, কানন,
তরুরাজি, লতাবলী, মুকুল, কুসুম—
অন্যান্য অচলভালে শোভে যে সকল,
(যেন মরকতময় কনককিরীট)
না পরে এ গিরি, সবে করি অবহেলা,
বিমুখ পৃথিবীপতি পৃথ্বীসুখে যেন
জিতেন্দ্রিয় ! সুনাদিনী বিহঙ্গিনীদল,
সুনাদী বিহঙ্গ, অলি মত্ত মধুলোভে,
কভু নাহি ভ্রমে তথা ! মৃগেন্দ্র
কেশরী—
করীশ্বর,—গিরীশ্বর-শরীর যাহার,—
শার্দ্দূল, ভল্লুক, বনচর জীব যত—
বনকমলিনী কুরঙ্গিণী সুলোচনা,—
ফণিনী মণিকুন্তলা, বিষাকর ফণী—
না যায় নিকটে তার—বিকট শেখর !
অদূরে ঘোর তিমির গভীর গহ্বরে,
কলকল করে জল মহাকোলাহলে,
ভোগবতী স্রোতস্বতী পাতালে যেমতি
কল্লোলিনী ; ঘন স্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী !
দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, দানবারি,—
দানবী, মানবী, দেবী, কিবা নিশাচরী,
সকলেরি অগম—দুর্গম দুর্গ যেন !
দিবানিশি মেঘরাশি উড়ে চারিদিকে,
ভূতনাথসঙ্গে রঙ্গে নাচে ভূত যেন।

এ হেন নির্জ্জন স্থানে দেব পুরন্দর
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাননা
বীণাপাণি ! কবি, দেবি, তব পদাম্বুজে
প্রণমি, জিজ্ঞাসে তোমা, কহ, দয়াময়ি !
তব কৃপা—মন্দর দানব দেব বল,
শেষের অশেষ দেহ—দেহ এ দাসেরে ;
এ বাক্-সাগর আমি মথি সযতনে,
লভি, মা, কবিতামৃত—নিরুপম সুধা !
অকিঞ্চনে কর দয়া, বিশ্ববিনোদিনি !
যে শশীর স্থান, মাতঃ স্থাণুর ললাটে,
তাঁহারি আভায় শোভে ফুলকুলদলে
নিশার শিশির-বিন্দু, মুক্তাফলরূপে !—

কহ, সতি ;—কি না তুমি জান,
জ্ঞানময়ি ?—
কোথা সে ত্রিদিব, যার ভোগ লভিবারে
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে,
কত শত নরপতি রত অশ্বমেধে—
সাগর বিপুলবংশ যে লোভেতে হত ?
কোথা সে অমরাপুরী কনকনগরী ?
কোথা বৈজয়ন্ত-ধাম, স্বর্ণ আলয়,
প্রভায় মলিন যার ইন্দু, প্রভাকর ?

কোথা সে কনকাসন, রাজচ্ছত্র কোথা,
রবির পরিধি যেন মেরু-শৃঙ্গোপরি—
উভয় উজ্জ্বলতর উভয়ের তেজে?
কোথা সে নন্দনবন, সুখের সদন?
কোথা পারিজাতফুল, ফুলকুলপতি?
কোথা সে উর্ব্বশী, রূপে ঋষি-মনোহরা
চিত্রলেখা—জগৎজনের চিত্তে লেখা,
মিশ্রকেশী—যার কেশ, কামের নিগড়,
কি অমরে, কিবা নরে, না বাঁধে
কাহারে?
কোথায় কিন্নর? কোথা বিদ্যাধর-দল
গন্ধর্ব্ব—মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে?
চিত্ররথ—কামিনীকুলের মনোরথ
মহারথী? কোথা বজ্র, ভীম প্রহরণ!
যার দ্রুত ইরম্মদে, গভীর গর্জ্জনে,
দেব-কলেবর কাঁপে করি থর থর,
ভূধর অধীর সদা, চমকে ভুবন
আতঙ্কে? কোথা সে ধনুঃ, ধনুঃকুলরাজা,
আভাময়, যার চারু-রত্ন-কান্তিছটা
শোভে গো গগনশিরে (মেঘময় যবে),
শিখিপুচ্ছচূড়া যেন হৃষীকেশকেশে।
কোথায় পুষ্কর, আবর্ত্তক—ঘনেশ্বর?
কোথায় মাতলি বলী? কোথা সে
বিমান,
মনোরথ পরাজিত যে রথের বেগে
গতি, ভাতি—উভয়েতে তড়িৎ
লাঞ্ছিত?
কোথায় গজেন্দ্র ঐরাবত? উচ্চৈঃশ্রবাঃ
হয়েশ্বর, আশুগতি যথা আশুগতি?
কোথায় পৌলোমী সতী, অনন্ত-যৌবনা,
দেবেন্দ্র-হৃদয়-সরোবর-কমলিনী,
দেব-কুল-লোচন—আনন্দময়ী দেবী
আয়তলোচনা? কোথা স্বর্ণ কল্পতরু,
কামদ বিধাতা যথা, যার পূত পদ
আনন্দে নন্দনবনে দেবী মন্দাকিনী
ধোন সদা প্রবাহিণী কলকল কলে?—
হায় রে, কোথায় আজি সে দেব-
বিভব!
হায় রে, কোথায় আজি সে দেব-
মহিমা!

দুর্দ্দান্ত দানবদল, দৈববলে বলী,
পরাভবি সুরদলে ঘোরতর রণে
পুরিয়াছে স্বর্গপুরী মহাকোলাহলে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি।
যথা প্রলয়ের কালে, রুদ্রের নিশ্বাস,
বাতময়, উথলিলে জল সমাকুল,
প্রবল তরঙ্গদল, তীর অতিক্রমি,
বসুধার কুন্তল হইতে লয় কাড়ি
সুবর্ণ-কুসুম-লতা-মণ্ডিত মুকুট;
যে সুচারু শ্যাম অঙ্গ ঋতুকুলপতি
গাঁথি নানা ফুলমালা সাজান আপনি
আদরে, হরে প্লাবন তার আভরণ।

সহস্রেক বৎসর যুঝিয়া দানবারি,
প্রচণ্ড দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে তাপিত,
ভঙ্গ দিয়া বিমুখ হইলা সবে রণে—
আকুল! পাবক যথা, বায়ু যাঁর সখা,
সর্ব্বভুক্, প্রবেশিলে নিবিড় কাননে,
মহাত্রাসে উর্দ্ধশ্বাসে পালায় কেশরী;
মদকল নগদল, চঞ্চল সভয়ে,
করভ করিণী ছাড়ি পালায় অমনি

আশুগতি ; মৃগাদন, শার্দ্দূল, বরাহ,
মহিষ, ভীষণ খড়্গা—অক্ষয় শরীরী,
ভল্লুক বিকটাকার, দুরন্ত হিংসক
পালায় ভৈরবরবে ত্যজি বনরাজী ;—
পালায় কুরঙ্গ রঙ্গরসে ভঙ্গ দিয়া,
ভুজঙ্গ, বিহঙ্গ, বেগে ধায় চারিদিকে ;—
মহাকোলাহলে চলে জীবন-তরঙ্গ,
জীবন-তরঙ্গ যথা পবন-তাড়নে।

অব্যর্থ কুলিশে ব্যর্থ দেখি সে সমরে,
পালাইলা পরিহরি সংগ্রাম কুলিশী
পুরন্দর ; পালাইলা পাশী দেখি পাশে
ম্রিয়মাণ, মন্ত্রবলে মহোরগ যেন !
পালাইলা যক্ষনাথ ভীম গদা ফেলি,
করী যেন করহীন ! পালাইলা বেগে
বাতাকারে মৃগপৃষ্ঠে বায়ুকুলপতি ;
জরজর কলেবর দুষ্টাসুর-শরে,
পালাইলা শিখি-পৃষ্ঠে শিখিবরাসন
মহারথী ; পালাইলা মহিষ বাহনে
সর্ব্ব-অন্তকারী যম, দন্ত কড়মড়ি,
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড—ব্যর্থ এবে রণে।

পালাইলা দেবগণ রণভূমি ত্যজি ;
জয় জয় নাদে দৈত্য ভুবন পূরিল।
দৈববলে বলী পাপী, মহা অহঙ্কারে
প্রবেশিল স্বর্গপুরী—কনকনগরী,
দেবরাজাসনে, মরি, দেবারি বসিল।
হায় রে, যে রতির মৃণাল-ভুজপাশ
(প্রেমের কুসুমডোর,) বাঁধিতসতত
মধুসখে, স্মরহর-কোপানল যেন
বিরহ-অনল রূপ ধরি, মহাতাপে
দহিতে লাগিল এবে সে রতির হিয়া।

সুন্দ উপসুন্দাসুর, সুরে পরাভবি,
লণ্ডভণ্ড করিল অখিল ভূমণ্ডল ;
ঔর্ব্বঋষি-ক্রোধানল পশি যেন জলে,
জ্বালাইলা জলেশ্বরে, নাশি জলচরে।
তোমার এ বিধি, বিধি, কে পারে বুঝিতে,
কিবা নরে, কি অমরে ? বোধাগম্য তুমি!

ত্যজি দেববলদলে দেবদলপতি
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;—
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুটিলে কুলায় তার পর্ব্বত-কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গোপরি,
কিম্বা উচ্চশাখ বৃক্ষশাখে, বসে উড়ি ;—
ধবল অচলে এবে চলিলা বাসব।
বিপদের কালজাল আসি বেড়ে যবে,
মহত-জনভরসা মহত যে জন।
এই সুরপতি যবে ভীষণ অশনি-
প্রহারে চূর্ণিয়াছিলা শৈল-কুল-পাখা
হৈম, শৈলরাজসুত মৈনাক পশিলা
অতলজলধিতলে—মান বাঁচাইতে !

যথা ঘোরতর বাত্যা, অস্থিরি নির্ঘোষে
গভীর পয়োধি-নীর, ধরি মহাবলে
জলচর-কুলপতি মীনেন্দ্র তিমিরে,
ফেলাইলে তুলে কূলে মৎস্যনাথ তথা
অসহায় মহামতি হয়েন অচল ;
অভিমানে শিলাসনে বসিলা আসিয়া
জিষ্ণু—অজিষ্ণু গো আজি দানব-সংগ্রামে
দানবারি ! মহারথী বসিলা একাকী ;

নিকটে বিকট বজ্র, ব্যর্থ এবে রণে,
কমল-চরণে পড়ি যায় গড়াগড়ি,
প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতশরীর কেশরী
শিখরী-সমীপে যথা—ব্যথিত-হৃদয়ে !
কনক-নির্ম্মিত ধনুঃ—রতন-মণ্ডিত,
(কাদম্বিনী ধনী যারে পাইলে অমনি
যতনে সীমন্তদেশে পরয়ে হরষে)
অনাদরে শোভে, হায়, পর্ব্বত-শিখরে,
ধবল-ললাট-দেশ উজলি সুতেজে,
শশিকলা উমাপতি-ললাট যেমতি।
শূন্য তূণ—বারিশূন্য সাগর যেমনি,
যবে ঋষি অগস্ত্য শুষিলা জলদলে
ঘোর রোষে ! শঙ্খ, যার নিনাদে আকুল
দৈত্যকুল—করী অরি-নিনাদে যেমতি
করিবৃন্দ—নিরানন্দে নীরব সে এবে !
হায় রে, অনাথ আজি ত্রিদিবের নাথ !
হায় রে, গরিমাহীন গরিমা-নিধান !
যে মিহির, তিমিরারি, কর-রত্ন-দানে
ভূষেন রজনী-সখা, স্বর্ণতারাবলী,
গ্রহরাশি,—রাহু আসি গ্রাসিয়াছে
তাঁরে !

এবে দিনমণি দেব, মৃদু-মন্দ-গতি,
অস্তাচলে চালাইলা স্বর্ণ-চক্র রথ,
বিশ্রাম বিলাস আশে মহীপতি যথা
সাঙ্গ করি রাজকার্য্য অবনীমণ্ডলে।
শুখাইল নলিনীর প্রফুল্ল আনন,
দুরূহ বিরহকাল কাল যেন দেখি
সমুখে ! মুদিলা আঁখি ফুলকুলেশ্বরী।
মহাশোকে চক্রবাকী অবাক্ হইয়া,
আইলা তরুর কোলে ভাসি নেত্রনীরে,
একাকিনী—বিরহিণী—বিষণ্ণবদনা,
বিধবা দুহিতা যেন জনকের গৃহে।
মৃদুহাসি শশী সহ নিশি দিলা দেখা,
তারাময় সিঁথি পরি সীমন্তে সুন্দরী ;
বন, উপবন, শৈল, জলাশয়, সরঃ,
চন্দ্রিমার রজঃকান্তি কান্তিল সবারে।
শোভিল বিমল জলে বিধুপরায়ণা
কুমুদিনী ; স্থলে শোভে বিশদবসনা
ধুতুরা চির-যোগিনী, অলি মধুলোভী
কভু না পরশে যারে। উতরিলা ধীরে,
বিরাম-দায়িনী নিদ্রা—রজনীর সখী—
কুহকিনী স্বপ্নদেবী সজনীর সহ।
বসুমতী সতী তাঁর চরণকমলে,
জীবকুল লয়ে নমি নীরব হইলা।

আইলা রজনী ধনী ধবল-শিখরে
ধীরভাবে, ভীমা দেবী ভীমপাশে যথা
মন্দগতি। গেলা সতী কৌমুদীবসনা
শিলাতলে দেবরাজ বিরাজেন যথা।
ধরি পাদপদ্মযুগ করপদ্মযুগে,
কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে দেবী প্রণাম করিলা
দেবনাথে। অশ্রু-বিন্দু ইন্দ্রের চরণে,
শোভিল, শিশির যেন শতদল-দলে,
জাগান অরুণে যবে উষা সাজাইতে
একচক্র রথ, খুলি সুকমল করে
পূর্ব্বাশার হৈমদ্বার ! আইলেন এবে
নিদ্রাদেবী, সহ স্বপ্ন-দেবী সহচরী,
পুষ্পদাম সহ, আহা, সৌরভ যেমতি !
মৃদুমন্দ গন্ধবহ বাহনে আরোহি,
আসি উতরিলা দোঁহে যথা বজ্রপাণি ;
কিন্তু শোকাকুল হেরি দেবকুলনাথে,

নিঃশব্দে বিনতভাবে দূরে দাঁড়াইলা,
সুকিঙ্করীবৃন্দ যথা নরেন্দ্র সমীপে
দাঁড়ায়,—উজ্জ্বল স্বর্ণপুতলীর দল।
হেরি অসুরারি দেবে শোকের সাগরে
মগ্ন, মগ্ন বিশ্ব যেন প্রলয়সসিলে,—
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি নিদ্রা পানে
চাহি,
সুমধুর স্বরে শ্যামা কহিতে লাগিলা;—
"হায়, সখি, এ কি লীলা খেলিলা
বিধাতা?
দেবকুলেশ্বর যিনি, ত্রিদিবের পতি,
এই শিলাময় দেশ—অগম, বিজন,
ভয়ঙ্কর—মরি! এ কি সাজে লো
তাঁহারে?
হায় রে, যে কল্পতরু নন্দনকাননে,
মন্দাকিনী তটিনীর স্বর্ণতটে শোভে
প্রভাময়, কে ফেলে লো উপাড়ি তাহারে
মরুভূমে? কার বুক না ফাটে লো দেখি
এ মিহিরে ডুবিতে এ তিমির-সাগরে!"
কহিতে কহিতে দেবী শর্ব্বরী সুন্দরী
কাঁদিয়া তারাকুন্তলা ব্যাকুলা হইলা।
শোকের তরঙ্গ যবে উথলে হৃদয়ে,
ছিন্ন-তার বীণা সম নীরব রসনা;—
অরে রে দারুণ শোক, এই তোর রীতি।
শুনি যামিনীর বাণী, নিদ্রাদেবী তবে
উত্তর করিলা সতী অমৃতভাষিণী,
মধুপানে মাতি যেন মধুকরীশ্বরী
মধুর গুঞ্জরে, আহা, নিকুঞ্জ পূরিলা;—
"যা কহিলে সত্য, সখি, দেখি বুক
ফাটে;
বিধির নির্ব্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে?
আইস এবে তুমি, আমি, স্বপ্নদেবী সহ,
কিঞ্চিৎ কালের তরে হরি, যদি পারি,
এ বিষম শোকশেল, যতন করিয়া।
ডাক তুমি, হে সজনি, মলয় পবনে;
বল তারে সুসৌরভ আশু আনিবারে;
কহ তব সুধাংশুরে সুধা বরষিতে।
যাই আমি, যদি পারি, মুদি, প্রিয়সখি,
ও সহস্র আঁখি, মন্ত্রবলে কি কৌশলে।
গড়ুক স্বপনদেবী মায়ার পৌলোমী—
মৃগাক্ষী, পীবরস্তনী, স্ববিম্ব-অধরা,
সুশোভিত কবরী মন্দারে, কৃশোদরী;
বেড়ুক দেবেন্দ্রে সৃজি মায়ার নন্দন;
মায়ার উর্ব্বশী আসি, স্বর্ণবীণা করে,
গায়ুক মধুর গীত মধু পঞ্চস্বরে;
রম্ভা-উরু রম্ভা আসি নাচুক কৌতুকে।
যে অবধি, নলিনীর বিরহে কাতর,
নলিনীর সখা আসি নাহি দেন দেখা
কনক-উদয়াচল-শিখরে, উজলি
দশ দিশ, হে সজনি, আইস তোমা
দোঁহে,
সাধিতে এ কার্য্য মোরা করি প্রাণপণ।"
তবে নিশি, সহ নিদ্রা, স্বপ্ন কুহকিনী,
হাত ধরাধরি করি, বেড়িলা বাসবে—
সুবর্ণ চম্পকদাম গাঁথি যেন রতি
দোলাইলা প্রাণপতি মদনের গলে!
ধীরভাবে দেবীদল, বেড়িয়া দেবেশে,
যাঁর যত তন্ত্র, মন্ত্র, ছিটা, ফোঁটা ছিল,
একে একে লাগাইলা; কিন্তু দৈবদোষে,
বিফল হইল সব; যামিনী অমনি,

চঞ্চল বিস্ময়ে দেবী, মৃদু কলস্বরে,—
একাকিনী, সুনাদিনী কপোতী যেমতি
কুহরে নিবিড় বনে—কহিতে লাগিলা ;—
"কি আশ্চর্য্য, প্রিয়সখি, দেখিলাম
আজি !
কেবা জিনে ত্রিভুবনে আমা তিন জনে ?
চিরবিজয়িনী মোরা যাই লো যে স্থলে !
সাগর মাঝারে, কিম্বা গহন বিপিনে,
রাজসভা, রণভূমে, বাসরে, আসরে,
কারাগারে, দুঃখ, সুখ, উভয় সদনে,
করি জয় স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, পাতালে, আমরা ;
কিন্তু সে প্রবল বল, বৃথা হেথা এবে !"
শুনি স্বপ্নদেবী হাসি—হাসে শশী
যথা—
কহিলা শ্যামা সজনী রজনীর প্রতি ;
"মিছে খেদ কেন, সখি, কর গো
আপনি ?
দেবেন্দ্র-রমণী ধনী পুলোমদুহিতা
বিনা, আর কার সাধ্য নিবাইতে পারে
এ জ্বলন্ত শোকানল ? যদি আজ্ঞা দেহ,
যাই আমি আনি হেথা সে চারুহাসিনী।
হায়, সখি, পতিহীনা কপোতী যেমতি,
তরুবর, শৃঙ্গধর সমীপে, বিলাপি
চাহে কান্তে সীমন্তিনী, বিরহ-বিধুরা,
ভ্রান্তি-দূতী সহ সতী ভ্রমেন জগতে,
শোকে ! শুন মন দিয়া, রজনি সজনি,
যদি আজ্ঞা কর তবে এখনি যাইব।"
"যাও" বলি আদেশিলা শশাঙ্করঙ্গিনী।
চলিলা স্বপনদেবী নীলাম্বর পথে—
বিমল তরলতর রূপে আলো করি
দশ দিশ ; আশুগতি গেলা কুহকিনী,
ভূপতিত তারা যেন উঠিল আকাশে।
গেলা চলি স্বপ্নদেবী মায়াবী সুন্দরী
দ্রুতবেগে ! বিভাবরী নিদ্রাদেবী সহ
বসিলা ধবল শৃঙ্গে ; আহা, কিবা
শোভা !
যুগল কমল, যেন জগৎ মোহিতে,
ফুটিল এক মৃণালে ক্ষীর-সরোবরে !
ধবলশিখরে বসি নিদ্রা, বিভাবরী,
আকাশের পানে দোঁহে চাহিতে লাগিলা,
হায় রে, চাতকী যথা সতৃষ্ণ নয়নে
চাহে আকাশের পানে জলধারা-আশে !
আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল
উজ্জ্বলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি ফেলি দুই পাশে তিমির-তরঙ্গ,
উঠিল অম্বরপথে ; কিম্বা ত্বিষাম্পতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্র-রথে
উদয়-অচলে আসি দরশন দিলা।
শতেক যোজন বেড়ি আলোক-মণ্ডল
শোভিল আকাশে, যেন রঞ্জনের ছটা
নীলোৎপল-দলে, কিম্বা নিকষে যেমতি
স্বর্ণের রেখা—লেখা বক্র চক্ররূপে।
এ সুন্দর প্রভাকর পরিধি-মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই ?
কেমনে, কহ, মা শ্বেতকমলবাসিনি,
কেমনে মানব আমি চাব ওঁর পানে ?
রবিচ্ছবি পানে, দেবি, কে পারে
চাহিতে ?
এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।
চরণ-যুগল শোভে মেঘবর-শিরে,

নীল জলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা
কিম্বা মাধবের বুকে কৌস্তুভ-রতন।
দশ চন্দ্র পড়ি রে রাজীবপদতলে,
পূজা ছলে বসে তথা—সুখের সদন।
কাঞ্চন-মুকুট শিরে—দিনমণি তাহে
মণিরূপে শোভে ভানু; পৃষ্ঠে মন্দ দোলে
বেণী,—কামবধূ রতি যে বেণী লইয়া
গড়েন নিগড় সদা বাঁধিতে বাসবে।
অনন্ত-যৌবন দেব, বসন্ত যেমনি
সাজায় মহীর দেহ সুমধুর মাসে,
উল্লাসে ইন্দ্রাণী পাশে বিরাজে সতত
অনুচর, যোগাইয়া বিবিধ ভূষণ!
অলিপংক্তি,—রতিপতিধনুকেরগুণ,—
সে ধনুরাকার ধরি বসিয়াছে সুখে
কমল-নয়ন-যুগোপরি, মধু আশে
নীরব!—হায়রে মরি! এ তিন ভুবনে
কে পারে ফিরাতে আঁখি হেরি ও বদন?
পদ্মরাগ-খচিত, পদ্মের পর্ণ সম
পট্টবস্ত্র; সু-অঞ্চলে জ্বলে রত্নাবলী,
বিজলীর ঝলা যেন অচঞ্চল সদা!
সে আঁচল ইন্দ্রাণীর পীনস্তনোপরি
ভাতে, কামকেতু যথা, যবে কামসখা
বসন্ত, হিমান্তে, তারে উড়ায় কৌতুকে!
ভুবনমোহিনী দেবী, বসি মেঘাসনে,
আইলা অম্বরপথে মৃদুমন্দগতি,—
নীলাম্বু সাগর-মুখে নীলোৎপল-দলে
যথা রমা সুকেশিনী কেশববাসনা,
সুরাসুর মিলি যবে মথিলা সাগরে!
হায়, ও কি অশ্রু কবি হেরে ও নয়নে?
অরে রে বিকট কীট, নিদারুণ শোক,
এ হেন কোমল ফুলে বাসা কি রে তোর—
সর্ব্বভুক্ সম, হায়, তুই দুরাচার
সর্ব্বভুক্? শূন্যমার্গে কাঁদেন বিষাদে
একাকিনী স্বরীশ্বরী! চল, ঘনপতি!
ঘন-কুলোত্তম তুমি, উড় দ্রুতবেগে।
তুমি হে গন্ধমাদন, তোমার শিখরে
ফলে সে দুর্লভ স্বর্ণলতিকা, পরশে
যাহার, শোকের শক্তি-শেলাঘাত হতে
লভিবেন পরিত্রাণ বাসব সুমতি।
আইলা পৌলোমী সতী মেঘাসনে বসি
তেজোরাশি-বেষ্টিতা; নাদিল জলধর
সে গভীর নাদ শুনি, আকাশসম্ভবা
প্রতিধ্বনি সপুলকে বিস্তারিলা তারে
চারিদিকে;—কুঞ্জবন, কন্দর, পর্ব্বত,
নিবিড় কানন, দূর নগর নগরী,
সে স্বর-তরঙ্গ-রঙ্গে পূরিল সবারে।
চাতকিনী জয়ধ্বনি করিয়া উড়িল
শূন্যপথে, হেরি দূরে প্রাণনাথে যথা
বিরহবিধুরা বালা, ধায় তার পানে।
নাচিতে লাগিল মত্ত শিখিনী সুখিনী
প্রকাশিল শিখী চারু চন্দ্রক-কলাপ;
বলাকা, মালায় গাঁথা, আইল ত্বরিতে
জুড়িয়া আকাশপথ; সুবর্ণ কন্দলী—
ফুলকুলবধূ সতী সদা লজ্জাবতী,
মাথা তুলি শূন্যপানে চাহিয়া হাসিল;
গোপিনী শুনি যেমনি মুরলীর ধ্বনি,
চাহে গো নিকুঞ্জপানে, যবে ব্রজধামে,
দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে, যমুনার কূলে,
মৃদুস্বরে সুন্দরীরে ডাকেন মুরারি।
ঘনাসন ত্যজি, আশু নামিলা ইন্দ্রাণী

ধবলের পাদদেশে। এ কি চমৎকার!
প্রভাকীর্ণ, তেজোময় কনকমণ্ডিত
সোপান দেখিলা দেবী আপন সম্মুখে—
মণি মুক্তা হীরক খচিত শত সিঁড়ি
গড়ি যেন বিশ্বকর্ম্মা স্থাপিলা সেখানে।
উঠিলেন ইন্দ্রপ্রিয়া মৃদু মন্দ গতি
ধবল শিখরে সতী। আচম্বিতে তথা
নয়ন-রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোভিল।
বিবিধ কুসুমজাল, স্তবকে স্তবকে,
বনরত্ন, মধুর সর্ব্বস্ব, স্মরধন
বিকশিয়া চারিদিকে হাসিতে লাগিল—
নীল নভস্তলে হাসে তারাদল যথা।
মধুকর-নিকর আনন্দধ্বনি করি
মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উতরিলা;
বসন্তের কলকণ্ঠ গায়ক কোকিল
বরষিলা স্বরসুধা; মলয় মারুত—
ফুল-কুল-নায়ক-প্রবর সমীরণ—
প্রতি অনুকূল-ফুল-শ্রবণ-কুহরে
প্রেমের রহস্য আসি কহিতে লাগিলা;
ছুটিল সৌরভ যেন রতির নিশ্বাস,
মন্মথের মন যবে মথেন কামিনী
পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে
বিরলে! বিশাল তরু, ব্রততী-রমণ,
মঞ্জরিত ব্রততীর বাহুপাশে বাঁধা,
দাঁড়াইল চারি দিকে, বীরবৃন্দ যথা;
শত শত উৎস, রজস্তম্ভের আকারে
উঠিয়া আকাশে, মুক্তাফল কলরবে
বরষি, আর্দ্রিল অচলের বক্ষঃস্থল।
সে সকল জলবিন্দু একত্র মিশিয়া,
সৃজিল সত্বর এক রম্য সরোবর
বিমল-সলিল-পূর্ণ; সে সরে হাসিল
নলিনী, ভুলিয়া ধনী তপন-বিরহ
ক্ষণকাল! কুমুদিনী, শশাঙ্ক-রঙ্গিণী
সুখের তরঙ্গে রঙ্গে ফুটিয়া ভাসিল!
সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ-সহ,
সুতরল জলদলে কান্তি রজতেজে,
শোভিল পুলকে—যেন নূতন গগনে!
অবিলম্বে শম্বরারি-সখা ঋতুপতি
উতরিলা সম্ভাষিতে ত্রিদিবের দেবী।—
কার সঙ্গে এ কুঞ্জের দিব রে তুলনা?
প্রাণপতি-সহ রতি ভুঞ্জে রতি যথা,
কি ছার সে কুঞ্জবন এ কুঞ্জের কাছে।
কালিন্দী আনন্দময়ী তটিনীর তটে
শোভে যে নিকুঞ্জবন—যথা প্রতিধ্বনি
বংশীধ্বনি শুনি ধনী—আকাশদুহিতা—
শিখে সদা রাধানাম মাধবের মুখে,
এ কুঞ্জের সহ তার তুলনা না খাটে।
কি কহিবে কবি তবে এ কুঞ্জের শোভা?
প্রমদার পাদপদ্ম-পরশে অশোক
সুখে প্রসূনের হার পরে তরুবর;
কামিনীর বিধুমুখ-শীধু-সিক্ত হলে,
বকুল, ব্যাকুল তার মন রঞ্জাইতে,
ফুল-আভরণে ভূষে আপনার বপু
হরষে, নাগর যথা প্রেমলাভ আশে;—
কিন্তু আজি ধবলের হের বাজি খেলা।
অরে রে বিজন বিন্ধ্য, ভয়ঙ্কর গিরি,
হেরি এ নারীন্দুপদ-অরিবন্দ-যুগ,
আনন্দ-সাগর-নীরে মজিলি কি তুই?
স্মরহর দিগম্বর, স্মর প্রহরণে,
হৈমবতী-সতী-রূপ-মাধুরী দেখিয়া,

মাতিলা কি কামমদে তপ যাগ ছাড়ি ?
ত্যজি ভস্ম, চন্দন কি লেপিলা দেহেতে ?
ফেলি দূরে হাড়মালা, রত্ন-কণ্ঠমালা
পরিলা কি নীল কণ্ঠে, নীলকণ্ঠ ভব ?—
ধন্য রে অঙ্গনাকুল, বলিহারি তোরে !
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে পৌলোমী সুন্দরী ;
অলিকুল ঝঙ্কারিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ি,
মকরন্দ-গন্ধে যেন আকুল হইয়া,
বেড়িল বাসব-হৃৎ-সরসী-পদ্মিনীরে,
স্বর্গের লভিতে সুখ স্বর্গপুরী যথা
বেড়ে আসি দৈত্যদল ! অদূরে সুন্দরী
মনোরম পথ এক দেখিলা সম্মুখে।
উভয় পারশে শোভে দীর্ঘ তরুরাজী,
মুকুলিত-সুবর্ণ-লতিকা-বিভূষিত,
বীর-দেহে শোভে যথা কনকের হার
চকমকি ! দেবদারু—শৈল-শৃঙ্গ যথা
উচ্চতর ; লতাবধূ-লালসা রসাল,
রসের সাগর তরু ; মৌল—মধুদ্রুম ;
শোভাঞ্জন—জটাধর যথা জটাধর
কপর্দ্দী ; বদরী—যার স্নিগ্ধ তলে বসি,
দ্বৈপায়ন, চিরজীবী যশঃ-সুধা পানে,
কহেন মধুর স্বরে, ভুবন মোহিয়া,
মহাভারতের কথা ! কদম্ব সুন্দর—
করি চুরি কামিনীর সুরভি নিশ্বাস
দিয়াছে মদন যার কুসুম-কলাপে.
কেন না মন্মথ মন মথেন যে ধনী,
তাঁর কুচাকার ধরে সে ফুল-রতন !
অশোক—বৈদেহি, হায়, তব শোকে,
দেবি,
লোহিত বরণ আজু প্রসূন যাহার,
যথা বিলাপীর আঁখি ! শিমুল—বিশাল
বৃক্ষ, ক্ষতদেহ যেন রণক্ষেত্রে রথী
শোণিতার্দ্র ! সুইঙ্গুদী, তপোবনবাসী
তাপস ; শল্মলী ; শাল ; তাল,
অভ্রভেদী
চূড়াধর ; নারিকেল, যার স্তনচয়
মাতৃদুগ্ধসম রসে তোষে তৃষাতুরে !
গুবাক ; চালিতা ; জাম, সুভ্রমররূপী
ফল যার ; ঊর্দ্ধশির তেঁতুল ; কাঁঠাল,
যার ফলে স্বর্ণকণা শোভে শত শত
ধনদের গৃহে যেন ! বংশ, শঙ্খচূড়,
যাহার দুহিতা বংশী, অধর-পরশে,
গায় রে ললিত গীত সুমধুর স্বরে !
খর্জ্জুর, কুম্ভীরনিভ ভীষণ মূরতি,
তবু মধুরসে পূর্ণ ! সতত থাকে রে
সুগুণ কুদেহে ভবে বিধির বিধানে !
তমাল—কালিন্দীকূলে যার ছায়াতলে
সরস বসন্তকালে রাধাকান্ত হরি
নাচেন যুবতী সহ ! শমী—বরাঙ্গনা,
বন জ্যোৎস্না ! আমলকী—বনস্থলী-
সখী ;
গাম্ভারী—রোগান্তকারী যথা ধন্বন্তরি—
দেবতাকুলের বৈদ্য ! আর কব কত !
চলিলা দেব-কামিনী মরাল-গামিনী ;
রুণু রুণু ধ্বনি করি কিঙ্কিণী বাজিল ;
শুনি সে মধুর বোল তরুদল যত,
রতিভ্রমে পুষ্পাঞ্জলি শত হস্ত হতে
বরষি, পূজিল স্কন্ধে রাঙা পা দুখানি।
কোকিল কোকিলা-সহ মিলি আরম্ভিল
মদন-কীর্ত্তন-গান ; চলিলা রূপসী—

যেখানে স্বরাঙ্গাপদ অর্পিল ললনা,
কোকনদফুল ফুটি শোভিল সেখানে !
অদূরে দেখিলা দেবী অতি মনোহর
হৈম, মরকতময়, চারু সিংহাসন ;
তাহার উপরে তরু-শাখাদল মিলি,
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে, প্রসারে কৌতুকে
নবীন পল্লবছত্র, প্রবালে খচিত,
বেষ্টিত মাণিকরূপী মুকুলঝালরে ;
সুপ্ত পীতাম্বর-শিরে অনন্ত যেমতি
(ফণীন্দ্র) অযুত ফণা ধরেন যতনে !
চারি দিকে ফুটে ফুল ; কিংশুক, কেতকী,
স্মর-প্রহরণ উভে ; কেশর সুন্দর—
রতিপতি করে যারে ধরেন আদরে,
ধরেন কনকদণ্ড মহীপতি যথা ;
পাটলি—মদন-তূণ, পূর্ণ ফুল-শরে ;
মাধবিকা—যার পরিমল-মধু-আশে,
অনিল উন্মত্ত সদা ; নবীনা মালিকা—
কানন-আনন্দময়ী ; চারু গন্ধরাজ—
গন্ধের আকর, গন্ধ-মাদন যেমতি ;
চম্পক—যাহার আভা দেবী কি মানবী,
কে না লোভে ত্রিভুবনে ? লোহিতলোচনা
জবা—মহিষমর্দ্দিনী আদরেন যারে ;
বকুল—আকুল অলি যার সুসৌরভে ;
কদম্ব—যাহার কান্তি দেখি, সুখে মজি,
রতির কুচ-যুগল গড়িলা বিধাতা ;
রজনীগন্ধা—রজনী-কুন্তল-শোভিনী,
শ্বেত, তব শ্বেত ভুজ যথা, শ্বেতভুজে !
কর্ণিকা—কোমল উরে যাহার বিলাসী
(তপন-তাপেতে তাপী) শিলীমুখ, সুখে
লভে সুবিরাম, যথা বিরাজেন রাজা
সুপট্ট-শয়নে ; হায়, কর্ণিকা অভাগা !
বরবর্ণ বৃথা যার সৌরভ বিহনে,
সতীত্ব বিহনে যথা যুবতী-যৌবন !
কামিনী—যামিনী-সখী, বিশদ-বসনা
ধুতুরা যোগিনী যথা, কিন্তু রতি-দূতী,
রতি কাম সেবায় সতত ধনী রত !
পলাশ—প্রবালে গড়া কুণ্ডলের রূপে
ঝলকে যে ফুল বনস্থলী-কর্ণমূলে ;
তিলক—ভবানী-ভালে শশিকলা যথা
সুন্দর ! ঝুমুকা—যার চারু মূর্ত্তি গড়ি
সুবর্ণে, প্রমদা কর্ণে পরে মহাদরে !—
আর আর ফুল যত কে পারে বর্ণিতে ?
এ সব ফুলের মাঝে দেখিলা রূপসী
শোভিছে অঙ্গনাকুল, ফুলরুচি হরি,
রূপের আভায় আলো করি বনরাজী ;—
পর্ব্বতদুহিতা সবে—কনক-পুতলী,
কমলবসনা, শিরে কমলকিরীট,
কমল-ভূষণা কমলায়ত-নয়না,
কমলময়ী যেমতি কমল-বাসিনী
ইন্দিরা ! কাহার করে হৈম ধূপদান,
তাহে পুড়ি গন্ধরস, কুন্দুরু, অগুরু,
গন্ধামোদে আমোদিছে স্বনিকুঞ্জবন,
যেন মহাব্রতে ব্রতী বসুন্ধরা-পতি
ধবল, ভূধরেশ্বর ! কার হাতে শোভে
স্বর্ণ-থালে পাদ্য অর্ঘ্য, কেহ বা বহিছে
মণিময় পাত্রে ভরি মন্দাকিনী-বারি
কেহ বা চন্দন, চূয়া, কস্তূরী, কেশর,
কেহ বা মন্দারদাম—তারাময় মালা
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ রঙ্গরসে ঢলি ;
কোন ধনী, বীণাপাণি-গঞ্জিনী, পুলকে

ধরি বীণা. বরষিছে সুমধুর ধ্বনি ;
কামের কামিনী সমা কোন বামা ধরে
রবাব, সঙ্গীত-রস-রসিত অর্ণব ;
বাজে কপিনাশ—দুঃখনাশ যার রবে ;
সপ্তস্বরা, সুমন্দিরা, আর যন্ত্র যত ;—
তম্বুরা—অম্বরপথে গম্ভীরে যেমতি
গরজে জীমূত, নাচাইয়া ময়ূরীরে।
দেখিয়া সতীরে, যত পার্ব্বতী যুবতী,
নৃত্য করি মহানন্দে গাহিতে লাগিলা,
যথা যবে, আশ্বিন, হে মাস-বংশ-রাজা,
আন তুমি গিরি-গৃহে গিরীশ-দুহিতা
গৌরী, গিরিরাজ-রাণী মেনকা সুন্দরী,
সহ সহচরীগণ, তিতি নেত্রনীরে,
নাচেন গায়েন সুখে! হেরিয়া শচীরে,
অচিরে পার্ব্বতীদল গীত আরম্ভিলা।
"স্বাগত, বিধুবদনা, বাসব বাসনা!
অমরাপুরী-ঈশ্বরি! এ পর্ব্বত-দেশে
স্বাগত, ললনা, তুমি! তব দরশনে,
ধবল অচল আজি অচল হরষে!
শৈলকুল-শক্র, শক্র, তব প্রাণপতি ;
কিন্তু যূথনাথ যুঝে যূথনাথ সহ—
কেশরী কেশরী সঙ্গে যুদ্ধ-রঙ্গে রত।
আইস. হে লাবণ্যবতি, দুহিতা যেমতি,
আইসে নিজ পিত্রালয়ে নির্ভয় হৃদয়ে,
কিম্বা বিহঙ্গিনী যথা বিপদের কালে,
বহুবাহু তরু-কোলে! যাঁর অন্বেষণে
ব্যগ্র তুমি, সে রতনে পাইবা এখনি—
দেখ তব পুরন্দরে ওই সিংহাসনে!"
নীরবিলা নগবালাদল, অরবিন্দ-
ভূষণা। সম্মুখে দেবী কনক-আসনে,
নন্দনকাননে যেন, দেখিলা বাসবে।
অমনি রমণী, হেরি হৃদয়-রমণে,
চলিলা দেবেশ পাশে সত্বর-গামিনী,
প্রেম-কুতূহলে ; যথা বরিষার কালে,
শৈবলিনী, বিরহ-বিধুরা, ধায় রড়ে
কল কল কলরবে সাগর উদ্দেশে,
মজিতে প্রেমতরঙ্গ-রঙ্গে তরঙ্গিণী।
যথা শুনি চিত্ত-বিনোদিনী বীণাধ্বনি,
উল্লাসে ফণীন্দ্র জাগে, শুনিয়া অদূরে
পৌলোমীর পদশব্দ—চির-পরিচিত—
উঠিলেন শচীপতি শচী-সমাগমে!
উন্মীলিলা আখণ্ডল সহস্র লোচন,
যথা নিশা-অবসানে মানস-সুসরঃ
উন্মীলে কমল-কুল ; কিম্বা যথা যবে
রজনী শ্যামাঙ্গী ধনী আইসে মৃদুগতি,
খুলিয়া অযুত আঁখি, গগন কৌতুকে
সে শ্যাম বদন হেরে—ভাসি প্রেমরসে!
বাহু পসারিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাঁধিলা প্রণয়পাশে চারুহাসিনীরে
যতনে, রতনাকর শশিকলা যথা,
যবে ফুল-কুল-সখী হৈমময়ী উষা
মুক্তাময় কুণ্ডল পরান ফুলকুলে।
"কোথা সে ত্রিদিব, নাথ?"—ভাসি নেত্রনীরে
কহিতে লাগিলা শচী,—"দারুণ বিধাতা
হেন বাম মোর প্রতি কিসের কারণে?
কিন্তু এবে, হে রমণ, হেরি বিধুমুখ,
পাশরিল দাসী তার পূর্ব্ব-দুঃখ যত!
কি ছার সে স্বর্গ! ছাই তার সুখভোগে!
এ অধীনী সুখিনী কেবল তব পাশে।

বাঁধিলে শৈবালবৃন্দ সরের শরীর,
নলিনী কি ছাড়ে তারে ? নিদাঘ যদ্যপি
শুখায় সে জল, তবে নলিনীও মরে !
আমি হে তোমারি, দেব !" কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
নীরবিলা চন্দ্রাননা অশ্রুময় আঁখি ;
চুম্বিলা সে সাশ্রু আঁখি দেব অসুরারি
সোহাগে, চুম্বয়ে যথা মলয় অনিল
উজ্জ্বল শিশির-বিন্দু কমল-লোচনে !
"তোমারেপাইলে,প্রিয়ে,স্বর্গের বিরহ
দুরূহ কি ভাবে কভু তোমার কিঙ্কর ?
তুমি যথা, স্বর্গ তথা!" কহিলা সুস্বরে,
বাসব, হরষে যথা গরজে কেশরী
কৃশোদর, হেরি বীর পর্ব্বত-কন্দরে
কেশরিণীকামিনীরে; কহিলা সুমতি
"তুমি যথা,স্বর্গ তথা, ত্রিদিবের দেবি!
কিন্তু, প্রিয়ে, কহ এবে কুশল বারতা
কোথা জলনাথ ? কোথা অলকার পতি ?
কোথা হৈমবতীসুত তারকাসূদন,
শমন, পবন, আর যত দেব-নেতা ?
কোথা চিত্ররথ ? কহ ,কেমনে জানিলা
ধবল আশ্রয়ে আমি আশ্রয়ী, সুন্দরি !"
উত্তর করিলা দেবী পুলোম-দুহিতা
মৃগাক্ষী, বিম্ব-অধরা, পীনপয়োধরা,
কৃশোদরী ; "মম ভাগ্যে, প্রাণসখা, আজি
দেখা মোর শূন্যমার্গে স্বপ্নদেবী সহ !
পুষ্করের পৃষ্ঠে বসি, সৌদামিনী যেন,
ভ্রমিতেছিনু এ বিশ্ব অনাথা হইয়া,
স্বপ্ন মোরে দিল, নাথ, তোমারবারতা !
সমরে বিমুখ হায়, অমরের সেনা,
ব্রহ্ম-লোকে স্মরে তোমা; চল, দেবপতি,
অনতিবিলম্বে, নাথ, চল, মোর সাথে !"
শুনি ইন্দ্রাণীর বাণী, দেবেন্দ্র অমনি
স্মরিলা বিমানবরে; গম্ভীর নিনাদে
আইল রথ, তেজঃপুঞ্জ, সে নিকুঞ্জবনে।
বসিলা দেব-দম্পতী পদ্মাসনোপরে।
উঠিল আকাশে গর্জ্জি স্বর্ণ-ব্যোমযান,
আলো করি নভস্থল, বৈনতেয় যথা
সুধানিধি-সহ সুধা বহি সযতনে।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ধবল-শিখরো নাম প্রথম সর্গ

দ্বিতীয় সর্গ

কোথা ব্রহ্মলোক ? কোথা আমি
মন্দমতি
অকিঞ্চন ? যে দুর্ল্লভ লোক লভিবারে
যুগে যুগে যোগীন্দ্র করেন মহাযোগ,
কেমনে, মানব আমি, ভব-মায়াজালে
আবৃত, পিঞ্জরাবৃত বিহঙ্গ যেমতি,
যাইব সে মোক্ষধামে ? ভেলায় চড়িয়া
কে পারে হইতে পার অপার সাগর ?
কিন্তু হে সারদা, দেবি, বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে, মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে ? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি ! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি ! কল্পনা-সুন্দরী—
হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে,
আন সঙ্গে, শশিকলা কৌমুদী যেমতি।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে;
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি।

উঠিল অম্বরপথে হৈম ব্যোমযান
মহাবেগে, ঐরাবত সহ সৌদামিনী
বহি পয়োবাহ যথা ; রথ-চূড়া-শিরে
শোভিল দেব-পতাকা, বিদ্যুৎ-আকৃতি,
কিন্তু শান্তপ্রভাময় ; ধাইল চৌদিকে—
হেরি সে কেতুর কান্তি, ভ্রান্তি-মদে
মাতি,
অচলা চপলা তারে ভাবি দ্রুতগামী
জীমূত, গম্ভীরে গর্জ্জি, লভিবার আশে
সে সুরসুন্দরী,—যথা স্বয়ম্বরস্থলে,
রাজেন্দ্রমণ্ডল, স্বয়ম্বরা-রূপবতী-
রূপমাধুরীতে অতি মোহিত হইয়া,
বেড়ে তারে,—জরজর পঞ্চশর-শরে !
এইরূপে মেঘদল আইল ধাইয়া,
হেরি দূরে সে সুকেতু রতনের ভাতি ;
কিন্তু দেখি দেবরথে দেবদম্পতীরে,
শিহরি অম্বরতলে সাষ্টাঙ্গে পড়িল
অমনি ! চলিল রথ মেঘময় পথে
আনন্দময়-মদন-স্যন্দন যেমনি
অপরাজিতা-কাননে চলে মধুকালে
মন্দগতি ; কিম্বা যথা সেতু-বন্ধোপরে
কনক-পুষ্পক, বহি সতী-সীতানাথে !

এড়াইয়া মেঘমালা, মাতলি সারথি
চালাইলা দেবযান ভৈরব আরাবে ;
শুনি সে ভৈরবারাব দিগ্বারণ যত—
ভীষণমূরতিধর—রুষি হুঙ্কারিল
চারি দিকে ; চমকিল জগত ! বাসুকি
অস্থির হইলা ত্রাসে ! চলিল বিমান ;—
কত দূরে চন্দ্রলোক অম্বরে শোভিল,
রত্নদ্বীপ নীলজলে। সে লোকে পুলকে
বসেন রতনাসনে কুমুদ-বাসন,
কামিনী-কুলের সখী, যামিনীর সখা,
মদন রাজার বঁধু, দেব সুধানিধি

সুধাংশু। বরবর্ণিনী দক্ষের দুহিতা-
বৃন্দ বেড়ে চন্দ্রে যেন কুমুদের দাম
চির-বিকচিত, পূরি আকাশ সৌরভে—
রূপের আভায় মোহি রজনীমোহনে।
হেম-হর্ম্যে—দিবানিশি যার চারি পাশে
ফেরে অগ্নিচক্ররাশি মহাভয়ঙ্কর—
বিরাজয়ে সুধা, যথা মেঘবর-কোলে
চপলা, বা অবরোধে যথা কুলবধূ—
ললিতা, ভুবনস্পৃহা, প্রফুল্ল-যৌবনা;
নারী-অরবিন্দ সহ ইন্দু মহামতি,
হেরি ত্রিদিবের ইন্দ্রে দূরে, প্রণমিলা
নম্রভাবে; যথা যবে প্রলয়-পবন
নিবিড় কাননে বহে, তরুকুলপতি
ব্রততী-সুন্দরীদল শাখাবলী সহ,
বন্দে নমাইয়া শির অজেয় মারুতে।
এড়াইয়া চন্দ্রলোকে, দেবরথ দ্রুতে
উতরিল বসে যথা রবির মণ্ডলী
গগনে। কনকময়, মনোহর পুরী,
তার চারি দিকে শোভে,—মেখলা যেমতি
আলিঙ্গয়ে অঙ্গনার চারু কৃশোদরে
হরষে পসারি বাহু,—রাশিচক্র; তাহে
রাশি-রাশির আলয়। নগর মাঝারে
একচক্ররথে দেব বসেন ভাস্কর।
অরুণ, তরুণ সদা, নয়নরমণ,
যেন মধু কাম-বঁধু,—যবে ঋতুপতি
বসন্ত, হিমান্তে, শুনি পিককুল-ধ্বনি,
হরষে তুষেন আসি কামিনী মহীরে,
কাতরা বিরহে তাঁর,—বসেছে সম্মুখে
সারথি। সুন্দরী ছায়া, মলিনবদনা,
নলিনীর সুখ দেখি দুঃখিনী কামিনী,
বসেন পতির পাশে নয়ন মুদিয়া,—
সপত্নীর প্রভা নারী পারে কি সহিতে?
চারি দিকে গ্রহদল দাঁড়ায় সকলে
নতভাবে নরপতি-সমীপে যেমতি
সচিব। অম্বরতলে তারাবৃন্দ যত—
ইন্দীবর-নিকর—অদূরে হাসি নাচে,
যথা, রে অমরাপুরি, কনক-নগরি.
নাচিত অপ্সরাকুল, যবে শচীপতি.
স্বরীশ্বর, শচী সহ দেবসভা-মাঝে,
বসিতেন হৈমাসনে! নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে, মৃদু মন্দ পদে;
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করীদলে তোষে—তুষ্ট ভাবে!
হেরি দূরে দেবরাজে, গ্রহকুলরাজা
সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলা মহামতি।—
এড়াইয়া সূর্য্যলোক চলিল বিমান।
এবে চন্দ্র সূর্য্য আর নক্ষত্রমণ্ডলী
—রজত-কনক-দ্বীপ অম্বর-সাগরে—
পশ্চাতে রাখিয়া সবে, হৈম ব্যোমযান
উতরিল যথা শত দিবাকর জিনি,
প্রভা—স্বয়ম্ভুর পাদপদ্মে স্থান যাঁর—
উজ্জ্বলেন দেশ ধনী প্রকৃতিরূপিণী,
রূপে মোহি অনাদি অনন্ত সনাতনে!
প্রভা—শক্তিকুলেশ্বরী, যাঁর সেবা করি
তিমিরারি বিভাবসু তোষেন স্বকরে
শশী তারা গ্রহাবলী, বারিদ যেমতি
অম্বুনিধি সেবি সদা, তোষে বসুধারে
তৃষাতুরা, আর তোষে চাতকিনী-দলে

জলদানে। ইন্দ্রপ্রিয়া পৌলোমী রূপসী,
পীনপয়োধরা—হেরি কারণ-কিরণে,
সভয়ে চারুহাসিনী নয়ন মুদিলা,
কুমুদিনী, বিধুপ্রিয়া, তপন উদিলে
মুদয়ে নয়ন যথা! দেব পুরন্দর
অসুরারি, তুলি রোষে দম্ভোলি যেকরে
বৃত্রাসুরে অনায়াসে নাশেন সংগ্রামে,
সেই কর দিয়া এবে প্রভার বিভাসে
চমকি ঢাকিলা আঁখি। রথ-চূড়াশিরে
মলিনিল দেবকেতু ধূমকেতু যেন
দিবাভাগে; যান-মুখে বিস্ময়ে মাতলি
সুতেশ্বর অন্ধভাবে রশ্মি দিলা ছাড়ি
হীনবল; মহাতঙ্কে তুরঙ্গম-দল
মন্দগতি, যথা বহে প্রতীপ গমনে
প্রবাহ! আইল এবে রথ ব্রহ্মলোকে।
মেরু,—কনক-মৃণাল কারণ-সলিলে;
তাহে শোভে ব্রহ্মলোক কনক-উৎপল;
তথা বিরাজেন ধাতা—পদতল যাঁর
মুমুক্ষু-কুলের ধ্যেয়—মহামোক্ষধাম।
অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বাসব
কাঞ্চন-তোরণ, রাজ-তোরণ-আকার,
আভাময়; তাহে জ্বলে আদিত্য-
আকৃতি,
প্রতাপে আদিত্যে জিনি, রতননিকর।
নর-চক্ষু কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা,
কেমনে নর-রসনা বর্ণিবে তাহারে—
অতুল ভব-মণ্ডলে? তোরণ-সম্মুখে
দেখিলা দেবদম্পতী দেব-সৈন্যদল,—
সমুদ্র-তরঙ্গ যথা, যবে জলনিধি
উথলেন কোলাহলি পবন-মিলনে
বীরদর্পে; কিম্বা যথা সাগরের তীরে
বালিবৃন্দ. কিম্বা যথা গগনমণ্ডলে
নক্ষত্র-চয়—অগণ্য। রথ কোটি কোটি
স্বর্ণচক্র, অগ্নিময়, রিপুভস্মকারী,
বিদ্যুত-গঠিত-ধ্বজ-মণ্ডিত! তুরগ—
বিরাজেন সদাগতি যার পদতলে
সদা, শুভ্র কলেবর, হিমানী-আবৃত
গিরি যথা, স্কন্ধে কেশরাবলীর শোভা—
ক্ষীরসিন্ধু-ফেনা যেন—অতি মনোহর!
হস্তী, মেঘাকার সবে,—যে সকল মেঘ,
সৃষ্টি বিনাশিতে যবে আদেশেন ধাতা,
আখণ্ডল পাঠান ভাসাতে ভূমণ্ডলে
প্রলয়ে; যে মেঘবৃন্দ মন্দ্রিলে অম্বরে,
শৈলের পাষাণ-হিয়া ফাটে মহাভয়ে,
বসুধা কাঁপিয়া যান সাগরের তলে
তরাসে! অমরকুল—গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
যক্ষ, রক্ষ, মহাবলী, নানা অস্ত্রধারী—
বারণারি ভীষণ দশনে, বজ্রনখে
শস্ত্রিত যেমতি, কিম্বা নাগারি গরুড়,
গরুত্মন্ত-কুলপতি! হেন সৈন্যদল,
অজেয় জগতে, আজি দানবের রণে
বিমুখ, আশ্রয় আসি লভিয়াছে সবে
ব্রহ্ম-লোকে, যথা যবে প্রলয়-প্লাবন
গভীর গরজি গ্রাসে নগর-নগরী
অকালে, নগরবাসী জনগণ যত
নিরাশ্রয়, মহাত্রাসে পালায় সত্বরে
যথায় শৈলেন্দ্র বীরবর ধীর-ভাবে
বজ্রপদপ্রহরণে তরঙ্গনিচয়
বিমুখয়ে; কিম্বা যথা, দিবা অবসানে,
(মহতের সাথে যদি নীচের তুলনা

পারি দিতে) তমঃ যবে গ্রাসে বসুধারে
(রাহু যেন চাঁদেরে), বিহগকুল ভয়ে
পূরিয়া গগন ঘন কূজন-নিনাদে,
আসে তরুবর-পাশে আশ্রয়ের আশে!
এ হেন দুর্ব্বার সেনা, যার কেতুপরি
জয় বিরাজয়ে সদা, খগেন্দ্র যেমতি
বিশ্বম্ভর-ধ্বজে, হেরি ভগ্ন দৈত্যরণে,
হায়, শোকাকুল এবে দেবকুলপতি
অসুরারি! মহৎ যে পরদুঃখে দুঃখী,
নিজ দুঃখে কভু নহে কাতর সে জন।
কুলিশ চূর্ণিলে শৃঙ্গ, শৃঙ্গধর সহে
সে যাতনা, ক্ষণমাত্র অস্থির হইয়া;
কিন্তু যবে কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ব্যথিত বারণ আসি কাঁদে উচ্চস্বরে
পড়ি গিরিবর-পদে, গিরিবর কাঁদে
তার সহ! মহাশোকে শোকাকুল রথী
দেবনাথ, ইন্দ্রাণীর করযুগ ধরি,
(সোহাগে মরাল যথা ধরে রে কমলে!)
কহিলা সুমৃদু স্বরে;—"হায় প্রাণেশ্বরি,
বিধির অদ্ভুত বিধি দেখি বুক ফাটে!
শৃগাল-সমরে, দেখ, বিমুখ কেশরী-
বৃন্দ, সুরেশ্বরি, ওই তোরণ-সমীপে
ম্রিয়মাণ অভিমানে। হায়, দেব-কুলে
কে না চাহে ত্যজিবারে কলেবর আজি,
যাইতে, শমন, তোর তিমির-ভবনে,
পাশরিতে এ গঞ্জনা? ধিক্, শত ধিক্
এ দেব-মহিমা! অমরতা, ধিক্ তোরে।
হায়, বিধি, কোন্ পাপে মোর প্রতি তুমি
এ হেন দারুণ! পুনঃ পুনঃ এ যাতনা
কেন গো ভোগাও দাসে? হায়,এ জগতে
ত্রিদিবের নাথ ইন্দ্র, তার সম আজি
কে অনাথ? কিন্তু নহি নিজ দুঃখে দুঃখী।
সৃজন পালন লয় তোমার ইচ্ছায়;
তুমি গড়, তুমি ভাঙ, বজায় রাখহ
তুমি; কিন্তু এই যে অগণ্য দেবগণ,
এ সবার দুঃখ, দেব, দেখি প্রাণ কাঁদে।
তপন-তাপেতে তাপি পশু-পক্ষী, যদি
বিশ্রাম-বিলাস আশে, যায় তরু-পাশে
দিনকর-খরতর-কর সহ্য করি
আপনি সে মহীরুহ, আশ্রিত যে প্রাণী,
ঘুচায় তাহার ক্লেশ;—হায় রে, দেবেন্দ্র
আমি স্বর্গপতি, মোর রক্ষিত যে জন,
রক্ষিতে তাহারে মম না হয় ক্ষমতা?"
এতেক কহিয়া দেব দেবকুলপতি
নামিলেন রথ হতে সহ সুরেশ্বরী
শূন্যমার্গে। আহা মরি, গগন, পরশি
পৌলোমীর পাদপদ্ম, হাসিল হরষে!
চলিলা দেব-দম্পতী নীলাম্বর-পথে।
হেথা দেবসৈন্য, হেরি দেবেশ বাসবে,
অমনি উঠিল সবে করি জয়ধ্বনি
উল্লাসে, বারণ-বৃন্দ আনন্দে যেমতি
হেরি যূথনাথে। লয়ে গন্ধর্ব্বের দল—
গন্ধর্ব্ব, মদনগর্ব্ব খর্ব্ব যার রূপে—
গন্ধর্ব্বকুলের পতি চিত্ররথ রথী
বেড়িলা মেঘবাহনে, অগ্নি-চক্ররাশি
বেড়ে যথা অমৃত, বা স্বর্ণ-প্রাচীর
দেবালয়; নিষ্কোষিয়া অগ্নিময় অসি,
ধরি বামকরে চন্দ্রাকার হৈম ঢাল,
অভেদ্য সমরে, দ্রুত বেড়িলা বাসবে
বীরবৃন্দ। দেবেন্দ্রের উচ্চ শিরোপরি

ভাতিল,—রবিপরিধি উদিলেক যেন
মেরু-শৃঙ্গোপরি,—মণিময় রাজছাতা,
বিস্তারি কিরণজাল; চতুরঙ্গ দলে
রঙ্গে বাজে রণবাদ্য, যাহার নিক্বণে—
পবন উথলে যথা সাগরের বারি—
উথলে বীর-হৃদয়, সাহস-অর্ণব।
আইলেন কৃতান্ত, ভীষণ দণ্ড হাতে;
ভালে জ্বলে কোপাগ্নি, ভৈরব-ভালে যথা
বৈশ্বানর, যবে, হায়, কুলগ্নে মদন
ঘুচাইয়া রতির মৃণাল-ভুজ-পাশ,
আসি, যথা মগ্ন তপঃসাগরে ভূতেশ,
বিঁধিলা (অবোধ কাম!) মহেশের হিয়া
ফুলশরে। আইলেন বরুণ দুর্জ্জয়,
পাশ-হস্তে জলেশ্বর, রাগে আঁখি রাঙা—
তড়িত-জড়িত ভীমাকৃতি মেঘ যেন।
আইলা অলকাপতি সাপটিয়া ধরি
গদাবর; আইলেন হৈমবতী-সুত,
তারকসূদন দেব শিখীবরাসন,
ধনুর্ব্বাণ হাতে দেবসেনানী; আইলা
পবন সর্ব্বদমন;—আর কব কত?
অগণ্য দেবতাগণ বেড়িলা বাসবে,
যথা (নীচ সহ যদি মহতের খাটে
তুলনা) নিদ্রাসজনী নিশীথিনী যবে,
সুচারুতারা মহিষী, আসি দেন দেখা
মৃদুগতি, খদ্যোতের ব্যূহ-প্রতিসরে
ঘেরে তরুবরে, রত্ন-কিরীট পরিয়া
শিরে,—উজলিয়া দেশ বিমল কিরণে!
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর;—
"সহস্রেক বৎসর এ চতুরঙ্গ দল
দুর্ব্বার, দানব সঙ্গে ঘোরতর রণে
নিরন্তর যুঝি, এবে নিরস্ত সমরে
দৈববলে। দৈববল বিনা, হায়, কেবা
এ জগতে তোমা সবা পারে পরাজিতে,
অজেয়, অমর, বীরকুলশ্রেষ্ঠ? বিনা
অনন্ত, কে ক্ষম, যম, সর্ব্ব-অন্তকারি,
বিমুখিতে এ দিক্‌পালগণে তোমা সহ
বিগ্রহে? কেমনে এবে এ দুর্জ্জয় রিপু—
বিধির প্রসাদে দুষ্ট দুর্জ্জয়,—কেমনে
বিনাশিবে, বিবেচনা কর, দেবদল?
যে বিধির বরে বসি দেবরাজাসনে
আমি ইন্দ্র, মোর প্রতি প্রতিকূল তিনি
না জানি কি দোষে, এবে! হায়, এ কার্ম্মুক
বৃথা আজি ধরি আমি এই বামকরে;
এ ভীষণ বজ্র আজি নিস্তেজ পাবক!"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী, কহিতে লাগিলা
অন্তক, গম্ভীর স্বরে গরজে যেমতি
মেঘকুলপতি কোপে, কিম্বা বারণারি,
বিদরি মহীর বক্ষ তীক্ষ্ণ বজ্র-নখে—
রোষী;—"না বুঝিতে পারি, দেবপতি; আমি
বিধির এ লীলা। যুগে যুগে পিতামহ
এইরূপে বিড়ম্বেন অমরের কুল;
বাড়ান দানবদর্প, শৃগালের হাতে
সিংহেরে দিয়া লাঞ্ছনা। তুষ্ট তিনি তপে;—
যে তাঁহারে ভক্তিভাবে ভজে, তার তিনি
বশীভূত; আমরা দিক্‌পালগণ যত
সতত রত স্বকার্য্যে,—লালনে পালনে
এ ভব-মণ্ডল, তাঁরে পূজিতে অক্ষম

যথাবিধি। অতএব যদি আজ্ঞা কর,
ত্রিদিবের পতি, এই দণ্ডে দণ্ডাঘাতে
নাশি এ জগৎ, চূর্ণ করি বিশ্ব, ফেলি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—অতল জলতলে।
পরে এড়াইয়া সবে সংসারের দায়,
যোগধর্ম্ম অবলম্বি, নিশ্চিন্ত হইয়া
তুষিব চতুরাননে, দৈত্যকুলে ভুলি,
ভুলি এ দুঃখ, এ সুখ। কে পারে সহিতে—
হায় রে, কহ, দেবেন্দ্র, হেন অপমান!
এই মতে সৃষ্টি যদি পালিতে ধাতার
ইচ্ছা, তবে বৃথা কেন আমা সবা দিয়া
মথাইলা সাগর? অমৃত-পানে মোরা
অমর; কিন্তু এ অমরতার কি ফল
এই? হায়, নীলকণ্ঠ, কিসের লাগিয়া
ধর হলাহল, দেব, নীল কণ্ঠদেশে?
জ্বলুক জগত! ভস্ম কর বিশ্ব! ফেল
উগরিয়া সে বিষাগ্নি! কার সাধ হেন
আজি, যে সে ধরে প্রাণ এ অমরকুলে?"

এতেক কহিয়া দেব সর্ব্ব-অন্তকারী
কৃতান্ত হইলা ক্ষান্ত; রাগে চক্ষুদ্বয়
লোহিত-বরণ, রাঙা জবাযুগ যেন!

তবে সর্ব্বদমন পরম মহাবলী
কহিতে লাগিলা, যথা পর্ব্বত-গহ্বরে
হুহুঙ্কারে কারারুদ্ধ বারি, বিদরিয়া
অচলের কর্ণ;—"যাহা কহিলা শমন,
অযথার্থ নহে কিছু। নিদারুণ বিধি
আমা সবা প্রতি বাম অকারণে সদা।
নাশিতে এ সৃষ্টি, প্রলয়ের কালে যথা
নাশেন আপনি ধাতা, বিধি মম।
কেন?—
কেন, হে ত্রিদশগণ, কিসের কারণে
সহিব এ অপমান আমরা সকলে
অমর? দিতিজ-কুল প্রতি যদি এত
স্নেহ পিতামহের, নূতন সৃষ্টি সৃজি,
দান তিনি করুন পরম ভক্তদলে।
এ সৃষ্টি, এ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—আলয়
সৌন্দর্য্যের, রত্নাগার, সুখের সদন,—
এত দিন বাহুবলে রক্ষা করি এবে
দিব কি দানবে? গরুড়ের উচ্চ নীড়
মেঘাবৃত,—খঞ্জন গঞ্জনমাত্র তার।
দেহ আজ্ঞা, দেবেশ্বর; দাঁড়াইয়া
হেথা—
এ ব্রহ্মমণ্ডলে—দেখ সবে, মুহূর্ত্তেকে,
নিমিষে নাশি এ সৃষ্টি, বিপুল, সুন্দর,
বাহুবলে,—ত্রিজগৎ লণ্ডভণ্ড করি।"

কহিতে কহিতে ভীমাকৃতি প্রভঞ্জন
নিশ্বাস ছাড়িলা রোষে। থর থর থরে
ধাতার কনক-পদ্ম আসন যে স্থলে,
(সে স্থল ব্যতীত) বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিল!
ভাঙ্গিল পর্ব্বতচূড়া; ডুবিল সাগরে
তরী; ডরে মৃগরাজ, গিরি-গুহা ছাড়ি,
পালাইল দ্রুতবেগে; গর্ভিণী রমণী
আতঙ্কে অকালে, মরি, প্রসবি মরিলা!

তবে ষড়ানন স্কন্দ, আহা, অনুপম
রূপে! হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে
পালিলা, সরসী যথা রাজহংস-শিশু,
আদরে, অমরকুল-সেনানী সুরথী,
তারকারি, রণদণ্ডে প্রচণ্ড-প্রহারী,
কিন্তু ধীর, মলয়-সমীর যেন, যবে
স্বর্ণবর্ণা উষা সহ ভ্রমেন মারুত

শিশির-মণ্ডিত ফুলবনে প্রেমামোদে ;—নীরবিলা। অগ্রসরি অম্বুরাশি-পতি
উত্তর করিলা তবে শিখীবরাসন
মৃদু স্বরে, যথা বাজে মুরারির বাঁশী,
গোপিনীর মন হরি, মঞ্জু কুঞ্জবনে ;—
"জয় পরাজয় রণে বিধির ইচ্ছায়।
তবে যদি যথাসাধ্য যুদ্ধ করি, রথী
রিপুর সম্মুখে হয় বিমুখ সুমতি
রণক্ষেত্রে, কি শরম তার ? দৈববলে
বলী যে অরি, সে যেন অভেদ্য কবচে
ভূষিত ; শতসহস্র তীক্ষ্ণতর শর
পড়ে তার দেহে, পড়ে শৈলদেহে যথা
বরিষার জলাসার। আমরা সকলে
প্রাণপণে যুঝি আজি সমরে বিরত,
এ নিমিত্তে কে ধিক্কার দিবে আমা
সবে ?
বিধির নির্ব্বন্ধ, কহ, কে পারে খণ্ডাতে ?
অতএব শুন, যম, শুন সদাগতি,
দুর্জ্জয় সমরে দোঁহে, শুন মোর বাণী,
দূর কর মনস্তাপ। তবে কহ যদি
বিধির এ বিধি কেন ? কেন প্রতিকূল
আমা সবা প্রতি হেন দেব পিতামহ ?
কি কহিব আমি—দেবকুলের কনিষ্ঠ ?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় যাঁহার ইচ্ছাক্রমে ;
অনাদি, অনন্ত যিনি, বোধাগম্য, রীতি
তাঁর যে, সেই সুরীতি। কিসের কারণে
কেন হেন করেন চতুরানন, কহ,
কে পারে বুঝিতে ? রাজা, যাহা ইচ্ছা,
করে ;
প্রজার কি উচিত বিবাদ রাজাসহ ?"
এতেক কহিয়া দেব স্কন্দ তারকারি

(বীর-কম্বুনাদে যথা) উত্তর করিলা ;—
"সম্বর, অম্বরচর, বৃথা রোষ আজি !
দেখ বিবেচনা করি, সত্য যা কহিলা
কার্ত্তিকেয় মহারথী। আমরা সকলে
বিধাতার পদাশ্রিত, অধীন তাঁহারি ;
অধীন যে জন, কহ স্বাধীনতা কোথা
সে জনের ? দাস সদা প্রভু-আজ্ঞাকারী।
দানব-দমন আজ্ঞা আমা সবা প্রতি ;
দানব-দমনে এবে অক্ষম আমরা ;—
চল যাই ধাতার সমীপে, দেবগণ !
সাগর-আদেশে সদা তরঙ্গ-নিকর
ভীষণ নিনাদে ধায়, সংহারিতে বলে
শিলাময় রোধঃ ; কিন্তু তার প্রতিঘাতে
ফাঁফর সাগর-পাশে যায় তারা ফিরি
হীনবল ! চল মোরা যাই, দেবপতি,
যথা পদ্মযোনি পদ্মাসন পিতামহ।
এ বিপুল বিশ্ব নাশে, সাধ্য কার হেন,
তিনি বিনা ? হে অন্তক বীরবর, তুমি
সর্ব্ব-অন্তকারী, কিন্তু বিধির বিধানে।
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড শোভে তব করে,
দণ্ডধর, যাহার প্রহারে ক্ষয় সদা
অমর অক্ষয়দেহ, চূর্ণ নগরাজা,
এ দণ্ডের প্রহরণ, বিধি আদেশিলে,
বাজে দেহে,—সুকোমল ফুলাঘাত
যেন,—
কামিনী হানয়ে যবে মৃদু মন্দ হাসি
প্রিয়দেহে প্রণয়িনী, প্রণয়-কৌতুকে,
ফুলশর ! তুমি, দেব, ভীম প্রভঞ্জন,
ভগ্ন তরুকুল যার ভীষণ নিশ্বাসে,

তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, বলী বিরিঞ্চির বলে
তুমি, জলস্রোতঃ যথা পর্ব্বত-প্রসাদে।
অতএব দেখ সবে করি বিবেচনা,
দেবদল! বাড়বাগ্নি-সদৃশ জ্বলিছে
কোপানল মোর মনে। এ ঘোর সংগ্রামে
ক্ষত এ শরীর, দেখ, দৈত্য-প্রহরণে,
দেবেশ, কিন্তু কি করি? এ ভৈরব পাশ,
ম্রিয়মাণ—মন্ত্রবলে মহোরগ যেন।"
তবে অলকার নাথ, এ বিশ্ব যাঁহার
রত্নাগার, উত্তরিলা যক্ষদলপতি;—
"নাশিতে ধাতার সৃষ্টি, যেমন কহিলা
প্রচেতা, কাহার সাধ্য? তবে যদি থাকে
এ হেন শকতি কারো, কেমনে সে জন,
দেব কি মানব, পারে এ কর্ম্ম করিতে
নিষ্ঠুর? কঠিন হিয়া হেন কার আছে?
কে পারে নাশিতে তোরে, জগৎজননি
বসুধে, রে ঋতুকুলরমণী, যাহার
প্রেমে সদা মত্ত ভানু, ইন্দু—ইন্দীবর
গগনের! তারা-দল যার সখী দল!
সাগর যাহারে বাঁধে রজভুজ-পাশে!
সোহাগে বাসুকি নিজ শত শিরোপরি
বসায়! রে অনন্তে, রে মেদিনি
কামিনি,
শ্যামাঙ্গি, অলক যার ভূষিতে উল্লাসে
সৃজেন সতত ধাতা ফুলরত্নাবলী
বহুবিধ! আলিঙ্গয়ে ভূধর যাহারে
দিবানিশি! কে আছয়ে, হে
দিক্‌পালগণ,
এ হেন নির্দ্দয়? রাহু শশী গ্রাসিবারে
ব্যগ্র সদা তুষ্ট, কিন্তু রাহু,—সে দানব।
আমরা দেবতা,—এ কি আমাদের
কাজ?
কে ফেলে অমূল্য মণি সাগরের জলে
চোরে ডরি? যদি প্রিয়জন যে, সে জনে,
গ্রাসে রোগ, কাটারীর ধারে গলা কাটি
প্রণয়ী-হৃদয় কি গো নীরোগে তাহারে?
আর কি কহিব আমি, দেখ ভাবি সবে!
যদিও মতের সহ মতের বিগ্রহে
(শুষ্ক কাষ্ঠ সহ শুষ্ক কাষ্ঠের ঘর্ষণে
যেমনি) জনমে অগ্নি, সত্যদেবী যাহে
জ্বালান প্রদীপ ভ্রান্তি-তিমির নাশিতে;
কিন্তু বৃথা-বাক্য-বৃক্ষে কভু নাহি ফলে
সমুচিত ফল; এ তো অজানিত নহে।
অতএব চল সবে যাই যথা ধাতা
পিতামহ। কি আজ্ঞা তোমার,
দেবপতি?"
কহিতে লাগিলা পুনঃ সুরেন্দ্র বাসব
অসুরারি; "পালিতে এ বিপুল জগত
সৃজন, হে দেবগণ, আমা সবাকার।
অতএব কেমনে যে রক্ষক, সে জন
হইবে ভক্ষক? যথা ধর্ম্ম জয় তথা।
অন্যায় করিতে যদি আরম্ভি আমরা,
সুরাসুরে বিভেদ কি থাকিবেক, কহ,
জগতে? দিতিজ-বৃন্দ অধর্ম্মেতে রত;
কেমনে, আমরা যত অদিতিনন্দন,
অমর, ত্রিদিব-বাসী, তার সুখভোগী,
আচরিব, নিশাচর আচরে যেমতি
পাপাচার? চল সবে ব্রহ্মার সদনে—
নিবেদি চরণে তাঁর এ ঘোর বিপদ!
হে কৃতান্ত দণ্ডধর, সর্ব্ব-অন্তকারি,—

হে সর্ব্বদমন, বায়ুকুলপতি, রণে
অজেয়,—হে তারকসূদন ধনুর্দ্ধারি
শিখিধ্বজ,—হে বরুণ, রিপু-ভস্মকর
শরানলে,—হে কুবের, অলকার নাথ,
পুষ্পকবাহন দেব, ভীম গদাধর,
ধনেশ,—আইস সবে যথা পদ্মযোনি
পদ্মাসনে বসেন অনাদি সনাতন।
এ মহা-সঙ্কটে, কহ, কে আর রক্ষিবে
তিনি বিনা ত্রিভুবনে এ সুর-সমাজে
তাঁহার রক্ষিত? চল বিরিঞ্চির কাছে।"
এতেক কহিয়া দেব ত্রিদিবের পতি
বাসব, স্মরিলা চিত্ররথে মহারথী।
অগ্রসরি করযোড়ে নমিলা দেবেশে
চিত্ররথ; আশীর্ব্বাদি কহিলা সুমতি
বজ্রপাণি, "এ দিক্‌পালগণ সহ আমি
প্রবেশিব ব্রহ্মপুরে; রক্ষা কর, রথি,
দেবকুলাঙ্গনা যত দেবেশ্বরী সহ।"
বিদায় মাগিয়া পুরন্দর সুরপতি
শচীর নিকটে, সহ ভীম প্রভঞ্জন,
শমন, তপন-সুত, তিমিরবিলাসী,
ষড়ানন তারকারি, দুর্জ্জয় প্রচেতা,
ধনদ অলকানাথ, প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরে—মোক্ষধাম, জগত-বাঞ্ছিত।
তবে চিত্ররথ রথী গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর
মহাবলী, দেবদত্ত শঙ্খ ধরি করে,
ধ্বনিলা সে শঙ্খবর। সে গভীর ধ্বনি
শুনিয়া অমনি তেজস্বিনী দেবসেনা
অগণ্য, দুর্ব্বার রণে, গরজি উঠিলা
চারিদিকে। লক্ষ লক্ষ অসি, নাগরাশি
উদ্‌গীরি পাবক যেন, ভাতিল আকাশে
উড়িল পতাকাচয়, হায় রে, যেমতি
রতনে রঞ্জিত-অঙ্গ বিহঙ্গম-দল!
উঠি রথে রথী দর্পে ধনু টঙ্কারিলা
চাপে পরাইয়া গুণ! ধরি গদা করে
করি-পৃষ্ঠে চড়ে কেহ, কেশরী যেমতি
চড়ে তুঙ্গ গিরি-শৃঙ্গে; কেহ আরোহিলা
(গরুড়-বাহনে যথা দেব চক্রপাণি)
অশ্ব, সদাগতি সদা বাঁধা যার পদে!
শূল হস্তে, যেন শূলী ভীষণ নাশক,
পদাতিক-বৃন্দ উঠে হুহুঙ্কার করি,
মাতি বীরমদে শুনি সে শঙ্খনিনাদ!
বাজিল গম্ভীরে বাদ্য, যার ঘোর রোল
শুনি নাচে বীর-হিয়া, ডমরুর রোলে
নাচে যথা ফণিবর—দুরন্ত দংশক—
বিষাকর; ভীরু প্রাণ বিদরে অমনি
মহাভয়ে! সুর-সৈন্য সাজিল নিমিষে
দানব-বংশের ত্রাস, রক্ষা করিবারে
স্বর্গের ঈশ্বরী দেবী পৌলোমী সুন্দরী,
আর যত সুরনারী; যথা ঘোর বনে
মহা মহীরুহ-ব্যূহ, বিস্তারিয়া বাহু
অযুত, রক্ষয়ে সবে ব্রততীর কুল,
অলকে ঝলকে যার কুসুম-রতন
অমূল জগতে, রাজ-ইন্দ্রাণী-বাঞ্ছিত।
যথা সপ্ত সিন্ধু বেড়ে সতী বসুধারে-
জগৎজননী, ত্রিদিবের সৈন্যদল
বেড়িলা ত্রিদিবদেবী অনন্ত-যৌবনা
শচীরে, সাপটি করে চন্দ্রাকার ঢাল,
অসি, অগ্নিশিখা যেন;—শত প্রতিসরে
বেড়িলা সুচন্দ্রাননে চতুস্কন্ধ দল।
তবে চিত্ররথ রথী, সৃজি মায়াবলে

কনক-সিংহ-আসন, অতুল, অমূল,
জগতে, যুড়িয়া কর, কহিলা প্রণমি
পৌলোমীরে, "এ আসনে বসুন মহিষি,
দেবকুলেশ্বরি ; যথাসাধ্য, আমি দাস,
দেবেন্দ্র-অভাবে, রক্ষা করিব তোমারে।"
বসিলা কনকাসনে বাসব-বাসনা
মৃগাক্ষী। হায় রে মরি, হেরি ও বদন
মলিন, কাহার হিয়া না বিদরে আজি ?
কার রে না কাঁদে, প্রাণ শরদের শশি,
হেরি তোরে রাহু-গ্রাসে ? তোরে রে নলিনি,
বিষণ্ণবদনা, যবে কুমুদিনী-সখী
নিশি আসি ভানুপ্রিয়ে, নাশে সুখ তোর !
হেরি ইন্দ্রাণীরে যত সুচারুহাসিনী
দেবকামিনী সুন্দরী, আসি উতরিলা
মৃদুগতি। আইলেন ষষ্ঠী মহাদেবী—
বঙ্গকুলবধূ যাঁরে পূজে মহাদরে,
মঙ্গলদায়িনী ; আইলেন মা শীতলা,
দুরন্ত বসন্ততাপে তাপিত শরীর
শীতল প্রসাদে যাঁর—মহাদয়াময়ী
ধাত্রী ; আইলেন দেবী মনসা, প্রতাপে
যাঁহার ফণীন্দ্র ভীত ফণিকুলসহ,
পাবক নিস্তেজ যথা বারি-ধারা-বলে ;
আইলেন সুবচনী—মধুর-ভাষিণী ;
আইলেন যক্ষেশ্বরী মুরজা সুন্দরী ;
কুঞ্জরগামিনী ; আইলেন কামবধূ
রতি, হায় ! কেমনে বর্ণিব অল্পমতি
আমি ও রূপ-মাধুরী—ও স্থির-যৌবন,
যার মধুপানে মত্ত স্মর মধুসখা
নিরবধি ? আইলেন সেনা সুলোচনা,
সেনানীর প্রণয়িনী—রূপবতী সতী !
আইলা জাহ্নবীদেবী—ভীষ্মের জননী ;
কালিন্দী আনন্দময়ী, যাঁর চারু কূলে
রাধাপ্রেম-ডোরে-বাঁধা রাধানাথ, সদা
ভ্রমেন, মরাল যথা নলিনী-কাননে !
আইলা মুরলা সহ তমসা বিমলা—
বৈদেহীর সখী দোঁহে ;—আর কব কত ?
অগণ্য সুরসুন্দরী, ক্ষণপ্রভা-সম
প্রভায়, সতত কিন্তু অচপলা যেন
রত্নকান্তিছটা, আসি বসিলা চৌদিকে ;
যথা তারাবলী বসে নীলাম্বরতলে
শশী সহ, ভরি ভব কাঞ্চন-বিভাসে !
বসিলেন দেবীকুল শচীদেবী সহ
রতন-আসনে ; হায়, নীরব গো আজি
বিষাদে ! আইলা এবে বিদ্যাধরী-দল।
আইলা উর্ব্বশী দেবী,—ত্রিদিবের শোভা,
ভব-ললাটের শোভা শশিকলা যথা
আভাময়ী। কেমনে বর্ণিব রূপ তব,
হে ললনে, বাসবের প্রহরণ তুমি
অব্যর্থ ! আইলা চারু চিত্রলেখা সখী,
বিশালাক্ষী যথা লক্ষ্মী—মাধব-রমণী।
আইলেন মিশ্রকেশী,—যাঁর কেশ, তব,
হে মদন, নাগপাশ—অজেয় জগতে।
আইলেন রম্ভা,—যাঁর উরুর বর্ত্তুল
প্রতিকৃতি ধরি, বনবধূ বিধুমুখী
কদলীর নাম রম্ভা, বিদিত ভুবনে।
আইলেন অলম্বুষা, মহা লজ্জাবতী
যথা লতা লজ্জাবতী কিন্তু (কে না জানে ?)

অপাঙ্গে গরল,—বিশ্ব দহে গো যাহাতে
আইলেন মেনকা ; হে গাধির নন্দন,
অভিমানি, যার প্রেমরস-বরিষণে
নিবারিলা পুরন্দর তপ-অগ্নি তব,
নিবারয়ে মেঘ যথা আসার বরষি
দাবানল। শত শত আসিয়া অপ্সরী,
নতভাবে ইন্দ্রাণীরে নমি, দাঁড়াইলা
চারিদিকে ; যথা যবে,—হায় রে, স্মরিলে
ফাটে বুক !—ত্যজি ব্রজ ব্রজ-কুলপতি
অক্রূরের সহ চলি গেলা মধুপুরে,—
শোকিনী গোপিনীদল যমুনা-পুলিনে,
বেড়িল নীরবে সবে রাধা বিলাপিনী।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে ব্রহ্মপুরী-তোরণ নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

হেথা তুরাসাহ সহ ভীম প্রভঞ্জন—
বায়ুকুল-ঈশ্বর,—প্রচেতাঃ পরন্তপ,
দণ্ডধর মহারথী—তপন-তনয়,—
যক্ষদল-পতি দেব অলকার নাথ,
সুরসেনানী শূরেন্দ্র,—প্রবেশ করিলা
ব্রহ্মপুরী। এড়াইয়া কাঞ্চন-তোরণ
হিরণ্ময়, মৃদুগতি চলিলা সকলে,
পদ্মাসনে পদ্মযোনি বিরাজেন যথা
পিতামহ। সুপ্রশস্ত স্বর্ণপথ দিয়া
চলিলা দিক্পাল-দল পরম হরষে।
দুই পাশে শোভে হৈম তরুরাজী, তাহে
মরকতময় পাতা, ফুল রত্ন-মালা,
ফল,—হায়, কেমনে বর্ণিব ফলছটা ?
সে সকল তরুশাখা-উপরে বসিয়া
কলস্বরে গান করে পিকবরকুল
বিনোদি বিধির হিয়া ! তরুরাজী-মাঝে
শোভে পদ্মরাগমণি-উৎস শত শত
বরষি অমৃত, যথা রতির অধর
বিম্বময়, বর্ষে, মরি, বাক্য-সুধা, তুষি
কামের কর্ণকুহর ! সুমন্দ সমীর—
সহ গন্ধ,—বিরিঞ্চির চরণ-যুগল-
অরবিন্দে জন্ম যার—বহে রনুক্ষণ
আমোদে পূরিয়া পুরী ! কি ছার ইহার
কাছে বনস্থলীর নিশ্বাস, যবে আসি
বসন্তবিলাসী, আলিঙ্গয়ে কামে মাতি
সে বনসুন্দরী, সাজাইয়া তার তনু
ফুল-আভরণে ! চারি দিকে দেবগণ
হেরিলা অযুত হর্ম্ম্য, রম্য, প্রভাকর,
সুমেরু নগেন্দ্র যথা—অতুল জগতে !
সে সদনে করে বাস ব্রহ্মপুরবাসী,

রমার রম-উরসে যথা শ্রীনিবাস
মাধব ! কোথায় কেহ কুসুম-কাননে,
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে,
গাইছে মধুর গীত ; কোথায় বা কেহ
ভ্রমে, সদানন্দ সম সদানন্দ মনে
মঞ্জু কুঞ্জে, বহে যথা পীযূষ-সলিলা
নদী, কল কল রব করি নিরবধি,
পরি বক্ষস্থলে হেম-কমলের দাম ;—
নাচে সে কনক-দাম মলয়-হিল্লোলে,
উর্ব্বশীর বক্ষে যথা মন্দারের মালা,
যবে নৃত্য-পরিশ্রমে ক্লান্ত সীমন্তিনী
ছাড়েন নিশ্বাস ঘন, পূরি সুসৌরভে
দেব-সভা ! কাম—হায়, বিষম অনল
অন্তরিত !—হৃদয় যে দহে, যথা দহে
সাগর বাড়বানল ! ক্রোধ বাতময়,
উথলে যে শোণিত তরঙ্গ ডুবাইয়া
বিবেক ! দুরন্ত লোভ—বিরাম-নাশক,
হায় রে, গ্রাসক যথা কাল, তবু সদা
অশনায় পীড়িত ! মোহ—কুসুম-ডোর,
কিন্তু তোর শৃঙ্খল, রে ভব-কারাগার,
দৃঢ়তর ! মায়ার অজেয় নাগপাশ !
মদ—পরমত্তকারী, হায়, মায়া-বায়ু,
কাঁপায় যে হৃদয়, কুরস যথা দেহ
রোগীর ! মাৎসর্য্য—যার সুখ পরদুখে.
গরলকণ্ঠ !—এ সব দুষ্ট রিপু, যারা
প্রবেশি জীবনফুলে, কীট যেন, নাশে
সে ফুলের অপরূপ রূপ, এ নগরে
নারে প্রবেশিতে, যথা বিষাক্ত ভুজগ
মহৌষধাগারে। হেথা জিতেন্দ্রিয় সবে,
ব্রহ্মার নিসর্গধারী, নদচয় যথা
লভয়ে ক্ষীরতা বহি ক্ষীরোদ সাগরে !
হেরি সুনগর-কান্তি, ভ্রান্তিমদে মাতি,
ভুলিলা দেবেশদল মনের বেদনা
মহানন্দে ! ফুলবনে প্রবেশিয়া, কেহ
তুলিলা সুবর্ণফুল ; কেহ, ক্ষুধাতুর,
পাড়িয়া অমৃতফল ক্ষুধা নিবারিলা ;
কেহ পান করিলা পীযূষ-মধু সুখে ;
সঙ্গীত-তরঙ্গে কেহ, কেহ রঙ্গে ঢালি
মনঃ, হৈম-তরুমূলে নাচিয়া কৌতুকে !
এইরূপে দেবগণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে
উতরিলা বিরিঞ্চির মন্দির-সমীপে
স্বর্ণময় ; হীরকের স্তম্ভ সারি সারি
শোভিছে সম্মুখে, দেবচক্ষু যার আভা
ক্ষণ সহিতে অক্ষম ! কে পারে বর্ণিতে
তাঁহার সদন, বিশ্বম্ভর সনাতন
যনি ? কিম্বা কি আছে গো এ ভবমণ্ডলে
যার সহ তাহার তুলনা করি আমি ?
মানব-কল্পনা কভু পারে কি কল্পিতে
ধাতার বৈভব—যিনি বৈভবের নিধি ?
দেখিলেন দেবগণ মন্দির-দুয়ারে
বসি সুকনকাসনে বিশদ-বসনা
ভক্তি—শক্তি-কুলেশ্বরী, পতিত-পাবনী,
মহাদেবী। অমনি দিক্‌পাল-দল নমি
সাষ্টাঙ্গে, পূজিলা মার রাঙা পা দুখানি !
"হে মাতঃ,"—কহিলা ইন্দ্র
কৃতাঞ্জলিপুটে,—
"হে মাতঃ, তিমিরে যথা বিনাশেন উষা,
কলুষনাশিনী তুমি ! এ ভবসাগরে
তুমি না রাখিলে, হায়, ডুবে গো সকলে
অসহায় ! হে জননি, কৈবল্যদায়িনি,

কৃপা কর আমা সবা প্রতি—দাস তব।"
শুনি বাসবের স্তুতি, ভক্তি শক্তীশ্বরী
আশীষ করিলা দেবী যত দেবগণে
মৃদু হাসি ; পাইলেন দিব্য চক্ষু সবে।
অপর আসনে পরে দেখিলা সকলে
দেবী আরাধনা,—ভক্তিদেবীর সজনী,
একপ্রাণা দোঁহে। পুনঃ সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
কহিতে লাগিলা শচীকান্ত কৃতাঞ্জলি-
পুটে,—"হে জননি, যথা আকাশমণ্ডলী
নিনাদবাহিনী, তথা তুমি, শক্তীশ্বরি,
বিধাতার কর্ণমূলে বহ গো সতত
সেবক-হৃদয়-বাণী। আমা সবা প্রতি
দয়া কর, দয়াময়ি, সদয় হইয়া।"
শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, দেবী আরাধনা—
প্রসন্নবদনা মাতা—ভক্তি পানে চাহি,—
চাহে যথা সূর্য্যমুখী রবিচ্ছবি পানে—
কহিলা,—"আইস,ওগো সখি বিধুমুখি,
চল যাই লইয়া দিক্‌পাল-দলে যথা
পদ্মাসনে বিরাজেন ধাতা; তোমা বিনা
এ হৈম কপাট, সখি, কে পারে
খুলিতে ?"
"খুলি এ কপাট আমি বটে ; কিন্তু,
সখি,"
(উত্তর করিলা ভক্তি) "তোমা বিনা
বাণী
কার শুনি, কর্ণদান করেন বিধাতা ?
চল যাই, হে সজনি, মধুর-ভাষিণি,—
খুলিব দুয়ার আমি ; সদয় হৃদয়ে,
অবগত করাও ধাতারে, কি কারণে
আসি উপস্থিত হেথা দেবদল, তুমি।"

তবে ভক্তি দেবীশ্বরী, সহ আরাধনা
অমৃত-ভাষিণী, লয়ে দেবপতিদলে
প্রবেশিলা মন্দগতি ধাতার মন্দিরে
নতভাবে। কনক-কমলাসনে তথা
দেখিলেন দেবগণ স্বয়ম্ভু লোকেশে !
শত শত ব্রহ্ম-ঋষি বসেন চৌদিকে,
মহাতেজা, তেজোগুণে জিনি দিননাথে,
কাঞ্চন-কিরীট শিরে। প্রভা
আভাময়ী,—
মহারূপবতী সতী,—দাঁড়ান সম্মুখে—
যেন বিধাতার হাস্যাবলী মূর্ত্তিমতী !
তাঁর সহ দাঁড়ান সুবর্ণবীণা কর
বীণাপণি, স্বরসুধা-বর্ষণে বিনোদি
ধাতার হৃদয়, যথা দেবী মন্দাকিনী
কলকল-রবে সদা তুষেন অচল-
কুল-ইন্দু হিমাচলে—মহানন্দময়ী !
শ্বেতভুজা, শ্বেতাব্জে বিরাজে পা দুখানি,
রক্তোৎপলদল যেন মহেশ-উরসে ;—
জগৎ-পূজিতা দেবী—কবিকুল-মাতা !
হেরি বিরিঞ্চির পাদ-পদ্ম সুরদল,
অমনি শচী-রমণ সহ পঞ্চজন—
নমিলা সাষ্টাঙ্গে। তবে দেবী আরাধনা
জুড়ি কর কলস্বরে কহিতে লাগিলা ;—
"হে ধাতঃ, জগত-পিতঃ, দেব সনাতন,
দয়াসিন্ধু !সুন্দ-উপসুন্দাসুর বলী,
দলি আদিতেয়-দলে বিষম সংগ্রামে,
বসিয়াছে দেবাসনে পামর দেবারি,
লণ্ডভণ্ড করি স্বর্গ,—দাবানল যথা
বিনাশে কুসুমে, পশি কুসুম-কাননে,
সর্ব্বভুক ! রাজ্যচ্যুত, পরাভূত রণে,

তোমার আশ্রয় চায় নিরাশ্রয় এবে
দেবদল,—নিদাঘার্ত্ত পথিক যেমতি
তরুবর-পাশে আসে আশ্রয়-আশায়।—
হে বিভো, জগৎ-যোনি, অযোনি আপনি,
জগদন্ত নিরন্তক, জগতের আদি,
অনাদি! হে সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বজ্ঞ, কে জানে
মহিমা তোমার? হায়, কাহার রসনা,—
দেব কি মানব,—গুণকীর্ত্তনে তোমার
পারক? হে বিশ্বপতি, বিপদের জালে
বদ্ধ দেবকুলে, দেব, উদ্ধার গো আজি।"
এতেক নিবেদি তবে দেবী আরাধনা
নীরব হইলা, নমি ধাতার চরণে
কৃতাঞ্জলিপুটে। শুনি দেবীর বচন—
কি ছার তাহার কাছে কাকলী-লহরী
মধুকালে?—উত্তর করিলা সনাতন-
ধাতা; "এ বারতা, বৎসে, অবিদিত নহে।
সুন্দ-উপসুন্দাসুর দৈব-বলে বলী;
কঠোর তপস্যাফলে অজেয় জগতে।
কি অমর কিবা নর সমরে দুর্ব্বার
দোঁহে! ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ নাহি
নিবারিতে এ দানবদ্বয়ে। বায়ু-সখা
সহ বায়ু আক্রমিলে কানন, তাহারে
কে পারে রোধিতে, কার পরাক্রম হেন?"—
এতেক কহিলা দেব দেব-প্রজাপতি।
অমনি করিয়া পান ধাতার বচন-
মধু, ব্রহ্ম-পুরী সুখতরঙ্গে ভাসিল!
শোভিলা উজ্জ্বলতরে প্রভা আভাময়ী,
বিশাল-নয়না দেবী। অখিল জগত
পূরিল সুপরিমলে, কমল-কাননে
অযুত কমল যেন সহসা ফুটিয়া
দিল পরিমল-সুধা সুমন্দ অনিলে!
যথায় সাগর-মাঝে প্রবল পবন
বলে ধরি পোত, হায়, ডুবাইতেছিলা
তারে, শান্তি-দেবী তথা উতরি সত্বরে,
প্রবোধি মধুর ভাষে, শান্তিলা মারুতে।
কালের নশ্বর শ্বাস-অনলে যেখানে
ভস্মময় জীবকুল (ফুলকুল যথা
নিদাঘে) জীবনামৃত-প্রবাহ সেখানে
বহিল, জীবনদান করি জীবকুলে,
নিশির শিশির-বিন্দু সরসে যেমতি
প্রসূন, নীরস, মরি, নিদাঘ-জ্বলনে!
প্রবেশিলা প্রতি গৃহে মঙ্গল-দায়িনী
মঙ্গলা! সুশস্যে পূর্ণা হাসিলা বসুধা;
প্রমোদে মোদিল বিশ্ব বিস্ময় মানিয়া!
তবে ভক্তি শক্তীশ্বরী, সহ আরাধনা,
প্রফুল্লবদনা যথা কমলিনী, যবে
ত্বিষাম্পতি দিননাথ তাড়াই তিমিরে,
কনক-উদয়াচলে আসি দেন দেখা;
লইয়া দিক্‌পালদলে; যথাবিধি পূজি
পিতামহে, বাহিরিলা ব্রহ্মালয় হতে!
"হে বাসব," কহিলেন ভক্তি মহাদেবী,
"সুরেন্দ্র, সতত রত থাক ধর্ম্মপথে।
তোমার হৃদয়ে, যথা রাজেন্দ্র-মন্দিরে
রাজলক্ষ্মী, বিরাজিব আমি হে সতত।"

"বিধুমুখী সখী মম ভক্তি শক্তীশ্বরী,"
কহিলেন আরাধনা মৃদু মন্দ হাসি,
"বিরাজেন যদি সদা তোমার হৃদয়ে,
শচীকান্ত, নিতান্ত জানিও আমি তব
বশীভূতা ! শশী যথা, কৌমুদী সেখানে।
মণি, আভা, একপ্রাণা ; লভ এ রতনে,
অযতনে আভা লাভ করিবে, দেবেশ !
কালিন্দীরে পান সিন্ধু গঙ্গার সঙ্গমে।"
বিদায় হইলা তবে সুরদল, সেবি
দেবীদ্বয়ে। পরে সবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
উতরিলা পুনঃ যথা পীযূষ-সলিল
বহে নিরবধি নদী কলকল কলে—
সুবর্ণ-তটিনী ; যথা অমরী-ব্রততী,
অমর সুতরুকুল ; স্বর্ণকান্তি ধরি
ফুলকুল ফোটে নিত্য সুনিকুঞ্জবনে
ভরি সুসৌরভে দেশ। হৈম বৃক্ষমূলে,
রঞ্জিত কুসুম-রাগে, বসিলেন সবে।
কহিলা বাসব তবে ঈষৎ হাসিয়া,
"দিতিজ-ভুজ-প্রতাপে, রণ পরিহরি,
আইলাম আমা সবে ধাতার সমীপে
ধায়ে রড়ে,—বিধির বিধান বোধাগম !
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য নাহি পথ ; কহ,
কি বুঝ সঙ্কেত-বাক্যে, কহ, দেবগণ ?
বিচার করহ সবে ; সাবধানে দেখ
কি মর্ম্ম ইহার ! দুধে জল যদি থাকে,
তবু রাজহংসপতি পান করে তারে,
তেয়াগিয়া তোয়ঃ ! কে কি বুঝ, কহ, শুনি।"
উত্তর করিলা যম; "এ বিষয়ে, দেব
দেবেন্দ্র, স্বীকারি আমি নিজ অক্ষমতা।
বাহু-পরাক্রমে কর্ম্ম নির্ব্বাহ যেখানে,
দেবনাথ, সেথা আমি। তোমার প্রসাদে
এই যে প্রচণ্ড দণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডনাশক,
শিখেছি ধরিতে এরে ; কিন্তু নাহি জানি
চালাইতে লেখনী, পশিতে শব্দার্ণবে
অর্থরত্ন লোভে—যেন বিদ্যার ধীবর।"
"আমিও অক্ষম যম-সম"—উত্তরিলা
প্রভঞ্জন; "সাধিবারে তোমার এ কাজ
বাসব ! করীর কর যথা, পারি আমি
উপাড়িতে তরুবর, পাষাণ চূর্ণিতে,
চিরধীর শৃঙ্গধরে বজ্রসম চোটে
অধীরিতে ; কিন্তু নারি তুলিতে বাছিয়া
এ সূচি, হে নমুচিসূদন শচীপতি !"
উত্তর করিলা তবে স্কন্দ তারকারি
মৃদুস্বরে ;—"দেহ, ওহে দেবকুলপতি,
দেহ অনুমতি মোরে, যাই আমি যথা
বসে সুন্দ উপসুন্দ,—দুরন্ত অসুর।
যুদ্ধার্থে আহ্বানি গিয়া ভাই দুই জনে।
শুনি মোর শঙ্খধ্বনি রুষিবে অমনি
উভয় ; কহিব আমি—'তোমাদের মাঝে
বীরশ্রেষ্ঠ বীর যে, বিগ্রহ দেহ আসি।'
ভাই ভাই বিরোধ হইবে এ হইলে।
সুন্দ কহিবেক আমি বীর-চূড়ামণি ;
উপসুন্দ এ কথায় সায় নাহি দিবে
অভিমানে। কে আছে গো, কহ, দেবপতি,
রথিকুলে, স্বীকারে যে আপন নূনতা ?
ভাই ভাই বিবাদ হইলে, একে একে
বধিব উভয়ে আমি বিধির প্রসাদে
বধে যথা বারণারি বারণ-ঈশ্বরে।"

শুনি সেনানীর বাণী, ঈষৎ হাসিয়া
কহিতে লাগিলা দেব যক্ষকুল-রাজা
ধনেশ ;—"যা কহিলেন হৈমবতীসুত,
কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।
কে না জানে ফণী সহ বিষ চিরবাসী ?
দংশিলে ভুজঙ্গ, বিষ-অশনি অমনি
বায়ুগতি পশে অঙ্গে—দুর্ব্বার অনল।
যথায় যুঝিবে সুন্দাসুর দুষ্টমতি,
নিষ্কোষিবে অসি তথা উপসুন্দ বলী
সহকারী ; উভয়ের বিক্রম উভয়।
বিশেষতঃ কূট-যুদ্ধে দৈত্যদল রত।
পাইলে একাকী তোমা, হে উমাকুমার,
অবশ্য অন্যায়যুদ্ধ করিবে দানব
পাপাচার। বৃথা তুমি পড়িবে সঙ্কটে,
বীরবর ! মোর বাণী শুন, দেবপতি
মহেন্দ্র ! আদেশ মোরে, ধনজালে বেড়ি
বধি আমি—যথা ব্যাধ বধয়ে শার্দ্দূল,
আনায়-মাঝারে তারে আনিয়া
কৌশলে—
এ দুষ্ট দনুজ দোঁহে ! অবিদিত নহে,
বসুমতী সতী মম বসু-পূর্ণাগার,
যথা পঙ্কজিনী ধনী ধরয়ে যতনে
কেশর,—মদন-অর্ঘ। বিবিধ রতন—
তেজঃপুঞ্জ, নয়নরঞ্জন, রাশি রাশি,
দেহ আজ্ঞা, দেব, দানকরি দানবেরে।
করি দান সুবর্ণ—উজ্জ্বল-বর্ণ, সহ
রজত, সুশ্বেত যথা দেবী শ্বেতভুজা।
ধনলোভে উন্মত্ত উভয় দৈত্যপতি,
অবশ্য বিবাদ করি মরিবে অকালে—
মরিল যেমতি দ্বন্দ্বি, হায়, মন্দমতি,
সহ সুপ্রতীক ভ্রাতা, লোভী
বিভাবসু !"
উত্তর করিলা তবে জলের বরুণ
পাশী ;—"যা কহিলে সত্য,
যক্ষকুলপতি !
অর্থে লোভ ; লোভে পাপ ; পাপ—
নাশকারী।
কিন্তু ধন কোথা এবে পাবে, ধনপতি ?
কোথা সে বসুধা শ্যামা, সু-বসুধারিণী
তোমার ? ভুলিলে কি গো, আমরা
সকলে
দীন, পত্রহীন তরু হিমানীতে যথা,
আজি ! আর আছে কি গো সে সব
বিভব ?
আর কি—কি কাজ কিন্তু এ মিছা
বিলাপে ?
কহ, দেবকুলনিধি, কি বিধি তোমার ?"
কহিতে লাগিলা তবে দেব পুরন্দর
অসুরারি ;—"ভাসি আমি অজ্ঞাত
সলিলে
কর্ণধার, ভাবনায় চিন্তায় আকুল,
নাহি দেখি অনুকূল কূল কোন দিকে।
কেমনে চালাব তরী বুঝিতে না পারি !
কেমনে হইব পার অপার সাগর ?
শূন্যতূণ আমি আজি এ ঘোর সমরে।
বজ্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণ মম প্রহরণ যত,
তা সকলে নিবারিল এ কাল সংগ্রামে
অসুর। যখন দুষ্ট ভাই দুই জন
আরম্ভিলা তপঃ, আমি পাঠানু যতনে
সুকেশিনী উর্ব্বশীরে ; কিন্তু দৈববলে

বিফলবিভ্রমা বালা লজ্জায় ফিরিল,—
গিরিদেহে বাজি যথা রাজীব ! সতত
অধীর সুধীর ঋষি যে মধুর হাসে,
শোভিল সে বৃথা, হায়, সৌদামিনী যথা
অন্ধজন প্রতি শোভে বৃথা প্রজ্বলনে !
যে কেশে নিগড় সদা গড়ে রতিপতি ;
যেঅপাঙ্গ-বিষানলে জ্বলেদেব-হিয়া ;—
নারিল সে কেশপাশ বাঁধিতে দানবে !
বিফল সে বিষানল, হলাহল যথা
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠদেশে ! কি আর কহিব,
বৃথা মোরে জিজ্ঞাসহ, জলদলপতি !"
এতেক কহিয়া দেব দেবেন্দ্র বাসব
নীরবিলা, আহা, মরি, নিশ্বাসি বিষাদে !
বিষাদে নীরব দেখি পৌলোমীরঞ্জনে,
মৌনভাবে বসিলেন পঞ্চ দেবরথী।
হেন কালে—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-
মণ্ডলে ?—
হেন কালে অকস্মাৎ হইল দৈববাণী।
"আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়,—অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, তিল তিল সবা হইতে লইয়া,
সৃজ এক প্রমদারে—ভব-প্রমোদিনী।
তা হতে হইবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি।"
তবে দেবপতি, শুনি আকাশ-সম্ভবা
ভারতী, পবন পানে চাহিয়া কহিলা,
"যাও তুমি, আন হেথা, বায়ুকুল-রাজা,
অবিলম্বে বিশ্বকর্ম্মা, শিল্পীকুলরাজে !"
শুনি দেবেন্দ্রের বাণী; অমনি তখনি
প্রভঞ্জন শূন্যপথে উড়িলা সুমতি
আশুগ ;—কাঁপিল বিশ্ব থর থর করি
আতঙ্কে, প্রমাদ গণি অস্থির হইলা
জীবকুল, যথা যবে প্রলয়ের কালে,
টঙ্কারি পিনাক রোষে পিনাকী ধূর্জ্জটি
বিশ্বনাশী পাশুপত ছাড়েন হুঙ্কারে।
চলি গেলা পবন, পবনবেগে দেব
শূন্যপথে। হেথা ব্রহ্মপুরে পঞ্চজন
ভাসিলা—মানস-সরে রাজহংস যথা—
আনন্দ-সলিলে সদানন্দের সদনে !
যে যাহা ইচ্ছিলা তাহা পাইলা তখনি।
যে আশা, এ ভবমরুদেশে মরীচিকা,
ফলবতী নিরবধি বিধির আলয়ে !
মাগিলেন সুধা শচীকান্ত শান্তমতি ;
অমনি সুধালহরী বহিল সম্মুখে
কলরবে। চাহিলেন ফল জলপতি ;
রাশি রাশি ফল আসি সুবর্ণ-বরণ
পড়িল চৌদিকে। যাচিলেন ফুল দেব-
সেনানী ; অযুত ফুল, স্তবকে স্তবকে,
বেড়িল শূরেন্দ্রে যথা চন্দ্রে তারাবলী।
রত্নাসন মাগি তাহে বসিলা কুবের—
মণিময় শেষের অশেষ দেহোপরি
শোভিলেন যেন পীতাম্বর চিন্তামণি।
ভ্রমিতে লাগিলা যম মহাহৃষ্টমতি,
যথা শরদের কালে গগনমণ্ডলে,
পবন-বাহনারোহী, ভ্রমে কুতূহলী
মেঘেন্দ্র, রজনীকান্ত রজঃকান্তি হেরি,
হেরি রত্নাকারা তারা,—সুখে মন্দগতি !
এড়াইয়া ব্রহ্মপুরী, বায়ুকুল-রাজা
প্রভঞ্জন, বায়ুবেগে চলিলেন বলী

যথায় বসেন বিশ্বোপান্তে মহামতি
বিশ্বকর্ম্মা। বাতাকারে উড়িলা স্বরথী
শূন্যপথে, উথলিয়া নীলাম্বর যেন
নীল অম্বুরাশি। কত দূরে ত্বিষাম্পতি
দিনকান্ত রবিলোকে অস্থির হইলা
ভাবি দুষ্ট রাহু বুঝি আইল অকালে
মুখ মেলি। চন্দ্রলোকে রোহিণীবিলাসী
সুধানিধি, পাণ্ডুবর্ণ আতঙ্কে স্মরিয়া
দুরন্ত বিনতাসুতে,—সুধা-অভিলাষী!
মুদিলা নয়ন হৈম তারাকুল ভয়ে,
ভৈরব দানবে হেরি যথা বিদ্যাধরী,
পঙ্কজিনী তমঃপুঞ্জে; বাসুকির শিরে
কাঁপিলা ভীরু বসুধা; উঠিলা গর্জ্জিয়া
সিন্ধু, দ্বন্দ্বে রত সদা চির-বৈরী হেরি;—
সাজিল তরঙ্গ-দল রণ-রঙ্গে মাতি।
এ সবে পশ্চাতে রাখি আঁখির নিমিষে
চলি গেলা আশুগতি। ঘন ঘনাবলী
ধায় আগে রড়ে ঝড়ে, ভূত-দল যথা
ভূতনাথ সহ। একে একে পার হয়ে
সপ্ত অব্ধি, চলিলা মরুৎকুলনিধি
অবিশ্রান্ত, ক্লান্তি, শান্তি, সবে অবহেলি
চলে যথা কাল। কত দূরে যমপুরী
ভয়ঙ্করী দেখিলেন ভীম সদাগতি।
কোন স্থলে হিমানীতে কাঁপে থরথরি
পাপি-প্রাণ, উচ্চৈঃস্বরে বিলাপি
দুর্ম্মতি;—
কোন স্থলে কালাগ্নেয়-প্রাচীর-বেষ্টিত
কারাগারে জ্বলে কেহ হাহাকার রবে
নিরবধি; কোথাও বা ভীম-মূর্ত্তি-ধারী
যমদূত প্রহারয়ে চণ্ড দণ্ড শিরে
অদয়; কোথাও শত শকুনি-মণ্ডলী
বজ্রনখা, বিদারিয়া বক্ষঃ মহাবলে,
ছিন্ন-ভিন্ন করে অন্ত্র; কোথাও বা কেহ,
তৃষায় আকুল, কাঁদে বসি নদী-তীরে,
করিয়া শত মিনতি বৈতরণী-পদে
বৃথা,—না চাহেন দেবী দুরাত্মার পানে,
তপস্বিনী ধনী যথা—নয়নরমণী—
কভু নাহি কর্ণদান করে কামাতুরে—
জিতেন্দ্রিয়া! কোথাও বা হেরি, লক্ষ লক্ষ
উপাদেয় ভক্ষ্যদ্রব্য, ক্ষুধাতুর প্রাণী
মাগে ভিক্ষা ভক্ষণ—রাজেন্দ্র-দ্বারে যথা
দরিদ্র,—প্রহরী-বেত্র-আঘাতে শরীর
জরজর। সতত অগণ্য প্রাণিগণ
আসিতেছে দ্রুতগতি চারিদিক হতে,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসে যথা পতঙ্গের দল
দেখি অগ্নিশিখা,—হায়, পুড়িয়া
মরিতে।
নিস্পৃহ এ লোকে বাস করে লোক যত।
হায় রে, যে আশা আসি তেযে
সর্ব্বজনে
জগতে, এ দুরন্ত অন্তকপুরে গতি-
রোধ তার! বিধাতার এই সে বিধান।
মরুস্থলে প্রবাহিণী কভু নাহি বহে।
অবিরামে কাটে কীট; পাবক না নিবে।
শত-সিন্ধু-কোলাহল জিনি, দিবানিশি,
উঠয়ে ক্রন্দনধ্বনি—কর্ণ বিদরিয়া।
হেরি শমনের পুরী, বিস্ময় মানিয়া
চলিলা জগৎপ্রাণ পুনঃ দ্রুতগতি
যথায় বসেন দেব-শিল্পী। কতক্ষণে
উত্তরমেরুতে বীর উতরিলা আসি।

অদূরে শোভিল বিশ্বকর্ম্মার সদন।
ঘন ঘনাকার ধূম উড়ে হর্ম্ম্যোপরি,
তাহার মাঝারে হৈম গৃহাগ্র অযুত
জ্যোতে, বিদ্যুতের রেখা অচঞ্চল যেন
মেঘাবৃত আকাশে, বা বাসবের ধনু
মণিময়! প্রবেশিয়া পুরী বায়ুপতি
দেখিলেন চারিদিকে ধাতু রাশি রাশি
শৈলাকার; মূর্ত্তিমান্ দেব বৈশ্বানরে।
পাই সোহাগায়, সোণা গলিছে সোহাগে
প্রেম-রসে; বাহিরিছে রজত গলিয়া
পুটে, বাহিরায় যথা বিমল-সলিল-
প্রবাহ, পর্ব্বত-সানু উপরি যাহারে
পালে কাদম্বিনী ধনী; লৌহ, যার তনু
অক্ষয়, তাপিলে অগ্নি, মহারাগে ধাতু
জ্বলে অগ্নিসম তেজ, অগ্নিকুণ্ডে পড়ি
পুড়িছে, বিষম জ্বালা যেন ঘৃণা করি,—
নীরবে শোকাগ্নি যথা সহে বীর-হিয়া।
কাঞ্চন-আসনে বসি বিশ্বকর্ম্মা দেব,
দেব-শিল্পী, গড়িছেন অপূর্ব্ব গড়ন,
হেন কালে তথায় আইলা সদাগতি।
হেরি প্রভঞ্জনে দেব অমনি উঠিয়া
নমস্কারি বসাইলা রত্ন-সিংহাসনে!
"আপন কুশল কহ, বায়ুকুলেশ্বর,"
কহিতে লাগিলা বিশ্বকর্ম্মা,—"কহ, বলি,
স্বর্গের বারতা। কোথা দেবেন্দ্র
কুলিশী?
কি কারণে, সদাগতি, গতি হে তোমার
এ বিজন দেশে? কহ, কোন্ বরাঙ্গনা
দেবী কি মানবী—এবে ধরিয়াছে
তোমা,
পাতি পীরিতের ফাঁদ? কহ, যত চাহ,
দিব আমি অলঙ্কার,—অতুল জগতে!
এই দেখ নূপুর; ইহার বোল শুনি
বীণাপাণি-বীণা, দেব, ছিন্ন-তার,
খেদে!
এই দেখ সুমেখলা; দেখি ভাব মনে,
বিশাল নিতম্ববিম্বে কি শোভা ইহার!
এই দেখ মুক্তাহার; হেরিলে ইহারে
উরজ-কমলযুগ মাঝারে, মনোজ
মজে গো আপনি! এই দেখ, দেব,
সিঁথি;
কি ছার ইহার কাছে, ওরে নিশীথিনি,
তোর তারাময় সিঁথি! এই যে কঙ্কণ
খচিত রতনবৃন্দে, দেখ, গন্ধবহ।
প্রবাল-কুণ্ডল এই দেখ, বীরমণি;—
কি ছার ইহার কাছে বনস্থলী-কানে
পলাশ,—রমণী-মনোরমণ ভূষণ?
আর আর আছে যত, কি কব
তোমারে!"
হাসিয়া হাসিয়া যদি এতেক কহিলা
বিশ্বকর্ম্মা, উত্তর করিলা মহামতি
শ্বসন, নিশ্বাস বীর ছাড়িয়া বিষাদে;
"আর কি আছে গো, দেব, সে কাল
এখন?
বিশ্বোপান্তে তিমির-সাগর-তীরে সদা
বস তুমি, নাহি জান স্বর্গের দুর্দ্দশা!
হায়, দৈত্যকুল এবে প্রবল সমরে,
লুটিছে ত্রিদশালয় লণ্ডভণ্ড করি,
পামর! স্মরেন তোমা দেব অসুরারি,
শিল্পিবর; তেঁই আমি আইনু সত্বরে।

চল, দেব, অবিলম্বে; বিলম্ব না সহে।
মহা ব্যগ্র ইন্দ্র আজি তব দরশনে।"
শুনি পবনের বাণী কহিতে লাগিলা
দেব-শিল্পী.—"হায়, দেব, এ কি
পরমাদ!
দিতিজকুল উজ্জ্বলি, কোন্ মহারথী
বিমুখিলা দেবরাজে সম্মুখ-সমরে
বলে? কহ, কার অস্ত্রে রোধ গতি তব,
সদাগতি? কে ব্যথিল তীক্ষ্ণ প্রহরণে
যমে? নিরস্তিল কেবা জলেশ পাশীরে?
অলকানাথের গদা—শৈল-চূর্ণ-কারী?
কে বিঁধিল, কহ, হায়, খরতর শরে
ময়ূর-বাহনে? এ কি অদ্ভুত কাহিনী!
কোথায় হইল রণ? কিসের কারণে?
মরে যবে সমরে তারক মন্দমতি,
তদব ধি দৈত্যদল নিস্তেজ পাবক,—
বিষহীন ফণী; এবে প্রবল কেমনে?
বিশেষ করিয়া কহ, শুনি, সুরমণি।
উত্তরমেরুতে সদা বসতি আমার
বিশ্বোপান্তে। ওই দেখ তিমির-সাগর
অকূল, পর্ব্বতাকার যাহার লহরী
উথলিছে নিরবধি মহাকোলাহলে।
কে জানেজল কি স্থল? বুঝি দুইহবে।
লিখিলা এ মেরু ধাতা জগতের সীমা
সৃষ্টিকালে; বসে তমঃ, দেখ, ঐ পাশে।
নাহি যান প্রভাদেবী তাহার সদনে,
পাপীর সদনে যথা মঙ্গল-দায়িনী
লক্ষ্মী। এত দূরে আমি কিছু নাহি
জানি;
বিশেষ করিয়া কহ সকল বারতা।"

উত্তর করিলা তবে বায়ু-কুলপতি,—
"না সহে বিলম্ব হেথা, কহিনু তোমারে,
শিল্পিবর, চল, যথা বিরাজেন এবে
দেবরাজ; শুনিবে গো সকল বারতা
তাঁর মুখে। কোন্ মুখে কব, হায়, আমি,
সিংহ-দল-অপমান শৃগালের হাতে?
স্মরিলে ও কথা দেহ জলে কোপানলে!
বিধির এ বিধি তেঁই সহি মোরা সবে
এ লাঞ্ছনা। চল, দেব, চল শীঘ্রগতি।
আজি হে তোমার ভার উদ্ধার করিতে
দেব-বংশ,—দেবরিপু ধ্বংসি
স্বকৌশলে!"
এতেক কহিয়া দেব বায়ু-কুলপতি
দব দেব-শিল্পী সহ উঠিলা আকাশে
বায়ুবেগে। ছাড়াইয়া কৃতান্ত-নগরী,
বসুধা বাসুকি-প্রিয়া, চন্দ্র সুধানিধি,
সূর্য্যালোক, চলিলেন মনোরথগতি
দুই জন; কত দূরে শোভিল অম্বরে
স্বর্ণময়ী ব্রহ্মপুরী, শোভেন যেমতি
উমাপতি-কোলে উমা হৈমকিরীটিনী।
শত শত গৃহচূড়া হীরক-মণ্ডিত
শত শত সৌধশিরে ভাতে সারি সারি
কাঞ্চন-নিম্মিত। হেরি ধাতার সদন
আনন্দে কহিলা বায়ু দেব-শিল্পী
প্রতি;—
"ধন্য তুমি দেবকুলে, দেব-শিল্পি গুণি!
তোমা বিনা আর কার সাধ্য নির্ম্মাইতে
এ হেন সুন্দরী পুরী—নয়ন-রঞ্জিনী।"
"ধাতার প্রসাদে, দেব, এ শক্তি
আমার,"—

উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা,—"তাঁর গুণে গুণী,
গড়ি এ নগর আমি তাঁহার আদেশে।
যথা সরোবর-জল, বিমল, তরল,
প্রতিবিম্বে নীলাম্বর তারাময় শোভা
নিশাকালে, এই রম্য প্রতিমা প্রথমে
উদয়ে ধাতার মনে,—তবে পাই
আমি।"

এইরূপ কথোপকথনে দেবদ্বয়
প্রবেশিলা ব্রহ্মপুরী—মন্দগতি এবে।
কত দূরে হেরি দেব জীমূতবাহন
বজ্রপাণি, সহ কার্ত্তিকেয় মহারথী,
পাশী, তপন-তনয়, মুরজা-বল্লভ
যক্ষরাজ, শীঘ্রগামী দেব-শিল্পী দেব
নিকটিয়া করপুটে প্রণাম করিলা
যথাবিধি। দেখি বিশ্বকর্ম্মায় বাসব
মহোদয় আশীষিয়া কহিতে লাগিলা,—
"স্বাগত, হে দেব-শিল্পি! মরুভূমে
যথা
তৃষাকুল জন সুখী সলিল পাইলে,
তব দরশনে আজি আনন্দ আমার
অসীম! স্বাগত, দেব, শিল্পি চূড়ামণি!
দৈববলে বলী দুই দানব, দুর্জ্জয়
সমরে, অমরপুরী গ্রাসিয়াছে আসি,
হায়, গ্রাসে রাহু যথা সুধাংশু-মণ্ডলী!
ধাতার আদেশ এই শুন, মহামতি!
'আনি বিশ্বকর্ম্মায়, হে দেবগণ, গড়
বামায়, অঙ্গনাকুলে অতুলা জগতে।
ত্রিলোকে আছয়ে যত স্থাবর, জঙ্গম,
ভূত, সবা হইতে লইয়াঁ তিল তিল,
সৃজ এক প্রমদারে—ভবপ্রমোদিনী।
তাহা হতে হবে নষ্ট দুষ্ট অমরারি'।"

শুনি দেবেন্দ্রের বাণী শিল্পীন্দ্র অমনি
নমিয়া দিক্‌পালদলে বসিলেন ধ্যানে;
নীরবে বেড়িলা দেবে যত দেবপতি।
আরম্ভিয়া মহাতপঃ, মহামন্ত্রবলে
আকর্ষিয়া স্থাবর, জঙ্গম, ভূত যত
ব্রহ্মপুরে শিল্পিবর। যাহারে স্মরিলা
পাইলা তখনি তারে। পদ্মদ্বয় লয়ে
গড়িলেন বিশ্বকর্ম্মা রাঙা পা দুখানি।
বিদ্যুতের রেখা দেব লিখিলা তাহাতে
যেন লাক্ষারস-রাগ। বনস্থল-বধূ
রম্ভা উরুদেশে আসি করিলা বসতি;
সুমধ্যম মৃগরাজ দিলা নিজ মাঝা;
খগোল নিতম্ব-বিম্ব; শোভিল তাহাতে
মেখলা, গগনে, মরি, ছায়াপথ যথা!
গড়িলেন বাহু-যুগ লইয়া মৃণালে।
দাড়িম্বে কদম্বে হইল বিষম বিবাদ;
উভয়ে চাহিল আসি বাস করিবারে
উরস-আনন্দ-বনে। সে বিবাদ দেখি
দেব-শিল্পী গড়িলেন মেরু-শৃঙ্গাকারে
কুচযুগ। তপোবলে শশাঙ্ক সুমতি
হইল বদন দেব অকলঙ্ক ভাবে;
ধরিল কবরীরূপ কাদম্বিনী ধনী,
ইন্দ্রচাপে বানাইয়া মনোহর সিঁথি।
জ্বলে যে তারা-রতন উষার ললাটে,
তেজঃপুঞ্জ, দুইখান করিয়া তাহারে
গড়াইলা চক্ষুদ্বয়, যদিও হরিণী
রাখিলেক দেবপদে আনি নিজ আঁখি।
গড়িলা অধর দেব বিম্বফল দিয়া,
মাখিয়া অমৃতরসে; গজ-মুক্তাবলী

শোভিল রে দম্ভরূপে বিশ্ব বিমোহিয়া!
আপনি রতি-রঞ্জন নিজ ধনু ধরি
ভুরুছলে বসাইলা নয়ন উপরে;
তা দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা হাসি কাড়ি নিলা
তূণ তাঁর; বাছি বাছি সে তূণ হইতে
খরতর ফুল-শর, নয়নে অর্পিলা
দেব-শিল্পী। বসুন্ধরা নানারত্ন-সাজে
সাজাইয়া বরবপু, পুষ্পলাবী যথা
সাজায় রাজেন্দ্রবালা কুসুমভূষণে।
চম্পক, পঙ্কজপর্ণ, সুবর্ণ চাহিল
দিতে বর্ণ বরাঙ্গনে; এ সবারে ত্যজি—
হরিতালে শিল্পিবর রাগিলা সুতনু!
কলরবে মধুদূত কোকিল সাধিল
দিতে নিজ মধু-রব; কিন্তু বীণাপাণি,
আনি সঙ্গে রঙ্গে রাগ-রাগিণীর কুল,
রসনায় আসন পাতিলা বাগীশ্বরী!
অমৃত সঞ্চারি তবে দেব-শিল্পি-পতি
জীবাইলা কামিনীরে;—সুমোহিনী-বেশে
দাঁড়াইলা প্রভা যেন, আহা, মূর্ত্তিমতী!
হেরি অপরূপ কান্তি আনন্দ-সলিলে
ভাসিলেন শচীকান্ত; পবন অমনি,
প্রফুল্ল কমলে যেন পাইয়া, স্বনিলা
সুস্বনে! মোহিত কামে মুরজামোহন,
মনে মনে ধন-প্রাণ সঁপিলা বামারে!
শান্ত জলনাথ যেন শান্তি-সমাগমে!
মহাসুখী শিখিধ্বজ, শিখিবর যথা
হেরি তোরে, কাদম্বিনি, অনম্বরতলে!
তিমির-বিলাসী যম হাসিয়া উঠিলা,
কৌমুদিনী-প্রমদায় হেরি মেঘ যথা
শবদে! সাবাসি, ওহে দেব-শিল্পি গুণি!
ধাতাবরে, দেববর, সাবাসি তোমারে!
হেনকালে,—বিধির অদ্ভুত লীলাখেলা
কে পারে বুঝিতে গো এ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে!—
হেনকালে পুনর্ব্বার হৈল দৈববাণী;—
"পাঠাও, হে দেবপতি, এ রমা বামারে,
(অনুপমা বামাকুলে)—যথা অমরারি
সুন্দ-উপসুন্দাসুর; আদেশ অনঙ্গে
যাইতে এ বরাঙ্গনা সহ, সঙ্গে মধু,
ঋতুরাজ। এ রূপের মাধুরী হেরিয়া
কাম-মদে মাতি দৈত্য মরিবে সংগ্রামে।
তিল তিল লইয়া গড়িলা সুন্দরীরে
দেব-শিল্পী, তেঁই নাম রাগ
তিলোত্তমা।"—
শুনিয়া দেবেন্দ্রগণ আকাশ-সম্ভবা
সরস্বতী-ভারতী, নমিলা ভক্তিভাবে
সাষ্টাঙ্গে। তৎপরে সবে প্রশংসা করিয়া
বিদায় করিলা বিশ্বকর্ম্মা শিল্পী-দেবে।
প্রণমি দিক্‌পাল-দলে বিশ্বকর্ম্মা দেব
চলি গেলা নিজ দেশে। সুখে শচীপতি
বাহিরিলা, সঙ্গে ধনী অতুলা জগতে,—
যথা সুরাসুর যবে অমৃত বিলাসে
মথিলা সাগরজল, জলদলপতি
ভুবন-আনন্দময়ী ইন্দিরার সাথে!

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে সম্ভবো নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

স্থবর্ণ-বিহঙ্গী যথা, আদরে বিস্তারি
পাখা,—শক্র-ধনু-কান্তি আভায় যাহার
মলিন,—যতনে ধনী শিখায় শাবকে
উড়িতে, হে জগদম্বে, অম্বর-প্রদেশে ;—
দাসেরে করিয়া সঙ্গে রঙ্গে আজি তুমি
ভ্রমিয়াছ নানা স্থানে ; কাতর সে এবে,
কুলায়ে লয়ে তাহারে চল, গো জননি !
সফল জনম মম ও পদ-প্রসাদে,
দয়াময়ি ! যথা কুন্তী-নন্দন-পৌরব,
ধীর যুধিষ্ঠির, সশরীরে মহাবলী
ধর্ম্মবলে প্রবেশিলা স্বর্গ, তব বরে
দীন আমি দেখিনু, মানব-আঁখি কভু
নাহি দেখিয়াছে যাহা ; শুনিনু ভারতী,
তব বীণা-ধ্বনি বিনা অতুলা জগতে।
চল ফিরে যাই যথা কুসুম-কুন্তলা
বসুধা। কল্পনা,—তব হেমাঙ্গী সঙ্গিনী,—
দান করিয়াছে যারে তোমার আদেশে
দিব্য-চক্ষু, ভুল না, হে কমল-বাসিনি,
রসিতে রসনা তার তব সুধা-রসে।
বরষি সঙ্গীতামৃত মনীষী তুষিবে,—
এই ভিক্ষা করে দাস, এই দীক্ষা মাগে।
যদি গুণগ্রাহী যে, নিদাঘ-রূপ ধরি,
আশার মুকুল নাশে এ চিত্তকাননে,
সেও ভাল ; অধমে, মা, অধমের
গতি !—
ধিক্ সে যাচ্ঞা—ফলবতী নীচ-কাছে !

মহানন্দে মহেন্দ্র সসৈন্যে মহামতি
উতরিলা যথা বসে বিন্ধ্য গিরিবর
কামরূপী,—হে অগস্ত্য, তব অনুরোধে
অদ্যাপি অচল ! শত শত শৃঙ্গ শিরে,
বীর বীরভদ্র শিরে জটাজূট যথা
বিকট ; অশেষ দেহ শেষের যেমনি !
দ্রুতগতি শূন্যপথে দেবরথ, রথী,
মাতঙ্গ, তুরঙ্গ যত চতুরঙ্গ দল
আইলা, কঞ্চুক তেজঃপুঞ্জে উজ্জ্বলিয়া
চারি দিক্। কাম্য নামে নিবিড় কানন—
খাণ্ডব-সম, (পাণ্ডব ফাল্গুনীর গুণে
দহি হবির্ব্বহ যাহে নিরোগী হইলা)—
সে কাননে দেবসেনা প্রবেশিলা বলে
প্রবল। আতঙ্কে পশু, বিহঙ্গম আদি
আশু পলাইল সবে ঘোরতর রবে,
যেন দাবানল আসি, গ্রাসিবার আশে
বনরাজী, প্রবেশিল সে গহন বনে !—
কাতারে কাতারে সেনা প্রবেশিল আসি
অরণ্যে, উপাড়ি তরু, উপাড়ি ব্রততী,
ঝড় যথা, কিংবা করিযূথ, মত্ত মদে।
অধীর সত্রাসে ধীর বিন্ধ্য মহীধর,
শীঘ্র আসি শচীকান্ত-নমুচিসূদন-
পদতলে নিবেদিলা কৃতাঞ্জলিপুটে—
"কি কারণে, দেবরাজ, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব পদে কিঙ্কর ? কেমনে
এ অসহ ভার, প্রভু, সহিবে এ দাস ?

পাঞ্চজন্য-নিনাদক প্রবঞ্চি বলিরে
বামনরূপে যেরূপ, হায়, পাঠাইলা
অতল পাতালে তারে, সেইরূপ বুঝি
ইচ্ছা তব, সুরনাথ, মজাইতে দাসে
রসাতলে!" উত্তরিলা হাসি দেবপতি
অসুরারি;—"যাও, বিন্ধ্য, চলি নিজ স্থানে
অভয়ে; কি অপকার তোমার সম্ভবে
মোর হাতে? ভুজবলে নাশিয়া দিতিজে
আজি, উপকার, গিরি, তোমার করিব,
আপনি হইব মুক্ত বিপদ হইতে;—
তেঁই হে আইনু মোরা তোমার সদনে।"
হেন মতে বিদাইয়া বিন্ধ্য মহাচলে,
দেবসৈন্য-পানে চাহি কহিলা গম্ভীরে
বাসব; "হে সুরদল, ত্রিদিব-নিবাসি,
অমর! হে দিতিসুত-গর্ব্ব খর্ব্বকারি!
বিধির নির্ব্বন্ধে, হায়, নিরানন্দ আজি
তোমা সবে! রণ-স্থলে বিমুখ যে রথী,
কত যে ব্যথিত সে তা কে পারে বর্ণিতে?
কিন্তু দুঃখ দূর এবে কর বীরগণ!
পুনরায় জয় আসি আশু বিরাজিবে
এ দেব-কেতনোপরে। ঘোরতর রণে
অবশ্য হইবে ক্ষয় দৈত্যচয় আজি।
দিয়াছি মদনে আমি, বিধির প্রসাদে,
যে শর,—কে সম্বরিবে সে অব্যর্থ শরে?
লয়ে তিলোত্তমায়—অতুলা ধনী রূপে—
ঋতুপতি সহ রতিপতি সর্ব্বজয়ী
গেছে চলি যথায় নিবাসে দেব-অরি
দানব! থাকহ সবে সুসজ্জ হইয়া।
সুন্দ উপসুন্দ যবে পড়িবে সমরে,
অমনি পশিব মোরা সবে দৈত্যদেশে
বায়ুগতি, পশে যথা মদকল করী
নলবনে, নলদলে দলি পদতলে।"
শুনি সুরেন্দ্রের বাণী, সুরসৈন্য যত
হুহুঙ্কারি নিষ্কোষিলা অগ্নিময় অসি
অযুত, আগ্নেয় তেজে পূরি বনরাজী!
টঙ্কারিলা ধনু ধনুর্দ্ধর-দল বলী
রোষে; লোফে শূল শূলী,—হায়, ব্যগ্র সবে
মারিতে মরিতে রণে—যা থাকে কপালে!
ঘোর রবে গরজিলা গজ; হয়ব্যূহ
মিশাইলা হ্রেষারব সে রবের সহ!
শুনি সে ভীষণ স্বন দনুজ দুর্ম্মতি
হীনবীর্য্য হয়ে ভয়ে প্রমাদ গণিল
অমরারি, যথা শুনি খগেন্দ্রের ধ্বনি,
ম্রিয়মাণ নাগকুল অতল পাতালে!
হেনকালে আচম্বিতে আসি উতরিলা
কাম্যবনে নারদ, দীদিবি রবি যেন
দ্বিতীয়। হরষে বন্দি দেব-ঋষিবরে,
কহিলেন হাসি ইন্দ্র—দেবকুলপতি,
"কি কারণে এ নিবিড় কাননে, নারদ
তপোধন, আগমন তোমার গো আজি?
দেখ চারি দিকে, দেব, নিরীক্ষণ করি
ক্ষণকাল; খরতর-করবাল-আভা,
হবির্বহ নহে যাহে উজ্জ্বল এ স্থলী;
নহে যজ্ঞধূম ও, ফলক সারি সারি
সুবর্ণমণ্ডিত, অগ্নিশিখাময় যেন
ধূমপুঞ্জ, কিম্বা মেঘ, তড়িত-জড়িত!"

আশীষি দেবেশে, হাসি দেব ঋষিবর
নারদ, উত্তরছলে কহিলা কৌতুকে ;—
"তোমা সম, শচীপতি, কে আছে গো আজি
তাপস ? যে কাল অগ্নি জ্বালি চারিদিকে
বসিয়াছ তপে, দেব, দেখি কাঁপি আমি
চিরতপোবনবাসী ! অবশ্য পাইবে
মনোনীত বর তুমি ; রিপুদ্বয় তব
ক্ষয় আজি, সহস্রাক্ষ, কহিনু তোমারে।"
সুধিলা সুরসেনানী সুমধুর স্বরে
অগ্রসরি ;—"কৃপা করি কহ, মুনিবর,
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য পথ কি কারণে
রুদ্ধ শমনের পক্ষে নাশিতে দানব-
দল-ইন্দ্র সুন্দ উপসুন্দ মন্দমতি ?
যে দম্ভোলি তুলি করে, নাশিলা সমরে
বৃত্রাসুরে সুরপতি ; যে শরে তারকে
সংহারিনু রণে আমি ;—কিসের কারণে
নিরস্ত্র সে সব অস্ত্র এ দোঁহার কাছে ?
কার বরবলে, প্রভু, বলী দিতি-সুত ?"
উত্তর করিলা তবে দেবর্ষি নারদ ;
"ভকত-বৎসল যিনি, তাঁর বলে বলী
দৈত্যদ্বয়। শুন দেব, অপূর্ব্ব কাহিনী।
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, যাহারে নাশিলা
চক্রপাণি নরসিংহ-রূপে, তার কুলে
জন্মিল নিকুম্ভ নামে সুরপুররিপু,
কিন্তু, বজ্রি, তব বজ্র-ভয়ে সদা ভীত
যথা গরুত্মান্ শৈল। তার পুত্র দোঁহে
সুন্দ উপসুন্দ—এবে ভুবন-বিজয়ী।
এই বিন্ধ্যাচলে আসি ভাই দুই জন
করিল কঠোর তপঃ ধাতার উদ্দেশে
বহুকাল। তপে তুষ্ট সদা পিতামহ ;
'বর মাগ' বলি আসি দরশন দিলা।
যথা সরঃসুপ্তপদ্ম রবি-দরশনে
প্রফুল্লিত, বিরিঞ্চিরে হেরি দৈত্যদ্বয়
করযোড়ে মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল ;—
'হে ধাতঃ, হে বরদ, অমর কর, দেব,
আমা দোঁহে ! তব বর-সুধাপান করি,
মৃত্যুঞ্জয় হব, প্রভু, এই ভিক্ষা মাগি।'
হাসি কহিলেন তবে দেব সনাতন
অজ,—'জন্ম-মৃত্যু, দৈত্য, দিবস-রজনী—
এক যায় আর আসে, সৃষ্টির বিধান।
অন্য বর মাগ, বীর, যাহা দিতে পারি।'
'তবে যদি', উত্তর করিল দৈত্যদ্বয়
'তবে যদি অমর না কর, পিতামহ,
আমা দোঁহে, দেহ ভিক্ষা, তব বরে যেন
ভ্রাতৃভেদ ভিন্ন অন্য কারণে না মরি।'
'ওম্' বলি বর দিলা কমল-আসন।
একপ্রাণ দুই ভাই চলিলা স্বদেশে
মহানন্দে। যে যেখানে আছিল দানব,
মিলিল আসিয়া সবে এ দোঁহার সাথে,
পর্ব্বত-সদন ছাড়ি যথা নদ যবে
বাহিরায় হুহুঙ্কারি সিন্ধু অভিমুখে
বীরদর্পে, শত শত জল-স্রোত আসি
মিশি তার সহ, বীর্য্য বৃদ্ধি তার করে।
এইরূপে মহাবলী নিকুম্ভ-নন্দন
যুগ বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছে এবে
স্বর্গ ; কিন্তু ত্বরা নষ্ট হবে দুষ্টমতি।"
এতেক কহিয়া তবে দেবর্ষি নারদ
আশীষিয়া দেবদলে, বিদায় মাগিয়া,

চলি গেলা ব্রহ্মপুরে ধাতার সদনে।
কাম্যবনে সৈন্য সহ দেবেন্দ্র রহিলা
যথা সিংহ, হেরি দূরে বারণ-ঈশ্বরে,
নিবিড় কানন মাঝে পশি সাবধানে,
একদৃষ্টে চাহে বীর ব্যগ্রচিত্ত হয়ে
তার পানে। এই মত রহিলেন যত
দেববৃন্দ কাম্যবনে বিন্ধ্যের কন্দরে।
হেথা মীনধ্বজ সহ মীনধ্বজ রথে,
বসন্ত-সারথি—রঙ্গে চলিলা সুন্দরী
দেবকুল-আশালতা। অতি-মন্দগতি,
চলিল বিমান শূন্যপথে, যথা ভাসে
স্বর্ণবর্ণ মেঘবর অম্বর-সাগরে,
যবে অস্তাচল-চূড়া উপরে দাঁড়ায়ে
কমলিনী পানে ফিরে চাহেন ভাস্কর
কমলিনী-সখা। যথা সে ঘনের সনে
সৌদামিনী, মীনধ্বজে তেমনি বিরাজে
অনুপমা রূপে বামা—ভুবনমোহিনী।
যথায় অচলদেশে দেব-উপবনে
কেলি করে সুন্দ উপসুন্দ মহাবলী
অমরারি, তিন জন তথায় চলিলা।
হেরি কামকেতু দূরে, বসুধা সুন্দরী,
আইলা বসন্ত জানি, কুসুম-রতনে
সাজিলা; সুবৃক্ষশাখে সুখে পিকদল
আরম্ভিল কলস্বরে মদন-কীর্ত্তন।
মুঞ্জরিল কুঞ্জবন, গুঞ্জরিল অলি
চারিদিকে; স্বনস্বনে মন্দ সমীরণ,
ফুলকুল-উপহার সৌরভ লইয়া,
আসি সম্ভাষিল সুখে ঋতুবংশ-রাজে।
"হে সুন্দরি,"—মৃদু হাসি মদন
কহিলা—
"ভীরু, উন্মীলিয়া আঁখি,—নলিনী যেমনি
নিশা-অবসানে মিলে কমল-নয়ন—
চেয়ে দেখ চারিদিকে; তব আগমনে
সুখে বসন্তের সখা বসুন্ধরা সতী
নানা আভরণে সাজি হাসেন কামিনী,
নববধূ বরিবারে কুলনারী যথা!
ত্যজি রথ চল এবে—ওই দৈত্যবন।
যাও চলি, সুহাসিনি, অভয় হৃদয়ে।
অন্তরীক্ষে রক্ষা হেতু ঋতুরাজ সহ
থাকিব তোমার সঙ্গে; রঙ্গে যাও চলি,
যথায় বিরাজে দৈত্যদ্বয়, মধুমতি!"
প্রবেশিলা কুঞ্জবনে কুঞ্জর-গামিনী
তিলোত্তমা প্রবেশয়ে বাসরে যেমতি
শরমে, ভয়ে কাতরা নব-কুলবধূ
লজ্জাশীলা। মৃদুগতি চলিলা সুন্দরী
মুহুর্মুহুঃ চাহি চারি দিকে, চাহে যথা
অজানিত ফুলবনে কুরঙ্গিণী; কভু
চমকে রমণী শুনি নূপুরের ধ্বনি;
কভু মরমর পাতাকুলের মর্ম্মরে
মলয়-নিশ্বাসে কভু; হায় রে, কভু বা
কোকিলের কুহুরবে! গুঞ্জরিলে অলি
মধু-লোভী, কাঁপে বামা, কমলিনী যথা
পবন-হিল্লোলে! এইরূপে একাকিনী
ভ্রমিতে লাগিলা ধনী গহন কাননে।
শিহরিলা বিন্ধ্যাচল ও পদ-পরশে,
সম্মোহন-বাণাঘাতে যোগীন্দ্র যেমতি
চন্দ্রচূড়! বনদেবী—যথায় বসিয়া
বিরলে, গাঁথিতেছিলা ফুল-রত্ন-মালা,
(বরগুঞ্জমালা যথা গাঁথে ব্রজাঙ্গনা
দোলাইতে কুঞ্জবিহারীর বরগলে)—

হেরি সুন্দরীরে, ত্বরা অলকান্ত তুলি,
রহিলেন একদৃষ্টে চাহি তার পানে
তথায়, বিস্ময় সাধ্বী মানি মনে মনে।
বনদেব—তপস্বী—মুদিলা আঁখি, যথা
হেরি সৌদামিনী ঘনপ্রিয়ায় গগনে
দিনমণি। মৃগরাজ কেশরী সুন্দর
নিজ পৃষ্ঠাসন বীর সঁপিলা প্রণমি—
যেন জগদ্ধাত্রী আদ্যাশক্তি মহামায়ে!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দূতী—অতুলা জগতে
রূপে—উতরিলা যথা বনরাজী মাঝে
শোভে সর, নভস্তল বিমল যেমতি।
কলকল স্বরে জল নিরন্তর ঝরি
পর্ব্বত-বিবর হতে, সৃজে সে বিরলে
জলাশয়। চারিদিকে শ্যাম তট তার,
শত-রঞ্জিত কুসুমে। উজ্জ্বল দর্পণ
বনদেবীর সে সর—খচিত রতনে!
হাসে তাহে কমলিনী. দর্পণে যেমনি
বনদেবীর বদন! মৃদু-মন্দ রবে
পবন-হিল্লোলে বারি উছলিছে কূলে।
এই সরোবর-তীরে আসি সীমন্তিনী
(ক্লান্তা এবে) বসিলা বিরামলাভ লোভে,
রূপের আভায় আলো করি সে কানন।
ক্ষণকাল বসি বামা চাহি সর পানে
আপন প্রতিমা হেরি—ভ্রান্তি মদে মাতি,
একদৃষ্টে তার দিকে চাহিতে লাগিলা
বিবশে! "এ হেন রূপ"—কহিলা রূপসী
মৃদু স্বরে—"কারো আঁখি দেখেছে কি
কভু?
ব্রহ্মপুরে দেখিয়াছি আমি দেবপতি
বাসব; দেবসেনানী; আর দেব যত
বীরশ্রেষ্ঠ; দেখিয়াছি ইন্দ্রাণী সুন্দরী;
দেব-কুল-নারী-কুল; বিদ্যাধরী দলে;
কিন্তু কার তুলনা এ ললনার সহ
সাজে? ইচ্ছা করে, মরি, কায়-মন দিয়া
কিঙ্করী হইয়া ওঁর সেবি পা দুখানি!
বুঝি এ বনের দেবী—মোরে দয়া করি
দয়াময়ী—জল-তলে দরশন দিলা।"
এতেক কহিয়া ধনী অমনি উঠিয়া
নমাইলা শির—যেন পূজার বিধানে,
প্রতিমূর্ত্তি প্রতি; সেও শির নমাইল!
বিস্ময় মানিয়া বামা কৃতাঞ্জলিপুটে
মৃদুস্বরে সুধিলা,—"কে তুমি, হে
রমণি?"
আচম্বিতে "কে তুমি? কে তুমি, হে
রমণি—
হে রমণি?" এই ধ্বনি বাজিল কাননে!
মহাভয়ে ভীতা দূতী চমকি চাহিলা
চারিদিকে। হেন কালে হাসি সকৌতুকে
মধু-সহ রতি-বঁধু আসি দেখা দিলা।
"কাহারে ডরাও তুমি, ভুবনমোহিনি?"
(কহিলেন পুষ্পধনু)—"এই দেখ আমি
বসন্ত-সামন্ত-সহ আছি, সীমন্তিনি,
তব কাছে। দেখিছ যে বামা-মূর্ত্তি জলে,
তোমারি প্রতিমা, ধনি; ওই মধুধ্বনি,
তব ধ্বনি প্রতিধ্বনি শিখি নিনাদিছে।
ও রূপ-মাধুরী হেরি, নারী তুমি যদি
বিবশা এত, রূপসি, ভেবে দেখ মনে
পুরুষকুলের দশা! যাও ত্বরা করি;—
অদূরে পাইবে এবে দেবারি দানবে!"
ধীরে ধীরে পুনঃ ধনী মরালগামিনী

চলিলা কানন-পথে। কত স্বর্ণ-লতা
সাধিল ধরিয়া, আহা-রাঙা পা দুখানি,
থাকিতে তাদের সাথে ; কত মহীরুহ,
মোহিত মদন-মদে, দিলা পুষ্পাঞ্জলি ;
কত যে মিনতি স্তুতি করিলা কোকিল
কপোতীর সহ ; কত গুন্ গুন্ করি
আরাধিল অলি-দল, কে পারে
কহিতে ?
আপনি ছায়া সুন্দরী—ভানুবিলাসিনী—
তরুমূলে, ফুল ফল ডালায় সাজায়ে,
দাঁড়াইলা—সখীভাবে বরিতে বামারে ;
নীরবে চলিলা সাথে সাথে প্রতিধ্বনি ;
কলরবে প্রবাহিণী—পর্ব্বত-দুহিতা
সম্বোধিলা চন্দ্রাননে ; বনচর যত
নাচিল হেরিয়া দূরে বন-শোভিনীরে,
যথা, রে দণ্ডক, তোর নিবিড় কাননে,
(কত যে তপস্যা তোর কে পারে
বুঝিতে ?)
হেরি বৈদেহীরে—রঘুরঞ্জন-রঞ্জিনী !
সাহসে সুরভি বায়ু, ত্যজি কুবলয়ে,
মুহুর্ম্মুহুঃ অলকান্ত উড়াইয়া কামী
চুম্বিলা বদন-শশী ! তা দেখি কৌতুকে
অন্তরীক্ষে মধু সহ মদন হাসিলা !—
এইরূপে ধীরে ধীরে চলিলা রূপসী।
আনন্দ সাগরে মগ্ন দিতিসুত আজি
মহাবলী। দৈববলে দলি দেবদলে
বিমুখি অমরনাথে সম্মুখ-সমরে,
ভ্রমিতেছে দেববনে দৈত্যকুলপতি।
কে পারে আঁটিতে দোঁহে এ তিন
ভুবনে ?

লক্ষ লক্ষ রথ, রথী, পদাতিক, গজ,
অশ্ব ; শত শত নারী—বিশ্ব-বিনোদিনী,
সঙ্গে রঙ্গে করে কেলি নিকুঞ্জ-নন্দন
জয়ী। কোন স্থলে নাচে বীণা বাজাইয়া
তরুমূলে বামাকুল, ব্রজবালা যথা
শুনি মুরলীর ধ্বনি কদম্বের মূলে।
কোথায় গাইছে কেহ মধুর সুস্বরে।
কোথায় বা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় রসে
ভাসে কেহ। কোথায় বা বীরমদে মাতি
মল্ল সহ যুঝে মল্ল ক্ষিতি টলমলি।
বারণে বারণে রণ—মহা ভয়ঙ্কর,
কোন স্থলে। গিরিচূড়া কোথায় উপাড়ি
হুহুঙ্কারি নভস্তলে দানব উড়িছে
ঝড়ময়, উথলিয়া অম্বর-সাগর
যথা উথলয়ে সিন্ধু দ্বন্দ্বি তিমিঙ্গিল
মীনরাজ—কোলাহলে পূরিয়া গগন।
কোথায় বা কেহ পশি বিমল সলিলে
প্রমদা সহিত কেলি করে নানামতে
উন্মদ মদন-শরে। কেহ বা কুটীরে
কমল-আসনে বসে প্রাণসখী লয়ে
অলঙ্কারি কর্ণমূল কুবলয়-দলে।
রাশি রাশি অসি শোভে, দিবাকর-করে
উদ্গীরি পাবক যেন ; ঢাল সারি সারি—
যথা মেঘপুঞ্জ—ঢাকে সে নিকুঞ্জবন।
ধনু তূণ অগণ্য ; ত্রিশূলাকার শূল
সর্ব্বভেদী। তা সবার নিকটে বসিয়া
কথোপকথনে রত যোধ শত শত।
যে যারে সমরক্ষেত্রে প্রচণ্ড আঘাতে
বিমুখিল, তার কথা কহে সেইজন।
কেহ কহে—সেনানীর কাটিনু কবচ ;

কেহ কহে—মারি গদা ভীম যমরাজে
খেদাইনু ; কেহ কহে—ঐরাবত-শুঁড়ে
চোক চোক হানি শর অস্থিরিনু তারে।
কেহ বা দেখায় দেব-আভরণ ; কেহ
দেব-অস্ত্র ; দেব-বস্ত্র আর কোন জন।
কেহ দুষ্ট তুষ্ট হয়ে পরে নিজ শিরে
দেবরথী-শিরচূড়। এইরূপে এবে
বিহরয়ে দৈত্যদল—বিজয়ী সমরে।
হে বিভো, জগতযোনি, দয়াসিন্ধু তুমি ;
তেঁই ভবিতব্যে, দেব, রাখ গো
গোপনে !

কনক-আসনে বসে নিকুম্ভ-নন্দন
সুন্দ-উপসুন্দাসুর। শিরোপরি শোভে
দেবরাজ-ছত্র, তেজে আদিত্য আকৃতি।
বীতিহোত্র-মুর্ত্তি বীর বেড়ে শত শত
দৈত্যদ্বয়ে, ঝকমকি বীর-আভরণে,
বীর-বীর্য্যে পূর্ণ সবে, কালকূটে যথা
মহোরগ ! বসে দোঁহে কনক-আসনে,
পারিজাত-মালা গলে, অনুপম রূপে,
হায় রে, দেবেন্দ্র যথা দেবকুল-মাঝে !
চারিদিকে শত শত দৈত্য-কুল-পতি
নানা উপহার-সহ দাঁড়ায় বিনত-
ভাবে, সুপ্রসন্ন-মুখে প্রশংসি দুজনে,
দৈত্য-কুল-অবতংস। দূরে নৃত্যকরী
নাচে, নাচে তারাবলী যথা নভস্তলে
স্বর্ণময়ী। বন্দে বন্দী মহানন্দ মনে,—
"জয়, জয়, অমরারি, যার ভুজবলে
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত-রিপু
বজ্রী ! জয়, জয়, বীর, বীর-চূড়ামণি,
দানব-কুল-শেখর ! যার প্রহরণে,—
করী যথা কেশরীর প্রচণ্ড আঘাতে
ত্যজি বন যায় দূরে,—স্বরীশ্বর আজি,
ত্যজি স্বর, বিশ্বধামে ভ্রমিছে একাকী
অনাথ ! হে দৈত্য-কুল, উজ্জ্বল গো এবে
তুমি ! হে দানব-বালা, হে দানব-বধূ,
কর গো মঙ্গল-ধ্বনি দানব-ভবনে !
হে মহি, হে মহীতল, তুমিও, হে দিব,
আনন্দ-সাগরে আজি মজ, ত্রিভুবন !
বাজাও মৃদঙ্গ রঙ্গে, বীণা সপ্তস্বরা
দুন্দুভি, দামামা, শৃঙ্গ, ভেরী, তুরী, বাঁশী,
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরী। বরিষ ফুল-ধারা
কস্তুরী, চন্দন আন, কেশর, কুম্‌কুম্‌।
কে না জানে দেব-বংশ পর-হিংসাকারী ?
কে না জানে দুষ্টমতি ইন্দ্র সুরপতি
অসুরারি ? নাচ সবে তার পরাভবে,
মড়ক ছাড়িলে পুরী পৌরজন যথা।"

মহানন্দে সুন্দ-উপসুন্দাসুর বলী
অমরারি, তুষি যত দৈত্যকুলেশ্বরে
মধুর সম্ভাষে, এবে, সিংহাসন ত্যজি,
উঠিলা,—কুসুমবনে ভ্রমণ প্রয়াসে,
একপ্রাণ দুই ভাই—বাগর্থ যেমতি !
"হে দানব", আরম্ভিলা নিকুম্ভ-কুমার
সুন্দ,—"বীরদলশ্রেষ্ঠ, অমর-মর্দ্দন,
যার বাহু-পরাক্রমে লভিয়াছি আমি
ত্রিদিব-বিভব ; শুন, হে সুরারি রথি-
ব্যূহ, যার যাহা ইচ্ছা, সেই তাহা কর।
চিরবাদী রিপু এবে জিনিয়া বিবাদে
ঘোরতর পরিশ্রমে, আরাম-সাধনে
মন রত কর সবে।" উল্লাসে দনুজ,
শুনি দনুজেন্দ্র-বাণী, অমনি নাদিল

সে ভৈরব-রবে ভীত আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি পলাইলা রড়ে ; মূর্চ্ছা পায়ে,
খেচর, ভূচর-সহ, পড়িল ভূতলে।
থরথরি গিরিবর বিন্ধ্য মহামতি
কাঁপিলা, কাঁপিলা ভয়ে বসুধা সুন্দরী।
দূর কাম্যবনে যথা বসেন বাসব,
শুনি সে ঘোর ঘর্ঘর, ত্রস্ত হয়ে সবে,
নীরবে ও ওঁর পানে লাগিলা চাহিতে।
চারিদিকে দৈত্যদল চলিলা কৌতুকে,
যথা শিলীমুখ-বৃন্দ, ছাড়ি মধুমতী
পুরী, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আনন্দে গুঞ্জরি
মধুকালে, মধুতৃষা তুষিতে কুসুমে।
মঞ্জু কুঞ্জে বামাব্রজরঞ্জন দুজন
ভ্রমিলা, অশ্বিনী-পুত্র-যুগ-সম রূপে
অনুপম ; কিম্বা যথা পঞ্চবটী বনে
রাম রামানুজ,—যবে মোহিনী রাক্ষসী
সূর্পণখা, হেরি দোঁহে, মাতিল মদনে!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দৈত্য আসি উতরিলা
যথায় ফুলের মাঝে বসি একাকিনী
তিলোত্তমা। সুন্দপানে চাহিয়া সহসা
কহে উপসুন্দাসুর,—"কি আশ্চর্য্য, দেখ—
দেখ, ভাই, পূর্ণ আজি অপূর্ব্ব সৌরভে
বনরাজী! বসন্ত কি আবার আইল?
আইস দেখি কোন্ ফুল ফুটি আমোদিছে
কানন?" উত্তরে হাসি সুন্দাসুর বলী,—
"রাজ-সুখে সুখী প্রজা ; তুমি আমি, রথি,
সদাগরা বসুধারে দেবালয় সহ
ভুজবলে জিনি, রাজা ; আমাদের সুখে
কেন না সুখিনী হবে বনরাজী আজি?"
এইরূপে দুই জন ভ্রমিলা কৌতুকে,
না জানি কালরূপিণী' ভুজঙ্গিনী-রূপে
ফুটিছে বনে সে ফুল, যার পরিমলে
মত্ত এবে দুই ভাই, হায় রে, যেমতি
বকুলের বাসে অলি মত্ত মধুলোভে!
বিরাজিছে ফুল-কুল-মাঝে একাকিনী
দেবদূতী, ফুল-কুল-ইন্দ্রাণী যেমতি
নলিনী! কমলকরে আদরে রূপসী
ধরে যে কুসুম, তার কমনীয় শোভা
বাড়ে শত গুণ, যথা রবির কিরণে
মণি-আভা! একাকিনী বসিয়া ভাবিনী,
হেনকালে উতরিলা দৈত্যদ্বয় তথা।
চমকিলা বিধুমুখী দেখিয়া সম্মুখে
দৈত্যদ্বয়ে, যথা যবে ভোজরাজবালা
কুন্তী, দুর্ব্বাসার মন্ত্র জপি সুবদনা,
হেরিলা নিকটে হৈম-কিরীটী ভাস্করে!
বীরকুল-চূড়ামণি নিকুম্ভ-নন্দন
উভে ; ইন্দ্রসম রূপ—অতুল ভুবনে।
হেরি বীরদ্বয়ে ধনী বিস্ময় মানিয়া
একদৃষ্টে দোঁহা পানে লাগিলা চাহিতে,
চাহে যথা সূর্য্যমুখী সে সূর্য্যের পানে!
"কি আশ্চর্য্য! দেখ, ভাই," কহিলা শূরেন্দ্র
সুন্দ ; "দেখ চাহি, ওই নিকুঞ্জ মাঝারে।
উজ্জ্বল এ বন বুঝি দাবাগ্নিশিখাতে
আজি ; কিম্বা ভগবতী আইলা আপনি
গৌরী! চল, যাই ত্বরা, পূজি পদ যুগ!
দেবীর চরণ-পদ্ম-সদ্মে যে সৌরভ

বিরাজে, তাহাতে পূর্ণ আজি বনরাজী।"
মহাবেগে দুই ভাই ধাইল সকাশে
বিবশ। অমনি মধু, মন্মথে সম্ভাষি,
মৃদু স্বরে ঋতুবর কহিলা সত্বরে ;—
"হান তব ফুল-শর ফুল-ধনু ধরি,
ধনুর্দ্ধর, যথা বনে নিষাদ, পাইলে
মৃগরাজে।" অন্তরীক্ষে থাকি রতিপতি,
শরবৃষ্টি করি, দোঁহে অস্থির করিলা,
মেঘের আড়ালে পশি মেঘনাদ যথা
প্রহারয়ে সীতাকান্ত উর্ম্মিলাবল্লভে।
জর জর ফুল-শরে, উভয়ে ধরিলা
রূপসীরে। আচ্ছন্নিল গগন সহসা
জীমূত! শোণিতবিন্দু পড়িল চৌদিকে!
ঘোষিল নির্ঘোষে ঘন কালমেঘ দূরে ;
কাঁপিলা বসুধা ; দৈত্য-কুল-রাজলক্ষ্মী,
হায় রে, পূরিলা দেশ হাহাকার রবে!
কামমদে মত্ত এবে উপসুন্দাসুর
বলী, সুন্দাসুর পানে চাহিয়া কহিলা
রোষে,—"কি কারণে তুমি স্পর্শ এ
বামারে,
ভ্রাতৃবধূ তব, বীর?" সুন্দ উত্তরিলা,—
"বরিনু কন্যায় আমি তোমার সম্মুখে
এখনি! আমার ভার্য্যা গুরুজন তব ;
দেবর বামার তুমি ; দেহ হাত ছাড়ি।"
যথা প্রজ্বলিত অগ্নি আহুতি পাইলে
আরো জ্বলে, উপসুন্দ,—হায়,
মন্দমতি—
মহা কোপে কহিল,—"রে অধর্ম্ম-
আচারি,
কুলাঙ্গার! ভ্রাতৃবধূ মাতৃসম মানি ;
তার অঙ্গ পরশিস্ অনঙ্গ পীড়নে?"
"কি কহিলি. পামর? অধর্ম্মচারী
আমি?
কুলাঙ্গার! ধিক্ তোরে, ধিক্ দুষ্টমতি,
পাপি! শৃগালের আশা কেশরী-কামিনী
সহ কেলি করিবার,—ওরে রে বর্ব্বর!"
এতেক কহিয়া রোষে নিষ্কোষিলা অসি
সুন্দাসুর, তা দেখিয়া বীরমদে মাতি,
হুহুঙ্কারি নিজ অস্ত্র ধরিলা অমনি
উপসুন্দ,—গ্রহ-দোষে বিগ্রহ-প্রয়াসী।
মাতঙ্গিনী-প্রেম-লোভে কামার্ত্ত যেমতি
মাতঙ্গ যুঝয়ে, হায়, গহন কাননে
রোষাবেশে, ঘোর রণে কুক্ষণে রণিলা
উভয়, ভুলিয়া, মরি, পূর্ব্বকথা যত!
তমঃসম জ্ঞান-রবি সতত আবরে
বিপত্তি! দোঁহার অস্ত্রে ক্ষত দুই জন,
তিতি ক্ষিতি রক্তস্রোতে পড়িলা ভূতলে।
কতক্ষণে সুন্দাসুর চেতন পাইয়া,
কাতরে কহিলা চাহি উপসুন্দ পানে,
কি কর্ম্ম করিনু, ভাই, পূর্ব্বকথা ভুলি?
এত যে করিনু তপঃ ধাতায় তুষিতে,
এত যে যুঝিনু দোঁহে বাসবের সহ ;
এই কি তাহার ফল ফলিল হে শেষে?
বালিবন্ধে সৌধ, হায়, কেন নির্ম্মাইনু
এত যত্নে? কাম-মদে রত যে দুর্ম্মতি,
সতত এ গতি তার বিদিত জগতে।
কিন্তু এই দুঃখ, ভাই, রহিল হে মনে—
রণক্ষেত্রে শত্রু জিনি, মরিনু অকালে,
মরে যথা মৃগরাজ পড়ি ব্যাধ-ফাঁদে।
এতেক কহিয়া, হায়, সুন্দাসুর বলী,

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, শরীর ত্যজিলা
অমরারি, যথা, মরি, গান্ধারীনন্দন,
নরশ্রেষ্ঠ, কুরুবংশ ধ্বংস গণি মনে,
যবে ঘোর নিশাকালে অশ্বথামা রথী
পাণ্ডব-শিশুর শির দিলা রাজহাতে!
মহাশোকে শোকী তবে উপসুন্দ বলী
কহিলা,—"হে দৈত্যপতি, কিসের কারণে
লুটায় শরীর তব ধরণীর তলে ?
উঠ, বীর, চল, পুনঃ দলিগে সমরে
অমর! হে শূরমণি, কে রাখিবে আজি
দানব-কুলের মান, তুমি না উঠিলে?
হে অগ্রজ, ডাকে দাস চির অনুগত
উপসুন্দ, অল্পদোষে দোষী তব পদে
কিঙ্কর ; ক্ষমিয়া তারে, হে বাসবজয়ি,
লয়ে এ বামারে, ভাই, কেলি কর উঠি!"
এইরূপে বিলাপিয়া উপসুন্দ রথী,
অকালে কালের হস্তে প্রাণ সমর্পিলা
কর্ম্মদোষে। শৈলাকারে রহিলা দুজনে
ভূমিতলে, যথা শৈল—নীরব, অচল।
সমরে পড়িল দৈত্য। কন্দর্প অমনি
দর্পে শঙ্খ ধরি ধীর নাদিলা গম্ভীরে।
বহি সে বিজয়-নাদ আকাশ-সম্ভবা
প্রতিধ্বনি, রড়ে ধনী ধাইলা আশুগা
মহারঙ্গে। তুঙ্গ শৃঙ্গে, পর্ব্বতকন্দরে,
পশিল স্বর-তরঙ্গ। যথা কাম্যবনে
দেব-দল, কতক্ষণে উতরিলা তথা
নিরাকারা দূতী। "উঠ", কহিলা সুন্দরী
"শীঘ্র করি উঠ, ওহে দেবকুলপতি!
ভ্রাতৃভেদে ক্ষয় আজি দানব দুর্জ্জয়।"
যথা অগ্নি-কণা-স্পর্শে বারুদ কণিক-
রাশি, ইরম্মদরূপে, উঠয়ে নিমিষে
গরজি পবন-মার্গে, উঠিলা তেমতি
দেবসৈন্য শূন্যপথে! রতনে খচিত
ধ্বজদণ্ড ধরি করে, চিত্ররথ রথী
উন্মীলিলা দেবকেতু কৌতুকে আকাশে।
শোভিল সে কেতু, শোভে ধূমকেতু যথা
তারাশির,—তেজে ভস্ম করি সুররিপু।
বাজাইল রণবাদ্য বাদ্যকর-দল
নিক্বণে। চলিলা সবে জয়ধ্বনি করি।
চলিলেন বায়ুপতি, খগপতি যথা
হেরি দূরে নাগবৃন্দ—ভয়ঙ্কর-গতি ;
সাপটি প্রচণ্ড দণ্ড চলিলা হরষে
শমন ; চলিলা ধনুঃ টঙ্কারিয়া রথী
সেনানী ; চলিলা পাশী ; অলকার পতি,
গদা হস্তে ; স্বর্ণরথে চলিলা বাসব,
ত্বিষায় জিনিয়া ত্বিষাম্পতি দিনমণি।
চলে বাসবীয় চমূ, জীমূত যেমতি
ঝড় সহ মহারড়ে ; কিম্বা চলে যথা
প্রমথনাথের সাথে প্রমথের কুল
নাশিতে প্রলয়কালে, ববম্বম্ রবে—
ববম্বম্ রবে যবে রবে শিঙ্গাধ্বনি!
ঘোর নাদে দেবসৈন্য প্রবেশিল আসি
দৈত্যদেশে। যে যেখানে আছিল দানব,
হতাশ তরাসে কেহ, কেহ ঘোর রণে
মরিল! মুহূর্ত্তে, আহা, যত নদ নদী
প্রস্রবণ, রক্তময় হইয়া বহিল!
শৈলাকার শবরাশি গগন পরশে।
শকুনি গৃধিনী যত—বিকট-মূরতি—
জুড়িয়া আকাশদেশ, উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে

মাংসলোভে। বায়ুসখা সুখে বায়ু সহ
শত শত দৈত্যপুরী লাগিলা দহিতে।
মরিল দানব-শিশু, দানব-বনিতা।
হায় রে, যে ঘোর ব্যাত্যা দলে তরু-দলে
বিপিনে, নাশে সে মূঢ় মুকুলিত লতা,
কুসুম-কাঞ্চন-কান্তি! বিধির এ লীলা।
বিলাপী-বিলাপধ্বনি জয়নাদ সহ
মিশিয়া, পূরিল বিশ্ব ভৈরব আরাবে!
কত যে মারিলা যম কে পারে বর্ণিতে?
কত যে চূর্ণিলা, ভাঙ্গি তুঙ্গ শৃঙ্গ, বলী
প্রভঞ্জন;—তীক্ষ্ণ শরে কত যে কাটিলা
সেনানী; কত যে যূথনাথ গদাঘাতে
নাশিলা অলকানাথ; কত যে প্রচেতা
পাশী; হায়, কে বর্ণিবে, কার সাধ্য এত?
দানব-কুল-নিধনে, দেব-কুল-নিধি
শচীকান্ত, নিতান্ত কাতর হয়ে মনে
দয়াময়, ঘোররবে শঙ্খ নিনাদিলা
রণভূমে। দেবসেনা ক্ষান্ত দিয়া রণে
অমনি, বিনতভাবে বেড়িলা বাসবে।
কহিলেন সুনাসীর গম্ভীর বচনে;—
সুন্দ-উপসুন্দাসুর, হে শূরেন্দ্র রথি,
অরি মম, যমালয়ে গেছে দোঁহে চলি
অকালে কপালদোষে। আর কারে ডরি?
তবে বৃথা প্রাণিহত্যা কর কি কারণে?
নীচের শরীরে বীর কভু কি প্রহারে
অস্ত্র? উচ্চ তরু—সেই ভস্ম ইরম্মদে।
যাক্ চলি নিজালয়ে দিতিসুত যত।
বিষহীন ফণী দেখি কে মারে তাহারে?
আনহ চন্দনকাষ্ঠ কেহ, কেহ ঘৃত;
আইস সবে দানবের প্রেতকর্ম্ম করি
যথাবিধি। বীর-কুলে সামান্য সে নহে
তোমা সবা যার শরে কাতর সমরে!
বিশ্বনাশী বজ্রাগ্নিরে অবহেলা করি,
জিনিল যে বাহু-বলে দেবকুলরাজে,
কেমনে তাহার দেহ দিবে সবে আজি
খেচর ভূচর জীবে? বীরশ্রেষ্ঠ যারা,
বীরারি পূজিতে রত সতত জগতে!
এতেক কহিলা যদি বাসব, অমনি
সাজাইলা চিতা চিত্ররথ মহারথী
রাশিরাশি আনি কাষ্ঠ, সুরভি, ঢালিলা
ঘৃত তাহে। আসি শুচি—সর্ব্বশুচিকারী
দহিলা দানব-দেহ। অনুমৃতা হয়ে,
সুন্দ-উপসুন্দাসুর-মহিষী রূপসী
গেলা ব্রহ্মলোকে,—দোঁহে পতিপরায়ণা।
তবে তিলোত্তমা পানে চাহি সুরপতি
জিষ্ণু, কহিলেন দেব মৃদু মন্দস্বরে;—
"তারিলে দেবতাকুলে অকূল পাথারে
তুমি; দলি দানবেন্দ্রে তোমার কল্যাণে,
হে কল্যাণি, স্বর্গলাভ আবার করিনু।
এ সুখ্যাতি তব, সতি, ঘুষিবে জগতে
চিরদিন। যাও এবে (বিধির এ বিধি)
সূর্য্যলোকে; সুখে পশি আলোক-সাগরে
কর বাস, যথা দেবী কেশব-বাসনা,
ইন্দুবদনা ইন্দিরা—জলধির তলে।"
চলি গেলা তিলোত্তমা—তারাকারা
ধনী—
সূর্য্যলোকে। সুরসৈন্য সহ সুরপতি
অমরাপুরীতে হর্ষে পুনঃ প্রবেশিলা।

ইতি শ্রীতিলোত্তমাসম্ভবে কাব্যে বাসব বিজয়ো নাম চতুর্থ সর্গ।

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

১

উপক্রম

যথাবিধি বন্দি কবি আনন্দে আসরে,
কহে, যোড় করি কর, গৌড়
সুভাজনে ;—
সেই আমি, ডুবি পূর্ব্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা-মুকুতা যৌবনে ;—
কবি-গুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র লঙ্কার সমরে,
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;—
কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে
শ্যামে ;)—
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীর জায়া-পক্ষে বীর পতি-গ্রামে,
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি !—

২

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
বহুবিধ পিক যথা গায় মধুস্বরে,
সঙ্গীত-সুধার রস করি বরিষণ,
বাসন্ত আমোদে মন পূরি নিরন্তরে ;—
সে দেশে জনম পূর্ব্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি ; বাগ্‌দেবীর
বরে
বড়ই যশস্বী সাধু, কবি-কুল ধন,
রসনা অমৃতে সিক্ত, স্বর্ণবীণা করে।
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী
(মনোনীত বর দিয়া) এ উপকরণে।
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে ॥*

৩

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন— ;
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা
করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি !

* ফরাসী দেশস্থ ভরসেলস্ নগরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রচিত।

অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি ;—
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল-কানন !
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর
আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি
ঘরে !"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥

৪

কমলে কামিনী

কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে
কালিদহে। বসি বামা শতদল-দলে
(নিশীথে চন্দ্রিমা যথা সরসীর জলে
মনোহরা।) বাম করে সাপটি হেলনে
গজেশে, গ্রাসিছে তারে উগরি সঘনে।
গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ অন্ধ পরিমলে,
বহিছে দহের বারি মৃদু কলকলে।—
কার না ভোলে রে মনঃ, এ হেন ছলনে !
কবিতা-পঙ্কজ-রবি, শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে ! যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব
গানে ?—
বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী ॥

৫

অন্নপূর্ণার ঝাঁপি

মোহিনী-রূপসী-বেশে ঝাঁপি কাঁখে করি,
পশিছেন, ভবানন্দ, দেখ তব ঘরে
অন্নদা ! বহিছে শূন্যে সঙ্গীত-লহরী,
অদৃশ্যে অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে।—
দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন, রাজছত্র দিবেন সত্বরে
রাজলক্ষ্মী ; ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরি
ভাসিবে অনেক দিন, জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে ;
চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল ;
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে ?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডল ॥

৬

কাশীরাম দাস

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেই রূপে ভাষাপথ-খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমলজলে !

নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান॥

৭

কৃত্তিবাস

জনক জননী তব দিলা শুভ ক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা!—কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে,
কোকিলের কণ্ঠে যথা স্বর, কবিপতি,
নয়নরঞ্জন-রূপ কুসুম যৌবনে,
রশ্মি মাণিকের দেহে! আপনি ভারতী,
বুঝি কয়ে দিলা নাম নিশার স্বপনে,
পূর্ব্ব-জনমের তব স্মরি হে ভকতি!
পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী;—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি!

৮

জয়দেব

চল যাই জয়দেব, গোকুল-ভবনে
তব সঙ্গে, যথা রঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, পীত ধড়া গলে,
নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামিনী ঘনে!
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতুহলে
পুরিও নিকুঞ্জরাজী বেণুর স্বননে!
ভুলাবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,—
নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে,—
বহিবে সমীর ধীরে সুস্বর-লহরী,—
মৃদুতর কলকলে কালিন্দী আপনি
চলিবে! আনন্দে শুনি সে মধুর ধ্বনি,
ধৈরজ ধরি কি রবে ব্রজের সুন্দরী?
মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে,,
কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে?

৯

কালিদাস

কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি!
কার গো না মজে মনঃ ও মধুর স্বরে?
শুনিয়াছি লোক-মুখে আপনি ভারতী,
সৃজি মায়াবলে সরঃ বনের ভিতরে,
নব নাগরার বেশে তুষিলেন বরে
তোমায়; অমৃত রসে রসনা সিকতি,
আপনার স্বর্ণ বীণা অরপিলা করে!—
সত্য কি হে, এ কাহিনী, কহ মহামতি?
মিথ্যা বা কি বলে বলি! শৈলেন্দ্র-সদনে
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে!)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে;
সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি!) হে কবীন্দ্র, সুধা বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে!

১০

মেঘদূত

কামী যক্ষ দগ্ধ, মেঘ, বিরহ-দহনে
দূত-পদে বরি পূর্ব্বে, তোমায় সাধিল
বহিতে বারতা তার অলকা-ভবনে
যেখানে বিরহে প্রিয়া ক্ষুণ্ণ মনে ছিল।
কত যে মিনতি কথা কাতরে কহিল
তব পদতলে সে, তা পড়ে কি হে মনে?
জানি আমি, তুষ্ট হয়ে তার সে সাধনে
প্রদানিলা তুমি তারে যা কিছু যাচিল;
তেঁই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি;—
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি
বিরাজে, হে মেঘরাজ, যথা সে যুবতী,
অধীর এ হিয়া, হায়, যার রূপ স্মরি।
কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদু নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি।

১১

গরুড়ের বেগে, মেঘ, উড় শুভক্ষণে।
সাগরের জলে সুখে দেখিবে, সুমতি,
ইন্দ্র-ধনুঃ-চূড়া শিরে ও শ্যাম মূরতি,
ব্রজে যথা ব্রজরাজ যমুনা-দর্পণে
হেরেন বরাঙ্গ, যাহে মজি ব্রজাঙ্গনে
দেয় জলাঞ্জলি লাজে! যদি রোধে গতি
তোমার, পর্ব্বত-বৃন্দ, মন্দ্রি ভীম স্বনে
বারি-ধারা-রূপ বাণে বিঁধো, মেঘপতি,
তা সকলে, বীর তুমি; কারে ডর রণে?
এ দূর গমনে যদি হও ক্লান্ত কভু,
কামীর দোহাই দিয়া ডেকো গো পবনে
বহিতে . [illegible]ার। শোভিবে, হে প্রভু,
খগেন্দ্রে উপেন্দ্র-সম, তুমি সে বাহনে!—
কৌস্তুভের রূপে পরো—তড়িত-রতনে॥

১২

"বউ কথা কও"

কি দুখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
বসি, 'বউ কথা কও' কও এ কাননে?—
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে,
পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে?
তেঁই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে?
বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে,—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে?
সত্য যদি, তবে শুন, দিতেছি যুকতি;
(শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে)
পবনের বেগে যাও যথায় যুবতী;
"ক্ষম, প্রিয়ে", এই বলি পড় গিয়া পায়ে!—
কভু দাস, কভু প্রভু, শুন, ক্ষুণ্ণ-মতি,
প্রেম-রাজ্যে রাজাসন থাকে এ উপায়ে॥

১৩

পরিচয়

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী, যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস ঊর্দ্ধ কলেবরে,

রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
(স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মুরতি ;—
যে দেশে কুহরে পিক বাসন্ত কাননে ;—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ;
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি ওলো বরাঙ্গনে !

১৪

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন ? কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি। কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি ; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে !
কামের নিকুঞ্জ এই ! কত যে কি ফলে,
হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে !
সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে এ স্থলে,
কদম্ব, বিম্বিকা, রম্ভা, চম্পকের সনে !
সা[illegible]নীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
কোকিল ; কুরঙ্গ গেছে রাখি দু-নয়নে !

১৫

যশের মন্দির

সুবর্ণ-দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ-শিরে ! সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে,
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ উর্দ্ধগামী জনে !
তবুও উঠিতে তথা—সে দুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে
বহু প্রাণী। বহু প্রাণী কাঁদিছে বিফলে,
না পারি লভিতে যত্নে সে রত্ন-ভবনে।
ব্যথিল হৃদয় মোর দেখি তা সবারে।
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদু হাসি ; "ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে ?
যশের মন্দির ওই ; ওথা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে !"

১৬

কবি

কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে !

১৭

দেব-দোল

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জ-বনে,
ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে;
ভেবো না গাইছে পিক কল কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যুষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে!
দেখ, মৌলি, ভক্তজন, ভক্তির নয়নে,
অধোগামী দেব-গ্রাম উজ্জ্বল-অম্বরে,—
আসিছেন সবে হেথা—এই দোলাসনে—
পূজিতে রাখালরাজ—রাধা-মনোহরে!
স্বর্গীয় বাজনা ওই! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ, করে হেন মধু-ধ্বনি?
কিন্নরের বীণা-তান অপ্সরার রবে।
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি!

১৮

শ্রীপঞ্চমী

নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূভারতে
বিসর্জ্জিবে ভূভারত, বিস্মৃতির জলে,
ও তব ধবল মূর্ত্তি সুদল কমলে;—
কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে!
মনোরূপ-পদ্ম যিনি রোপিলা কৌশলে
এ মানব-দেহ-সরে, তাঁর ইচ্ছামতে
সে কুসুমে বাস তব, যথা মরকতে
কিম্বা পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে!
কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
দশ দিশে, যত দিন এ মর-ভবনে
মনঃ-পদ্ম ফোটে, পূজা, তুমি, মা, পাইবে;
কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে?

১৯

কবিতা

অন্ধ যে, কি রূপ কবে তার চক্ষে ধরে
নলিনী? রোধিলা বিধি কর্ণ-পথ যার,
লভে কি সে সুখ কভু বীণার সুস্বরে?
কি কাক, কি পিকধ্বনি, সম-ভাব তার!
মনের উদ্যান-মাঝে, কুসুমের সার
কবিতা-কুসুম-রত্ন!—দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর-নগরে।—
দুর্ম্মতি সে জন, যার মনঃ নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে! হায়, সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণপদ্ম, পদ্মবাসিনি ভারতি!
কর পরিমলময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর
মিনতি।

২০

আশ্বিন মাস

সু-শ্যামাঙ্গ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা, বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভকতের ঘরে;
বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে;

শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ; গণ দল যত,
তার পতি গণদেব, রাঙা কলেবরে
করি-শিরঃ;—আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্মে শতদল! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে!—
কি আনন্দ! পূর্ব্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারি-ধারা আজি এ নয়নে?
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি?

২১

সায়ংকাল

চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। কত বা যত্নে কাদম্বিনী আসি
ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আঁচলে!—
কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী?
অতি-ত্বরা গড়ি ধনী দৈব-মায়া-বলে
বহুবিধ অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,—
কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে!
সাজাইবে গজ, বাজী; পর্ব্বতের শিরে
সুবর্ণ-কিরীট দিবে; বহাবে অম্বরে
নদস্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে!
সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে!—এ বাজী করি রে
শুভ ক্ষণে দিনকর কর-দান করে!

২২

সায়ংকালের তারা

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাসে না শর্ব্বরী?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস-অম্বরে!
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে,
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে!

২৩

নিশা

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি!—সুহাস মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ-মনে।
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল্ল ফুল-দলে,
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে? নারিবে কেমনে,
প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে?
এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—
চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মূরতি!
কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
নিশায়, আমার মতে সে বড় দুর্ম্মতি।
হেন সুবাসিত শ্বাস, হাস স্নিগ্ধ করে
যার, সে কি কভু মন্দ, ওলো রসবতি?

২৪

নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির

রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে
রতন-মুকুট শিরে ; আসিছে সঘনে
অগণ্য জোনাকীব্রজ, এই তরুতলে
পূজিতে রজনী-যোগে বৃষভ-বাহনে।
ধূপরূপ পরিমল অদূর কাননে
পেয়ে, বহিতেছে তাহে হেথা কুতূহলে
মলয় ; কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে
নাচিছে ; আচার্য্য-রূপে এই তরু-পতি
উচ্চারিছে বীজমন্ত্র। নীরবে অম্বরে,
তারাদলে তারানাথ করেন প্রণতি
(বোধ হয়) আরাধিয়া দেবেশ শঙ্করে!
তুমিও, লো কল্লোলিনি, মহাব্রতে ব্রতী,
সাজায়েছ, দিব্য সাজে, বর-কলেবরে!

২৫

ছায়াপথ

কহ মোরে, শশিপ্রিয়ে, কহ, কৃপা করি,
কার হেতু নিত্য তুমি সাজাও গগনে,
এ পথ,—উজ্জ্বল কোটি মণির কিরণে?
এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে,—সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারা-গণে—
সৌন্দর্য্যে?—এ কথা দাসে, কহ, বিভাবরি!
রাণী তুমি ; নীচ আমি ; তেঁই ভয় করে,
অনুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে ; পবন-কিঙ্করে,
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
দেও কয়ে ; কহিবে সে কানে, মৃদুস্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে

২৬

কুসুমে কীট

কি পাপে, কহ তা মোরে, লো বনসুন্দরি,
কোমল হৃদয়ে তব পশিল,—কি পাপে—
এ বিষম যমদূত? কাঁদে মনে করি
পরাণ যাতনা তব ; কত যে কি তাপে
পোড়ায় দুরন্ত তোমা, বিষদন্তে হরি
বিরাম দিবস নিশি! মৃদে কি বিলাপে
এ তোমার দুখ দেখি সখী মধুকরী,
উড়ি পড়ি তব গলে যবে লো সে কাঁপে?
বিষাদে মলয় কি লো, কহ, সুবদনে,
নিশ্বাসে তোমার ক্লেশে, যবে লো সে আসে
যাচিতে তোমার কাছে পরিমল-ধনে?
কানন চন্দ্রিমা তুমি কেন রাহু-গ্রাসে?
মনস্তাপ-রূপে রিপু, হায়, পাপ-মনে,
এইরূপে, রূপবতি, নিত্য সুখ নাশে!

২৭

বটবৃক্ষ

দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি
তরুরাজ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি!
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,

তোমার দুহিতা, সাধু! যবে বসুধারে
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পরিহরি,
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পূজি তাঁরে।
শত-পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
পদ্মরাগ ফলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট মনে ;—
মৃদু-ভাষে মিষ্টালাপ কর তুমি কত,
মিষ্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে!
দেব নহ ; কিন্তু গুণে দেবতার মত।

২৮

সৃষ্টিকর্ত্তা

কে সৃজিলা এ সুবিশ্বে, জিজ্ঞাসিব কারে
এ রহস্য কথা, বিশ্বে, আমি মন্দমতি ?
পার যদি, তুমি দাসে কহ, বসুমতি ;—
দেহ মহা-দীক্ষা, দেবি, ভিক্ষা চিনিবারে
তাঁহায়, প্রসাদে যাঁর তুমি, রূপবতি,—
ভ্রম অসম্ভ্রমে শূন্যে! কহ হে আমারে,
কে তিনি, দিনেশ রবি, করি এ মিনতি,
যাঁর আদি জ্যোতিঃ, হেম-আলোক সঞ্চারে
তোমার বদন, দেব, প্রত্যহ উজ্জ্বলে ?—
অধম চিনিতে চাহে সে পরম জনে,
যাঁহার প্রসাদে তুমি নক্ষত্র মণ্ডলে
কর কেলি নিশাকালে রজত-আসনে,
নিশানাথ! নদকুল, কহ, কলকলে,
কিম্বা তুমি, অম্বুপতি, গম্ভীর স্বননে!

২৯

সূর্য্য

এখনও আছে লোক দেশ দেশান্তরে
দেব ভাবি পূজে তোমা, রবি দিনমণি,
দেখি তোমা দিবামুখে উদয়-শিখরে,
লুটায়ে ধরণীতলে, করে স্তুতি-ধ্বনি ;—
আশ্চর্য্যের কথা, সূর্য্য, এ না মনে গণি।
অসীম মহিমা তব, যখন প্রখরে
শোভ তুমি, বিভাবসু, মধ্যাহ্নে অম্বরে
সমুজ্জ্বল করজালে আবরি মেদিনী!
অসীম মহিমা তব, অসীম শকতি,
হেম-জ্যোতিঃ-দাতা তুমি চন্দ্র-গ্রহ-দলে ;
উর্ব্বরা তোমার বীর্য্যে সতী বসুমতী ;
বারিদ, প্রসাদে তব, সদা পূর্ণ জলে ;—
কিন্তু কি মহিমা তাঁর, কহ, দিনপতি,
কোটি রবি শোভে নিত্য যাঁর পদতলে!

৩০

সীতাদেবী

অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি! কখন দেখি, মুদিত নয়নে,
একাকিনী তুমি, সতি, অশোক-কাননে,
চারি দিকে চেড়ীবৃন্দ, চন্দ্রকলা যথা
আচ্ছন্ন মেঘের মাঝে! হায়, বহে বৃথা
পদ্মাক্ষি, ও চক্ষুঃ হতে অশ্রু-ধারা ঘনে!
কোথা দাশরথি শূর—কোথা মহারথী
দেবর লক্ষ্মণ, দেবি, চিরজয়ী রণে ?
কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস ? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে!
রাহু-গ্রাহ-রূপ ধরি বিপত্তি-আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে!
মজিবে এ রক্ষোবংশ খ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে!

৩১

মহাভারত

কল্পনা-বাহনে সুখে করি আরোহণ,
উতরিনু, যথা বসি বদরীর তলে,
করে বীণা, গাইছেন গীত কুতূহলে
সত্যবতী-সুত কবি,—ঋষিকুল-ধন !
শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি;—উন্মীলি নয়ন
দেখিনু কৌরবেশ্বরে, মত্ত বাহুবলে ;
দেখিনু পবন-পুত্রে, ঝড় যথা চলে
হুঙ্কারে ! আইলা কর্ণ—সূর্য্যের নন্দন—
তেজস্বী। উজ্জ্বলি যথা ছোটে অনম্বরে
নক্ষত্র, আইলা ক্ষেত্রে পার্থ মহামতি,
আলো করি দশ দিশ, ধরি বাম করে
গাণ্ডীব—প্রচণ্ড-দণ্ড-দাতা রিপু প্রতি।
তরাসে আকুল হৈনু এ কাল সমরে,
দ্বাপরে গোগৃহ-রণে উত্তর যেমতি ॥

৩২

নন্দন-কানন

লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,
যথা ফোটে পারিজাত ; যথায় উর্ব্বশী,—
কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণ শশী,—
নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে ;
যথা রম্ভা, তিলোত্তমা, অলকা রূপসী
মোহে মনঃ সুমধুর স্বর বরিষণে,—
মন্দাকিনী বাহিনীর স্বর্ণ-তীরে বসি,
মিশায়ে সু-কণ্ঠ-রব বীচির বচনে !
যথা শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে
সদা সদ্যঃ ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে ;
বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে ;
বসি যথা শাখা-মুখে কোকিল কুহরে ;
লও দাসে ; আঁখি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।

৩৩

সরস্বতী

তপনের তাপে তাপি পথিক যেমতি
পড়ে গিয়া দড়ে রড়ে ছায়ার চরণে ;
তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে ;এ দাস তেমতি,
জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি,দেবি সরস্বতি !—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রম আর ? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে হায়,কে সান্ত্বনে তারে ?
কে মোছে আঁখির জল অমনি আঁচলে ?
কে তার মনের খেদ নিবারিতে পারে,
মধুমাখা কথা কয়ে, স্নেহের কৌশলে ?—
এই ভাবি, কৃপাময়ি, ভাবি গো
তোমারে !

৩৪

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !—

বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে !
আর কি হে হবে দেখা ?—যতদিন যাবে,
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে !

৩৫

ঈশ্বরী পাটনী

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।"
—অন্নদামঙ্গল।

কে তোর তরিতে বসি, ঈশ্বরী পাটনি ?
ছলিতে তোরে রে যদি কামিনী কমলে,—
কোথা করী, বাম করে ধরি যারে বলে,
উগরি, গ্রাসিল পুনঃ পূর্ব্বে সুবদনী ?
রূপের খনিতে আর আছে কি রে মণি
এর সম ? চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
কোন্ দেবতারে পূজি, পেলি এ রমণী ?
কাঠের সেঁউতি তোর, পদ-পরশনে
হইতেছে স্বর্ণময় ! এ নব যুবতী—
নহে রে সামান্যা নারী, এই লাগে মনে ;
বলে বেয়ে নদী-পারে যা রে শীঘ্রগতি
মেগে নিস্, পার করে, বর-রূপ ধনে
দেখায়ে ভকতি, শোন্, এ মোর যুকতি !

৩৬

বসন্তে একটি পাখীর প্রতি

নহ তুমি পিক, পাখি, বিখ্যাত ভারতে,
মাধবের বার্ত্তাবহ ; যার কুহরণে
ফোটে কোটি ফুল-পুঞ্জ মঞ্জু কুঞ্জবনে।—
তবুও সঙ্গীত-রঙ্গ করিছ যে মতে
গায়ক, পুলক তাহে জনমে এ মনে !
মধুময় মধুকাল সর্ব্বত্র জগতে,—
কে কোথা মলিন কবে মধুর মিলনে,
বসুমতী সতী যবে রত প্রেমব্রতে ?—
দুরন্ত কৃতান্ত-সম হেমন্ত এ দেশে *
নির্দ্দয় ; ধরার কষ্টে দুষ্ট তুষ্ট অতি !
না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে,
পরায় ধবল বাস বৈধব্যে যেমতি !—
ডাক তুমি ঋতুরাজে, মনোহর বেশে
সাজাতে ধরায় আসি, ডাক শীঘ্রগতি !

৩৭

প্রাণ

কি সুরাজ্যে, প্রাণ, তব রাজ-
সিংহাসন !
বাহু-রূপে দুই রথী, দুর্জ্জয় সমরে,
বিবিধ বিধানে পুরী তব রক্ষা করে ;—
পঞ্চ অনুচর তোমা সেবে অনুক্ষণ।
সুহাসে ঘ্রাণেরে গন্ধ দেয় ফুলবন ;
যতনে শ্রবণ আনে সুমধুর স্বরে ;
সুন্দর যা কিছু আছে, দেখায় দর্শন
ভূতলে, সুনীল নভে, সর্ব্ব চরাচরে !
স্পর্শ, স্বাদ, সদা ভোগ যোগায় সুমতি ?

* ফরাসীস্ দেশে।

পদরূপে দুই বাজী তব রাজ-দ্বারে ;
জ্ঞান-দেব মন্ত্রী তব—ভবে বৃহস্পতি ;—
সরস্বতী অবতার রসনা সংসারে !
স্বর্ণস্রোতোরূপ লহু, অবিরল-গতি,
বহি অঙ্গে, রঙ্গে ধনী করে হে তোমারে !

৩৭

কল্পনা

লও দাসে সঙ্গে রঙ্গে, হেমাঙ্গি কল্পনে,
বাগ্দেবীর প্রিয়সখি, এই ভিক্ষা করি ;
হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর ভিতরি !
চল যাই মনানন্দে গোকুল-কাননে,
সরস বসন্তে যথা রাধাকান্ত হরি
নাচিছেন, গোপীচয়ে নাচায়ে ; সঘনে
পূরি বেণুরবে দেশ ! কিম্বা, শুভঙ্করি,
চল লো, আতঙ্কে যথা লঙ্কায় অকালে
পূজেন উমায় রাম, রঘুরাজ-পতি ;
কিম্বা সে ভীষণ ক্ষেত্রে, যথা শরজালে
নাশিছেন ক্ষত্রকুলে পার্থ মহামতি।—
কি স্বরগে, কি মরতে, অতল পাতালে,
নাহি স্থল যথা, দেবি, নহে তব গতি !

৩৯

রাশিচক্র

রাজপথে শোভে যথা, রম্য-উপবনে,
বিরাম-আলয়বৃন্দ ; গড়িলা তেমতি
দ্বাদশ মন্দির বিধি, বিবিধ রতনে,
তব নিত্য পথে শূন্যে, রবি, দিনপতি !
মাস কাল প্রতি গৃহে তোমার বসতি,
গ্রহেন্দ্র ; প্রবেশ তব কখন সুক্ষণে,—
কখন বা প্রতিকূল জীব-কুল প্রতি।
আসে এ বিরামালয়ে সেবিতে চরণে,
গ্রহব্রজ ; প্রজাব্রজ রাজাসন-তলে
পূজে রাজপদ যথা ; তুমি, তেজাকর,
হৈমময় তেজঃপুঞ্জ প্রসাদের ছলে,
প্রদান প্রসন্ন ভাবে সবার উপর।
কাহার মিলনে তুমি হাস কুতূহলে,
কাহার মিলনে বাম,—শুনি পরস্পর ॥

৪০

সুভদ্রা-হরণ

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসরে
নব তানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরি ;
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে !
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী ?
ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,
বৈশ্বানর ! দুরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষি কুল-রত্ন দ্বিজ, পাবে লো ভারতে
তোমার হরণ-গীত ; তুষি বিজ্ঞ জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে !

৪১

মধুকর

শুনি গুন গুন ধ্বনি তোর এ কাননে,
মধুকর, এ পরাণ কাঁদে রে বিষাদে!—
ফুল-কুল-বধূ-দলে সাধিস্ যতনে
অনুক্ষণ, মাগি ভিক্ষা অতি মৃদু নাদে,
তুমকী বাজায়ে যথা রাজার তোরণে
ভিখারী, কি হেতু তুই? ক মোরে, কি সাধে
মোমের ভাণ্ডারে মধু রাখিস্ গোপনে,
ইন্দ্র যথা চন্দ্রলোকে, দানব-বিবাদে,
সুধামৃত? এ আয়াসে কি সুফল ফলে?
কৃপণের ভাগ্য তোর! কৃপণ যেমতি
অনাহারে, অনিদ্রায়, সঞ্চয়ে বিফলে
বৃথা অর্থ, বিধি-বশে তোর সে দুর্গতি!
গৃহ-চ্যুত করি তোরে, লুটি লয় বলে,
পর জন পরে তোর শ্রমের সঙ্গতি!

৪২

নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির

এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্ম্মিল কবে?
কোন্ জন? কোন্ কালে? জিজ্ঞাসিব কারে?
কহ মোরে, কহ তুমি, কল কল রবে,
ভুলে যদি, কল্লোলিনি, না থাক লো তারে!
এ দেউল-বর্গ গাঁথি উৎসর্গিল যবে
সে জন, ভাবিল কি সে, মাতি অহঙ্কারে
থাকিবে এ কীর্ত্তি তার চিরদিন ভবে,
দীপরূপে আলো করি বিস্মৃতি-আঁধারে?
বৃথা ভাব, প্রবাহিণি, দেখ ভাবি মনে।
কি আছে লো চিরস্থায়ী এ ভবমণ্ডলে?
গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
পাথর; হুতাশে তার কি ধাতু না গলে?—
কোথা সে? কোথা বা নাম? ধন? লো ললনে?
হায়, গত, যথা বিম্ব তব চল জলে!

৪৩

ভরসেল্‌স নগরে রাজপুরী ও উদ্যান

কত যে কি খেলা তুই খেলিস্ ভুবনে,
রে কাল, ভুলিতে কে তা পারে এই স্থলে?
কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে
বৈজয়ন্ত-সম ধাম এ মর্ত্ত্য-নন্দনে
শোভিল? হরিল কে সে নরাপ্সরা-দলে,
নিত্য যারা, নৃত্যগীতে এ সুখ-সদনে,
মজাইত রাজ-মনঃ, কাম-কুতূহলে?
কোথা বা সে কবি, যারা বীণার স্বননে,
(কথারূপ ফুলপুঞ্জ ধরি পুট করে)
পূজিত সে রাজপদ? কোথা রথী যত,
গাণ্ডীবী-সদৃশ যারা প্রচণ্ড সমরে?
কোথা মন্ত্রী বৃহস্পতি? তোর হাতে হত।
রে দুরন্ত, নিরন্তর যেমত সাগরে
চলে জল, জীবকুলে চালাস্ সেমত ॥

৪৪

কিরাত-আর্জ্জুনীয়ম্

ধর ধনুঃ সাবধানে পার্থ মহামতি।
সামান্য মেনো না মনে, ধাইছে যে জন
ক্রোধভরে তব পানে! ওই পশুপতি,
কিরাতের রূপে তোমা করিতে ছলন,
হুঙ্কারি আসিছে ছদ্মী মৃগরাজ-গতি!
হুঙ্কারি, হে মহাবাহু, দেহ তুমি রণ।
বীর-বীর্য্যে আশা-লতা কর ফলবতী—
বীরবীর্য্যে আশুতোষে তোষ, বীর-ধন!
করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে;
কিন্তু, হে কৌন্তেয়, কহি, যাচিছ যে শর,
বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
নারিবে লভিতে কভু,—দুর্ল্লভ এ বর!—
কি লাজ, অর্জ্জুন, কহ, হারিলে এ রণে?
মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর!

৪৫

পরলোক

আলোক-সাগর-রূপ রবির কিরণে,
ডুবে যথা প্রভাতের তারা সুহাসিনী;—
ফুটে যথা প্রেমামোদে, আইলে যামিনী,
কুসুম-কুলের কলি কুসুম-যৌবনে;—
বহি যথা সুপ্রবাহে প্রবাহ-বাহিনী,
লভে নিরবাণ সুখে সিন্ধুর চরণে;—
এই রূপে ইহ-লোক—শাস্ত্রে এ কাহিনী—
নিরন্তর সুখরূপ পরম রতনে
পায় পরে পর-লোকে, ধরমের বলে।
হে ধর্ম্ম, কি লোভে তবে তোমারে
বিস্মরি,
চলে পাপ-পথে নর, ভুলি পাপ-ছলে?
সংসার-সাগর মাঝে তব স্বর্ণতরি
তেয়াগি, কি লোভে ডুবে বাতময় জলে
দু দিন বাঁচিতে চাহে, চির দিন মরি?

৪৬

বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার
বলে,
দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে?
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।
তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে!
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—
বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে;
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে;
কেড়ে লব রাজ-পদ তব আশীর্ব্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে॥

৪৭

শ্মশান

বড় ভাল বাসি আমি ভ্রমিতে এ
স্থলে,—
তত্ত্ব-দীক্ষা-দায়ী স্থল জ্ঞানের নয়নে।

নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা
গলে,
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে!
অর্থের গৌরব বৃথা হেথা—এ সদনে—
রূপের প্রফুল্ল ফুল শুষ্ক হুতাশনে;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, মান, বিফল সকলে।
কি সুন্দর অট্টালিকা, কি কুটীর-বাসী,
কি রাজা, কি প্রজা, হেথা উভয়ের গতি।
জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।
গহন কাননে বায়ু উড়ায় যেমতি
পত্র-পুঞ্জে, আয়ু-কুঞ্জে, কাল, জীব-রাশি
উড়ায়ে, এ নদ পাড়ে তাড়ায় তেমতি॥

৪৮

করুণ-রস

সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
বামারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী,
রাহুর তরাসে যেন! সে বিরলে বসি,
মৃদে কাঁদে সুবদনা; ঝরঝরে ঝরি,
গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি!
সে নদের স্রোতঃ অশ্রু পরশন করি,
ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,
গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি।
না পারি বুঝিতে মায়া, চাহিনু চঞ্চলে
চৌদিকে; বিজন দেশ; হৈল
দেব-বাণী;—
"কবিতা-রসের স্রোতঃ এ নদের ছলে;
করুণা বামার নাম—রস-কুলে রাণী;
সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে।"

৪৯

সীতা-বনবাসে

ফিরাইল বনপথে অতি ক্ষুণ্ন মনে
সুরথী লক্ষ্মণ রথ, তিতি চক্ষুঃ-জলে;—
উজলিল বন-রাজী কনক কিরণে
স্যন্দন, দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে।
নদী-পারে একাকিনী সে বিজন বনে
দাঁড়ায়ে, কহিলা সতী শোকের
বিহ্বলে;—
"ত্যজিলা কি, রঘুরাজ, আজি এই ছলে
চির জন্মে জানকীরে? হে নাথ! কেমনে,
কেমনে বাঁচিবে দাসী ও পদ-বিরহে?
কে, কহ, বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি-দানে
(দাবানল-রূপে যবে দুখানল দহে)
জুড়াবে, হে রঘুচূড়া, এ পোড়া পরাণে?"
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী; ধীরে যথা রহে
বাহ্যজ্ঞান-শূন্য মূর্ত্তি, নির্ম্মিত-পাষাণে!

৫০

কতক্ষণে কাঁদি পুনঃ কহিলা সুন্দরী;—
"নিদ্রায় কি দেখি, সত্য ভাবি কুস্বপনে?
হায়, অভাগিনী সীতা! ওই যে সে তরি,
যাহে বহি বৈদেহীরে আনিলা এ বনে,
দেবর! নদীর স্রোতে একাকিনী, মরি!—
কাঁপি ভয়ে ভাসে ডিঙ্গা কাণ্ডারী-বিহনে!
অচিরে তরঙ্গ-চয়, নিষ্ঠুরে লো ধরি,
গ্রাসিবে, নতুবা পাড়ে তাড়ায়ে, পীড়নে
ভাঙ্গি বিনাশিবে ওরে! হে রাঘব-পতি,
এ দশা দাসীর আজি এ সংসার-জলে!
ও পদ ব্যতীত, নাথ, কোথা তার
গতি!"—

মুর্চ্ছায় পড়িয়া সতী সহসা ভূতলে,
পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তি কাননে যেমতি
পড়ে, বহে ঝড় যবে প্রলয়ের বলে ॥

৫১

বিজয়া-দশমী

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে
তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা শেষে গিরীশের রাণী ॥

৫২

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা

শোভে নভে, নিশাপতি, এবে হে
বিমলে।—
হেমাঙ্গি রোহিণি, তুমি, অঙ্গ-ভঙ্গি করি
হুলাহুলি দিয়া নাচ, তারা-সঙ্গী দলে!—
জান না কি কোন্ ব্রতে লো সুর-সুন্দরি,
রত ও নিশায় বঙ্গ? পূজে কুতূহলে
রমায় শ্যামাঙ্গী এবে, নিদ্রা পরিহরি;
বাজে শাঁখ, মিলে ধূপ ফুল-পরিমলে;
ধন্য তিথি ও পূর্ণিমা, ধন্য বিভাবরী!
হৃদয়-মন্দিরে, দেবি, বন্দি এ প্রবাসে
এ দাস, এ ভিক্ষা, আজি মাগে রাঙা
পদে,—
থাক বঙ্গগৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ; সুরত্নে জ্যোৎস্না; সুতারা
আকাশে;
শুক্তির উদরে মুক্তা; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে!

৫৩

বীর-রস

ভৈরব-আকৃতি শূরে দেখিনু নয়নে
গিরি-শিরে; বায়ু-রথে, পূর্ণ ইরম্মদে,
প্রলয়ের মেঘ যেন! ভীম শরাসনে
ধরি বাম করে বীর, মত্ত বীর-মদে,
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ, হুঙ্কারি ভীষণে!
ব্যোমকেশ-সম কায়; ধরাতল পদে,
রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,
বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
ঢালখান; উরু-দেশে অসি তীক্ষ্ণ অতি;
চৌদিকে বিবিধ অস্ত্র। সুধিনু তরাসে
"কে এ মহাজন, কহ, গিরি মহামতি?"
আইল শবদ বহি স্তবধ আকাশে—
"বীর-রস এ বীরেন্দ্র, রস-কুল-পতি!"

৫৪

গদা-যুদ্ধ

দুই মত্ত হস্তী যথা উর্দ্ধশুণ্ড করি,
রকত-বরণ আঁখি, গরজে সঘনে,—
ঘুরায়ে ভীষণ গদা শূন্যে, কাল রণে,
গরজিলা দুর্য্যোধন, গরজিলা অরি
ভীমসেন। ধূলারাশি, চরণ-তাড়নে
উড়িল ; অধীরে ধরা থর থর থরি
কাঁপিলা ;—টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে।
উথলিল দ্বৈপায়নে জলের লহরী,
ঝড়ে যেন ! যথা মেঘ, বজ্রানলে ভরা,
বজ্রানলে ভরা মেঘে আঘাতিলে বলে,
উজলি চৌদিক তেজে, বাহিরায় ত্বরা
বিজলী ; গদায় গদা লাগি রণ-স্থলে,
উগরিল অগ্নি-কণা দরশন-হরা !
আতঙ্কে বিহঙ্গ-দল পড়িল ভূতলে ॥

৫৫

গোগৃহ-রণে

হুহুঙ্কারি টঙ্কারিলা ধনুঃ ধনুর্দ্ধারী
ধনঞ্জয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রলয়ে যেমতি !
চৌদিকে ঘেরিল বীরে রথ সারি সারি,
স্থির বিজলীর তেজঃ, বিজলীর গতি !—
শর-জালে শূর-ব্রজে সহজে সংহারি
শূরেন্দ্র, শোভিলা পুনঃ যথা দিনপতি,
প্রখর কিরণে মেঘে খ-মুখে নিবারি,
শোভেন অম্লানে নভে। উত্তরের প্রতি
কহিলা আনন্দে বলী ;—"চালাও স্যন্দনে,
বিরাট-নন্দন, দ্রুতে, যথা সৈন্য-দলে
লুকাইছে দুর্য্যোধন হেরি মোরে রণে,
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে
বজ্রাগ্নির কাল তেজে ভয় পেয়ে মনে।
দণ্ডিব প্রচণ্ডে দুষ্টে গাণ্ডীবের বলে ॥"

৫৬

কুরুক্ষেত্রে

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে, সপ্ত রথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার-গতি !
সে কাল অনল-তেজে, সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাহু চারিদিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধূমের মূরতি,
উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জ্জুনি বিষাদে,
ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে !
আঁধারি চৌদিক যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অন্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে ॥

৫৭

শৃঙ্গার-রস

শুনিনু নিদ্রায় আমি, নিকুঞ্জ-কাননে,
মনোহর বীণা-ধ্বনি ;—দেখিনু সে স্থলে
রূপস পুরুষ এক কুসুম-আসনে,
ফুলের চৌপর শিরে, ফুল-মালা গলে।

হাত ধরাধরি করি নাচে কুতূহলে
চৌদিকে রমণী-চয়, কামাগ্নি নয়নে,—
উজলি কানন-রাজি বরাঙ্গ-ভূষণে,
ব্রজে যথা ব্রজাঙ্গনা রাস-রঙ্গ ছলে !
সে কামাগ্নি-কণা লয়ে, সে যুবক, হাসি
জ্বালাইছে হিয়াবৃন্দে ; ফুল-ধনুঃ ধরি,
হানিতেছে চারি দিকে বাণ রাশি রাশি,
কি দেব, কি নর, উভে জর জর করি !
"কামদেব অবতার রস-কুলে আসি,
শৃঙ্গার রসের নাম।" জাগিনু শিহরি ॥

৫৮

*   *   *

নহি আমি, চারুনেত্রা, সৌমিত্রি কেশরী
তবে কেন পরাভূত না হব সমরে ?
চন্দ্র-চূড়-রথী তুমি, বড় ভয়ঙ্করী,
মেঘনাদ-সম শিক্ষা মদনের বরে।
গিরির আড়ালে থেকে, বাঁধ লো সুন্দরি,
নাগ-পাশে অরি তুমি ; দশ গোটা শরে
কাট গণ্ডদেশ তার, দণ্ড লো অধরে ;
মুহুর্মুহুঃ ভূকম্পনে অধীর লো করি !—
এ বড় অদ্ভুত রণ ! তব শঙ্খ ধ্বনি
শুনিলে টুটে লো বল। শ্বাস-বায়ু-বাণে
ধৈরয-কবচ তুমি উড়াও, রমণি,
কটাক্ষের তীক্ষ্ণ অস্ত্রে বিঁধি লো পরাণে।
এতে দিগম্বরী-রূপ যদি, সুবদনি,
ত্রস্ত হয়ে ব্যস্তে কে লো পরাস্ত না
মানে ?

৫৯

সুভদ্রা

যথা ধীরে স্বপ্ন দেবী রঙ্গে সঙ্গে করি
মায়া-নারী—রত্নোত্তমা রূপের সাগরে—
পশিলা নিশায় হাসি মন্দিরে সুন্দরী
সত্যভামা, সাথে ভদ্রা, ফুল-মালা করে।
বেমলিল দীপ-বিভা ; পূরিল সত্বরে
সৌরভে শয়নাগার, যেন ফুলেশ্বরী
সরোজিনী প্রফুল্লিলা আচম্বিতে সরে,
কিম্বা বনে বন-সখী সুনাগকেশরী !
শিহরি জাগিলা পার্থ, যেমতি স্বপনে
সম্ভোগ-কৌতুকে মাতি সুপ্ত জন জাগে;
কন্তু কাঁদে প্রাণ তার সে কু-জাগরণে,
সাধে সে নিদ্রায় পুনঃ বৃথা অনুরাগে।
তুমি, পার্থ, ভাগ্য-বলে জাগিলা সুক্ষণে,
মরতে স্বরগ-ভোগ ভোগিতে সোহাগে ॥

৬১

উর্ব্বশী

যথা তুষারের হিয়া, ধবল শিখরে
কভু নাহি গলে রবি-বিভার চুম্বনে
কামানলে ; অবহেলি মন্মথের শরে
রথীন্দ্র, হেরিলা, জাগি, শয়ন-সদনে
(কনক-পুতলী যেন নিশার স্বপনে)
উর্ব্বশীরে। "কহ, দেবি, কহ এ
কিঙ্করে,"—
সুধিলা সম্ভাষি শূর সুমধুর স্বরে,
"কি হেতু অকালে হেথা, মিনতি
চরণে ?"

উন্মদা মদন-মদে, কহিলা উর্ব্বশী ;
"কামাতুরা আমি, নাথ, তোমার
কিঙ্করী ;
সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
দাসীরে ; অধর দিয়া অধর পরশি,
যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি॥"

৬১

রৌদ্র-রস

শুনিনু গম্ভীর ধ্বনি গিরির গহ্বরে,
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে ;
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিছে গগনে ;
সচূড়ে পাহাড় কাঁপে থর থর থরে,
কাঁপে চারিদিকে বন যেন ভূকম্পনে ;
উথলে অদূরে সিন্ধু যেন ক্রোধ-ভরে,
যবে প্রভঞ্জন আসে নির্ঘোষ ঘোষণে।
জিজ্ঞাসিনু ভারতীরে জ্ঞানার্থে সত্বরে !
কহিলা মা ;—"রৌদ্র নামে রস, রৌদ্র
অতি,
রাখি আমি, ওরে বাছা, বাঁধি এই স্থলে
(কৃপা করি বিধি মোরে দিলা এ শকতি)
বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে।
বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্ম্মতি,
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে॥"

৬২

দুঃশাসন

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে ;
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্ররূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে ;—
পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে ;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে।
যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মৃগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে ;
বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্ত-স্রোতঃ গর্জ্জিলা পাবনি ;
"মনাগ্নি নিবানু আমি আজি এ আহবে
বর্ব্বর !—পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ পশি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি॥"

৬৩

হিড়িম্বা

উজলি চৌদিক এবে রূপের কিরণে,
বীরেশ ভীমের পাশে কর যোড় করি
দাঁড়াইলা, প্রেম-ডোরে বাঁধা কায়-মনে
হিড়িম্বা ; সুবর্ণ-কান্তি বিহঙ্গী সুন্দরী
কিরাতের ফাঁদে যেন ! ধাইল কাননে
গন্ধামোদে অন্ধ অলি, আনন্দে গুঞ্জরি,—
গাইল বাসন্তামোদে শাখার উপরি
মধুমাখা গীত পাখী সে নিকুঞ্জ-বনে।
সহসা নড়িল বন ঘোর মড়মড়ে,

মদ-মত্ত হস্তী কিম্বা গণ্ডার সরোষে
পশিলে বনেতে, বন যেই মতে নড়ে।
দীর্ঘ-তাল-তুল্য গদা ঘুরায়ে নির্ঘোষে,
ছিন্ন করি লতা-কুলে, ভাঙি বৃক্ষ রড়ে
পশিল হিড়িম্বরক্ষঃ—রৌদ্রভগ্নী-দোষে॥

৬৪

ক্রোধান্ধ মেঘের চক্ষে জলে যথা খরে
ক্রোধাগ্নি তড়িত-রূপে ; রকত-নয়নে
ক্রোধাগ্নি ! মেঘের মুখে যেমতি নিঃসরে
ক্রোধ-নাদ বজ্রনাদে, সে ঘোর ঘোষণে
ভয়ার্ত্ত ভূধর ভূমে, খেচর অম্বরে,
ঘন হুহুঙ্কার-ধ্বনি, বিকট বদনে ;—
"রক্ষঃ-কুল-কুলঙ্কিনি, কোথা লো এবে
তুই ? দেখি, আজি তোরে কে বা রক্ষা
করে !
মূর্ত্তিমান্ রৌদ্র-রসে হেরি রসবতী,
সভয়ে কহিলা কাঁদি বীরেন্দ্রের পদে,—
"লৌহ-ক্রম চিল ওই ; সফরীর গতি
দাসীর ! ছুটিছে দুষ্ট ফাটি বীর-মদে,
অবলা অধীনা জনে রক্ষ, মহামতি,
বাঁচাই পরাণ ডুবি তব কৃপা-হ্রদে !"

৬৫

উদ্যানে পুষ্করিণী

বড় রম্য স্থলে বাস তোর, লো সরসি !
দগধা বসুধা যবে চৌদিকে প্রখরে
তপনের, পত্রময়ী শাখা ছত্র ধরে
শীতলিতে দেহ তোর ; মৃদু শ্বাসে পশি,
সুগন্ধ পাখার রূপে, বায়ু বায়ু করে।
বাড়াতে বিরাম তোর আদরে, রূপসি,
শত শত পাতা মিলি মিষ্টে মরমরে ;
স্বর্ণ-কান্তি ফুল ফুটি, তোর তটে বসি,
যোগায় সৌরভ-ভোগ, কিঙ্করী যেমতি
পাট-মহিষীর খাটে, শয়ন-সদনে।
নিশায় বাসের রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে!
বৈতালিক-পদে তোর পিক-কুল-পতি ;
ভ্রমর গায়ক ; নাচে খঞ্জন, ললনে॥

৬৬

নূতন বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউয়ের গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে,
কত শত আশা-লতা শুখায়ে মরিল,
হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে !
কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে
সে বীজ, যে বীজ, ভূতে বিফল হইল !
বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে ;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি ;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
ঊষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী !

৬৭

কেউটিয়া সাপ

বিষাগার শিরঃ হেরি মণ্ডিত কমলে
তোর, যম-দুত, জন্মে বিস্ময় এ মনে!
কোথায় পাইলি তুই, কোন্ পুণ্য-বলে,
সাজাতে কুচুড়া তোর, হেন সুভূষণে?
বড়ই অহিত-কারী তুই এ ভবনে।
জীব-বংশ-ধ্বংস-রূপে সংসার-মণ্ডলে
সৃষ্টি তোর। ছটফটি, কে না জানে, জ্বলে
শরীর বিষাগ্নি যবে জ্বালাস দংশনে?—
কিন্তু তোর অপেক্ষা রে, দেখাইতে পারি,
তীক্ষ্ণতর বিষধর অরি নর-কুলে!
তোর সম বাহ্য-রূপে অতি মনোহারী,—
তোর সম শিরঃ-শোভা রূপ-পদ্ম-ফুলে।
কে সে? কবে কবি, শোন্! সে রে সেই নারী,
যৌবনের মদে যে রে ধর্ম্ম-পথ ভুলে!

৬৮

শ্যামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারি
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে?
ক মোরে, পূর্ব্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মনঃ তোর? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি!
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি!
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি?
কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে?—
কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে!
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে?
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে!

৬৯

দ্বেষ

শত ধিক্ সে মনের, কাতর যে মনঃ
পরের সুখেতে সদা এ ভব-ভবনে!
মোর মতে নর-কুলে কলঙ্ক সে জন
পোড়ে আঁখি যার যেন বিষ-বরিষণে,
বিকশে কুসুম যদি, গায় পিক-গণে
বাসন্ত আমোদে পূরি ভাগ্যের কানন
পরের! কি গুণ দেখে, কব তা কেমনে,
প্রসাদ তোমার, রমা, কর বিতরণ
তুমি? কিন্তু এ প্রসাদ, নমি যোড়করে,
মাগি রাঙা পায়ে দেবি; দ্বেষের অনলে
(সে মহা নরক ভবে!) সুখী দেখি পরে,
দাসের পরাণ যেন কভু নাহি জ্বলে,
যদিও না পাত তুমি তার ক্ষুদ্র ঘরে
রত্ন-সিংহাসন, মা গো, কুভাগ্যের বলে!

৭০

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানাফুলে,
নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে
যেমতি; তবু সে নদ, শোভে যার কুলে

সে কানন, যগুপিও তার কলেবরে
নাহি অলঙ্কার, তবু সে দুখ সে ভুলে
পড়শীর সুখ দেখি ; তবুও সে ধরে
মূর্ত্তি তার হিয়া-রূপ দরপণে তুলে
আনন্দে ! আনন্দ-গীত গায় মৃদু স্বরে !—
হে রমা, অজ্ঞান নদ জ্ঞানবান করি,
সৃজেছেন দাসে বিধি ; তবে কেন আমি
তব মায়া, মায়াময়ি, জগতে বিস্মরি,
কু-ইন্দ্রিয়-বশে হব এ কুপথ-গামী ?
এ প্রসাদ যাচি পদে, ইন্দিরা সুন্দরি,
দ্বেষ-রূপ ইন্দ্রিয়ের কর দাসে স্বামী ॥

৭১

যশঃ

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসি কি রে ফিরে,
মুছিবে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?—
শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে ;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবসে
দেবতা ; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।
সেই রূপে, ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে,
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্ত্যে বাস করে ;—
কুযশে নরকে যেন, সুযশে—আকাশে !

৭২

ভাষা

"O matre pulchra—
Filia pulchrior !"

Hor.

লো সুন্দরী জননীর
সুন্দরীতরা দুহিতা !—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা !—শত ধিক্ তারে ! ভুলে সে কি করি,
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী ?
রূপ-হীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী ?—
বীণার রসনা-মূলে জন্মে কি কুধ্বনি ?
কবে মন্দ-গন্ধ শ্বাস শ্বাসে ফুলেশ্বরী
নলিনী ? সীতারে গর্ভে ধরিলা ধরণী।
দেব-যোনি মা তোমার ; কাল নাহি নাশে
রূপ তাঁর ; তবু কাল করে কিছু ক্ষতি।
নব রস-সুধা কোথা বয়সের হাসে ?
কালে সুবর্ণের বর্ণ ম্লান, লো যুবতি !
নব শশিকলা তুমি ভারত-আকাশে,
নব-ফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী ॥

৭৩

সাংসারিক জ্ঞান

"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?

কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে?
স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর-জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন? দেবে অন্ন অর্দ্ধ মাত্র খায়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে?
ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুঁড়ি ফেল দূরে!"
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি?
উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি!

৭৩

পুরুরবা

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বধি অজাগরে,
চিরি শিরঃ তার, লভে অমূল রতনে;
বিমুখি কেশীরে আজি, হে রাজা, সমরে,
লভিলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-ধনে!
হে সুভগ, যাত্রা তব বড় শুভ ক্ষণে!
ঐ যে দেখিছ এবে, গিরির উপরে,
আচ্ছন্ন, হে মহীপতি, মূর্চ্ছা-রূপ ঘনে
চাঁদেরে, কে এ, তা জান? জিজ্ঞাস
সত্বরে,
পরিচয় দেবে সখী, সমুখে যে বসি।
মানসে কমল, বলি, দেখেছ নয়নে;
দেখেছ পূর্ণিমা-রাত্রে শরদের শশী;
বধিয়াছ দীর্ঘ-শৃঙ্গী কুরঙ্গে কাননে;—
সে সকলে ধিক্ মান! ওই হে উর্ব্বশী!
সোনার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে॥

৭৫

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

স্রোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে
ক্ষণ কাল, অল্পায়ুঃ পয়োরাশি চলে
বরিষার জলাশয়ে; দৈব-বিড়ম্বনে
ঘটিল কি সেই দশা সুবঙ্গ-মণ্ডলে
তোমার, কোবিদ বৈদ্য? এই ভাবি
মনে,
নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে;
যমুনা হয়েছ পার; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে,
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের
পরশে?

৭৬

শনি

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে
জ্যোতিষী? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি!
ছয় চন্দ্র রত্নরূপে সুবর্ণ টোপরে
তোমারে; সুকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি,
হৈম সারসন, যেন আলোক সাগরে!
সুনীল গগন-পথে ধীরে তব গতি।
বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাঙ্গ-মূরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অম্বরে।

হে চন্দ্র রশ্মির রাশি, সুধি কোন জনে,—
কোন জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ?
জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজা প্রজা-শূন্য,—প্রত্যয়ে না আসে !—
পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে,
তব দেশে, কীট-রূপে কুসুম কি নাশে ?

৭৭

সাগরে তরি

হেরিনু নিশায় তরি অপথ সাগরে,
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে,
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি, ধীরে ধীরে চলে,
রঙ্গে সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে !
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহরা নানাবর্ণ করে,—
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত,মিশ্রিত পিঙ্গলে।
চারি দিকে ফেনাময় তরঙ্গ সুস্বরে
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
বামারে, বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি।
ছাড়িতেছে পথ সবে আস্তে ব্যস্তে সরি,
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুবতী।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি তেজে যথা ফণিনীর গতি ॥

৭৮

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুরপুরে সশরীরে, শূর-কুল-পতি
অর্জ্জুন, স্বকাজ যথা সাধি পুণ্য-বলে
ফিরিলা কানন-বাসে ; তুমি হে তেমতি,
যাও সুখে ফিরি এবে ভারত-মণ্ডলে,
মনোদ্যানে আশা-লতা তব ফলবতী !—
ধন্য ভাগ্য, হে সুভগ, তব ভব-তলে !
শুভ ক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিলা সে সতী,
তিতিবেন যিনি, বৎস, নয়নের জলে
(স্নেহাসার !) যবে রঙ্গে বায়ু-রূপ ধরি
জনরব, দূর বঙ্গে বহিবে সত্বরে
এ তোমার কীর্ত্তি-বার্ত্তা।—যাও দ্রুতে, তরি,
নীলমণি-ময় পথ অপথ সাগরে !
অদৃশ্যে রক্ষার্থে সঙ্গে যাবেন সুন্দরী
বঙ্গ-লক্ষ্মী ! যাও, কবি আশীর্ব্বাদ করে !

৭৯

শিশুপাল

নর-পাল-কুলে তব জনম সুক্ষণে
শিশুপাল ! কহি শুন, রিপুরূপ ধরি,
ওই যে গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে
বীরেশ, এ ভব-দহে মুকতির তরি !
টঙ্কারি কার্ম্মুক, পশ হুহুঙ্কারে রণে,
এ ছার সংসার-মায়া অন্তিমে পাসরি ;
নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব-চরণে।
জানি, ইষ্টদেব তব, নহেন হে অরি
বাসুদেব ; জানিআমিবাগ্দেবীর বরে।
লৌহদন্ত হল, শুন, বৈষ্ণব সুমতি,
ছিঁড়ি ক্ষেত্র-দেহ যথা ফলবান্ করে
সে ক্ষেত্রে ; তোমায় ক্ষণ যাতনি তেমনি
আজি, তীক্ষ্ণ শর-জালে বধি এ সমরে,
পাঠাবেন স্ববৈকুণ্ঠে সে বৈকুণ্ঠ-পতি ॥

৮০

তারা

নিত্য তোমা হেরি প্রাতে ওই গিরি-
শিরে
কি হেতু, কহ তা মোরে, সুচারু-হাসিনি?
নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি-তলে ; সে দর্পণে নিবারিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
কুসুম-শয়নথু যে সুবর্ণ মন্দিরে ?—
কিম্বা, দেহ-কারাগার তেয়াগি ভূতলে,
স্নেহ-কারী জন-প্রাণ তুমি দেব-পুরে,
ভাল বাসি এ দাসেরে, আইস এ ছলে
হৃদয়-আঁধার তার খেদাইতে দূরে ?
সত্য যদি, নিত্য তবে শোভ নভস্তলে,
জুড়াও এ আঁখি দুটি নিত্য নিত্য উরে॥

৮১

অর্থ

ভেবো না জনম তার এ ভবে কুক্ষণে,
কমলিনী-রূপে যার ভাগ্য-সরোবরে
না শোভেন মা কমলা সুবর্ণ কিরণে ;—
কিন্তু যে, কল্পনা-রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন-ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্বভাষা, অঙ্গের শোভা বাড়ায়ে আদরে !
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ, রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয় ? বাঁধা রমা চির কার ঘরে ?
তার ধন-অধিকারী হেন জন নহে,
যে জন নির্ব্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য দহে।
তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।—
রসনা-যন্ত্রের তার যত দিন বহে
ভাবের সঙ্গীত-ধ্বনি, বাঁচে সে সংসারে॥

৮২

কবিগুরু দান্তে

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে ; হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান ! জনম তব পরম সুক্ষণে।
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডের এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা পুনঃ জাগিলা ভারতী !
দেবীর প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বার দিয়া আঁধার নরকে,
যে বিষম দ্বার দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপ প্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র ? কোন্ কীট কাটে এ
কোরকে ?

৮৩

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্টুকর

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত-রস, তুমি শুভ ক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃতবিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে !

পণ্ডিত-কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত-কাননে,
সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে;
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে!
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি!—
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে!

৮৪

কবিবর আল্‌ফ্রেড টেনিসন্

কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে,
শ্বেতদ্বীপ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে! গায় পঞ্চ স্বরে
পিকেশ্বর, তুষি মনঃ সুধা-বরিষণে!
নীরব ও বীণা কবে, কোথা ত্রিভুবনে,
বাগ্দেবি? অবাক্ কবে কল্লোল সাগরে?
তারারূপ হেম তার, সুনীল গগনে,
অনন্ত মধুর ধ্বনি নিরন্তর করে।
পূজক-বিহীন কভু হইতে কি পারে
সুন্দর মন্দির তব? পশ, কবিপতি,
(এ পরম পদ পুণ্য দিয়াছে তোমারে)
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়া ভকতি।
যশঃ-ফুল-মালা তুমি পাবে পুরস্কারে।
ছুঁইতে শমন তোমা না পাবে শকতি।

৮৫

কবিবর ভিক্‌তর হ্যুগো

আপনার বীণা, কবি, তব পাণি-মূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে!
পূর্ণ, হে যশস্বি, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল-কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে
বসন্তে! অমৃত পান করি তব ফুলে
অলি-রূপ মনঃ মোর মত্ত গো সে রসে!
হে ভিক্‌তর, জয়ী তুমি এই মর-কূলে!
আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে।
অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে;
(ভবিষ্যদ্‌বক্তা কবি সতত এ ভবে,
এ শক্তি ভারতী সতী প্রদানেন তারে)
প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে!

৮৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্য-বলে পেয়ে সে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ। কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;

যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শিরঃ তরুদল, দাসরূপ ধরি ;
পরিমলে ফুল-কুল দশ দিশ ভরে ;
দিবসে শীতল-শ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী,
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে !

৮৭

সংস্কৃত

কাণ্ডারী-বিহীন তরি যথা সিন্ধু-জলে
সহি বহু দিন ঝড়, তরঙ্গ-পীড়নে,
লভে কূল কালে, মন্দ পবন-চালনে ;
সে সুদশা আজি তব সুভাগ্যের বলে,
সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানব-মণ্ডলে,
সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
বজ্রনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে !—
রাজাশ্রম আজি তব ! উদয়-অচলে,
কনক-উদয়াচলে, আবার, সুন্দরি,
বিক্রম-আদিত্যে তুমি হের লো হরষে,
নব আদিত্যের রূপে ! পূর্ব্ব-রূপ ধরি,
ফোট পুনঃ পূর্ব্বরূপে, পুনঃ পূর্ব্ব-রসে !
এত দিনে প্রভাতিল দুখ-বিভাবরী ;
ফোট মনানন্দে হাসি মনের সরসে ॥

৮৮

রামায়ণ

সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে।—
স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ-রূপ ধরি,
বসিলা শিয়রে মোর ; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে,
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রুবিন্দু গলে।
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্য-কান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে !
দিব্য চক্ষুঃ দিলা গুরু ; দেখিনু সুক্ষণে
শিলা জলে ; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদে রণে ;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে ॥

৮৯

হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু

যথা শমী, বন-শোভা, পবনের বলে,
আঁধারি চৌদিক পড়ে সহসা সে বনে ;
পড়িলা দ্রৌপদী সতী পর্ব্বতের তলে।—
নিবিল সে শিখা, যার সুবর্ণ কিরণে
উজ্জ্বল পাণ্ডব-কুল মানব-মণ্ডলে !
অস্তে গেলা শশিকলা মলিনি গগনে !
মুদিলা, শুখায়ে, পদ্ম সরোবর-জলে !
নয়নের হেম-বিভা ত্যজিল নয়নে !—
মহাশোকে পঞ্চ ভাই বেড়ি সুন্দরীরে
কাঁদিলা, পূরি সে গিরি রোদন-নিনাদে ;
দানবের হাতে হেরি অমরাবতীরে
শোকার্ত্ত দেবেন্দ্র যথা ঘোর পরমাদে।
তিতিল গিরির বক্ষঃ নয়নের নীরে ;
প্রতিধ্বনি-ছলে গিরি কাঁদিল বিষাদে ॥

৯০

ভারত ভূমি

"Italia ! Italia ! O tu cui feo
la sorte,
Dono infelice bellezza !"
—FILICAIA

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি ! ইতালি !
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।"
কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?
হায় লো ভারত ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা ! রতন সিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী ;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি ;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী,
(হা ধিক্ !) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্ম্মতি !
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ ; সুধা তিত অতি ?

৯১

পৃথিবী

নির্ম্মি গোলাকারে তোমা অরপিলা যবে
বিশ্ব মাঝে স্রষ্টা, ধরা ! অতি হৃষ্ট মনে
চারি দিকে তারা-চয় সুমধুর রবে
(বাজায়ে সুবর্ণ বীণা) গাইল গগনে,
কুল-বালা-দল যবে বিবাহ উৎসবে
হুলাহুলি দেয় মিলি বধূ-দরশনে।
আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল অর্ণবে,
দেখিতে তোমার মুখ। বসন্ত আপনি
আবরিলা শ্যাম বাসে বর কলেবরে ;
আঁচলে বসায়ে নব ফুলরূপ মণি,
নব ফুল-রূপ মণি কবরী উপরে।
দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি,
কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে !

৯২

আমরা

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণবলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?—
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?—
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?—

রে কাল, পূরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃতকল্পে ? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

৯৩

শকুন্তলা

মেনকা অপ্সরারূপী, ব্যাসের ভারতী
প্রসবি, ত্যজিলা ব্যস্তে, ভারত-কাননে,
শকুন্তলা সুন্দরীরে, তুমি মহামতি,
কণ্বরূপে পেয়ে তারে পালিলা যতনে,
কালিদাস ! ধন্য কবি, কবি-কুলপতি !—
তব কাব্যাশ্রমে হেরি এ নারী-রতনে
কে না ভালবাসে তারে, দুষ্মন্ত যেমতি
প্রেমে অন্ধ ? কে না পড়ে মদন-বন্ধনে ?
নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধুর গলে ;
পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে ;
মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে ;
অধরে অমৃত-সুধা সৌদামিনী হাসে ;
কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি, ঝলে
অশ্রুধারা, ধৈর্য্য ধরে কে মর্ত্ত্যে
আকাশে ?

৯৪

বাল্মীকি

স্বপনে ভ্রমিনু আমি গহন কাননে
একাকী। দেখিনু দূরে যুব এক জন,
দাঁড়ায়ে তাহার কাছে প্রাচীন ব্রাহ্মণ—
দ্রোণ যেন ভয়-শূন্য কুরুক্ষেত্র-রণে।
"চাহিস্ বধিতে মোরে কিসের কারণে ?"
জিজ্ঞাসিলা দ্বিজবর মধুর বচনে।
"বধি তোমা হরি আমি লব তব ধন,"
উত্তরিলা যুব জন ভীম গরজনে।—
পরিবরতিল স্বপ্ন। শুনিনু সত্বরে
সুধাময় গীত-ধ্বনি, আপনি ভারতী,
মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, স্বর্ণ বীণা করে,
আরম্ভিলা গীত যেন—মনোহর অতি !
সে দুরন্ত যুব জন, সে বৃদ্ধের বরে,
হইল, ভারত, তব কবি-কুল-পতি !

৯৫

শ্রীমন্তের টোপর

– -"শ্রীপতি—
শিরে হৈতে ফেলে দিল লক্ষের টোপর।"
চণ্ডী।

হেরি যথা শফরীরে স্বচ্ছ সরোবরে,
পড়ে মৎস্যরঙ্ক, ভেদি সুনীল গগনে,
(ইন্দ্র-ধনুঃসম দীপ্ত বিবিধ বরণে)
পড়িল মুকুট, উঠি, অকূল সাগরে ;
উজলি চৌদিক শত রতনের করে
দ্রুতগতি ! মৃদু হাসি হেম ঘনাসনে
আকাশে, সম্ভাষি দেবী, সুমধুর স্বরে,
পদ্মারে, কহিলা, "দেখ, দেখ লো নয়নে,
অবোধ শ্রীমন্ত ফেলে সাগরের জলে
লক্ষের টোপর, সখি ! রক্ষিব, সজনি,
খুল্লনার ধন আমি।"—আশু মায়া-বলে
স্বর্ণ ক্ষেমঙ্করী-রূপ লইলা জননী।
বজ্রনখে মৎস্যরঙ্কে যথা নভস্থলে
বিঁধে বাজ, টোপর মা ধরিলা তেমনি।

৯৬

কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে!
করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্ম্মনাশা-জলে!—
সুভাবের উপযুক্ত বসন, যে বলে,
নার বুঝিবারে, ভাষা! কুখ্যাতি-নরকে
যম-সম পারি তারে ডুবাতে পুলকে,
হাতী-সম গুঁড়া করি হাড় পদতলে!
কত যে ঐশ্বর্য্য তব এ ভব-মণ্ডলে,
সেই জানে, বাণীপদ ধরে যে মস্তকে!
কামার্ত্ত দানব যদি অপ্সরীরে সাধে,
ঘৃণায় ঘুরায়ে মুখ হাত দে সে কানে;
কিন্তু দেবপুত্র যবে প্রেম-ডোরে বাঁধে
মনঃ তার, প্রেম-সুধা হরষে সে দানে।
দূর করি নন্দঘোষে, ভজ শ্যামে, রাধে,
ও বেটা নিকটে এলে ঢাকো মুখ মানে॥

৯৭

মিত্রাক্ষর

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে!
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে?

৯৮

ব্রজ-বৃত্তান্ত

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা মুকুতার কম রূপ ধরি?
বিন্দা—চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে, রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নব রাজে, কর-যুগ ভয়ে যোড় করি?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
সাঙ্গিল কি এত দিনে গোকুলের লীলা?
কোথায় রাখাল-রাজ পীত ধড়া গলে?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা?
ডুবাতে কি ব্রজ-ধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা!

৯৯

ভূত কাল

কোন্ মূল্য দিয়া পুনঃ কিনি ভূতকালে,
—কোন্ মূল্য—এ মন্ত্রণা কারে লয়ে করি?

কোন্ ধন, কোন্ মুদ্রা কোন্ মণি-জালে
এ দুর্ল্লভ দ্রব্য-লাভ? কোন্ দেবে স্মরি,
কোন্ যোগে, কোন্ তপে, কোন্ ধর্ম্ম ধরি?
আছে কি এমন জন ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে,
এ দীক্ষা-শিক্ষার্থে যারে গুরু-পদে বরি,
এ তত্ত্ব-স্বরূপ পদ্ম পাই যে মৃণালে?—
পশে যে প্রবাহ বহি অকূল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্ব্বত-সদনে?
যে বারির ধারা ধরা সতৃষ্ণায় ধরে,
উঠে কি সে পুনঃ কভু বারিদাতা ঘনে?
বর্ত্তমানে তোরে, কাল, যে জন আদরে,
তার তুই! গেলে তোরে পায় কোন্ জনে?

১০০

* * * *

প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্ম্মল জলে
আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি
প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,
মোছে তোরে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে?—
সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেই রূপে থাক, তুমি! দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে!
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর,সংসার-মাঝারে॥

১০১

আশা

বাহ্য-জ্ঞান শূন্য করি, নিদ্রা মায়াবিনী
কত শত রঙ্গ করে নিশা-আগমনে!—
কিন্তু কি শকতি তোর এ মর-ভবনে,
লো আশা!— নিদ্রার কেলি আইলে যামিনী,
ভাল মন্দ ভুলে লোক যখন শয়নে,
দুখ, সুখ, সত্য, মিথ্যা! তুই কুহকিনী,
তোর লীলা-খেলা দেখি দিবার মিলনে,—
জাগে যে, স্বপন তারে দেখাস্, রঙ্গিণি!
কাঙ্গালী যে, ধন-ভোগ তার তোর বলে;
মগন যে ভাগ্য-দোষে বিপদ-সাগরে,
(ভুলি ভূত, বর্ত্তমান ভুলি তোর ছলে)
কালে তীর-লাভ হবে, সেও মনে করে!
ভবিষ্যত-অন্ধকারে তোর দীপ জ্বলে;—
এ কুহক পাইলি লো কোন্ দেব-বরে?

১০২

সমাপ্তে

বিসর্জ্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি!)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
মনঃ-কুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি।
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল কমলে,

যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ! ডুবিল সে তরি,
কাব্য-নদে খেলাইনু যাহে পদ-বলে
অল্প দিন ! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি ! ডাকিলা যৌবনে ;
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে ?)
এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে !
এই বর, হে বরদে মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে !

১০৩

ঢাকাবাসীদিগের অভিনন্দনের উত্তরে

নাহি পাই নাম তব বেদে কি পুরাণে,
কিন্তু বঙ্গ-অলঙ্কার তুমি যে তা জানি
পূর্ব্ব-বঙ্গে। শোভ তুমি এ সুন্দর স্থানে
ফুলবৃন্তে ফুল যথা, রাজাসনে রাণী।
প্রতি ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী (থাকে এইখানে),
নিত্য অতিথিনী তব দেবী বীণাপাণি !
পীড়ায় দুর্ব্বল আমি, তেঁই বুঝি আনি
সৌভাগ্য অর্পিলা মোরে (বিধির বিধানে)
তব করে, হে সুন্দরি ! বিপজ্জাল যবে
বেড়ে কারে, মহৎ যে সেই তার গতি।
কি হেতু মৈনাক গিরি ডুবিলা অর্ণবে ?
দ্বৈপায়ন হ্রদতলে কুরুকুলপতি ?
যুগে যুগে বসুন্ধরা সাধেন মাধবে,
করিও না ঘৃণা মোরে, তুমি, ভাগ্যবতি।

১০৪

পুরুলিয়া

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে ?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে ! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে !
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে ;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে !
প্রভুর কি অনুগ্রহ ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান্ তুমি কব তা কাহারে ?
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে !
উজলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে ;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাসুক সভ্যতা-স্রোতে নিত্য তব তরি ॥

১০৫

পরেশনাথ গিরি

হেরি দূরে উর্দ্ধশিরঃ তোমায় গগনে,
অচল, চিত্রিত পটে জীমূত যেমতি।
ব্যোমকেশ তুমি কি হে, (এই ভাবি মনে)
মজি তপে, ধরেছ ও পাষাণ-মূরতি ?
এ হেন ভীষণ কায়া কার বিশ্বজনে ?
তবে যদি নহ তুমি দেব উমাপতি,
কহ, কোন্ রাজর্ষীর তপোব্রতে ব্রতী—
খচিত শিলার বর্ম্ম কুসুম-রতনে
তোমার ? যে হর-শিরে শশিকলা হাসে

সে হর কিরীটরূপে তব পুণ্য শিরে
চিরবাসী, যেন বাঁধা চিরপ্রেমপাশে !
হেরিলে তোমায় মনে পড়ে ফাল্গুনিরে,
সেবিলা বীরেশ যবে পাশুপত আশে
ইন্দ্রনীল-নীলচূড়ে দেব ধূর্জ্জটিরে ॥

১০৬

কবির ধর্ম্মপুত্র
শ্রীমান্ খৃষ্টদাস সিংহ

হে পুত্র, পবিত্রতর জনম গৃহিলা
আজি তুমি, করি স্নান যর্দ্দনের নীরে ;
সুন্দর মন্দির এক আনন্দে নির্ম্মিলা
পবিত্রাত্মা বাস হেতু ও তব শরীরে ;
সৌরভ কুসুমে যথা, আসে যবে ফিরে
বসন্ত, হিমান্তকালে। কি ধন পাইলা—
কি অমূল্য ধন বাছা, বুঝিবে অচিরে,
দৈববলে বলী তুমি, শুন হে, হইলা !
পরম সৌভাগ্য তব। ধর্ম্ম-বর্ম্ম ধরি
পাপ-রূপ রিপু নাশো এ জীবন-স্থলে ;
বিজয়-পতাকা তোলি রথের উপরি ;
বিজয় কুমার সেই, লোকে যারে বলে
খ্রীষ্টদাস, লভো নাম, আশীর্ব্বাদ করি,
জনক জননী সহ, প্রেম-কুতূহলে !

১০৭

পঞ্চকোট গিরি

কাটিলা মহেন্দ্র মর্ত্ত্যে বজ্র প্রহরণে
পর্ব্বতকুলের পাখা ; কিন্তু হীনগতি
সে জন্য নহে হে তুমি, জানি আমি মনে,
পঞ্চকোট ! রয়েছ যে,— লঙ্কায় যেমতি
কুম্ভকর্ণ,—রক্ষ, নর, বানরের রণে—
শূন্যপ্রাণ, শূন্যবল, তবু ভীমাকৃতি,—
রয়েছ যে পড়ে হেথা, অন্য সে কারণে।
কোথায় সে রাজলক্ষ্মী, যাঁর স্বর্ণ জ্যোতি
উজ্জ্বলিত মুখ তব ? যথা অস্তাচলে
দিনান্তে ভানুর কান্তি। তেয়াগি তোমারে
গিয়াছেন দূরে দেবী, তেঁই হে ! এ স্থলে,
মনোদুঃখে মৌনভাব তোমার ; কে পারে
বুঝিতে, কি শোকানল ও হৃদয়ে জ্বলে ?
মণিহারা ফণী তুমি রয়েছ আঁধারে ॥

১০৮

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র ! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি ; তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে ?
বিধির কি বিধি, সুরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে ?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে ?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে ;
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন ! এ হেন রতনে ?

যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদীর্ণ বক্ষের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে ?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার ॥

১০৯

পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী

হেরিনু রমারে আমি নিশার স্বপনে ;
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে—
পদ্মাসন উজলিত শতরত্ন-করে,
দুই মেঘরাশি মাঝে, শোভিছে অম্বরে,
রবির পরিধি যেন। রূপের কিরণে
আলো করি দশ দিশ ; হেরিনু নয়নে,
সে কমলাসন-মাঝে ভুলাতে শঙ্করে
রাজরাজেশ্বরী, যেন কৈলাস-সদনে।
কহিলা বাগ্দেবী দাসে (জননী যেমতি
অবোধ শিশুরে দীক্ষা দেন প্রেমাদরে,
"বিবিধ আছিল পুণ্য তোর জন্মান্তরে,
তেঁই দেখা দিলা তোরে আজি হৈমবতী
যেরূপে করেন বাস চির রাজ-ঘরে
পঞ্চকোট;—পঞ্চকোট—ওই গিরিপতি।"

ইতি চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী সমাপ্ত

বিবিধ কাব্য

বর্ষাকাল

গভীর গর্জ্জন সদা করে জলধর,
উথলিল নদনদী ধরণী উপর।
রমণী রমণ লয়ে, সুখে কেলি করে,
দানবাদি, দেব, যক্ষ সুখিত অন্তরে।
সমীরণ ঘন ঘন ঝন ঝন রব,
বরুণ প্রবল দেখি প্রবল প্রভাব।
স্বাধীন হইয়া পাছে পরাধীন হয়,
কলহ করয়ে কোন মতে শান্ত নয়॥

হিমঋতু

হিমন্তের আগমনে সকলে কম্পিত,
রামাগণ ভাবে মনে হইয়া দুঃখিত।
মনাগুনে ভাবে মনে হইয়া বিকার,
নিবিল প্রেমের অগ্নি নাহি জলে আর।
ফুরায়েছে সব আশা মদন রাজার,
আসিবে বসন্ত আশা—এই আশা সার।
আশায় আশ্রিত জনে নিরাশ করিলে,
আশাতে আশার বশ আশায় মারিলে।
সৃজিয়াছি আশাতরু আশিত হইয়া,
নষ্ট কর হেন তরু নিরাশ করিয়া।
যেজন করয়ে আশা, আশারআশ্বাসে,
নিরাশ করয়ে তারে কেমনে মানসে॥

রিজিয়া

হা বিধি, অধীর আমি! অধীর কে কবে,
এ পোড়া মনের জ্বালা জুড়াই কি দিয়া?
হে স্মৃতি, কি হেতু যত পূর্ব্বকথা কয়ে,
দ্বিগুণিছ এ আগুন, জিজ্ঞাসি তোমারে!
কি হেতু লো বিষদন্ত ফণিরূপ ধরি,
মুহুর্মুহু দংশ আজি জর্জ্জরি হৃদয়ে?
কেমনে, লো দুষ্টা নারি, ভুলিলি নিষ্ঠুরে
আমায়? সে পূর্ব্ব সত্য, অঙ্গীকার যত,
সে আদর, সে সোহাগ, সে ভাব কেমনে
ভুলিল ও মন তোর, কে কবে আমারে?
হায় লো, সে প্রেমাঙ্কুর কি তাপে শুকাল?
এ হেন সুবর্ণ-দেহে কি সুখে রাখিলি
এ হেন দুরন্ত আত্মা, রে দুরাত্মা বিধি!
এ হেন সুবর্ণময় মন্দিরে স্থাপিলি
এ হেন কু-দেবতারে তুই কি কৌতুকে?
কোথা পাব হেন মন্ত্র যার মহাবলে
ভুলি তোরে, ভূত কাল, প্রমত্ত যেমতি
বিস্মরে (সুরার তেজে. যা কিছু সে করে)
জ্ঞানোদয়ে? রে মদন, প্রমত্ত করিলি
মোরে প্রেম-মদে তুই; ভুলা তবে এবে,
ঘটিল যা কিছু, যবে ছিনু জ্ঞান-হীনে।
এ মোর মনের দুঃখ কে আছে বুঝিবে?

বন্ধুমাত্র মোর তুই, চল্ সিন্ধুদেশে,
দেখিব কি থাকে ভাগ্যে ! হয়ত মারিব,
এ মনাগ্নি নিবাইব ঢালি লহু-স্রোতে,
নতুবা, রে মৃত্যু, তোর নীরব সদনে
ভুলিব এ মহাজ্বালা—দেখিব কি ঘটে !
কি কাজ জীবনে আর ! কমল বিহনে
ডুবে অভিমানে জলে মৃণাল, যদ্যপি
হরে কেহ শিরোমণি, মরে ফণী শোকে ।
চূড়াশূন্য রথে চড়ি কোন্ বীর যুঝে ?
কি সাধ জীবনে আর ? রে দারুণ বিধি,
অমৃত যে ফলে, আজ বিষাক্ত করিলি
সে ফলে ? অনন্ত আয়ুদায়িনী সুধারে
না পেয়ে, কি হলাহল লভিনু মথিয়া
অকূল সাগরে, হায়, হিয়া জ্বালাইতে ?
হা ধিক্ ! হা ধিক্ তোরে নারীকুলাধমা !
চণ্ডালিনী ব্রহ্মকুলে তুই পাপীয়সী,
আর তোর পোড়া মুখ কভু না হেরিব,
যত দিন নাহি পারি তোর যমরূপে
আক্রমিতে রণে তোর বীরপরাক্রমে !
ভেবেছিনু লয়ে তোরে সোহাগে বাসরে
কত যে লো ভালবাসি কব তোর কানে,
বায়ু যথা ফুলদলে সায়ংকালে পেয়ে
কাননে । সে প্রেমাশায় দিনু জলাঞ্জলি ।
সে সুবর্ণ আশালতা, তুই লো নিষ্ঠুরা,
দাবানল-শিখারূপে নিষ্ঠুরে পোড়ালি !
পশ্ রে বিবরে তোর, তুই কাল ফণী ॥

আত্ম-বিলাপ

১

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে !
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ? এ কি দায় !

২

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে ?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?

৩

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !

ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে!
মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষাক্লেশে ;—
এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে ;
কি ফল লভিলি?
জ্বলন্ত-পাবক-শিখা- লোভে তুই কাল-ফাঁদে
উড়িয়া পড়িলি!
পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি অবোধ, হায়!
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে!

৫

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে!
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী!
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে!

৬

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়,
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—
মাৎসর্য্য-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ!
এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিদ্রায়?

৭

মুকুতা-ফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,
শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্ধু-জলতলে
ফেলিস, পামর!
ফিরি দিবে হারাধন কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!

বঙ্গভূমির প্রতি

"My native land, Good-night !"—Byron

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে ;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে !
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে সুবরদে।—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্তে, কি শরদে॥

ভারত-বৃত্তান্ত

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

VERSAILLES.

9th September, 1863

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ স্ববলে লভিলা
পরাভবি রাজবৃন্দে চারুচন্দ্রাননা
কৃষ্ণায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে,
বাগ্দেবি ! দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি স্তুতি, না জানি কি করে
আরাধি হে বিশ্বারাধ্যা তোমায় ; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে !
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার ? উর তবে, উর মা, আসরে।
আইস মা এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহজ্বালা, বিহঙ্গম যথা
রঙ্গহীন কুপিঞ্জরে কভু কভু ভুলে
কারাগারদুখ সাধি কুঞ্জবনস্বরে।
সত্যবতীসতীসুত, হে গুরু, ভারতে
কবিতা-সুধার সরে বিকচিত চির
কমল দ্বিতীয় তুমি ; কৃতাঞ্জলিপুটে
প্রণমে চরণে দাস, দয়া কর দাসে।
হায়, নরাধম আমি ! ডরি গো পশিতে
যথায় কমলাসনে আসীনা দেউলে
ভারতী ; তেঁই হে ডাকি দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
আচার্য্য ! আইস শীঘ্র দ্বিজোত্তম সূরি।
দাসের বাসনা, ফুলে পূজি জননীরে,
বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি।
গভীর সুড়ঙ্গপথে চলিলা নীরবে
পঞ্চ ভাই সঙ্গে সতী ভোজেন্দ্রনন্দিনী
কুন্তী ; স্বরচিত-গৃহে মরিল দুর্ম্মতি
পুরোচন ; * * *

দ্রৌপদীস্বয়ম্বর

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে
লক্ষ রণসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে
লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে,—
গাইব সে মহাগীত। এ ভিক্ষা চরণে,
বাগ্দেবি ! গাইব মা গো নব মধুস্বরে,
কর দয়া, চিরদাস নমে পদাম্বুজে,
দয়ায় আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে !

* * *

বিঁধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সরা
গাইল বিজয়গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি
কহিলা এ সব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি।
লো পঞ্চালরাজসুতা কৃষ্ণা গুণবতি,
তব প্রতি সুপ্রসন্ন আজি প্রজাপতি।
এত দিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল।
পেয়েছ সুন্দরি ! স্বামী ভুবনে অতুল।
চেন কি উঁহারে উনি কোন্ মহামতি,
কত গুণে গুণবান্ জানো কি লো সতি ?
না চেনো না জানো যদি শুন দিয়া মন,
ছদ্মবেশী উনি, ধনি, নহেন ব্রাহ্মণ।

অত্যুচ্চ ভারতবংশশিরে শিরোমণি
কুন্তীর হৃদয়নিধি বিখ্যাত ফাল্গুনি।
ভস্মরাশি মাঝে যথা লুপ্ত হুতাশন
সেইরূপ ক্ষত্রতেজ আছিল গোপন।
আগ্নেয়গিরির গর্ভ করি বিদারণ
যথা বেগে বাহিরয় ভীম হুতাশন,
অথবা ভেদিয়া যথা পূরব গগন
সহসা আকাশে শোভে জলন্ত তপন;
সেইরূপ এত দিনে পাইয়া সময়,
লুপ্ত ক্ষত্রতেজ-বহ্নি হইল উদয়॥

মৎস্যগন্ধা

চেয়ে দেখ, মোর পানে, কলকল্লোলিনি
যমুনে! দেখিয়া, কহ, শুনি তব মুখে,
বিধুমুখি, আছে কি গো অখিল জগতে,
দুঃখিনী দাসীর সম? কেন যে স্বজিলা,—
কি হেতু বিধাতা, মোরে, বুঝিব কেমনে?
তরুণ যৌবন মোর! না পারি নড়িতে
পোড়া নিতম্বের ভরে! কবরীবন্ধন
খুলি যদি, পোড়া চুল পড়ে ভুমিতলে!
কিন্তু, কে চাহিয়া কবে দেখে মোর পানে?
না বসে গুঞ্জরি, সখি, শিলীমুখ যথা
শেতাম্বরা ধুতুরার নীরস অধরে,
হেরি অভাগীরে দূরে ফিরে অধোমুখে
যুবকুল; কাঁদি আমি বসি লো বিরলে!

সুভদ্রা-হরণ

কেমনে ফাল্গুনি শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি যদু-বৃন্দে) চারু-চন্দ্রাননা
ভদ্রায়;—নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসি-জনে,
বাগ্দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি, স্তুতি; না জানি কি কয়ে,
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায়; না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে!
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার? কৃপা করি উর গো আসরে।
আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জ্বালা, বিহঙ্গম যথা,
কারাবদ্ধ পিঁজিরায়, কভু কভু ভুলে
কারাগার-দুঃখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে!
ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
কৌতুকে করিলা বাস। আদরে ইন্দিরা
(জগত-আনন্দময়ী) নব-রাজ-পুরে
উরিলা, লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
রাজ-শ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে!—
এ মঙ্গলবার্ত্তা শুনি নারদের মুখে
শচী, বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে
রুষিলা। জলিল পুনঃ পূর্ব্বকথা স্মরি,
দাবানল-রূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে,
দগধি পরাণ তাপে! "হা ধিক্!"—ভাবিলা

বিরলে মানিনী মনে—"ধিক্ রে
আমারে !
আর কি মানিবে কেহ এ তিন ভুবনে
অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে ? কেন তাকে দিলি
অনন্ত-যৌবন-কান্তি, তুই, পোড়া বিধি ?
হায়, কারে কব দুখ ? মোরে অপমানি,
ভোজ-রাজ-বালা কুন্তী—কুল-কলঙ্কিনী,—
পাপীয়সী—তার মান বাড়ান কুলিশী ?
যৌবন-কুহকে, ধিক্, যে ব্যভিচারিণী
মজাইল দেব-রাজে, মোরে লাজ দিয়া,
অর্জ্জুন—জারজ তার—নাহি কি শকতি
আমার—ইন্দ্রাণী আমি—মারি সে
অর্জ্জুনে,
এ পোড়া চখের বালি ?—দুর্য্যোধনে
দিয়া
গড়াইনু জতুগৃহ ; সে ফাঁদ এড়ায়ে
লক্ষ্য বিঁধি লক্ষ রাজে বিমুখি সমরে,
পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পাঞ্চালে।
অহিত সাধিতে, দেখ, হতাশ হইনু
আমি, ভাগ্য-গুণে তার !—কি ভাগ্য ?
কে জানে,
কোন্ দেবতার বলে বলী ও ফাল্গুনি ?
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে
দেবেন্দ্র ? হে ধর্ম্ম, তুমি পার কি সহিতে
এ আচার চরাচরে ? কি বিচার তব ?
উপপত্নী কুন্তীর জারজ পুত্র প্রতি
এত যত্ন ? কারে কব এ দুখের কথা—
কার বা শরণ, হায়, লব এ বিপদে ?"
কঙ্কণ-মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে
ললনা ! দুকূল সাড়ী তিতি গলগলে
বহিল আঁখির জল, শিশির যেমতি
হিমকালে পড়ি আর্দ্রে কমলের দলে !
"যাইব কলির কাছে" আবার ভাবিলা
মানিনী—"কুটিল কলি খ্যাত ত্রিভুবনে,—
এ পোড়া মনের দুঃখ কব তার কাছে,
এ পোড়া মনের দুখ সে যদি না পারে
জুড়াতে কৌশল করি, কে আর
জুড়াবে ?
যায় যদি মান, যাক্ ! আর কি তা
আছে ?"
ইত্যাদি।

ময়ূর ও গৌরী

ময়ূর কহিল কাঁদি গৌরীর চরণে,
কৈলাস-ভবনে ;—
"অবধান কর দেবি,
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি
প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে।
রথী যথা দ্রুত রথে,
চলেন পবন-পথে
দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি ;
তবু, মা গো, আসি দুখী অতি।
করি যদি কেকা-ধ্বনি,
ঘৃণায় হাসে অমনি
খেচর, ভূচর জন্তু ;—মরি, মা, শরমে !
ডালে মূঢ় পিক যবে
গায় গীত, তার রবে
মাতিয়া জগৎ-জন বাখানে অধমে !
বিবিধ কুসুম কেশে,
সাজি মনোহর বেশে,

বরেন বসুধা দেবী যবে ঋতুবরে
কোকিল মঙ্গল-ধ্বনি করে।
অহরহ কুহুধ্বনি বাজে বনস্থলে ;
নীরবে থাকি, মা, আমি ; রাগে হিয়া
জ্বলে !
ঘুচাও কলঙ্ক শুভঙ্করি,
পুত্রের কিঙ্কর আমি এ মিনতি করি,
পা দুখানি ধরি।”
উত্তর করিলা গৌরী সুমধুর স্বরে ;—
“পুত্রের বাহন তুমি খ্যাত চরাচরে,
এ আক্ষেপ কর কি কারণে ?
হে বিহঙ্গ, অঙ্গ-কান্তি ভাবি দেখ মনে !
চন্দ্রককলাপে দেখ নিজ পুচ্ছদেশে ;
রাখাল রাজার সম চূড়াখানি কেশে !
আখণ্ডল-ধনুর বরণে
মণ্ডিলা সু-পুচ্ছ ধাতা তোমার সৃজনে !
সদা জ্বলে তব গলে
স্বর্ণহার ঝল ঝলে,
যাও, বাছা, নাচ গিয়া ঘনের গর্জ্জনে,
হরষে সু-পুচ্ছ খুলি
শিরে স্বর্ণ-চূড়া তুলি ;
* * করগে কেলি ব্রজ-কুঞ্জ বনে।
করতালি ব্রজাঙ্গনা
দেবে রঙ্গে বরাঙ্গনা—
তোষ গিয়া ময়ূরীরে প্রেম-আলিঙ্গনে !
শুন বাছা, মোর কথা শুন,
দিয়াছেন কোন কোন গুণ,
দেব সনাতন প্রতি-জনে ;
সু-কলে কোকিল গায়,
বাজ বজ্র-গতি ধায়,
অপরূপ রূপ তব, খেদ কি কারণে ?”—
নিজ অবস্থায় সদা স্থির যার মন,
তার হতে সুখীতর অন্য কোন্ জন ?

রসাল ও স্বর্ণলতিকা

রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ-লতিকারে ;—
“শুন মোর কথা, ধনি, নিন্দ বিধাতারে !
নিদারুণ তিনি অতি ;
নাহি দয়া তব প্রতি ;
তেঁই ক্ষুদ্র-কায়া করি সৃজিলা তোমারে !
মলয় বহিলে, হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর-ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া ;
হিমাদ্রি-সদৃশ আমি,
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া।
কালাগ্নির মত তপ্ত তপন
তাপন,—
আমি কি লো ডরাই কখন ?
দূরে রাখি গাভী-দলে,
রাখাল আমার তলে
বিরাম লভয়ে অনুক্ষণ,—
শুন, ধনি, রাজ-কাজ দরিদ্র-পালন !
আমার প্রসাদ ভুঞ্জে পথ-গামী জন।
কেহ অন্ন রাঁধি খায়
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়
এ রাজ-চরণে।
শীতলিয়া মোর ডরে
সদা আসি সেবা করে
মোর অতিথির হেথা আপনি পবন !

মধু-মাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে !
তুমি কি তা জান না, ললনে ?
দেখ মোর ডাল-রাশি,
কত পাখী বাঁধে আসি
বাসা এ আগারে !
ধন্য মোর জনম সংসারে !
কিন্তু তব দুঃখ দেখি নিত্য আমি দুখী ;
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্দ, বিধুমুখী !"

*　　*　　*

*　　*　　*

নীরবিলা তরুরাজ, উড়িল গগনে
যমদূতাকৃতি মেঘ গম্ভীর স্বননে ;
আইলেন প্রভঞ্জন,
সিংহনাদ করি ঘন,
যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে।
আইল খাইতে মেঘ দৈত্যকুল রড়ে ;
ঐরাবত পিঠে চড়ি
রাগে দাঁত কড়মড়ি,
ছাড়িলেন বজ্র ইন্দ্র কড় কড় কড়ে।
উরু ভাঙ্গি কুরুরাজে বধিলা যেমতি
ভীম যোধপতি ;
মহাঘাতে মড়মড়ি
রসাল ভূতলে পড়ি,
হায়, বায়ুবলে
হারাইল আয়ু-সহ দর্প বনস্থলে !
ঊর্দ্ধশির যদি তুমি কুল মান ধনে,
করিও না ঘৃণা তবু নীচশির জনে !
এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে ॥

অশ্ব ও কুরঙ্গ

অশ্ব, নবদূর্ব্বাময় দেশে, বিহরে একেলা অধিপতি।
নিত্য নিশা অবশেষে শিশিরে সরস দূর্ব্বা অতি।
বড়ই সুন্দর স্থল, অদূরে নির্ঝরে জল,
তরু, লতা, ফল, ফুল, বন-বীণা অলিকুল ;
মধ্যাহ্নে আসেন ছায়া, পরম শীতল কায়া,
পবন ব্যজন ধরে, পত্র যত নৃত্য করে,
মহানন্দে অশ্বের বসতি ॥

২

কিছু দিনে উজ্জ্বলনয়নে,
কুরঙ্গ সহসা আসি দিল দরশন।
বিস্ময়ে চৌদিকে চায়, যা দেখে বাখানে তায়,
কতক্ষণে হেরি অশ্বে কহে মনে মনে ;—
"হেন রাজ্যে এক প্রজা এ দুখ না সহে !
তোমার প্রসাদ চাই, শুন হে বন-গোঁসাই,
আপদে, বিপদে দেব, পদে দিও ঠাঁই ॥"

৩

এক পার্শ্ব করি অধিকার আরম্ভিল কুরঙ্গ বিহার ;
খাইল অনেক ঘাস, কে গণিতে পারে গ্রাস ?
আহার করণান্তরে করিল পান নির্ঝরে ;
পরে মৃগ তরুতলে নিদ্রা গেল কুতুহলে—
গৃহে গৃহস্বামী যথা বলী স্বত্ববলে ॥

৪

বাক্যহীন ক্রোধে অশ্ব, নিরখি এ লীলা,
ভোজবাজি কিম্বা স্বপ্ন ! নয়ন মুদিলা ;
উন্মীলি ক্ষণেক পরে কুরঙ্গে দেখিলা,
রঙ্গে শুয়ে তরুতলে ; দ্বিগুণ আগুন হৃদে জ্বলে ;
তীক্ষ্ণ ক্ষুর আঘাতনে ধরণী ফাটিল,
ভীম হ্রেষা গগনে উঠিল ।
প্রতিধ্বনি চৌদিকে জাগিল ॥

৫

নিদ্রাভঙ্গে মৃগবর কহিলা, "ওরে বর্ব্বর !
কে তুই, কত বা বল ?
সৎ পড়সীর মত না থাকিবি, হবি হত ।"
কুরঙ্গের উজ্জ্বল নয়ন
ভাতিল সরোষে যেন দুইটি তখন ॥

৬

হয়ের হৃদয়ে হৈল ভয়, ভাবে এ সামান্য পশু নয়,
শিরে শৃঙ্গ শাখাময় !
প্রতি শৃঙ্গ শূলের আকার,
বুঝি বা শূলের তুল্য ধার,
কে আমারে দিবে পরিচয় ?

৭

মাঠের নিকটে এক মৃগয়ী থাকিত,
অশ্ব তারে বিশেষ চিনিত ।
ধরিতে এ অশ্ববরে, নানা ফাঁস নিরন্তরে
মৃগয়ী পাতিত ।
কিন্তু সৌভাগ্যের বলে, তুরঙ্গম মায়া-ছলে
কভু না পড়িত ॥

৮

কহিল তুরঙ্গ,—"পশু উচ্চশৃঙ্গধারী—
মোর রাজ্য এবে অধিকারী ;
না চাহিল অনুমতি, কর্কশভাষী সে অতি ;
হও হে সহায় মোর, মারি দুইজনে চোর ॥"

৯

মৃগয়ী করিয়া প্রতারণা, কহিলা, "হা ! এ কি বিড়ম্বনা !
জানি সে পশুরে আমি, বনে পশুকুলে স্বামী,
শার্দ্দূলে, সিংহেরে নাশে, দগ্ধে বন বিষশ্বাসে ;
একমাত্র কেবল উপায় ;—
মুখস ও মুখে পর, পৃষ্ঠে চর্ম্মাসন ধর,
আমি সে আসনে বসি, করে ধনুর্ব্বাণ অসি,
তা হলে বিজয় লভা যায় ॥"

১০

হায় ! ক্রোধে অন্ধ অশ্ব, কুছলে ভুলিল ;
লাফে পৃষ্ঠে দুষ্ট সাদী অমনি চড়িল।
লোহার কণ্টকে গড়া অস্ত্র, বাঁধা পাদুকায়,
তাহার আঘাতে প্রাণ যায়।
মুখস নাশিল গতি, ভয়ে হয় ক্ষিপ্তমতি,
চলে সাদী যে দিকে চালায় ॥

১১

কোথা অরি, কোথা বন, সে সুখের নিকেতন ?
দিনান্তে হইলা বন্দী আঁধার-শালায়।
পরের অনিষ্ট হেতু ব্যগ্র যে দুর্ম্মতি,
এই পুরস্কার তার কহেন ভারতী ;
ছায়া সম জয় যায় ধর্ম্মের সংহতি ॥

দেবদৃষ্টি

শচী সহ শচীপতি স্বর্ণ-মেঘাসনে
বাহিরিলা বিশ্ব-দরশনে !
আরোহি বিচিত্র রথ,
চলে সঙ্গে চিত্ররথ,
নিজদলে সুমণ্ডিত অস্ত্র আভরণে,
রাজাজ্ঞায় আশুগতি বহিলা বাহনে।
হেরি নানা দেশ সুখে,
হেরি বহু দেশ দুঃখে—
ধর্ম্মের উন্নতি কোন স্থলে ;
কোথাও বা পাপ শাসে বলে—
দেব অগ্রগতি বঙ্গে উতরিল।
কহিলা মাহেন্দ্র সতী শচী সুলোচনা,
কোন্ দেশে এবে গতি,
কহ হে প্রাণের পতি,
এ দেশের সহ কোন্ দেশের তুলনা ?
উত্তরিলা মধুর বচনে
বাসব, লো চন্দ্রাননে,
বঙ্গ এ দেশের নাম বিখ্যাত জগতে।
ভারতের প্রিয় মেয়ে,
মা নাই তাহার চেয়ে,
নিত্য অলঙ্কৃত হীরা, মুক্তা, মরকতে।
সস্নেহে জাহ্নবী তারে
মেখলেন চারি ধারে
বরুণ ধোয়েন পা দু'খানি।
নিত্য রক্ষকের বেশে
হিমাদ্রি উত্তর দেশে,
পরেশনাথ আপনি
শিরে তার শিরোমণি,
সেই এই বঙ্গভূমি শুন লো ইন্দ্রাণি।
দেবাদেশে আশুগতি
চলিলেন মৃদুগতি,
উঠিল সহসা ধ্বনি,
সভয়ে শচী অমনি ইন্দ্রেরে সুধিলা,—
নীচে কি হতেছে রণ ?
কহ সখে বিবরণ,
হেন দেশে হেন শব্দ কি হেতু জন্মিলা ?
চিত্ররথ হাত জোড় করি,
কহে, শুন, ত্রিদিব-ঈশ্বরি !
বিবাহ করিয়া এক বালক যাইছে,
পত্নী আসে দেখ তার পিছে।
সুধাংশুর অংশুরূপে নয়ন-কিরণ
নীচদেশে পড়িল তখন !

গদা ও সদা

গদা সদা নামে
কোন এক গ্রামে
ছিল দুই জন।
দূর দেশে যাইতে হইল ;
দুজনে চলিল।
ভয়ানক পথ—পাশে পশু ফণী বন,
ভল্লুক শার্দ্দূল তাহে গর্জ্জে অনুক্ষণ।
কালসর্প যেমতি বিবরে,
তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে ,
পথিকের অর্থ অপহরে,
কখন বা প্রাণনাশ করে।
কহে সদা গদারে আহ্বানি,
কর কিরা পর্শি মোর পাণি
ধর্ম্মে সাক্ষী মানি,

আজি হতে আমরা দুজন
হ'নু একপ্রাণ একমন,—
সিন্ধু অনুসিন্ধু যথা—জান সে কাহিনী।
আমার মঙ্গল যাহে,
তোমার মঙ্গল তাহে,
কবচে ভেদিলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা,
অমঙ্গলে অমঙ্গল উভয়ের তথা।
কহে গদা ধর্ম্ম সাক্ষী করি,
কিরা মোর তব কর ধরি,
একাত্মা আমরা দোঁহে কি বাঁচি কি মরি।
এইরূপে মৈত্র আলাপনে
মনানন্দে চলিলা দুজনে।
সতর্ক রক্ষকরূপে সদা গদা যেন
বন পাশে একদৃষ্টে চাহে অনুক্ষণ,
পাছে পশু সহসা করয়ে আক্রমণ।
গদা চারি দিকে চায়,
এরূপে উভয়ে যায়;
দেখে সদা সম্মুখে চাহিয়া,
থল্যে এক পথেতে পড়িয়া।
দৌড়ে মূঢ় থল্যে তুলি
হেরে কুতূহলে খুলি
পূর্ণ থল্যে সুবর্ণমুদ্রায়,
তোলা ভার, এত ভারী তায়।
কহে গদা সহাস বদনে
করেছিনু যাত্রা আজি অতি শুভ ক্ষণে
আমরা দুজনে।
'দুজনে!' কহিল সদা রাগে,
'লোভ কি করিস্ তুই এ অর্থের ভাগে?
মোর পূর্ব্ব পুণ্যফলে
ভাগ্যদেবী এই ছলে
মোরে অর্থ দিলা।
পাপী তুই, অংশ তোরে
কেন দিব, ক' তা মোরে
এ কি বাললীলা?
রবির করের রাশি পরশি রতনে,
বরাঙ্গের আভা তার বাড়ায় যতনে;
কিন্তু পড়ি মাটির উপরে
সে কর কি কোন ফল ধরে?
সৎ যে তাহার শোভা ধনে,
অসৎ নিভান্ত তুই, জনম কুক্ষণে।'
এই কয়ে সদানন্দ থল্যে তুলে লয়ে
চলিতে লাগিলা সুখে অগ্রসর হয়ে।
বিস্ময়ে অবাক্ গদা চলিল পশ্চাতে,—
বামন কি কভু পায় চারু চাঁদে হাতে?
এই ভাবি অতি ধীরে ধীরে
গেল গদা তিতি অশ্রুনীরে।
দুই পাশে শৈলকুল ভীষণ-দর্শন,
শৃঙ্গ যেন পরশে গগন।
গিরিশিরে বরষায় প্রবলা যেমতি
ভীম স্রোতস্বতী,
পথিক দুজনে হেরি তস্করের দল
নাবি নীচে করি কোলাহল
উভে আক্রমিল।
সদা অতি কাতরে কহিল,—
"শুন ভাই, পাঞ্চালে যেমতি,
জিষ্ণু রথিপতি,
জিনি লক্ষ রাজে শূর কৃষ্ণায় লভিলা,
মার চোরে করি রণ-লীলা।
এই ধন নিও পরে বাঁটি
হিসাবে করিয়া আঁটাআঁটি,
তস্করদলের মাথা কাটি।"

কহে গদা, "পাপী আমি, তুমি সৎজন,
ধর্ম্মবলে নিজধন করহ রক্ষণ।"
তস্কর-কুল-ঈশ্বরে
কহিল সে যোড়করে,
"অধিপতি ওই জন ভাই,
সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্ম্মের দোহাই।"
"সঙ্গী মাত্র যদি তুই, যা চলি বর্ব্বর,
নতুবা ফেলিব কাটি," কহিল তস্কর।
ফাঁদে বাঁধা পাখী যথা পাইলে মুকতি,
উড়ি যায় বায়ুপথে অতি দ্রুতগতি,
গদা পলাইল।
সদানন্দ নিরানন্দে বিপদে পড়িল।
আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে,
বঁধু কি তোমার কভু হয় সে আঁধারে?
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে।

কুক্কুট ও মণি

খুঁটিতে খুঁটিতে ক্ষুদ কুক্কুট পাইল
একটি রতন;—
বণিকে সে ব্যগ্রে জিজ্ঞাসিল;—
"ঠোঁটের বলে না টুটে, এ বস্তু কেমন?"
বণিক্ কহিল,—"ভাই,
এ হেন অমূল্য রত্ন, বুঝি, দুটি নাই।"
হাসিল কুক্কুট শুনি;—"তণ্ডুলের কণা
বহুমূল্যতর ভাবি;—কি আছে
তুলনা?"
"নহে দোষ তোর, মূঢ়, দৈব এ ছলনা,
জ্ঞান-শূন্য করিল গোসাঁই!"—
এই কয়ে বণিক্ ফিরিল।
মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে?
নরকুলে পশু বলি লোকে তারে মানে;—
এই উপদেশ কবি দিলা এই ভাবে।

সূর্য্য ও মৈনাক-গিরি

উদয়-অচলে,
দিবা-মুখে এক-চক্রে দিলা দরশন,
অংশু-মালা গলে,
বিতরি সুবর্ণ-রশ্মি চৌদিকে তপন।
ফুটিল কমল জলে,
সূর্য্যমুখী সুখে স্থলে,
কোকিল গাইল কলে,
আমোদি কানন।
জাগে বিশ্বে নিদ্রা ত্যজি বিশ্ববাসী জন;
পুনঃ যেন দেব স্রষ্টা সৃজিলা মহীরে;
সজীব হইলা সবে জনমি, অচিরে।
অবহেলি উদয়-অচলে,
শূন্য-পথে রথবর চলে;
বাড়িতে লাগিল বেলা,
পদ্মের বাড়িল খেলা,
রজনী তারার মেলা সর্ব্বত্র ভাঙ্গিল;—
কর-জালে দশ দিক্ হাসি উজলিল।
উঠিতে লাগিলা ভানু নীল নভঃস্থলে;
দ্বিতীয়-তপন-রূপে নীল সিন্ধু-জলে
মৈনাক ভাসিল।
কহিল গম্ভীরে শৈল দেব দিবাকরে;—
"দেখি তব ধীর গতি দুখে আঁখি ঝরে;
পাও যদি কষ্ট,—এস, পৃষ্ঠাসন দিব;
যেখানে উঠিতে চাও, সবলে তুলিব।"

কহিলা হাসিয়া ভানু ;—"তুমি শিষ্টমতি ;
দৈববলে বলী আমি, দৈববলে গতি !"

মধ্যাকাশে শোভিল তপন,—
উজ্জ্বল-যৌবন, প্রচণ্ড-কিরণ ;
তাপিল উত্তাপে মহী ; পবন বহিলা
আগুনের শ্বাস-রূপে ; সব শুকাইলা—
শুকাল কাননে ফুল ;
প্রাণিকুল ভয়াকুল ;
জলের শীতল দেহ দহিয়া উঠিল ;
কমলিনী কেবল হাসিল !
হেন কালে পতনের দশা,
আ মরি ! সহসা
আসি উত্তরিল ;—
হিরণ্ময় রাজাসন ত্যজিতে হইল !
অধোগামী এবে রবি,
বিষাদে মলিন-ছবি,
হেরি মৈনাকেরে পুনঃ নীল সিন্ধু-জলে,
সম্ভাষি কহিলা কুতূহলে ;—
"পাইতেছি কষ্ট, ভাই, পূর্ব্বাসন লাগি ;
দেহ পৃষ্ঠাসন এবে, এই বর মাগি ;
লও ফিরে মোরে, সখে, ও মধ্য-গগনে ;—
আবার রাজত্ব করি, এই ইচ্ছা মনে।"

হাসি উত্তরিল শৈল ;—"হে মূঢ় তপন,
অধঃপাতে গতি যার কে তার রক্ষণ !
রমার থাকিলে কৃপা, সবে ভালবাসে ;—
কাঁদ যদি, সঙ্গে কাঁদে ; হাস যদি, হাসে ;
ঢাকেন বদন যবে মাধব-রমণী,
সকলে পলায় রড়ে, দেখি যেন ফণী।"

মেঘ ও চাতক

উড়িল আকাশে মেঘ গরজি ভৈরবে ;—
ভানু পলাইল ত্রাসে ;
তা দেখি তড়িৎ হাসে ;
বহিল নিশ্বাস ঝড়ে,
ভাঙ্গে তরু মড়-মড়ে ;
গিরি-শিরে চূড়া নড়ে,
যেন-ভূ-কম্পনে ;
অধীরা সভয়ে ধরা সাধিলা বাসবে।
আইল চাতক-দল,
মাগি কোলাহলে জল—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও, প্রভু, করি এ মিনতি !"
বড় মানুষের ঘরে ব্রতে, কি পরবে ;
ভিখারী-মণ্ডল যথা আসে ঘোর রবে ;—
কেহ আসে, কেহ যায় ,
কেহ ফিরে পুনরায়,
আবার বিদায় চায় ;
ত্রস্ত লোভে সবে ;—
সেরূপ চাতক দল,
উড়ি করে কোলাহল ;—
"তৃষায় আকুল মোরা, ওহে ঘনপতি !
এ জ্বালা জুড়াও জলে, করি এ মিনতি !"

রোষে উত্তরিলা ঘনবর ;—
"অপরে নির্ভর যার, অতি সে পামর !
বায়ু-রূপ দ্রুত রথে চড়ি,
সাগরের নীল পায়ে পড়ি,
আনিয়াছি বারি ;—
ধরার এ ধার ধারি।

এই বারি পান করি,
মেদিনী সুন্দরী
বৃক্ষ-লতা-শস্যচয়ে
স্তন-দুগ্ধ বিতরয়ে
শিশু যথা বল পায়,
সে রসে তাহারা খায়,
অপরূপ রূপ-সুধা বাড়ে নিরন্তর;
তাহারা বাঁচায়, দেখ, পশু-পক্ষী-নর।

নিজে তিনি হীন-গতি;
জল গিয়া আনিবারে নাহিক শকতি;
তেঁই তাঁর হেতু বারি-ধারা।—
তোমরা কাহারা?
তোমাদের দিলে জল,
কভু কি ফলিবে ফল?
পাখা দিয়াছেন বিধি;
যাও, যথা জলনিধি;—
যাও, যথা জলাশয়;—
নদ-নদী-তড়াগাদি, জল যথা রয়!
কি গ্রীষ্ম. কি শীত কালে,
জল যেখানে পালে,
সেখানে চলিয়া যাও, দিনু এ যুকতি।"

চাতকের কোলাহল অতি।
ক্রোধে তড়িতেরে ঘন কহিলা,—
"অগ্নি-বাণে তাড়াও এ দলে।"—
তড়িৎ প্রভুর আজ্ঞা মানিলা।
পলায় চাতক, পাখা জলে।

যা চাহ, লভ তা সদা নিজ পরিশ্রমে;
এই উপদেশ কবি দিলা এই ক্রমে।

পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু

অধিক-বয়স-ভরে হয়ে হীন-গতি,
সিংহ কৃশ অতি।
জনরব-রূপ-স্রোতে,
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,
এই কথা;—"মৃগরাজ মগ্ন রাজকাজে;
প্রজাবর্গ, রাজপুরে পূজ কুল-রাজে।"

প্রভু-ভক্তি-মদে মাতি
কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, হাতী,
করে করি রাজকর,
পালা-মতে নিরন্তর,
গেলা চলি রাজ-নিকেতন,
অতি হৃষ্ট মনে।

শৃগাল-কুলের পালা আসি উতরিল;
কুল-মন্ত্রী সভা আহ্বানিল;
কি ভেট, কি উপহার,
কি পানীয়, কি আহার,—
এই লয়ে ঘোর তর্ক-বিতর্ক হইল।
হেন কালে আর মন্ত্রী সহাসে কহিল;—
"তর্কের যে অলঙ্কার তোমরা সকলে,—
এ বিশ্বে এ বিশ্বজনে বলে;
কিন্তু কহ দেখি, শুনি, কেন স্থানে স্থানে
বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ-পানে?—
ফিরে যে আসিছে, তার চিহ্ন কে মুছিল?"

চতুর যে সর্ব্বদর্শী, বিপদের জালে
পদ তার পড়িতে পারে কোন্ কালে?

সিংহ ও মশক

শঙ্খনাদ করি মশা সিংহে আক্রমিল ;
ভব-তলে যত নর,
ত্রিদিবে যত অমর,
আর যত চরাচর,
হেরিতে অদ্ভুত যুদ্ধ দৌড়িয়া আইল।
হুল-রূপ শূলে বীর, সিংহেরে বিঁধিল !
অধীর ব্যথায় হরি,
উচ্চ-পুচ্ছে ক্রোধ করি,
কহিলা ;—"কে তুই, কেন
বৈরিভাব তোর হেন ?
গুপ্তভাবে কি জন্য লড়াই ?—
সম্মুখ-সমর কর্, তাই আমি চাই।
দেখিব বীরত্ব কত দূর,
আঘাতে করিব দর্প চূর ;
লক্ষ্মণের মুখে কালি
ইন্দ্রজিতে জয়-ডালি,
দিয়াছে এ দেশে কবি।"
কহে মশা ;—"ভীরু, মহাপাপি,
যদি বল থাকে, বিষম-প্রতাপি,
অন্যায়-ন্যায়-ভাবে,
ক্ষুধায় যা পায়, খাবে ;
ধিক্, দুষ্টমতি !
মারি তোরে বন-জীবে দিব রে
মুকতি।"
হইল বিষম রণ, তুলনা না মিলে ;
ভীম দুর্য্যোধনে,
ঘোর গদা-রণে,
হ্রদ দ্বৈপায়নে,
তীরস্থ সে রণ-ছায়া পড়িল সলিলে ;
ডরাইয়া জল-জীবী জল-জন্তুচয়ে,
সভয়ে মনেতে ভাবিল,
প্রলয়ে বুঝি এ বীরেন্দ্র-দ্বয় এ সৃষ্টি
নাশিল !

মেঘনাদ মেঘের পিছনে,
অদৃশ্য আঘাতে যথা রণে ;
কেহ তারে মারিতে না পায়,
ভয়ঙ্কর স্বপ্নসম আসে,—এসে যায়
জর-জরি শ্রীরামের কটক লঙ্কায়।
কভু নাকে, কভু কাণে,
ত্রিশূল-সদৃশ হানে,
হুল, মশা বীর।
না হেরি অরিরে হরি,
মুহুর্মুহু নাদ করি,
হইলা অধীর।
হায়, ক্রোধে হৃদয় ফাটিল ;—
গত-জীব মৃগরাজ ভূতলে পড়িল।

ক্ষুদ্র শত্রু ভাবি লোক অবহেলে যারে,
বহুবিধ সঙ্কটে সে ফেলাইতে পারে ;—
এই উপদেশ কবি দিলা অলঙ্কারে।

পঞ্চকোট গিরি বিদায়-সঙ্গীত

হেরেছিনু গিরিবর ! নিশার স্বপনে
অদ্ভুত দর্শন !
হাঁটু গাড়ি হাতী দুটি শুঁড়ে শুঁড়ে ধরে
কনক-আসন এক, দীপ্ত রত্ন-করে
দ্বিতীয় তপন !
যেই রাজকুলখ্যাতি তুমি দিয়াছিলা,

সেই রাজকুললক্ষ্মী দাসে দেখা দিলা,
শোভি সে আসন!
হে সখে! পাষাণ ভূমি, তবু তব মনে
ভাবরূপ উৎস, জানি, উঠে সর্ব্বক্ষণে।
ভেবেছিনু, গিরিবর! রমার প্রসাদে,
তাঁর দয়াবলে,
ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি
জলশূন্য পরিখায়; ধনুর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ
আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে।

পাণ্ডববিজয়

প্রথম সর্গ

কেমনে সংহারি রণে কুরুকুলরাজে,
কুরুকুল-রাজাসন লভিলা দ্বাপরে
ধর্ম্মরাজ;—সে কাহিনী, সে মহাকাহিনী
নব রঙ্গে বঙ্গজনে, উরি এ আসরে,
কহ, দেবি! গিরি-গৃহে সুকালে জনমি
(আকাশ-সম্ভবা ধাত্রী কাদম্বিনী দিলে
(স্তনামৃতরূপে বারি) প্রবাহ যেমনি
বহি, ধায় সিন্ধুমুখে, বদরিকাশ্রমে,
ও পদ-পালনে পুষ্ট কবি-মনঃ, পুনঃ
চলিল, হে কবি-মাতঃ, যশের উদ্দেশে।
যথা সে নদের মুখে সুমধুর ধ্বনি,
বহে সে সঙ্গীতে যবে মঞ্জু কুঞ্জান্তরে
সমদেশে; কিন্তু ঘোর কল্লোলে, যেখানে
শিলাময় স্থল রোধে অবিরলগতি;—
দাসের রসনা আসি রস নানা রসে,
কভু রৌদ্রে, কভু বীরে, কভু বা করুণে;
দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চফুলশরে।

দুর্য্যোধনের মৃত্যু

"দেখ দেব, দেখ চেয়ে," কাতরে
কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে,—"আসিছেন ধীরে
নিশীথিনী; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,—
না শোভে ললাটদেশে চারু নিশামণি!
শিবির-বাহিরে মোরে লহ কৃপা করি,
মহারথ! রাখ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি
জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে
সে শিশু।" লইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির-বাহিরে শূরে—ভগ্ন-উরু রণে!

মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পাতিল ভূতলে
উত্তরী। বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি;—
"কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচার্য্য রথি?
পড়িনু ভূতলে, প্রভু, মাতৃগর্ভ ত্যজি;—
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অন্তিমে? উঠাও বস্ত্র, বসি হে ভূতলে!
কি শয্যায় সুপ্ত আজি কুরুবীর্য্যরূপী
গাঙ্গেয়? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্য রথী,
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ? আর রাজা যত
ক্ষত্র-ক্ষেত্র-পুষ্প দেব? কি সাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্য্যোধন আজি?
যথা বনমাঝে বহ্নি জ্বলি নিশাযোগে
আকর্ষি পতঙ্গচয়ে, ভস্মেন তা সবে
সর্ব্বভুক্—রাজদলে আহ্বানি এ রণে—
বিনাশিনু আমি, দেব! নিঃক্ষত্র করিনু
ক্ষত্রপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র নিজ কর্ম্মদোষে।
কি কাজ আমার আর বৃথা সুখভোগে?

নির্ব্বাণ পাবক আমি, তেজশূন্য, বলি!
ভস্মমাত্র! এ যতন বৃথা কেন তব!"
সরায়ে উত্তরী শূর বসিলা ভূতলে।
নিকটে বসিলা কৃপ কৃতবর্ম্মা রথী
বিষাদে নীরব দোঁহে;—আসি নিশীথিনী
মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি,
উচ্চ বায়ু-রূপ শ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি,—
বৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে।
কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ম্মা পানে
রাজেন্দ্র; "এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্রচূড়ামণি,
ক্ষত্রকুলোদ্ভব, কহ, কে আছে ভারতে
যে না ইচ্ছে মরিবারে? যেখানে, যে কালে
আক্রমেন যমরাজ, সমপীড়া-দায়ী
দণ্ড তাঁর,—রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
সম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মূরতি!
কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আতঙ্ক না করি
আমি!—এই সাধ ছিল চিরকাল মনে!
যে স্তম্ভের বলে, শির উঠায় আকাশে
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা; সে স্তম্ভের রূপে
ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা ধরিনু স্ববলে
ভূভারতে। ভূপতিত এবে কালে আমি;
দেখ চেয়ে চারি দিকে ভগ্ন শত ভাগে
সে সুঅট্টালিকা চূর্ণ এ মোর পতনে!
গড়ায় এক্ষেত্রে পড়ি গৃহচূড়া কত!
আর যত অলঙ্কর—কার সাধ্য গণে?
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য! দেখ—
রক্তত-বরণে দেখ, সহসা আকাশে
উদিছেন এ পৌরব-বংশ-আদি যিনি,
নিশানাথ! দুর্য্যোধনে ভূশয্যায় হেরি
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি?"
পাণ্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি
উত্তরিলা কৃপাচার্য্য;—"হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র, যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সর্ব্বভুক্‌রূপে!
রিপুকুল-চিতা, দেব, জলিয়া উঠিল।
কি বিষাদ আর তবে? মরিছে শিবিরে
অগ্নি-তাপে ছটফটি ভীম দুষ্টমতি;
পুড়িছে অর্জ্জুন, রায়, তার শরানলে
পুড়িল যেমতি হেথা সৈন্যদল তব!
অন্তিমে পিতায় স্মরে যুধিষ্ঠির এবে;
নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ!
আর আর বীর যত এ কাল সমরে
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদগ্ধ বনে
আশে পাশে তরু যথা;—দেখ মহামতি!"

সিংহল-বিজয়

স্বর্ণসৌধে সুধাধরা যক্ষেন্দ্রমোহিনী
মুরজা, শুনি সে ধ্বনি অলকা নগরে,
বিস্ময়ে সাগর পানে নিরখি দেখিলা
ভাসিছে সুন্দর ডিঙ্গা, উড়িছে আকাশে
পতাকা, মঙ্গলবাদ্য বাজিছে চৌদিকে!
রুষি সতী শশিমুখী সখীরে কহিলা;—
"হেদে দেখ, শশিমুখি, আঁখি দুটি খুলি,
চলিছে সিংহলে ওই রাজ্যলাভ-লোভে
বিজয়, স্বদেশ ছাড়ি লক্ষ্মীর আদেশে!
কি লজ্জা! থাকিতে প্রাণ না দিব লইতে
রাজ্য ওরে আমি, সই! উদ্যানস্বরূপে
সাজানু সিংহলে কি লো দিতে পরজনে?

জ্বলে রাগে দেহ, যদি স্মরি শশিমুখি,
কমলার অহঙ্কার ; দেখিব কেমনে
স্বদাসে আমার দেশ দানেন ইন্দিরা !
জলধি জনক তাঁর ; তেঁই শান্ত তিনি
উপরোধে। যা লো সই, ডাক্ সারথিরে
আনিতে পুষ্পকে হেথা। বিরাজেন যথা
বায়ুরাজ, যাব আজি ; প্রভঞ্জনে লয়ে
বাধাব জঞ্জাল, পরে দেখিব কি ঘটে !"
স্বর্ণতেজঃপুঞ্জ রথ আইল দুয়ারে
ঘর্ঘরি। হ্রেষিল অশ্ব, পদ-আস্ফালনে
সৃজি বিস্ফুলিঙ্গবৃন্দে। চড়িলা স্যন্দনে
আনন্দে সুন্দরী, সাজি বিমোহনসাজে ॥

জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণ সম্বন্ধে

ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা বলে,
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে।
উদ্ধপায় কবিগুরু ভিখারী আছিলা
ওমর (অসভ্যকালে জন্ম তাঁর) যথা
অমৃত সাগরতলে ! কেহ না বুঝিল
মূল্য সে মহামণির ; কিন্তু যম যবে
গ্রাসিল কবির দেহ, কিছু কাল পরে
বাড়িল কলহ নানা নগরে ; কহিল
এ নগর ও নগরে, "আমার উদরে
জনম গ্রহিয়াছিলা ওমর সুমতি।"
আমাদের বাল্মীকির এ দশা ; কে জানে
কোন্ কুলে কোন্ স্থানে জন্মিলা সুমতি ॥

হতাশা-পীড়িত হৃদয়ের দুঃখধ্বনি

ভেবেছিনু মোর ভাগ্য, হে রমাসুন্দরি,
নিবাইবে সে রোষাগ্নি,—লোকে যাহা বলে,
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনে জ্বলে ;—
ভেবেছিনু, হায় ! দেখি, ভ্রান্তিভাব ধরি
ডুবাইছ, দেখিতেছি, ক্রমে এই তরী
অদয়ে, অতল দুঃখ-সাগরের জলে
ডুবিনু ; কি যশঃ তব হবে বঙ্গ-স্থলে ?

সমাধি-লিপি

দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে। তিষ্ঠ ক্ষণকাল ! এ সমাধিস্থলে,
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন !
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী ॥

সম্পূর্ণ